Contents

সুনান আদ-দারা কুতনী

প্রথম খণ্ড

ইমাম আলী ইব্ন উমার আদ-দারা কুতনী (র)

সুনান আদ-দারা কুতনী

سُنَنُ الدَّارَ قُطْنِىِّ

প্রথম খণ্ড

ইমাম আলী ইব্‌ন উমার আদ-দারা কুতনী (র)

অনুবাদ

মাওলানা মোঃ আবুল কালাম

ইসলামিক ফাউন্ডেশন

অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ

Contents

সুনান আদ্-দারা কুতনী : প্রথম খণ্ড
ইমাম আলী ইব্‌ন উমার আদ্-দারা কুতনী (রহ)
(৩০৬ হি./৮১৮—৩৮৫ খ্রি./৯৯৫)
পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৫৯২ (৭৪ ফর্মা)
অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা : ৩৭১
ইফা প্রকাশনা : ২৬৬৩
ইফা গ্রন্থাগার : ২৯৭ ১২৪
ISBN : 978-984-06-1454-1

প্রথম প্রকাশ
আগস্ট : ২০১৪
শাওয়াল : ১৪৩৫
শ্রাবণ : ১৪২০

মহাপরিচালক
সামীম মোহাম্মদ আফজাল

প্রকাশক
ড. আব্দুল্লাহ্ আল মা'রূফ
পরিচালক, অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন, আগারগাঁও,
শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১৮১৫২৫

বর্ণ বিন্যাস
মডার্ণ কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টার্স
২০৫/১ ফকিরের পুল ১ম গলি
মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০।

প্রচ্ছদ :
ফারজিমা মিজান শরমিন

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মোঃ মহিউদ্দীন চৌধুরী
প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
ফোন : ৮১৮১৫৩৭

মূল্য : ৬৬৮.০০ টাকা।

SUNAN AD-DARA QUTNI (1st vol.) Narrated by Imam Ali Ibn Umar Ad-Dara Qutni (Rh) in Arabic, translated by Mawlana Mohammad Abul Kalam and published by Director, Department of Translation & Compilation, Islamic Foundation, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207.

web site : www.islamikfoundation-bd.org.

Price : 668.00 ; US Dollar : 42.00

মহাপরিচালকের কথা

আল্লাহ তায়ালার মহান কিতাব আল-কুরআন এবং আমাদের প্রিয় নবী সায়্যিদুল মুরসালীন ও খাতিমুন-নাবিয়্যীন (সা.)-এর সুন্নাহ তথা হাদীস ইসলামী জ্ঞানভাণ্ডারের মূল উৎস। এই উৎসদ্বয়ের উপর ভিত্তি এক মহাসমুদ্র সমান জ্ঞানভাণ্ডার গড়ে উঠেছে। কুরআনের সাথে সাথে মহানবী (সা.)-এর হাদীস আমাদেরকে যুগের পর যুগ কালের পর কাল এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ইসলামের আলোকোজ্জ্বল পথে পরিচালিত করে যাচ্ছে। বহু যুগ পার হওয়া সত্ত্বেও মুসলমানরা দীন ইসলামের মূল শিক্ষা থেকে যে বিচ্যুত হয়নি, তাতে পাশ্চাত্যের পণ্ডিতগণের অবাক হওয়ার অবধি নেই।

কুরআন-হাদীসের শিক্ষা এবং মুসলিম মনীষীদের এই শিক্ষার অব্যাহত চর্চাই তাদেরকে মূল বিশ্বাসে অটুট থাকতে সাহায্য করেছে। ইয়াহুদী-খ্রিস্টান ধর্মবেত্তাগণ তাওরাত-ইনজীলের মূল পাঠকে হুবহু রক্ষা করতে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। উপরন্তু তারা এর বাণীর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মূল পাঠের বিকৃতি, বিলুপ্তি ও সংযোজন ঘটিয়েছেন ব্যাপকভাবে। ফলে তারা ধর্মের মূল শিক্ষা থেকে চরমভাবে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে।

পক্ষান্তরে মুসলিম উম্মাহের ধর্মবেত্তাগণ কুরআনের মূল পাঠ অবিকল অবস্থায় ঠিক রাখার সাথে সাথে মহানবী (সা.)-এর হাদীসকেও একইভাবে সংরক্ষণ করেছেন। তারা যেমন লেখনীর মাধ্যমে, তদ্রূপ দৈনন্দিন জীবনে বাস্তব আমলের মাধ্যমে তা অতীতের অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করেছেন।

উম্মতের মনীষীবৃন্দ সর্বদা এই উম্মতকে এভাবে কুরআন-হাদীস সংরক্ষণের মাধ্যমে আলোকোজ্জ্বল পথে পরিচালিত করে আসছেন। খৃস্টানরা দুশো বছরের মাথায় তাদের কিতাবের মূল শিক্ষা হারিয়ে ফেলেছে। আর মুসলমানরা চৌদ্দশত বছর ধরে ইসলামের মূল শিক্ষাকে অবিকল অবস্থায় উদ্ভাসিত রেখেছে।

আলোচ্য হাদীসের কিতাবখানি মনোনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করলে পাঠকগণ জ্ঞানের আরেক সমুদ্রে অবগাহন করবেন। তারা আরো লক্ষ করবেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর একটি হাদীস এই কিতাবে না পাওয়া গেলে অন্য কিতাবে পাওয়া যাবে। অর্থাৎ কোন না কোন নির্ভরযোগ্য কিতাবে তাঁর বাণী সংরক্ষিত হয়েছে। আমরা আশা করি, সুনান আদ-দারা কুতনী শীর্ষক হাদীস গ্রন্থখানি আগা-গোড়া পাঠ করলে পাঠকের অন্ধ চোখ আলোকোজ্জ্বল হবে, অন্তরের বদ্ধ দরজা খুলে যাবে এবং মতবিরোধের প্রকোপ হ্রাস পাবে। আল্লাহ তায়ালা আমাদের তৌফিক দিন। আমীন!

সামীম মোহাম্মদ আফজাল

পরিচালকের কথা

আলহামদু লিল্লাহ। হাদীসের আরেকটি মৌলিক সংকলন সুনান আদ-দারা কুতনী-র প্রথম খণ্ডের বাংলা অনুবাদ পুস্তক আকারে প্রকাশ করার তৌফিক তিনি আমাদের দান করেছেন। অন্য যে কোনো ভাষায় অনূদিত হওয়ার আগেই আমরা সর্বপ্রথম কিতাবখানির বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছি। ইমাম দারা কুতনী (রহ) তাঁর এই সংকলনে ইবাদত-বন্দেগী, লেনদেন, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি জীবন ঘনিষ্ঠ বিষয়ে মহানবী (সা)-এর প্রচুর সংখ্যক হাদীস সংকলন করেছেন। কিতাবখানি পাঠান্তে পাঠকবৃন্দ জানতে পারবেন যে, তার মাযহাবভুক্ত প্রতিটি মাযহাবের মতামতের সমর্থনে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাদীস বিদ্যমান রয়েছে। পরম শ্রদ্ধেয় সংকলক হাদীস বর্ণনার পরপর সংশ্লিষ্ট হাদীসের রাবীগণের অবস্থা সম্পর্কেও তথ্য প্রদান করেছেন। হাদীসটি গ্রহণযোগ্য না বর্জনযোগ্য সে বিষয়েও তিনি সুস্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এতে পাঠকগণ সংশ্লিষ্ট হাদীসের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে জানতে পারবেন।

আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামায়াতভুক্ত প্রধান চারটি মাযহাবের ইমামগণ যে অভিমতসমূহ ব্যক্ত করেছেন, তার সমর্থনে যে মহানবী (সা)-এর হাদীস বিদ্যমান রয়েছে তা এই গ্রন্থখানি পাঠ করলে স্পষ্টভাবে জানা যাবে। মাযহাবের ইমামগণ কখনো মনগড়া কথা বলেননি, বরং কুরআন-সুন্নাহর গূঢ় রহস্যকেই প্রকাশ করেছেন। তাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল উম্মতকে ইসলামের সত্য-সঠিক ও
সরল-সহজ পথে স্থিতিশীল রাখা। তারা যেন ইয়াহূদী-খৃস্টানদের ন্যায় দীনের মৌলিক বিষয়ে বিভ্রান্তি ও পথভ্রষ্টতার অন্ধকারে নিমজ্জিত না হয়। যুগ যুগ ধরে উম্মতের মহান মনীষীবৃন্দের নিরলস প্রচেষ্টায় দীন ইসলামের মূল কাঠামো রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আমলের মতই অটুট রয়েছে। আল্লাহ্ তায়ালা তাদের এই খেদমত কবুল করুন এবং তাঁর দরবারে তাদের মর্যাদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করুন।

প্রকাশনার এই মুহূর্তে আমি কিতাবখানির অনুবাদক, সম্পাদক, প্রুফ সংশোধক, কম্পোজিটর এবং ইফা প্রেসের সংশ্লিষ্ট সবাইকে আমার আন্তরিক মোবারকবাদ জানাই। আল্লাহ তায়ালা আমাদের এই শ্রম কবুল করুন এবং কিতাবখানি বাংলাভাষী জনগোষ্ঠীর দীনের পথে চলার পাথেয় হোক। আমীন!

ড. আব্দুল্লাহ্ আল মা'রূফ

পরিচালক, অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ

সূচীপত্র

অধ্যায় ঃ ১

কিতাবুত তাহারাত (পবিত্রতা)

অনুচ্ছেদ

Contents

অনুচ্ছেদ

Contents

অনুচ্ছেদ

Contents

অনুচ্ছেদ

অধ্যায় ঃ ২
কিতাবুল হায়েয (ঋতুস্রাব)

অধ্যায় ঃ ৩
কিতাবুস সালাত (নামায)

অনুচ্ছেদ

অনুচ্ছেদ

Contents

অনুচ্ছেদ

Contents

অনুচ্ছেদ

হাদীস সংকলন ও সংরক্ষণ

সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহ্ তাআলার জন্য। সালাত ও সালাম তাঁর প্রিয় হাবীব মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর।

হাদীস মুসলিম মিল্লাতের এক অমূল্য সম্পদ, ইসলামী শরীআতের অন্যতম অপরিহার্য উৎস এবং ইসলামী জীবন বিধানের অন্যতম মূল ভিত্তি। কুরআন মজীদ যেখানে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মৌলনীতি পেশ করে, হাদীস সেখানে এই মৌলনীতির বিস্তারিত বিশ্লেষণ ও তা বাস্তবায়নের কার্যকর পন্থা বলে দেয়। কুরআন ইসলামের প্রদীপ-স্তম্ভ, হাদীস তার বিচ্ছুরিত আলো। ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানে কুরআন যেন হৃদপিণ্ড, আর হাদীস এই হৃদপিণ্ডের সাথে সংযুক্ত ধমনী। জ্ঞানের বিশাল ক্ষেত্রে এই ধমনী প্রতিনিয়ত তাজা তপ্ত শোণিতধারা প্রবাহিত করে এর অংগ-প্রত্যংগকে অব্যাহতভাবে সতেজ ও সক্রিয় রাখে। হাদীস একদিকে যেমন কুরআনুল আযীমের নির্ভুল ব্যাখ্যা দান করে, অনুরূপভাবে তা পেশ করে কুরআনের ধারক ও বাহক মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবন-চরিত, কর্মনীতি ও আদর্শ এবং তাঁর কথা ও কাজ, হেদায়াত ও উপদেশের বিস্তারিত বিবরণ। এজন্যই ইসলামী জীবন-বিধানে কুরআনে হাকীমের পরপরই হাদীসের স্থান।

আল্লাহ তাআলা জিবরাঈল আমীনের মাধ্যমে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর যে ওহী নাযিল করেছেন, তাই হচ্ছে হাদীসের মূল উৎস। ওহী অর্থ "ইশারা করা, গোপনে অপরের সাথে কথা বলা, অপরের অজ্ঞাতসারে কাউকে কিছু জানিয়ে দেয়া" (উমদাতুল কারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪)। ওহীলব্ধ জ্ঞান দুই প্রকার। প্রথম প্রকার মৌল জ্ঞান, যা প্রত্যক্ষ ওহীর (وحى متلوء) মাধ্যমে প্রাপ্ত, যার নাম 'কিতাবুল্লাহ' বা 'আল-কুরআন'। এর ভাব ও ভাষা উভয়ই আল্লাহ্‌র, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা হুবহু আল্লাহ্‌র ভাষায় প্রকাশ করেছেন। দ্বিতীয় প্রকারের জ্ঞান যা প্রথম প্রকারের জ্ঞানের ভাষ্য এবং যা পরোক্ষ ওহীর (وحى غير متلوء) মাধ্যমে প্রাপ্ত, এর নাম 'সুন্নাহ' বা 'আল-হাদীস'। এর ভাব আল্লাহ্‌র, কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা নিজের ভাষায়, নিজের কথা, কাজ ও সম্মতির মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। প্রথম প্রকারের ওহী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর সরাসরি নাযিল হতো এবং তাঁর কাছে উপস্থিত লোকেরা ওহী নাযিল হওয়ার বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারতো। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারের ওহী তাঁর উপর প্রচ্ছন্নভাবে নাযিল হতো এবং অন্যরা তা উপলব্ধি করতে পারতো না।

আখিরী নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআনের ধারক ও বাহক, কুরআন তাঁর উপরই নাযিল হয়। আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবে মানব জাতিকে একটি আদর্শ অনুসরণের ও অনেক বিধি-বিধান পালনের নির্দেশ দিয়েছেন, কিন্তু সব ক্ষেত্রে তা বাস্তবায়নের বিস্তারিত বিবরণ দান করেননি। এর ভার ন্যস্ত করেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর। তিনি নিজের কথা,

কাজ ও আচার-আচরণের মাধ্যমে কুরআনের আদর্শ ও বিধান বাস্তবায়নের পন্থা ও নিয়ম-কানুন বলে দিয়েছেন। কুরআনকে কেন্দ্র করেই তিনি ইসলামের এক পূর্ণাঙ্গ জীবনাদর্শ, জীবনবিধান ও জীবনব্যবস্থা পেশ করেছেন। অন্য কথায়, কুরআন মজীদের শিক্ষা ও নির্দেশসমূহ ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কার্যকর করার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে পন্থা অবলম্বন করেছেন, তাই হচ্ছে হাদীস।

হাদীসও যে ওহীর সূত্রে প্রাপ্ত এবং তা শরীআতের মৌল বিধান পেশ করে, তার প্রমাণ কুরআন ও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীর মধ্যেই বিদ্যমান রয়েছে। মহান আল্লাহ্ তাঁর প্রিয়নবী সম্পর্কে বলেন :

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى . اِنْ هُوَ اِلاَّ وَحْىٌ يُّوْحى .

"তিনি (নবী) নিজের ইচ্ছামত কোন কথা বলেন না, যা কিছু বলেন তা সবই আল্লাহ্র ওহী" (সূরা আন-নাজ্‌ম : ৩, ৪)।

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الاَقَاوِيْلِ . لاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ . ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ .

"তিনি (নবী) যদি নিজে রচনা করে কোন কথা আমার নামে চালিয়ে দিতেন, তাহলে আমি তার ডান হাত ধরে ফেলতাম এবং তার কণ্ঠনালী ছিন্ন করে ফেলতাম" (সূরা আল-হাক্কাহ : ৪৪-৪৬)।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "রূহুল কুদুস (জিবরাঈল) আমার মানসপটে একথা ফুঁকে দিলেন, নির্দ্ধারিত পরিমাণ রিযিক পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ না করা পর্যন্ত এবং নির্দিষ্ট আয়ুষ্কাল শেষ হওয়ার পূর্বে কোন প্রাণীই মরতে পারে না" (বায়হাকী, শারহুস সুন্নাহ)। "আমার নিকট জিবরাঈল (আ) এলেন এবং আমার সাহাবীগণকে উচ্চস্বরে তাকবীর ও তাহলীল বলতে আদেশ দেয়ার জন্য আমাকে নির্দেশ দিলেন" (নায়লুল আওতার, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৫৩)। "জেনে রাখো! আমাকে কুরআন দেয়া হয়েছে এবং তার সাথে দেয়া হয়েছে এর অনুরূপ আরও একটি জিনিস" (আবু দাঊদ, ইবনে মাজা, দারিমী)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য করার জন্য আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে নিম্নোক্ত ভাষায় নির্দেশ দিয়েছেন :

وَمَا اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا .

"রাসূল তোমাদের যা কিছু দেন তা গ্রহণ করো এবং যা করতে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকো" (সূরা আল-হাশর : ৭)।

হাদীস অধ্যয়নের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লামা বদরুদ্দীন আল-আয়নী (র) লিখেছেন, দুনিয়া ও আখেরাতের পরম কল্যাণ লাভই হচ্ছে হাদীস অধ্যয়নের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। আল্লামা কিরমানী (র) লিখেছেন, "কুরআনের পর সকল প্রকার জ্ঞানের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বোত্তম এবং তথ্য ও তত্ত্ব সমৃদ্ধ সম্পদ হচ্ছে ইলমে হাদীস। কারণ এই জ্ঞানের সাহায্যেই আল্লাহ্র কালামের লক্ষ্য ও তাৎপর্য জানা যায় এবং তাঁর হুকুম-আহকামের উদ্দেশ্য অনুধাবন করা যায়।"

হাদীসের পরিচয়

শাব্দিক অর্থে হাদীস (حديث) অর্থ কথা; প্রাচীন ও পুরাতনের বিপরীত বিষয়। এ অর্থে যেসব কথা, কাজ ও বস্তু পূর্বে ছিলো না, এখন অস্তিত্ব লাভ করেছে, তাই হাদীস। ফকীহগণের পরিভাষায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্র মনোনীত রাসূল হিসাবে যা কিছু বলেছেন, যা কিছু করেছেন এবং যা কিছু বলার বা করার অনুমতি দিয়েছেন অথবা সমর্থন জানিয়েছেন, তাকে হাদীস বলে। কিন্তু মুহাদ্দিসগণ এর সংগে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কিত বর্ণনা ও তাঁর গুণাবলী সম্পর্কিত বিবরণকেও হাদীসের অন্তর্ভুক্ত করেন। এ হিসাবে হাদীসকে প্রাথমিক পর্যায়ে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায় : কাওলী হাদীস, ফে'লী হাদীস ও তাকরীরী হাদীস।

প্রথমত, কোন বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলেছেন, অর্থাৎ যে হাদীসে তাঁর কোন কথা উদ্ধৃত হয়েছে, তাকে কাওলী (বাচনিক) হাদীস বলে। দ্বিতীয়ত, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাজকর্ম, চরিত্র ও আচার-আচরণের ভেতর দিয়েই ইসলামের যাবতীয় বিধি-বিধান ও রীতি-নীতি পরিস্ফুটিত হয়েছে। অতএব যে হাদীসে তাঁর কোন কাজের বিবরণ উল্লেখিত হয়েছে তাকে ফে'লী (কর্মমূলক) হাদীস বলে। তৃতীয়ত, সাহাবীগণের যেসব কথা ও কাজ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুমোদন ও সমর্থনপ্রাপ্ত হয়েছে সে ধরনের কোন কথা বা কাজের বিবরণ হতেও শরীআতের দৃষ্টিভংগি জানা যায়। অতএব যে হাদীসে এ ধরনের কোন ঘটনার বা কাজের উল্লেখ পাওয়া যায় তাকে তাকরীরী (সমর্থনমূলক) হাদীস বলে।

হাদীসের অপর নাম সুন্নাত (سنة)। সুন্নাত শব্দের অর্থ চলার পথ, কর্মের নীতি ও পদ্ধতি। যে পন্থা ও রীতি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবলম্বন করতেন তা-ই সুন্নাতুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। অন্য কথায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক প্রচারিত উচ্চতম আদর্শই হলো সুন্নাত। কুরআন মজীদে মহোত্তম আদর্শ (اسوة حسنة) বলতে এই সুন্নাতকেই বুঝানো হয়েছে। (ফিক্হ শাস্ত্রে সুন্নাত বলতে ফরয ও ওয়াজিব ব্যতীত ইবাদতরূপে যা করা হয় তা বুঝায়, যেমন সুন্নাত নামায)। হাদীসকে আরবী ভাষায় খবর (خبر)-ও বলা হয়। তবে খবর শব্দটি যুগপৎভাবে হাদীস ও ইতিহাস উভয়টিই বুঝায়।

আছার (اثار) শব্দটিও কখনও কখনও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস নির্দেশ করে। কিন্তু অনেকেই হাদীস ও আছারের মধ্যে কিছু পার্থক্য করে থাকেন। তাঁদের মতে সাহাবীদের থেকে শরীআত সম্পর্কে যা কিছু উদ্ধৃত হয়েছে তাকে আছার বলে। তবে এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, শরীআত সম্পর্কে সাহাবীদের নিজস্বভাবে কোন বিধান দেয়ার প্রশ্নই উঠে না। কাজেই এ ব্যাপারে তাদের উদ্ধৃতিসমূহ মূলত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্ধৃতি। কিন্তু কোন কারণে শুরুতে তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম উল্লেখ করেননি। উসূলুল হাদীসের পরিভাষায় এসব আছারকে বলা হয় 'মাওকূফ হাদীস'।

হাদীস গ্রন্থসমূহের শ্রেণীবিভাগ

হাদীসের কিতাবসমূহ প্রণয়নের বিভিন্ন ধরন ও পদ্ধতি রয়েছে। এসব কিতাবের নামও বিভিন্ন ধরনের। নিম্নে এর কতিপয় প্রসিদ্ধ পদ্ধতির নাম উল্লেখ করা হল :

১. আল-জামে' : যেসব হাদীস গ্রন্থে আকীদা-বিশ্বাস, আহকাম (শরীআতের আদেশ-নিষেধ), আখলাক ও আদাব, দয়া, যুদ্ধ ও সন্ধি, শত্রুদের মোকাবিলায় মুজাহিদ বাহিনী প্রেরণ, বিশৃঙ্খলা-বিপর্যয়, রিকাক (মর্মস্পর্শী বিষয়), প্রশংসা ও মর্যাদার বর্ণনা ইত্যাদি সকল প্রকারের হাদীস বিভিন্ন অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হয় তাকে আল-জামে' (الجامع) বলা হয়। সহীহ বুখারী ও জামে' আত-তিরমিযী এর অন্তর্ভুক্ত। সহীহ মুসলিমে যেহেতু তাফসীর ও কিরাআত সংক্রান্ত হাদীস খুবই কম তাই কোন কোন হাদীস বিশারদের মতে তা জামে' শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নয়।

২. আস-সুনান : যেসব হাদীস গ্রন্থে কেবলমাত্র শরীআতের হুকুম-আহকাম ও ব্যবহারিক জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় নিয়মনীতি ও আদেশ-নিষেধমূলক হাদীস একত্র করা হয় এবং ফিকহের গ্রন্থের ন্যায় বিভিন্ন অধ্যায় ও অনুচ্ছেদে সজ্জিত করা হয় তাকে সুনান (السنن) বলে। যেমন সুনান আবু দাউদ, সুনান নাসাঈ, সুনান ইবনে মাজা ইত্যাদি। জামে' আত-তিরমিযীও এক হিসাবে সুনান গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।

৩. আল-মুসনাদ : যেসব হাদীস গ্রন্থে সাহাবীদের থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহ তাঁদের নামের আদ্যাক্ষর অনুযায়ী পরপর সংকলিত হয়, ফিকহের পদ্ধতিতে সংকলিত হয় না, তাকে আল-মুসনাদ (المسند) বা আল-মাসানীদ (المسانيد) বলে। যেমন হযরত আয়েশা (রা) কর্তৃক বর্ণিত সমস্ত হাদীস তার নামের শিরোনামের অধীনে একত্র করা হয়। যেমন ইমাম আহমাদ (র)-এর আল-মুসনাদ গ্রন্থ, মুসনাদে আবু দাউদ তায়ালিসী ইত্যাদি।

৪. আল-মু'জাম : যে হাদীস গ্রন্থে মুসনাদ গ্রন্থের পদ্ধতিতে এক একজন উস্তাদের নিকট থেকে প্রাপ্ত হাদীসসমূহ পর্যায়ক্রমে একত্রে সন্নিবেশিত করা হয় তাকে আল-মু'জাম (المعجم) বলে। যেমন ইমাম তাবারানী সংকলিত আল-মু'জামুল কাবীর।

৫. আল-মুসতাদরাক : যেসব হাদীস বিশেষ কোন হাদীস গ্রন্থে শামিল করা হয়নি, অথচ তা সংশ্লিষ্ট গ্রন্থকারের অনুসৃত শর্তে পূর্ণমাত্রায় উত্তীর্ণ হয়, সেইসব হাদীস যে গ্রন্থে সন্নিবেশিত করা হয় তাকে আল-মুসতাদরাক (المستدرك) বলে। যেমন ইমাম হাকেম নিশাপুরীর আল-মুসতাদরাক গ্রন্থ।

৬. রিসালা : যে ক্ষুদ্র কিতাবে মাত্র এক বিষয়ের হাদীসসমূহ একত্র করা হয়েছে তাকে রিসালা (رسالة) বা জুয (جزء) বলে।

সিহাহ সিত্তা : বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ ও ইবন মাজা, এই ছয়টি গ্রন্থকে একত্রে সিহাহ সিত্তা (الصحاح الستة) বলা হয়। কিন্তু কতক বিশিষ্ট আলেম ইবনে মাজার পরিবর্তে ইমাম মালেক (র)-এর মুওয়াত্তাকে, আবার কতকে সুনানুদ দারিমীকে সিহাহ সিত্তার অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

সাহীহায়ন : সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমকে একত্রে সহীহায়ন (صحيحين) বলে।

সুনান আরবাআ : সিহাহ সিত্তার অপর চারটি গ্রন্থ আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাজাকে একত্রে সুনান আরবাআ (:سنن اربعة) বলে।

হাদীসের কিতাবসমূহের স্তরবিন্যাস

হাদীসের কিতাবসমূহকে মোটামুটিভাবে পাঁচটি স্তর বা তবাকায় ভাগ করা হয়েছে। শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দিহলাবী (র)-ও তাঁর 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা' নামক কিতাবে এরূপ পাঁচ স্তরে ভাগ করেছেন।

প্রথম স্তর : এ স্তরের কিতাবসমূহে কেবল সহীহ হাদীসই রয়েছে। এ স্তরের কিতাব মাত্র তিনটি : "মুওয়াত্তা ইমাম মালেক," 'বুখারী শরীফ' ও 'মুসলিম শরীফ'। সকল হাদীস বিশেষজ্ঞ এ বিষয়ে একমত যে, এ তিনটি কিতাবের সমস্ত হাদীসই নিশ্চিতরূপে সহীহ।

দ্বিতীয় স্তর : এ স্তরের কিতাবসমূহ প্রথম স্তরের খুব কাছাকাছি। এ স্তরের কিতাবে সাধারণত সহীহ ও হাসান হাদীসই রয়েছে। যঈফ হাদীস এতে খুব কমই আছে। সুনান নাসাঈ, সুনান আবু দাউদ ও জামে আত-তিরমিযী এ স্তরেরই কিতাব। সুনান আদ-দারিমী, সুনান ইবনে মাজা এবং শাহ ওয়ালিউল্লাহ (র)-এর মতে মুসনাদ ইমাম আহমাদকেও এ স্তরে শামিল করা যেতে পারে। এই দুই স্তরের কিতাবের উপরই সকল মাযহাবের ফকীহগণ নির্ভর করে থাকেন।

তৃতীয় স্তর : এ স্তরের কিতাবে সহীহ, হাসান, যঈফ, মা'রূফ ও মুনকার সকল রকমের হাদীসই রয়েছে। মুসনাদ আবী ই'য়ালা, মুসনাদ আবদুর রাজ্জাক, বায়হাকী, তাহাবী ও তাবারানীর (র)-র কিতাবসমূহ এ স্তরেরই অন্তর্ভুক্ত। বিশেষজ্ঞগণের যাচাই-বাছাই ব্যতীত এ সকল কিতাবের হাদীস গ্রহণ করা যায় না।

চতুর্থ স্তর : এ স্তরের কিতাবসমূহে সাধারণত যঈফ ও গ্রহণের অযোগ্য হাদীসই রয়েছে। ইবনে হিব্বানের কিতাবুদ-দুআফা, ইবনুল আছীরের আল-কামিল এবং খাতীব বাগদাদী ও আবু নুআয়মের কিতাবসমূহ এই স্তরের অন্তর্ভুক্ত।

পঞ্চম স্তর : উপরোক্ত স্তরে যে সকল কিতাবের স্থান নেই সে সকল কিতাবই এ স্তরের অন্তর্ভুক্ত।

সহীহাইনের বাইরেও সহীহ হাদীস রয়েছে : বুখারী ও মুসলিম শরীফ হাদীসের সহীহ কিতাব। কিন্তু সমস্ত সহীহ হাদীসই যে বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে তা নয়। ইমাম বুখারী (র) বলেন, 'আমি আমার এ কিতাবে সহীহ ব্যতীত কোন হাদীসকে স্থান দেইনি এবং বহু সহীহ হাদীস আমি বাদও দিয়েছি।'

এইরূপে ইমাম মুসলিম (র) বলেন, 'আমি আমার এ কিতাবে যে সকল হাদীস সংকলন করেছি তা সমস্তই সহীহ। কিন্তু আমি এ কথা বলি না যে, এর বাইরে যে সকল হাদীস রয়েছে সেগুলি সমস্তই যঈফ।'

সুতরাং এই দুই কিতাবের বাইরেও সহীহ হাদীস ও সহীহ কিতাব রয়েছে। শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দিহলাবীর মতে, সিহাহ সিত্তা, মুওয়াত্তা ইমাম মালেক ও সুনানুদ দারিমী ব্যতীত নিম্নোক্ত কিতাবসমূহও সহীহ (যদিও বুখারী ও মুসলিমের সমপর্যায়ের নয়)।

১. সহীহ ইবনে খুযায়মা : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (৩১১ হি.)

২. সহীহ ইবনে হিব্বান : আবু হাতিম মুহাম্মাদ ইবনে হিব্বান (৩৫৪ হি.)

৩. আল-মুস্তাদরাক হাকেম : আবু আবদুল্লাহ নিশাপুরী (৪০২ হি.)

৪. আল-মুখতারা : যিয়াউদ্দীন আল-মাকদিসী (৭৪৩ হি.)

৫. সহীহ আবু আওয়ানা : ইয়া'কূব ইবনে ইসহাক (৩১১ হি.)

৬. আল-মুনতাকা : ইবনুল জারূদ আবদুল্লাহ ইবনে আলী।

হাদীসের সংখ্যা

হাদীসের মূল কিতাবসমূহের মধ্যে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলের 'মুসনাদ' একটি বৃহৎ কিতাব। এতে সাত শত সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত পুনরোল্লেখ (তাকরার)-সহ মোট ৪০ হাজার এবং 'তাকরার' বাদ ৩০ হাজার হাদীস রয়েছে। শায়খ আলী মুত্তাকী জৌনপুরীর 'মুনতাখাব কানযিল উম্মালে' ৩০ হাজার এবং মূল কানযুল উম্মাল-এ (তাকরার বাদ) মোট ৩২ হাজার হাদীস রয়েছে। অথচ এই কিতাব বহু মূল কিতাবের সমষ্টি। একমাত্র হাসান ইবনে আহমাদ সামারকান্দীর 'বাহরুল আসানীদ' কিতাবেই এক লক্ষ হাদীস রয়েছে বলে বর্ণিত আছে। মোট হাদীসের সংখ্যা সাহাবা ও তাবিঈনের আছারসহ সর্বমোট এক লক্ষের অধিক নয় বলে মনে হয়। এর মধ্যে সহীহ হাদীসের সংখ্যা আরো অনেক কম। হাকেম আবু আবদিল্লাহ নিশাপুরীর মতে, প্রথম শ্রেণীর সহীহ হাদীসের সংখ্যা ১০ হাজারেরও কম। সিহাহ সিত্তায় মাত্র পৌণে ছয় হাজার হাদীস রয়েছে। এর মধ্যে ২৩২৬টি হাদীস মুত্তাফাক আলায়হি। তবে যে বলা হয়ে থাকে, হাদীসের বড় বড় ইমামগণের লক্ষ লক্ষ হাদীস জানা ছিল, তার অর্থ এই যে, অধিকাংশ হাদীসের বিভিন্ন সনদ রয়েছে, এমনকি শুধু নিয়াত সম্পর্কিত (انما الاعمال بالنيات) হাদীসটিরই সাত শতের মত সনদ রয়েছে (তাদ্‌বীন, পৃ. ৫৪)। আমাদের মুহাদ্দিসগণ যে হাদীসের যতটি সনদ রয়েছে সেটিকে তত সংখ্যক হাদীস বলে গণ্য করেন।

হাদীস সংকলন ও তার প্রচার

সাহাবায়ে কিরাম (রা) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিটি কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন এবং তাঁর প্রতিটি কাজ ও আচরণ সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে লক্ষ্য করতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীগণকে ইসলামের আদর্শ ও এর যাবতীয় নির্দেশ যেমন মেনে চলার হুকুম দিতেন, তেমনি তা স্মরণ রাখতে এবং অনাগত মানব সভ্যতার কাছে পৌঁছে দেয়ারও নির্দেশ দিয়েছেন। হাদীস চর্চাকারীর জন্য তিনি নিম্নোক্ত ভাষায় দোয়া করেছেন :

نَضَّرَ اللّٰهُ امْرَاً سَمِعَ مَقَالَتِيْ فَحَفِظَهَا وَوَعَاهَا وَاَدَّاهَا اِلٰى مَنْ لَّمْ يَسْمَعْهَا

"আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে সজীব ও আলোকোজ্জ্বল করে রাখুন, যে আমার কথা শুনে স্মৃতিতে ধরে রেখেছে, তার পূর্ণ হেফাজত করেছে এবং এমন লোকের নিকট পৌঁছে দিয়েছে, যে তা শুনতে পায়নি" (তিরমিযী, ৪র্থ খণ্ড, বাংলা অনু., হাদীস নং ২৫৯৩-৫; উমদাতুল কারী, ২খ., পৃ. ৩৫)।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল কায়স গোত্রের প্রতিনিধি দলকে প্রয়োজনীয় উপদেশ দান করে বললেন, "এই কথাগুলো তোমরা পুরোপুরি স্মরণ রাখবে এবং যারা তোমাদের পিছনে রয়েছে তাদের কাছে পৌঁছে দিবে" (বুখারী)। তিনি সাহাবীগণকে সম্বোধন করে বলেন, "আজ তোমরা (আমার নিকট দীনের কথা) শুনছো, তোমাদের নিকট থেকেও (তা) শোনা হবে এবং তোমাদের নিকট থেকে যারা শুনবে, তাদের থেকেও (তা) শোনা হবে" (মুসতাদরাক হাকেম, ১ খ., পৃ. ৯৫)। তিনি আরো বলেন, "আমার পরে লোকেরা তোমাদের নিকট হাদীস শুনতে চাইবে। তারা এই উদ্দেশে তোমাদের নিকট এলে তোমরা তাদের প্রতি সদয় হও এবং তাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করো (মুসনাদ আহমাদ)। তিনি অন্যত্র বলেছেন, "আমার নিকট থেকে একটি বাক্য হলেও তা অন্যের কাছে পৌঁছে দাও" (বুখারী)। ৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের পরের দিন এবং ১০ম হিজরীতে বিদায় হজ্জের ভাষণে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "উপস্থিত লোকেরা যেন অনুপস্থিতদের নিকট আমার এ কথাগুলো পৌঁছে দেয়" (বুখারী)।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উল্লেখিত বাণীর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে তাঁর সাহাবীগণ হাদীস সংরক্ষণে উদ্যোগী হন। প্রধানত তিনটি শক্তিশালী সূত্রের মাধ্যমে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস সংরক্ষিত হয় : (১) উম্মতের নিয়মিত আমল, (২) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লিখিত ফরমান, সাহাবীদের নিকট লিখিত আকারে সংরক্ষিত হাদীস ও পুস্তিকা এবং (৩) হাদীস মুখস্ত করে স্মৃতির ভাণ্ডারে সঞ্চিত রাখা, অত:পর বর্ণনা ও অধ্যাপনার মাধ্যমে লোক পরম্পরায় তার প্রচার।

তদানীন্তন আরবদের স্মরণশক্তি ছিল অসাধারণভাবে প্রখর। কোন কিছু স্মৃতিতে ধরে রাখার জন্য একবার শ্রবণই তাদের জন্য যথেষ্ট ছিল। স্মরণশক্তির সাহায্যে আরববাসীরা হাজার বছর ধরে তাদের জাতীয় ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ করে আসছিল। হাদীস সংরক্ষণের ক্ষেত্রে প্রাথমিক উপায় হিসেবে এই মাধ্যমটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই কোন কথা বলতেন, উপস্থিত সাহাবীগণ পূর্ণ আগ্রহ ও আন্তরিকতা সহকারে তা শুনতেন, অত:পর মুখস্ত করে নিতেন। তদানীন্তন মুসলিম সমাজে প্রায় এক লাখ লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী ও কাজের বিবরণ সংরক্ষণ করেছেন এবং স্মৃতিপটে ধরে রেখেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, "আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস মুখস্ত করতাম। এভাবেই তাঁর নিকট থেকে হাদীস মুখস্ত করা হতো" (সহীহ মুসলিম, ভূমিকা, পৃ. ১০)।

উম্মতের নিরবচ্ছিন্ন আমল, পারস্পরিক পর্যালোচনা, শিক্ষাদান ও অধ্যাপনার মাধ্যমেও হাদীস সংরক্ষিত হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে নির্দেশই দিতেন, সাহাবীগণ সাথে সাথে তা কার্যে পরিণত করতেন। তারা মসজিদে অথবা কোন নির্দিষ্ট স্থানে একত্র হতেন এবং হাদীস আলোচনা করতেন। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, "আমরা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হাদীস শুনতাম। তিনি যখন মজলিস থেকে উঠে চলে যেতেন, আমরা শ্রুত হাদীসগুলো পরস্পর পুনরাবৃত্তি ও পর্যালোচনা করতাম। আমাদের এক একজন করে সব কয়টি হাদীস মুখস্থ শুনিয়ে দিতেন। এ ধরনের প্রায় বৈঠকেই অন্তত ষাট-সত্তরজন লোক উপস্থিত থাকতো। বৈঠক থেকে আমরা যখন উঠে যেতাম, তখন আমাদের প্রত্যেকেরই সবকিছু মুখস্থ হয়ে যেতো" (আল-মাজমাউয-যাওয়াইদ, ১ খ, পৃ. ১৬১)।

"আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাতকে তিন অংশে ভাগ করে নেই। এক অংশে ঘুমাই, এক অংশে ইবাদত করি এবং এক অংশে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস অধ্যয়ন করি" (দারিমী)। মসজিদে নববীকে কেন্দ্র করে স্বয়ং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় যে শিক্ষায়তন গড়ে উঠেছিল, সেখানে একদল বিশিষ্ট সাহাবী (আহলুস সুফ্ফা) সার্বক্ষণিকভাবে কুরআন-হাদীস শিক্ষায় রত থাকতেন।

হাদীস সংরক্ষণের জন্য যথাসময়ে যথেষ্ট পরিমাণে লেখনী শক্তিরও সাহায্য নেয়া হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে কুরআন মজীদ ব্যতীত সাধারণত অন্য কিছু লিখে রাখা হতো না। পরবর্তী কালে হাদীসের বিরাট সম্পদ লিপিবদ্ধ হতে থাকে। "হাদীস মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় লিপিবদ্ধ হয়নি, বরং তাঁর ইন্তিকালের শতাব্দী কাল পর লিপিবদ্ধ হয়েছে" বলে যে ভুল ধারণা বা অপপ্রচার প্রচলিত আছে তার আদৌ কোন ভিত্তি নেই। অবশ্য একথা ঠিক যে, কুরআনের সঙ্গে হাদীস মিশ্রিত হয়ে মারাত্মক পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে, কেবল এই আশংকায় ইসলামী দাওয়াতের প্রাথমিক পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন :

لاَ تَكْتُبُوْا عَنِّىْ وَمَنْ كَتَبَ عَنِّىْ غَيْرَ الْقُرْاٰنِ فَلْيَمْحُهُ .

"তোমরা আমার কোন কথাই লিখো না। কুরআন ব্যতীত আমার নিকট থেকে কেউ অন্য কিছু লিখে থাকলে, তা যেন মুছে ফেলে" (মুসলিম)।

কিন্তু যেখানে এরূপ বিভ্রান্তির আশংকা ছিলো না, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে সকল ক্ষেত্রে হাদীস লিপিবদ্ধ করে রাখতে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেন। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে বলেন, "হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি হাদীস বর্ণনা করতে চাই। তাই আমি স্মরণশক্তির ব্যবহারের সাথে সাথে লেখনীরও সাহায্য গ্রহণ করতে ইচ্ছুক, যদি আপনি অনুমতি দেন। তিনি বলেন, আমার হাদীস কণ্ঠস্থ করার সাথে সাথে লিখেও রাখতে পারো" (দারিমী)।

আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) আরও বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যা কিছু শুনতাত, মনে রাখার জন্য তা লিখে নিতাম। কতক সাহাবী আমাকে তা লিখে রাখতে নিষেধ

করলেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন মানুষ, কখনও স্বাভাবিক অবস্থায় আবার কখনও রাগান্বিত অবস্থায় কথা বলেন। এ কথা বলার পর আমি হাদীস লেখা পরিত্যাগ করলাম, অত:পর তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানালাম। তিনি নিজ হাতের আংগুলের সাহায্যে তাঁর মুখের দিকে ইংগিত করে বলেন :

اُكْتُبْ فَوَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ اِلاَّ الْحَقُّ .

"তুমি লিখে রাখো। সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! এই মুখ দিয়ে সত্য ছাড়া অন্য কিছু বের হয় না" (আবু দাউদ, মুসনাদ আহমাদ, দারিমী, হাকেম, বায়হাকী)।

তাঁর সংকলনের নাম ছিল 'সহীফায়ে সাদিকা'। এ সম্পর্কে তিনি বলেন, "সাদিকা হাদীসের একটি সংকলন, যা আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনেছি" (উলূমুল হাদীস, পৃ. ৪৫)। এই সংকলনে এক হাজার হাদীস লিপিবদ্ধ ছিল।

আবু হুরায়রা (রা) বলেন, এক আনসারী সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আরজ করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি যা কিছু বলেন, আমার কাছে খুবই ভালো লাগে, কিন্তু মনে রাখতে পারি না। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন :

اِسْتَعِنْ بِيَمِيْنِكَ وَاَوْمَا بِيَدِهٖ اِلَى الْخَطِّ .

"তুমি ডান হাতের সাহায্য নাও। অত:পর তিনি হাতের ইশারায় লিখে রাখার প্রতি ইঙ্গিত করলেন" (তিরমিযী)।

আবু হুরায়রা (রা) আরো বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাষণ দিলেন। আবু শাহ ইয়ামানী (রা) আরজ করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এ ভাষণ আমাকে লিখিয়ে দিন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাষণটি তাকে লিখে দেয়ার নির্দেশ দেন (বুখারী, তিরমিযী, মুসনাদ আহমাদ)।

হাসান ইবনে মুনাব্বিহ (র) বলেন, আবু হুরায়রা (রা) আমাকে বিপুল সংখ্যক কিতাব (পাণ্ডুলিপি) দেখালেন। তাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস লিপিবদ্ধ ছিল" (ফাতহুল বারী)। আবু হুরায়রা (রা)-র সংকলনের একটি কপি (ইমাম ইবনে তাইমিয়ার হস্তলিখিত) দামেশ্‌ক এবং বার্লিনের লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে।

আনাস ইবনে মালেক (রা) তাঁর (স্বহস্ত লিখিত) সংকলন বের করে ছাত্রদের দেখিয়ে বলেন, আমি এসব হাদীস মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনে তা লিখে নিয়েছি, অত:পর তাঁকে তা পড়ে শুনিয়েছি (মুসতাদরাক হাকেম, ৩ খ., পৃ. ৫৭৩)।

রাফে' ইবনে খাদীজ (রা)-কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীস লিখে রাখার অনুমতি দেন। তিনি প্রচুর সংখ্যক হাদীস লিখে রাখেন (মুসনাদ আহমাদ)।

আলী ইবনে আবু তালিব (রা)-ও হাদীস লিখে রাখতেন। চামড়ার থলের মধ্যে রক্ষিত সংকলনটি তাঁর সাথেই থাকতো। তিনি বলতেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে এই সহীফা ও কুরআন মজীদ ব্যতীত আর কিছু লিখিনি। সংকলনটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লেখিয়েছিলেন। এতে যাকাত, রক্তপণ (দিয়াত), বন্দীমুক্তি, মদীনার হেরেম এবং আরও অনেক বিষয় সম্পর্কিত বিধান উল্লেখ ছিল (বুখারী, ফাতহুল বারী)। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-র পুত্র আবদুর রহমান (র) একটি পাণ্ডুলিপি নিয়ে এসে শপথ করে বলেন, এটা ইবনে মাসউদ (রা)-র স্বহস্ত লিখিত (জামে' বায়ানিল ইল্‌ম, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭)।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করে মদীনায় পৌঁছে বিভিন্ন জাতির সমন্বয়ে যে চুক্তিপত্র সম্পাদন করেন (মদীনার সনদ নামে প্রসিদ্ধ), হুদায়বিয়ার প্রান্তরে মক্কার মুশরিকদের সাথে যে সন্ধিচুক্তি করেন, বিভিন্ন সময়ে যে ফরমান জারী করেন, বিভিন্ন গোত্রপ্রধান ও রাজন্যবর্গকে ইসলামের যে দাওয়াতনামা প্রেরণ করেন এবং বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোত্রকে যেসব জমি, খনি ও কূপ দান করেন, তা সবই লিপিবদ্ধ আকারে ছিল এবং তা সবই হাদীসরূপে গণ্য।

এসব ঘটনা থেকে পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় থেকেই হাদীস লেখার কাজ শুরু হয়। তাঁর দরবারে বহু সংখ্যক লেখক সাহাবী সব সময় উপস্থিত থাকতেন এবং তাঁর মুখে যে কথাই শুনতে পেতেন তা লিখে নিতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায়ই অনেক সাহাবীর নিকট স্বহস্ত লিখিত সংকলন বিদ্যমান ছিল। উদাহরণস্বরূপ আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা)-র সহীফায়ে সাদিকা, আবু হুরায়রা (রা)-র সহীফায়ে সাহীহা, সহীফায়ে আলী (রা), সহীফায়ে সা'দ ইবনে উবাদা (রা), মাকতূবাতে নাফে' (আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-র সংকলন) সমধিক প্রসিদ্ধ।

সাহাবীগণ যেভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে হাদীসের জ্ঞান লাভ করেন, তেমনিভাবে হাজার হাজার তাবিঈ সাহাবীগণের নিকট হাদীসের শিক্ষা লাভ করেন। একমাত্র আবু হুরায়রা (রা)-র নিকট আট শত তাবিঈ হাদীস শিক্ষা করেন। সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব, উরওয়া ইবনুয যুবাইর, ইমাম যুহরী, হাসান বসরী, ইবনে সীরীন, নাফে', ইমাম যয়নুল আবিদীন, মুজাহিদ, কাযী শুরায়হ, মাসরূক, মাকহূল, ইকরিমা, আতা, কাতাদা, ইমাম শা'বী, আলকামা, ইবরাহীম নাখঈ প্রমুখ প্রবীণ তাবিঈগণের প্রায় সকলে ১০ম হিজরীর পর জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৪৮ হিজরীর মধ্যে ইন্তিকাল করেন। অন্যদিকে সাহাবীগণ ১১০ হিজরীর মধ্যে ইন্তিকাল করেন। এদিক থেকে বিচার করলে দেখা যায়, তাবিঈগণ সাহাবীগণের দীর্ঘ সাহচর্য লাভ করেন। এক একজন তাবিঈ বহু সংখ্যক সাহাবীর সাথে সাক্ষাত করে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের ঘটনাবলী, তাঁর বাণী, কাজ ও সিদ্ধান্তসমূহ সংগ্রহ করেন এবং তা তাদের পরবর্তীগণ অর্থাৎ তাবে' তাবিঈনের নিকট পৌঁছে দেন।

হিজরী দ্বিতীয় শতকের শুরু থেকে কনিষ্ঠ তাবিঈন ও তাবে তাবিঈনের এক বিরাট দল সাহাবা ও প্রবীণ তাবিঈনের লিখিত হাদীসগুলো ব্যাপকভাবে একত্র করতে থাকেন। তারা গোটা মুসলিম জাহানে ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র উম্মতের মধ্যে হাদীসের জ্ঞান পরিব্যাপ্ত করে দেন। এ সময় ইসলামী বিশ্বের খলীফা উমার ইবনে আবদুল আযীয (র) দেশের বিভিন্ন এলাকার প্রশাসকদের নিকট হাদীস সংগ্রহ করার জন্য

রাজকীয় ফরমান প্রেরণ করেন। ফলে সরকারী উদ্যোগে সংগৃহীত হাদীসের বিভিন্ন সংকলন রাজধানী দামিশকে পৌছতে থাকে। খলীফা সেগুলোর একাধিক পাণ্ডুলিপি তৈরি করিয়ে দেশের সর্বত্র পাঠিয়ে দেন। এ কালে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর নেতৃত্বে কুফায় এবং ইমাম মালেক (র)-এর নেতৃত্বে মদীনায় হাদীস ও ইসলামী আইন চর্চার বিরাট কেন্দ্র গড়ে উঠে। ইমাম মালেক (র) তাঁর মুওয়াত্তা গ্রন্থ এবং ইমাম আবু হানীফার দুই সহচর ইমাম মুহাম্মাদ ও আবু ইউসুফ (র) ইমাম আবু হানীফার রিওয়াতগুলো একত্র করে 'কিতাবুল আছার' সংকলন করেন। এ যুগের আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য হাদীস সংকলন হচ্ছে : জামে' সুফিয়ান আস-সাওরী, জামে' ইবনুল মুবারক, জামে' ইমাম আওযাঈ, জামে ইবনে জুরাইজ ইত্যাদি।

হিজরী দ্বিতীয় শতকের শেষার্ধ থেকে চতুর্থ শতকের শেষ পর্যন্ত হাদীসের চর্চা আরও ব্যাপকতর হয়। এ সময়কালেই হাদীসের প্রসিদ্ধ ইমামগণ, যথা ইমাম বুখারী, মুসলিম, আবু ঈসা তিরমিযী, আবু দাউদ সিজিস্তানী, নাসাঈ ও ইবনে মাজা (র)-র আবির্ভাব হয় এবং তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও দীর্ঘ অধ্যবসায়ের ফলে সর্বাধিক সহীহ ছয়খানি হাদীস গ্রন্থ (সিহাহ সিত্তা) সংকলিত হয়। এ যুগেই ইমাম শাফিঈ তাঁর কিতাবুল উম্ম ও ইমাম আহমাদ তার আল-মুসনাদ গ্রন্থ সংকলন করেন। হিজরী চতুর্থ শতকে মুসতাদরাক হাকেম, সুনান আদ-দারা কুতনী, সহীহ ইবনে হিব্বান, সহীহ ইবনে খুযায়মা, তাবারানীর আল-মু'জাম, মুসান্নাফাত তাহাবী এবং আরও কতিপয় হাদীস গ্রন্থ সংকলিত হয়। ইমাম বায়হাকীর সুনানুল কুবরা ৫ম হিজরী শতকে সংকলিত হয়।

চতুর্থ শতকের পর থেকে এই পর্যন্ত সংকলিত হাদীসের মৌলিক গ্রন্থগুলোকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ধরনের সংকলন ও হাদীসের ভাষ্য গ্রন্থ এবং এই শাস্ত্রের শাখা-প্রশাখার উপর ব্যাপক গবেষণা ও বিভিন্ন গ্রন্থ রচিত হয়। বর্তমান কাল পর্যন্ত এই কাজ অব্যাহত রয়েছে। এসব সংকলনের মধ্যে তাজরীদুস সিহাহ ওয়াস সুনান, আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, আল-মুহাল্লা, মাসাবীহুস সুন্নাহ, নাইলুল আওতার প্রভৃতি সমধিক প্রসিদ্ধ।

ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কাল (৭১২ খৃ.) থেকেই হাদীসচর্চা শুরু হয় এবং এখানে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে ইসলামী জ্ঞানচর্চাও ব্যাপকতা লাভ করে। ইসলামের প্রচারক ও বাণীবাহকগণ উপমহাদেশের সর্বত্র ইসলামী জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র গড়ে তোলেন। খ্যাতনামা মুহাদ্দিস শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা (৭০০ হি.) ৭ম শতকে ঢাকার সোনারগাঁও আগমন করেন এবং এখানে কুরআন ও হাদীস চর্চার ব্যাপক ব্যবস্থা করেন। বংগদেশের রাজধানী হিসাবে এখানে অসংখ্য হাদীসবেত্তা সমবেত হন এবং ইলমে হাদীসের জ্ঞান এতদঞ্চলে ছড়িয়ে দেন। মুসলিম শাসনের শেষ পর্যায় পর্যন্ত এই ধারা অব্যাহত ছিল। বর্তমান কাল পর্যন্ত এ ধারা অব্যাহত রয়েছে। এভাবে যুগ ও বংশ পরম্পরায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস ভাণ্ডার আমাদের নিকট পৌছেছে এবং ইনশাআল্লাহ অব্যাহতভাবে তা অনাগত মানব সভ্যতার কাছে পৌছতে থাকবে।

ইমাম আদ-দারা কুতনী (র) : জীবন ও কর্ম

শায়খুল ইসলাম আল-ইমাম আলী ইবনে উমার আদ-দারা কুতনী (র) ৩০৬হি./৮১৮ খৃ. বাগদাদ নগরীর দারুল-কুতন নামক এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর উপনাম আবুল হাসান। ৩৪৬ হি./ ৯১৮ খৃ. থেকে

তিনি আদ-দারা কুতনী নিসবায় পরিচিত হতে থাকেন। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে খ্যাতিমান বিদ্বান ব্যক্তিদের নিকট শিক্ষালাভ করে গভীর পাণ্ডিত্ব অর্জন করেন। তাঁর বিভিন্নমুখী শিক্ষার বিষয় ছিল- ইলমে হাদীস, আল-কুরআনের মূল পাঠ সংক্রান্ত বিদ্যা ও ইসলামী আইন (ফিক্‌হ ও সাহিত্য)। বেশ কয়েকজন কবির মহাকাব্য তাঁর মুখস্ত ছিল এবং আস-সায়্যিদ আল-হিময়ারীর মহাকাব্য (দীওয়ান) মুখস্ত থাকার কারণে তিনি শীআ মতাবলম্বী বলে অভিযুক্ত হন, যদিও এটি তাঁর প্রতি বিরুদ্ধবাদীদের একটি ভিত্তিহীন অপবাদ। তিনি যে একজন খাঁটি সুন্নী মুসলমান ছিলেন তা তাঁর আস-সুনান গ্রন্থ অধ্যয়নেই স্পষ্ট হয়ে যায়।

শিক্ষকবৃন্দ

তিনি হাদীস শাস্ত্রে গভীর ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন এবং বাগদাদ, কূফা, বসরা ও ওয়াসিত-এর বহু শিক্ষকের নিকট হাদীস অধ্যয়ন করেন। পরিণত বয়সে তিনি মিসর ও সিরিয়া ভ্রমণ করেন। তাঁর শিক্ষকগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন : আবুল কাসেম আল-বাগাবী, আবু বাক্‌র ইবনে আবু দাঊদ আস-সিজিস্তানী, ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে সায়েদ, ইবনে দুরায়দ, আলী ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুবাশশির, মুহাম্মাদ ইবনুল কাসিম আল-মুহারিবী, আবু আলী মুহাম্মাদ ইবনে সুলায়মান আল-মালিকী, আবু উমার আল-কাযী, আবু জা'ফার আহ্‌মাদ ইবনে বাহ্‌লূল, ইবনে যিয়াদ আন-নায়শাপুরী, বদর ইবনুল হায়ছাম আল-কাযী, ফাযরূয ও আবু তালিব আল-হাফিজ (র)।

তাঁর নিকট থেকে যারা হাদীস বর্ণনা করেছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন—আল-হাকেম আন-নায়শাপুরী, আবু হামেদ আল-আসগারাঈ, ইমাম আর-রাযী, আল-হাফেজ আবদুল গানী আল-আযদী, আবু বাকর আল-বারকানী, আবু যার আল-হারাবী, আবু নুআয়ম আল-ইসফাহানী, আবু যার আল-খাল্লাল, আবুল কাসেম ইবনুল হাসান, আবু তাহের ইবনে আবদুর রহীম, আল-কাযী আবুত তায়্যিব আত-তাবারী, আবু বাকর ইবনে বিশরাম, আবুল কাসেম হামযা আস-সাহেবী, আবু মুহাম্মাদ আল-জাওহারী, আবদুস সামাদ ইবনুল মাসূন, আবুল হুসাইন ইবনুল মাহদী বিল্লাহ (র) প্রমুখ।

সুনান আদ-দারা কুতনী

ইমাম আদ-দারা কুতনী (র) হাদীসশাস্ত্রের পর্যালোচনামূলক অগ্রগতির ক্ষেত্রে প্রচুর অবদান রাখেন। তাঁর রচনাবলী প্রধানত হাদীসশাস্ত্র বিষয়ক। এ বিষয়ে তিনি কয়েকখানি গ্রন্থও রচনা করেন যার মধ্যে তাঁর কিতাবুস সুনান গ্রন্থখানি সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। গ্রন্থখানি চার খণ্ডে বৈরূত থেকে প্রকাশিত হয়েছে। কিতাবখানি হাদীস সংকলনের কালভিত্তিক বিন্যাসে চতুর্থ স্তরে রচিত হয়। এই কিতাবের কয়েকটি সংকলন আছে—ইবনে বিশরাম-এর সংকলন, আবু তাহির আল-কাতিবের সংকলন ও তাওকানীর সংকলন। উপরোক্ত তিনটি সংকলনের মধ্যে কিছুটা তারতম্য আছে, যা কেবল রাবীদের জীবন-চরিত সম্পর্কে কেন্দ্র করে, হাদীসের মূল বক্তব্যে কিছুটা শাব্দিক পার্থক্য থাকলেও বিষয়বস্তুর মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। যেমন 'কুল্লাতায়ন' (দুই মশক পানি) সংক্রান্ত হাদীসটি "পানি দুই মশক পরিমাণ হলে তাকে কিছুই অপবিত্র করে না" প্রায় চুয়ান্নটি (৫৪) সনদসূত্রে বর্ণিত হওয়া সত্ত্বেও মূল বক্তব্যে তেমন কোন পার্থক্য নাই।

ইমাম আদ-দারা কুতনী (র) এই কিতাবে প্রতিটি বিষয়ে অনেক হাদীস সংগ্রহ করেছেন এবং সাথে সাথে রাবীগণের বিশ্বস্ততা, অবিশ্বস্ততা, নির্ভরযোগ্যতা, দুর্বলতা, স্মৃতিশক্তি ইত্যাদি সম্পর্কেও নিজ মত ব্যক্ত

করেছেন। তিনি শাফিঈ মাযহাব অনুসারী হলেও এবং ক্ষেত্রবিশেষে তার মাযহাবকে অগ্রাধিকার দিলেও অন্যান্য মাযহাবের অনুকূল হাদীসসমূহও সংকলন করেছেন, কিন্তু কোন মাযহাবের বিপক্ষে বিরূপ মন্তব্য করেননি। এটা তাঁর উদারতার পরিচয়। গ্রন্থখানি পাঠে এমন অনেক হাদীস সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যাবে যা সিহাহ সিত্তার মধ্যে নাই। আল-খাতীব আল-বাগদাদী (র) বলেন, যিনি ফিক্‌হশাস্ত্র ও মাযহাবসমূহের পরস্পর বিরোধী মতামত সম্পর্কে অভিহিত, কেবল তার পক্ষেই এরূপ একটি কিতাব সকংলন করা সম্ভব। কথিক আছে, তিনি মিসরে মালিক কাফুরের উযীর জা'ফার ইবনুল ফাদলের সাথে অবস্থানের জন্য তথায় গমন করেন। কারণ তিনি জানতে পারেন যে, জা'ফায় একটি 'মুসনাদ' গ্রন্থ সংকলনের উদ্যোগ নিয়েছেন। আদ-দারা কুতনী তাকে উপরোক্ত গ্রন্থ সংকলনে সহায়তা করেন অথবা তিনি নিজেই তার জন্য উক্ত কিতাব সংকলন করেন বলে কথিত। যাহোক, শ্রমসাধ্য এই কাজের জন্য তাঁকে পর্যাপ্ত সম্মানী প্রদান করা হয়।

অন্যান্য রচনাকর্ম

তাঁর রচিত আল-আসফিয়া ওয়াল-আজওয়াদ ১৯৩৪ খৃ. একটি গবেষণামূলক পত্রিকায় (JASB) প্রকাশিত হয়েছে। এই গ্রন্থ বদান্যতার কাহিনীতে পরিপূর্ণ। হাদীসের রাবীদের দুর্বলতা সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁর রচিত ই'লালুল-হাদীস তিনি তাঁর স্মৃতি থেকে বর্ণনা করেন এবং আল-বারকানী তা শুনে লিপিবদ্ধ করেন। কেবল এক ব্যক্তি বা বিশেষ কোন অঞ্চল থেকে সংগৃহীত হাদীসমূহের সংকলন কিতাবুল আফরাদ-কে প্রাচ্যবিদ Wiesweiler এই বিষয়ে সম্ভবত প্রাচীনতম গ্রন্থ বলে উল্লেখ করেন।

হাদীস বিষয়ে তাঁর রচিত অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে আছে ইলযামাত আলাস-সাহীহায়ন। তিনি এই কিতাবে এমন সব সহীহ হাদীস সংকলন করেন যেগুলো সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে স্থান পায়নি, কিন্তু তা তাদের আরোপিত বিশুদ্ধতার শর্তাবলীর মানদণ্ডে উত্তীর্ণ। তাঁর অপর গ্রন্থ কিতাবুল কিরাআত-এ আল-কুরআনের সহীহ পাঠের পদ্ধতি ও তাঁর নীতিমালা আলোচিত হয়েছে। এই বিষয়ে তিনিই প্রথম লেখক। তার অপর একটি গ্রন্থের নাম কিতাবুল মুখতালিফ ওয়াল-মু'তালিফ।

মনীষীদের অভিমত

ইমাম আদ-দারা কুতনীর জ্ঞানভাণ্ডার ছিল ব্যাপক বিস্তৃত। তাই অনেকেই তাঁর সমকক্ষ কাউকে খুঁজে পেতেন না। তাঁর জীবনীকারগণও এ বিষয়ে তাঁর সম্পর্কে অতিশয়োক্তি করেছেন। আল-খাতীব (র) বলেন, তিনি ছিলেন তাঁর যুগের ইমাম। আবুত তায়্যিব আত-তাবারী তাঁকে হাদীসশাস্ত্রের আমীরুল মুমিনীন অভিধায় আখ্যায়িত করেন।

আল-হাফেজ আবু আবদুল্লাহ আল-হাকেম আন-নায়শাপুরী (র) বলেন, ইমাম আদ-দারা কুতনী (র) তাঁর যুগে মেধা, জ্ঞান ও তাকওয়ায় একক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি কিরাআত ও আরবী ব্যাকরণের ইমাম ছিলেন। আমি ৬৭ হিজরীতে বাগদাদে চার মাস অবস্থান করি এবং তাঁর সম্পর্কে ইতিপূর্বে যা শুনেছি বাস্তবে তাকে তা থেকে বেশী পেয়েছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, ভূ-পৃষ্ঠে তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। আল-হাফেজ আবু বক্‌র আহ্‌মাদ ইবনে আলী তার তারীখ বাগদাদ গ্রন্থে বলেন, আবুল হাসান আদ-দারা কুতনী তাঁর যুগের

ইমাম ও একক ব্যক্তিত্ব ছিলেন এবং ইলমুল আছার, ই'লালুল হাদীস, আসমাউর রিজাল (রাবীদের জীবনী চরিত) তথা তাদের সততা, আমানতদারী, নির্ভরযোগ্যতা, ন্যায়নিষ্ঠা, আকীদা-বিশ্বাস, অনুসৃত মাযহাব ইত্যাদি সম্পর্কে তত্ত্বজ্ঞানী ছিলেন।

ইলমুল হাদীস ব্যতীত অন্যান্য ইলম সম্পর্কেও তিনি পারদর্শী ছিলেন। ফকীহগণের অনুসৃত মাযহাব সম্পর্কেও তাঁর পাণ্ডিত্ব ছিল। তাঁর আস-সুনান গ্রন্থই এর প্রমাণ। তিনি আবু সাঈদ আল-ইসতাখরী-এর নিকট শাফিঈ মাযহাবের ফিক্‌হ অধ্যয়ন করেন। কারো কারো মতে তিনি ছাত্রদের ফিকহ্‌শাস্ত্র পড়ান।

আবু যার আল-হাফেজ (র) বলেন, আমি হাকেম (র)-কে বললাম, আপনি কি আদ-দারা কুতনীর সমকক্ষ কাউকে দেখেছেন? তিনি বলেন, তিনি নিজেই তাঁর সমকক্ষ কাউকে দেখেননি, আমি কিভাবে দেখবো? আল-আযহারী বলেন, ইমাম দারা কুতনীর অস্বাভাবিক স্মরণশক্তি ছিল। যে কোন ইলমের যে কোন শাখার জ্ঞান তাঁর নিকট পূর্ণ মাত্রায় পাওয়া যেতো।

রাজা ইবনে মুহাম্মাদ আল-মুগাদ্দিল (র) বলেন, আমি ইমাম দারা কুতনীকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি আপনার মত কাউকেও দেখেছেন? তিনি বলেন, আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, "তোমরা আত্মপ্রশংসা করো না" (৫৩ : ৩২)। তিনি বলেন, আমি বারবার জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আমার মতো আমি কাউকেও হাদীস সংগ্রহ করতে দেখিনি। আল-হাফেজ আবুল গানী ইমাম দারা কুতনীকে নিজেদের উস্তাদ বলে আখ্যায়িত করতেন। আল-হাফেজ শামসুদ্দীন আয-যাহাবী তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেন। এই মহান মনীষী ৩৮৫ হিজরীর ৮ যুলকা'দা/৯৯৫ খৃ.-এর শেষদিকে ৭৯ বছর বয়সে বাগদাদে ইনতিকাল করেন। তাঁকে বাবুদ-দায়ের গোরস্তানে মা'রূফ আল-কারখী (র)-এর সমাধির পাশে দাফন করা হয়। হাফেজ আবু নাসর ইবনে মাকূলা (র) বলেন, আমি স্বপ্নযোগে ইমাম আদ-দারা কুতনীর অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম যে, পরপারে তাঁর সাথে কিরূপ আচরণ করা হচ্ছে? তারা বলেন, জান্নাতে তার উপাধি হলো 'ইমাম'।

বিনীত

মো: আবুল কালাম
মুহাদ্দিস, দারুল উলুম
মিরপুর-৬, ঢাকা।

بسم الله الرحمن الرحيم

قَالَ اخبرنا عمنا عبد الرحمن بن احمد بن عبد القادر قال انا ابو بكر محمد بن عبد الملك بن بشران قال قال .

অধ্যায়-১

كِتَابُ الطَّهَارَةِ
(পবিত্রতা)

بَابُ حُكْمِ الْمَاءِ اذَا لاَقَتْهُ النَّجَاسَةُ
১-অনুচ্ছেদ : পানিতে নাপাক মিশ্রিত হলে তার হুকুম।

١- حدثنا الامام الحافظ ابو الحسن على بن عمر بن احمد بن مهدى الدارقطنى رحمه الله ثنا القاضى ابو عبد الله الحسين بن اسماعيل ثنا يعقوب بن ابراهيم الدورقى ثنا ابو اسامة ح وثنا احمد بن على بن المعلى نا ابو عبيدة بن ابى السفر ثنا ابو اسامة ح وثنا ابو عبد الله المعدل احمد بن عمرو بن عثمان بواسط انا محمد بن عَبَادَةَ ثنا ابو اسامة ح وثنا ابو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابورى ثنا حاجب بن سليمان ثنا ابو اسامة قال ثنا الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمَاءِ يَكُوْنُ بِاَرْضِ الْفَلاَةِ وَمَا يَنُوْبُهُ مِنَ السِّبَاعِ وَالدَّوَابِّ فَقَالَ اذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ وَقَالَ ابْنُ اَبِى السَّفَرِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ وَقَالَ ابْنُ عُبَادَةَ مِثْلَهُ .

১। ইমাম আবুল হাসান আলী ইবনে উমার আদ্দারা কুতনী (র) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন... আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে উন্মুক্ত প্রান্তরের পানি সম্পর্কে এবং সেই পানি পান করতে যে সকল হিংস্র জন্তু ও অন্যান্য প্রাণী

যাতায়াত করে, তার হুকুম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বলেন : পানি দুই মশক পরিমাণ হলে কোন কিছু তাকে অপবিত্র করতে পারে না।

٢- حدثنا دعلج بن احمد ثنا موسى بن هارون ثنا ابى ثنا ابو اسامة ح وثنا دعلج ثنا عبد الله بن شيرويه ثنا اسحاق بن راهويه انبانا ابو اسامة ح وثنا احمد بن محمد ابن زياد ثنا ابراهيم بن اسحاق الحربى ثنا احمد بن جعفر الوكيعى ثنا ابو اسامة ح وثنا جعفر بن محمد الواسطى ثنا موسى بن اسحاق الانصارى ثنا ابو بكر بن ابى شيبة ثنا ابو اسامة ح وثنا محمد بن عبد الله بن زكريا بمصر ثنا احمد بن شعيب ثنا هناد بن السرى والحسين بن حريث عن ابى اسامة ح وثنا محمد بن مخلد بن حفص ثنا ابو داود السجستانى ثنا محمد بن العلاء وعثمان بن ابى شيبة وغيرهما قالوا ثنا ابو اسامة ثنا الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْمَاءِ وَمَا يَنُوْبُهُ مِنَ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ قَالَ اِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ هذَا لَفْظُ اَبِىْ دَاوُدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَلاَءِ وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ مِنْ بَيْنِهِمْ فِىْ حَدِيْثِهِ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ .

২। দা'লাজ ইবনে আহ্‌মাদ (র)... আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে পানি এবং তা পান করতে আগত পশু ও হিংস্র প্রাণী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বলেন : পানি দুই মশক পরিমাণ হলে তা অপবিত্র হয় না।

٣- وحدثنا على بن عبد الله بن مبشر ثنا أحمد بن زكريا بن سفيان الواسطى نا ابو أسامة حدثنا الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْمَاءِ وَمَا يَنُوْبُهُ مِنَ السِّبَاعِ وَالدَّوَابِّ فَقَالَ اِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ . وكذلك رواه عبد الله بن الزبير الحميدى عن ابى أسامة عن الوليد عن محمد بن عباد بن جعفر وتابعه الشافعى عن الثقة عنده عن الوليد بن كثير وتابعهم محمد بن حسان الازرق ويعيش بن الجهم وابن كرامة وأبو مسعود أحمد بن الفرات ومحمد بن الفضيل البلخى فرووه عن أبى أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم نا بشر بن موسى ح ونا دعلج

بن أحمد نا إبراهيم بن صالح الشيرازى قالا نا الحميدى نا أبو أسامة نا الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي ﷺ بِهذَا نَحْوَهُ .

৩। আলী ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুবাশশির (র)... আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট পানি এবং তা পান করতে আগত পশু ও হিংস্র পশু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন : পানি দুই মশক পরিমাণ হলে তা অপবিত্র হয় না।

٤- حدثنا اسماعيل بن العباس بن محمد الوراق نا محمد بن حسان الازرق ح ونا عثمان ابن إسماعيل بن بكر السكرى نا يعيش بن الجهم بالحديثة قالا نا أبو أسامة نا الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال سُئِلَ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ عَنِ الْمَاءِ وَمَا يَنُوْبُهُ مِنَ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ وَقَالَ يَعِيْشُ بْنُ الْجَهْمِ مِنَ السِّبَاعِ وَالدَّوَابِّ فَقَالَ إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ .

৪। ইসমাঈল ইবনুল আব্বাস ইবনে মুহাম্মাদ আল-ওয়াররাক (র)... আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট পানি এবং তা পান করতে আগত পশু ও হিংস্র জন্তু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বলেন : পানি দুই মশক পরিমাণ হলে কোন কিছু তা অপবিত্র করতে পারে না।

٥- حدثنا أبو صالح الاصبهانى انا أبو مسعود أحمد بن الفرات نا أبو أسامة عن الوليد إبن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ عَنِ الْمَاءِ وَمَا يَنُوْبُهُ مِنَ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ فَقَالَ إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ .

৫। আবু সালেহ আল-ইসবাহানী (র)... আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট পানি এবং তা পান করতে আগত পশু ও হিংস্র জন্তু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। তিনি বলেন : পানি দুই মশক পরিমাণ হলে কোন কিছু তা অপবিত্র করতে পারে না।

٦- حدثنا إسحاق بن محمد بن الفضل الزيات نا على بن شعيب نا أبو أسامة نا الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر باسناده نحوه وَقَالَ مِنَ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ .

৬। ইসহাক ইবনে মুহাম্মাদ ইবনুল ফাদল আয-যায়্যাত (র)... মুহাম্মাদ ইবনে জা'ফার (র) থেকে তার সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে।

٧- حدثنا أبو بكر النيسابورى نا أبو إبراهيم المزنى إسماعيل بن يحى والربيع بن سليمان قالا نا الشافعى أنا الثقة عن الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ نَجَسًا اَوْ خَبَثًا .

৭। আবু বাক্‌র আন-নায়সাপুরী (র)... আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : পানি দুই মশক পরিমাণ হলে তা নাপাক বা অপবিত্র হয় না।

٨- حدثنا عمر بن أحمد بن على الدَّوْرقى نا محمد بن عثمان بن كرامة نا أبو أُسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْمَاءِ وَمَا يَنُوْبُهُ مِنَ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ .

৮। উমার ইবনে আহ্‌মাদ ইবনে আলী আদ-দাওরাকী (র)... আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এমন পানি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো যে থেকে অন্যান্য প্রাণী ও হিংস্র পশু পান করে। তিনি বললেন : পানি দুই মশক পরিমাণ হলে তা নাপাক হয় না।

٩- حدثنا احمد بن محمد بن سعيد نا احمد بن عبد الحميد الحارثى نا ابو اسامة نا الوليد ابن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ نَحْوَهُ .

قال الشيخ ابو الحسن ورأيته فى كتاب عن ابى جعفر الترمذى عن الحسين بن على بن الاسود عن ابى اسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفرر بهذا الاسناد وذكره جعفر بن المغلس حدثنى على بن محمد بن ابى الخصيب نا ابو اسامة ثنا الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر بهذا مثله .

قال الشيخ ابو الحسن فاتفق عثمان بن ابى شيبة وعبد اللّٰه بن الزبير الحميدى ومحمد بن حسان الازرق ويعيش بن الجهم ومحمد بن عثمان بن كرامة والحسين بن على بن الاسود واحمد بن عبد الحميد الحارثى واحمد بن زكريا بن سفيان الواسطى وعلى بن شعيب وعلى

بن محمد بن ابى الخصيب وابو مسعود ومحمد بن الفضيل البلخى فرووه عن ابى اسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر وتابعهم الشافعى عن الثقة عنده عن الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر وقال يعقوب بن ابراهيم الدورقى ومن ذكرنا معه فى اول الكتاب عن ابى اسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير فلما اختلف على ابى اسامة فى اسناده احببنا ان نعلم من اتى بالصواب فنظرنا فى ذلك فوجدنا شعيب بن ايوب قد رواه عن ابى اسامة عن الوليد ابن كثير على الوجهين جميعًا عن محمد بن جعفر بن الزبير ثم اتبعه عن محمد بن عباد ابن جعفر فصح القولان جميعًا عن ابى اسامة وصح ان الوليد بن كثير رواه عن محمد ابن جعفر بن الزبير وعن محمد بن عباد بن جعفر جميعًا عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن ابيه فكان ابو اسامة مرة يحدث به عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير ومرة يحدث به عن الوليد بن كثير عن محمد بن عباد جعفر والله اعلم . فاما حديث شعيب بن ايوب عن ابى اسامة عن الوليد بن كثير عن الرجلين جميعًا .

৯। আহ্‌মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে সাঈদ (র)... আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমার (র)-তার পিতা-নবী ﷺ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে।

١٠- فحدثنا به ابو بكر احمد بن محمد بن سعدان الصيدلانى بواسط نا شعيب بن ايوب نا ابو اسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْمَاءِ وَمَا يَنُوْبُهُ مِنَ السِّبَاعِ وَالدَّوَابِّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ .

১০। আবু বাক্‌র আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে সা'দান আস-সায়দালানী (র)... আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট পানি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো যা থেকে হিংস্র পশু ও অন্যান্য প্রাণী পান করে থাকে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : পানি দুই মশক পরিমাণ হলে তা অপবিত্র হয় না।

١١- نا احمد بن محمد بن سعدان نا شعيب بن ايوب نا ابو اسامة عن الوليد ابن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ .

১১। আহ্‌মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে সা'দান (র)... আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-তার পিতা-নবী ﷺ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে।

١٢- واما حديث محمد بن الفضيل البلخي فحدثنا احمد بن محمد بن الحسين الرازى الضرير نا على بن احمد الفارسى نا محمد بن الفضيل البلخي نا ابو اسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ .

১২। আহ্‌মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন আর-রাযী (র)... আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমার-তার পিতা-নবী ﷺ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে।

١٣- نا ابو بكر محمد بن على بن محمد بن سهل الامام نا الحسين بن على بن عبد الصمد ثنا بحر بن الحكم نا عباد بن صهيب نا الوليد بن كثير نا محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن ابيه اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْمَاءِ وَمَا يَنُوْبُهُ مِنَ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ فَقَالَ اِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ .

১৩। আবু বাক্‌র মুহাম্মাদ ইবনে আলী (র)... উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট জিজ্ঞেস করা হলো এমন পানি সম্পর্কে যা থেকে অন্যান্য প্রাণী ও হিংস্র পশু পান করে থাকে। তিনি বলেন : পানি দুই মশক পরিমাণ হলে তা নাপাক হয় না।

١٤- نا محمد بن نوح الجنديسابورى ثنا هارون بن اسحاق ثنا المحاربى اسمه عبد الرحمن بن عمر ح ونا عبد الله بن جعفر بن خشيش نا يوسف بن موسى نا جرير ح ونا احمد بن عبد الله بن محمد الوكيل نا الحسن بن عرفة نا عبدة ابن سليمان عن محمد بن اسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله ابن عمر قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْمَاءِ يَكُوْنُ بِاَرْضِ الْفُلَاةِ وَمَا يَنُوْبُهُ مِنَ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا كَانَ الْمَاءُ قَدْرَ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ . قال ابى عرفة : وسمعت هشيمًا يقول تفسير القلتين يعنى الجرتين الكبار .

১৪। মুহাম্মাদ ইবনে নূহ আল-জুনদীসাপুরী (র)... উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) **থেকে** বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উন্মুক্ত প্রান্তরের পানি সম্পর্কে জিজ্ঞেস **করতে** শুনেছি, যাতে অন্যান্য প্রাণী ও হিংস্র পশু পান করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : পানি দুই মশক পরিমাণ **হলে** তা অপবিত্র হয় না।

ইবনে আরাফা (র) বলেন, আমি হুশাইম (র)-কে কুল্লাতাইন-এর ব্যাখ্যায় বলতে শুনেছি, তা হলো দু'টি বৃহৎ পানির মশক।

١٥ - حدثنا ابو عمرو عثمان بن احمد الدقاق نا على بن ابراهيم الواسطى نا محمد بن ابى نعيم نا سعيد بن زيد سمعت محمد بن اسحاق حدثنى محمد بن جعفر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ وَسَاَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْمَاءِ يَكُوْنُ بِاَرْضِ الْفُلاَةِ وَمَا يَنْتَابُهُ مِنَ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ فَقَالَ اِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ .

১৫। আবু আমর উসমান ইবনে আহ্‌মাদ আদ-দাক্কাক (র)... আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এক ব্যক্তির প্রশ্নের জবাবে বলতে শুনেছি যে, সে তাঁর নিকট উন্মুক্ত ময়দানের পানি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো যা থেকে অন্যান্য প্রাণী ও হিংস্র জন্তু পান করে থাকে। তিনি বললেন : পানি দুই মশক পরিমাণ হলে তা নাপাক হয় না।

١٦ - نا احمد بن كامل نا احمد بن سعيد بن شاهين نا محمد بن سعد نا الواقدى نا سفيان الثورى عن محمد بن اسحاق بهذا الاسناد نحوه .

১৬। আহমাদ ইবনে কামেল (র)... মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (র) থেকে এই সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

١٧ - نا احمد بن محمد بن سعدان نا شعيب بن ايوب نا حسين بن على عن زائدة عن محمد بن اسحاق نحوه .

১৭। আহ্‌মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে সা'দান (র)... মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (র) থেকে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

١٨ - نا ابو سهل احمد بن محمد بن زياد وعمر بن عبد العزيز بن دينار قالا حدثنا ابو اسماعيل الترمذى نا محمد بن وهب السلمى نا ابن عياش عن محمد بن اسحاق عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْقَلِيْبِ يُلْقَى فِيْهِ الْجِيَفُ وَيَشْرَبُ مِنْهُ الْكِلاَبُ وَالدَّوَابُّ فَقَالَ مَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ فَمَا فَوْقَ ذَالِكَ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ . كذا رواه محمد بن وهب عن اسماعيل بن عياش بهذا الاسناد والمحفوظ عن ابن عياش عن محمد بن اسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن ابيه .

১৮। আবু সাহ্‌ল আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ-এর নিকট এমন কূপের পানি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো, যার মধ্যে পশুর মৃতদেহ নিক্ষেপ করা হয় এবং যার পানি কুকুর ও অন্যান্য প্রাণী পান করে থাকে। তিনি বললেন : পানি দুই মশক বা ততোধিক হলে তাকে কোন কিছু অপবিত্র করতে পারে না।

١٩- وروى عن عبد الوهاب بن عطاء عن محمد بن اسحاق عن الزهرى عن سالم عن ابيه عن النبى ﷺ نا به محمد بن عبد الله بن ابراهيم نا عبد الله بن احمد ابن خزيمة نا على بن سلمة اللبقى نا عبد الوهاب بذلك . ورواه عاصم بن المنذر بن الزبير بن العوام عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن ابيه عن النبى ﷺ فكان فى هذه الرواية قوة لرواية محمد بن اسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله ابن عبد الله بن عمر عن ابيه حدث به عن عاصم بن المنذر : حماد بن سلمة . وخالفه حماد بن زيد فرواه عن عاصم بن المنذر عن ابى بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن ابيه موقوفا غير مرفوع وكذلك رواه اسماعيل بن علية عن عاصم بن المنذر عن رجل لم يسمه عن ابن عمر موقوفا ايضا .

১৯। আবদুল ওয়াহ্‌হাব ইবনে আতা (র)... এই ক্রমিকের অধীনে উপরোক্ত হাদীস যে বিভিন্ন মরফূ ও মওকূফ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে সেই সূত্রগুলো আলোচিত হয়েছে।

٢٠- فاما حديث حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر فحدثنى الحسين بن اسماعيل نا الحسن بن محمد بن الصباح نا يزيد بن هارون انا حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر بن الزبير قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عُمَرَ بُسْتَانًا فِيْهِ مُقْرَاةُ مَاءٍ فِيْهِ جِلْدُ بَعِيْرٍ مَيِّتٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهُ فَقُلْتُ لَهُ اَتَوَضَّأَ مِنْهُ وَفِيْهِ جِلْدُ بَعِيْرٍ مَيِّتٍ ؟ فَحدثنى عن ابيه عن النبى # قَالَ اِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ اَوْ ثَلاَثًا لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ نا ابو صالح الاصبهانى نا ابو مسعود انا يزيد بن هارون انا حماد بن سلمة بِهذَا وَلَمْ يَقُلْ اَوْثَلاَثًا وكذالك رواه ابراهيم بن الحجاج وهدبة بن خالد وكامل بن طلحة عن حماد بن سلمة بِهذَا الاِسْنَاد قَالُوا فِيْهِ اِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ اَوْ ثَلاَثًا نا به دعلج بن احمد نَا الحسين بن سفيان عن ابراهيم بن الحجاج وهدبة بن خالد ح ونا به القاضى ابو طاهر بن نصر ودعلج بن احمد قالا حدثنا موسى بن هارون نا

بن اسحاق الحضرمى وبشر بن السرى والعلاء بن عبد الجبار المكى وموسى ابن اسماعيل وعبيد الله بن محمد العيشى عن حماد بن سلمة بِهذَا الاِسْنَادِ وَقَالُوْا فِيْهِ اِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْ وَلَمْ يَقُوْلُوْا اَوْ ثَلاَثًا .

২০। হাম্মাদ ইবনে সালামা (র)... আসেম ইবনুল মুনযির ইবনুয যুবায়ের (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমারের সাথে একটি বাগানে প্রবেশ করলাম। সেখানে পানির একটি চৌবাচ্চা ছিল, যার মধ্যে মৃত উটের চামড়া ভিজানো ছিল। তিনি তার পানি দ্বারা উযু করলেন। আমি তাকে বললাম, আপনি এই পানি দিয়ে উযু করলে, যার মধ্যে মৃত উটের চামড়া ভিজানো রয়েছে? অতএব তিনি তার পিতার সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বললেন : পানি দুই মশক অথবা তিন মশক পরিমাণ হলে কোন কিছু তাকে নাপাক করতে পারে না। অবশ্য কোন কোন সূত্রে 'দুই মশক' উল্লেখ আছে, 'তিন মশক' উল্লেখ নেই।

٢١- نا القاضى الحسين بن اسماعيل نا الحسن بن محمد الزعفرانى نا عفان نا حماد ابن سلمة نا عاصم بن المنذر قال كنا فى بستان لنا او لعبيد الله بن عبد الله بن عمر فحضرت الصلاة فقام عبيد الله الى مُقْرِىٍّ فِى الْبُسْتَانِ فجعل يتوضأ منه وفيه جلد بعير ميت فقلت أتوضأ منه وفيه هذا الجلد؟ فقال حدثنى ابى عَنْ رَسُوْلِ اللّهِ ﷺ قَالَ اِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْ .

২১। আল-কাযী আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... আসেম ইবনুল মুনযির (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আমাদের অথবা উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমারের বাগানে ছিলাম। নামাযের ওয়াক্ত হলে উবায়দুল্লাহ বাগানে অবস্থিত একটি চৌবাচ্চার নিকট গিয়ে তার পানি দিয়ে উযু করতে লাগলেন। চৌবাচ্চার মধ্যে মৃত উটের চামড়া ভিজানো ছিল। আমি বললাম, আপনি এই পানি দিয়ে উযু করলেন, অথচ তার মধ্যে এই চামড়া ভিজানো রয়েছে? তিনি বলেন, আমার পিতা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন : পানি দুই মশক পরিমাণ হলে তা নাপাক হয় না।

٢٢- نا القاضى الحسين بن اسماعيل نا الحسن بن محمد الزعفرانى نا يعقوب ابن اسحاق حدثنا حماد بن سلمة ح ونا ابو بكر الشافعى نا بشر بن موسى ح نا دعلج بن احمد نا ابراهيم بن صالح الشيرازى قالا حدثنا الحميدى قال نا بشر بن السرى والعلاء بن عبد الجبار عن حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر بهذا الاسناد مثل قول عفان اِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْ .

২২। আল-কাযী হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... আসেম ইবনুল মুনযির (র) থেকে পূর্বের সূত্রে আফফান-এর উক্তির অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে : পানি দুই মশক পরিমাণ হলে তা নাপাক হয় না।

٢٣- نا احمد بن محمد بن زياد نا ابراهيم بن اسحاق الحربى نا موسى وابن عائشة قالا حدثنا حماد بن سلمة نا عاصم بن المنذر بهذا الاسناد مثله سواء اِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ فَاِنَّهُ لاَ يَنْجُسُ .

২৩। আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে যিয়াদ (র)... আসেম ইবনুল মুনযির (র) থেকে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে : পানি দুই মশক পরিমাণ হলে তা নাপাক হয় না।

٢٤- نا محمد بن اسماعيل الفارسى نا اسحاق بن ابراهيم بن عباد قال قرأنا على عبد الرزاق عن ابراهيم بن محمد عن ابى بكر بن عمر بن عبد الرحمن عن ابى بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن ابيه قال قال رسول الله ﷺ اذا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ.

২৪। মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল আল-ফারিসী (র)... আবু বাক্‌র ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমার (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : পানি দুই মশক পরিমাণ হলে কোনো কিছু তাকে অপবিত্র করতে পারে না।

٢٥- نا محمد بن اسماعيل الفارسى نا عبد الله بن الحسين بن جابر نا محمد بن كثير المصيصى عن زائدة عن ليث عن مجاهد عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اذا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ فَلاَ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ . رفعه هذا الشيخ عن محمد بن كثير عن زائدة ورواه معاوية بن عمرو عن زائدة موقوفًا وهو الصواب .

২৫। মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল আল-ফারিসী (র)... ইবনে উমার (র) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : পানি দুই মশক পরিমাণ হলে কোন কিছু তাকে অপবিত্র করতে পারে না। হাদীসটি মুয়াবিয়া ইবনে আমর যায়েদা থেকে মওকুফ সূত্রে বর্ণনা করেছেন, আর এটিই সঠিক।

٢٦- نا به القاضى الحسين بن اسماعيل نا جعفر بن محمد الصائغ نا معاوية ابن عمرو نا زائدة عن ليث عن مجاهد عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ مَوْقُوفًا .

২৬। আল-কাযী হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে এই সূত্রে উপরোক্ত হাদীস মওকূফরূপে বর্ণিত হয়েছে।

٢٧-نا دعلج بن احمد نا عبد الله بن شيرويه نا اسحاق بن راهويه نا عبد العزيز بن ابى رزمة عن حماد بن زيد عن عاصم بن المنذر قال القُلَالُ الْخَوَابِى الْعِظَامِ .

২৭। দা'লাজ ইবনে আহমাদ (র)... আসেম ইবনুল মুনযির (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'কুলাল' হলো বড়ো মশক।

টীকা : 'কুলাল' শব্দটি 'কুল্লাতুন'-এর বহুবচন। এটি পানির পাত্র বুঝালেও তার আকার ও আয়তন সম্পর্কে প্রচুর মতভেদ আছে। কেউ বলেন, বৃহৎ আকারের পানির ঘড়া যার মধ্যে তিন অথবা নয় কলস পরিমাণ পানি রাখা যায় (অনুবাদক)।

٢٨- نا ابو بكر النيسابورى نا ابو حميد المصيصى ثنا حجاج نا ابن جريج اخبرنى محمد بن يحى ان يحى بن عقيل اخبره اَنَّ يَحْىَ بْنَ يَعْمَرٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ نَجَسًا وَلاَ بَاْسًا فَقُلْتُ لِيَحْىَ بْنِ عَقِيْلٍ قِلاَلُ هَجَرٍ؟ قَالَ قُلاَلُ هَجَرَ فَاظُنُّ اَنَّ كُلَّ قُلَّةٍ تَاْخُذُ فَرَقَيْنِ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَاَخْبَرَنِى لُوْطٌ عَنْ اَبِى اِسْحَاقَ عَنْ مُجَاهِدٍ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ اِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ فَصَاعِدًا لَمْ يُنَجِّسْهُ شَىْءٌ .

২৮। আবু বাক্‌র আন-নায়শাপুরী (র)... ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে ইয়া'মার (র) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : পানি দুই মশক পরিমাণ হলে তা অপবিত্র হয় না এবং তাতে কোন অসুবিধা নাই। অধস্তন রাবী বলেন, আমি ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে আকীল (র)-কে জিজ্ঞেস করলাম, তা কি (ইয়ামানের) হাজার নামক এলাকার মশক? তিনি বলেন, হাজার এলাকার মশক। আমার ধারণামতে, প্রতি মশকে দুই ফারাক পানি ধরে। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, পানির পরিমাণ দুই মশক বা ততোধিক হলে কোন কিছু তাকে নাপাক করতে পারে না।

٢٩- حدثنا ابو بكر النيسابورى ثنا محمد بن يحى نا عبد الرزاق انا معمر عن قتادة عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لَمَّا رُفِعْتُ اِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى فِى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ نَبِقُهَا مِثْلُ قُلاَلِ هَجَرَ وَوَرَقُهَا مِثْلُ اٰذَانِ الْفِيْلَةِ يَخْرُجُ مِنْ سَاقِهَا نَهَرَانِ ظَاهِرَانِ وَنَهَرَانِ بَاطِنَانِ قُلْتُ يَا جِبْرِيْلُ مَا هٰذَا؟ قَالَ اَمَّا الْبَاطِنَانِ فَفِي الْجَنَّةِ وَاَمَّا الظَّاهِرَانِ فَالنِّيْلُ وَالْفُرَاتُ .

২৯। আবু বাক্‌র আন-নায়সাপুরী (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : আমাকে সপ্তম আকাশের ছিদ্‌রাতুল মুনতাহায় নিয়ে যাওয়া হলে আমি সেখানে (একটি বড়ই গাছে) হাজার এলাকার মশকের ন্যায় বৃহদাকারের বড়ই এবং হাতীর কানের ন্যায় বড়ই পাতা দেখলাম। তার শিকড় (বা উৎসমূল) থেকে দুইটি দৃশ্যমান ঝর্না ও দুইটি অদৃশ্যমান ঝর্না প্রবাহিত হচ্ছে। আমি বললাম, হে জিবরীল! এগুলো কি? তিনি বলেন, অদৃশ্যমান ঝর্না দু'টি জান্নাতে প্রবাহিত এবং দৃশ্যমান ঝর্না দু'টি হলো (পৃথিবীর) নীল নদ ও ফোরাত নদী।

٣٠- نا الحسن بن احمد بن صالح الكوفى نا على بن الحسن بن هارون البلدى نا اسماعيل بن الحسن الحرانى نا ايوب بن خالد الحرانى نا محمد بن علوان عن نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِىْ بَعْضِ اَسْفَارِهِ فَسَارَ لَيْلاً فَمَرُّوْا على رَجُلٍ جَالِسٍ عِنْدَ مِقْرَاةٍ لَهُ فَقَالَ عُمَرُ يَا صَاحِبَ الْمِقْرَاةِ اَوَلَغَتِ السِّبَاعُ اللَّيْلَةَ فِىْ مِقْرَاتِكَ؟ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ يَا صَاحِبَ الْمِقْرَاةِ لاَ تُخْبِرْهُ هذَا مُكَلِّبٌ لَهَا مَا حَمَلَتْ فِىْ بُطُوْنِهَا وَلَنَا مَا بَقِىَ شَرَابٌ وَّطُهُوْرٌ .

৩০। হাসান ইবনে আহমাদ ইবনে সালেহ আল-কূফী (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতে তাঁর কোন এক সফরে বের হলেন। তাঁরা এক ব্যক্তিকে অতিক্রম করলেন, যে তার কূপের পাশে বসা ছিল। উমার (রা) বললেন, হে কূপের মালিক! তোমার কূপ থেকে নিশাচর হিংস্র জন্তু পানি পান করে কি? নবী ﷺ লোকটিকে বললেন : হে কূপের মালিক! তাকে কিছু অবহিত করো না। এগুলো পিপাসার্ত। এগুলো যা পেটে পুরে নিয়ে যায় তা তাদের এবং অবশিষ্টগুলো আমাদের পান করার উপযোগী ও পবিত্র।

٣١-نا الحسن بن احمد حدثنا على نا اسماعيل نا ايوب بن خالد نا خطاب بن القاسم عن عبد الكريم الجزرى عن نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ نَحْوَهُ.

৩১। আল-হাসান ইবনে আহমাদ (র)... ইবনে উমার (রা)-নবী ﷺ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٣٢- نا احمد بن محمد بن سعيد ثنا ابراهيم بن عبد الله بن محمد بن سالم السلولى ابو سالم قال سمعت ابى قال سَمِعْتُ وكِيْعًا يَقُوْلُ اَهْلُ الْعِلْمِ يَكْتُبُوْنَ مَا لَهُمْ وَمَا عَلَيْهِمْ وَاَهْلُ الْاَهْوَاءِ لاَ يَكْتُبُوْنَ الاَّ مَا لَهُمْ .

৩২। আহ্‌মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে সাঈদ (র)... ওয়াকী (র) বলেন, জ্ঞানের অধিকারী আলেমগণ তাদের পক্ষের ও বিপক্ষের উভয় বিষয় লিপিবদ্ধ করেন। আর প্রবৃত্তির অনুসারীরা কেবল তাদের পক্ষের বা তাদের মনোপূত বিষয়গুলো লিপিবদ্ধ করে।

টীকা : আলেমগণ হাদীস বর্ণনাকারীদের দোষ-গুণ উভয়ই লিপিবদ্ধ করেন, যাতে হাদীসের সঠিক অবস্থা নির্ণয় করা যায়। পক্ষান্তরে প্রবৃত্তির পূজারীরা শুধু তাদের গুণগুলো লিপিবদ্ধ করে, যার কারণে হাদীসের সঠিক অবস্থা নির্ণয় করা সম্ভব হয় না। এও হতে পারে যে, বিশেষজ্ঞ আলেমগণ যুগপৎভাবে তাদের পক্ষের এবং তাদের বিপক্ষের দলীল-প্রমাণ উল্লেখ করেন। কিন্তু কুপ্রবৃত্তি তাড়িত পথভ্রষ্টরা কেবল নিজেদের পক্ষের যুক্তি-প্রমাণ পেশ করে (অনুবাদক)।

٣٣- حدثنا احمد نا ابراهيم نا ابى قال سَمِعْتُ يَحْيَ بْنَ اَبِىْ زَائِدَةَ يَقُوْلُ كِتَابَةُ الْحَدِيْثِ خَيْرٌ مِّنْ مَوْضِعِهِ .

৩৩। আহ্‌মাদ (র)... ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে আবু যায়েদা (র) বলেন, সহীহ-শুদ্ধ হাদীস লিপিবদ্ধ করা উত্তম—মনগড়া বা জাল হাদীস থেকে।

٣٤- نا عبد الصمد بن على وبرهان محمد بن على بن الحسن الدينورى قالا حدثنا عمير بن مرداس نا محمد بن بكير الحضرمى نا القاسم بن عبد الله العمرى عن محمد بن المنكدر عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اذَا بَلَغَ الْمَاءُ اَرْبَعِيْنَ قُلَّةً فَانَّهُ لاَ يَحْمِلُ الْخَبَثَ . كذا رواه القاسم العمرى عن ابن المنكدر عن جابر ووهم فى اسناده وكان ضعيفًا كثير الخطا وخالفه روح بن القاسم وسفيان الثورى ومعمر ابن راشد رواه عن محمد بن المنكدر عن عبد الله بن عمرو موقوفًا ورواه ايوب السختيانى عن ابن المنكدر مِنْ قَوْلِهِ لَمْ يُجَاوِزْهُ .

৩৪। আবদুস সামাদ ইবনে আলী (র)... জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : 'পানি চল্লিশ মশক পরিমাণ হলে তা অপবিত্র হয় না'। আল-কাসিম আল-উমারী এই হাদীস ইবনুল মুনকাদির-জাবির (রা) সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এর সনদসূত্রে সন্দেহ আছে। আল-কাসিম একজন দুর্বল রাবী এবং প্রচুর ভুলের শিকার হন। রাওহ ইবনুল কাসিম, সুফিয়ান আস-ছাওরী ও মা'মার ইবনে রাশেদ তার বিরোধিতা করেছেন। তিনি এ হাদীস মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির-আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) সূত্রে মওকূফরূপে বর্ণনা করেছেন। আইউব আস-সুখতিয়ানী এটিকে ইবনুল মুনকাদিরের সূত্রে তার বক্তব্য হিসেবে রিওয়ায়াত করেছেন, এর অতিরিক্ত নয়।

٣٥- انا احمد بن محمد بن زياد نا ابراهيم الحربى نا عبيد الله بن عمر نا يزيد ابن زريع عن روح بن القاسم عن محمد بن المنكدر عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ اذَا بَلَغَ الْمَاءُ اَرْبَعِيْنَ قُلَّةً لَمْ يُنَجَّسْ .

৩৫। আহ্‌মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে যিয়াদ (র)... আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, পানি চল্লিশ মশক পরিমাণ হলে তা অপবিত্র হয় না।

٣٦- حدثنا محمد بن مخلد نا محمد بن اسماعيل الحسانى نا وكيع ح ونا جعفر بن محمد الواسطى نا موسى بن اسحاق نا ابو بكر نا وكيع ح احمد بن محمد بن زياد نا

ابراهيم الحربى نا ابو نعيم جميعا عن سفيان عن محمد بن المنكدر عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ اِذَا كَانَ الْمَاءُ اَرْبَعِيْنَ قُلَّةً لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ .

৩৬। মুহাম্মাদ ইবনে মাখলাদ (র)... আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, পানি চল্লিশ মশক পরিমাণ হলে কোন কিছু তাকে অপবিত্র করে না।

٣٧- نا اسماعيل بن محمد بن الصفار نا احمد بن منصــور الرمادى نا عبد الـرزاق نا الثـورى ومعمــر عن محمد بن الـمنكــدر عن عبد الله بن عمرو مِثْلُهُ سَوَاءٌ .

৩৭। ইসমাঈল ইবনে মুহাম্মাদ ইবনুস সাফ্ফার (র)... আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٣٨- نا القاضى الحسين بن اسماعيل نا الحسن بن ابى الربيع نا عبد الرزاق انا معمر عن محمد بن المنكدر عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ اِذَا كَانَ الْمَاءُ اَرْبَعِيْنَ قُلَّةً لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ .

৩৮। আল-কাযী আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, পানি চল্লিশ মশক পরিমাণ হলে কোন কিছু তাকে নাপাক করে না।

٣٩- حدثنا جعفـر بن محـمد الواسطـى نا موسى بن اسحاق نا ابو بـكر نا ابن عليـة عن ايوب عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ اِذَا بَلَغَ الْمَاءُ اَرْبَعِيْنَ قُلَّةً لَمْ يَنْجَسْ اَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا .

৩৯। জা'ফার ইবনে মুহাম্মাদ আল-ওয়াসিতী (র)... মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, পানি চল্লিশ মশক পরিমাণ হলে তা অপবিত্র হয় না অথবা অনুরূপ কথা বলেছেন।

٤٠- حدثنا احمد بن محمد بن زياد نا ابراهيم بن اسحاق الحربى نا هارون بن معروف نا بشـر بن السـرى عن ابن لهـيـعـة عن يزيد بن ابى حـبـيـب عن سليـمـان بن سنان عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ ابْنِ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اِذَا كَانَ الْمَاءُ قَدْرَ اَرْبَعِيْنَ قُلَّةً لَمْ يَحْمِلْ خَبَثًا كَذَا قَالَ وَخَالَفَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ رووه عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ فَقَالُوْا اَرْبَعِيْنَ غَرْبًا وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ اَرْبَعِيْنَ دَلْوًا سليمان بن سنان سمع ابن عباس وابا هريرة كذا ذكره البخارى .

৪০। আহ্‌মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে যিয়াদ (র)... আবদুর রহমান ইবনে আবু হুরায়রা (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, পানি চল্লিশ মশক পরিমাণ হলে তা অপবিত্র হয় না। তিনি অনুরূপ বলেছেন। একাধিক ব্যক্তি তার বিরোধিতা করেছেন এবং তারা আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করে বলেন, পানি চল্লিশ বালতি পরিমাণ হলে তা অপবিত্র হয় না। তাদের মধ্যে কেউ বলেছেন, চল্লিশ বালতি। সুলায়মান ইবনে সিনান (র) ইবনে আব্বাস ও আবু হুরায়রা (রা) থেকে হাদীস শুনেছেন। ইমাম বুখারী (র) এরূপই উল্লেখ করেছেন।

٢-بَابُ الْمَاءِ الْمُتَغَيِّرِ

২-অনুচ্ছেদ : পরিবর্তিত পানির হুকুম।

٤١(١)- حدثنا محمد بن موسى البزاز نا على بن السراج نا ابو شرحبيل عيسى بن خالد نا مروان بن محمد نا رشدين بن سعد نا معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمَاءُ طُهُوْرٌ اِلاَّ مَا غَلَبَ عَلٰى رِيْحِه اَوْ عَلٰى طُعْمِه .

৪১(১)। মুহাম্মাদ ইবনে মূসা আল-বায়যায (র)... সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : পানি পবিত্র—তার ঘ্রাণ ও স্বাদ বিকৃত না হওয়া পর্যন্ত।

٤٢(٢)- حدثنا ابن الصواف نا حامد بن شعيب نا سريج نا ابو اسماعيل المؤدب وابو معاوية عن الاحوص عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَنْجِسُ الْمَاءُ اِلاَّ مَا غَيَّرَ طُعْمُهُ اَوْ رِيْحُهُ لَمْ يُجَاوِزْ بِه رَاشِدٌ وَاسنده الغضيضى عن ابى امامة .

৪২(২)। ইবনুস্ সাওয়াফ (র)... (র)... রাশেদ ইবনে সা'দ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : পানি অপবিত্র হয় না তার স্বাদ অথবা ঘ্রাণ বিকৃত না হওয়া পর্যন্ত। রাশেদ এর অধিক বলেননি। আল-গুদায়দী এ হাদীস আবু উমামা (রা)-র সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

٤٣(٣)- حدثنا دعلج بن احمد نا احمد بن على الابار نا محمد بن يوسف الغضيضى نا رشدين ابن سعد ابو الحجاج عن معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ الْبَاهِلِىِّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَ يُنَجِّسُ الْمَاءَ شَيْءٌ اِلاَّ مَا غَيَّرَ رِيْحَهُ اَوْ طُعْمَهُ لَمْ يرفعه غير رشدين بن سعد عن معاوية بن صالح وليس بالقوى والصواب فى قول راشد .

৪৩(৩)। দা'লাজ ইবনে আহ্মাদ (র)... আবু উমামা আল-বাহেলী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : কোন কিছু পানিকে অপবিত্র করতে পারে না—তবে তার ঘ্রাণ ও স্বাদ বিকৃত হলে ভিন্ন কথা। মুআবিয়া ইবনে সালেহ (র)-এর সূত্রে রিশ্‌দীন ইবনে সা'দ ব্যতীত অপর কেউ হাদীসটিকে মরফূ'রূপে বর্ণনা করেননি। তিনি তেমন শক্তিশালী রাবী নন। রাশেদ (র)-এর বক্তব্যই যথার্থ।

টীকা : নাপাক বস্তুর সংমিশ্রণে পানির তিনটি বৈশিষ্ট্য তথা ঘ্রাণ, স্বাদ ও রং-এর মধ্যে কোন একটি বিকৃত হলে পানি অপবিত্র হয়, অন্যথায় অপবিত্র হয় না (অনুবাদক)।

٤٤(٤)- حدثنا محمد بن الحسين الحرانى ابو سليمان نا على بن احمد الجرجانى نا محمد بن موسى الحرثى نا فضيل بن سليمان النمير عن ابى حازم عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اَلْمَاءُ لاَ يُنَجِّسُه شَيْءٌ .

৪৪(৪)। মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন আল-হাররানী (র)... সাহল ইবনে সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : কোন কিছু পানিকে অপবিত্র করতে পারে না।

٤٥(٥)- حدثنا ابو بكر الشافعي نا محمد بن شاذان نا معلى بن منصور نا عيسى بن يونس نا الاحوص بن حكيم عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمَاءُ لاَ يُنَجِّسُهُ شَىْءٌ اِلاَّ مَا غَلَبَ عَلَيْهِ رِيْحُهُ اَوْ طُعْمُهُ مرسل ووقفه ابو اسامة على راشد .

৪৫(৫)। আবু বাক্‌র আশ-শাফিঈ (র).... রাশেদ ইবনে সা'দ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন কিছু পানিকে অপবিত্র করতে পারে না—যাবত তার ঘ্রাণ অথবা স্বাদ বিকৃত না হয়। এটি মুরসাল হাদীস। আবু উসামা এ সনদ সূত্র রাশেদ পর্যন্ত শেষ করেছেন।

٤٦(٦)- حدثنا الحسين بن اسماعيل نا ابو البختري نا ابو اسامة نا الاحوص بن حكيم عن ابى عون وَرَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ قَالاَ اَلْمَاءُ لاَ يُنَجِّسُهُ شَىْءٌ اِلاَّ مَا غَيَّرَ رِيْحَهُ اَوْ طُعْمَهُ .

৪৬(৬)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... আবু আওন ও রাশেদ ইবনে সা'দ (র) থেকে বর্ণিত। তারা বলেন, কোন কিছুর দ্বারা পানির ঘ্রাণ অথবা স্বাদ বিকৃত না হওয়া পর্যন্ত তা নাপাক হয় না।

٤٧(٧)- حدثنا يعقوب بن ابراهيم البزاز نا الحسن بن عرفة نا هشيم عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَبِىْ هِنْدٍ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُوْلُ اِنَّ الْمَاءَ طُهُوْرٌ كُلُّهُ لاَ يُنَجِّسُهُ شَىْءٌ .

৪৭(৭)। ইয়া'কূব ইবনে ইবরাহীম আল-বায্‌যায (র)... সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র) বলেন, পানির সবটুকুই পবিত্র। কোন কিছু তাকে অপবিত্র করতে পারে না।

٤٨(٨)- حدثنا جعفر بن محمد بن احمد الواسطي نا موسى بن اسحاق نا ابو بكر يعني ابن ابى شيبة نا ابن علية عن داود بن ابى هند عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ سَاَلْنَاهُ عَنِ الْغُدْرَانِ وَالْحِيَّاضِ تَلِغُ فِيْهَا الْكِلاَبُ قَالَ اُنْزِلَ الْمَاءُ طُهُوْرًا لاَ يُنَجِّسُهُ شَىْءٌ .

৪৮(৮)। জা'ফার ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ আল-ওয়াসিতী (র)... সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র) থেকে বর্ণিত। রাবীগণ বলেন, আমরা তার নিকট পুকুর ও চৌবাচ্চাসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, যার পানি কুকুর পান করে থাকে। তিনি বলেন, পানি তার পবিত্র অবস্থায় বর্ষিত হয়েছে, কোন কিছু তাকে অপবিত্র করতে পারে না।

٤٩(٩)- حدثنا محمد بن اسماعيل الفارسي وعثمان بن محمد الدقاق قالا حدثنا يحى بن ابى طالب انا عبد الوهاب انا داود عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ اَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالَى الْمَاءَ طُهُوْرًا فَلاَ يُنَجِّسُهُ شَىْءٌ .

৪৯(৯)। মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল আল-ফারিসী (র)... সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র) বলেন, আল্লাহ তায়ালা পবিত্র পানি বর্ষণ করেছেন, কোন কিছু তাকে নাপাক করতে পারে না।

٥٠(١٠)- حدثنا اسحاق بن محمد الزيات نا يوسف بن موسى نا ابو اسامة ح وحدثنا القاضى الحسين بن اسماعيل نا محمد بن احمد بن ابى عون ومحمد بن عثمان بن كرامة قالا نا ابو اسامة عن الوليد بن كثير ح وثنا القاضى الحسين نا يعقوب بن ابراهيم الدورقى نا ابو اسامة ثنا الوليد بن كثير المخزومى عن محمد بن كعب القرظى عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه اَنَّا نَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ وَهِىَ يُلْقى فِيْهَا الْمَحِيْضُ وَالنَّتَنُ وَقَالَ يُوْسُفُ وَالْجِيْفُ وَقَالُوْا وَلُحُوْمُ الْكِلاَبِ فَقَالَ اِنَّ الْمَاءَ طُهُوْرٌ لاَ يُنَجِّسُهُ شَىْءٌ وَالحديث على لفظ ابن ابى عون وقال يوسف عن عبد الله بن عبد الله .

৫০(১০)। ইসহাক ইবনে মুহাম্মাদ আয-যাইয়াত (র).... আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বলা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা বুদা'আ কূপের পানি দিয়ে উযু করে থাকি। তা এমন একটি কূপ যার মধ্যে হায়েযের ন্যাকড়া, আবর্জনা, (জীব-জন্তুর) লাশ ও কুকুরের গোশ্ত ফেলা হয়। তিনি বলেন: নিশ্চয়ই পানি পবিত্র। কোন কিছু তাকে অপবিত্র করতে পারে না। হাদীসের মূল পাঠ ইবনে আবু আওন-এর রিওয়ায়াত অনুযায়ী।

٥١(١١)- حدثنا الحسين بن اسماعيل نا محمد بن معاوية بن مالج نا محمد بن سلمة عن محمد بن اسحاق عن سليط بن ايوب عن عبد الرحمن بن رافع الانصارى عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰه ﷺ وَهُوَ يُقَالُ لَهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰه اِنَّهُ لَيُسْتَقَى الْمَاءُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ وَهِىَ يُلْقى فِيْهَا لُحُوْمُ الْكِلاَبِ وَالْحَائِضُ وَعَذَرُ النَّاسِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ الْمَاءُ طُهُوْرٌ لاَ يُنَجِّسُهُ شَىْءٌ خالفه ابراهيم بن سعد رواه عن ابن اسحاق عن سليط فقال عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع قاله يعقوب ابن ابراهيم بن سعد عن ابيه .

৫১(১১)। হুসাইন ইবন ইসমাঈল (র)... আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট জিজ্ঞেস করতে শুনেছি, ইয়া রাসূলাল্লাহ! বুদাআ কূপের পানি অবশ্যই পানের জন্য ব্যবহার করা হয়। অথচ এর মধ্যে কুকুরের গোশ্ত, হায়েযের ন্যাকড়া ও মানুষের ময়লা-আবর্জনা ফেলা হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: পানি পবিত্র, কোন কিছু তাকে অপবিত্র করতে পারে না।

٥٢(١٢)- حدثنا محمد بن مخلد نا ابو سيار محمد بن عبد الله بن المستورد حدثني احمد بن عمرو بن سرح نا ابن وهب نا عبد الرحمن بن زيد بن اسلم عن ابيه عَنْ عَطَاءٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْحِيَاضِ الَّتِيْ تَكُوْنُ فِيْهَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ فَقِيْلَ لَهُ اِنَّ الْكِلاَبَ وَالسِّبَاعَ تَرِدُ عَلَيْهَا فَقَالَ لَهَا مَا اَخَذَتْ فِيْ بُطُوْنِهَا وَلَنَا مَا بَقِيَ شَرَابٌ وَطُهُوْرٌ .

৫২(১২)। মুহাম্মাদ ইবনে মাখলাদ (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট মক্কা ও মদীনার মাঝে অবস্থিত পানির চৌবাচ্চাসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তাঁকে আরো বলা হলো, নিশ্চয়ই কুকুর ও হিংস্র পশু তার পানি পান করে থাকে। তিনি বলেন : এরা পান করে পেট ভর্তি করে যা নিয়ে যায় তা তাদের এবং অবশিষ্ট পানি আমাদের জন্য পবিত্র ও পানের উপযোগী।

٥٣(١٣)- حدثنا محمد بن احمد بن صالح الازدي نا محمد بن شوكر نا يعقوب بن ابراهيم بن سعد ح وثنا احمد بن كامل نا محمد بن سعد العوفي نا يعقوب بن ابراهيم نا ابي عن ابن اسحاق حدثني سليط ابن ايوب بن الحكم الانصاري عن عبد الله بن عبد الرحمن بن رافع الانصاري عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ اَنَّهُ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنَّهُ يُسْتَقَى لَكَ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ بِئْرُ بَنِيْ سَاعِدَةَ وَهِيَ بِئْرٌ يُطْرَحُ فِيْهَا مَحَائِضُ النِّسَاءِ وَلُحُوْمُ الْكِلاَبِ وَعَذِرُ النَّاسِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْمَاءَ طَهُوْرٌ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ .

৫৩(১৩)। মুহাম্মাদ ইবনে আহ্‌মাদ ইবনে সালেহ আল-আযদী (র)... আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। বলা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার পানের জন্য বনু সাইদার বিরে বুদাআ নামক কূপের পানি আনা হয়। অথচ তাতে মহিলাদের হায়েযের ন্যাকড়া, কুকুরের গোশ্‌ত ও মানুষের ময়লা-আবর্জনা ফেলা হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : পানি পবিত্র, কোন কিছু তাকে অপবিত্র করতে পারে না।

٥٤(١٤)- حدثنا محمد بن اسماعيل الفارسي نا احمد بن عبد الوهاب نا احمد بن خالد الوهبي نا ابن اسحاق عن سليط بن ايوب عن عبد الله بن عبد الرحمن بن رافع عن ابي سعيد عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ .

৫৪(১৪)। মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল আল-ফারিসী (র)... আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা)-রাসূলুল্লাহ ﷺ সূত্রে পূর্বের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে।

٥٥(١٥)- حدثنا ابو ذر احمد بن محمد بن ابي بكر الواسطي والعباس بن العباس بن المغيرة الجوهري قالا نا عبيد الله بن سعد حدثني عمي نا ابي عن ابن اسحاق حدثني عبد

الله بن ابی سلمة ان عبد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج حدثه انه سمع ابا سعيد الخدری یحدث اَنَّهُ قِيْلَ لِرَسُوْلِ اللّه ﷺ يَا رَسُوْلَ اللّه اَنَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ وَهِيَ بِئْرٌ يُطْرَحُ فِيْهَا الْمَحَائِضُ وَلُحُوْمُ الْكِلاَبِ وَالنَّتَنُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّه ﷺ اِنَّ الْمَاءَ طُهُوْرٌ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ

৫৫(১৫)। আবু যার আহ্‌মাদ ইবনে মুহাম্মাদ (র)... আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কি বুদাআ কূপের পানি দিয়ে উযু করতে পারি? এটা এমন কূপ যার মধ্যে হায়েযের ন্যাকড়া, কুকুরের গোশ্‌ত ও আবর্জনা ফেলা হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : নিশ্চয়ই পানি পবিত্র, কোন কিছু তাকে অপবিত্র করে না।

٥٦(١٦)- حدثنا محمد بن احمد بن صالح نا محمد بن شوكر نا يعقوب بن ابراهيم نا ابی عن ابن اسحاق حدثنی عبد الله بن ابی سلمة ان عبد الله بن عبد الله ابن رافع حدثه انه سمع ابا سعيد عن النبی ﷺ مِثْلَهُ .

৫৬(১৬)। মুহাম্মাদ ইবনে আহ্‌মাদ (র)... আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে।

٥٧(١٧)- حدثنا ابو حامد محمد بن هارون نا محمد بن زياد الزيادی نا فضيل بن سليمان عن محمد ابن ابی يحی الاسلمی عن امه قالت سمعت سهل بن سعد يَقُوْلُ شَرِبَ رَسُوْلُ اللّه ﷺ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ .

৫৭(১৭)। আবু হামেদ মুহাম্মাদ ইবনে হারূন (র)... সাহল ইবনে সা'দ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুদাআ কূপের পানি পান করেছেন।

٥٨(١٨)- حدثنا ابو بكر الشافعی نا محمد بن شاذان نا المعلی بن منصور نا حماد بن زيد نا يحی بن سعيد عن محمد بن ابراهيم عن ابی سلمة ويحی بن عبد الرحمن بن حاطب ان عمر وعمرو بن العاص مَرَّا بِحَوْضٍ فَقَالَ عَمْرُو يَا صَاحِبَ الْحَوْضِ اَتَرِدُ عَلَى حَوْضِكَ هذَا السِّبَاعُ فَقَالَ عُمَرُ يَا صَاحِبَ الْحَوْضِ لاَ تُخْبِرْنَا فَانَّا نَرِدُ عَلَى السِّبَاعِ وَتَرِدُ عَلَيْنَا .

৫৮(১৮)। আবু বাক্‌র আশ্‌-শাফিঈ (র)... মুহাম্মাদ ইবনে আবু সালামা ও ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে আবদুর রহমান ইবনে হাতেব (র) থেকে বর্ণিত। উমার (রা) ও আমর ইবনুল আস (রা) একটি কূপের পাশ দিয়ে

যাচ্ছিলেন। আমর (রা) বললেন, হে কূপের মালিক! তোমার কূপে কি এসব হিংস্র পশু পানি পান করে? উমার (রা) বলেন, হে কূপের মালিক! তুমি আমাদেরকে অবহিত করো না। কেননা আমরা কখনো হিংস্র পশুর আগে আসি, আবার কখনো হিংস্র পশু আমাদের আগে আসে।

٣-بَابُ الْوُضُوْءِ بِمَاءِ اَهْلِ الْكِتَابِ

৩-অনুচ্ছেদ : আহলে কিতাবের পানি দিয়ে উযু করা।

٥٩(١)- حدثنا الحسين بن اسماعل نا احمد بن ابراهيم البوشيخى نا سفيان بن عيينة قال حدثونا عن زيد بن اسلم عن ابيه قال لَمَّا كُنَّا بِالشَّامِ اَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بِمَاءٍ فَتَوَضَّاَ مِنْهُ فَقَالَ مِنْ اَيْنَ جِئْتَ بِهذَا الْمَاءِ؟ مَا رَاَيْتُ مَاءً عَذْبًا وَلاَ مَاءَ سَمَاءٍ اَطْيَبُ مِنْهُ قَالَ قُلْتُ جِئْتُ بِهِ مِنْ بَيْتِ هذِهِ الْعَجُوْزِ النَّصْرَانِيَّةِ فَلَمَّا تَوَضَّاَ اَتَاهَا فَقَالَ اَيَّتُهَا الْعَجُوْزُ اَسْلِمِيْ تَسْلِمِيْ بَعَثَ اللّهُ مُحَمَّدًا ﷺ بِالْحَقِّ قَالَ فَكَشَفَتْ رَاْسَهَا فَاِذَا مِثْلَ الثَّغَامَةِ فَقَالَتْ عَجُوْزٌ كَبِيْرَةٌ وَاِنَّمَا اَمُوْتُ الاٰنَ فَقَالَ عُمَرُ اَللّهُمَّ اشْهَدْ .

৫৯(১)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র).... যায়েদ ইবনে আসলাম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা সিরিয়ায় অবস্থানকালে উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর নিকট আমি পানি নিয়ে আসলাম। তিনি তা দিয়ে উযু করলেন। অতঃপর বলেন, তুমি কোথা থেকে এ পানি এনেছ? আমি এ রকম উত্তম পানি কখনো দেখিনি, না বৃষ্টির পানি, না মিষ্টি পানি। তিনি বলেন, আমি বললাম, এই খৃস্টান বৃদ্ধার ঘর থেকে উক্ত পানি এনেছি। তিনি উযুশেষে তার নিকট এসে বলেন, হে বৃদ্ধা! ইসলাম গ্রহণ করো, শান্তি পাবে। আল্লাহ তায়ালা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সত্য দীনসহ পাঠিয়েছেন। রাবী বলেন, বৃদ্ধা তার মাথা খুলে দিলে দেখা গেলো, তার মাথার চুল সাদা হয়ে গিয়েছে। বৃদ্ধা বললো, আমি খুনখুনে বৃদ্ধা, বয়স অনেক হয়েছে, আমার মৃত্যুর সময় এখনই আসছে। উমার (রা) বলেন, হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাকো।

٦٠(٢)- حدثنا الحسين بن اسماعيل نا ابن خلاد بن اسلم نا سفيان عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ عُمَرَ تَوَضَّاَ مِنْ بَيْتِ نَصْرَانِيَّةٍ اَتَاهَا فَقَالَ اَيَّتُهَا الْعَجُوْزُ اَسْلِمِيْ تَسْلِمِيْ بَعَثَ اللّهُ بِالْحَقِّ مُحَمَّدًا ﷺ فَكَشَفَتْ عَنْ رَاْسِهَا فَاِذَا هِيَ مِثْلَ الثَّغَامَةِ فَقَالَتْ عَجُوْزٌ كَبِيْرَةٌ وَاَنَا اَمُوْتُ الاٰنَ فَقَالَ عُمَرُ اَللّهُمَّ اشْهَدْ .

৬০(২)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... যায়েদ ইবনে আসলাম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। উমার (রা) তার নিকট আগত এক খৃস্টান নারীর ঘরের পানি দিয়ে উযু করার পর বলেন, হে বৃদ্ধা! ইসলাম গ্রহণ করো, শান্তিতে থাকবে। আল্লাহ তায়ালা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে সত্য দীনসহ পাঠিয়েছেন। বৃদ্ধা

তার মাথা অনাবৃত করলে দেখা গেলো, তার সমস্ত চুল সাদা ফুলের ন্যায়। সে বললো, খুনখুনে বৃদ্ধা, আর আমি এখন মৃত্যুর মুখোমুখী। উমার (রা) বলেন, হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাকো।

بَابُ الْبِئْرِ اذَا وَقَعَ فِيْهَا حَيْوَانٌ

৪-অনুচ্ছেদ : পানির কূপে জীব-জন্তু পতিত হলে।

٦١(١)- حدثنا عبد الله بن محمد بن زياد نا احمد بن منصور نا محمد بن عبد الله الانصارى نا هشام عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ اَنَّ زَنْجِيًّا وَقَعَ فِىْ زَمْزَمَ يَعْنِىْ فَمَاتَ فَاَمَرَ بِهِ ابْنُ عَبَّاسٍ فَاُخْرِجَ وَاَمَرَ بِهَا اَنْ تُنْزَحَ قَالَ فَغَلَبَتْهُمْ عَيْنٌ جَاءَتْهُمْ مِنَ الرُّكْنِ فَاَمَرَ بِهَا فَدُسِّمَتْ بِالْقُبَاطِىِّ وَالْمَطَارِفِ حَتّٰى نَزَحُوْهَا فَلَمَّا نَزَحُوْهَا انْفَجَرَتْ عَلَيْهِمْ .

৬১(১)। আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে যিয়াদ (র)... মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন (র) থেকে বর্ণিত। এক কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তি যমযম কূপে পতিত হয়ে মারা গেলো। ইবনে আব্বাস (রা) লাশটি কূপ থেকে তোলার পর এর সমস্ত পানি নিষ্কাশন করার নির্দেশ দিলেন। রাবী বলেন, পানি নিষ্কাশনের সময় রুকন (কা'বা শরীফ) -এর দিক দিয়ে প্রবল বেগে পানি নির্গত হচ্ছিল। তার নির্দেশে মিসরীয় কাপড় ও চাদর দিয়ে পানির উৎসমুখ বন্ধ করে দেয়া হলো। আবার পানি নিষ্কাশনের পর উৎসমুখ খুলে দেয়া হলে পানিতে কূপ ভরে গেলো।

٦٢(٢)- حدثنا عبد الله بن محمد نا العباس بن محمد نا قبيصة نا سفيان عن جابر عَنْ اَبِى الطُّفَيْلِ اَنَّ غُلاَمًا وَقَعَ فِىْ بِئْرِ زَمْزَمَ فَنُزِحَتْ .

৬২(২)। আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ (র)... আবুত-তুফাইল (রা) থেকে বর্ণিত। একটি ক্রীতদাস যমযম কূপের ভেতর পতিত হয়ে মারা গেলে কূপের সমস্ত পানি নিষ্কাশন করা হলো।

٦٣(٣)- حدثنا الحسين بن اسماعيل نا محمد بن الوليد نا محمد جعفر نا شعبة عَنْ مُغِيْرَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ كُلُّ نَفْسٍ سَائِلَةٍ لاَ يُتَوَضَّأُ مِنْهَا وَلٰكِنْ رَخَّصَ فِى الْخُنْفُسَاءِ وَالْعَقْرَبِ وَالْجَرَادِ وَالْجُدْجُدِ اذَا وَقَعْنَ فِى الرِّكَاءِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ قَالَ شُعْبَةُ وَاَظُنُّهُ قَدْ ذَكَرَ الْوَزْغَةَ .

৬৩(৩)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... ইবরাহীম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলতেন, কূপের ভেতর প্রবহমান রক্তধারী প্রাণী পড়ে মারা গেলে তার পানি দিয়ে উযু করা যাবে না। তবে ক্ষুদ্র কালো পোকা, বিছা, ফড়িং বা অনুরূপ কীট-পতঙ্গ কূপে পড়ে মারা গেলে তার পানি দিয়ে উযু করা যাবে, তাতে কোন আপত্তি নেই। শো'বা (র) বলেন, আমার ধারণামতে, তিনি গিরগিটির কথাও বলেছেন।

٥-بَابٌ فِيْ مَاءِ الْبَحْرِ

৫-অনুচ্ছেদ ঃ সমুদ্রের পানি সম্পর্কে।

٦٤(١)- حدثنا على بن الفضل بن احمد بن الحباب البزاز نا احمد بن ابى عمران الخياط نا سهل ابن تمام نا مبارك بن فضالة عن ابى الزبير عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ الْبَحْرَ حَلاَلٌ مَيْتَتُهُ طُهُوْرٌ مَاؤُهُ .

৬৪(১)। আলী ইবনুল ফাদল (র)... জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : সমুদ্রের মৃত প্রাণী হালাল এবং তার পানি পবিত্র।

٦٥(٢)- حدثنا عبد الباقى بن قانع نا محمد بن على بن شعيب نا الحسن بن بشر نا المعافى بن عمران عن ابن جريج عن ابى الزبير عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ فِى الْبَحْرِ هُوَ الطُّهْرُ مَاؤُهُ الْحَلاَلُ مَيْتَتُهُ .

৬৫(২)। আবদুল বাকী ইবনে কানে‘ (র)... জাবের (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সমুদ্র সম্পর্কে বর্ণনা করেন, তার পানি পবিত্র এবং তার মৃত প্রাণী হালাল।

٦٦(٣)- حدثنا ابو بكر احمد بن محمد بن اسماعيل الادمى نا الفضل بن سهل الاعرج والفضل بن زياد القطان قالا نا احمد بن حنبل نا ابو القاسم بن ابى الزناد حدثنى اسحاق بن حازم عن ابن مقسم وهو عبيد الله بن مقسم عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْبَحْرِ فَقَالَ هُوَ الطُّهُوْرُ مَاءُهُ الْحَلاَلُ مَيْتَتُهُ . لفظ الفضل ابن زياد وخالفه عبد العزيز بن عمران وهوابن ابى ثابت وليس بالقوى فاسند عن ابى بكر الصديق رضى الله عنه وجعله عن وهب بن كيسان عن جابر .

৬৬(৩)। আবু বাক্‌র আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল (র)... জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট সমুদ্র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন : তার পানি পবিত্র এবং তার মৃত প্রাণী হালাল। হাদীসের মূল পাঠ ফাদল ইবনে যিয়াদের। আবদুল আযীয ইবনে ইমরান ইবনে আবু ছাবিত তার সাথে বিরোধ করেছেন। কিন্তু এই শেষোক্ত ব্যক্তি তেমন শক্তিশালী রাবী নন।

٦٧(٤)- حدثنا الحسين بن اسماعيل ومحمد بن مخلد قالا نا عمر بن شبه ابو زيد نا محمد بن يحى بن على ابن عبد الحميد حدثنى عبد العزيز بن ابى ثابت بن عبد العزيز بن

عمر بن عبد الرحمان بن عوف عن اسحاق بن حازم الزيات مولى ال نوفل عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله عَنْ اَبِىْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ مَاءِ الْبَحْرِ فَقَالَ هُوَ الطُّهُوْرُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ .

৬৭(৪)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল ও মুহাম্মাদ ইবনে মাখলাদ (র)... আবু বাক্‌র আস-সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট সাগরের পানি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বলেন : তার পানি পবিত্র এবং তার মৃত প্রাণী হালাল।

٦٨(٥)- حدثنا الحسين بن اسماعيل نا حفص بن عمرو نا يحى بن سعيد القطان ح ونا الحسين نا سلم ابن جنادة ومحمد بن عثمان بن كرامة قالا نا ابن نمير جميعا عن عبيد الله بن عمر اخبرنى عمرو ابن دينار عَنْ اَبِى الطُّفَيْلِ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ سُئِلَ عَنْ مَاءِ الْبَحْرِ فَقَالَ هُوَ الطُّهُوْرُ مَاؤُهُ اَلْحِلُّ مَيْتَتُهُ .

৬৮(৫)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... আবুত-তুফাইল ইবনে আমের ইবনে ওয়াছেলা (র) থেকে বর্ণিত। আবু বাক্‌র আস-সিদ্দীক (রা)-কে সাগরের পানি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বলেন, তার পানি পবিত্র এবং তার মৃত প্রাণী হালাল।

٦٩(٦)- حدثنا احمد بن محمد بن سعيد نا احمد بن الحسين بن عبد الملك نا معاذ بن موسى نا محمد بن الحسين حدثنى ابى عن ابيه عن جده عَنْ عَلِىٍّ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ مَاءِ الْبَحْرِ فَقَالَ هُوَ الطُّهُوْرُ مَاءُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ .

৬৯(৬)। আহ্‌মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে সাঈদ (র)... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট সাগরের পানি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বলেন : তার পানি পবিত্র এবং তার মৃত প্রাণী হালাল।

٧٠(٧)- حدثنا الحسين بن اسماعيل نا محمد بن اسحاق نا الحكم بن موسى نا هقل عن المثنى عَنْ عَمْرِو ابْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَيْتَةُ الْبَحْرِ حَلاَلٌ وَمَاؤُهُ طُهُوْرٌ .

৭০(৭)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : সাগরের মৃত প্রাণী হালাল এবং তার পানি পবিত্র।

٧١(٨)- حدثنا على بن عبد الله بن مبشر نا محمد بن حرب نا محمد بن يزيد عن ابان عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ مَاءِ الْبَحْرِ قَالَ اَلْحَلاَلُ مَيْتَتُهُ اَلطُّهُوْرُ مَاؤُهُ ابان بن ابى عياش متروك .

৭১(৮)। আলী ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুবাশশির (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ সাগরের পানি সম্পর্কে বলেন : 'তার মৃত প্রাণী হালাল এবং তার পানি পবিত্র'। আবান ইবনে আবু আয়্যাশ একজন পরিত্যক্ত রাবী।

٧٢(٩)- حدثنا محمد بن اسماعيل الفارسى نا اسحاق بن ابراهيم نا عبد الرزاق عن الثورى عن ابان عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ .

৭২(৯)। মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল আল-ফারিসী (র)... আনাস (রা)-নবী ﷺ সূত্রে পূর্বের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٧٣(١٠)- حدثنا ابو بكر احمد بن موسى بن مجاهد نا ابراهيم بن راشد نا سريج بن النعمان نا حماد بن سلمة عن ابى التياح نا موسى بن سلمة عن ابن العباس قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ مَاءِ الْبَحْرِ فَقَالَ مَاءُ الْبَحْرِ طَهُوْرٌ كذا قَالَ والصواب موقوف .

৭৩(১০)। আবু বাক্‌র আহ্‌মাদ ইবনে মূসা ইবনে মুজাহিদ (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট সাগরের পানি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বলেন : সাগরের পানি পবিত্র। উক্ত সনদে হাদীসখানা মারফূরূপে বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু সঠিক হলো, এটি মওকুফ হাদীস।

٧٤(١١)- حدثنا ابن منيع قراءة عليه نا محمد بن حميد الرازى نا ابراهيم بن المختار نا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن سعيد بن ثوبان عن ابى هند عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ لَمْ يُطَهِّرْهُ مَاءُ الْبَحْرِ فَلاَ طَهَّرَهُ اللّٰهُ اسناد حسن .

৭৪(১১)। ইবনে মানী' (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যাকে সাগরের পানি পবিত্র করতে পারলো না, আল্লাহ যেন তাকে পবিত্র না করেন। হাদীসখানার সনদ হাসান (উত্তম)।

٧٥(١٢)- حدثنا الحسين بن اسماعيل القاضى نا العباس بن محمد نا ابو عامر نا سليمان بن بلال عن عمرو بن ابى عمرو عن عكرمة عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما قَالَ لَقَدْ ذُكِرَ لِيْ اَنَّ رِجَالاً يَغْتَسِلُوْنَ مِنَ الْبَحْرِ الاَخْضَرِ ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ عَلَيْنَا الْغُسْلُ مِنْ مَاءِ غَيْرِهِ وَمَنْ لَمْ يُطَهِّرْهُ مَاءُ الْبَحْرِ لاَ طَهَّرَهُ اللّٰهُ .

৭৫(১২)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার নিকট আলোচনা করা হলো যে, 'কিছু লোক ভূমধ্যসাগরের পানিতে গোসল করে। তারা আরো বলে, আমাদের অন্য পানিতে গোসল করা উচিৎ'। যাকে সাগরের পানি পবিত্র করতে পারলো না, আল্লাহ তাকে যেন পবিত্র না করেন।

٧٦(١٣)- حدثنا الحسين بن اسماعيل نا احمد بن اسماعيل المدني نا مالك قال المحاملي ونا يعقوب ابن ابراهيم نا عبد الرحمان ابن مهدي عن مالك ح وثنا احمد بن منصور نا القعنبي عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من ال بني الازرق اَنَّ الْمُغِيْرَةَ بْنَ اَبِيْ بُرْدَةَ وَهُوَ مِنْ بَنِيْ عَبْدِ الدَّارِ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ سَاَلَ رَجُلٌ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيْلَ مِنَ الْمَاءِ فَاِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا اَفَنَتَوَضَّأُ بِمَاءِ الْبَحْرِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هُوَ الطُّهُوْرُ مَاؤُهُ اَلْحِلُّ مَيْتَتُهُ. الحديث على لفظ القعنبي واختصره ابن مهدي .

৭৬(১৩)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... মুগীরা ইবনে আবু বুরদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আবু হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন করে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমারা সমুদ্রে যাতায়াত করি, সাথে সামান্য পানি নিয়ে যাই। আমরা যদি তা দিয়ে উযু করি তাহলে তৃষ্ণার্ত হবো (পানোপযোগী পানির অভাবে)। অতএব আমরা কি সাগরের পানি দিয়ে উযু করতে পারি? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তার পানি পবিত্র এবং তার মৃত প্রাণী হালাল। হাদীসের মূল পাঠ আল-কা'নাবীর। ইবনে মাহ্দী এটিকে সংক্ষেপ করেছেন।

٧٧(١٤)- حدثنا القاضي الحسين بن اسماعيل نا محمد بن عبد الله بن منصور الفقيه ابو اسماعيل البطيخي نا ابو ايوب سليمان بن عبد الرحمان نا محمد بن غزوان نا الاوزاعي عن يحى بن ابي كثير عن ابى سلمة عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْوُضُوْءِ بِمَاءِ الْبَحْرِ فَقَالَ هُوَ الطَّهُوْرُ مَاؤُهُ اَلْحِلُّ مَيْتَتُهُ .

৭৭(১৪)। আল-কাযী আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট সাগরের পানি দিয়ে উযু করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বলেন : তার পানি পবিত্র এবং তার মৃত জীব হালাল।

٧٨(١٥)- حدثنا محمد بن اسماعيل الفارسى نا اسحاق بن ابراهيم بن سهم نا عبد الله بن محمد القدامى نا ابراهيم بن سعد عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ مَاءِ الْبَحْرِ اَنَتَوَضَّأُ مِنْهُ؟ فَقَالَ هُوَ الطُّهُوْرُ مَاؤُهُ اَلْحِلُّ مَيْتَتُهُ .

৭৮(১৫)। মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল আল-ফারিসী (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সাগরের পানি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো, আমরা কি তা দিয়ে উযু করবো? তিনি বলেন : তার পানি পবিত্র এবং তার মৃত জীব হালাল।

٧٩(١٦)- حدثنا محمد بن اسماعيل نا جعفر القلانسى نا سليمان بن عبد الرحمان نا ابن عياش حدثنى المثنى بن الصباح عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَيْتَةُ الْبَحْرِ حَلَالٌ وَمَاؤُهُ طُهُوْرٌ .

৭৯(১৬)। মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল (র)... আমর ইবনে শুয়াইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সাগরের মৃত জীব হালাল এবং তার পানি পবিত্র।

٦- بَابُ كُلِّ طَعَامٍ وَقَعَتْ فِيْهِ دَابَّةٌ لَيْسَ لَهَا دَمٌ

৬-অনুচ্ছেদ : খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে রক্তহীন প্রাণী পতিত হলে।

٨٠(١)- حدثنا ابو هاشم عبد الغافر بن سلامة الحمصى قال وجدت فى كتابى عن يحى بن عثمان بن سعيد الحمصى نا بقية بن الوليد عن سعيد بن ابى سعيد الزبيدى عن بشر بن منصور عن على بن زيد وحدثنى محمد بن حميد بن سهيل نا احمد بن ابى الاخيل الحمصى حدثنى ابى نا بقية حدثنى سعيد بن ابى سعيد عن بشر بن منصور عن على بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عَنْ سَلْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا سَلْمَانُ كُلُّ طَعَامٍ وَّشَرَابٍ وَقَعَتْ فِيْهِ دَابَّةٌ لَيْسَ لَهَا دَمٌ فَمَاتَتْ فِيْهِ فَهُوَ حَلَالٌ اَكْلُهُ وَشُرْبُهُ وَوُضُوْؤُهُ لَمْ يَرْوِهِ غَيْرُ بَقِيَّةٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ الزُّبَيْدِىِّ وَهُوَ ضَعِيْفٌ .

৮০(১)। আবু হাশেম আবদুল গাফির ইবনে সালামা আল-হিমসী (র)... সালমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : 'হে সালমান! কোন খাদ্যদ্রব্যে বা পানীয়ের মধ্যে রক্তহীন প্রাণী পতিত হয়ে মারা গেলে সেই খাদ্যদ্রব্য আহার করা এবং সেই পানীয় পান করা ও তা দিয়ে উযু করা হালাল'। সাঈদ ইবনে আবু সাঈদ আয-যুবায়দী (র) থেকে বাকিয়্যা ব্যতীত অন্য কেউ এই হাদীস বর্ণনা করেননি, তিনি দুর্বল রাবী।

٧-بَابُ الْمَاءِ الْمُسَخَّنِ

৭-অনুচ্ছেদ : গরম পানি সম্পর্কে।

٨١(١)- نا الحسين بن اسماعيل حدثنا ادريس بن الحكم نا على بن غراب عن هشام بن سعد عن زيد بن اسلم عَنْ اَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يُسَخَّنُ لَهُ مَاءٌ فِيْ قُمْقُمَةٍ وَيَغْتَسِلُ بِهِ هذَا اِسْنَادُ صَحِيْحٌ .

৮১(১)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... উমার (রা)-এর মুক্তদাস আসলাম (র) থেকে বর্ণিত। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর জন্য পাত্রে পানি গরম করা হতো এবং তিনি তা দিয়ে গোসল করতেন। এই হাদীসের সনদ সহীহ।

٨٢(٢)- نا الحسين بن اسماعيل واخرون قالوا حدثنا سعدان بن نصر نا خالد بن اسماعيل المخزومى نا هشام بن عروة عن ابيه عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ وَقَدْ سَخَّنْتُ مَاءً فِي الشَّمْسِ فَقَالَ لاَ تَفْعَلِيْ يَا حُمَيْرَا فَاِنَّهُ يُوْرِثُ الْبَرَصَ . غَرِيْبٌ جِداً خَالِدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ مَتْرُوْكٌ .

৮২(২)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার ঘরে প্রবেশ করলেন, তখন আমি সূর্যের তাপে পানি গরম করছিলাম। তিনি বলেন : হে হুমায়রা! তা করো না। কারণ তাতে শ্বেতরোগের সৃষ্টি হয়। হাদীসটি এ সূত্রে যথেষ্ট গরীব। খালিদ ইবনে ইসমাঈল মাতরূক (পরিত্যক্ত) রাবী।

٨٣(٣)- نا محمد بن الفتح القلانسى نا محمد بن الحسين بن سعيد البزاز نا عمرو بن محمد الاعثم نا فليح عن الزهرى عن عروة عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ نَهى رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ اَنْ يَّتَوَضَّاَ بِالْمَاءِ الشَّمْسِ اَوْ يَغْتَسِلَ بِهِ وَقَالَ اِنَّهُ يُوْرِثُ الْبَرَصَ . عَمْرو بن محمد الاعثم مُنْكَرُ الْحَدِيْثِ وَلَمْ يَرْوِهِ عَنْ فُلَيْحٍ غَيْرُهُ وَلاَيَصِحُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ .

৮৩(৩)। মুহাম্মাদ ইবনুল ফাত্হ আল-কালানিসী (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সূর্যের তাপে গরম করা পানি দিয়ে উযু করতে অথবা গোসল করতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন : তাতে শ্বেতরোগের সৃষ্টি হয়। আমর ইবনে মুহাম্মাদ আল-আ'ছাম প্রত্যাখ্যাত রাবী। তিনি ছাড়া আর কেউ ফুলাইহ্-এর সূত্রে এ হাদীস বর্ণনা করেননি। যুহরী (র) থেকেও এ হাদীস সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়নি।

٨٤(٤)- نا ابو سهل بن زياد نا ابراهيم بن الحربى نا داود بن رشيد نا اسماعيل بن عياش حدثنى صفوان بن عمرو عَنْ حَسَّانِ بْنِ اَزْهَرٍ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لاَ تَغْتَسِلُوْا بِالْمَاءِ الشَّمْسِ فَانَّهُ يُوْرِثُ الْبَرَصَ .

৮৪(৪)। আবু সাহ্‌ল ইবনে যিয়াদ (র)... হাস্‌সান ইবনে আযহার (র) থেকে বর্ণিত। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, তোমরা সূর্যের তাপে গরম করা পানি দিয়ে গোসল করো না। কারণ শ্বেতরোগ সৃষ্টি করে।

٨- بَابُ الْمَاءِ يُبَلُّ فِيْهِ الْخُبْزُ

৮-অনুচ্ছেদ : যে পানিতে রুটি ভিজানো হয়।

٨٥(١)- نا الحسين بن اسماعيل نا العباس بن محمد بن حاتم نا الحسن بن الربيع نا ابو اسحاق الفزارى عن الاوزاعى عن رجل قد سماه عَنْ أُمِّ هَانِىْءٍ اَنَّهَا كَرِهَتْ اَنْ يَّتَوَضَّاَ بِالْمَاءِ الَّذِىْ يُبَلُّ فِيْهِ الْخُبْزُ .

৮৫(১)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... উম্মে হানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রুটি ভিজানো পানি দিয়ে উযু করা অপছন্দ করেন।

٩- بَابُ تَاْوِيْلِ اذا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلاَةِ

৯-অনুচ্ছেদ : "যখন তেমিরা নামাযের জন্য প্রস্তুত হও" (৫ : ৬) আয়াতের ব্যাখ্যা।

٨٦(١)- نا أبراهيم بن حماد نا عباس بن يزيد نا بشر بن عمر نا مالك عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُواْ وُجُوْهَكُمْ قَالَ يَعْنِىْ اِذَا قُمْتُمْ مِنَ النَّوْمِ .

৮৬(১)। ইবরাহীম ইবনে হাম্মাদ (র)... যায়েদ ইবনে আসলাম (র) থেকে বর্ণিত, "যখন তোমরা নামাযের জন্য প্রস্তুত হও তখন তোমাদের মুখমণ্ডল ধৌত করো" (৫ : ৬)। তিনি বলেন, অর্থাৎ যখন তোমরা ঘুম থেকে ওঠো।

٨٧(٢)- نا جعفر بن محمد بن نصير نا الحسن بن على بن شبيب نا داود بن رشيد نا الوليد عن مالك بن انس عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ فِىْ قَوْلِهِ تَعَالى (يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُواْ اذا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلاَةِ) قَالَ اِذَا قُمْتُمْ مِنَ النَّوْمِ .

৮৭(২)। জা'ফার ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে নুসায়ের (র)... যায়েদ ইবনে আসলাম (র) থেকে আল্লাহ তা'আলার বাণী "হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা নামাযের জন্য প্রস্তুত হও"-এর ব্যাখায় বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন তোমরা ঘুম থেকে ওঠো।

١٠-بَابُ الْوُضُوْءِ بِفَضْلِ السِّوَاكِ

১০-অনুচ্ছেদ : মেসওয়াক করার পর অবশিষ্ট পানি দিয়ে উযু করা।

٨٨(١)- نا الحسين بن اسماعيل نا ابراهيم بن محشر نا هشيم انا اسماعيل بن ابى خالد عن قيس عَنْ جَرِيْرٍ اَنَّهُ كَانَ يَاْمُرُ اَهْلَهُ اَنْ يَّتَوَضَّؤُا بِفَضْلِ السِّوَاكِ.

৮৮(১)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... জারীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নিজ পরিবারের লোকদেরকে মেসওয়াক করার পর অবশিষ্ট পানি দিয়ে উযু করার নির্দেশ দিতেন।

٨٩(٢)- نا الحسين نا حفص بن عمرو نا يحى بن سعيد نا اسماعيل ثَنَا قَيْسٌ قَالَ كَانَ جَرِيْرٌ يَقُوْلُ لاَهْلِهِ تَوَضَّؤُا مِنْ هذَا الَّذِىْ اَدْخَلَ فِيْهِ سِوَاكَهُ هذا اسناد صحيح .

৮৯(২)। আল-হুসাইন (র)... কায়েস (র) বলেন, জারীর (রা) যে পানিতে তার মেসওয়াক ডুবাতেন সেই পানি সম্পর্কে তার পরিবারের লোকজনকে বলতেন, এই পানি দ্বারা তোমরা উযু করো। এই হাদীসের সনদ সহীহ।

٩٠(٣)- نا محمد بن احمد بن محمد بن حسان الضبى نا اسحاق بن ابراهيم شاذان نا سعيد بن الصلت عن الاعمش عن مسلم الاعور عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَسْتَاكُ بِفَضْلِ وَضُوْئِهِ .

৯০(৩)। মুহাম্মাদ ইবনে আহ্‌মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে হাস্‌সান-আদ-দাব্বী (র)... আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উযুর অবশিষ্ট পানি দিয়ে মেসওয়াক করতেন।

٩١(٤)- نا ابن ابى حية نا اسحاق بن ابى اسرائيل نا يوسف بن خالد نا الاعمش عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَسْتَاكُ بِفَضْلِ وَضُوْئِهِ .

৯১(৪)। ইবনে আবু হাইয়া (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উযুর অবশিষ্ট পানি দিয়ে মেসওয়াক করতেন।

١١-بَابُ اَوَانِى الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

১১-অনুচ্ছেদ : সোনা-রূপার পাত্র সম্পর্কে।

٩٢(١)-نا عبد الله بن محمد بن اسحاق الفاكهى نا ابو يحى بن ابى ميسرة نا يحى بن محمد الجارى نا زكريا بن ابراهيم بن عبد الله بن مطيع عن ابيه عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ

رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ شَرِبَ مِنْ اِنَاءِ ذَهَبٍ اَوْ فِضَّةٍ اَوْ اِنَاءٍ فِيْهِ شَيْءٌ مِنْ ذَالِكَ فَاِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِى بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ اسناده حسن .

৯২(১)। আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক আল-ফাকিহী (র)... আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি সোনা অথবা রূপার পাত্রে অথবা অনুরূপ কোন পাত্রে পান করলো, সে তার পেটে জাহান্নামের আগুন ভরলো। হাদীসের সনদ হাসান।

٩٣(٢)- نا يحى بن محمد بن صاعد نا مسلم بن حاتم الانصارى بالبصرة نا ابو بكر الحنفى نا يونس بن ابى اسحاق عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ قَالَ انْطَلَقْتُ اَنَا وَاَبِىْ اِلَى عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ فَقَالَ لَنَا اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ اٰنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ اَنْ يُّشْرَبَ فِيْهَا وَاَنْ يُؤْكَلَ فِيْهَا وَنَهٰى عَنِ الْقَسِّيِّ وَالْمِيْثَرَةِ وَ عَنْ ثِيَابِ الْحَرِيْرِ وَخَاتَمِ الذَّهَبِ .

৯৩(২)। ইয়াহ্ইয়া ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে যায়েদ (র)... আবু বুরদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও আমার পিতা আলী ইবনে আবু তালিব (রা)-র নিকট গেলাম। তিনি আমাদের বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সোনা ও রূপার পাত্রে পানাহার করতে নিষেধ করেছেন। তিনি কাসসী (রেশম মিশ্রিত পোশাক), মীছারা (রেশম জাতীয় পোশাক) ও রেশমী কাপড় পরিধান করতে এবং সোনার আংটি ব্যবহার করতেও নিষেধ করেছেন।

١٢-بَابُ الدِّبَاغِ

১২-অনুচ্ছেদ : চামড়া প্রক্রিয়াজাত করা।

٩٤(١)- نا ابو حامد بن هارون الحضرمى نا محمد بن سهل بن عسكر ح ثنا ابو بكر النيسابورى ثنا ابراهيم بن هانىء قالا ثنا عمرو بن الربيع بن طارق ثنا يحى بن ايوب عن يونس وعقيل جميعا عن الزهرى عن عبيد الله عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ مَرَّ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ فَقَالَ هَلاَّ انْتَفَعْتُمْ بِاِهَابِهَا قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهَا مَيْتَةٌ قَالَ اِنَّمَا حُرِّمَ اَكْلُهَا زَادَ عُقَيْلٌ اَوَلَيْسَ فِى الْمَاءِ وَالدِّبَاغِ مَا يُطَهِّرُهَا وَقَالَ ابْنُ هَانِىْءٍ اَوَ لَيْسَ فِى الْمَاءِ وَالْقَرْظِ مَا يُطَهِّرُهَا ؟

৯৪(১)। আবু হামেদ মুহাম্মাদ ইবনে হারূন আল-হাদরামী (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ একটি ছাগলের লাশের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বলেন : তোমরা এর চামড়া দিয়ে উপকৃত হও না কেন? তারা বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা তো মৃত। তিনি বলেন : মৃত জীবের গোশত খাওয়া হারাম করা হয়েছে। আকীল (র)-র বর্ণনায় আরো আছে, তিনি বলেন : পানি ও প্রক্রিয়াজাত করার মধ্যে কি এমন

জিনিস নেই যা চামড়াকে পবিত্র করে? ইবনে হানীর বর্ণনায় আছে, পানি ও চামড়া প্রক্রিয়াজাত করার ঔষধির মধ্যে কি এমন জিনিস নেই যা চামড়াকে পরিচ্ছন্ন করে?

٩٥(٢)- ثنا يحى بن صاعد ثنا محمد بن اسحاق نا عمرو بن الربيع بن طارق بهذا الاسناد مثله وقال زاد عقيل فى حديثه فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلَيْسَ فِى الْمَاءِ وَالْقُرْظِ مَا يُطَهِّرُهَا وَالدِّبَاغِ .

৯৫(২)। ইয়াহ্ইয়া ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে সায়েদ (র)... আমর ইবনুর রবী' ইবনে তারেক (র) সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। আকীলের হাদীসে আরো আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : পানি, প্রক্রিয়াজাতকারী ঔষধি ও প্রক্রিয়াজাত করার মধ্যে কি পবিত্রতা নেই?

٩٦(٣)- ثنا يحى بن محمد بن صاعد نا عبد الجبار بن العلاء ومحمد بن ابى عبد الرحمن المقرى واللفظ لعبد الجبار قالا ثنا سفيان بن عيينه ثنا الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ فَقَالَ مَا هذه؟ فَقَالُوْا اَعْطَيْتَهَا مَوْلَاةً لِمَيْمُوْنَةَ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ اَفَلَا اَخَذُوْا اِهَابَهَا فَدَبَغُوْهُ وَانْتَفَعُوْا بِهِ؟ فَقَالُوْا اِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ اِنَّمَا حُرِّمَ مِنَ الْمَيْتَةِ اَكْلُهَا .

৯৬(৩)। ইয়াহ্ইয়া ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে সায়েদ (র).... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি মৃত ছাগলের লাশের পাশ দিয়ে যেতে বলেন, এটা কি? সাথীরা বলেন, আপনি যাকাতের মাল থেকে এটি মায়মূনা (রা)-এর দাসীকে দিয়েছিলেন। তিনি বলেন : তারা এর চামড়া খুলে নিয়ে প্রক্রিয়াজাত করে কাজে লাগালো না কেন? সাথীরা বলেন, এটা তো মৃত। তিনি বলেন : মৃত জীবের গোশত খাওয়াই কেবল হারাম করা হয়েছে।

٩٧(٤)- ثنا محمد بن ابراهيم بن فيروز املاء والحسين بن اسماعيل وقرئ على ابن صاعد وانا اسمع قالوا نا ابو عتبة الحمصى نا بقية بن الوليد نا الزبيدى عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ مَرَّ بِشَاةٍ دَاجِنٍ لِبَعْضِ اَهْلِه قَدْ نَفَقَتْ فَقَالَ اَلَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِجِلْدِهَا؟ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنَّهَا مَيْتَةٌ قَالَ اِنَّ دِبَاغَهَا ذَكَاتُهَا وَقَالَ ابْنُ صَاعِدٍ اِنَّ دِبَاغَهُ ذَكَاتُهُ .

৯৭(৪)। মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ তাঁর পরিবারের কারো দুগ্ধবতী ছাগলের লাশের পাশ দিয়ে যাবার সময় বলেন : তোমরা এর চামড়া কেন কাজে লাগাওনি? তারা বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তা তো মৃত। তিনি বলেন : মৃত জীবের চামড়া প্রক্রিয়াজাত করলে (ব্যবহারের জন্য) পবিত্র হয়ে যায় (আহারের জন্য নয়)।

٩٨(٥)-نا ابن صاعد نا احمد بن ابى بكر المقدمى نا محمد بن كثير العبدى وابو سلمة المنقرى قالا نا سليمان بن كثير نا الزهرى عن عبيد الله عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهذَا وَقَالَ اِنَّمَا حُرِّمَ لَحْمُهَا وَدِبَاغُ اِهَابِهَا طُهُوْرُهَا .

৯৮(৫)। ইবনে সায়েদ (র).... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ থেকে ...এই সূত্রে একই হাদীস বর্ণিত আছে। তিনি আরো বলেন : তার গোশতই কেবল হারাম করা হয়েছে। তার চামড়া প্রক্রিয়াজাত করলে পবিত্র হয়ে যায়।

٩٩(٦)- ثنا ابن صاعد نا هلال بن العلاء نا عبد الله بن جعفر نا عبيد الله بن عمرو عَنْ اِسْحَاقَ ابْنِ رَاشَدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهذَا وَقَالَ اِنَّمَا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ لَحْمُهَا وَرُخِّصَ لَكُمْ فِىْ مَسْكِهَا هذه اسانيد صحاح .

৯৯(৬)। ইবনে সায়েদ (র)... আয-যুহ্‌রী (র) থেকে এই সনদে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে। মহানবী ﷺ বলেন : এর গোশতই কেবল তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে এবং এর চামড়ার ব্যবহারের বেলায় তোমাদের অনুমতি দেয়া হয়েছে। এই সনদসূত্রগুলো সহীহ।

١٠٠(٧)- ثنا عبد الملك بن احمد الدقاق ثنا يونس بن عبد الاعلى ثنا ابن وهب اخبرنى اسامة بن زيد عن عطاء عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لاِهَابِ شَاةٍ مَاتَتْ اَلاَّ نَزَعْتُمْ اِهَابَهَا فَدَبَغْتُمُوْهُ وَانْتَفَعْتُمْ بِهِ .

১০০(৭)। আবদুল মালেক ইবনে আহমাদ আদ-দাক্কাক (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ একটি মৃত বকরীর চামড়া সম্পর্কে বলেন : তোমরা এর চামড়া খুলে শোধন করে উপকারী কাজে লাগালে না কেন?

١٠١(٨)- نا به ابو بكر النيسابورى نا عبد الرحمان بن بشر نا يحى بن سعيد الاموى ح ونا محمد ابن مخلد نا ابراهيم بن اسحاق الحربى ثنا مسدد ثنا يحى عن ابن جريج عن عطاء عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ دَاجِنَةً لِمَيْمُوْنَةَ مَاتَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَلاَّ انْتَفَعْتُمْ بِاِهَابِهَا اَلاَّ دَبَغْتُمُوْهُ فَاِنَّهُ ذَكَاةٌ لَهُ .

১০১(৮)। আবু বাক্‌র আন-নায়শাপুরী (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। মায়মূনা (রা)-এর একটি দুগ্ধবতী বকরী মারা গেলো। নবী ﷺ বলেন : তোমরা এর চামড়া দিয়ে উপকৃত হলে না কেন? তোমরা তার চামড়া প্রক্রিয়াজাত করলে না কেন? কেননা তা প্রক্রিয়াজাত করলে পবিত্র হয়ে যায়।

١٠٢(٩)- ثنا سعيد بن محمد بن احمد الحناط نا عبد الرحمان بن يونس السراج ثنا حجاج بن محمد عن شريك عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ ذَكَاةُ الْمَيْتَةِ دِبَاغُهَا قَالَ اِبْرَاهِيْمُ وَكَانَ اَصْحَابُ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُوْنَ ذَكَاةُ الصُّوْفِ غُسْلُهُ .

১০২(৯)। সাঈদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ আল-হান্নাত (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : মৃত জীবের চামড়া প্রক্রিয়াজাত করলে পবিত্র হয়ে যায়। ইবরাহীম (র) বলেন, আবদুল্লাহ (রা)-এর সাথীগণ বলতেন, মৃত জীবের পশম ধৌত করলে পবিত্র হয়ে যায়।

١٠٣(١٠)- خالفه حسين الـمَرَوَرُّوْذِىُّ عن شريك فقال عن الاعمش عن عمارة بن عمير عَنِ الاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ دِبَاغُهَا طَهُوْرُهَا حدثناه ابن كامل نا ابن ابى خيثمة عنه .

১০৩(১০)। হুসাইন আল-মারাওয়াররূযী (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : মৃত জীবের চামড়া পরিশোধন করলে তা পবিত্র হয়ে যায়।

١٠٤(١١)- ثنا ابو بكر النيسابورى ثنا يونس بن عبد الاعلى ثنا ابن وهب اخبرنى عمرو بن الحارث والليث بن سعد عن كثير بن فرقد عن عبيد الله بن مالك بن حذافة حدثه عن امه العالية بنت سبيع اَنَّ مَيْمُوْنَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ ﷺ حَدَّثَتْهَا اَنَّهُ مَرَّ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نَفَرٌ مِّنْ قُرَيْشٍ يَجُرُّوْنَ شَاةً لَهُمْ مِثْلَ الْحِمَارِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ اَخَذْتُمْ اِهَابَهَا قَالُوْا اِنَّهَا مَيْتَةٌ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُطَهِّرُهَا الْمَاءُ وَالْقُرْظُ .

১০৪(১১)। আবু বাক্র আন্-নায়শাপুরী (র)... উবায়দুল্লাহ ইবনে মালেক ইবনে হুযাফা (র)-এর মাতা আলিয়া বিনতে সুবায়ঈ (র) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ-এর স্ত্রী মায়মূনা (রা) তার নিকট হাদীস বর্ণনা করেন, কুরাইশদের কিছু সংখ্যক লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে দিয়ে প্রায় গাধার মত বিরাটকায় একটি বকরীর লাশ টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে বলেন : তোমরা যদি এর চামড়া খুলে নিতে! তারা বলেন, এটা তো মৃত! রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : পানি ও ঔষধি একে পাক করে দেয়।

টীকা : আরো দ্র. আবু দাউদ, লিবাস, বাব ৩৮, নং ৪১২৬; নাসাঈ, কিতাবুল ফারঈ' ওয়াল-আতীরা, বাব ৫, নং ৪২৫৩ (অনুবাদক)।

١٠٥(١٢)-نا محمد بن مخلد نا عبد الله بن الهيثم العبدى ثنا معاذ بن هشام نا ابى عن قتادة عن الحسن عن جون بن قتادة عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ اَنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ دَعَا فِىْ

غَزْوَةِ تَبُوْكَ بِمَاءٍ مِنْ عَنْدِ امْرَأَةٍ فَقَالَتْ مَا عِنْدِىْ مَاءٌ اِلاَّ فِىْ قُرْبَةٍ لِىْ مَيْتَةٌ فَقَالَ اَلَيْسَ قَدْ دَبَغْتِهَا ؟ قَالَتْ بَلٰى قَالَ فَاِنَّ ذَكَاتَهَا دِبَاغُهَا.

১০৫(১২)। মুহাম্মাদ ইবনে মাখলাদ (র).... সালামা ইবনুল মুহাববিক (রা) থেকে বর্ণিত। আল্লাহ্‌র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবূকের যুদ্ধে এক মহিলার নিকট থেকে পানি আনার নির্দেশ দিলেন। মহিলা বলেন, আমার নিক্‌ট মৃত জীবের চামড়ার মশকে পানি আছে। তিনি বলেন : তুমি কি তার চামড়া পরিশোধন করোনি? মহিলাটি বলেন, হাঁ। তিনি বলেন : তার চামড়া পরিশোধন করার দ্বারা পবিত্র হয়ে গেছে।

١٠٦(١٣)- ثنا ابن مخلد ثنا عبد الله بن الهيثم ثنا ابو داود ثنا هشام عَنْ قَتَادَةَ بِهذَا قَالَ دِبَاغُ الاَدِيْمِ ذَكَاتُهُ .

১০৬(১৩)। ইবনে মাখলাদ (র)... কাতাদা (র) থেকে এই সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : চামড়া পরিশোধন করলে তা পাক হয়ে যায়।

١٠٧(١٤)- ثنا ابن مخلد ثنا الدقيقى ثنا بكر بن بكار ثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن جون ابن قتادة عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِهذَا قَالَ دَبَاغُهَا طُهُوْرُهَا .

১০৭(১৪)। ইবনে মাখলাদ (র)... সালামা ইবনুল মুহাব্বিক (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন : মৃত জীবের চামড়া পরিশোধন করলে তা পবিত্র হয়ে যায়।

١٠٨(١٥)- نا ابن مخلد نا ابراهيم الحربى نا عفان والحوضى وموسى قالوا نا همام عَنْ قَتَادَةَ بِهذَا وَقَالَ دِبَاغُهَا ذَكَاتُهَا .

১০৮(১৫)। ইবনে মাখলাদ (র)... কাতাদা (র) থেকে এই সূত্রে বর্ণিত। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : মৃত জীবের চামড়া পরিশোধন করলে তা পবিত্র হয়ে যায়।

١٠٩(١٦)- ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا محمد بن بكار نا فليح بن سليمان عن زيد بن اسلم عن عبد الرحمان بن وعلة المصرى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دِبَاغُ كُلِّ اِهَابٍ طُهُوْرُهُ .

১০৯(১৬)। আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল আযীয (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : পরিশোধন করলে সমস্ত চামড়া পবিত্র হয়ে যায়।

١١٠(١٧)- ثنا سعيد بن محمد الخياط نا ابن ابى مذعور نا عبد العزيز الدراوردى حدثنى زيد بن اسلم عن ابن وعلة عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا دُبِغَ الاِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ .

১১০(১৭)। সাঈদ ইবনে মুহাম্মাদ আল-খায়্যাত (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : চামড়া পরিশোধন করলে পবিত্র হয়ে যায়।

١١١ (١٨) - ثنا محمد بن مخلد نا العباس بن محمد بن حاتم حدثنا شبابة بن سوار نا ابو بكر الهذلي ح ونا ابو بكر الازرق يوسف بن يعقوب بن اسحاق بن بهلول ثنا جدى نا عمار بن سلام ابو محمد نا زافر عن ابى بكر الهذلي عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ (قُلْ لاَّ اَجِدُ فِيْمَا اُوْحِيَ اِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ يَّطْعَمُهُ) قَالَ اَلطَّاعِمُ الْاٰكِلُ فَاَمَّا السِّنُّ وَالْقَرْنُ وَالْعَظْمُ وَالصُّوفُ وَالشَّعْرُ وَالْوَبَرُ وَالْعَصْبُ فَلاَ بَاْسَ بِهِ لاَنَّهُ يُغْسَلُ وَقَالَ شَبَابَةُ اِنَّمَا حُرِّمَ مِنَ الْمَيْتَةِ مَا يُؤْكَلُ مِنْهَا وَهُوَ اللَّحْمُ فَاَمَّا الْجِلْدُ وَالسِّنُّ وَالْعَظْمُ وَالشَّعْرُ وَالصُّوْفُ فَهُوَ حَلاَلٌ ابو بكر الهذلى ضَعِيْفٌ .

১১১(১৮)। মুহাম্মাদ ইবনে মাখলাদ (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে আল্লাহ তায়ালার বাণী : "বলো, আমার নিকট যে ওহী প্রেরণ করা হয়েছে তাতে, লোকে যা আহার করে তার মধ্যে আমি কিছুই হারাম পাই না, মৃতজীব, বহমান রক্ত ও শূকরের গোশ্‌ত ব্যতীত" (৬ : ১৪৫) সম্পর্কে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'তায়েম' অর্থ ভক্ষণকারী'। দাঁত, শিং, হাড়, পশম (সূফ), চুল (শা'র), পশম (ওয়াবর) ও রগ ব্যবহারে কোন আপত্তি নেই। কেননা তা ধৌত করলে পরিষ্কার হয়ে যায়। আর শাবাবা (র) বলেন, মৃত জীবের তাই হারাম করা হয়েছে যা খাওয়া যায়, তা হলো গোশত। তার চামড়া, দাঁত, হাড়, চুল ও পশম ব্যবহার করা হালাল। আবু বাক্‌র আল-হুযালী হাদীসশাস্ত্রে দুর্বল।

١١٢ (١٩) - نا ابو طلحة احمد بن محمد بن عبد الكريم نا سعيد بن محمد ببيروت نا ابو ايوب سليمان بن عبد الرحمن نا يوسف بن السفر نا الاوزاعى عن يحى بن ابى كثير عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ قَالَ سَمِعْتُ اُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ تَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ بَاْسَ بِمَسْكِ الْمَيْتَةِ اِذَا دُبِغَ وَلاَ بَاْسَ بِصُوْفِهَا وَشَعْرِهَا وَقُرُوْنِهَا اِذَا غُسِلَ بِالْمَاءِ . يُوْسُفُ بْنُ السَّفَرِ مَتْرُوْكٌ وَلَمْ يَاْتِ بِهِ غَيْرُهُ .

১১২(১৯)। আবু তালহা আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল কারীম (র)... আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রী উম্মে সালামা (রা)-কে বলতে শুনেছি, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে বলতে শুনেছি : মৃত জীবের চামড়া পরিশোধন করা হলে তা ব্যবহারে কোন আপত্তি নেই এবং তার পশম,চুল ও শিং পানি দিয়ে ধৌত করে নিলে তার ব্যবহারে আপত্তি নাই। ইউসুফ ইবনুস সাফার পরিত্যক্ত রাবী। তিনি ব্যতীত অন্য কেউ এ হাদীস বর্ণনা করেননি।

١١٣(٢٠)- نا عبد الباقى بن قانع نا اسماعيل بن الفضل نا سليمان بن عبد الرحمان نا يوسف ابن السفر بِهذَا الاِسْنَاد مِثْلَهُ سَوَاءٌ .

১১৩(২০)। আবদুল বাকী ইবনে কানে' (র)... ইউসুফ ইবনুস সাফার (র) থেকে এই সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে।

١١٤(٢١)-ثنا محمد بن على بن اسماعيل الابلي نا احمد بن ابراهيم البسرى نا محمد بن ادم نا الوليد بن مسلم عن اخيه عبد الجبار بن مسلم عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اِنَّمَا حَرَّمَ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ مِنَ الْمَيْتَةِ لَحْمَهَا وَاَمَّا الْجِلْدُ وَالشَّعْرُ وَالصُّوْفُ فَلاَ بَاْسَ بِهِ عبد الجبار ضَعِيْفٌ .

১১৪(২১)। মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে ইসমাঈল (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মৃত জীবের গোশত খাওয়া হারাম ঘোষণা করেছেন। আর তার চামড়া, চুল ও পশমের ব্যবহারে কোন আপত্তি নেই। আবদুল জাব্বার হাদীসশাস্ত্রে দুর্বল।

١١٥(٢٢)- ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا يحى بن ايوب العابد نا عباد بن عباد حدثني شعبة عن ابى قيس الاودي عن هزيل بن شرحبيل عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اَوْ زَيْنَبَ اَوْ غَيْرِهِمَا مِنْ اَزْوَاجِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّ مَيْمُوْنَةَ مَاتَتْ شَاةٌ لَهَا فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ اَلاَ اسْتَمْتَعْتُمْ بِاِهَابِهَا ؟ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّهِ كَيْفَ نَسْتَمْتِعُ بِهَا وَهِىَ مَيْتَةٌ؟ فَقَالَ طُهُوْرُ الاَدَمِ دِبَاغُهُ وَقَالَ غَيْرُهُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ اَبِىْ قَيْسٍ عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيْلَ عَنْ بَعْضِ اَزْوَاجِ النَّبِىِّ ﷺ كَانَتْ لَنَا شَاةٌ فَمَاتَتْ .

১১৫(২২)। আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল আযীয (র)... উম্মে সালামা (রা) অথবা যয়নব (রা) অথবা নবী ﷺ-এর অপর কোন স্ত্রী থেকে বর্ণিত। মায়মূনা (রা)-এর একটি বকরী মারা গেলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বলেন : তোমরা তার চামড়া কেন কাজে লাগালে না? তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা তার চামড়া কি কাজে ব্যবহার করবো, অথচ তা মৃত? তিনি বলেন : মৃত জীবের চামড়া পরিশোধন করলে পবিত্র হয়ে যায়। অপর বর্ণনায় আছে, আমাদের একটি বকরী ছিল, তা মারা গেলো।

١١٦(٢٣)- نا محمد بن نوح الجنديسابورى نا على بن حرب نا سليمان بن ابى هوذة نا زافر بن سليمان عن ابى بكر الهذلى ان الزهرى حدثهم عن عبيد الله بن عبد الله عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّهِ ﷺ قَالَ قُلْ لاَ اَجِدُ فِيْمَا اُوْحِىَ اِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ

يَّطْعَمُهُ اَلاَ كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْمَيْتَةِ حَلاَلٌ اِلاَّ مَا اُكِلَ مِنْهَا فَاَمَّا الْجِلْدُ وَالْقَرْنُ وَالشَّعْرُ وَالصُّوْفُ وَالسِّنُّ وَالْعَظْمُ فَكُلُّ هذَا حَلاَلٌ لاَنَّهُ لاَ يُذَكِّيَّ ابو بكر الهذلى مَتْرُوْكٌ .

১১৬(২৩)। মুহাম্মাদ ইবনে নূহ আল-জুনদীশাপুরী (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নিম্নোক্ত আয়াত সম্পর্কে বলতে শুনেছি : "বলো, আমার নিকট ওহী প্রেরণ করা হয়েছে, তাতে লোকে যা আহার করে তার মধ্যে আমি কিছুই হারাম পাই না..." (৬ : ১৪৫)। মৃত জীবের সবকিছু হালাল, গোশত ব্যতীত। তার চামড়া, শিং, চুল, পশম, দাঁত ও হাড় এসবই হালাল। কেননা এগুলো যবেহ করা হয় না। আবু বাক্র আল-হুযালী পরিত্যক্ত রাবী।

١١٧(٢٤)- ثنا ابو بكر النيسابورى نا محمد بن عقيل بن خويلد نا حفص بن عبد الله نا ابراهيم ابن طهمان عن ايوب عن نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ اَيُّمَا اِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ اسْناد حسن .

১১৭(২৪)। আবু বাক্র আন-নায়শাপুরী (র).... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে কোন চামড়া পরিশোধন করলে পবিত্র হয়ে যায়। এ হাদীসের সনদ হাসান (উত্তম)।

١١٨(٢٥)- ثنا اسماعيل بن هارون بن مردانشاه ومحمد بن مخلد قالا نا اسحاق بن ابى اسحاق الصفار نا الواقدى نا معاذ بن محمد الانصارى عن عطاء الخراسانى عن سعيد بن المسيب عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ دَبَاغُ جُلُوْدِ الْمَيْتَةِ طَهُوْرُهَا .

১১৮(২৫)। ইসমাঈল ইবনে হারূন ইবনে মারদানশাহ ও মুহাম্মাদ ইবনে মাখলাদ (র)... যায়েদ ইবনে ছাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : মৃত জীবের চামড়া পরিশোধন করলে পবিত্র হয়ে যায়।

١١٩(٢٦)- ثنا محمد بن على بن حبيش نا احمد بن القاسم بن مساور نا سويد نا القاسم بن عبد الله عن عبد الله بن دينار عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ مَرَّ عَلٰى شَاةٍ فَقَالَ مَاهذِه؟ قَالُوْ مَيْتَةٌ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِدْبَغُوْا اِهَابَهَا فَاِنَّ دَبَاغَهُ طَهُوْرُهُ الْقَاسِمُ ضَعِيْفٌ .

১১৯(২৬)। মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে হুবাইশ (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ একটি বকরীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : এটা কি? তারা বলেন, একটি লাশ। নবী ﷺ বলেন : তোমরা তার চামড়া পরিশোধন করো। কেননা তা পরিশোধন করলে পবিত্র হয়ে যায়। আল-কাসেম হাদীসশাস্ত্রে দুর্বল।

١٢٠(٢٧)- نا محمد بن مخلد واخرون قالوا حدثنا ابراهيم بن الهيثم نا على بن عياش نا محمد بن مطرف نا زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عَنْ عَائِشَةَ عِنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ طُهُوْرُ كُلِّ اَدِيْمٍ دِبَاغُهُ اسناد حسن كلهم ثقات .

১২০(২৭)। মুহাম্মাদ ইবনে মাখলাদ (র) প্রমুখ... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : যে কোন চামড়া পরিশোধন করলে পবিত্র হয়ে যায়। হাদীসের সনদ হাসান এবং সমস্ত রাবী নির্ভরযোগ্য।

١٢١(٢٨)-ثنا محمد بن مخلد نا احمد بن اسحاق بن يوسف الرقى نا محمد بن عيسى الطباع قال نا فرج بن فضالة حدثنا يحى بن سعيد عن عمرة عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ اَنَّهَا كَانَتْ لَهَا شَاةٌ تَحْتَلِبُهَا فَفَقَدَهَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ مَا فَعَلَتِ الشَّاةُ؟ قَالُوْا مَاتَتْ قَالَ اَفَلاَ انْتَفَعْتُمْ بِاِهَابِهَا ؟ قُلْنَا اِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّ دِبَاغَهَا يُحِلُّ كَمَا يُحِلُّ خَلُّ الْخَمْرَ تفرد به فرج بن فضالة وهو ضَعِيْفٌ .

১২১(২৮)। মুহাম্মাদ ইবনে মাখলাদ (র)... উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তার একটি দুধেল বকরী ছিল। নবী ﷺ সেটি দেখতে না পেয়ে জিজ্ঞেস করেন : তোমার ছাগীর কি হলো? তারা বলেন, সেটি মার গেছে। তিনি বলেন : তোমরা তার চামড়া কাজে লাগাওনি কেন? আমরা বললাম, সেটি তো মৃত! নবী ﷺ বলেন : মৃত জীবের চামড়া পরিশোধন করলে পবিত্র হয়ে যায়, যেমন শরাব সিরকায় রূপান্তরিত করলে তা হালাল হয়ে যায়। কেবল ফারাজ ইবনে ফাদালা এককভাবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তিনি হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল।

١٢٢(٢٩)- نا احمد بن محمد بن مغلس نا احمد بن الازهر البلخى نا معروف بن حسان نا عمر ابن ذر عن معاذة عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اسْتَمْتِعُوْا بِجُلُوْدِ الْمَيْتَةِ اِذَا هِيَ دُبِغَتْ تُرَابًا كَانَ اَوْ رَمَادًا اَوْ مِلْحًا اَوْ مَا كَانَ بَعْدَ اَنْ تُرِيْدَ صَلاَحُهُ .

১২২(২৯)। আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে মুগাল্লাস (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : মৃত জীবের চামড়া প্রক্রিয়াজাত করার পর উপযোগী হলে তা কাজে লাগাও, পরিশোধন মাটি অথবা ছাই অথবা লবণ অথবা অন্য কিছুর দ্বারাই করা হোক না কেন।

١٣- بَابُ غُسْلِ الْيَدَيْنِ لِمَنْ اسْتَيْقَظَ مِنْ نَوْمِهِ

১৩-অনুচ্ছেদ : কোন ব্যক্তি ঘুম থেকে উঠার পর তার দুই হাত ধৌত করবে।

١٢٣(١)- نا القاضى الحسين بن اسماعيل وعمر بن احمد بن علي القطان قالا نا محمد بن الوليد نا محمد بن جعفر نا شعبة عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عَنْ اَبِىْ

هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اسْتَيْقَظَ اَحَدُكُمْ مِنْ مَّنَامِه فَلاَ يَغْمِسْ يَدَهُ فِيْ اِنَائِه اَوْ فِيْ وَضُوْئِه حَتّٰى يَغْسِلَهَا ثَلاَثًا فَاِنَّهُ لاَ يَدْرِيْ اَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ مِنْهُ تابعه عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة .

১২৩(১)। আল-কাদী আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ ঘুম থেকে উঠে তার হাত তিনবার ধোয়ার পূর্বে যেন পানির পাত্রে অথবা উযুর পানিতে না ডুবায়। কেননা তার জানা নেই, তার হাত কোথায় রাত কাটিয়েছে।

١٢٤ (٢)- نا احمد بن محمد بن زياد وعبد الباقى بن نافع قالا حدثنا الحسن بن العباس الرازى نا محمد بن نوح نا زياد البكالى عن عبد الملك بن ابى سليمان عن ابى الزبير عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قَامَ اَحَدُكُمْ مِنَ النَّوْمِ فَاَرَادَ اَنْ يَّتَوَضَّأُ فَلاَ يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الْاِنَاءِ حَتّٰى يَغْسِلَهَا فَاِنَّهُ لاَيَدْرِيْ اَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ وَلاَ عَلٰى مَا وَضَعَهَا اسناد حسن .

১২৪(২)। আহ্‌মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে যিয়াদ (র)... জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ ঘুম থেকে উঠে উযু করতে চাইলে তার হাত তিনবার ধোয়ার পূর্বে যেন তা পানির পাত্রে না ডুবায়। কেননা তার জানা নেই, তার হাত কোথায় রাত কাটিয়েছে এবং তা কোথায় রেখেছে। হাদীসের সনদটি হাসান (উত্তম)।

١٢٥ (٣)-نا ابو بكر النيسابورى نا احمد بن عبد الرحمن بن وهب نا عمى نا ابن لهيعة وجابر ابن اسماعيل الحضرمى عن عقيل عن ابن شهاب عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اسْتَيْقَظَ اَحَدُكُمْ مِنْ مَّنَامِه فَلاَ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الاِنَاءِ حَتّٰى يَغْسِلَهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَاِنَّهُ لاَ يَدْرِيْ اَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ مِنْهُ اَوْ اَيْنَ طَافَتْ يَدُهُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ اَرَاَيْتَ اِنْ كَانَ حَوْضًا ؟ فَحَصَبَهُ ابْنُ عُمَرَ وَقَالَ اُخْبِرُكَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَتَقُوْلُ اَرَاَيْتَ اِنْ كَانَ حَوْضًا اسناد حسن .

১২৫(৩)। আবু বাক্‌র আন-নায়সাপুরী (র)... সালেম ইবনে আবদুল্লাহ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ ঘুম থেকে উঠে তার হাত তিনবার না ধোয়া পর্যন্ত যেন তা পানির পাত্রে প্রবেশ না করায়। কেননা তার জানা নেই, তার হাত কোথায় রাত কাটিয়েছে অথবা তার হাত কোথায় ঘুরেছে। এক ব্যক্তি ইবনে উমার (রা)-কে বললো, আপনি কি মনে করেন, যদি তা চৌবাচ্চা হয়? তাতে ইবনে উমার (রা) অসন্তুষ্ট হলেন এবং বললেন, আমি তোমার নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস বর্ণনা করছি। আর তুমি বলছো, তা যদি চৌবাচ্চা হয়? হাদীসের সনদ হাসান।

١٢٦(٤)- نا عبد الملك بن احمد بن نصر الدقاق املاء وابو بكر النيسابوري قالا حدثنا بحر بن نصر نا عبد الله بن وهب نا معاوية بن صالح عَنْ اَبِىْ مَرْيَمْ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا اسْتَيْقَظَ اَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلاَ يُدْخِلْ يَدَهُ فِى الاْنَاءِ حَتّٰى يَغْسِلَهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَاِنَّ اَحَدَكُمْ لاَ يَدْرِىْ اَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ اَوْ اَيْنَ بَاتَتْ تَطُوْفُ يَدُهُ وهذا اسناد حسن ايضًا .

১২৬(৪)। আবদুল মালেক ইবনে আহমাদ ইবনে নাসর আদ-দাককাক (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : তোমাদের কেউ ঘুম থেকে উঠে তার হাত তিনবার ধৌত করার পূর্বে যেন তা পানির পাত্রে না ডুবায়। কেননা তোমাদের কেউ জানে না, কোথায় তার হাত রাত কাটিয়েছে অথবা রাতে তার হাত কোথায় ঘুরেছে। এ হাদীসের সনদও হাসান।

١٤- بَابُ النِّيَّةِ

১৪-অনুচ্ছেদ : নিয়াত বা অভিপ্রায়।

١٢٧(١)- نا الحسين بن اسماعيل القاضى نا يوسف بن موسى نا يَزيد بن هارون وجعفر بن عون واللفظ ليزيد انا يحى بن سعيد ان محمد بن ابراهيم اخبره انه سمع علقمة بن وقاص يحدث اَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّمَا الاَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَاِنَّمَا لاِمْرِىءٍ مَّا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ فَهِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى دُنْيَا يُصِيْبُهَا اَوِامْرَاَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ اِلَى مَا هَاجَرَ اِلَيْهِ .

১২৭(১)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : সমস্ত কাজের ফলাফল নিয়াতের উপর নির্ভরশীল। প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তাই রয়েছে যা সে নিয়াত করেছে। সুতরাং যে ব্যক্তি হিজরত করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশে, তার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশেই পরিগণিত হয়। আর যে ব্যক্তি হিজরত করে পার্থিব স্বার্থ লাভের উদ্দেশে অথবা কোন নারীকে বিবাহ করার উদ্দেশে, তার হিজরত সেই উদ্দেশেই গণ্য হবে যার জন্য সে হিজরত করেছে।

١٢٨(٢)- نا يعقوب بن ابراهيم البزاز ثنا ابو حاتم الرازى ثنا الحجبى ح ونا محمد بن مخلد نا احمد بن محمد بن انس نا عبد الله بن عبد الوهاب الحجبى نا الحارث بن غسان حدثنى ابو عمران الجونى عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُجَاءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصُحُفٍ

مُخَتَّمَةٍ فَتُصَبُّ بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمَلاَئِكَتِهِ اَلْقُوْا هٰذَا وَاَقْبَلُوْا هٰذَا فَتَقُوْلُ الْمَلاَئِكَةُ وَعِزَّتِكَ مَا رَاَيْنَا اِلاَّ خَيْرًا فَيَقُوْلُ وَهُوَ اَعْلَمُ اِنَّ هٰذَا كَانَ لِغَيْرِىْ وَلاَ اَقْبَلُ الْيَوْمَ مِنَ الْعَمَلِ اِلاَّ مَا كَانَ ابْتُغِىَ بِهِ وَجْهِىْ .

১২৮(২)। ইয়া'কূব ইবনে ইবরাহীম আল-বাযযায (র).... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহর সামনে বান্দার সীলমোহরকৃত কার্যবিবরণী পেশ করা হবে। মহান আল্লাহ তাঁর ফেরেশতাদের বলবেন, এটা উলটে দেখো। ফেরেশতারা বলবেন, হে আল্লাহ! তোমার ইজ্জতের শপথ! এর মধ্যে আমরা যা দেখলাম সবই ভালো। অবগত থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ্ বলবেন, নিশ্চয়ই এই আমল অন্যের জন্য করা হয়েছে। আর আজ আমি কেবল সেই আমলই গ্রহণ করবো, যা একান্তই আমার সন্তুষ্টি অর্জনের নিয়াতে করা হয়েছে।

١٢٩ (٣)- نا يحى بن محمد بن صاعد وجعفر بن محمد بن يعقوب الصندلى قالا نا ابراهيم بن محشر نا عبيدة بن حميد حدثنى عبد العزيز بن رفيع وغيره عن تميم بن طرفة عَنِ الضَّحَّاكِ ابْنِ قَيْسٍ الْفِهْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُوْلُ اَنَا خَيْرُ شَرِيْكٍ فَمَنْ اَشْرَكَ مَعِىْ شَرِيْكًا فَهُوَ لِشَرِيْكِىْ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اَخْلِصُوْا اَعْمَالَكُمْ لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَاِنَّ اللّٰهَ لاَيَقْبَلُ اِلاَّ مَا اَخْلَصَ لَهُ وَلاَ تَقُوْلُوْا هٰذَا لِلّٰهِ وَلِلرَّحِمِ فَاِنَّهَا لِلرَّحِمِ وَلَيْسَ لِلّٰهِ مِنْهَا شَيْءٌ وَلاَ تَقُوْلُوْا هٰذَا لِلّٰهِ وَلِوُجُوْهِكُمْ فَاِنَّهَا لِوُجُوْهِكُمْ وَلَيْسَ لِلّٰهِ مِنْهَا شَيْءٌ .

১২৯(৩)। ইয়াহ্ইয়া ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে সায়েদ (র)... আদ-দাহ্হাক ইবনে কায়েস আল-ফিহ্রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহামহিম আল্লাহ বলেন, আমি উত্তম শরীক। যে ব্যক্তি আমার সাথে অন্য কাউকে শরীক করলো, সে আমার শরীক হলো। হে মানুষ! তোমরা একনিষ্ঠভাবে মহামহিম আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের অভিপ্রায়ে কাজ করো। কেননা যে কাজ একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর জন্য করা হয় কেবল সেটাই তিনি গ্রহণ করেন এবং তোমরা এরূপ বলো না, এটা আল্লাহ্র জন্য এবং এটা রেহেমের জন্য। কেননা এরূপ বললে রেহেমের জন্য হবে, আল্লাহর জন্য তার কিছুই হবে না। আর তোমরা এরূপ বলো না, এটা আল্লাহর জন্য এবং তোমাদের সন্তুষ্টির জন্য। কেননা এরূপ বললে তা তোমাদের সন্তুষ্টির জন্য হবে, আল্লাহর জন্য তার কিছুই হবে না।

١٥- بَابُ الاِغْتِسَالِ فِى الْمَاءِ الدَّائِمِ

১৫-অনুচ্ছেদ : বদ্ধ পানিতে গোসল করা।

١٣٠ (١)-نا النيسابورى نا يونس بن عبد الاعلى نا عبد اللّٰه بن وهب نا عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد اللّٰه حدثه ان ابا السائب مولى بنى زهرة حدثه انه سمع ابا

هريـرة يَقُـوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَغْتَسِلُ اَحَدُكُمْ فِى الْمَاءِ الـدَّائِـمِ وَهُـوَ جُنُبٌ فَقَالَ كَيْفَ يَفْعَـلُ يَا اَبَا هُـرَيْـرَةَ؟ قَالَ تَتَنَاوَلُـهُ تَنَاوُلاً اِسْنَادٌ صَحِيْحٌ .

১৩০(১)। আন-নায়শাপুরী (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যেন বদ্ধ পানিতে নাপাকির গোসল না করে। একজন বললো, হে আবু হুরায়রা! তাহলে সে কিভাবে গোসল করবে? তিনি বলেন, সে তা থেকে পানি তুলে নিয়ে গোসল করবে। হাদীসটির সনদ সহীহ।

١٦- بَابُ اِسْتِعْمَالِ الرَّجُلِ فَضْلَ وَضُوْءِ الْمَرْأَةِ

১৬-অনুচ্ছেদ : মহিলাদের উযু-গোসলের অবশিষ্ট পানি পুরুষের ব্যবহার করা।

١٣١(١)- نا الحسين بن اسماعيل نا زياد بن ايوب نا ابن ابى زائدة ح وثنا الحسين ثنا ابراهيم بن محشر ثنا عبدة ح ونا الحسين نا يعقوب بن ابراهيم الدورقى نا شجاع بن الوليد قالوا نا حارثة عن عمرة عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ رَاَيْتُنِىْ اَنَا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَتَطَهَّرُ مِنْ اِنَاءٍ وَّاحِدٍ .

১৩১(১)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র).... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, অবশ্যই আমি নিজেকে দেখেছি যে, আমি ও রাসূলুল্লাহ ﷺ একই পাত্রের পানি দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করেছি।

١٣٢(٢)- نا الحسين نا ابراهيم بن راشد نا عارم نا حماد بن زيد نا ايوب عن ابى الزبير عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ اَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ رَاَيْتُنِىْ اَتَوَضَّأُ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ اِنَاءٍ وَاحِدٍ .

১৩২(২)। আল-হুসাইন (র)... আয়েশা (রা) বলেন, আবশ্যই আমি নিজেকে দেখেছি যে, আমি নবী ﷺ -এর সাথে একই পাত্রের পানি দিয়ে একত্রে উযু করেছি।

١٣٣(٣)- نا على بن احمد بن الهيثم البزاز نا عيسى بن ابى حرب الصفار نا يحى بن ابى بكير عن شريك عن سماك عن عكرمة عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُوْنَةَ قَالَتْ اَجْنَبْتُ فَاغْتَسَلْتُ مِنْ جَفْنَةٍ فَفَضُلَتْ فِيْهَا فَضْلَةٌ فَجَاءَ النَّبِىُّ ﷺ يَغْتَسِلُ مِنْهُ فَقُلْتُ اِنِّىْ قَدِ اغْتَسَلْتُ مِنْهُ فَقَالَ اَلْمَاءُ لَيْسَ عَلَيْهِ جَنَابَةٌ فَاغْتَسِلُ مِنْهُ . اِخْتَلَفَ فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ عَلٰى سِمَاكٍ وَلَمْ يُقُلْ فِيْهِ عَنْ مَيْمُوْنَةَ غَيْرُ شَرِيْكٍ .

১৩৩(৩)। আলী ইবনে আহ্‌মাদ ইবনুল হায়সাম আল-বায্‌যায (র)... মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি অপবিত্র হলাম (গোসল ফরজ হলো) এবং একটি গামলা থেকে পানি নিয়ে গোসল করলাম। গামলায় কিছু পানি অবশিষ্ট থাকলো। তারপর নবী ﷺ এসে সেই পানি দিয়ে গোসল করলেন। আমি বললাম, অবশ্যই আমি এই পাত্রের পানি দিয়ে গোসল করেছি। তিনি বলেন : (নাপাকীর স্পর্শে) পানি অপবিত্র হয় না। তুমি তা দিয়ে গোসল করতে পারো। সিমাক থেকে উক্ত বর্ণনায় মতভেদ করা হয়েছে। শারীক ব্যতীত অপর কেউ 'মায়মূনা (রা) থেকে' কথাটি বর্ণনা করেননি।

١٣٤(٤)- نا الحسين بن اسماعيل نا ابو هشام الرفاعى نا ابو خالد الاحمر عن عبيد الله عن نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا عَلى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ مِنْ اِنَاءٍ وَاحِدٍ تابعه ايوب ومالك وابن جريج وغيرهم .

১৩৪(৪)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে আমরা পুরুষ ও মহিলারা একই পাত্রের পানি দিয়ে উযু করতাম।

١٣٥(٥)- نا الحسين بن اسماعيل المحاملى نا احمد بن محمد بن يحى بن سعيد نا روح بن عبادة نا ابن جريج اخبرنى عمرو بن دينار قال مبلغ علمى والذي يسكن على بالى ان ابا الشعثاء اخبرنا اَنَّ اِبْنَ عَبَّاسٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُوْنَةَ اِسْنَاد صحيح

১৩৫(৫)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ মায়মূনা (রা)-এর গোসলের অবশিষ্ট পানি দিয়ে গোসল করলেন। হাদীসের সনদ সহীহ।

١٣٦(٦)- نا الحسين بن اسماعيل نا ابن زنجويه نا عبد الرزاق انا ابن جريج اخبرنى عمرو بن دينار قال علمى والذى يخطر ببالى ان ابا الشعثاء اخبرنى اَنَّ اِبْنَ عَبَّاسٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُوْنَةَ اسناد صحيح.

১৩৬(৬)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ মায়মূনা (রা)-এর গোসলের অবশিষ্ট পানি দিয়ে গোসল করতেন। হাদীসের সনদ সহীহ।

١٣٧(٧)- نا الحسين بن اسماعيل نا زيد بن اخزم واحمد بن منصور قالا حدثنا ابو داود نا شريك عن سماك بن حرب عن عكرمة عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَتْنِى مَيْمُوْنَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ تَوَضَّأَ بِفَضْلِ غُسْلِهَا مِنَ الْجَنَابَةِ وَقَالَ الرَّمَادِىُّ تَوَضَّأَ مِنْ فَضْلِ وَضُوْئِهَا مِنَ الْجَنَابَةِ .

১৩৭(৭)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মায়মূনা বিনতুল হারিছ (রা) আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর জানাবাতের (সহবাসজনিত অপবিত্রতা) গোসলের অবশিষ্ট পানি দিয়ে নবী ﷺ উযু করেছেন। আর-রামাদীর বর্ণনায় আছে : তার উযুর অবশিষ্ট পানি দিয়ে তিনি উযু করেছেন।

١٣٨(٨)- نا الحسين بن اسماعيل نا زيد بن اخزم نا ابو داود نا شعبة عن عاصم الاحول قال سمعت ابا حاجب يحدث عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهى اَنْ يَّتَوَضَّأَ بِفَضْلِ وَضُوْءِ الْمَرْاَةِ اَوْ قَالَ شَرَابِهَا . قال شعبة واخبرنى سليمان التيمى قَالَ سَمِعْتُ اَبَاحَاجِبٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهى اَنْ يَّتَوَضَّا بِفَضْلِ وَضُوْءِ الْمَرْاَةِ . ابو حاجب اسمه سوادة بن عاصم واختلف عنه فرواه عمران بن جرير وغزوان بن حجير السدوسى عنه مَوْقُوْفًا من قول الحكم غير مرفوع الى النبى ﷺ .

১৩৮(৮)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... আল-হাকাম ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ মহিলাদের উযুর অবশিষ্ট পানি দিয়ে পুরুষদের উযু করতে নিষেধ করেছেন অথবা বলেছেন : মহিলাদের পান করার পর অবশিষ্ট পানি দিয়ে। শো'বা (র) বলেন, আমাকে সুলায়মান আত-তায়মী (র) হাদীস শুনান। তিনি বলেন, আমি আবু হাজিবকে নবী ﷺ-এর এক সাহাবীর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি যে, নবী ﷺ মহিলাদের উযুর অবশিষ্ট পানি দিয়ে পুরুষদের উযু করতে নিষেধ করেছেন। আবু হাজিব-এর নাম সাওয়াদা ইবনে আসেম, তার থেকে উক্ত হাদীস বর্ণনায় মতভেদ করা হয়েছে। অতএব ইমরান ইবনে জারীর ও গাযাওয়ান ইবনে হুজাইর আস-সাদূসী (র) তার নিকট থেকে এটি মওকূফ হিসাবে বর্ণনা করেছেন, হাকামের বক্তব্য হিসাবে, নবী ﷺ-এর বক্তব্য নয়।

١٣٩(٩)-نا الحسين بن اسماعيل نا ابو هشام الرفاعى نا زيد بن الحباب انا خارجة بن عبد الله نا سالم ابو النعمان حَدَّثَنِيْ مَوْلَاتِيْ خَوْلَةُ بِنْتُ قَيْسٍ اَنَّهَا كَانَتْ تَخْتَلِفُ يَدُهَا وَيَدُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِي اِنَاءٍ وَاحِدٍ تَتَوَضَّاُ هِيَ وَالنَّبِيُّ ﷺ .

১৩৯(৯)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... খাওলা বিনতে কায়েস (রা) বর্ণনা করেন যে, তিনি ও রাসূলুল্লাহ ﷺ একই পাত্রের পানি দিয়ে একত্রে উযু করতেন।

١٧-بَابُ الْاِسْتِنْجَاءِ

১৭-অনুচ্ছেদ : ইসতিন্‌জার হুকুম।

١٤٠(١)- نا محمد بن مخلد نا محمد بن اسماعيل الحسانى ثنا وكيع نا الاعمش عن ابراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عَنْ سَلْمَانَ قَالَ قَالَ لَهُ بَعْضُ الْمُشْرِكِيْنَ وَهُوَ يَسْتَهْزِئُ

بِهِ اِنِّى لاَرَى صَاحِبَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ قَالَ اَجَلْ اَمَرَنَا ﷺ اَنْ لاَ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ وَلاَ نَسْتَدْبِرَهَا وَلاَ نَسْتَنْجِيْ بِاَيْمَانِنَا وَلاَ نَسْتَكْفِى بِدُوْنِ ثَلاَثَةِ اَحْجَارٍ لَيْسَ فِيْهَا عَظْمٌ وَلاَ رَجِيْعٌ.

১৪০(১)। মুহাম্মাদ ইবনে মাখলাদ (র)... সালমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কতক মুশরিক উপহাস করে তাকে বললো, আমি তোমাদের সাথীকে (নবী ﷺ) দেখেছি যে, তিনি প্রতিটি বিষয়ে তোমাদের শিক্ষা দেন, এমনকি পায়খানা-পেশাবের শিষ্টাচারও। তিনি বলেন, হাঁ, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন, আমরা যেন কিবলার দিকে ফিরে বা পিঠ দিয়ে পায়খানা-পেশাব না করি, ডান হাত দিয়ে শৌচ না করি এবং তিন টুকরার কম পাথর দিয়ে শৌচ না করি, হাড় ও শুকনা গোবর যার অন্তর্ভুক্ত হবে না।

١٤١(٢)- نا يعقوب بن ابراهيم البزاز نا حميد بن الربيع نا وكيع وابو معاوية وعبد الله بن نمير قالوا نا الاَعْمَشُ بِاِسْنَادِ مِثْلَهُ .

১৪১(২)। ইয়া'কূব ইবনে ইবরাহীম আল-বায্যায (র)... আ'মাশ (র) থেকে এই সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

١٤٢(٣)- نا الحسين بن اسماعيل نا يعقوب بن ابراهيم الدورقى ح ونا على بن مبشر نا احمد بن سنان قالا انا عبد الرحمن بن مهدى عن سفيان عن منصور والاعمش عن ابراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عَنْ سَلْمَانَ قَالَ قَالَ الْمُشْرِكُوْنَ اِنَّا نَرى صَاحِبَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ حَتّى يُعَلِّمَكُمُ الْخِرَاءَةَ قَالَ اَجَلْ اِنَّهُ لَيَنْهَانَا اَنْ يَّسْتَنْجِيَ اَحَدُنَا بِيَمِيْنِه اَوْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ وَيَنْهَانَا عَنِ الرَّوْثِ وَالْعِظَامِ وَقَالَ لاَيَسْتَنْجِيُ اَحَدُكُمْ بِدُوْنِ ثَلاَثَةِ اَحْجَارٍ اِسْنَادُ صَحِيْحٌ .

১৪২(৩)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... সালমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুশরিকরা তাকে উপহাস করে বললো, আমরা তোমাদের সাথীকে দেখি যে, তিনি প্রতিটি বিষয় তোমাদের শিক্ষা দেন, এমনকি পায়খানা-পেশাবের শিষ্টাচারও। তিনি বলেন, হাঁ, তিনি আমাদের যে কোন ব্যক্তিকে তার ডান হাতে শৌচ করতে অথবা কিবলামুখী হয়ে পায়খানা-পেশাব করতে এবং শুকনা গোবর ও হাড় দিয়ে কুলুখ করতে নিষেধ করেছেন। তিনি আরো বলেন : তোমাদের কেউ যেন তিন টুকরা পাথরের কম দিয়ে শৌচ না করে। উল্লেখিত হাদীসের সনদ সহীহ।

١٤٣(٤)- نا ابن صاعد والحسين بن اسماعيل قالا حدثنا يعقوب بن ابراهيم نا عبد العزيز ابن ابى حازم نا ابى عن مسلم وهو ابن قرط عن عروة عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اِذَا ذَهَبَ اَحَدُكُمْ لِحَاجَةٍ فَلْيَسْتَطِبْ بِثَلاَثَةِ اَحْجَارٍ فَاِنَّهَا تُجْزِيُهُ اِسْنَادُ صَحِيْحٌ .

১৪৩(৪)। ইবনে সাইদ ও আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমাদের কেউ পায়খানা করতে গেলে সে যেন তিন টুকরা পাথর দিয়ে শৌচ করে। এটাই তার জন্য যথেষ্ট। উল্লেখিত হাদীসের সনদ সহীহ।

١٤٤(٥)- نا محمد بن الفضل الزيات نا الحسن بن ابي الربيع الجرجانى ح ونا الحسين ابن اسماعيل نا ابو بكر بن زنجويه ح ونا محمد بن اسماعيل الفارسى نا اسحاق بن ابراهيم الصنعانى قالوا انا عبد الرزاق نا معمر عن ابى اسحاق عن علقمة بن قيس عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ذَهَبَ لِحَاجَتِه فَاَمَرَ ابْنَ مَسْعُوْدٍ اَنْ يَّاْتِيَهُ بِثَلاَثَةِ اَحْجَارٍ فَجَاءَهُ بِحَجْرَيْنِ وَرَوْثَةٍ فَاَلْقَى الرَّوْثَةَ وَقَالَ اِنَّهَا رِكْسٌ اِئْتِنِيْ بِحَجَرٍ . تابعه ابو شيبه ابراهيم ابن عثمان عن ابى اسحاق نا يوسف بن يعقوبَ بن اسحاق بن بهلول نا جدى نا ابى عن ابى شيبة عن ابى اسحاق عن علقمة عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ خَرَجْتُ يَوْمًا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَاَمَرَنِيْ اَنْ اٰتِيَه بِثَلاَثَةِ اَحْجَارٍ فَاَتَيْتُهُ بِحَجَرَيْنِ وَرَوْثَةٍ قَالَ فَاَلْقَى الرَّوْثَةَ وَقَالَ اِنَّهَا رِكْسٌ فَاْتِنِيْ بِغَيْرِهَا . اختلف على ابى اسحاق فى اسناد هذا الحديث وقد بينت الاختلاف فى مواضع اخر .

১৪৪(৫)। মুহাম্মাদ ইবনুল ফাদল আয-যায়্যাত (র)....ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়খানায় যেতে ইবনে মাসউদ (রা)-কে নির্দেশ দিলেন, তিনি যেন তাঁর জন্য তিন টুকরা পাথর নিয়ে আসেন। তিনি তাঁর নিকট দুই টুকরা পাথর ও এক টুকরা শুকনা গোবর নিয়ে আসেন। তিনি গোবরের টুকরাটা ফেলে দিলেন এবং বললেন : এটা নাপাক। আমার জন্য আরো এক টুকরা পাথর নিয়ে আসো। আবদুল্লাহ (রা) আরো বলেন, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে কোথাও রওয়ানা হলাম। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে নির্দেশ দিলেন : আমার জন্য তিন টুকরা পাথর নিয়ে আসো। আমি তাঁর নিকট দুই টুকরা পাথর ও এক টুকরা শুকনা গোবর নিয়ে আসলাম। রাবী বলেন, তিনি গোবরের টুকরাটি ফেলে দিলেন এবং বললেন : এটা নাপাক, এটা বাদে আর এক টুকরা পাথর নিয়ে আসো। উক্ত হাদীসের সনদে আবু ইসহাক্‌কে কেন্দ্র করে মুহাদ্দিসগণ মতভেদ করেছেন। এই মতভেদ সম্পর্কে আমি অন্যত্র আলোচনা করেছি।

١٤٥(٦)- نا جعفر بن محمد بن نصير نا الحسن بن على بن شبيب نا هشام بن عمار نا اسماعيل ابن عياش نا يحى بن ابى عمرو الشيبانى عن عبد اللّٰه بن فيروز الديلمى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ نَهَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ نَسْتَجْمِرَ بِعَظْمٍ اَوْ رَوْثٍ اَوْ حُمَمَةٍ .

اسناد شامى ليس بثابت .

১৪৫(৬)। জা'ফার ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে নাসীর (র).. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে হাড় অথবা শুকনা গোবর অথবা কয়লা দিয়ে শৌচ করতে নিষেধ করেছেন। শামবাসীর সনদসূত্র প্রমাণিত নয়।

١٤٦(٧)- نا عبد الملك بن احمد الدقاق نا يونس بن عبد الاعلى نا ابن وهب حدثنى موسى ابن على عن ابيه عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهى اَنْ نَسْتَنْجِىَ بِعَظْمٍ حَائِلٍ اَوْ رَوْثَةٍ اَوْ حُمَمَةٍ . على بن رباح لا يثبت سماعه من ابن مسعود ولا يصح .

১৪৬(৭)। আবদুল মালেক ইবনে আহ্‌মাদ আদ-দাক্‌কাক (র)... আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ আমাদেরকে জড়াজীর্ণ হাড় অথবা শুকনা গোবর অথবা কয়লা দিয়ে শৌচ করতে নিষেধ করেছেন। ইবনে মাসউদ (রা)-র নিকট আলী ইবনে রাবাহ-এর হাদীস শ্রবণ প্রমাণিতও নয় এবং সহীহ্‌ও নয়।

١٤٧(٨)- حدثنى جعفر بن محمد بن نصير نا الحسن بن على نا ابو طاهر وعمرو بن سواد قالا نا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن موسى بن ابى اسحاق الانصارى عن عبد اللّٰه بن عبد الرحمن عَنْ رَجُلٍ مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ مِنَ الاَنْصَارِ اَخْبَرَهُ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ نَهى اَنْ يَّسْتَطِيْبَ اَحَدٌ بِعَظْمٍ اَوْ رَوْثٍ اَوْ جِلْدٍ . هذَا اِسْنَادٌ غَيْرُ ثَابِتٍ اَيْضًا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ مَجْهُوْلٌ .

১৪৭(৮)। জা'ফার ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে নাসীর (র)... নবী ﷺ-এর একজন আনসার সাহাবী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকজনকে হাড় অথবা শুকনা গোবর অথবা চামড়া দিয়ে পবিত্রতা অর্জন (শৌচ) করতে নিষেধ করেছেন। উল্লেখিত হাদীসের সনদও প্রতিষ্ঠিত নয়। আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান অখ্যাত লোক।

١٤٨(٩)- نا ابو محمد بن صاعد وابو سهل بن زياد قالا حدثنا ابراهيم الحربى حدثنى يعقوب ابن كاسب ح وحدثنا ابو سهل بن زياد نا الحسين بن العباس الرازى نا يعقوب بن حميد ابن كاسب نا سلمة بن رجاء عن الحسن بن فرات القزاز عن ابيه عن ابى حازم الاشجعى عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهى اَنْ يَّسْتَنْجِىَ بِرَوْثٍ اَوْ عَظْمٍ وَقَالَ اِنَّهُمَا لاَ تُطَهِّرَانِ اسناد صحيح .

১৪৮(৯)। আবু মুহাম্মাদ ইবনে সায়েদ ও আবু সাহ্‌ল ইবনে যিয়াদ (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ শুকনা গোবর অথবা হাড় দিয়ে শৌচ করতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন : এই দু'টি কোনো কিছু পবিত্র করতে পারে না। উল্লেখিত হাদীসের সনদ সহীহ।

١٤٩(١٠)- نا على بن احمد بن الهيثم العسكرى نا على بن حرب نا عتيق يعقوب بن الزبيرى نا ابى بن العباس بن سهل بن سعد عن ابيه عن جده سهل بن سعد اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ سُئِلَ عَنِ الاِسْتِطَابَةِ فَقَالَ اَوَلاَ يَجِدُ اَحَدُكُمْ ثَلاَثَةَ اَحْجَارٍ حَجَرَيْنِ لِلصَّفْحَتَيْنِ وَحَجَرُ لِلْمَسْرَبَةِ اسناد حسن .

১৪৯(১০)। আলী ইবনে আহমাদ ইবনুল হায়ছাম আল-আসকারী (র)... সাহ্‌ল ইবনে সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ-এর নিকট পবিত্রতা অর্জন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বলেন : তোমাদের কেউ কি তিন টুকরা পাথর সংগ্রহ করতে পারে না? দুই টুকরা পিছন দিক থেকে সামনের দিকে এবং এক টুকরা সামনের দিক থেকে পিছন দিকে টেনে নিবে। উল্লেখিত হাদীসের সনদ হাসান।

١٥٠(١١)- نا ابو جعفر محمد بن سليمان النعمانى نا ابو عتبة احمد بن الفرج نا بقية حدثنى مبشر بن عبيد حدثنى الحجاج بن ارطاة عن هشام بن عروة عن ابيه عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ مَرَّ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ الْمُدْلِجِيُّ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَسَالَهُ عَنِ التَّغَوُّطِ فَاَمَرَهُ اَنْ يَّتَنَسْكَبَ الْقِبْلَةَ وَلاَ يَسْتَقْبِلَهَا وَلاَ يَسْتَدْبِرَهَا وَلاَ يَسْتَقْبِلَ الرِّيْحَ وَاَنْ يَّسْتَنْجِىَ بِثَلاَثَةِ اَحْجَارٍ لَيْسَ فِيْهَا رَجِيْعٌ اَوْ ثَلاَثَةِ اَعْوَادٍ اَوْ ثَلاَثِ حَثَيَاتٍ مِّنْ تُرَابٍ لَمْ يَرْوِهِ غَيْرُ مُبَشِّرِ بْنِ عُبَيْدٍ وَهُوَ مَتْرُوْكُ الْحَدِيْثِ .

১৫০(১১)। আবু জা'ফার মুহাম্মাদ ইবনে সুলায়মান আন-নো'মানী (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সুরাকা ইবনে মালেক আল-মুদলিজী (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট দিয়ে যেতে তাঁকে পায়খানার শিষ্টাচার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি তাকে পায়খানার সময় কিবলার দিক থেকে ফিরে বসতে এবং কিবলার দিকে মুখ অথবা পিঠ দিয়ে পায়খানা-পেশাব করতে নিষেধ করেছেন। তিনি তিন টুকরা পাথর দিয়ে শৌচ করতে যার মধ্যে গোবরের টুকরা থাকবে না অথবা তিন টুকরা কাঠ অথবা তিন টুকরা ঢিলা দিয়ে শৌচ করতে নির্দেশ দিলেন। মুবাশ্‌শির ইবনে উবায়েদ ব্যতীত অপর কেউ উল্লেখিত হাদীস বর্ণনা করেননি এবং তিনি পরিত্যক্ত রাবী।

١٥١(١٢)- نا عبد الباقى بن قانع نا احمد بن الحسن المضرى نا ابو عاصم نا زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن طاوس عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اذا قضى

اَحَدُكُمْ حَاجَتَهُ فَلْيَسْتَنْجِ بِثَلاَثَةِ اَعْوَادٍ اَوْ بِثَلاَثَةِ اَحْجَارٍ اَوْ بِثَلاَثِ حَثَيَاتٍ مِنَ التُّرَابِ قال زمعه فحدثت به ابن طاوس فقال اخبرني ابى عن ابن عباس بهذا سواء لم يسنده غير المضري وهو كذاب متروك وغيره يرويه عن ابى عاصم عن زمعة عن سلمة بن وهرام عن طاوس مرسلا ليس فيه عن ابن عباس وكذلك رواه عبد الرزاق وابن وهب ووكيع وغيرهم عن زمعة ورواه ابن عيينة عن سلمة بن وهرام عن طاوس قوله وقد سالت سلمة عن قول زمعة انه عن النبى ﷺ فلم يعرفه .

১৫১(১২)। আবদুল বাকী ইবনে কানে' (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ পায়খনা-পেশাবের পর তিন টুকরা কাঠ অথবা তিন টুকরা পাথর অথবা তিন টুকরা ঢিলা দিয়ে শৌচ করবে। যামআহ ইবনে সালেহ (র) বলেন, আমি ইবনে তাউসের নিকট এ হাদীস বর্ণনা করলে তিনি বলেন, আমার পিতা ইবনে আব্বাস (রা) থেকে এই সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আহ্‌মাদ ইবনুল হাসান আল-মুদারী ব্যতীত অপর কেউ এ হাদীস বর্ণনা করেননি। তিনি মিথ্যাবাদী ও পরিত্যক্ত। অন্যরা এ হাদীস আবু আসেম-যাম্‌আহ-সালামা ইবনে ওয়াহ্‌রাম-তাউস সূত্রে মুরসাল (তাবিঈর বক্তব্য) হিসেবে বর্ণনা করেছেন, তাতে ইবনে আব্বাস (রা)-র উল্লেখ নেই। অনুরূপভাবে আবদুর রায্‌যাক-ইবনে ওয়াহাব ও ওয়াকী প্রমুখ-যাম্‌আহ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইবনে উয়াইনা (র) সালামা ইবনে ওয়াহরাম-তাউস সূত্রে তার বক্তব্য হিসাবে বর্ণনা করেন। আমি সালামার নিকট যামআর কথা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম যে, তিনি কি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন? তিনি তা শনাক্ত করতে পারেননি অর্থাৎ অজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

١٥٢(١٣)- نا محمد بن اسماعيل الفارسى ثنا اسحاق بن ابراهيم بن عباد نا عبد الرزاق عن زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام قال سمعت طاوسا قال قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَتَى اَحَدُكُمُ الْبَرَازَ فَلْيُكْرِمَنَّ قِبْلَةَ اللّٰهِ فَلاَ يَسْتَقْبِلْهَا وَلاَ يَسْتَدْبِرْهَا ثُمَّ لِيَسْتَطِبْ بِثَلاَثَةِ اَحْجَارٍ اَوْ ثَلاَثَةِ اَعْوَدٍ اَوْ ثَلاَثِ حَثَيَاتٍ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ لِيَقُلْ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَخْرَجَ عَنِّىْ مَا يُؤْذِيْنِىْ وَاَمْسَكَ عَلَىَّ مَا يَنْفَعُنِىْ .

১৫২(১৩)। মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল আল-ফারিসী (র)... সালামা ইবনে ওয়াহ্‌রাম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তাউসকে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ পায়খানায় গেলে সে যেন আল্লাহ তায়ালার কিবলাকে সম্মান করে। অতএব সে কিবলাকে সামনে বা পশ্চাতে রেখে পায়খানা-পেশাব করবে না। অতঃপর সে যেন তিন টুকরা পাথর অথবা তিন টুকরা কাঠ অথবা তিন টুকরা ঢিলা দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করে। তারপর সে যেন বলে, "আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী আখরাজা আন্নী মা ইউযীনী

ওয়া আমসাকা আলাইয়্যা মা ইয়ানফাউনী। (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি আমার থেকে কষ্টদায়ক বস্তু নির্গত করেছেন এবং উপকারী বস্তু আমার মধ্যে রেখে দিয়েছেন)।

١٥٣(١٤)- نا ابو سهل بن زياد نا ابراهيم اسحاق الحربى نا هارون بن معروف نا ابن وهب نا زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام وابن طاوس عَنْ طَاوُسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهذَا مُرْسَلاً .

১৫৩(১৪)। আবু সাহ্‌ল ইবনে যিয়াদ (র)... তাউস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ থেকে পূর্বোক্ত সূত্রে মুরসালরূপে বর্ণনা করেন।

١٥٤(١٥)- نا محمد بن مخلد نا محمد بن اسماعيل الحسانى نا وكيع عن زمعة عن سلمة بن وهرام عَنْ طَاوُسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهذَا .

১৫৪(১৫)। মুহাম্মাদ ইবনে মাখলাদ (র)... তাউস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ থেকে পূর্বোক্ত সূত্রে বর্ণনা করেন।

١٥٥(١٦)- نا اسماعيل بن محمد بن الصفار وحمزة بن محمد قالا حدثنا اسماعيل بن اسحاق نا على نا سفيان نا سلمة بن وهرام انه سمع طاوسا يَقُوْلُ نَحْوَهُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ قَالَ عَلِيٌّ قُلْتُ لِسُفْيَانَ اَكَانَ زَمْعَةُ يُرْفَعهُ؟ قَالَ نَعَمْ فَسَأَلْتُ سَلَمَةَ عَنْهُ فَلَمْ يَعْرِفْهُ يَعْنِى لَمْ يَرْفَعْهُ.

১৫৫(১৬)। ইসমাঈল ইবনে মুহাম্মাদ ইবনুস-সাফ্‌ফার ও হামযা ইবনে মুহাম্মাদ (র)... তাউস (র) পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন এবং তিনি মারফূরূপে বর্ণনা করেননি। অধস্তন রাবী আলী (র) বলেন, আমি সুফিয়ানকে বললাম, যাময়াহ কি পূর্বোক্ত হাদীস মারফূরূপে বর্ণনা করেছেন? তিনি বলেন, হাঁ। আমি সালামা (র)-কে এ হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি তা মারফূরূপে বর্ণনা করেননি।

١٨- بَابُ السِّوَاكِ

১৮-অনুচ্ছেদ : মিসওয়াক করা।

١٥٦(١)- نا عثمان بن احمد الدقاق نا محمد بن احمد بن الوليد بن برد الانطاكى نا موسى ابن داود نا معلى بن ميمون عن ايوب عن عكرمة عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فِى السِّوَاكِ عَشْرُ خِصَالٍ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ تَعَالى وَمَسْخَطَةٌ لِلشَّيْطَانِ وَمَفْرَحَةٌ لِلْمَلاَئِكَةِ جَيِّدٌ لِّلثَّةِ وَمَذْهَبٌ بِالْحَفْرِ وَيَجْلُو الْبَصَرَ وَيَطِيبُ الْفَمَ وَيُقَلِّلُ الْبَلْغَمَ وَهُوَ مِنَ السُّنَّةِ وَيَزِيْدُ فِى الْحَسَنَاتِ قال الشيخ ابو الحسن معلى بن ميمون ضعيف متروك .

১৫৬(১)। উসমান ইবনে আহ্‌মাদ আদ্‌-দাক্‌কাক (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মেসওয়াক করার মধ্যে দশটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। মহান প্রভুর সন্তুষ্টি, শয়তানের অসন্তুষ্টি, ফেরেশতাদের আনন্দ, দাড়ির সৌন্দর্য, দাঁতের ময়লা বিদূরিত হওয়া, দৃষ্টিশক্তি প্রখর হওয়া, মুখের পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা, স্বল্পবাক এবং এটা সুন্নাত, তা নেকী বৃদ্ধি করে। শায়খ আবুল হাসান (র) বলেন, মুয়াল্লা ইবনে মায়মূন দুর্বল ও পরিত্যক্ত রাবী।

١٩- بَابُ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ فِى الْخَلاَءِ

১৯-অনুচ্ছেদ : কিবলামুখী হয়ে পায়খানায় বসা।

١٥٧(١)- نا ابو بكر النيسابورى نا محمد بن يحى نا صفوان بن عيسى عن الحسن بن ذكوان عَنْ مَرْوَانِ الاَصْفَرِ قَالَ رَاَيْتُ ابْنَ عُمَرَ اَنَاخَ رَاحِلَتَهُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ثُمَّ جَلَسَ يَبُوْلُ اِلَيْهَا فَقُلْتُ اَبَا عَبْدِ الرَّحْمَانِ اَلَيْسَ قَدْ نُهِىَ عَنْ هذَا ؟ فَقَالَ بَلى اِنَّمَا نُهِىَ عَنْ ذَالِكَ فِى الْفَضَاءِ فَاِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَىْءٌ يَسْتُرُكَ فَلاَ بَاْسَ هذا صحيح كلهم ثقات .

১৫৭(১)। আবু বাক্‌র আন-নায়সাপুরী (র).... মারওয়ান আল-আসফার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে উমার (রা)-কে কিবলার দিকে মুখ করে তার সওয়ারী বসাতে দেখলাম, তারপর তিনি কিবলার দিকে মুখ করে বসে পেশাব করেন। আমি তাকে বললাম, হে আবু আবদুর রহমান! এভাবে করতে কি নিষেধ করা হয়নি? তিনি বলেন, হাঁ, উন্মুক্ত প্রান্তরে এভাবে করতে নিষেধ করা হয়েছে, তবে তোমার ও কিবলার মাঝে কোন পর্দা থাকলে আপত্তি নেই। এ হাদীস সহীহ এবং তার সমস্ত রাবী নির্ভরযোগ্য।

١٥٨(٢)- نا يعقوب بن ابراهيم البزاز نا محمد بن شوكر نا يعقوب بن ابراهيم ح وحدثنا ابوبكر النيسابورى حدثنا ابو الازهر نا يعقوب بن ابراهيم بن سعد نا ابي عن ابن اسحاق حدثنى ابان بن صالح عن مجاهد عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ نَهَانَا اَنْ نَسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةَ اَوْ نَسْتَقْبِلَهَا بِفُرُوْجِنَا اِذَا اَهْرَقْنَا الْمَاءَ ثُمَّ قَدْ رَاَيْتُهُ قَبْلَ مَوْتِهِ بِعَامٍ يَبُوْلُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ . كلهم ثقات وقال ابن شوكر ان يستقبل القبلة او يستدبرها .

১৫৮(২)। ইয়া'কূব ইবনে ইবরাহীম আল-বায্‌যায (র)... জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কিবলার দিকে অথবা তার বিপরীতে আমাদের লজ্জাস্থান উন্মুক্ত করতে (পায়খানা-পেশাব করতে) আমাদেরকে নিষেধ করেছেন। তারপর আমি তাঁর ইন্তিকালের এক বছর পূর্বে কিবলার দিকে মুখ করে তাঁকে পেশাব করতে দেখলাম। উল্লেখিত হাদীসের সমস্ত রাবী নির্ভরযোগ্য। ইবনে শাওকার বলেন, কিবলার দিকে মুখ অথবা কিবলার দিকে পিঠ দিতে নিষেধ করা হয়েছে।

١٥٩(٣)- نا ابو بكر احمد بن محمد بن اسماعيل الادمى حدثنى السرى بن عاصم ابو سهل نا عيسى بن يونس عن ابى عوانة عن خالد الحذاء عن عراك بن مالك عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ ذُكِرَ لِلنَّبِيِّ ﷺ اَنَّ قَوْمًا يَكْرَهُوْنَ اَنْ يَّسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ اَوْ بَوْلٍ فَاَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِمَوْضِعِ خَلاَئِهِ اَنْ يَّسْتَقْبِلَ بِهِ الْقِبْلَةَ . بين خالد وعراك خالد بن ابى الصلت .

১৫৯(৩)। আবু বাক্‌র আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর সামনে আলোচনা করা হয়েছে যে, এক শ্রেণীর মানুষ কিবলাকে সামনে অথবা পিছনে রেখে পায়খানা-পেশাব করা অপছন্দ করে। অতএব নবী ﷺ তাঁর শৌচাগারের বসার স্থান (পাদানি) কিবলার দিকে ফিরিয়ে দিতে নির্দেশ দিলেন। খালিদ আল-হায্‌যা ও ইরাক ইবনে মালেকের মাঝখানে খালিদ ইবনে আবুস-সালত নামে আরো একজন রাবী আছেন।

١٦٠(٤)- نا عبد الله بن محمد بن سعيد الجمال نا العباس بن محمد نا حجاج بن نصير نا القاسم ابن مطيب عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ قَالَ كَانُوْا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ فَقَالَ مَا اسْتَقْبَلْتُ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ مُذْ كُنْتُ رَجُلاً وَعِرَاكُ بْنُ مَالِكٍ عِنْدَهُ فَقَالَ عِرَاكٌ قَالَتْ عَائِشَةُ بَلَغَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَنَّ قَوْمًا يَكْرَهُوْنَهُ فَاَمَرَ بِمَقْعَدَتِهِ فَحُوِّلَتْ اِلَى الْقِبْلَةِ وهذا مثله تابعه يحى بن مطر عن خالد .

১৬০(৪)। আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে সাঈদ আল-জামাল (র)... খালিদ আল-হাজ্জা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তারা উমার ইবনে আবদুল আযীয (র)-এর নিকট উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, আমি বালেগ হওয়ার পর থেকে কখনও কিবলাকে সামনে বা পিছনে রেখে পায়খানা-পেশাব করিনি। ইরাক ইবনে মালেক (র) তখন তার নিকট উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, আয়েশা (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জানতে পারলেন যে, একদল লোক কিবলাকে সামনে অথবা পিছনে রেখে পায়খানা-পেশাব করা অপছন্দ করে। তিনি তাঁর শৌচাগারের পাদানি কিবলার দিকে ফিরিয়ে দিতে নির্দেশ দিলেন এবং তদনুযায়ী তা ফিরিয়ে দেয়া হলো। এ হাদীস পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

١٦١(٥)- نا العباس بن العباس بن المغيرة نا عمى نا هشام بن بهرام نا يحى مطر نا خالد الحذاء عن عراك بن مالك عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِقَوْمٍ يَكْرَهُوْنَ اَنْ يَّسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ اَوْ بَوْلٍ فَحُوِّلَ مَقْعَدَتُهُ اِلَى الْقِبْلَةِ . هذا القول اصح هكذا رواه ابو عوانة والقاسم بن مطيب ويَحى بن مطر عن خالد الحذاء عن عراك ورواه على بن عاصم

وحماد بن سلمة عن خالد الحذاء عن خالد بن ابى الصلت عن عراك وتابعهما عبد الوهاب الثقفى الا انه قال عن رجل .

১৬১(৫)। আল-আব্বাস ইবনুল আব্বাস ইবনুল মুগীরা (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ শুনলেন যে, এক দল লোক কিবলাকে সামনে অথবা পিছনে রেখে পায়খানা-পেশাব করা অপছন্দ করে। অতএব তিনি তাঁর পায়খানায় বসার পাদানি কিবলার দিকে করে নিলেন। এই বক্তব্য অধিকতর সহীহ। আবু আওয়ানা, আল-কাসেম ইবনে মুতায়্যিব ও ইয়াহ্ইয়া ইবনে মাতার-খালিদ আল-হায্যা-ইরাকের সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। আলী ইবনে আসেম ও হাম্মাদ ইবনে সালামা (র) খালিদ আল-হায্যা-খালিদ ইবনে আবুস-সালাত-ইরাক থেকে পূর্বোক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেন। আবদুল ওয়াহ্হাব আছ-ছাকাফী (র) উভয়ের অনুসরণ করেছেন, তবে তিনি বলেন, 'এক ব্যক্তির সূত্রে'।

١٦٢ (٦)- نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا هارون بن عبد الله نا على بن عاصم عن خالد الحذاء عَنْ خَالِدِ بْنِ اَبِى الصَّلْتِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ فِىْ خِلَافَتِهِ وَعِنْدَهُ عِرَاكُ ابْنُ مَالِكٍ فَقَالَ عُمَرُ مَا اسْتَقْبَلْتُ الْقِبْلَةَ وَلاَ اسْتَدْبَرْتُهَا بِبَوْلٍ وَلاَ غَائِطٍ مُذْ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ عِرَاكُ حَدَّثَتْنِىْ عَائِشَةُ قَالَتْ لَمَّا بَلَغَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَوْلُ النَّاسِ فِىْ ذَالِكَ اَمَرَ بِمَقْعَدَتِهِ فَاسْتَقْبَلَ بِهَا الْقِبْلَةَ . هذا اضبط اسناد وزاد فيه خالد بن ابى الصلت وهو الصواب .

১৬২(৬)। আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল আযীয (র).... খালিদ ইবনে আবুস-সালত (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমার ইবনে আবদুল আযীয (র) -এর খেলাফতকালে তার নিকট উপস্থিত ছিলাম এবং ইরাক ইবনে মালেকও তার নিকট ছিলেন। উমার (র) বলেন, আমি এতো এতো কাল যাবৎ কিবলাকে সামনে অথবা পিছনে রেখে পায়খানা-পেশাব করিনি। ইরাক (র) বলেন, আয়েশা (রা) আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট যখন মানুষের কথাবার্তা পৌঁছলো তখন তিনি তাঁর শৌচাগারের পাদানি কিবলার দিকে ঘুরিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিলেন এবং তাই করা হলো। এই সনদ সূত্রটি অধিকতর সংরক্ষিত। খালিদ ইবনে আবুস-সালতের বর্ণনায় আরো অধিক বক্তব্য আছে এবং সেটাই সঠিক।

١٦٣ (٧)- نا محمد بن عبد الله بن ابراهيم نا بشر بن موسى نا يحى بن اسحاق نا حماد بن سلمة ح وثنا جعفر بن محمد الواسطى نا موسى بن اسحاق نا ابو بكر نا وكيع عن حماد بن سلمة عن خالد الحذاء عن خالد بن ابى الصلت عن عراك بن مالك عَنْ

عَائِشَةَ بِهذَا قَالَتْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِسْتَقْبِلُوْا بِمَقْعَدَتِى الْقِبْلَةَ وقال يحى بن اسحاق خَرَجَ النَّبِىُّ ﷺ وَهُمْ يَذْكُرُوْنَ كَرَاهِيَةَ اِسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ بِالْفُرُوْجِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ قَدْ فَعَلُوْهَا حَوِّلُوْا مَقْعَدَتِىْ اِلَى الْقِبْلَةِ وهذا مثله .

১৬৩(৭)। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ইবরাহীম (র)... আয়েশা (রা) থেকে এ হাদীস প্রসঙ্গে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমরা উভয় পাদানি কিবলার দিকে ফিরিয়ে দাও। ইয়াহ্ইয়া ইবনে ইসহাক (র) -এর বর্ণনায় আছে, নবী ﷺ বের হয়ে এলেন এবং তখন তারা কিবলামুখী হয়ে পায়খানা-পেশাব করা অপছন্দনীয় হওয়ার বিষয় আলোচনা করছিলেন। নবী ﷺ বলেন : তারা কি তা করেছে? তোমরা শৌচাগারের পাদানি কিবলার দিকে স্থাপন করো। এটাও পূর্বের হাদীসের অনুরূপ।

١٦٤(٨)- ثنا جعفر بن محمد نا موسى بن اسحاق نا ابو بكر ثنا الثقفى عن خالد عن رجل عن عراك عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَ بِخَلاَئِهِ فَحُوِّلَ اِلَى الْقِبْلَةِ لَمَّا بَلَغَهُ اَنَّ النَّاسَ قَدْ كَرِهُوْا ذالِكَ .

১৬৪(৮)। জা'ফার ইবনে মুহাম্মাদ (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। লোকেরা কিবলামুখী হয়ে পায়খানা-পেশাব করা অপছন্দ করে—একথা জানতে পেরে রাসূলুল্লাহ ﷺ নির্দেশ দিলেন এবং তদনুযায়ী তাঁর শৌচাগার কিবলামুখী করে দেয়া হলো।

١٦٥(٩)- ثنا الحسين بن اسماعيل ومحمد بن عثمان بن جعفر الاحول قالا نا محمد بن اسماعيل الاحمسى نا عمر بن شبيب عن عيسى الحناط عن الشعبى عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فِىْ حَاجَةٍ فَلَمَّا دَخَلْتُ اِلَيْهِ فَاِذَا النَّبِىُّ ﷺ فِى الْحَرَجِ عَلَى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ عيسى بن ابى عيسى الحناط ضعيف .

১৬৫(৯)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল ও মুহাম্মাদ ইবনে উসমান আল-আহ্ওয়াল (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ পায়খানায় যাওয়ার মুহূর্তে আমি তাঁর নিকট আসলাম। দেখলাম তিনি দু'টি ইটের উপর বসে কিবলামুখী হয়ে প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারছেন। ঈসা ইবনে আবু ঈসা আল-হান্নাত হাদীসশাস্ত্রে দুর্বল।

١٦٦(١٠)- نا الحسين بن اسماعيل نا محمد بن عبد الرحيم صاعقة نا ابو المنذر اسماعيل ابن عمر نا ورقاء عن سعد بن سعيد عَنْ عمر بْنِ ثَابِتٍ عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَسْتَقْبِلُوْا لْقِبْلَةَ وَلاَ تَسْتَدْبِرُوْهَا بِغَائِطٍ وَلاَ بَوْلٍ وَلكِنْ شَرِّقُوْا اَوْ غَرِّبُوْا .

১৬৬(১০)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... আবু আইয়ূব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা পায়খানা-পেশাবের সময় কিবলাকে সামনে অথবা পিছনে রেখে বসো না, বরং তোমরা পূর্ব অথবা পশ্চিম দিকে ফিরে বসো।

টীকা : এ হুকুম মদীনাবাসীদের জন্য। মদীনার কিবলা দক্ষিণ দিকে। কিবলাকে সামনে বা পিছনে রেখে পায়খানা-পেশাব করার নিষেধাজ্ঞা হারাম পর্যায়ের নয়। কিবলার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশে উপরোক্ত নির্দেশ দেয়া হয়েছে (অনুবাদক)।

١٦٧(١١)- نا اسماعيل بن محمد الصفار نا العباس بن محمد الدورى نا موسى بن داود نا حاتم ابن اسماعيل عَنْ عِيْسَى بْنِ اَبِيْ عِيْسَى قَالَ قُلْتُ لِلشَّعْبِيْ عَجِبْتُ لِقَوْلِ اَبِيْ هُرَيْرَةَ وَنَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَمَا قَالاَ قُلْتُ قَالَ اَبُوْهُرَيْرَةَ لاَ تَسْتَقْبِلُوْا الْقِبْلَةَ وَلاَ تَسْتَدْبِرُوْهَا وَقَالَ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَاَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ ذَهَبَ مَذْهَبًا مُوَاجِهَ الْقِبْلَةَ فَقَالَ اَمَّا قَوْلُ اَبِيْ هُرَيْرَةَ فَفِى الصَّحْرَاءِ اِنَّ لِلّٰهِ تَعَالى خَلْقًا مِنْ عِبَادِهِ يُصَلُّوْنَ فِى الصَّحْرَاءِ فَلاَ تَسْتَقْبِلُوْهُمْ وَلاَ تَسْتَدْبِرُوْهُمْ وَاَمَّا بُيُوْتُكُمْ هَذِهِ الَّتِيْ يَتَّخِذُوْنَهَا لِلنَّتَنِ فَاِنَّهُ لاَ قِبْلَةَ لَهَا . عيسى بن ابى عيسى الحناط وهو عيسى بن ميسرة وهو ضعيف .

৬৭(১১)। ইসমাঈল ইবনে মুহাম্মাদ আস-সাফ্ফার (র)... ঈসা ইবনে আবু ঈসা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আশ-শা'বী (র)-কে বললাম, আবু হুরায়রা ও ইবনে উমার (রা)-র কথায় অবাক হলাম। তিনি বলেন, তারা দু'জন কি বলেছেন? আমি বললাম, আবু হুরায়রা (রা) বলেছেন, "তোমরা কিবলাকে সামনে অথবা পিছনে রেখে প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারবে না"। আর ইবনে উমার (রা) বলেন, "আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে কিবলামুখী হয়ে প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারতে দেখেছি"। আশ-শা'বী (র) বলেন, আবু হুরায়রা (রা) -এর কথা উন্মুক্ত ময়দানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালার এমন কতক সৃষ্টি রয়েছে যারা খোলা ময়দানে নামায পড়ে। অতএব তোমরা তাদেরকে সামনে অথবা পিছনে রেখে প্রাকৃতিক প্রয়োজন সেরো না। আর তোমাদের ঘরের মত নির্মিত শৌচাগার, তাতে কিবলামুখী হয়ে বা তার বিপরীতমুখী হয়ে বসে পায়খানা-পেশাব করায় আপত্তি নাই। ঈসা ইবনে আবু ঈসা আল-হান্নাত হলেন ঈসা ইবনে মায়সারা। তিনি হাদীসশাস্ত্রে দুর্বল।

١٦٨(١٢)- ثنا يعقوب بن ابراهيم البزاز واحمد بن عبد الله الوكيل قالا نا الحسن بن عرفة نا هشيم عن يحيى بن سعيد الانصارى عن محمد بن يحيى بن حبان عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ ظَهَرْتُ عَلى اِجَارٍ عَلَى بَيْتِ حَفْصَةَ فِيْ سَاعَةٍ لَمْ اَظُنَّ اَحَدًا يَخْرُجُ فِيْ تِلْكَ السَّاعَةِ فَاطَّلَعْتُ فَاِذَا اَنَا بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَلى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ .

১৬৮(১২)। ইয়া'কূব ইবনে ইবরাহীম আল-বায্যায ও আহমাদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-ওয়াকীল (র)... ওয়াসে' ইবনে হাব্বান (র) থেকে বর্ণিত। আমি ইবনে উমার (রা)-কে বলতে শুনেছি, আমি এমন এক সময় উম্মুল মুমিনীন হাফসা (রা)-র ঘরের ছাদে উঠলাম, তখন আমার মতে কেউ বাইরে বের হয় না। এ সময় আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে দু'টি ইটের উপর বসে প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারতে দেখলাম।

٢٠- بَابٌ فِي الاسْتِنْجَاءِ

২০-অনুচ্ছেদ : শৌচ করা।

١٦٩(١)- ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا خلف بن هشام نا ابو يعقوب عبد الله بن يحى التوام عن عبد الله بن ابى مليكة عن امه عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ بَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَاتْبَعَهُ عُمَرُ بِكُوْزٍ مِّنْ مَّاءٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِنِيْ لَمْ اُوْمَرْ اَنْ اَتَوَضَّاَ كُلَّمَا بُلْتُ وَلَوْ فَعَلْتُ كَانَتْ سُنَّةٌ لاَ بَاْسَ بِهِ . تَفرد به ابو يعقوب التوام عن ابن ابى مليكة حدث به عنه جماعة من الرفعاء .

১৬৯(১)। আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল আযীয (র).. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ পেশাব করলেন। অতঃপর উমার (রা) এক বদনা পানি নিয়ে তাঁর নিকট হাজির হলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আমাকে প্রতিবার পেশাবের পর উযু করার নির্দেশ দেয়া হয়নি। আমি তাই করলে তা সুন্নাত হিসাবে নির্ধারিত হতো। পেশাব করে উযু না করলে আপত্তি নেই। আবু ইয়া'কূব আত-তাওয়াম আবু মুলায়কা থেকে এককভাবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তার থেকে একদল রাবী এটি মারফূরূপে বর্ণনা করেছেন।

١٧٠(٢)- ثنا احمد بن محمد بن ابى شيبة نا محمد بن مسعدة نا محمد بن شعيب اخبرنى عتبة بن ابى حكيم عن طلحة بن نافع انه حدثه حدثنى ابو ايوب وجابر بن عبد الله وانس بن مالك الانصاريون عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِيْ هذه الاٰيَة (فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ) فَقَالَ يَامَعْشَرَ الاَنْصَارِ اِنَّ اللهَ قَدْ اَثْنٰى عَلَيْكُمْ خَيْرًا فِى الطُّهُوْرِ فَمَا طُهُوْرُكُمْ هذا ؟ قَالُوا يَارَسُوْلَ اللهِ نَتَوَضَّاُ لِلصَّلاَةِ وَنَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَهَلْ مَعَ ذَالِكَ مِنْ غَيْرِهِ؟ قَالُوْا لاَ غَيْرَ اَنَّ اَحَدَنَا اِذَا خَرَجَ مِنَ الْغَائِطِ اَحَبَّ اَنْ يَّسْتَنْجِيَ بِالْمَاءِ فَقَالَ هُوَ ذَالِكَ فَعَلَيْكُمُوْهُ عتبة بن ابى حكيم ليس بقوى .

১৭০(২)। আহ্‌মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবু শায়বা (র)... আনসার সম্প্রদায়ভুক্ত আবু আইয়ুব, জাবের ইবনে আবদুল্লাহ ও আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিম্নোক্ত আয়াত—"তথায় এমন লোক আছে যারা পবিত্রতা অর্জন ভালবাসে এবং আল্লাহ্ পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালবাসেন" (সূরা তাওবা : ১০৮) সম্পর্কে বলেন, হে আনসার সমাজ! নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পবিত্রতার বিষয়ে তোমাদের প্রশংসা করেছেন। অতএব তোমাদের এই পবিত্রতা অর্জনের উপকরণ কি? তারা বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা নামাযের জন্য উযু করি এবং সহবাসজনিত কারণে অপবিত্র হলে গোসল করি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : এর সঙ্গে অন্য আরো কিছু আছে কি? তারা বলেন, না, তবে আমাদের যে কেউ পায়খানা সেরে পানি দিয়ে শৌচ করা পছন্দ করে। তিনি বলেন : তা এজন্যই। অতএব তোমরা এরূপই করতে থাকো। উতবা ইবনে আবু হাকীম তেমন শক্তিশালী রাবী নন।

٢١- بَابُ الاسَارِ

২১-অনুচ্ছেদ : ব্যবহারের পর অবশিষ্ট পানি সম্পর্কে।

١٧١(١)- نامحمد بن اسماعيل الفارسي ثنا اسحاق بن ابراهيم الصنعاني نا عبد الرزاق عن ابراهيم بن محمد عن داود بن الحصين عن ابيه عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَوَضَّاَ بِمَا اَفْضَلَتِ السِّبَاعُ ابراهيم هو ابن ابى يحى ضعيف وتابعه ابراهيم بن اسماعيل بن ابى حبيبة وليس بالقوى فى الحديث .

১৭১(১)। মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল আল-ফারিসী (র)... জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিংস্র জন্তুর পানের অতিরিক্ত পানি দিয়ে উযু করেছেন। ইবরাহীম হলেন আবু ইয়াহ্ইয়ার পুত্র, তিনি হাদীসশাস্ত্রে দুর্বল। ইবরাহীম ইবনে ইসমাঈল ইবনে আবু হাবীবা তার অনুসরণ করেছেন এবং তিনিও হাদীসশাস্ত্রে দুর্বল।

١٧٢(٢)- نا ابو بكر النيسابورى نا الربيع بن سليمان نا الشافعى نا سعيد بن سالم عن ابن ابى حبيبة عن داود بن الحصين عن ابيه عَنْ جَابِرٍ قَالَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنَتَوَضَّاُ بِمَا اَفْضَلَتِ الْحُمُرُ؟ قَالَ وَبِمَا اَفْضَلَتِ السِّبَاعُ ابن ابى حبيبة ضعيف ايضا وهو ابراهيم ابن اسماعيل بن ابى حبيبة .

১৭২(২)। আবু বাক্‌র আন-নায়সাপুরী (র)... জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জিজ্ঞেস করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কি গাধার পান করার পর অবশিষ্ট পানি দিয়ে উযু করবো? তিনি বলেন : হিংস্র জন্তুর অবশিষ্ট পানি দিয়েও উযু করা যাবে। ইবনে আবু হাবীবা হাদীসশাস্ত্রে দুর্বল। তার নাম ইবরাহীম, পিতা ইসমাঈল ইবনে আবু হাবীবা।

١٧٣(٣)- ثنا ابو سهل بن زياد نا ابراهيم الحربى قال وحدث الشافعى عن سعيد بن سالم عن ابن ابى حبيبة عن داود بن الحصين بِهَذَا نَحْوَهُ .

১৭৩(৩)। আবু সাহ্‌ল ইবনে যিয়াদ (র)... দাঊদ ইবনুল হুসাইন (র) থেকে এই সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

١٧٤(٤)- ثنا محمد بن احمد بن زيد الحنانى نا محمد بن احمد بن داود بن ابى عتاب نا ابو كامل نايوسف بن خالد السمتى عن الضحاك بن عباد عن عكرمة عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيْثٌ وَهُوَ اَخْبَثُ مِنْهُ يوسف السمتى ضعيف.

১৭৪(৪)। মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ ইবনে যায়েদ আল-হানানী (র).... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : কুকুরের (বিক্রয়) মূল্য ঘৃণিত এবং কুকুর তার চেয়েও অধিক ঘৃণিত। ইউসুফ আস-সামতী দুর্বল রাবী।

টীকা : ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে মাঈন তাকে মিথ্যুক বলেছেন, ইবনে সা'দ তাকে দুর্বল বলেছেন, নাসাঈ বলেছেন, তিনি ছিকাহ(নির্ভরযোগ্য) রাবী নন এবং বুখারী বলেছেন, মুহাদ্দিসগণ তার সম্পর্কে মন্তব্য করা থেকে নীরব রয়েছেন।

١٧٥(٥)- ثنا الحسين بن اسماعيل نا احمد بن منصور نا ابو النضر نا عيسى بن المسيب حدثنى ابو زرعة عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَاْتِىْ دَارَ قَوْمٍ مِّنَ الاَنْصَارِ وَدُوْنَهُمْ دَارٌ فَيَشُقُّ ذَالِكَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ تَاْتِىْ دَارَ فُلاَنٍ وَلاَ تَاْتِىْ دَارَنَا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاَنَّ فِىْ دَارِكُمْ كَلْبًا قَالُوْا فَانَّ فِىْ دَارِهِمْ سِنُّوْرًا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَلسِّنُّوْرُ سَبُعٌ تفرد به عيسى بن المسيب عن ابى زرعة وهو صالح الحديث .

১৭৫(৫)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতক আনসার সাহাবীর বাড়িতে যাতায়াত করতেন এবং তাদের ব্যতীত আরো কিছু বাড়ি-ঘর ছিল। তাদের কাছে বিষয়টি কষ্টকর ও দুঃখজনক অনুভূত হলো। তারা বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি অমুকের বাড়ি যান, অথচ আমাদের বাড়িতে আসেন না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমাদের বাড়িতে কুকুর থাকার কারণে আমি যাই না। তারা বললো, কিন্তু তাদের বাড়ীতে তো বিড়াল আছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : বিড়ালও হিংস্র। এ হাদীস আবু যুরআ (র) থেকে ঈসা ইবনুল মুসায়্যাব (র) একা বর্ণনা করেছেন। তিনি উত্তম রাবী।

টীকা : ঈসা ইবনুল মুসায়্যাব শক্তিশালী নন, তবে সত্যবাদী। যাহাবী তার পশ্চাদ্ধাবন করে বলেছেন, আবু দাঊদ ও আবু হাতেম তাকে যইফ বলেছেন। আবু যুরআ বলেন, আবু নুআইম হাদীসটি মারফূরূপে বর্ণনা করেননি। এই কথাই সহীহ।

١٧٦(٦)- نا الحسين بن اسماعيل نا زياد بن ايوب نا محمد بن ربيعة وثنا الحسين بن اسماعيل نا سلم بن جنادة نا وكيع جميعًا عن عيسى بن المسيب عن ابى زرعة عَنْ اَبِىْ هُرَيْـرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلسِّنُّوْرُ سَبْعٌ وقال وكيع اَلْهِرُّ سَبْعٌ .

১৭৬(৬)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : বিড়াল হিংস্র। ওয়াকী (র)-এর বর্ণনায় (আস-সিন্নূর -এর স্থলে) আল-হির্র উক্ত হয়েছে এবং ওয়াকী (র) বলেন, বিড়াল হিংস্র।

٢٢- بَابُ وَلُوْغِ الْكَلْبِ فِى الْاِنَاءِ

২২-অনুচ্ছেদ : কুকুর পাত্রের মধ্যে মুখ দিলে।

١٧٧(١)- ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا عباس بن الوليد الترسى نا عبد الواحد بن زياد نا الاعمش نا ابو صالح وابو رزين عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِىْ اِنَاءِ اَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ صحيح .

১৭৭(১)। আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল আযীয (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কারো পাত্রের মধ্যে কুকুর মুখ দিলে সে যেন তা সাতবার ধৌত করে। হাদীসটি সহীহ।

١٧٨(٢)- ثنا ابو بكر النيسابورى نا محمد بن يحى نا اسماعيل بن خليل نا على بن مسهر عن الاعمش عن ابى صالح وابى رزين عَنْ اَبِىْ هُرَيْـرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِىْ اِنَاءِ اَحَدِكُمْ فَلْيُهْرِقْهُ وَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ صحيح اسناده حسن ورواته كلهم ثقات .

১৭৮(২)। আবু বাক্র আন-নায়সাপুরী (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কারো পাত্রের মধ্যে কুকুর মুখ দিলে সে যেন পাত্রের জিনিস ফেলে দেয় এবং পাত্রটি সাতবার ধৌত করে। হাদীসটি সহীহ, এর সনদ সূত্র হাসান (উত্তম) এবং এর সমস্ত রাবী নির্ভরযোগ্য।

١٧٩(٣)- ثنا المحاملى نا حجاج بن الشاعر نا عارم نا حماد بن زيد عن ايوب عن محمد عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ فِى الْكَلْبِ يَلِغُ فِى الْاِنَاءِ قَالَ يُهْرَاقُ وَيُغْسَلُ سَبْعَ مَرَّاتٍ صحيح موقوف .

১৭৯(৩)। আল-মুহামিলী (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে কুকুর পাত্রের মধ্যে মুখ দেয়ার বিষয়ে বর্ণিত। তিনি বলেন, পাত্রের মধ্যকার বস্তু ফেলে দিতে হবে এবং পাত্রটি সাতবার ধৌত করতে হবে। হাদীসটি সহীহ কিন্তু মাওকুফ।

١٨٠(٤)- ثنا ابو بكر النيسابورى نا يزيد بن سنان بن يزيد نا خالد بن يحى الهلالى نا سعيد عن قتادة عن الحسن عن ابى هريرة ويونس عن الحسن عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ طُهُوْرُ اِنَاءِ اَحَدِكُمْ اِذَا وَلَغَ فِيْهِ الْكَلْبُ اَنْ يُّغْسَلَ سَبْعَ مَرَّاتٍ اْلاُوْلٰى بِالتُّرَابِ .

১৮০(৪)। আবু বাক্‌র আন-নায়সাপুরী (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: তোমাদের কারো পাত্রে কুকুর মুখ দিলে তা সাতবার ধৌত করলে পবিত্র হবে। তবে প্রথমবার মাটি দিয়ে ঘষতে হবে।

١٨١(٥)- نا ابن صاعد نا بحر بن نصر نا بشر بن بكر نا الاوزاعى عن ابن سيرين عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ طُهُوْرُ اِنَاءِ اَحَدِكُمْ اِذَا وَلَغَ فِيْهِ الْكَلْبُ اَنْ يُّغْسَلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ اُوْلاَهُنَّ بِالتُّرَابِ الاوزاعى دخل على ابن سيرين فى مرضه ولم يسمع منه .

১৮১(৫)। ইবনে সায়েদ (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: তোমাদের কারো পাত্রে কুকুর মুখ দিলে তা সাতবার ধৌত করলে পবিত্র হবে। তবে প্রথমবার মাটি দিয়ে ঘষতে হবে। আল-আওযাঈ (র) ইবনে সীরীনের অসুস্থাবস্থায় তার সাথে দেখা করেন, কিন্তু তার থেকে হাদীস শুনেননি।

١٨٢(٦)-ثنا ابو بكر النيسابورى نا بكار بن قتيبة وحماد بن الحسن قالا نا ابو عاصم نا قرة بن خالد نا محمد سيرين عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ طُهُوْرُ الاِنَاءِ اِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِيْهِ يُغْسَلُ سَبْعَ مَرَّاتٍ اْلاُوْلٰى بِالتُّرَابِ وَالْهِرَّةُ مَرَّةً اَوْ مَرَّتَيْنِ قرة يشك هذا صحيح

১৮২(৬)। আবু বাক্‌র আন-নায়সাপুরী (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: কুকুর পাত্রে মুখ দিলে তা পবিত্র করার জন্য সাতবার ধৌত করতে হবে এবং প্রথমবার মাটি দিয়ে ঘষতে হবে, আর বিড়ালের ক্ষেত্রে একবার বা দুইবার। রাবী কুররা সন্দেহে পতিত হয়েছেন। হাদীসটি সহীহ।

١٨٣(٧)-ثنا ابو بكر النيسابورى نا محمد بن يحى نا موسى بن اسماعيل نا ابان نا قتادة ان محمد بن سيرين حدثه اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ اَنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِى الاِنَاءِ فَاغْسِلُوْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ السَّابِعَةُ بِالتُّرَابِ وهذا صحيح .

১৮৩(৭)। আবু বাক্‌র আন-নায়সাপুরী (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। আল্লাহ্‌র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : কুকুর পাত্রে মুখ দিলে, তোমরা তা সাতবার ধৌত করো, সপ্তমবার মাটি দিয়ে। এই বর্ণনাটি অধিকতর সহীহ্‌।

١٨٤(٨)- ثنا ابو بكر نا احمد بن منصور نا ابو غسان نا الحكم بن عبد الملك عن قتادة بِاسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

১৮৪(৮)। আবু বাক্‌র (র)... কাতাদা (র) থেকে তার সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে।

١٨٥(٩)- ثنا ابو بكر نا ابراهيم بن هانيء نا محمد بن بكار نا سعيد بن بشير عن قتادة بِاسْنَادِهِ نَحْوَهُ الاَّ اَنَّهُ قَالَ اَلأُوْلَى بِالتُّرَابِ هذا صحيح .

১৮৫(৯)। আবু বাক্‌র (র)... কাতাদা (র) থেকে তার সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এই সনদে আছে, তিনি বলেন : প্রথমবার মাটি দিয়ে। হাদীসটি সহীহ্‌।

١٨٦(١٠)- ثنا ابو بكر النيسابورى نا يزيد بن سنان نا معاذ بن هشام حدثنى ابى عن قتادة عن خلاس عن ابى رافع عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِى الاِنَاءِ فَاغْسِلُوْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ اُوْلاَهُنَّ بِالتُّرَابِ هذَا صحيح .

১৮৬(১০)। আবু বাক্‌র আন-নায়সাপুরী (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : কুকুর পাত্রে মুখ দিলে তোমরা তা সাতবার ধৌত করো, এর প্রথমবার মাটি দিয়ে। হাদীসটি সহীহ্‌।

١٨٧(١١)- ثنا ابو بكر النيسابورى نا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم نا بهز بن اسد نا شعبة عن ابى التياح قال سمعت مطرفا عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّهِ ﷺ اَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ ثُمَّ قَالَ مَا لَهُمْ وَلَهَا فَرَخَّصَ فِىْ كَلْبِ الصَّيْدِ وَفِى كَلْبِ الْغَنَمِ وَقَالَ اِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِى الاِنَاءِ فَاغْسِلُوْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَالثَّامِنَةَ عَفِّرُوْهُ فِى التُّرَابِ صحيح .

১৮৭(১১)। আবু বাক্‌র আন-নায়সাপুরী (র)... আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্‌ফাল (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুকুর হত্যার নির্দেশ দেন, অতঃপর বলেন : তাদের ও কুকুরের কি হলো। অতএব তিনি শিকারী কুকুর ও মেষপালের কুকুর পোষার অনুমতি দেন এবং বলেন : কুকুর পাত্রে মুখ দিলে তোমরা তা সাতবার ধৌত করো এবং অষ্টমবার মাটিতে ঘষো। হাদীসটি সহীহ্‌।

١٨٨(١٢)- نا محمد بن احمد بن زيد الحنائى نا محمود بن محمد المروزى نا الخضر بن اصرم نا الجارود عن اسرائيل عن ابى اسحاق عن هبيرة عَنْ عَلِىٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ

اِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِيْ اِنَاءِ اَحْدِكُمْ فَلْيُغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ اِحْدَاهُنَّ بِالْبَطْحَاءِ الجارود هو ابن ابى يزيد متروك .

১৮৮(১২)। মুহাম্মাদ ইবনে আহ্‌মাদ ইবনে যায়েদ আল-হানায়ী (র)... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কারো পাত্রে কুকুর মুখ দিলে সে যেন তা সাতবার ধৌত করে, এর মধ্যে একবার মাটি দিয়ে। আল-জারূদ হলেন আবু ইয়াযীদের পুত্র। তিনি মাতরূক (পরিত্যক্ত) রাবী।

١٨٩(١٣)- ثنا جعفر بن محمد بن نصير نا الحسن بن على المعمرى نا عبد الوهاب بن الضحاك نا اسماعيل بن عياش عن هشام بن عروة عن ابى الزناد عن الاعرج عن ابى هريرة عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِى الْكَلْبِ يَلِغُ فِى الْاِنَاءِ اَنَّهُ يَغْسِلُهُ ثَلاَثًا اَوْ خَمْسًا اَوْسَبْعًا .

১৮৯(১৩)। জা'ফার ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে নাসীর (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : কুকুর পাত্রে মুখ দিলে তা তিনবার অথবা পাঁচবার অথবা সাতবার ধৌত করতে হবে।

١٩٠(١٤)- ثنا عبد الباقى بن قانع نا الحسين بن اسحاق نا عبد الوهاب بن الضحاك نا اسماعيل بن عياش بهذا الاسناد عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يُغْسَلُ ثَلاَثًا اَوْ خَمْسًا اَوْ سَبْعًا تفرد به عبد الوهاب عن اسماعيل وهو متروك الحديث وغيره يرويه عن اسماعيل بهذا الاسناد فاغسلوه سبعا وهو الصواب .

১৯০(১৪)। আবদুল বাকী ইবনে কানে' (র)... ইসমাঈল ইবনে আইয়্যাশ (র) থেকে এই সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তিনবার অথবা পাঁচবার অথবা সাতবার ধৌত করতে হবে। এটা কেবল আবদুল ওয়াহ্‌হাব (র) ইসমাঈল থেকে এককভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি মাতরূক রাবী। অন্যরা হাদীসটি ইসমাঈল থেকে এই সূত্রে বর্ণনা করেন। তাতে আছে : তোমরা তা সাতবার ধৌত করো। এই শেষোক্ত বর্ণনাই যথার্থ।

١٩١(١٥)- نا محمد بن اسماعيل الفارسى نا احمد بن عبد الوهاب بن نجدة نا ابى نا اسماعيل قال وثنا به ابى نا احمد بن خالد بن عمرو الحمصى نا ابى نا اسماعيل بن عياش بهذا الاسناد عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فَاغْسِلُوْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وهو الصحيح هذا صحيح .

১৯১(১৫)। মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল আল-ফারিসী (র)... ইসমাঈল ইবনে আইয়াশ (র) থেকে এই সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমরা তা সাতবার ধৌত করো। এই কথাই সহীহ এবং হাদীসটিও সহীহ।

١٩٢(١٦)- نا ابو بكر قال حدثني على بن حرب نا اسباط بن محمد وثنا ابو بكر النيسابورى نا سعدان بن نصر ثنا اسحاق الازرق قالا نا عبد الملك عن عطاء عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِى الاِنَاءِ فَاَهْرِقْهُ ثُمَّ اغْسِلْهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ هذا موقوف ولم يروه هكذا غير عبد الملك عن عطاء والله اعلم .

১৯২(১৬)। আবু বাক্‌র (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুকুর পাত্রে মুখ দিলে তোমরা তার মধ্যকার জিনিস ফেলে দাও এবং পাত্রটি তিনবার ধৌত করো। এটি মাওকূফ হাদীস। আবদুল মালেক ব্যতীত আর কেউ আতা (র) থেকে হাদীসটি এভাবে বর্ণনা করেননি। আল্লাহই ভালো জানেন।

١٩٣(١٧)- ثنا محمد بن نوح الجنديسابورى نا هارون بن اسحاق نا ابن فضيل عن عبد الملك عن عطاء عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ كَانَ اِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِى الاِنَاءِ اَهْرَقَهُ وَغَسَلَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ .

১৯৩(১৭)। মুহাম্মাদ ইবনে নূহ আল-জুনদীশাপুরী (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। কুকুর পাত্রে মুখ দিলে তিনি এর মধ্যকার জিনিস ফেলে দিতেন এবং তা তিনবার ধৌত করতেন।

٢٣- بَابُ سُوْرِ الْهِرَّةِ

২৩-অনুচ্ছেদ : বিড়ালের উচ্ছিষ্ট।

١٩٤(١)- ثنا ابو بكر النيسابورى نا احمد بن منصور ثنا ابو صالح نا الليث عن يعقوب بن ابراهيم الانصارى عن عبد ربه بن سعيد عن ابيه عن عروة بن الزبير عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَمُرُّ بِهِ الْهِرُّ فَيُصْغِىْ لَهَا الاِنَاءَ فَتَشْرَبُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ بِفَضْلِهَا قال ابو بكر يعقوب هذا ابو يوسف القاضى وعبد ربه هو عبد ربه هو عبد الله بن سعيد المقبرى وهو ضعيف .

১৯৪(১)। আবু বাক্‌র আন- নায়সাপুরী (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট দিয়ে বিড়াল যাতায়াত করতো। তিনি তার জন্য পাত্র কাত করে ধরতেন এবং সেটি পানি পান করতো। অতঃপর তিনি এর অবশিষ্ট পানি দিয়ে উযু করতেন। আবু বাক্‌র বলেন, এই ইয়া'কূব হলেন আবু ইউসুফ আল-কাযী। আর এই আবদে রব্বিহী হলেন আবদুল্লাহ ইবনে সাঈদ আল-মাকবূরী এবং তিনি হাদীসশাস্ত্রে দুর্বল।

١٩٥ (٢)- ثنا ابو بكر النيسابورى نا محمد بن يحى انا وهب بن جرير نا هشام عن محمد عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ فِى سُؤْرِ الْهِرِّ يُهْرَاقُ وَيُغْسَلُ الاَنَاءُ مَرَّةً اَوْ مَرَّتَيْنِ موقوف .

১৯৫(২)। আবু বাক্‌র আন-নায়সাপুরী (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বিড়ালের উচ্ছিষ্ট সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তা ফেলে দিতে হবে এবং পাত্রটি একবার অথবা দুইবার ধৌত করতে হবে। এটি মাওকূফ হাদীস।

١٩٦ (٣)- ثنا ابوبكر نا محمد بن يحى نا عبد الرزاق نا هشام بن حسان عن محمد عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ اِذَا وَلَغَ الْهِرُّ فِى الاَنَاءِ فَاَهْرِقْهُ وَاَغْسِلْهُ مَرَّةً .

১৯৬(৩)। আবু বাক্‌র (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বিড়াল সম্পর্কে বলেন, তা পাত্রে মুখ দিলে এর মধ্যকার জিনিস ফেলে দাও এবং পাত্রটি একবার ধৌত করো।

١٩٧ (٤)- ثنا ابو بكر نا محمد بن يحى نا عبد الرزاق معمر عن ايوب عن ابن سيرين عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ فِى الْهِرِّ يَلِغُ فِى الاَنَاءِ قَالَ اغْسِلْهُ مَرَّةً وَاهْرِقْهُ .

১৯৭(৪)। আবু বাক্‌র (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বিড়াল সম্পর্কে বলেন, তা পাত্রে মুখ দিলে এর মধ্যকার জিনিস ফেলে দাও এবং পাত্রটি একবার ধৌত করো।

١٩٨ (٥)- ثنا ابو بكر نا ابراهيم الحربى وثنا جعفر بن محمد الواسطى نا موسى بن اسحاق قالانا ابو بكر بن ابى شيبة نا اسماعيل بن علية عن ليث عن عطاء عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ فِى السِّنَّوْرِ اِذَا وَلَغَتْ فِى الاَنَاءِ يَغْسِلُهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ليث بن ابى سليم ليس بحافظ وهذا موقوف ولا يصح عن ابى هريرة هذا اشبه انه من قول عطاء .

১৯৮(৫)। আবু বাক্‌র (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বিড়াল সম্পর্কে বলেন, এটি পাত্রে মুখ দিলে তা সাতবার ধৌত করতে হবে। লাইছ ইবনে আবু সুলাইম হাদীসের হাফেজ নন এবং এটি মাওকূফ হাদীস। এটিকে আবু হুরায়রা (রা)-র বক্তব্য বলা সঠিক নয়। এটি আতা (র)-এর উক্তি হওয়াই অধিক সংগতিপূর্ণ।

١٩٩ (٦)- قال جعفر نا موسى قال وثنا جعفر بن محمد الواسطى ثنا موسى بن اسحاق ثنا ابو بكر نا وكيع عن الحسن بن على قال سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُوْلُ فِى الْهِرِّ يَلِغُ فِى الاَنَاءِ قَالَ يَغْسِلُهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ .

১৯৯(৬)। জা'ফার (র).... আল-হাসান ইবনে আলী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আতা (র)-কে বলতে শুনেছি, বিড়াল পাত্রে মুখ দিলে তা সাতবার ধৌত করতে হবে।

٢٠٠(٧)- وثنا ابو بكر نا غندر ثنا هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب قَالَ يَغْسِلُهُ مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلاَثَةً .

২০০(৭)। আবু বাক্‌র (র)... সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, পাত্রটি দুই অথবা তিনবার ধৌত করতে হবে।

٢٠١(٨)- نا ابو بكر النيسابورى نا حماد بن الحسن وبكار بن قتيبة قالا نا ابو عاصم نا قرة ابن خالد نا محمد بن سيرين عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ طُهُوْرُ الاْنَاءِ اِذَا وَلَغَ فِيْهِ الْكَلْبُ يُغْسَلُ سَبْعَ مَرَّاتٍ الْاُوْلٰى بِالتُّرَابِ وَالْهِرُّ مَرَّةً اَوْ مَرَّتَيْنِ قرة يشك قال ابوبكر كذا رواه ابو عاصم مرفوعًا ورواه غيرهُ عَنْ قُرَّةَ وُلُوْغُ الْكَلْبِ مَرْفُوْعًا وَوُلُوْغُ الْهِرِّ مَوْقُوْفًا .

২০১(৮)। আবু বাক্‌র আন-নায়সাপুরী (র)... আবু হুরায়ারা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কুকুর পাত্রে মুখ দিলে পরিষ্কার করার নিয়ম এই যে, তা সাতবার ধৌত করতে হবে এবং প্রথমবার মাটি দিয়ে ঘষতে হবে। আর বিড়ালের ক্ষেত্রে একবার বা দুইবার ধৌত করতে হবে। রাবী কুররা (র) সন্দেহে পতিত হয়েছেন। আবু বাক্‌র (র) বলেন, হাদীসটি আবু আসেম এভাবে মারফূরূপে বর্ণনা করেছেন। অন্যরা রাবী কুররা (র) থেকে কুকুর পাত্রে মুখ দেওয়ার হাদীসটি মারফুরূপে এবং বিড়াল পাত্রে মুখ দেওয়ার হাদীসটি মাওকূফরূপে বর্ণনা করেছেন।

٢٠٢(٩)-ثنا ابو بكر نا احمد بن يوسف السلمى وابراهيم بن هانىء قالا نا مسلم بن ابراهيم نا قرة عن محمد بن سيرين عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ فِى الْهِرِّ يَلِغُ فِى الاْنَاءِ قَالَ اغْسِلْهُ مَرَّةً اَوْ مَرَّتَيْنِ وكذلك رواه ايوب عن محمد عن ابى هريرة موقوفًا .

২০২(৯)। আবু বাক্‌র (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিড়াল পাত্রে মুখ দিলে তা একবার অথবা দুইবার ধৌত করো। অনুরূপভাবে আইয়ুব (র) মুহাম্মাদ থেকে, তিনি আবু হুরায়রা (রা) থেকে হাদীসটি মাওকূফরূপে বর্ণনা করেছেন।

٢٠٣(١٠)- ثنا ابو بكر النيسابورى ثنا علان بن المغيرة نا ابن ابن مريم نا يحى بن ايوب اخبرنى خير بن نعيم عن ابى الزبير عن ابى صالح عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ يُغْسَلُ الاْنَاءُ مِنَ الْهِرِّ كَمَا يُغْسَلُ مِنَ الْكَلْبِ هذا موقوف ولا يثبت عن ابى هريرة ويحى بن ايوب فى بعض احاديثه اضطراب .

২০৩(১০)। আবু বাক্‌র আন-নায়সাপুরী (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিড়াল পাত্রে মুখ দিলে তা ধৌত করতে হবে, যেমন কুকুর পাত্রে মুখ দিলে তা ধৌত করতে হয়। এটি মাওকূফ হাদীস এবং আবু হুরায়রা (রা) থেকে এটি প্রমাণিত নয়। ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে আইয়ুব (র)-এর কোন কোন হাদীসে ইযতিরাব (গড়মিল) রয়েছে।

٢٠٤ (١١)- ثنا على بن محمد المصرى نا روح بن الفرج نا سعيد بن عفير نا يحى بن ايوب عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن ابى صالح عن ابى هريرة قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُغْسَلُ الاِنَاءُ مِنَ الْهِرِّ كَما يُغْسَلُ مِنَ الْكَلْبِ لا يثبت هذا مرفوعًا والمحفوظ من قول ابى هريرة واختلف عنه .

২০৪(১১)। আলী ইবনে মুহাম্মাদ আল-মিসরী (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : বিড়াল পাত্রে মুখ দিলে তা ধৌত করতে হবে, যেমন কুকুর পাত্রে মুখ দিলে তা ধৌত করতে হয়। হাদীসটি মারফূরূপে বর্ণিত হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত নয়। এটি আবু হুরায়রা (রা)-এর উক্তি হওয়াই যথার্থ এবং তার থেকে এটি বর্ণনায় রাবীদের মতানৈক্য হয়েছে।

٢٠٥ (١٢)- ثنا المحاملى نا الصاعانى نا ابن عفير باسناده مِثْلَهُ موقوفًا .

২০৫(১২)। আল-মুহামিলী (র)... ইবনে উফাইর (র) থেকে তার সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ মাওকূফ হিসাবে বর্ণিত হয়েছে।

٢٠٦ (١٣)- ثنا ابو بكر النيسابورى نا ابو الازهر نا على بن عاصم نا ليث بن ابى سليم عن عطاء عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اِذَا وَلَغَ السِّنَّوْرُ فِى الاِنَاءِ غُسِلَ سَبْعَ مَرَّاتٍ موقوف لا يثبت وليث سىء الحفظ .

২০৬(১৩)। আবু বাক্‌র আন-নায়সাপুরী (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিড়াল পাত্রে মুখ দিলে তা সাতবার ধৌত করতে হবে। হাদীসটি মাওকূফ এবং প্রমাণিত নয়। লাইছ (র)-এর স্মরণশক্তি ত্রুটিপূর্ণ।

٢٠٧ (١٤)- نا ابو بكر نا ابراهيم الحربى نا ابو بكر يعنى ابن ابى شيبة نا ابن علية عن ليث بِهٰذَا مِثْلَهُ .

২০৭(১৪)। আবু বাক্‌র (র)... লাইছ (র) থেকে এই সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٢٠٨ (١٥)- نا ابو بكر نا ابو الازهر نا عبد الرزاق انا معمر وابن جريج عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ الْهِرَّ مِثْلَ الْكَلْبِ يُغْسَلُ سَبْعًا قال ونا ابن جريج قال قلت لعطاء اَلْهِرُّ؟ قَالَ هِىَ بِمَنْزِلَةِ الْكَلْبِ اَوْ شَرٌّ مِنْهُ .

২০৮(১৫)। আবু বাক্‌র (র)... ইবনে তাউস (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বিড়ালকে কুকুরের অনুরূপ গণ্য করতেন এবং পাত্র সাতবার ধৌত করতে হবে। মা'মার (র) বলেন, ইবনে জুরাইজ বলেছেন, আমি আতা (র)-কে বললাম, বিড়ালের বিষয়টি কিরূপ? তিনি বলেন, বিড়াল কুকুরের সমতুল্য, এর চেয়েও নিকৃষ্ট।

٢٠٩ (١٦)- نا ابو بكر نا هلال بن العلاء ثنا ابى وعبد الله بن جعفر ح وثنا ابو بكر نا سليمان بن شعيب نا على بن معبد قالوا نا عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم عَنْ مُجَاهِدٍ اَنَّهُ قَالَ فِى الاِنَاءِ تَلِغُ فِيهِ السِّنُّوْرُ قَالَ اغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ .

২০৯(১৬)। আবু বাক্‌র (র)... মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিড়াল পাত্রে মুখ দিলে তা সাতবার ধৌত করো।

٢١٠ (١٧)- نا الحسين بن اسماعيل نا زياد بن ايوب نا ابن ابى زائدة نا حارثة بن محمد عن عمرة عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَتَوَضَّأُ اَنَا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنَ اِنَاءٍ وَاحِدٍ وَقَدْ اَصَابَتْ مِنْهُ الْهِرَّةُ قَبْلَ ذَالِكَ .

২১০(১৭)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও রাসূলুল্লাহ ﷺ একই পাত্রের পানি দিয়ে একত্রে উযু করতাম যা থেকে বিড়াল ইতিপূর্বে পান করেছে।

٢١١ (١٨)- نا الحسين بن اسماعيل نا محمد بن ادريس ابو حاتم الرازى نا عمرو بن عون نا قيس بن الربيع عن الهيثم يعنى الصراف عن حارثة عن عمرة عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَغْتَسِلُ اَنَا وَالنَّبِىُّ ﷺ مِنْ اِنَاءٍ قَدْ اَصَابَتْ مِنْهُ الْهِرَّةُ قَبْلَ ذَالِكَ .

২১১(১৮)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও রাসূলুল্লাহ ﷺ একই পাত্রের পানি দিয়ে একত্রে গোসল করতাম, যার পানি বিড়াল ইতিপূবে পান করেছে।

٢١٢ (١٩)- نا الحسين بن اسماعيل نا محمد بن ادريس ابو حاتم نا محمد بن عبد الله بن ابى جعفر الرازى نا سليمان بن مسافع الحجبى عن منصور بن صفية عن امه عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ هِىَ كَبَعْضِ اَهْلِ الْبَيْتِ يَعْنِى الْهِرَّ .

২১২(১৯)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : বিড়াল অপবিত্র নয়। এটি পরিবারের সদস্যের অন্তর্ভুক্ত বা অনুরূপ।

٢١٣(٢٠)- نا الحسين ثنا الرمادى نا يحى بن بكير نا الدراوردى عن داود بن صالح بن دينار عن امه عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ هِرَّةً اَكَلَتْ مِنْ هَرِيْسَةٍ فَاَكَلَتْ عَائِشَةُ مِنْهَا وَقَالَتْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ بِفَضْلِهَا رفعه الدراوردى عن داود بن صالح ورواه عنه هشام بن عروة ووقفه على عائشة .

২১৩(২০)। আল-হুসাইন (র)...আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। একটি বিড়াল হারীসা (গোশ্‌ত ও আটার সমন্বয়ে তৈরী খাদ্য) খেলো। তারপর তা থেকে আয়েশা (রা)-ও খেলেন এবং বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বিড়ালের মুখ দেয়া পানি দিয়ে উযু করতে দেখেছি। আদ-দারাওয়ারদী হাদীসটি দাউদ ইবনে সালেহ থেকে মারফূরূপে বর্ণনা করেছেন। হিশাম ইবনে উরওয়া তার থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, তবে আয়েশা (রা)-র বক্তব্য হিসাবে।

٢١٤(٢١)-ثنا الحسين نا محمد بن اسحاق نا محمد بن عمر نا عبد الحميد بن عمران بن ابى انس عن ابيه عن عروة عن عائشة عن النبى ﷺ قال وحدثنا عبد الله بن ابى يحى عن سعيد بن ابى هند عن عروة عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ كَانَ يُصْغِيْ اِلَى الْهِرَّةِ الْاِنَاءَ حَتّٰى تَشْرَبَ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ بِفَضْلِهَا .

২১৪(২১)। আল হুসাইন (র).... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বিড়ালের সামনে পানির পাত্র কাত করে ধরতেন এবং এটি তার পানি পান করতো। তারপর তিনি অবশিষ্ট পানি দিয়ে উযু করতেন।

٢١٥(٢٢)- نا الحسين بن اسماعيل نا احمد بن اسماعيل السهمى نا مالك وثنا الحسين نا يوسف بن موسى نا اسحاق بن عيسى نا مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابى طلحة عن حميدة بنت عبيد عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَتْ تَحْتَ اِبْنِ اَبِيْ قَتَادَةَ اَنَّ اَبَا قَتَادَةَ الْاَنْصَارِيَّ دَخَلَ فَسَكَبَتْ لَهُ وَضُوْءًا فَجَاءَتْ هِرَّةٌ لِتَشْرَبَ مِنْهُ فَاَصْغٰى لَهَا اَبُوْ قَتَادَةَ الْاِنَاءَ حَتّٰى شَرِبَتْ قَالَ فَرَاٰنِيْ اَنْظُرُ اِلَيْهِ قَالَ اَتَعْجَبِيْنَ يَا ابْنَةَ اَخِيْ؟ قَالَتْ قُلْتُ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجِسٍ اِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِيْنَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ .

২১৫(২২)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... কা‘ব ইবনে মালেক (রা) র-কন্যা কাবশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আবু কাতাদা (রা) -এর পুত্রবধূ ছিলেন। আবু কাতাদা আল-আনসারী (রা) এলে তিনি তাকে উযুর পানি দিলেন। একটি বিড়াল পানি পান করতে এলে আবু কাতাদা (রা) পাত্রটি এর সামনে কাত করে ধরলেন এবং সেটি পানি পান করলো। রাবী বলেন, তিনি দেখলেন যে, আমি তার দিকে তাকিয়ে আছি।

তিনি বলেন, হে ভাইঝি! তুমি কি আশ্চর্য হচ্ছো! তিনি বলেন, আমি বললাম, হাঁ। তারপর তিনি বলেন, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : বিড়াল নাপাক প্রাণী নয়। এটা তোমাদের আশেপাশে বিচরণকারী।

٢١٦(٢٣)- نا الحسين بن اسماعيل نا الحسين بن محمد نا مسعدة بن اليسع عن جعفر بن محمد عن ابيه ان عَلِيًّا سُئِلَ عَنْ سُوْرِ السِّنُّوْرِ فَقَالَ هِيَ مَنَ السِّبَاعِ وَلاَ بَأْسَ بِهِ .

২১৬(২৩)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র).... জা'ফার ইবনে মুহাম্মাদ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। আলী (রা)-কে বিড়ালের উচ্ছিষ্ট সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, এটি হিংস্র, কিন্তু ক্ষতিকর নয়।

٢٤-بَابُ التَّسْمِيَّةِ عَلَى الْوُضُوْءِ

২৪-অনুচ্ছেদ : উযুর প্রারম্ভে বিসমিল্লাহ বলা।

٢١٧(١)- نا محمد بن مخلد واسماعيل بن محمد الصفار قالا نا احمد بن منصور نا عبد الرزاق نا معمر عن ثابت وقتادة عَنْ اَنَسٍ قَالَ نَظَرَ اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَضُوْءًا وَلَمْ يَجِدُوْا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ هَاهُنَا مَاءُ فَاَتَى بِهِ فَرَاَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَضَعَ يَدَهُ فِي الْاِنَاءِ الَّذِيْ فِيْهِ الْمَاءُ ثُمَّ قَالَ تَوَضَّؤُا بِسْمِ اللّٰهِ فَرَاَيْتُ الْمَاءَ يَفُوْرُ مِنْ بَيْنِ اَصَابِعِهِ وَالْقَوْمُ يَتَوَضُّؤُنَ حَتَّى فَرَغُوْا مِنْ اٰخِرِهِمْ قَالَ ثَابِتُ قُلْتُ لِاَنَسٍ كَمْ تَرَاهُمْ كَانُوْا ؟ قَالَ نَحْوًا مِنْ سَبْعِيْنَ رَجُلاً .

২১৭(১)। মুহাম্মাদ ইবনে মাখলাদ (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীগণ উযুর পানি তালাশ করলেন, কিন্তু পাননি। নবী ﷺ বললেন : এখানে কি পানি আছে? তার নিকট পানি আনা হলো। আমি নবী ﷺ-কে পানির পাত্রটিতে হাত রাখতে দেখলাম, অতঃপর তিনি বলেন : তোমরা বিসমিল্লাহ বলে উযু করো। আমি দেখলাম, তার আঙ্গুলগুলোর মাঝখান দিয়ে পানির ফোয়ারা ছুটছে এবং লোকজন উযু করছে। শেষ পর্যন্ত তাদের সর্বশেষ ব্যক্তিও উযু করলো। ছাবেত (র) বলেন, আমি আনাস (রা)-কে বললাম, অপনার দৃষ্টিতে তারা কতজন ছিলেন? তিনি বলেন, প্রায় সত্তরজন।

٢١٨(٢)- نا ابن صاعد نا محمود بن محمد ابو يزيد الظفري نا ايوب بن النجار عن يحي ابن ابي كثير عن ابي سلمة عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا تَوَضَّاَ مَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ وَمَا صَلَّى مَنْ لَمْ يَتَوَضَّاَ وَمَا اٰمَنَ بِيْ مَنْ لَمْ يُحِبُّنِيْ وَمَا اَحَبَّنِيْ مَنْ لَمْ يُحِبُّ الْاَنْصَارَ .

২১৮(২)। ইবনে সায়েদ (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি বিসমিল্লাহ বলেনি সে উযু করেনি। আর যে ব্যক্তি উযু করেনি তার নামায হয়নি। আর যে ব্যক্তি আমাকে ভালোবাসেনি সে আমার উপর ঈমান আনেনি। যে ব্যক্তি আনসারদের ভালোবাসে না সে আমাকে ভালোবাসে না।

٢١٩(٣)- ثنا احمد بن موسى بن العباس بن مجاهد المقرى نا احمد بن منصور نا ابو عامر نا كثير بن زيد نا رُبَيْحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ اَبِى سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَ وُضُوْءَ لِمَنْ لَّمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ .

২১৯(৩)। আহ্‌মাদ ইবনে মূসা (র)... রুবায়হ্ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আবু সাঈদ (র) থেকে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি উযুর প্রারম্ভে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করেনি তার উযু হয়নি।

٢٢٠(٤)- ثنا عثمان بن احمد الدقاق نا محمد بن عبيد الله بن المنادى نا ابو بدر نا حارثة بن محمد ونا احمد بن على بن العلاء نا ابو عبيدة بن ابى السفر نا ابو غسان نا جعفر الاحمر عن حارثة بن ابى الرجال عن عمرة عن عائشة قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اذَا مَسَّ طُهُوْرَهُ يُسَمِّى اللّٰهَ وَقَالَ ابُوْ بَدْرٍ كَانَ يَقُوْمُ اِلَى الْوُضُوْءِ فَيُسَمِّى اللّٰهَ ثُمَّ يُفْرِغُ الْمَاءَ عَلَى يَدَيْهِ .

২২০(৪)। উসমান ইবনে আহ্‌মাদ আদ-দাক্‌কাক (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ উযুর প্রারম্ভে আল্লাহ্‌র নাম নিতেন, রাবী আবু বদর-এর বর্ণনায় আছে : রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন উযু করতে উঠতেন, তখন আল্লাহ্‌র নাম নিতেন, তারপর তাঁর দুই হাতে পানি ঢালতেন।

٢٢١(٥)- نا ابو بكر النيسابورى نا ابو الازهر نا ابن ابى فديك ويحى بن صاعد نا سلمة ابن شبيب نا ابن ابى فديك نا عبد الرحمن بن حرملة عَنْ اَبِىْ ثِقَالٍ الْمَرِىِّ اَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَبَاحَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ سُفْيَانَ بْنِ حُوَيْطِبٍ يَقُوْلُ اَخْبَرَتْنِىْ جَدَّتِىْ عَنْ اَبِيْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لاَ وَضُوْءَ لَهُ وَلاَ وَضُوْءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَلاَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِىْ وَلاَ يُؤْمِنُ بِىْ مَنْ لَّمْ يُحِبُّ الاَنْصَارَ قَالَ ابن صاعد يقال ان اباها سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل .

২২১(৫)। আবু বাক্‌র আন-নায়শাপুরী (র)... আবু ছিকাল আল-মুররী (র) বলেন, আমি রাবাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবু সুফিয়ান ইবনে হুওয়াইতিব (র)-কে বলতে শুনেছি, আমার দাদী তার পিতার সূত্রে আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি উযু করেনি তার নামায হয়নি। যে ব্যক্তি উযুর প্রারম্ভে আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ করেনি তার উযু হয়নি। যে ব্যক্তি আমার উপর ঈমান আনেনি সে আল্লাহ্‌র উপরও ঈমান আনেনি। যে ব্যক্তি আনসারদের ভালোবাসে না সে আমার উপর ঈমান আনেনি। ইবনে সায়েদ বলেন, তার দাদীর পিতার নাম সাঈদ ইবনে যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফাইল।

٢٢٢(٦)- ثنا المحاملى ومحمد بن القاسم بن زكريا قالا نا هارون بن اسحاق نا ابن ابى فديك باسْنَاده مثْلَهُ .

২২২(৬)। আল-মুহামিলী (র)... ইবনে আবু ফুদাইক (র) থেকে তার সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে।

٢٢٣(٧)- ثنا ابو حامد محمد بن هارون الحضرمى نا نصر بن على نا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن حرملة عن ابى ثفال عن رباح بن عبد الرحمن بن ابى سفيان بن حويطب انه سمع جدته تحدث عن ابيها اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ صَلاَةَ الاَّ بِوُضُوْءٍ وَلاَ وُضُوْءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَلاَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ مَنْ لاَ يُؤْمِنُ بِىْ وَلاَ يُؤْمِنُ بِىْ مَنْ لاَ يُحِبُّ الاَنْصَارَ .

২২৩(৭)। আবু হামেদ মুহাম্মাদ ইবনে হারূন আল-হাদরামী (র)... রাবাহ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আবু সুফিয়ান ইবনে হুওয়াইতিব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি তার দাদীকে তার পিতার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : উযু ব্যতীত নামায হয় না। আর যে ব্যক্তি উযুর প্রারম্ভে আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ করেনি তার উযু হয়নি। যে ব্যক্তি আমার উপর ঈমান আনেনি সে আল্লাহর উপরও ঈমান আনেনি। যে ব্যক্তি আনসারদের ভালোবাসে না সে আমার উপর ঈমান আনেনি।

٢٢٤(٨)- ثنا محمد بن مخلد نا ابن زنجويه ابو بكر نا عفان نا وهيب نا عبد الرحمن بن حرملة انه قال سمع ابا ثقال يقول سمعت رَبَاحَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ ابى سفيان بن حويطب يقول حدثنى جدتتنى انها سمعت اباها يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لاَ وُضُوْءَ لَهُ وَلاَ وُضُوْءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اللّٰهَ عَلَيْهِ الحديث .

২২৪(৮)। মুহাম্মাদ ইবনে মাখলাদ (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি উযু করেনি তার নামায হয়নি, আর যে ব্যক্তি উযুর প্রারম্ভে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করেনি তার উযু হয়নি (আল-হাদীস)।

٢٢٥(٩)- ثنا ابن مخلد نا ابن زنجويه نا اصبغ بن الفرج نا ابن وهب اخبرنى يعقوب بن عبد الرحمن ان عبد الرحمن بن حرملة حدثه عن ابى ثفال المرى عن رباح بن عبد الرحمن عن جدته انها سمعت اباها سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لاَ وُضُوْءَ لَهُ وَلاَ وُضُوْءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ .

২২৫(৯)। ইবনে মাখলাদ (র)...সাঈদ ইবনে যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফাইল(রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি উযু করেনি তার নামায হয়নি এবং যে ব্যক্তি উযুর প্রারম্ভে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করেনি তার উযু হয়নি।

٢٢٦(١٠)- ثنا ابن مخلد نا ابراهيم الحربى نا مسدد نا بشر بن المفضل عن ابن حرملة بِاسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

২২৬(১০)। ইবনে মাখলাদ (র)... ইবনে হারমালা (র) থেকে তার সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে।

٢٢٧(١١)- ثنا الحسن بن احمد بن ابى الشوك نا الحسن بن مكرم نا يحى بن هاشم وثنا محمد ابن عبد اللّٰه بن ابراهيم نا محمد بن غالب وثنا عثمان بن احمد الدقاق نا اسحاق بن ابراهيم بن سنين قالا نا يحى بن هاشم نا الاعمش عن شقيق عن عبد اللّٰه قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا تَطَهَّرَ اَحَدُكُمْ فَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ فَاِنَّهُ يُطَهِّرُ جَسَدَهُ كُلَّهُ وَاِنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ فِىْ طُهُوْرِهِ لَمْ يَطَهَّرْمِنْهُ اِلاَّ مَا مَرَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ فَاِذَا فَرَغَ مِنْ طُهُوْرِهِ فَلْيَشْهَدْ اَن لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ فَاِذَا قَالَ ذَالِكَ فُتِحَتْ لَهُ اَبْوَابُ السَّمَاءِ

يحى ابن هاشم ضعيف .

২২৭(১১)। আল-হাসান ইবনে আহ্‌মাদ ইবনে আবুশ-শাওক (র)... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : তোমাদের কেউ উযু করলে সে যেন আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে। তা তার সমস্ত শরীরকে পবিত্র করে দিবে। আর সে যদি উযুর প্রারম্ভে আল্লাহ্‌কে স্মরণ না করে তাহলে উযুর দ্বারা কেবল তার উযুর অঙ্গগুলোই পবিত্র হবে। উযুশেষে সে যেন তাশাহ্‌হুদ পড়ে : "আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু (আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল)। সে এটা বললে তার জন্য আকাশের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়। ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে হাশেম হাদীসশাস্ত্রে দুর্বল।

٢٢٨(١٢)-ثنا محمد بن مخلد نا ابو بكر محمد بن عبد الملك الزهيرى نا مرداس بن محمد ابن عبد الله بن ابى بردة نا محمد بن ابان عن ايوب بن عائذ الطائى عن مجاهد عن ابى هريرة قال قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَوَضَّاَ وَذَكَرَ اسْمَ اللّٰهِ تَطَهَّرَ جَسَدُهُ كُلُّهُ وَمَنْ تَوَضَّا وَلَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ لَمْ يَتَطَهَّرْ اِلاَّ مَوْضِعَ الْوَضُوْءِ .

২২৮(১২)। মুহাম্মাদ ইবনে মাখলাদ (র)...আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি উযু করলো এবং আল্লাহ্‌কে স্মরণ করলো, তার সমস্ত শরীর পবিত্র হয়ে গেলো। আর যে ব্যক্তি উযু করলো কিন্তু আল্লাহ্‌কে স্মরণ করলো না, সে কেবল তার উযুর অঙ্গ কয়টি পবিত্র করলো।

٢٢٩(١٣)- ثنا احمد بن محمد بن زياد نا محمد بن غالب نا هشام بن بهرام نا عبد الله بن حكيم عن عاصم بن محمد عن نَافِعٍ عن ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَوَضَّاَ فَذَكَرَ اسْمَ اللّٰهِ عَلَى وُضُوْئِهِ كَانَ طُهُوْراً لِجَسَدِهِ قَالَ وَمَنْ تَوَضَّاَ وَلَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ عَلَى وَضُوْئِهِ كَانَ طُهُوْراً لاَعْضَائِهِ .

২২৯(১৩)। আহ্‌মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে যিয়াদ (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি উযু করলো এবং তার উযুতে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করলো, তা তার সমস্ত দেহকে পবিত্র করে দিল। আর যে ব্যক্তি উযু করলো কিন্তু তার উযুতে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করলো না, তাতে শুধু তার অঙ্গসমূহই পবিত্র হলো।

٢٥-بَابُ الْوُضُوْءِ بِالنَّبِيْذِ

২৫-অনুচ্ছেদ : নাবীয দ্বারা উযু করা।

٢٣٠(١)- ثنا عثمان بن احمد الدقاق نا ابو القاسم يحى بن عبد الباقى نا المسيب بن واضح نا مبشر بن اسماعيل الحلبى عن الاوزاعى عن يحى بن ابى كثير عن عكرمة عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلنَّبِيْذُ وَضُوْءٌ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ قَالَ اَبُوْ مُحَمَّدٍ يَعْنِىْ اَلَّذِىْ لاَ يُسْكِرُ كذا قَالَ ووهم فيه المسيب بن واضح فى موضعين فى ذكر ابن عباس وفى ذكر النبى ﷺ وقد اختلف فيه على المسيب .

২৩০(১)। উসমান ইবনে আহ্‌মাদ আদ-দাক্‌কাক (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি পানি পায়নি সে নাবীয (খেজুর ভিজানো পানি) দিয়ে উযু করতে

পারে। আবু মুহাম্মাদ বলেন, অর্থাৎ যে নাবীযে মাদকতা আসেনি। এমনি আরো বলেছেন, আল-মুসায়্যাব ইবনে ওয়াদেহ হাদীসের দুই স্থানে ইবনে আব্বাস ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে অনুমানের ভিত্তিতে উল্লেখ করেছেন। এ ব্যাপারে আল-মুসায়্যাব থেকে মতানৈক্য করা হয়েছে (যথার্থ কথা হলো, এটি ইকরিমার বক্তব্য)।

٢٣١ (٢)- فحدثنا به محمد بن المظفر نا محمد بن محمد بن سليمان نا المسيب بِهَذَا الأَسْنَادِ مَوْقُوْفًا غَيْرُ مَرْفُوْعٍ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ والمحفوظ انه من قول عكرمة غير مرفوع الى النبى ﷺ ولا الى ابن عباس والمسيب ضعيف .

২৩১(২)। মুহাম্মাদ ইবনুল মুজাফ্‌ফার (র)... আল-মুসায়্যাব (র) থেকে এই সূত্রে হাদীসটি মাওকূফরূপে বর্ণিত। এটি নবী ﷺ-এর বক্তব্য নয়। যথার্থ কথা হলো, এটি ইকরিমা (র)-এর বক্তব্য, নবী ﷺ-এর হাদীস নয় এবং ইবনে আব্বাস (রা)-এর উক্তিও নয়। আর মুসায়্যাব হাদীসশাস্ত্রে দুর্বল।

٢٣٢ (٣)- ثنا احمد بن محمد بن زياد نا ابراهيم الحربى نا الحكم بن موسى نا هقل عن الاوزاعى عَنْ يَحْىَ بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ قَالَ قَالَ عِكْرَمَةُ اَلنَّبِيْذُ وَضُوْءٌ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ .

২৩২(৩)। আহ্‌মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে যিয়াদ (র)... ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে আবু কাসীর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইকরিমা (র) বলেছেন, যে ব্যক্তি নাবীয ব্যতীত অন্য পানি পায়নি সে তা দিয়ে উযু করতে পারে।

٢٣٣ (٤)- ثنا محمد بن مخلد العطار نا عبد الله بن احمد بن حنبل نا ابى نا الوليد بن مسلم نا الاوزاعى عن يحى بن ابى كثير عن عكرمة قَالَ النَّبِيْذُ وَضُوْءٌ اِذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ قَالَ الاَوْزَاعِيُ اِنْ كَانَ مُسْكِرًا فَلاَ يَتَوَضَّأُ بِهِ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ اَبِىْ كُلُّ شَيْءٍ تَحَوَّلَ عَنْ اِسْمِ الْمَاءِ لاَ يُعْجِبُنِىْ اَنْ يُتَوَضَّأَبِهِ وَيُتَيَمَّمُ اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ اَنْ يُتَوَضَّأَ بِالنَّبِيْذِ .

২৩৩(৪)। মুহাম্মাদ ইবনে মাখলাদ আল-আত্তার (র)... ইকরিমা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি নাবীয ব্যতীত পানি পায়নি সে তা দিয়ে উযু করতে পারে। আল-আওযাঈ (র) বলেন, তাতে মাদকতা এসে গেলে তা দিয়ে উযু করা যাবে না। আবদুল্লাহ ইবনে আহ্‌মাদ (র) বলেন, আমার পিতা বলেছেন, যে কোন জিনিসের মধ্য থেকে পানির বৈশিষ্ট্য পরিবর্তিত হয়ে গেলে তা দিয়ে উযু করা আমার মতে পছন্দনীয় নয়। আর আমার মতে নাবীয দ্বারা উযু করার পরিবর্তে তায়াম্মুম করাই উত্তম।

٢٣٤ (٥)- ثنا ابو سهل بن زياد نا ابراهيم الحربى نا ابو نعيم نا شيبان عن يحى عن عكرمة قَالَ اَلْوَضُوْءُ بِالنَّبِيْذِ اِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ .

২৩৪(৫)। আবু সাহ্‌ল ইবনে যিয়াদ (র)... ইকরিমা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন ব্যক্তি পানি না পেলে নাবীয দিয়ে উযু করতে পারে।

٢٣٥ (٦)- نا جعفر بن محمد الواسطى نا موسى بن اسحاق نا ابو بكر بن ابى شيبة نا يحى ابن سعيد عن على بن المبارك عن يحى بن ابى كثير عن عكرمة قَالَ اَلنَّبِيْذُ وَضُوْءٌ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ .

২৩৫(৬)। জা'ফার ইবনে মুহাম্মদ আল-ওয়াসিতী (র)... ইকরিমা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি পানি পায়নি সে নাবীয দিয়ে উযু করতে পারবে।

٢٣٦ (٧)- نا ابو سهل بن زياد نا ابراهيم الحربى نا عبد الله بن عمر نا ابو تميلة بن عيسى ابن عبيد قَالَ سَمِعْتُ عِكْرَمَةَ وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ لاَ يَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ قَالَ يَتَوَضَّأُ بِالنَّبِيْذِ .

২৩৬(৭)। আবু সাহল ইবনে যিয়াদ (রা)... ঈসা ইবনে উবায়েদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইকরিমা (র)-কে বলতে শুনেছি যখন তাকে এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো—যে পানি ব্যবহার করতে অক্ষম সে নাবীয দ্বারা উযু করবে।

٢٣٧ (٨)- حدثنا ابو سهل نا ابراهيم الحربى نا محمد بن سناد نا ابو بكر الحنفى نا عبد الله ابن محرر عن قتادة عن عكرمة عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَلنَّبِيْذُ وَضُوْءٌ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ . ابن محرر متروك الحديث .

২৩৭(৮)। আবু সাহ্‌ল (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি পানি পায়নি সে নাবীয দ্বারা উযু করবে। ইবনে মুহাররির পরিত্যক্ত রাবী।

٢٣٨ (٩)-نا عبد الباقى بن قانع نا السرى بن سهل الجنديسابورى نا عبد الله بن رشيد نا ابو عبيدة مجاعة عن ابان عن عكرمة عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا لَمْ يَجِدْ اَحَدُكُمْ مَاءً وَوَجَدَ النَّبِيْذَ فَلْيَتَوَضَّأْ بِهِ ابان هو ابن ابى عياش متروك الحديث ومجاعة ضعيف والمحفوظ اَنَّهُ راى عكرمة غير مرفوع .

২৩৮(৯)। আবদুল বাকী ইবনে কানে' (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যদি পানি না পায় এবং নাবীয পায়, তাহলে সে যেন নাবীয দিয়ে উযু করে। আবান হলেন আবু আয়্যাশের পুত্র। তিনি প্রত্যাখ্যাত রাবী। আর মুজাআ হলেন দুর্বল রাবী। সঠিক হলো, ইকরিমা (র) হাদীসটি মারফূরূপে বর্ণনা করেননি।

٢٣٩(١٠)- ثنا ابو الحسن المصرى على بن محمد الواعظ نا ابو الزنباع روح بن الفرج نا يحى بن بكير نا ابن لهيعة حدثنى قيس بن الحجاج عن حنش عن ابن عباس عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّهُ وَضَّاَ النَّبِىَّ ﷺ لَيْلَةَ الْجِنِّ بِنَبِيْذٍ فَتَوَضَّاَ بِهِ وَقَالَ شَرَابٌ طَهُوْرٌ . ابن لهيعة لا يحتج بحديثه وَقِيْلَ اِنَّ ابْنَ مَسْعُوْدٍ لَمْ يَشْهَدْ مَعَ النَّبِىَّ ﷺ لَيْلَةَ الْجِنِّ كذالك رواه علقمة بن قيس وابو عبيدة بن عبد الله وغيرهما عنه اَنَّهُ قَالَ مَا شَهِدْتُّ لَيْلَةَ الْجِنِّ .

২৩৯(১০)। আবুল হাসান আল-মিসরী (র)... ইবনে মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি জিনদের সাক্ষাতের রাতে নবী ﷺ-এর উযুর জন্য নাবীয পেশ করলেন। নবী ﷺ তা দিয়ে উযু করলেন এবং বলেন : পবিত্র পানি। ইবনে লাহীয়া কর্তৃক বর্ণিত হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। আরো কথিত আছে যে, ইবনে মাসঊদ (রা) জিনদের সাক্ষাতের রাতে নবী ﷺ-এর সংগে ছিলেন নছ। আলকামা ইবনে কায়েস, আবু উবায়দা ইবনে আবদুল্লাহ ৎমুখ তার থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি জিনদের সাক্ষাতের রাতে উপস্থিত ছিলাম না।

٢٤٠(١١)- نا ابو الحسين بن قانع نا الحسين بن اسحاق نا محمد بن مصفى نا عثمان بن سعيد الحمصى نا ابن لهيعة عن قيس بن الحجاُ عن حنش عن ابن عباس عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ لَيْلَةَ الْجِنِّ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَعَكَ مَاءٌ يَا ابْنَ مَسْعُوْدٍ فَقَالَ مَعِىْ نَبِيْذٌ فِىْ اِدَاوَةٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَبَّ عَلَىَّ مِنْهُ فَتَوَضَّاَ وَقَالَ هُوَ شَرَابٌ وَطُهُوْرٌ . تفرد به ابن لهيعة وهو ضعيف الحديث .

২৪০(১১)। আবুল হুসাইন ইবনে কানে‘ (র)... ইবনে মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি জিনদের সাক্ষাতের রাতে নবী ﷺ-এর সঙ্গে রওয়ানা হলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বলেন : হে ইবনে মাসঊদ! তোমার সাথে কি পানি আছে? তিনি বলেন, আমার নিকট একটি পাত্রে নাবীয আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তুমি আমাকে তা থেকে কিছু নাবীয ঢেলে দাও। অতএব তিনি (তা দিয়ে) উযু করলেন এবং বলেন : এটি শরবত এবং পরিচ্ছন্ন। হাদীসটি ইবনে লাহীয়া এককভাবে বর্ণনা করেন এবং তিনি হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল।

٢٤١(١٢)- نا ابو محمد بن صاعد نا ابو الاشعث نا بشر بن المفضل نا داود بن ابى هند عن عامر عن علقمة بن قيس قال قُلْتُ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ اَشَهِدَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَحَدٌ مِنْكُمْ لَيْلَةَ اَتَاهُ دَاعِى الْجِنِّ قَالَ لاَ هٰذَا الصَّحِيْحِ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ .

২৪১(১২)। আবু মুহাম্মাদ ইবনে সায়েদ (র)... আলকামা ইবনে কায়েস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা)-কে বললাম, আপনাদের কেউ কি জিনদের সাক্ষাতের রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে ছিলেন? তিনি বলেন, না। ইবনে মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত এই হাদীসই সহীহ।

٢٤٢(١٣)- ثنا ابن منيع نا على بن الجعد انا شعبة عن عمرو بن مرة قال قلت لابى عبيدة حضر عبد الله بن مسعود ليلة الجن قال لاَ قرئ على ابى القاسم بن منيع وانا اسمع حدثكم محمد بن عباد المكى نا ابو سعيد مولى بنى هاشم نا حماد بن سلمة عن على بن زيد عن ابى رافع عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لَهُ لَيْلَةَ الْجِنِّ اَمَعَكَ مَاءٌ قَالَ لاَ قَالَ اَمَعَكَ نَبِيْذٌ اَحْسِبُهُ قَالَ نَعَمْ فَتَوَضَّاَ بِهِ لاَ يَثْبُتُ مِنْ وَجْهَيْنِ وَنَسْكُتُهُ ذَكَرْتُهَا فِيْهِ .

২৪২(১৩)। ইবনে মানী' (র)... ইবনে মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিনদের সাক্ষাতের রাতে বলেন : তোমার সাথে কি পানি আছে? তিনি বলেন, না। তিনি বলেন : তোমার সাথে কি নাবীয আছে? (রাবী বলেন), আমার মনে হয় তিনি বলেছেন, হাঁ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা দিয়ে উযু করেন। এই হাদীস দুই কারণে প্রমাণিত নয়, তা আমি হাদীসের মধ্যে উল্লেখ করেছি।

٢٤٣(١٤)- ثنا القاضى ابو طاهر محمد بن احمد بن نصر نا محمد بن عبدوس بن كامل نا محمد بن عباد نا ابو سعيد مولى بنى هاشم نا حماد بن سلمة بِهذَا الاِسْنَادِ نَحْوَهُ عَلى بن زيد ضعيف وابو رافع لم يثبت سماعه من ابن مسعود وليس هذا الحديث فى مصنفات حماد بن سلمة وقد رواه ايضًا عبد العزيز بن ابى رزمة وليس هو بقوى .

২৪৩(১৪)। আল-কাযীআবু তাহের মুহাম্মাদ ইবনে আহ্‌মাদ ইবনে নাস্‌র (র)... হাম্মাদ ইবনে সালামা (র) এই সূত্রে পূর্বের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। আলী ইবনে যায়েদ দুর্বল রাবী এবং আবু রাফে' (র) ইবনে মাসঊদ (রা) থেকে কোন হাদীস শ্রবণ করেননি। উপরন্তু হাম্মাদ ইবনে সালামা (র)-এর কিতাবসমূহে এই হাদীস নেই এবং আবদুল আযীয ইবনে আবু রিযমা (র)-ও এই হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং তিনিও তেমন শক্তিশালী রাবী নন।

٢٤٤(١٥)- ثنا ابو بكر النيسابورى ومحمد بن مخلد قالا نا احمد بن منصور زاج نا عبد العزيز بن ابى رزمة نا حماد بن سلمة عن على بن زيد عن ابى رافع عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَيْلَةَ الْجِنِّ اَمَعَكَ مَاءٌ قَالَ لاَ مَعِى نَبِيْذٌ قَالَ فَدَعى بِهِ فَتَوَضَّاَ .

২৪৪(১৫)। আবু বাক্‌র আন-নায়শাপুরী (র)... আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিনদের আগমনের রাতে বলেন : তোমার সাথে পানি আছে কি? তিনি বলেন, না, তবে আমার সাথে নাবীয আছে। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই নাবীয আনিয়ে তা দিয়ে উযু করেন।

٢٤٥(١٦)- ثنا محمد بن احمد بن الحسن ثنا الفضل بن صالح الهاشمى نا الحسين بن عبيد الله العجلى نا ابو معاوية عن الاعمش عن ابى وائل قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُوْدٍ يَقُوْلُ كُنْتُ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ لَيْلَةَ الْجِنِّ فَاَتَاهُمْ فَقَرَاَ عَلَيْهِمُ الْقُرْاٰنَ فَقَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ بَعْضِ اللَّيْلِ اَمَعَكَ مَاءٌ يَا ابْنَ مَسْعُوْدٍ قُلْتُ لاَ وَاللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ الاَّ اداوَةٌ فِيْهَا نَبِيْذٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَمْرَةٌ طَيِّبَةٌ وَمَاءٌ طُهُوْرٌ فَتَوَضَّاَ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الحسين بن عبيد الله هذا يضع الحديث على الثقات .

২৪৫(১৬)। মুহাম্মাদ ইবনে আহ্‌মাদ ইবনুল হাসান (র)... আবু ওয়াইল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে মাসউদ (রা)-কে বলতে শুনেছি, আমি জিনদের আগমনের রাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে ছিলাম। জিনেরা তাঁর নিকট এলে তিনি তাদের কুরআন পড়ে শুনালেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক রাতের কোন এক প্রহরে আমাকে বলেন : হে ইবনে মাসউদ! তোমার সাথে পানি আছে কি? আমি বললাম, আল্লাহর কসম ইয়া রাসূলাল্লাহ! না, তবে আমার নিকট একটি পাত্রে নাবীয আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: খেজুর পবিত্র এবং পানিও পবিত্র। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা দিয়ে উযু করেন। আল-হুসাইন ইবনে উবায়দুল্লাহ নির্ভরযোগ্য রাবীদের নামে মনগড়া হাদীস বর্ণনা করেন।

٢٤٦(١٧)- نا عمر بن احمد الدقاق نا محمد بن عيسى بن حيان ثنا الحسن بن قتيبة نا يونس ابن ابى اسحاق عن ابى اسحاق عن عبيدة وابى الاحوص عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ مَرَّ بِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ خُذْ مَعَكَ اداوَةً مِّنْ مَاءٍ ثُمَّ انْطَلَقَ وَاَنَا مَعَهُ فَذَكَرَ حَدِيْثَهُ لَيْلَةَ الْجِنِّ فَلَمَّا أُفْرِغْتُ عَلَيْهِ مِنَ الاداوَةِ فَاذَا هُوَ نَبِيْذٌ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَخْطَاتُ بِالنَّبِيْذِ فَقَالَ تَمْرَةٌ حُلْوَةٌ وَمَاءٌ عَذْبٌ . تفرد به الحسن بن قتيبة عن يونس عن ابى اسحاق واحسن بن قتيبة ومحمد بن عيسى ضعيفان .

২৪৬(১৭)। উমার ইবনে আহমাদ আদ-দাক্কাক (র)... ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে অতিক্রম করে যাওয়ার সময় বলেন : তোমার সঙ্গে এক পাত্র পানি লও। তারপর তিনি চলে গেলেন এবং আমিও তাঁর সাথে থাকলাম। অতঃপর তিনি জিনদের আগমনের রাতের ঘটনা সংশ্লিষ্ট তার হাদীস বর্ণনা করেন। আমি যখন তাঁর উযুর জন্য পাত্র থেকে পানি ঢাললাম তখন দেখলাম, তা নাবীয। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি ভুল করে নাবীয এনেছি। তিনি বলেন :

খেজুরও মিষ্ট এবং তার পানিও মিষ্ট। এই হাদীস কেবল আল-হাসান ইবনে কুতাইবা (র) ইউনুস থেকে, তিনি আবু ইসহাক (র) থেকে বর্ণনা করেন। আর আল-হাসান ইবনে কুতাইবা ও মুহাম্মাদ ইবনে ঈসা দুর্বল রাবী।

٢٤٧ (١٨) - حدثنى محمد بن احمد بن الحسن نا اسحاق بن ابراهيم بن ابى حسان نا هاشم بن خالد الازرق ثنا الوليد نا معاوية بن سلام عن اخيه زيد عن جده ابى سلام عَنْ فُلاَنِ ابْنِ غَيْلاَنَ الثَّقَفِىِّ اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ يَقُوْلُ دَعَانِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْلَةَ الْجِنِّ بِوَضُوْءٍ فَجِئْتُهُ بِاِدَاوَةٍ فَاِذَا فِيْهَا نَبِيْذٌ فَتَوَضَّاَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الرجل الثقفى الذى رواه عن ابن مسعود مجهول قيل اسمه عمرو وقيل عبد اللّٰه بن عمرو بن غيلان .

২৪৭(১৮)। মুহাম্মাদ ইবনে আহ্মাদ ইবনুল হাসান (র)... আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লায়লাতুল জিন্নে (জিনদের আগমনের রজনীতে) আমাকে উযুর পানি নিয়ে ডাকলেন। আমি তাঁর নিকট একটি পাত্র আনলাম, আর তাতে ছিল নাবীয। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা দিয়ে উযু করলেন।

ছাকীফ গোত্রীয় ব্যক্তি যিনি ইবনে মাসঊদ (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন তিনি অপরিচিত। মতান্তরে তার নাম আমর অথবা আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে গায়লান বলে কথিত আছে।

٢٤٨ (١٩) - ثنا ابو بكر الشافعى نا محمد بن شاذان نا معلى بن منصور نا مروان بن معاوية نا اَبُوْ خَلْدَةَ قَالَ قُلْتُ لاَبِى الْعَالِيَةِ رَجُلٌ لَيْسَ عِنْدَهُ مَاءٌ عِنْدَهُ نَبِيْذٌ اَيَغْتَسِلُ بِهِ فِىْ جِنَابَةٍ قَالَ لاَ فَذَكَرْتُ لَهُ لَيْلَةَ الْجِنِّ فَقَالَ اَنَبْذَتُكُمْ هٰذِهِ الْخَبِيْثَةَ اِنَّمَا كَانَ ذَالِكَ زَبِيْبٌ وَمَاءٌ .

২৪৭(১৯)। আবু বাক্‌র আশ-শাফিঈ (র)... আবু খালদা (র) বলেন, আমি আবুল আলিয়া (র)-কে জিজ্ঞেস করলাম, এক ব্যক্তির নিকট পানি নেই, নাবীয আছে। সে কি নাবীয দিয়ে জানাবাতের (ফরয গোসল) গোসল করবে? তিনি বলেন, না। আমি তাঁর নিকট লায়লাতুন জিন্নের ঘটনা বর্ণনা করলাম। তিনি বলেন, এই নাপাক নাবীয কি আমি তোমাদের জন্য তৈরী করেছিলাম? তা তো ছিল কিশমিশ ও পানি।

٢٤٩ (٢٠) - نا ابو بكر الشافعى نا محمد بن شاذان نا معلى نا ابو معاوية ح وثنا جعفر بن محمد نا موسى ابن اسحاق نا ابو بكر نا ابو معاوية عن حجاج عن ابى اسحاق عن الحارث عَنْ عَلِىٍّ قَالَ كَانَ لاَ يَرى بَاْسًا بِالْوُضُوْءِ مِنَ النَّبِيْذِ . تفرد به حجاج بن ارطاة لا يحتج بحديثه .

২৪৯(২০)। আবু বাক্‌র আশ্‌-শাফিঈ (র)... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি নাবীয দিয়ে উযু করা দূষণীয় মনে করেন না। এই হাদীস কেবল হাজ্জাজ ইবনে আরতাত (র) বর্ণনা করেছেন এবং তার হাদীস দলীলযোগ্য নয়।

٢٥٠(٢١)- نا ابو بكر الشافعي نا محمد بن شاذان نا معلى نا هشيم عن ابى اسحاق الكوفى عن مزيدة بن جابر عن على ح وثنا ابو سهل نا ابراهيم الحربى نا عبد الله بن عمر نا وكيع عن ابى ليلى الخراسانى عن مزيدة بن جابر عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ لاَ بَاْسَ بِالْوُضُوْءِ بِالنَّبِيْذِ .

২৫০(২১) আবু বাক্‌র আশ্‌-শাফিঈ (র)... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবীয দিয়ে উযু করা দূষণীয় নয়।

٢٦-بَابُ الْحثِّ عَلَى التَّسْمِيَّةِ ابْتِدَاءَ الطَّهَارَةِ

২৬-অনুচ্ছেদ : বিসমিল্লাহ বলে উযু আরম্ভ করতে উৎসাহ প্রদান।

٢٥١(١)- ثنا ابو حامد محمد بن هارون نا على بن مسلم نا ابن ابى فديك نا محمد بن موسى ابن ابى عبد الله يعقوب بن سلمة الليثى عن ابيه عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لاَ وُضُوْءَ لَهُ وَلاَ وُضُوْءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللّهِ عَلَيْهِ .

২৫১(১)। আবু হামেদ মুহাম্মাদ ইবনে হারূন (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি উযু করেনি তার নামায হয়নি। আর যে ব্যক্তি উযুর প্রারম্ভে আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করেনি (বিসমিল্লাহ বলেনি) তার উযু হয়নি।

টীকা : 'বিসমিল্লাহ্‌' বলে উযু করতে হবে। যেহেতু এটি কুরআনের একটি আয়াত, তাই তা পাঠ করলে প্রতি হরফে দশ নেকী পাওয়া যায়। কোন ব্যক্তি উযুর প্রারম্ভে তা পাঠ না করলে ঐ সওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে, তবে উযু হয়ে যাবে। এর সাথে ২২৭(১১) হাদীসও পাঠ করুন (অনুবাদক)।

٢٥٢(٢)- نا احمد بن كامل نا موسى بن هارون ثنا قتيبة نا محمد بن موسى المخزومى باسناده مِثْلَهُ .

২৫২(২)। আহ্‌মাদ ইবনে কামেল (র)... মুহাম্মাদ ইবনে মূসা আল-মাখযূমী (র) থেকে তার সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

٢٧-بَابُ وُضُوْءِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

২৭-অনুচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উযুর বর্ণনা।

٢٥٣(١)- نا محمد بن القاسم بن زكريا المحاربى نا عباد بن يعقوب نا محمد بن الفضل عن زيد العمى عن معاوية بن قرة عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ دَعَا رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ بِهِ مَرَّةً مَرَّةً ثُمَّ قَالَ هذَا وَظِيْفَةُ الْوَضُوْءِ الَّذِىْ لاَ يَقْبَلُ اللّٰهُ صَلاَةً الاَّ بِهِ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ قَالَ هذَا وُضُوْءُ مَنْ تَوَضَّأَ بِهِ كَانَ لَهُ اَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ مَكَثَ سَاعَةً ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ ثَلاَثًا ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ هذَا وُضُوْئِىْ وَوُضُوْءُ النَّبِيِّيْنَ قَبْلِىْ .

২৫৩(১)। মুহাম্মাদ ইবনুল কাসেম ইবনে যাকারিয়া আল-মুহারিবী (র)... আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ পানি নিয়ে ডাকলেন। তিনি তা দিয়ে উযুর অঙ্গগুলো একবার করে ধৌত করেন, অতঃপর বলেন : এটা উযুর নিয়ম যা ব্যতীত আল্লাহ নামায কবুল করেন না। তারপর তিনি পানি নিয়ে ডাকলেন। তিনি এবার উযুর অঙ্গগুলো দুইবার করে ধৌত করেন, অতঃপর বলেন : এটা হলো উযু। যে ব্যক্তি এই উযু করবে তার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ সওয়াব। ক্ষণিক পর তিনি আবার পানি নিয়ে ডাকলেন। এবার তিনি উযুর অঙ্গগুলো তিনবার করে ধৌত করলেন, অতঃপর বলেন : এটা হলো আমার উযু এবং আমার আগেকার নবীগণের উযু।

٢٥٤(٢)- حدثنا محمد بن القاسم نا اسماعيل بن موسى السدى نا زافر بن سليمان عن سلام ابى عبد اللّٰه عن زيد العمى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ نَحْوَهُ .

২৫৪(২)। মুহাম্মাদ ইবনুল কাসেম (র)... ইবনে উমার (রা)-নবী ﷺ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

٢٥٥(٣)- ثنا الحسين بن اسماعيل نا يوسف بن موسى نا قبيصة بن عقبة نا سلام الطويل ح ثنا الحسين بن اسماعيل ايضًا ثنا الحسين بن محمد بن الصباح نا شبابة نا سلام بن سلم عن زيد العمى عن معاوية بن قرة عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِذَالِكَ .

২৫৫(৩)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ থেকে এই সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীস বর্ণনা করেন।

٢٥٦(٤)- نا اسماعيل بن محمد الصفار نا العباس بن الفضل بن رشيد وحدثنا دعلج بن احمد ثنا الحسن بن سفيان قالا نا المسيب بن واضح نا حفص بن ميسرة عن عبد اللّٰه

بن دينار عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ تَوَضَّأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَرَّةً مَرَّةً وَقَالَ هٰذَا وَضُوْءُ مَنْ لاَ يَقْبَلُ اللّٰهُ مِنْهُ الصَّلاَةَ الاَّ بِهِ ثُمَّ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَقَالَ هذَا وَضُوْءُ مَنْ يُضَاعِفُ اللّٰهُ لَهُ الاَجْرَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ تَوَضَّأَ ثَلاَثًا ثَلاَثًا وَقَالَ هذَا وُضُوْئِيْ وَوُضُوْءُ الْمُرْسَلِيْنَ مِنْ قَبْلِيْ تفرد به المسيب بن واضح عن حفص بن ميسرة والمسيب ضعيف .

২৫৬(৪)। ইসমাঈল ইবনে মুহাম্মাদ আস-সাফ্‌ফার (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ উযুর অঙ্গগুলো একবার করে ধৌত করেন এবং বলেন : এটা হলো উযু যা ব্যতীত আল্লাহ কারো নামায কবুল করেন না। তারপর তিনি উযুর অঙ্গগুলো দুইবার করে ধৌত করেন এবং বলেন : এটা এমন ব্যক্তির উযু আল্লাহ তাকে দ্বিগুণ সওয়াব দিবেন। তারপর তিনি উযুর অঙ্গগুলো তিনবার করে ধৌত করেন এবং বলেন : এটা হলো আমার উযু এবং আমার পূর্বেকার নবী-রাসূলগণের উযু। এই হাদীস হাফ্‌স ইবনে মাইসারা (র) থেকে কেবল আল-মুসায়্যাব ইবনে ওয়াদেহ (র) একাই বর্ণনা করেছেন। আর আল-মুসায়্যাব হাদীসশাস্ত্রে দুর্বল।

٢٥٧(٥)- ثنا محمد بن احمد بن الحسن نا عبد اللّٰه بن احمد بن حنبل حدثنى ابى نا الاسود بن عامر نا ابو اسرائيل عن زيد العمى عن نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ مَرَّةً وَاحِدَةً فَتِلْكَ وَظِيْفَةُ الْوُضُوْءِ الَّتِيْ لاَ بُدَّ مِنْهَا وَمَنْ تَوَضَّأَ ثِنْتَيْنِ فَلَهُ كِفْلاَنِ وَمَنْ تَوَضَّأَ ثَلاَثًا فَذَالِكَ وُضُوْئِيْ وَوُضُوْءُ الاَنْبِيَاءِ قَبْلِيْ .

২৫৭(৫)। মুহাম্মাদ ইবনে আহ্‌মাদ ইবনুল হাসান (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি উযুর অঙ্গগুলো একবার করে ধৌত করলো, সেটা উযুর এমন নিয়ম যা অলঙ্ঘনীয়। আর যে ব্যক্তি উযুর অঙ্গগুলো দুইবার করে ধৌত করলো তার জন্য দ্বিগুণ সওয়াব। আর যে ব্যক্তি উযুর অঙ্গগুলো তিনবার করে ধৌত করলো, সেটা আমার উযু এবং আমার পূর্বেকার নবীগণের উযু।

٢٥٨(٦)- ثنا على بن محمد المصرى نا يحى بن عثمان بن صالح نا اسماعيل بن مسلمة بن قعنب نا عبد اللّٰه بن عرادة الشيبانى عن زيد بن الحوارى عن معاوية بن قرة عن عبيد بن عمير عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً وَقَالَ هذَا وَظِيْفَةُ الْوُضُوْءِ وَوُضُوْءُ مَنْ لَّمْ يَتَوَضَّأْ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ ثُمَّ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ فَقَالَ هذَا وُضُوْءُ مَنْ تَوَضَّاهُ اَعْطَاهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ كِفْلَيْنِ مِنَ الاَجْرِ ثُمَّ تَوَضَّأَ ثَلاَثًا ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ هذَا وُضُوْئِيْ وَوُضُوْءُ الْمُرْسَلِيْنَ قَبْلِيْ .

২৫৮(৬)। আলী ইবনে মুহাম্মাদ আল-মিসরী (র)... উবাই ইবনে কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ পানি নিয়ে ডাকলেন। তিনি উযুর অঙ্গগুলো একবার করে ধৌত করেন এবং বলেন : এটা উযুর নিয়ম এবং যে ব্যক্তি এরূপ উযু করলো না, তার নামায কবুল হবে না। তারপর তিনি উযুর অঙ্গগুলো দুইবার করে ধৌত করেন এবং বলেন : যে ব্যক্তি এরূপ উযু করবে মহামহিম আল্লাহ তাকে দ্বিগুণ সওয়াব দান করবেন। তারপর তিনি উযুর অঙ্গগুলো তিনবার করে ধৌত করেন এবং বলেন : এটা আমার উযু এবং আমার পূর্বেকার নবী-রাসূলগণের উযু।

٢٥٩(٧)- ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا عبد الله بن عمر الخطابى نا الدراوردى عن عمرو بن ابى عمرو عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ اَبِىْ رَافِعٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّهِ ﷺ يَتَوضَّأُ ثَلاَثًا ثَلاَثًا وَرَاَيْتُهُ يَتَوَضَّأُ مَرَّةً مَرَّةً .

২৫৯(৭)। আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল আযীয (র)... উবায়দুল্লাহ ইবনে আবু রাফে' (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে উযুর অঙ্গগুলো তিনবার করে ধৌত করতে দেখেছি। আমি তাঁকে উযুর অঙ্গগুলো একবার করেও ধৌত করতে দেখেছি।

٢٦٠(٨)- ثنا محمد بن القاسم بن زكريا نا اسماعيل بن بنت السدى نا شريك عَنْ ثَابِتٍ يَعْنِىْ الثُّمَالِىَّ قَالَ قُلْتُ لاَبِىْ جَعْفَرٍ حَدَّثَكَ جَابِرٌ اَنَّ رَسُوْلَ اللّهِ ﷺ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً وَمَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَثَلاَثًا ثَلاَثًا قَالَ نَعَمْ .

২৬০(৮)। মুহাম্মাদ ইবনুল কাসেম ইবনে যাকারিয়া (র)... সাবিত আছ-ছুমালী (র) বলেন, আমি আবু জা'ফারকে জিজ্ঞেস করলাম, জাবের (রা) কি আপনার কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো উযুর অঙ্গগুলো একবার করে, কখনো দুইবার করে, আবার কখনো তিনবার করে ধৌত করেছেন? তিনি বলেন, হাঁ।

٢٦١(٩)- نا ابراهيم بن حماد نا العباس بن يزيد نا سفيان بن عيينة عن عمرو بن يحى بن عمارة عن ابيه عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ الَّذِىْ اُرِىَ النِّدَاءُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّهِ ﷺ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا وَيَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ وَرِجْلَيْهِ مَرَّتَيْنِ كَذَا قَالَ ابن عيينة وانما هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازنى وليس هو الذى ارى النداء .

২৬১(৯)। ইবরাহীম ইবনে হাম্মাদ (র)... আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ ইবনে আবদে রাব্বিহী (রা) থেকে বর্ণিত, যাকে স্বপ্নযোগে আযানের শব্দমালা দেখানো হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ উযু করলেন। অতএব তিনি তাঁর মুখমণ্ডল তিনবার, হাত দু'খানা দুইবার ও পা দু'খানা দুইবার করে ধৌত করেন। ইবনে উয়ায়না (র) এভাবে বলেছেন। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ ইবনে আসেম আল-মাযেনী, আর যাকে স্বপ্নযোগে আযান দেখানো হয়েছিল, ইনি সেই ব্যক্তি নন।

٢٦٢(١٠)- ثنا محمد بن عبد الله بن زكريا نا احمد بن شعيب انا محمد بن منصور نا سفيان عن عمرو بن يحى عن ابيه عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ الَّذِيْ أُرِيَ النِّدَاءُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا وَيَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ مَرَّتَيْنِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّتَيْنِ .

২৬২(১০)। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে যাকারিয়া (র)... স্বপ্নযোগে আযান দর্শনকারী আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে উযু করতে দেখলাম। অতএব তিনি তাঁর মুখমণ্ডল তিনবার, হাত দু'খানা দুইবার ও পা দু'খানা দুইবার করে ধৌত করলেন এবং মাথা দুইবার মসেহ করলেন।

٢٦٣(١١)- نا جعفر بن محمد الواسطى نا موسى بن اسحاق نا ابو بكر نا ابن عيينة بهذا الاسْنَادِ وَقَالَ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ مَرَّتَيْنِ .

২৬৩(১১)। জা'ফার ইবনে মুহাম্মাদ আল-ওয়াসিতী (র)... ইবনে উয়ায়না (র) থেকে এই সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীস বর্ণিত। তবে এই বর্ণনায় আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর মাথা ও পা দুইখানা দুইবার করে মসেহ করেন।

٢٦٤(١٢)- ثنا دعلج بن احمد نا محمد بن على بن زيد نا سعيد بن منصور نَا سُفْيَانُ بِهٰذَا اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا وَيَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ .

২৬৪(১২)। দা'লাজ ইবনে আহ্‌মাদ (র)... সুফিয়ান (র) থেকে এই সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীস বর্ণিত। নবী ﷺ তাঁর মুখমণ্ডল তিনবার ও হাত দুইখানা দুইবার করে ধৌত করেন।

٢٦٥(١٣)- ثنا ابن صاعد نا محمد بن يعقوب بن عبد الوهاب بن يحى بن عباد بن عبد الله بن الزبير بالمدينة حدثنى محمد بن فليح بن سليمان عن عمرو بن يحى بن عمارة بن ابى حسن المازنى عن ابيه اَنَّ عَمْرَو بْنَ اَبِيْ حَسَنٍ الْمَازِنِيَّ اَتَى عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ زَيْدٍ وَهُوَ ابْنُ عَاصِمٍ الْمَازِنِيُّ صَاحِبُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ هَلْ تَسْتَطِيْعُ اَنْ تُرِيَنِيْ كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ قَالَ نَعَمْ فَدَعَا لَهُ بِتَوْرِ مَاءٍ فَاَكْفَا التَّوْرَ عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى فَغَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى ثَلاَثَ مَرَّاتٍ يُكْفِيءُ التَّوْرَ عَلَى يَدَيْهِ ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ اَدْخَلَ يَدَيْهِ فِى التَّوْرِ فَغَرَفَ غُرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ اسْتَنْثَرَ ثَلاَثَ غُرُفَاتٍ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ

ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ كُلَّ يَدٍ مَرَّتَيْنِ اِلَى الْمِرْفَقِ ثُمَّ اَخَذَ مِنَ الْمَاءِ فَمَسَحَ بِرَاْسِهِ اَقْبَلَ بِهِمَا وَادْبَرَ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ اِلَى الْكَعْبَيْنِ .

২৬৫(১৩)। ইবনে সায়েদ (র)... আমর ইবনে আবু হাসান আল-মাযিনী (র) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ ইবনে আসেম আল-মাযিনী (রা)-র নিকট এসে বলেন, আপনি কি আমাকে দেখাতে পারেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কিভাবে উযু করতেন? তিনি বলেন, হাঁ। অতএব তিনি তাঁর জন্য একপাত্র পানি আনতে বলেন, তিনি (পানির) পাত্র কাত করে তার ডান হাতে পানি ঢেলে তা তিনবার ধৌত করেন। এরপর তিনি পাত্র কাত করে তার উভয় হাতে পানি ঢেলে তা তিনবার করে ধৌত করেন। তারপর তিনি তার উভয় হাত পানির পাত্রে প্রবেশ করিয়ে এক আঁজলা পানি নিয়ে কুলি করেন এবং নাক পরিষ্কার করেন। তারপর তিন আঁজলা (তিনবার) পানি নিয়ে নাকে দিয়ে ঝেড়ে ফেলেন। তারপর মুখমণ্ডল তিনবার ধৌত করেন, তারপর উভয় হাত কনুই পর্যন্ত দুইবার করে ধৌত করেন। তারপর পানি নিয়ে নিজ মাথা মসেহ করেন। তাঁর হাত দু'খানা দ্বারা মাথার সামনের দিক থেকে পিছন দিকে এবং পিছন দিক থেকে সমনের দিকে মসেহ করেন। তারপর দুই পা গোছা পর্যন্ত ধৌত করেন।

٢٦٦(١٤)- ثنا ابو بكر النيسابوري نا يونس بن عبد الاعلى نا عبد الله بن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد انه اخبره ان حمران مولى عثمان اخبره اَنَّ عُثْمَانَ ابْنَ عَفَّانٍ دَعَا يَوْمًا بِوَضُوْءٍ فَتَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ يَدَاهُ الْيُمْنَى اِلَى الْمِرْفَقِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَالِكَ ثُمَّ مَسَحَ بِرَاْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى اِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَالِكَ ثُمَّ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوْئِيْ هٰذَا ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوْئِيْ هٰذَا ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ لاَ يُحْدِثُ فِيْهِمَا نَفْسَهُ غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَكَانَ عُلَمَاؤُنَا يَقُوْلُوْنَ هٰذَا الْوُضُوْءُ اَسْبَغُ مَا يَتَوَضَّأُ بِهِ اَحَدُ لِلصَّلاَةِ .

২৬৬(১৪)। আবু বাক্‌র আন্-নায়শাপুরী (র)... উসমান (রা)-র মুক্তদাস হুমরান (র) থেকে বর্ণিত। এক দিন উসমান ইবনে আফ্‌ফান (রা) পানি আনার নির্দেশ দেন। তিনি উযু করলেন এবং নিজের উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত তিনবার করে ধৌত করেন, নাক পরিষ্কার করেন ও তাতে পানি দিয়ে ঝেড়ে ফেলেন, অতঃপর নিজের মুখমণ্ডল তিনবার ধৌত করেন, তারপর ডান হাত কনুই পর্যন্ত তিনবার ধৌত করেন, তারপর বাম

হাত ডান হাতের অনুরূপ ধৌত করেন, তারপর মাথা মসেহ করেন, অতঃপর ডান পা গোছাসমেত তিনবার ধৌত করেন, তারপর বাম পা ডান পায়ের অনুরূপ ধৌত করেন। তারপর তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আমার এই উযুর অনুরূপ উযু করতে দেখেছি। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আমার এই উযুর অনুরূপ উযু করলো, তারপর দাঁড়িয়ে দুই রাক্‌আত নামায পড়লো এবং তাতে তার মনোযোগ নষ্ট হয়নি, আল্লাহ তার বিগত গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দিবেন। ইবনে শিহাব (র) বলেন, আমাদের আলেমগণ বলতেন, কোন ব্যক্তি নামাযের জন্য উযু করলে এটাই হলো পূর্ণাঙ্গ ও উত্তম উযু।

٢٦٧(١٥)- ثنا ابو جعفر احمد بن اسحاق بن البهلول نا عباد بن يعقوب نا القاسم بن محمد ابن عبد الله بن عقيل عن جده عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ كَانَ رَسُوْلُ الله ﷺ اذَا تَوَضَّأَ اَدَارَ الْمَاءَ عَلى مِرْفَقَيْهِ . ابن عقيل ليس بقوى .

২৬৭(১৫)। আবু জা'ফার আহ্‌মাদ ইবনে ইসহাক ইবনুল বাহলূল (র)... জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন উযু করতেন, দুই হাতের কনুইও ধৌত করতেন। ইবনে আকীল হাদীসশাস্ত্রে তেমন শক্তিশালী নন।

٢٦٨(١٦)- ثنا عثمان بن احمد الدقاق نا ابو قلابة نا معمر بن محمد بن عبيد الله بن ابى رافع حدثنى ابى عن عبيد الله عنْ ابِىْ رافِعٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اذَا تَوَضَّأَ حَرَّكَ خَاتَمَهُ مُعْمَرٌ وَاَبُوْهُ ضعيفان ولا يصح هذا .

২৬৮(১৬)। উসমান ইবনে আহ্‌মাদ আদ-দাক্‌কাক (র)... আবু রাফে' (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ যখন উযু করতেন, তাঁর হাতের আংটি নাড়াচাড়া করতেন। মা'মার ও তার পিতা হাদীসশাস্ত্রে দুর্বল এবং হাদীসটি সহীহ নয়।

٢٦٩(١٧)- حدثنا الحسين بن اسماعيل نا عبيد الله بن سعد بن ابراهيم نا عمى نا ابى عن محمد ابن اسحاق عن محمد بن ابراهيم عن معاذ بن عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله بن معمر التيمى عَنْ حُمْرَانَ مَوْلى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ اَنَّهُ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ قَالَ هَلُمَّوْا اَتَوَضَّأُ لَكُمْ وُضُوْءَ رَسُوْلِ الله ﷺ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ الَى الْمِرْفَقَيْنِ حَتّى مَسَّ اَطْرَافَ الْعَضُدَيْنِ ثُمَّ مَسَحَ بِرَاْسِهِ ثُمَّ اَمَرَ يَدَيْهِ عَلى اُذُنَيْهِ وَلِحْيَتِه ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ .

২৬৯(১৭)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... উসমান ইবনে আফফান (রা)-এর মুক্তদাস হুমরান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি উসমান ইবনে আফ্‌ফান (রা)-কে বলতে শুনেছেন, তোমরা আমার নিকট আসো, আমি তোমাদের সামনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উযুর অনুরূপ উযু করবো। অতএব তিনি তার মুখমণ্ডল ও

কনুই সমেত দুই হাত ধৌত করেন, এমনকি বাহুদ্বয়ের পার্শ্ব পর্যন্ত স্পর্শ করেন, অতঃপর নিজের মাথা মসেহ করেন এবং দুই হাত দুই কান ও দাড়ির উপর বুলান, তারপর দুই পা ধৌত করেন।

٢٨-بَابُ مَا رُوِىَ فِى الْحِثِّ عَلَى الْمَضْمَضَةِ وَالاسْتِنْشَاقِ وَالْبِدَاءَةِ بِهِمَا اَوَّلَ الْوُضُوْءِ

২৮-অনুচ্ছেদ : কুলি করা ও নাক পরিষ্কার করা এবং উযুর প্রারম্ভে উভয়টি সম্পূর্ণ করার বিষয়ে উৎসাহ প্রদান।

٢٧٠(١)- ثنا ابو بكر بن ابى داود ثنا الحسين بن على بن مهران نا عصام بن يوسف نا عبد الله بن المبارك عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهرى عن عروة عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ اَلْمَضْمَضَةُ وَالاسْتِنْشَاقُ مِنَ الْوُضُوْءِ الَّذِىْ لاَبُدَّ مِنْهُ .

২৭০(১)। আবু বাক্‌র ইবনে আবু দাঊদ (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : উযুতে কুলি করা ও নাক পরিষ্কার করা একান্ত প্রয়োজন।

٢٧١(٢)- ثنا محمد بن الحسين بن محمد بن حاتم ومحمد بن الحسين المقرى النقاش قالا نا محمد بن حم بن يوسف الترمذى نا اسماعيل بن بشر البلخى نا عصام بن يوسف بهذا الاسْنَادِ نَحْوَهُ اِلاَّ اَنَّهُ قَالَ مِنَ الْوُضُوْءِ الَّذِىْ لاَ يُتِمُّ الْوُضُوْءُ اِلاَّ بِهِمَا تفرد به عصام عن ابن المبارك ووهم فيه والصواب عن ابن جريج عن سليمان بن موسى مرسلا عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَتَمَضْمَضْ وَلْيَسْتَنْشِقْ واحسب عصامًا حدث به من حفظه فاختلط عليه فاشتبه باسناد حديث ابن جريج عن سليمان عن الزهرى عن عروة عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اَيُّمَا امْرَاَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ اِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ وَاللهُ اَعْلَمْ .

২৭১(২)। মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাতেম (র)... ইসাম ইবনে ইউসুফ (র) থেকে এই সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত। তবে এই সূত্রে তিনি বলেন, কুলি করা ও নাক পরিষ্কার করা ব্যতীত উযু পরিপূর্ণ হয় না। ইবনুল মুবারক থেকে কেবল ইসামই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি এই হাদীসে সন্দেহে পতিত হয়েছেন। সঠিক হলো- ইবনে জুরাইজ-সুলাইমান ইবনে মূসা-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে হাদীসটি মুরসালরূপে বর্ণিত : কোন ব্যক্তি উযু করলে সে যেন কুলি করে ও নাকে পানি দিয়ে তা পরিষ্কার করে। রাবী বলেন, আমার ধারণা যে, ইসাম তার স্মৃতি (হিফ্‌জ) থেকে হাদীসটি বর্ণনা করতে গিয়ে তালগোল পাকিয়ে ফেলেছেন। তিনি সন্দেহমূলকভাবে ইবনে জুরাইজের নিম্নোক্ত হাদীসের সনদ বর্ণনা করেছেন : সুলায়মান-যুহরী-উরওয়া-আয়েশা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : কোন মহিলা তার অভিভাবকের সম্মতি ব্যতীত বিবাহ করলে তার সেই বিবাহ বাতিল।

٢٧٢ (٣)- واما حديث ابن جريج عن سليمان بن موسى فى المضمضة والاستنشاق فحدثنا به محمد بن مخلد نا محمد بن اسماعيل الحسانى نا وكيع نا ابن جريج عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوْسى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَتَمَضْمَضْ وَلْيَسْتَنشِقْ .

২৭২(৩)। ইবনে জুরাইজ-সুলায়মান ইবনে মূসা সূত্রে বর্ণিত, কুলি করা ও নাক পরিষ্কার করা সম্পর্কিত হাদীসের সনদ নিম্নরূপ : মুহাম্মাদ ইবনে মাখলাদ-মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল আল-হাস্‌সানী-ওয়াকী'-ইবনে জুরাইজ-সুলায়মান ইবনে মূসা (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোন ব্যক্তি উযু করলে সে যেন কুলি করে ও নাক পরিষ্কার করে।

٢٧٣ (٤)- ثنا محمد بن القاسم بن زكريا نا عباد بن يعقوب نا اسماعيل بن عياش عن ابن جريج عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوْسى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَتَمَضْمَضْ وَلْيَسْتَنْشِقْ .

২৭৩(৪)। মুহাম্মাদ ইবনুল কাসেম ইবনে যাকারিয়া (র)... সুলায়মান ইবনে মূসা (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোন ব্যক্তি উযু করলে সে যেন কুলি করে ও নাক পরিষ্কার করে।

٢٧٤ (٥)- نا جعفر بن احمد المؤذن نا السرى بن يحى نا قبيصة نا سفيان عن ابن جريج عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوْسى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَتَمَضْمَضْ وَلْيَسْتَنشِقْ .

২৭৪(৫)। জা'ফার ইবনে আহমাদ আল-মুআযযিন (র)... সুলায়মান ইবনে মূসা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোন ব্যক্তি উযু করলে সে যেন কুলি করে ও নাক পরিষ্কার করে।

٢٧٥٠ (٦)- نا ابو بكر الشافعى نا بشر بن موسى نا الحميدى نا سفيان انا ابن جريج عَنْ سُلَيْمَانَ ابْنِ مُوْسَى الشَّامِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ سَوَاءً.

২৭৫(৬)। আবু বাক্‌র আশ-শাফিঈ (র)... সুলায়মান ইবনে মূসা আশ-শামী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ...পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

٢٧٦ (٧)- ثنا على بن الفضل بن طاهر نا حماد بن محمد بن حفص ببلخ نا محمد بن الازهر الجوزجانى نا الفضل بن موسى السينانى عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهرى عن عروة عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَتَمَضْمَضْ وَلْيَسْتَنْشِقْ محمد بن الازهر هذا ضعيف وهذا خطأ والذى قبله المرسل اصح والله اعلم .

২৭৬(৭)। আলী ইবনুল ফাদল ইবনে তাহের (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন ব্যক্তি উযু করলে সে যেন কুলি করে ও নাক পরিষ্কার করে। এই মুহাম্মাদ ইবনুল আযহার হাদীসশাস্ত্রে দুর্বল। এই সনদসূত্রে ভুল আছে। এর পূর্বে উক্ত মুরসাল সূত্রটিই অধিক সহীহ। আল্লাহ অধিক জ্ঞাত।

٢٧٧(٨)- ثنا ابو سهل بن زياد نا الحسن بن العباس نا سويد بن سعيد ثنا القاسم بن غض عن اسماعيل بن مسلم عن عطاء عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمَضْمَضَةُ وَالاِسْتِنْشَاقُ سُنَّةٌ اسماعيل بن مسلم ضعيف .

২৭৭(৮)। আবু সাহ্‌ল ইবনে যিয়াদ (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কুলি করা ও নাক পরিষ্কার করা সুন্নাত। ইসমাঈল ইবনে মুসলিম হাদীসশাস্ত্রে দুর্বল।

٢٧٨(٩)- ثنا القاضى الحسين بن اسماعيل ثنا احمد بن المقدام نا محمد بن بكر نا عبيد الله ابن ابى زياد القداح نا عبد الله بن عبيد بن عمير عَنْ اَبِىْ عَلْقَمَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ قَالَ دَعَا يَوْمًا بِوَضُوْءٍ ثُمَّ دَعَا نَاسًا مِّنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَفْرَغَ بِيَدِهِ الْيُمْنٰى عَلٰى يَدِهِ الْيُسْرٰى وَغَسَلَهَا ثَلاَثًا ثُمَّ مَضْمَضَ ثَلاَثًا وَاسْتَنْشَقَ ثَلاَثًا ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا ثُمَّ مَسَحَ بِرَاْسِهِ ثُمَّ رِجْلَيْهِ فَاَنْقَاهُمَا ثُمَّ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَتَوَضَّاُ مِثْلَ هٰذَا الْوُضُوْءِ الَّذِىْ رَاَيْتُمُوْنِىْ تَوَضَّاْتُهُ ثُمَّ قَالَ مَنْ تَوَضَّاَ فَاَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ كَانَ مِنْ ذُنُوْبِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ اُمُّهُ ثُمَّ قَالَ اَكَذَالِكَ يَا فُلاَنُ قَالَ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ اَكَذَالِكَ يَا فُلاَنُ قَالَ نَعَمْ حَتّٰى اِسْتَشْهَدَ نَاسًا مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ ثُمَّ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ وَافَقْتُمُوْنِىْ عَلٰى هٰذَا .

২৭৮(৯)। আল-কাযী আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... উসমান ইবনে আফ্‌ফান (রা) থেকে বর্ণিত। অধস্তন রাবী বলেন, তিনি একদিন উযুর পানি আনার নির্দেশ দিলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একদল সাহাবীকে ডাকলেন। অতএব তিনি তার ডান হাত দিয়ে বাম হাতে পানি ঢালেন এবং তা তিনবার ধৌত করেন, অতঃপর তিনবার কুলি করেন, তিনবার নাক পরিষ্কার করেন, তারপর মুখমণ্ডল তিনবার ধৌত করেন, তারপর উভয় হাত কনুই সমেত তিনবার করে ধৌত করেন, তারপর মাথা মসেহ করেন, তারপর দুই পা ধৌত করেন এবং তা উত্তমরূপে পরিষ্কার করেন, অতঃপর বলেন, তোমরা আমাকে যেভাবে উযু করতে দেখলে তদ্রূপ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে উযু করতে দেখেছি। অতঃপর তিনি বলেন, যে ব্যক্তি উত্তমরূপে উযু করলো, তারপর দুই রাক্‌আত নামায পড়লো—সে যেন সেই দিনের মত নিষ্পাপ হয়ে

গেলো যেদিন তার মা তাকে প্রসব করেছে। তারপর তিনি বলেন, হে অমুক! এরূপই তো? সে বললো, হাঁ। অতঃপর তিনি বলেন, হে অমুক! এরূপই তো? সে বললো, হাঁ। এমনিভাবে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর উপস্থিত সাহাবীগণকে সাক্ষী রাখলেন। অতঃপর তিনি বলেন, সমস্ত প্রসংশা আল্লাহ্‌র যিনি আপনাদেরকে উযুর এই নিয়মের ব্যাপারে আমার সাথে একমত হওয়ার তৌফিক দিয়েছেন।

٢٧٩ (١٠)- حدثنا احمد بن محمد بن زياد نا عبد الله بن احمد بن حنبل حدثني ابى نا ابن الاشجعى نا ابى عن سفيان عن سالم ابى النضر عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ اَتى عُثْمَانُ الْمَقَاعِدَ فَدَعَا بِوَضُوْءٍ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا وَيَدَيْهِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا وَرِجْلَيْهِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا ثُمَّ مَسَحَ بِرَاْسِهِ ثُمَّ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّهِ ﷺ هكَذَا يَتَوَضَّاُ يَا هؤُلاَءِ اَكَذَالِكَ قَالُوْا نَعَمْ لِنَفَرٍ مِّنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّهِ ﷺ عِنْدَهُ . صَحيح الا التاخير فى مسح الرأس فانه غير محفوظ تفرد بن ابن الاشجعى عن ابيه عن سفيان بهذا الاسناد وهذا اللفظ ورواه العدنيان عبد الله بن الوليد ويزيد ابن ابى حكيم والفريابى وابو احمد وابو حذيفة عن الثورى بِهذَا الاِسْنَادِ وَقَالُوْا كُلُّهُمْ اِنَّ عُثْمَانَ تَوَضَّاَ ثَلاَثًا ثَلاَثًا وَقَالَ هكَذَا رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّهِ ﷺ يَتَوَضَّاُ وَلَمْ يَزِيْدُوْا عَلى هذَا وَخَالفهم وكيع رواه عن الثورى عن ابى النضر عن ابى انس عَنْ عُثْمَانَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّاَ ثَلاَثًا ثَلاَثًا كَذَا قَالَ وكيع وابو احمد عن الثورى عن ابى النضر عن ابى انس وهو مالك بن ابى عامر والمشهور عن الثورى عن ابى النضر عن بسر بن سعيد عن عثمان .

২৭৯(১০)। আহ্‌মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে যিয়াদ (র)... বুসর ইবনে সাঈদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উসমান (রা) জানাযার নামায পড়ার স্থানে এসে উযুর পানি নিয়ে ডাকলেন। তিনি কুলি করেন এবং নাক পরিষ্কার করেন, তারপর তার মুখমণ্ডল তিনবার ধৌত করেন, দুই হাত তিনবার করে ধৌত করেন এবং দুই পাও তিনবার করে ধৌত করেন, অতঃএব (একবার) মাথা মসেহ করেন, তারপর বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এভাবে উযু করতে দেখেছি। তিনি তাঁর নিকট উপস্থিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একদল সাহাবীকে বলেন, হে লোকজন! এরূপই তো? তারা বলেন, হাঁ।

হাদীসটি সহীহ্‌। তবে মাথা মসেহ করার কথা (পা ধৌত করার) পরে উল্লেখ অরক্ষিত। উপরোল্লিখিত হাদীস কেবল ইবনুল আশজাঈ একা পর্যায়ক্রমে তার পিতা-সুফিয়ানের সূত্রে এই মূল পাঠে বর্ণনা করেন। এই হাদীস একদল রাবী (আদনিয়ান) যেমন আবদুল্লাহ ইবনুল ওয়ালীদ, ইয়াযীদ ইবনে আবু হাকীম, আল-ফিরয়াবী, আবু আহ্‌মাদ ও আবু হুযায়ফা (র)-সুফিয়ান আস-সাওরী থেকে এই সূত্রে বর্ণনা করেন এবং তারা সবাই বলেন, নিশ্চয়ই উসমান (রা) উযুর অঙ্গসমূহ তিনবার করে ধৌত করার পর বলেন, আমি

রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এভাবে উযু করতে দেখেছি। তারা এর অতিরিক্ত বর্ণনা করেননি। ওয়াকী‘ (র) তাদের থেকে ভিন্নরূপ বর্ণনা করেছেন এবং তিনি পর্যায়ক্রমে সুফিয়ান আস-সাওরী-আবুন নাদর-আবু আনাস-উসমান (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ উযুর অঙ্গসমূহ তিনবার করে ধৌত করেছেন। ওয়াকী‘ ও আবু আহ্‌মাদ- আস-সাওরী-আবুন-নাদর-আবু আনাস, যার নাম মালেক ইবনে আবু আমের থেকে। প্রসিদ্ধ হলো আস-সাওরী-আবুন নাদর-বুসর ইবনে সাঈদ-উসমান (রা) সূত্রে এরূপই বলেছেন।

٢٨٠(١١)- حدثنا ابراهيم بن حماد نا العباس بن يزيد ثنا وكيع نا سفيان عن ابى النضر عن ابى انس اَنَّ عُثْمَانَ تَوَضَّاَ بِالْمَقَاعِدِ وَعِنْدَهُ رِجَالٌ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ فَتَوَضَّاَ ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ اَلَيْسَ هٰكَذَا رَاَيْتُمْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ قَالُوْا نَعَمْ وتابعه ابو احمد الزبيرى عن الثورى والصواب عن الثورى عن ابى النضر عن بسر عن عثمان .

২৮০(১১)। ইবরাহীম ইবনে হাম্মাদ (র)... আবু আনাস (র) থেকে বর্ণিত। উসমান (রা) জানাযার নামায পড়ার স্থানে উযু করেন। তখন নবী ﷺ -এর কতিপয় সাহাবী তার নিকট উপস্থিত ছিলেন। তিনি উযুর অঙ্গগুলো তিনবার করে ধৌত করার পর বলেন, আপনারা কি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে অনুরূপভাবে উযু করতে দেখেননি? তারা বলেন, হাঁ। আবু আহ্‌মাদ আয-যুবায়রী-আস-সাওরীর সূত্রে তার অনুসরণ করেন। সঠিক সনদ হলো : আস-সাওরী-আবুন-নাদর-বুস্‌র-উসমান (রা)।

٢٨١(١٢)- نا محمد بن القاسم بن زكريا نا ابو كريب نا مصعب بن المقدام عن اسرائيل وثنا دعلج بن احمد نا موسى بن هارون نا ابو بكر بن ابى شيبة حدثنا عبد الله بن نمير ثنا اسرائيل عن عامر بن شقيق عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ قَالَ رَاَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانٍ يَتَوَضَّأُ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلاَثًا وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا وَمَضْمَضَ ثَلاَثًا وَاسْتَنْشَقَ ثَلاَثًا وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلاَثًا وَمَسَحَ بِرَاْسِهِ وَاُذُنَيْهِ طَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا ثُمَّ غَسَلَ قَدَمَيْهِ ثَلاَثًا ثُمَّ خَلَّلَ اَصَابِعَهُ وَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ ثَلاَثًا حِيْنَ غَسَلَ وَجْهَهُ ثُمَّ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَعَلَ كَالَّذِىْ رَاَيْتُمُوْنِىْ فَعَلْتُ . لفظهما سواء حرفًا بحرف قال موسى بن هارون وفى هذا الحديث موضع فيه عندنا وهم لان فيه الابتداء بغسل الوجه قبل المضمضة والاستنشاق وقد رواه عبد الرحمن ابن مهدى عن اسرائيل بهذا الاسناد فبدأ فيه بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه وتابعه ابو غسان مالك بن اسماعيل عن اسرائيل فبدأ فيه بالمضمضة والاستنشاق قبل الوجه وهو الصواب .

২৮১(১২)। মুহাম্মাদ ইবনুল কাসেম ইবনে যাকারিয়া (র)... আবু ওয়াইল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উসমান ইবনে আফফান (রা)-কে উযু করতে দেখেছি। তিনি তাঁর দুই হাত তিনবার করে ধৌত করেন, মুখমণ্ডল তিনবার ধৌত করেন, তিনবার কুলি করেন, তিনবার নাকে পানি দিয়ে তা পরিষ্কার করেন, দুই বাহু তিনবার ধৌত করেন, দুই কানের ভেতর ও বহির্ভাগসহ মাথা মসেহ করেন, অতঃপর দুই পা তিনবার ধৌত করেন, তারপর তার আঙ্গুলগুলো খিলাল করেন এবং মুখমণ্ডল ধৌত করার সময় দাড়ি তিনবার খিলাল করেন, অতঃপর বলেন, তোমরা আমাকে যেরূপ করতে দেখলে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে তদনুরূপ করতে দেখেছি। উভয় রাবীর মূল পাঠ হুবহু ও শব্দে শব্দে একইরূপ। মূসা ইবনে হারূন (র) বলেন, এই হাদীসের একটি স্থানে আমাদের সন্দেহ আছে। কেননা তাতে কুলি করা ও নাক পরিষ্কার করার আগেই মুখমণ্ডল ধৌত করার কথা উল্লেখ আছে। অবশ্য আবদুর রহমান ইবনে মাহদী (র)-ও ইসরাঈল (র) থেকে এই সূত্রে উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে মুখমণ্ডল ধৌত করার পূর্বে কুলি করা ও নাক পরিষ্কার করার কথা উল্লেখ আছে। আবু গাসসান মালেক ইবনে ইসমাঈল (র)-ও ইসরাঈল (র)-এর সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তাতেও শুরুতে কুলি করা ও নাক পরিষ্কার কথা মুখণ্ডল ধৌত করার পূর্বে উল্লেখ আছে এবং এটিই সহীহ।

টীকা : এই হাদীস ইমাম তিরমিযী (র) ও ইবনে মাজা (র) বর্ণনা করেছেন। আমের ইবনে শাকীক আল-আসাদী-আবু ওয়াইল-উসমান (রা) সূত্রে : "রাসূলুল্লাহ ﷺ উযু করার সময় তাঁর দাড়ি খিলাল করতেন।" ইমাম তিরমিযী এটিকে হাসান-সহীহ হাদীস বলেছেন। ইমাম বুখারী (র) বলেন, এই অনুচ্ছেদে আমের ইবনে শাকীক-আবু ওয়াইল-উসমান (রা) সূত্রটিই অধিকতর সহীহ। এই হাদীস ইবনে হিব্বান (র) তার সহীহ গ্রন্থে এবং আল-হাকেম তার আল-মুসতাদরাক গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন এবং বলেন, এই হাদীসের সনদ সহীহ। ইমাম বুখারী ও মুসলিম উপরোক্ত সূত্রে বর্ণিত সমস্ত হাদীস দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন এবং আমের ইবনে শাকীক (র) সম্পর্কে বলেছেন, তার কোন দোষক্রটি আমার জানা নেই এবং তার হাদীসের সমর্থক হাদীস আম্মার ইবনে ইয়াসির, আনাস ও আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে। তাতে আছে : "নবী ﷺ উযু করলেন এবং দাড়ি খিলাল করলেন"। আনাস (রা)-র হাদীসে আরো আছে : নবী ﷺ বলেন : "আমার প্রভু আমাকে দাড়ি খিলাল করতে নির্দেশ দিয়েছেন"। অবশ্য ইমাম যাহাবী (র) বলেছেন, ইবনে মাঈন (র) আমের ইবনে শাকীক (র)-কে দুর্বল রাবী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। শায়েখ তাকীউদ্দীন (র)-ও তাই বলেছেন। আবু হাতেম বলেন, তিনি শক্তিশালী রাবী নন। অবশ্য ইমাম বুখারী ও মুসলিম উযু সম্পর্কিত হাদীস বিভিন্ন সূত্রে উসমান (রা) থেকে বর্ণনা করেন এবং তার কোন সূত্রেই দাড়ি খিলাল করার কথা উল্লেখ নেই। কিন্তু ইমাম তিরমিযী (র) তাঁর ই'লালুল কাবীর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, ইমাম বুখারীর মতে দাড়ি খিলাল সম্পর্কিত উসমান (রা)-র হাদীস সর্বাধিক সহীহ এবং তা হাসান-সহীহ। ইমাম হাফেয আয-যায়লাঈ (র)-এর 'নাসাবুর রায়াহ' কিতাবেও অনুরূপ উল্লেখ আছে (অনুবাদক)।

٢٨٢(١٣)- ثنا دعلج بن احمد نا محمد بن احمد بن النضر نا ابو غسان نا اسرائيل ونا دعلج بن احمد نا موسى بن هارون حدثنا ابو خيثمة نا عبد الرحمن بن مهدى نا اسرائيل عن عامر بن شقيق عَنْ شَقِيْقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانٍ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاَثًا وَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلاَثًا وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلاَثًا وَمَسَحَ رَأْسَهُ

وَاُذُنَيْهِ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا وَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ ثَلاَثًا وَغَسَلَ قَدَمَيْهِ وَخَلَّلَ اَصَابِعَ قَدَمَيْهِ ثَلاَثًا وَقَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَعَلَ كَمَا فَعَلْتُ يَتَقَارَبَانِ فِيْهِ .

২৮২(১৩)। দা'লাজ ইবনে আহমাদ (র)... শাকীক ইবনে সালামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উসমান ইবনে আফ্‌ফান (রা)-কে উযু করতে দেখেছি। তিনি তার দুই হাত কব্জি পর্যন্ত তিনবার ধৌত করেন, তিনবার কুলি করেন, তিনবার নাক পরিষ্কার করেন, তিনবার মুখমণ্ডল ধৌত করেন, দুই হাত তিনবার ধৌত করেন, দুই কানের ভেতর ও বহির্ভাগসহ (একবার) মাথা মসেহ করেন, তিনবার দাড়ি খিলাল করেন, দুই পা তিনবার ধৌত করেন এবং পায়ের আঙ্গুলগুলো তিনবার খিলাল করেন, অতঃপর বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে আমার অনুরূপ উযু করতে দেখেছি। উভয়ের বর্ণনা প্রায় কাছাকাছি।

٢٩-بَابُ الْمَسْحِ بِفَضْلِ الْيَدَيْنِ

২৯-অনুচ্ছেদ : দুই হাতের অবশিষ্ট পানি দিয়ে (মাথা) মসেহ করা।

٢٨٣(١)-ثنا الحسين بن اسماعيل نا زيد بن اخزم نا عبد الله بن داود نا سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عَنِ الرُّبَيْعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّاَ وَمَسَحَ رَاْسَهُ بِبَلَلِ يَدَيْهِ .

২৮৩(১)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... মুআব্বিয-কন্যা আর-রুবাই' (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উযু করলেন এবং তাঁর ভিজা দুই হাত দিয়ে মাথা মাসেহ করলেন।

٢٨٤(٢)- نا محمد بن هارون ابو حامد نا محمد بن يحى الازدى ثنا عبد الله بن داود سمعت سفيان بن سعيد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عَنِ الرُّبَيْعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ كَانَ النَّبِيَّ ﷺ يَاْتِيْنَا فَيَتَوَضَّاُ فَمَسَحَ رَاْسَهُ بِمَا فَضُلَ فِيْ يَدَيْهِ مِنَ الْمَاءِ وَمَسَحَ هٰكَذَا . وَوَصَفَ ابْنُ دَاوُدَ قَالَ بِيَدَيْهِ مِنْ مُؤَخَّرِ رَاْسِهِ اِلى مُقَدَّمِهِ ثُمَّ رَدَّ يَدَيْهِ مِنْ مُقَدَّمِ رَاْسِهِ اِلى مُؤَخَّرِهِ .

২৮৪(২)। মুহাম্মাদ ইবনে হারূন আবু হামেদ (র)... মুআব্বিয-কন্যা আর-রুবাই' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের এখানে আসতেন এবং উযু করতেন। তিনি তাঁর দুই হাতের লেগে থাকা অবশিষ্ট পানি দিয়ে মাথা মসেহ করতেন এবং এভাবে মসেহ করতেন। ইবনে দাঊদ (র) মসেহ করার বর্ণনা দিয়ে বলেন, তিনি তাঁর উভয় হাত মাথার পিছন থেকে সম্মুখভাগে, অতঃপর সম্মুখভাগ থেকে পিছন দিকে মসেহ করতেন।

টীকা : ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, ইবনে হিব্বান থেকে বর্ণিত আমর ইবনুল হারিসের হাদীস সর্বাধিক সহীহ। কারণ তিনি আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ প্রমুখ থেকে এই হাদীস অন্যান্য সূত্রেও বর্ণনা করেছেন যে, "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় পানি নিয়ে মাথা মাসেহ করেছেন"। অধিকাংশ আলেম এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেন। তারা বলেন, পুনরায় পানি নিয়ে মাথা মসেহ করবে। ইবনে মাঈনের মতে, ইবনে আকীল দুর্বল রাবী। ইবনুল মাদীনী বলেন, ইমাম মালেক

(র) নিজ কিতাবে ইবনে আকীল থেকে হাদীস বর্ণনা করেননি। তবে ইমাম আহ্‌মাদ (র) ও ইসহাক (র) তার হাদীস দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। আবু হাতেম (র) প্রমুখ বলেন, তিনি হাদীসশাস্ত্রে দুর্বল। ইবনে খুযায়মা (র) বলেন, তার হাদীস দলীলের উপযুক্ত নয়। তবে ইমাম তিরমিযীর মতে, তিনি সত্যবাদী। কেউ কেউ বলেন, তার স্মরণশক্তি দুর্বল। ইবনে হিব্বানের মতে, তার হাদীস পরিত্যাজ্য। কারণ তিনি সঠিক পদ্ধতিতে হাদীস বর্ণনা করেননি। সুতরাং তার হাদীস পরিহার করা বাঞ্ছনীয়। ইমাম তিরমিযী (র) ইমাম বুখারী (র) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আহ্‌মাদ, ইসহাক ও আল-হুমায়দী (র) তার হাদীস দ্বারা দলীল দিতেন। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌নে সাঈদ (র) ইবনে আকীল (র) থেকে হাদীস বর্ণনা করতেন না। 'সুবুলুস-সালাম' গ্রন্থে তিনি বলেন, "তিনি পুনরায় পানি নিয়ে মাথা মসেহ করতেন" এটা প্রয়োজনীয় বিষয়। এর সমর্থনে বহু হাদীস রয়েছে (অনুবাদক)।

٣٠-بَابُ مَا رُوِىَ فِىْ جَوَازِ تَقْدِيْمِ غُسْلِ الْيَدِ الْيُسْرٰى عَلَى الْيُمْنٰى

৩০-অনুচ্ছেদ : ডান হাতের আগে বাম হাত ধৌত করা জায়েয।

٢٨٥(١)- نا بن صاعد نا الجبار بن العلاء ثنا مروان نا اسماعيل عَنْ زِيَادٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلٰى عَلِىِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ فَسَاَلَهُ عَنِ الْوُضُوْءِ فَقَالَ اَبْدَاُ بِالْيَمِيْنِ اَوْ بِالشِّمَالِ فَاَضْرَطَ عَلِىٌّ بِهِ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَبَدَاَ بِالشِّمَالِ قَبْلَ الْيَمِيْنِ .

২৮৫(১)। ইবনে সায়েদ (র)... যিয়াদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি আলী ইবনে আবু তালিব (রা)-এর নিকট এসে তাকে উযু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। তিনি বলেন, আমি ডান থেকেও অথবা বাম থেকেও আরম্ভ করি। অতএব আমার সামনে তিনি মুখে বাতকর্মের অনুরূপ শব্দ করলেন, অতঃপর পানি আনার নির্দেশ দিলেন। তিনি ডান দিকের পূর্বে বাম দিক থেকে উযু শুরু করলেন।

٢٨٦(٢)- نا محمد بن القاسم بن زكريا نا اسماعيل بن بنت السدى نا على بن مسهر عن اسماعيل بن ابى خالد عَنْ زِيَادٍ مَوْلٰى بَنِىْ مَخْزُوْمٍ قَالَ سَاَلَ رَجُلٌ عَلِيًّا اَبْدَاُ بِالشِّمَالِ قَبْلَ يَمِيْنِىْ فِى الْوُضُوْءِ فَاضْرَطَ بِهِ عَلِىٌّ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَبَدَاَ بِشِمَالِهِ قَبْلَ يَمِيْنِهِ .

২৮৬(২)। মুহাম্মাদ ইবনুল কাসেম ইবনে যাকারিয়া (র)... বনূ মাখযূমের মুক্তদাস যিয়াদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি আলী (রা)-কে জিজ্ঞেস করলো, আমি কি আমার ডান দিকের পূর্বে বাম দিক থেকে উযু আরম্ভ করতে পারি? অতএব আলী (রা) মুখ দিয়ে বাতকর্মের অনুরূপ শব্দ করলেন (ঠাট্টাচ্ছলে) এবং পানি আনার নির্দেশ দিলেন। তিনি নিজের ডান দিকের পূর্বে বাম দিক থেকে উযু আরম্ভ করলেন।

টীকা : ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে মাঈন বলেন, মুক্তদাস যিয়াদের হাদীস গ্রহণযোগ্য নয় (অনুবাদক)।

٢٨٧(٣)- ثنا احمد بن عبد الله بن محمد الوكيل نا الحسن بنْ عرفة نا هشيم عنْ اسماعيل ابن ابى خالد عَنْ زِيَادٍ مَوْلٰى بَنِىْ مَخْزُوْمٍ قَالَ قِيْلَ لِعَلِىٍّ اِنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ بَدَاَ بِمَيَامِنِهِ فِى الْوُضُوْءِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّاَ فَبَدَاَ بِمَيَاسِرِهِ .

২৮৭(৩)। আহমাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ আল-ওয়াকীল (র).... বনূ মাখ্‌যূমের মুক্তদাস যিয়াদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা)-কে বলা হলো, আবু হুরায়রা (রা) তাঁর ডান দিক থেকে উযু আরম্ভ করেন। অতএব আলী (রা) পানি নিয়ে ডাকলেন এবং তার বাম থেকে উযু শুরু করেন।

٢٨٨ (٤)- نا جعفر بن محمد الواسطى نا موسى بن اسحاق نا ابو بكر نا معتمر بن سليمان عن عوف عن عبد الله بن عمرو بن هند قَالَ قَالَ عَلِيٌّ مَا أُبَالِيْ اِذَا اَتْمَمْتُ وُضُوْئِيْ بِاَيِّ اَعْضَائِيْ بَدَأْتُ .

২৮৮(৪)। জা'ফার ইবনে মুহাম্মাদ আল-ওয়াসিতী (র)... আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে হিন্দ (র) বলেন, আলী (রা) বলেছেন, আমি যখন পরিপূর্ণরূপে উযু করি তখন আমার যে কোন অঙ্গ থেকে উযু আরম্ভ করতে পরোয়া করি না।

টীকা : আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে হিন্দ মাখযূম গোত্রীয়। তিনি কেবল আলী (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম দারা কুতনীর মতে, তিনি তেমন শক্তিশালী রাবী নন (অনুবাদক)।

٢٨٩ (٥)- ثنا محمد بن القاسم نا اسماعيل بن موسى نا معتمر وخلف بن ايوب عن عوف بهذا .

২৮৯(৫)। মুহাম্মাদ ইবনুল কাসেম (র)..... আওফ (র) থেকে এই সনদে উপরোক্ত হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

٢٩٠ (٦)- ثنا جعفر بن محمد نا موسى نا ابو بكر نا حفص بن غياث عن اسماعيل بن ابى خالد عن زياد قَالَ قَالَ عَلِيٌّ مَا أُبَالِيْ لَوْ بَدَأْتُ بِالشِّمَالِ قَبْلَ الْيَمِيْنِ اِذَا تَوَضَّأْتُ .

২৯০(৬)। জা'ফার ইবনে মুহাম্মাদ (র)... যিয়াদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা) বলেছেন, আমি উযু করার সময় ডান দিকের পরিবর্তে বাম থেকে শুরু করার ব্যাপারে কোনরূপ ইতস্তত করি না।

٢٩١ (٧)- نا جعفر نا موسى نا ابو بكر نا حفص بن غياث عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ لاَ بَاْسَ اَنْ تَبْدَاْ بِرِجْلَيْكَ قَبْلَ يَدَيْكَ هذا مرسل ولا يثبت .

২৯১(৭)। জা'ফার (র)... মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ (রা) বলেছেন, তুমি উযুর সময় তোমার দুই হাতের পরিবর্তে দুই পা আগে ধৌত করায় কোন দোষ নেই। হাদীসটি মুরসাল এবং প্রমাণিত নয়।

٢٩٢(٨)- نا احمد بن عبد الله الوكيل نا الحسن بن عرفة نا هشيم عن عبد الرحمن المسعودى حدثنى سلمة بن كهيل عن ابى العبيدين عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَوَضَّاَ فَبَدَاَ بِمَيَاسِرِهِ فَقَالَ لاَ بَأْسَ صحيح .

২৯২(৮)। আহ্‌মাদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-ওয়াকীল (র)... আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তার নিকট এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো, সে তার বাম দিক থেকে উযু শুরু করে। তিনি বলেন, কোন আপত্তি নেই। এই হাদীস সহীহ।

٣١-بَابُ صِفَةِ وُضُوْءِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

৩১-অনুচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উযুর বিবরণ।

٢٩٣(١)- نا محمد بن محمود الواسطى ثنا شعيب بن ايوب نا ابو يحى الحمانى نا ابو حنيفة وثنا الحسن بن سعيد بن الحسن بن يوسف المروروذى قال وجدت فى كتاب جدى نا ابو يوسف القاضى نا ابو حنيفة عن خالد بن علقمة عن عبد خير عَنْ عَلِىٍّ اَنَّهُ تَوَضَّاَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلاَثًا وَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلاَثًا وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا وَذِرَاعَيْهِ ثَلاَثًا وَمَسَحَ بِرَاْسِهِ ثَلاَثًا وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ مَنْ اَحَبَّ اَنْ يَّنْظُرَ اِلى وُضُوْءِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَامِلاً فَلْيَنْظُرْ اِلى هذَا وَقَالَ شُعَيْبٌ هكَذَا رَاَيْتُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَوَضَّاُ هكَذَا رواه ابو حنيفة عن خالد بن علقمة قال فيه وَمَسَحَ رَاْسَهُ ثَلاَثًا وخالفه جماعة من الحفاظ الثقات منهم زائدة بن قدامة وسفيان الثورى وشعبة وابو عوانة وشريك وابو الاشهب جعفر بن الحارث وهارون بن سعد وجعفر بن محمد وحجاج بن ارطاة وابان بن تغلب .

২৯৩(১)। মুহাম্মাদ ইবনে মাহমূদ আল-ওয়াসিতী (র)... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি উযু করলেন। অতএব তিনি তার দুই হাত তিনবার ধৌত করেন, তিনবার কুলি করেন, তিনবার নাক পরিষ্কার করেন, মুখমণ্ডল তিনবার ধৌত করেন, দুই বাহু তিনবার ধৌত করেন, মাথা তিনবার মসেহ করেন এবং দুই পা তিনবার ধৌত করেন, এরপর বলেন, যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরিপূর্ণ উযু দেখতে চায় সে যেন এই আমার উযু দেখে। শুয়াইব (র)-এর বর্ণনায় আছে, "আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এভাবে উযু করতে দেখেছি"। আবু হানীফা (র) খালিদ ইবনে আলকামা (র) থেকে উক্ত হাদীস অনুরূপভাবে বর্ণনা করেন এবং তাতে (রাবী) বলেন, "রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর মাথা তিনবার মসেহ করেছেন"। নির্ভরযোগ্য এক জামাআত হাফেজে হাদীস এর বিপরীত বর্ণনা করেছেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন : যাইদা ইবনে কুদামা, সুফিয়ান

আস-সাওরী, শো'বা, আবু আওয়ানা, শারীক, আবুল আশহাব জা'ফার ইবনুল হারিস, হারূন ইবনে সা'দ, জা'ফার ইবনে মুহাম্মাদ, হাজ্জাজ ইবনে আরতাত, আবান ইবনে তাগলিব, আলী ইবনে সালেহ ইবনে হুয়াই, হাযেম ইবনে ইবরাহীম, হাসান ইবনে সালেহ, জা'ফার আল-আজমার (র) প্রমুখ খালিদ ইবনে আলকামা (র) থেকে এই হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং তাদের বর্ণনায় আছে : "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মাথা একবার মসেহ করেন"। তবে তাদের মধ্যে হাজ্জাজ (র) আবদে খায়েরের স্থানে উমার (রা)-এর উল্লেখ করেছেন এবং এ ব্যাপারে তিনি ভুল করেছেন। আমি তাদের মধ্যে আবু হানীফা (র) ব্যতীত অন্য কারো ব্যাপারে জানি না, যিনি এই হাদীসে বলেছেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মাথা তিনবার মসেহ করেছেন"। এই হাদীসের সমস্ত রাবীর সাথে আবু হানীফা (র) -এর বিরোধ সত্ত্বেও আলী (রা) থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে বর্ণিত হাদীস মসেহ করার হুকুম সম্পর্কে তিনি বিরোধ করেন।

٣٢-بَابُ تَجْدِيْدِ الْمَاءِ لِلْمَسْحِ

৩২-অনুচ্ছেদ : মসেহ করার জন্য নতুন পানি ব্যবহার।

٢٩٤(١)- حدثنا احمد بن محمد بن سعيد نا محمد بن احمد بن الحسن القطوانى نا حسن بن سيف بن عميرة حدثنى اخى علـى بن سيف عن ابيه عن ابان بن تغلب عن خالد بن علقمة عن عبد خير عَنْ عَلِيٍّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَوَضَّاَ ثَلاَثًا ثَلاَثًا وَاَخَذَ لِرَاْسِهِ مَاءً جَدِيْدًا .

২৯৪(১)। আহ্‌মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে সাঈদ (র)... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনবার করে উযু করেছেন (প্রতি অঙ্গ তিনবার ধুয়েছেন) এবং মাথা মসেহ করার জন্য নতুন পানি নিয়েছেন।

٣٣-دَلِيْلُ تَثْلِيْثِ الْمَسْحِ

৩৩-অনুচ্ছেদ : তিনবার মাথা মসেহ করার দলীল।

٢٩٥(١)- حدثنا الحسين بن اسماعيل نا محمد بن اسماعيل بن يوسف السلمى نا ايوب بن سليمان بن بلال حدثنى ابو بكر عن سليمان بن بلال عن اسحاق بن يحى عن معاوية بن عبد اللّٰه بن جعفر بن ابى طالب عن ابيه عبد اللّٰه بن جعفر عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ اَنَّهُ تَوَضَّاَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا وَاسْتَنْثَرَ ثَلاَثًا وَمَضْمَضَ ثَلاَثًا وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا ثَلاَثًا ثَلاَثًا وَمَسَحَ بِرَاْسِهِ ثَلاَثًا وَغَسَلَ

رِجْلَيْهِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ هكَذَا . اسحاق بن يحى ضعيف .

২৯৫(১)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... উসমান ইবনে আফ্‌ফান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি উযু করলেন এবং তার দুই হাত কব্জি পর্যন্ত তিনবার করে ধৌত করেন, পানি দিয়ে তিনবার নাক পরিষ্কার করেন, তিনবার কুলি করেন, তিনবার মুখমণ্ডল ধৌত করেন, উভয় বাহু (দুই হাত) তিনবার করে ধৌত করেন, তিনবার মাথা মসেহ করেন এবং দুই পা তিনবার করে ধৌত করেন, অতঃপর বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে অনুরূপভাবে উযু করতে দেখেছি। রাবী ইসহাক ইবনে ইয়াহ্‌ইয়া হাদীসশাস্ত্রে দুর্বল।

٢٩٦ (٢)- نا دعلج بن احمد نا موسى بن هارون نا ابى نا يحى بن ادم نا اسرائيل عن عامر بن شقيق بن جمرة عن شقيق بن سلمة قال رَأَيْتُ عُثْمَانَ تَوَضَّأَ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلاَثًا وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا وَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ ثَلاَثًا وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا وَمَسَحَ رَأْسَهُ ثَلاَثًا وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَعَلَ هذَا .

২৯৬(২)। দা'লাজ ইবনে আহ্‌মাদ (র)... শাকীক ইবনে সালামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উসমান (রা)-কে উযু করতে দেখেছি। তিনি তিনবার কুলি করেন ও নাক পরিষ্কার করেন, মুখমণ্ডল তিনবার ধৌত করেন, তিনবার দাড়ি খিলাল করেন, উভয় বাহু (হাত) তিনবার করে ধৌত করেন, তিনবার মাথা মসেহ করেন, উভয় পা তিনবার করে ধৌত করেন, অতঃপর বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এভাবে (উযু) করতে দেখেছি।

٢٩٧ (٣)- حدثنا الحسين بن اسماعيل نا يوسف بن موسى نا ابو عاصم النبيل عن عبد الرحمن ابن وردان اخبرنى ابو سلمة ان حمران اخبره اَنَّ عُثْمَانَ دَعَا بِوَضُوْءٍ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلاَثًا وَوَجْهَهُ ثَلاَثًا وَذِرَاعَيْهِ ثَلاَثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثَلاَثًا وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاَثًا وَقَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَتَوَضَّأَ هكَذَا وَقَالَ مَنْ تَوَضَّأَ اَقَلَّ مِنْ ذَالِكَ اَجْزَاهُ .

২৯৭(৩)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... হুমরান (র) থেকে বর্ণিত। উসমান (রা) উযুর পানি নিয়ে ডাকলেন। তিনি তার উভয় হাত (কব্জি পর্যন্ত) তিনবার করে ধৌত করেন, মুখমণ্ডল তিনবার ধৌত করেন, উভয় বাহু (হাত) তিনবার করে ধৌত করেন, মাথা তিনবার মসেহ করেন এবং উভয় পা তিনবার করে ধৌত করেন, অতঃপর বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এভাবে উযু করতে দেখেছি এবং তিনি বলেছেন: কোন ব্যক্তি এর চেয়ে কম সংখ্যকবার ধৌত করলে তাও তার জন্য যথেষ্ট হবে।

টীকা : এই হাদীস আল-বাযযার (র) তার মুসনাদ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান (র) হুমরান (র) থেকে কেবল এই একটি হাদীসই বর্ণনা করেছেন। আবু দাউদ (র) তার সুনান গ্রন্থে আবদুর রহমান ইবনে ওয়ারদান (র) সূত্রে এই হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং তার উপনাম আবু বাক্‌র আল-গিফারী। ইবনে

মুঈন (র) তাকে সুস্থ রাবী বলে মন্তব্য করেছেন। ইবনে আবু হাতেম বলেন, আমি তার সম্পর্কে আমার পিতাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, তার তেমন কোন দোষ নেই (অনুবাদক)।

٢٩٨(٤)- حدثنا الحسين بن اسماعيل نا محمد بن عبد الله المخرمي نا صفوان بن عيسى عن محمد ابن عبد الله بن ابى مريم عن ابن دارة مولى عثمان قَالَ دَخَلْتُ عَلَيْه يَعْنِىْ عَلى عُثْمَانَ مَنْزِلَهُ فَسَمِعَنِىْ وَاَنَا اَتَمَضْمَضُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ قُلْتُ لَبَّيْكَ قَالَ الاَ اُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُوْلِ اللّه ﷺ قُلْتُ بَلى قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّه ﷺ اُتِىَ بِمَاءٍ وَهُوَ عِنْدَ الْمَقَاعِد فَمَضْمَضَ ثَلاَثًا وَنَثَرَ ثَلاَثًا وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا وَذِرَاعَيْه ثَلاَثًا ثَلاَثًا وَمَسَحَ بِرَاْسِه ثَلاَثًا وَغَسَلَ قَدَمَيْه ثَلاَثًا ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ هكَذَا وُضُوْءُ رَسُوْلِ اللّه ﷺ اَحْبَبْتُ اَنْ اُرِيْكُمُوْهُ .

২৯৮(৪)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... উসমান (রা)-র মুক্তদাস ইবনে দারা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উসমান (রা)-র সাথে তার ঘরে সাক্ষাত করলাম। তিনি শুনতে পেলেন, আমি কুলি করছি। তিনি বলেন, হে মুহাম্মাদ! আমি বললাম, উপস্থিত। তিনি বলেন, আমি কি তোমার নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস বর্ণনা করবো? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দেখেছি যে, তাঁর নিকট উযুর পানি আনা হলো, তখন তিনি আল-মাকাইদে (জানাযার নামায পড়ার স্থানে) ছিলেন। তিনি তিনবার কুলি করেন, তিনবার নাক পরিষ্কার করেন, তিনবার মুখমণ্ডল ধৌত করেন, তিনবার করে উভয় বাহু (হাত) ধৌত করেন, তিনবার মাথা মসেহ করেন এবং উভয় পা তিনবার করে ধৌত করেন। অতঃপর উসমান (রা) বলেন, এরূপই ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উযু। তা আমি তোমাদের দেখাতে পছন্দ করি।

টীকা : ইবনে দারা অজ্ঞাত রাবী (ইবনে হাজার)। মুযাআ গোত্রীয় মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবু মরিয়ম তাদের মুক্তদাস অথবা সাকীফ গোত্রের মুক্তদাস। তিনি সুস্থ রাবী (ইবনে আবু হাতেম)। তার সম্পর্কে কোন আপত্তি নেই (ইয়াহ্ইয়া আল-কাত্তান)। তিনি সিকাহ্ (নির্ভরযোগ্য) রাবী (ইবনে হিব্বান)। তিনি ইমাম মালেকের শায়খগণের অন্তর্ভুক্ত (যুরকানী) (অনুবাদক)।

٢٩٩(٥)- حدثنا الحسين بن اسماعيل نا شعيب بن محمد الحضرمى بمكة ثنا الربيع بن سليمان الحضرمى نا صالح بن عبد الجبار ثنا ابن البيلمانى عن ابيه عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ اَنَّهُ تَوَضَّاَ بِالْمَقَاعِدِ وَالْمَقَاعِد بِالْمَدِيْنَة حَيْثُ يُصَلِّىْ عَلَى الْجَنَائِزِ عِنْدَ الْمَسْجِد فَغَسَلَ كَفَّيْه ثَلاَثًا ثَلاَثًا وَاسْتَنْثَرَ ثَلاَثًا وَمَضْمَضَ ثَلاَثًا وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا وَيَدَيْه اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلاَثًا وَمَسَحَ بِرَاْسِه ثَلاَثًا وَغَسَلَ قَدَمَيْه ثَلاَثًا سَلَّمَ عَلَيْه رَجُلٌ وَهُوَ يَتَوَضَّاُ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْه حَتّى فَرَغَ فَلَمَّا فَرَغَ كَلَّمَهُ مُعْتَذِرًا اِلَيْهِ وَقَالَ لَمْ يَمْنَعْنِىْ اَنْ اَرُدَّ عَلَيْكَ الاَّ اَنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّه ﷺ

يَقُولُ مَنْ تَوَضَّاَ هٰكَذَا وَلَمْ يَتَكَلَّمْ ثُمَّ قَالَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الْوُضُوْئَيْنِ .

২৯৯(৫)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... উসমান ইবনে আফফান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আল-মাকাইদ-এ উযু করেন। আল-মাকাইদ হলো মদীনায় মসজিদে নববী সংলগ্ন জানাযার নামায পড়ার স্থান। অতএব তিনি নিজের দুই হাত কব্জি পর্যন্ত তিনবার করে ধৌত করেন, তিনবার নাক পরিষ্কার করেন, তিনবার কুলি করেন, তিনবার মুখমণ্ডল ধৌত করেন, দুই হাত কনুই পর্যন্ত তিনবার ধৌত করেন, মাথা তিনবার মসেহ করেন এবং দুই পা তিনবার করে ধৌত করেন। তার উযুরত অবস্থায় এক ব্যক্তি তাকে সালাম দিলে তিনি উযু শেষ না করা পর্যন্ত তার সালামের উত্তর দেননি। তিনি উযুশেষে ওজরখাহি করে তার সাথে কথা বলেন এবং বলেন, আমি এই কারণে তোমার সালামের উত্তর দেইনি যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি এভাবে উযু করলো এবং কোন কথা বললো না, অতঃপর বললো, "আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন শরিক নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও তাঁর রাসূল", তার দুই উযুর মাঝখানে কৃত গুনাহ ক্ষমা করা হয়।

টীকা : ইবনুল কাত্তান (র) বলেন, আমি এই হাদীসের মাধ্যমে আবদুল জাব্বারের পরিচয় পেলাম। তিনি অজ্ঞাত রাবী। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনুল বায়লামানী সম্পর্কে ইমাম তিরমিযী বলেন, ইমাম বুখারী (র) বলেছেন, তিনি প্রত্যাখ্যাত রাবী, ইমাম যায়লাঈও এ কথা বলেছেন (অনুবাদক)।

٣٠٠(٦)- حدثنا ابن القاسم بن زكريا ثنا ابو كريب نا مسهر بن عبد الملك بن سلع عن ابيه عن عبد خير عَنْ عَلِيٍّ اَنَّهُ تَوَضَّاَ ثَلاَثًا ثَلاَثًا وَمَسَحَ بِرَاْسِهِ وَاُذُنَيْهِ ثَلاَثًا وَقَالَ هٰكَذَا وُضُوْءُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَحْبَبْتُ اَنْ اُرِيَكُمُوْهُ .

৩০০(৬)। ইবনুল কাসেম ইবনে যাকারিয়া (র)... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি উযুর অঙ্গগুলো তিনবার করে ধৌত করেন এবং উভয় কান সমেত মাথা তিনবার মসেহ করেন। এরপর তিনি বলেন, এরূপই ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উযু। আমি তোমাদেরকে তাঁর উযু দেখাতে আগ্রহী।

٣٠١(٧)- حدثنا الحسين بن اسماعيل نا شعيب بن محمد الحضرمى ابو محمد نا الربيع بن سليمان الحضرمى نا صالح بن عبد الجبار الحضرمى وعبد الحميد بن صبيح قالا نا محمد بن عبد الرحمن ابن البيلمانى عن ابيه عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَوَضَّاَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاَثًا وَاسْتَنْثَرَ ثَلاَثًا وَمَضْمَضَ ثَلاَثًا وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا وَمَسَحَ رَاْسَهُ ثَلاَثًا وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ قَبْلَ اَنْ يَّتَكَلَّمَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْوُضُوْئَيْنِ .

৩০১(৭)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি উযু করলো, তার দুই হাত কব্জি পর্যন্ত তিনবার ধৌত করলো, তিনবার নাক পরিষ্কার করলো, তিনবার কুলি করলো, মুখমণ্ডল ও উভয় হাত তিনবার করে ধৌত করলো, তিনবার মাথা মসেহ করলো এবং উভয় পা তিনবার করে ধৌত করলো, অতঃপর কোন কথা বলার পূর্বে বললো, "আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও তাঁর রাসূল", তার দুই উযুর মাঝখানে কৃত গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়।

٣٠٢(٨)- حدثنا الحسين بن اسماعيل نا احمد بن محمد بن يحى بن سعيد نا زيد بن الحباب حدثني عمر بن عبد الرحمن بن سعيد المخزومي حدثني جدى اَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانٍ خَرَجَ فِيْ نَفَرٍ مِنْ اَصْحَابِهِ حَتّٰى جَلَسَ عَلَى الْمَقَاعِدِ فَدَعَا بِوَضُوْءٍ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلاَثًا وَتَمَضْمَضَ ثَلاَثًا وَاسْتَنْشَقَ ثَلاَثًا وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا وَذِرَاعَيْهِ ثَلاَثًا وَمَسَحَ بِرَاْسِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ هٰكَذَا رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَوَضَّاَ كُنْتُ عَلٰى وُضُوْءٍ وَلٰكِنْ اَحْبَبْتُ اَنْ اُرِيَكُمْ كَيْفَ تَوَضَّاَ النَّبِىُّ ﷺ .

৩০২(৮)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... উমার ইবনে আবদুর রহমান ইবনে সাঈদ আল-মাখযূমী (র) থেকে তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। উসমান ইবনে আফফান (রা) তার একদল সংগীসহ বের হয়ে আল-মাকাইদ-এ এসে বসলেন। তিনি উযুর পানি নিয়ে ডাকলেন। তিনি তার উভয় হাত তিনবার (কব্জি পর্যন্ত) ধৌত করেন, তিনবার কুলি করেন, তিনবার নাক পরিষ্কার করেন, তিনবার মুখমণ্ডল ধৌত করেন, তিনবার বাহুদ্বয় (হাত) ধৌত করেন, একবার মাত্র মাথা মসেহ করেন এবং দুই পা তিনবার ধৌত করেন, অতঃপর বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এভাবে উযু করতে দেখেছি। আমার উযু ছিল, কিন্তু তবুও আমি তোমাদের দেখাতে চাই, নবী ﷺ কিভাবে উযু করেছেন।

٣٠٣(٩)- حدثنا محمد بن جعفر المطيرى ثنا على بن حرب نا زيد بن الحباب نا عبد الرحمن ابن ثابت بن ثوبان عن عبد الله بن الفضل عن الاعرج عن ابى هريرة اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ تَوَضَّاَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ .

৩০৩(৯)। মুহাম্মাদ ইবনে জা'ফার আল-মুতীরী (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ উযুর অংগসমূহ দুইবার করে ধৌত করেছেন।

টীকা : আবদুর রহমান ইবনে ছাবেত ইবনে ছাওবান (র) দামেশকের অধিবাসী কৃচ্ছ্রসাধক। তিনি নির্ভরযোগ্য রাবী (দুহাইম ও আবু হাতেম)। ইবনে মুঈন বলেন, তার ব্যাপারে কোন দোষ নেই। আবু দাউদ বলেন, তিনি সুস্থ রাবী এবং তার দোয়া কবুল হয়। উসমান ইবনে সাঈদ (র) ইবনে মুঈনের সূত্রে তাকে দুর্বল রাবী বলেন। ইমাম আহমাদ বলেন, তার হাদীস প্রত্যাখ্যাত। ইমাম নাসাঈর মতে, তিনি তেমন শক্তিশালী রাবী নন এবং ইবনে আদী বলেন, তার স্মরণশক্তির দুর্বলতার কারণে তিনি হাদীস লিখে রাখতেন। মোটকথা উপরোক্ত হাদীসের সনদ সুষ্ঠু ও যথার্থ (অনুবাদক)।

٣٠٤(١٠)- نا على بن محمد بن احمد المصرى نا يوسف بن يزيد بن كامل املاء نا سعيد بن منصور نا فليح بن سليمان عن عبد الله بن ابى بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ تَوَضَّاَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ .

৩০৪(১০)। আলী ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আহ্‌মাদ আল-মিসরী (র)... আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ উযুর অঙ্গগুলো দুইবার করে ধৌত করেছেন। (এই হাদীসের সনদ হাসান)।

٣٠٥(١١)- ثنا القاسم بن اسماعيل ابو عبيد نا على بن سهل بن المغيرة نا معمر بن محمد بن عبيد الله بن ابى رافع اخبرنى ابى محمد بن عبيد الله بن ابى رافع عن ابيه عبيد الله بن ابى رافع عن ابى رافع قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا تَوَضَّاَ وُضُوْءَهُ لِلصَّلاَةِ حَرَّكَ خَاتِمَهُ فِىْ اِصْبَعِه .

৩০৫(১১)। আল-কাসেম ইবনে ইসমাঈল (র)... আবু রাফে‘ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ নামাযের উযু করার সময় তাঁর আংগুলের আংটিটি নাড়াচাড়া করতেন।

টীকা : হাদীসটি ইমাম ইবনে মাজা (র)-ও বণর্না করেছেন। এই হাদীসের রাবী মা‘মার ও তার পিতা মুহাম্মাদ উভয়ে দুর্বল রাবী। ইমাম বুখারী তা‘লীকরূপে ও ইবনে আবু শায়বা (র) এই হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٣٤-بَابُ مَا يَسْتَحِبُّ لِلْمُتَوَضِّىْ وَالْمُغْتَسِلِ اَنْ يَّسْتَعْمِلَهُ مِنَ الْمَاءِ

৩৪-অনুচ্ছেদ : উযু ও গোসলে যতটুকু পানি ব্যবহার করা উত্তম।

٣٠٦(١)- حدثنا محمد بن منصور بن ابى الجهم نا ابو حفص عمرو بن على نا بشر بن المفضل ثنا ابو ريحانة عن سفينة مولى ام سلمة قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُوَضِّيهِ الْمُدُّ وَيُغْسِلُهُ الصَّاعُ .

৩০৬(১)। মুহাম্মাদ ইবনে মানসূর ইবনে আবুল জাহ্‌ম (র)... উম্মে সালামা (রা)-এর মুক্তদাস সাফীনা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক মুদ্দ পানি দিয়ে উযু করতেন এবং এক সা‘ পানি দিয়ে গোসল করতেন।

٣٠٧(٢)- حدثنى محمد بن منصور بن ابى الجهم ثنا عمرو بن على نا معاذ بن هشام حدثنى ابى عن قتادة عن صفية بنت شيبة عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَوَضَّاُ بِنَحْوِ الْمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِنَحْوِ الصَّاعِ .

৩০৭(২)। মুহাম্মাদ ইবনে মানসূর ইবনে আবুল জাহ্‌ম (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক মুদ্দ পরিমাণ পানি দিয়ে উযু করতেন এবং এক সা' পরিমাণ পানি দিয়ে গোসল করতেন (বুখারী, মুসলিম, আনাস (রা) সূত্রে। আবু দাউদ, নাসাঈ)।

٣٠٨(٣)- حدثنا احمد بن محمد بن زياد وعلى بن الحسين السواق قالا نا محمد بن غالب نا ابو عاصم موسى بن نصر الحنفى نا عبدة بن سليمان عن اسماعيل بن ابى خالد عن جرير ابن يزيد عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَتَوَضَّأُ بِرِطْلَيْنِ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ ثَمَانِيَةِ اَرْطَالٍ تفرد به موسى بن نصر وهو ضعيف الحديث .

৩০৮(৩)। আহ্‌মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে যিয়াদ (র)... আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ দুই রিতল পরিমাণ পানি দিয়ে উযু করতেন এবং এক সা' অর্থাৎ আট রিতল পরিমাণ পানি দিয়ে গোসল করতেন। এই হাদীস মূসা ইবনে নাদর (র) একা বর্ণনা করেছেন এবং তিনি হাদীসশাস্ত্রে দুর্বল।

٣٥-بَابُ السُّنَنِ الَّتِىْ فِى الرَّاْسِ وَالْجَسَدِ

৩৫-অনুচ্ছেদ : মাথা ও দেহের সাথে সংশ্লিষ্ট সুন্নাতসমূহ।

٣٠٩(١)- نا محمد بن مخلد ثنا محمد بن اسماعيل الحسانى نا وكيع عن زكريا عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن ابن الزبير عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَشْرَةٌ مِّنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ وَاِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ وَالسِّوَاكُ وَالاِسْتِنْشَاقُ بِالْمَاءِ وَقَصُّ الاَظْفَارِ وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ وَنَتْفُ الابِطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ قَالَ زَكَرِيَّا قَالَ مُصْعَبُ نَسِيْتُ الْعَاشِرَةَ الاَّ اَنْ يَّكُوْنَ الْمَضْمَضَةُ رواه خارجة عن زكريا وَقَالَ وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ يَعْنِى الاِسْتِنْجَاءُ بِالْمَاءِ تفرد به مصعب بن شيبة وخالفه ابو بشر وسليمان التيمى فروياه عن طلق بن حبيب قوله غير مرفوع .

৩০৯(১)। মুহাম্মাদ ইবনে মাখ্‌লাদ (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্ল'হ ﷺ বলেছেন : দশটি বিষয় ফিতরাতের (মানব প্রকৃতির) অন্তর্ভুক্ত : গোঁফ কাটা, দাড়ি লম্বা করা, মেসওয়াক করা, পানি দিয়ে নাক পরিষ্কার করা, নখ কাটা, আঙ্গুলের জোড়াগুলো ধৌত করা, বগলের লোম পরিষ্কার করা, লজ্জাস্থানের লোম পরিষ্কার করা এবং পানি দিয়ে শৌচ করা। যাকারিয়া (র) বলেন, মুস'আব (র) বলেছেন, আমি দশম বিষয়টি ভুলে গিয়েছি। তবে তা কুলি করা হতে পারে। খারিজা (র) যাকারিয়ার সূত্রে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, 'ইনতিকাসুল মা'। অর্থাৎ পানি দিয়ে শৌচ করা। এই হাদীস মুস'আব ইবনে শায়বা (র) এককভাবে বর্ণনা করেছেন এবং আবু বিশ্‌র ও সুলায়মান আত-তায়মী (র) তার

বিরোধিতা করেছেন। অতএব তারা উভয়ে এই হাদীস তালক ইবনে হাবীব (র) থেকে তার বক্তব্য হিসেবে বর্ণনা করেছেন, তবে তা মারফূরূপে নয়।

٣٦-بَابُ وَجُوْبِ غُسْلِ الْقَدَمَيْنِ وَالْعَقِبَيْنِ

৩৬-অনুচ্ছেদ : দুই পা গোড়ালি সমেত ধৌত করা ফরয।

٣١٠(١)- حدثنا عثمان بن احمد الدقاق نا ابراهيم بن الهيثم نا يحى بن بكير ثنا الليث عن حيوة بن شريح عن عقبة بن مسلم عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ الزُّبَيْدِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ وَيْلٌ لِّلاَعْقَابِ وَبُطُوْنِ الاَقْدَامِ مِنَ النَّارِ .

৩১০(১)। উসমান ইবনে আহ্‌মাদ আদ-দাক্‌কাক (র)... আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস ইবনে জায্‌ই আয-যুবায়দী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : পায়ের গোড়ালি ও পায়ের পাতার জন্য জাহান্নামের শাস্তি নির্দ্ধারিত।

٣١١(٢)- نا عثمان بن احمد الدقاق نا على بن ابراهيم الواسطى نا الحارث بن مصنور نا عمر بن قيس عن ابن شهاب عن عروة عن عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ وَيُخَلِّلُ بَيْنَ اَصَابِعِهِ وَيَدْلُكُ عَقِبَيْهِ وَيَقُوْلُ خَلِلُوْا بَيْنَ اَصَابِعِكُمْ لاَ يُخَلِّلُ اللّٰهُ تَعَالَى بَيْنَهَا بِالنَّارِ وَيْلٌ لِّلاَعْقَابِ مِنَ النَّارِ .

৩১১(২)। উসমান ইবনে আহ্‌মাদ আদ-দাক্‌কাক (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ উযুর সময় তাঁর (হাত-পায়ের) আঙ্গুলগুলো খিলাল করতেন এবং পায়ের গেড়ালিদ্বয় মলতেন আর বলতেন : তোমরা তোমাদের আঙ্গুলগুলো খিলাল করো, তাহলে আল্লাহ তায়ালা সেগুলোকে শাস্তি দিবেন না। আর পায়ের গোড়ালির জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি।

টীকা : ইমাম আহ্‌মাদ, আমর ইবনে আলী ও ইবনে আবু হাতেম (র)-এর মতে আমর ইবনে কায়েস পরিত্যক্ত রাবী। তার উপাধি হলো সানদাল (অনুবাদক)।

٣١٢(٣)- حدثنا يعقوب بن ابراهيم البزاز نا على بن مسلم نا يحى بن ميمون بن عطاء عن ليث عن مجاهد عن ابى هريرة قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَلِّلُوْا بَيْنَ اَصَابِعِكُمْ لاَ يُخَلِّلُهَا اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِى النَّارِ .

৩১২(৩)। ইয়া'কূব ইবনে ইবরাহীম আল-বায্‌যায (র) .. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা (উযুতে) তোমাদের (হাত-পায়ের) আঙ্গুলগুলো খিলাল করো। তাহলে মহামহিম আল্লাহ কিয়ামতের দিন সেগুলোকে জাহান্নামের শাস্তি দিবেন না।

টীকা : ইবনে আবু হাতেম বলেন, আমর ইবনে আলী (র) বলেছেন, ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে মায়মূন মিথ্যাবাদী। তিনি আলী ইবনে যায়েদ (র)-এর সূত্রে মওযূ (মনগড়া বা জাল) হাদীসসমূহ বর্ণনা করেছেন (অনুবাদক)।

٣١٣(٤)- حدثنا الحسين بن اسماعيل نا يوسف بن موسى نا هشام بن عبد الملك والحجاج ابن المنهال واللفظ لابى الوليد قالا نا همام نا اسحاق بن عبد الله بن ابى طلحة عَنْ عَلِيِّ ابْنِ يَحْىَ بْنِ خَلاَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَمِّهِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ قَالَ كَانَ رِفَاعَةُ وَمَالِكُ بْنُ رَافِعٍ اَخَوَيْنِ مِنْ اَهْلِ بَدْرٍ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوْسٌ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَوْ رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ جَالِسٌ وَنَحْنُ حَوْلَهُ اِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَصَلّٰى فَلَمَّا قَضَى الصَّلاَةَ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَعَلَى الْقَوْمِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَعَلَيْكَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَاِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يُصَلِّىْ وَنَحْنُ نَرْمُقُ صَلاَتَهُ لاَ نَدْرِ مَا يُعِيْبُ مِنْهَا فَلَمَّا صَلّٰى جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ وَعَلَى الْقَوْمِ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ وَعَلَيْكَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَاِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ قَالَ هَمَّامٌ فَلاَ اَدْرِىْ اَمَرَهُ بِذٰلِكَ مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلاَثًا فَقَالَ الرَّجُلُ مَا اَلَوْتُ فَلاَ اَدْرِىْ مَا عِبْتَ عَلَىَّ مِنْ صَلاَتِىْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّهَا لاَ تَتِمُّ صَلاَةُ اَحَدِكُمْ حَتّٰى يُسْبِغَ الْوَضُوْءَ كَمَا اَمَرَهُ اللّٰهُ فَيَغْسِلُ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَيَمْسَحُ بِرَاْسِهِ وَرِجْلَيْهِ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ يُكَبِّرُ اللّٰهَ وَيَثْنِىْ عَلَيْهِ ثُمَّ يَقْرَاُ اُمَّ الْقُرْاٰنِ وَمَا اَذِنَ لَهُ فِيْهِ وَتَيَسَّرَ ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَرْكَعُ وَيَضَعُ كَفَّيْهِ عَلٰى رُكْبَتَيْهِ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ وَتَسْتَرْخِىْ وَيَقُوْلُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَيَسْتَوِىْ قَائِمًا حَتّٰى يُقِيْمَ صُلْبُهُ وَيَاْخُذَ كُلُّ عَظْمٍ مَاْخَذَهُ ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَسْجُدُ فَيُمْكِنُ وَجْهَهُ قَالَ هَمَّامٌ وَرُبَّمَا قَالَ جَبْهَتَهُ فِى الاَرْضِ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ وَتَسْتَرْخِىْ ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَسْتَوِىَ قَاعِداً عَلٰى مَقْعَدَتِهِ وَيُقِيْمَ صُلْبُهُ فَوَصَفَ الصَّلاَةَ هٰكَذَا اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ حَتّٰى فَرَغَ ثُمَّ قَالَ لاَ تَتِمُّ صَلاَةُ اَحَدِكُمْ حَتّٰى يَفْعَلَ ذَالِكَ.

৩১৩(৪)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... আলী ইবনে ইয়াহ্ইয়া ইবনে খাল্লাদ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে, তিনি তার চাচা রিফাআ ইবনে রাফে' (রা)-র সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রিফা'আ ও মালেক ইবনে রাফে' (রা) দুই ভাই বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট বসা ছিলাম অথবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসা ছিলেন এবং আমরা তাঁর চারপাশে উপস্থিত ছিলাম। এই মুহূর্তে এক ব্যক্তি তাঁর নিকট প্রবেশ করে কিবলামুখী হয়ে নামায পড়লো। লোকটি নামায শেষ করার পর এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও উপস্থিত লোকজনকে সালাম করলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন : এবং তোমাকেও (সালাম)। তুমি ফিরে গিয়ে আবার নামায পড়ো। কেননা তোমার নামায

হয়নি। লোকটি পুনরায় নামায পড়তে লাগলো এবং আমরা তার নামাযের প্রতি লক্ষ্য রাখলাম, কিন্তু আমরা বুঝতে পারলাম না, সে তার নামাযে কি ত্রুটি করছে। অতঃপর সে নামায শেষ করে এসে নবী ﷺ ও উপস্থিত লোকজনকে সালাম করলো। নবী ﷺ তাকে বললেন : "এবং তোমাকেও (সালাম), তুমি ফিরে যাও এবং আবারও নামায পড়ো। কেননা তোমার নামায হয়নি। অধস্তন রাবী হাম্মাম (র) বলেন, আমি জানি না রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে এ ব্যাপারে দুইবার নাকি তিনবার নির্দেশ দিয়েছেন? লোকটি বললো, আমি আমার জানামতে, কোন ত্রুটি করিনি। আমি জানি না, আপনি আমার নামাযে কি ভুল ধরেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমাদের কারো নামায পরিপূর্ণ হয় না—যতক্ষণ না সে আল্লাহ্‌র নির্দেশ মোতাবেক উত্তমরূপে উযু করে। অতএব সে নিজের মুখমণ্ডল ধৌত করবে, উভয় হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করবে, তার মাথা মসেহ করবে, উভয় পা গোছা সমেত ধৌত করবে, অতঃপর আল্লাহু আকবার বলে (নামায শুরু করবে) তাঁর সানা-সিফাত বর্ণনা করবে, তারপর সূরা আল-ফাতিহা পড়বে, তারপর সহজ একটি কিরাআত পড়বে। তারপর তাকবীর বলে রুকূ করবে, রুকূতে উভয় হাতের তালু উভয় হাঁটুতে রাখবে, শরীরের জোড়াসমূহ স্থির ও স্বাভাবিক হওয়া পর্যন্ত, তারপর সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ বলে (রুকূ থেকে উঠে) সোজা হয়ে দাঁড়াবে—পিঠ সোজা হওয়া ও প্রতিটি হাড় নিজ নিজ জোড়ায় স্থির হওয়া পর্যন্ত। তারপর তাকবীর বলে সিজদায় যাবে এবং মুখমণ্ডল (মাটিতে) স্থির রাখবে। (কোন কোন বর্ণনায়) হাম্মাম (র) বলেন, তিনি কখনো বলেন : কপাল মাটিতে রাখবে, শরীরের জোড়াগুলো স্থির ও স্বাভাবিক হওয়া পর্যন্ত। তারপর তাকবীর বলে সিজদা থেকে উঠে পিঠ সোজা করে নিতম্বের উপর সোজা হয়ে বসবে। তিনি এভাবে চার রাক্‌আত নামাযের শেষ পর্যন্ত বর্ণনা দিলেন। অতঃপর তিনি বলেন : তোমাদের কারো নামায পুর্ণাঙ্গ হবে না অনুরূপভাবে আদায় না করা পর্যন্ত।

٣١٤(٥)- حدثنا ابراهيم بن حماد ثنا العباس بن يزيد نا سفيان بن عيينة حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰه ابْنُ مُحَمَّد بْنِ عَقِيْلٍ اَنَّ عَلِىَّ بْنَ الْحُسَيْنِ اَرْسَلَهُ اِلَى الرُّبَيْعِ بِنْت مُعَوِّذ يَسْاَلُهَا عَنْ وُضُوْءِ رَسُوْلِ اللّٰه ﷺ فَقَالَتْ اِنَّهُ كَانَ يَاْتِينَّ وكَانَتْ تخْرُجُ لَهُ الْوَضُوْءَ قَالَ فَاَتَيْتُهَا فَاَخْرَجَتْ اِلَىَّ اِنَاءً فَقَالَتْ فِىْ هذَا كُنْتُ اَخْرِجُ لَهُ الْوَضُوْءَ لِرَسُوْلِ اللّٰه ﷺ فَيَبْدَاُ فَيَغْسِلُ يَدَيْه قَبْلَ اَنْ يُّدْخِلَهُمَا ثَلاَثًا ثُمَّ يَتَوَضَّاُ فَيَغْسِلُ وَجْهَهُ ثَلاَثًا ثُمَّ يُمَضْمِضُ ثَلاَثًا وَيَسْتَنْشِقُ ثَلاَثًا ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْه ثُمَّ يَمْسَحُ بِرَاْسِه مُقْبِلاً وَمُدْبِرًا ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ قَالَتْ وَقَدْ اَتَانِى ابْنُ عَمٍّ لَكَ تَعْنِىْ ابْنَ عَبَّاسٍ فَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ مَا اَجِدُ فِى الْكِتَابِ الاَّ غَسْلَتَيْنِ وَمَسْحَتَيْنِ فَقُلْتُ لَهَا فَبِاَىِّ شَىٍّ كَانَ الاِنَاءُ قَالَتْ قَدْرُ مُدٍّ بِالْهَاشِمِىِّ اَوْ مُدٍّ وَرُبُعٍ قَالَ الْعَبَّاسُ بْنُ يَزِيْدَ هَذِه الْمَرْاَةُ حَدَّثَتْ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ بَدَاَ بِالْوَجْه قَبْلَ الْمَضْمَضَةِ وَالاِسْتِنْشَاقِ وَقَدْ حَدَّثَ اَهْلُ بَدْرٍ مِنْهُمْ عُثْمَانُ وَعَلِىٌّ اَنَّهُ بَدَاَ بِالْمَضْمَضَةِ وَالاِسْتِنْشَاقِ قَبْلَ الْوَجْهِ وَالنَّاسُ عَلَيْهِ .

৩১৪(৫)। ইবরাহীম ইবনে হাম্মাদ (র)... আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আকীল (র) থেকে বর্ণিত। আলী ইবনুল হুসাইন (র) তাকে (রাবীকে) মুআব্বিয-কন্যা রুবাঈ' (রা)-এর নিকট রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উযু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার জন্য পাঠান। তিনি (রুবাঈ') বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের নিকট আসতেন এবং তিনি তাঁকে উযুর পানি দিতেন। রাবী (আবদুল্লাহ) বলেন, অতএব আমি তার নিকট গেলাম এবং তিনি আমার সামনে একটি পাত্র বের করে বলেন, আমি এই পাত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে উযুর পানি দিতাম। তিনি উযুর শুরুতে তাঁর দুই হাত পানির পাত্রে প্রবেশ করানোর পূর্বে তিনবার করে ধৌত করতেন, তারপর উযু করতেন। অতএব তিনি তাঁর মুখমণ্ডল তিনবার ধৌত করেন, তিনবার কুলি করেন, তিনবার নাক পরিষ্কার করেন, তারপর উভয় হাত ধৌত করেন, তারপর সম্মুখভাগ ও পশ্চাদভাগসহ সমস্ত মাথা মসেহ করেন, তারপর উভয় পা ধৌত করেন। রুবাঈ' (রা) বলেন, আমার নিকট তোমার চাচাতো ভাই অর্থাৎ ইবনে আব্বাস (র) এসেছিলেন। আমি তাকেও এই হাদীস শুনিয়েছি। তিনি বলেন, আমি কিতাবে দুইবার ধৌত করা ও দুইবার মসেহ করার কথা পেয়েছি। আমি রুবাঈ' (রা)-কে বললাম, এই পাত্রে কতটুকু পানি ধরে? তিনি বলেন, হাশেমী গোত্রের এক মুদ্দ অথবা শোয়া এক মুদ্দ পরিমাণ। আল-আব্বাস ইবনে ইয়াযীদ (র) বলেন, এই মহিলা সাহাবী নবী ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন যে, তিনি (নবী ﷺ) কুলি ও নাক পরিষ্কার করার পূর্বে মুখমণ্ডল ধৌত করার দ্বারা উযু শুরু করেছেন। আর বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীগণ, যাদের মধ্যে রয়েছেন উসমান (রা) ও আলী (রা), তারা বলেন, তিনি (নবী ﷺ) মুখমণ্ডল ধৌত করার পূর্বে কুলি করা ও নাক পরিষ্কার করার দ্বারা উযু আরম্ভ করেন। লোকজন বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের কথাই গ্রহণ করেছে।

٣٧-بَابُ مَا رُوِيَ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ اَلْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ

৩৭-অনুচ্ছেদ : নবী ﷺ-এর বক্তব্য—উভয় কান মাথার অন্তর্ভুক্ত।

٣١٥(١)- حدثنا ابو محمد يحى بن محمد صاعد ثنا الجراح بن مخلد نا يحى بن العريان الهروى نا حاتم بن اسماعيل عن اسامة بن زيد عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَلْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ . كذا قال وهو وهم والصواب عن اسامة بن زيد عن هلال بن اسامة الفهرى عن ابن عمر موقوفًا هذا وهم ولا يصح وما بعده وقد بينت عللها .

৩১৫(১)। আবু মুহাম্মাদ ইয়াহ্ইয়া ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে সায়েদ (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : 'উভয় কান মাথার অন্তর্ভুক্ত'। তিনি অনুরূপ বলেছেন এটা সন্দেহযুক্ত। সঠিক হলো : উসামা ইবনে যায়েদ-হিলাল ইবনে উসামা আল-ফিহরী-ইবনে উমার (রা) সূত্রে মাওকূফরূপে বর্ণিত। এটাও সন্দেহযুক্ত, সহীহ নয় এবং এর পরেরটিও সহীহ নয়। এর কারণসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে।

টীকা : ইমাম দারা কুতনী (র) ইবনে উমার (রা)-এর এই হাদীস একাধিক সূত্রে বর্ণনা করেছেন এবং সবগুলো সূত্রই মাওকূফ। একটি সূত্রে মারফূরূপে বর্ণিত, তা সন্দেহযুক্ত। তবে 'কর্ণদ্বয় যে মাথার অন্তর্ভুক্ত' এ সম্পর্কে সহীহ হাদীস বিদ্যমান আছে (অনুবাদক)।

٣١٦(٢)- حدثنا محمد بن نوح الجنديسابوري والقاضي ابو طاهر محمد بن احمد بن نصر قالا نا احمد بن محمد بن المستلم بن حيان مولى بني هاشم حدثنا ابو عبد الله القاسم بن يحى بن يونس البزاز نا اسماعيل بن عياش عن يحى بن سعيد عن نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْاُذُنَانِ مِنَ الرَّاْسِ . رفعه وهم والصواب عن ابن عمر من قوله والقاسم بن يحى هذا ضعيف .

৩১৬(২)। মুহাম্মাদ ইবনে নূহ আল-জুনদীসাপুরী (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "উভয় কান মাথার অংশ"। এবং এই হাদীস মারফূরূপে বর্ণনা করা সন্দেহযুক্ত। সঠিক হলো, এটা ইবনে উমার (রা)-এর উক্তি। আল-কাসিম ইবনে ইয়াহ্ইয়া (র) হাদীসশাস্ত্রে দুর্বল।

٣١٧(٣)- حدثنا محمد بن عمر بن ايوب المعدل بالرملة نا عبد الله بن محمد بن وهيب الغزي نا محمد بن ابى السرى ثنا عبد الرزاق عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْاُذُنَانِ مِنَ الرَّاْسِ . كذا قال عبد الرزاق عن عبيد الله ورفعه ايضًا وهم ورواه اسحاق بن ابراهيم قاضي غزة عن ابن ابى السرى عن عبد الرزاق عن الثوري عن عبيد الله ورفعه ايضًا وهم ووهم فى ذكر الثوري وانما رواه عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر اخى عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عنه موقوفًا .

৩১৭(৩)। মুহাম্মাদ ইবনে উমার ইবনে আইউব (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'উভয় কান মাথার অন্তর্ভুক্ত'। অনুরূপভাবে আবদুর রায্যাক উবায়দুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেন। এই সূত্রেও মারফূরূপে বর্ণিত হওয়ার বিষয়টি সন্দেহযুক্ত। গাযার বিচারপতি ইসহাক ইবনে ইবরাহীম-ইবনে আবুস সারী-আবদুর রায্যাক-সুফিয়ান সাওরী-উবায়দুল্লাহ (র) থেকে এই হাদীস বর্ণনা করেন। এই হাদীস এই সূত্রেও মারফূরূপে বর্ণিত হওয়ার বিষয়টি সন্দেহযুক্ত। সুফিয়ান আস-সাওরীর উল্লেখের কারণে তা সন্দেহযুক্ত হয়েছে। এই হাদীস আবদুর রায্যাক-উবায়দুল্লাহ্র ভাই আবদুল্লাহ ইবনে উমার-নাফে-ইবনে উমার (রা) সূত্রে মাওকূফরূপে বর্ণিত।

٣١٨(٤)- حدثنا محمد بن اسماعيل الفارسي نا اسحاق بن ابراهيم انا عبد الرزاق انا عبد الله ابن عمر عَنْ نَافِعٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ الْاُذُنَانِ مِنَ الرَّاْسِ . موقوف وكذالك رواه محمد بن اسحاق عن نافع وعبد الله بن نافع عن ابيه عن ابن عمر موقوفًا .

৩১৮(৪)। মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল আল-ফারিসী (র)... নাফে' (র) থেকে বর্ণিত। ইবনে উমার (রা) বলেন, উভয় কান মাথার অংশ। এই হাদীস মাওকূফ। অনুরূপভাবে এই হাদীস মুহাম্মাদ ইবনে

ইসহাক (র) নাফে' থেকে এবং আবদুল্লাহ ইবনে নাফে' তার পিতার সূত্রে ইবনে উমার (রা) থেকে মাওকূফরূপে বর্ণনা করেন।

٣١٩(٥)- حدثنا به جعفر بن محمد الواسطى ثنا موسى بن اسحاق ثنا ابو بكر ثنا عبد الرحيم ابن سليمان عن ابن اسحاق عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَمْسَحُ أُذُنَيْهِ وَيَقُوْلُ هُمَا مِنَ الرَّأْسِ .

৩১৯(৫)। জা'ফার ইবনে মুহাম্মাদ আল-ওয়াসিতী (র)... নাফে' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে উমার (রা) তার উভয় কান মাসেহ করতেন এবং বলতেন, এ দু'টি মাথার অংশ।

٣٢٠(٦)- ثنا ابراهيم بن حماد نا العباس بن يزيد نا وكيع نا عبد الله بن نافع عن ابيه عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ . قَالَ الشيخ واما الحديث الاول الذى رواه يحى بن العريان عن حاتم عن اسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا فهو وهم والصواب عن اسامة بن زيد عن هلال بن اسامة الفهرى عن ابن عمر موقوفًا .

৩২০(৬)। ইবরাহীম ইবনে হাম্মাদ (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'উভয় কান মাথার অংশ'। শায়েখ (র) বলেন. প্রথম হাদীস, যা ইয়াহ্ইয়া ইবনুল উর্‌য়ান (র) হাতিম-উসামা ইবনে যায়েদ-নাফে'-ইবনে উমার (র) সূত্রে মাওকূফরূপে বর্ণনা করেছেন। এটাও সন্দেহযুক্ত। সঠিকক হলো : উসামা ইবনে যায়েদ-হিলাল ইবনে উসামা আল-ফিহ্‌রী-ইবনে উমার (রা) থেকে মাওকূফরূপে।

٣٢١(٧)- حدثنا ابراهيم بن حماد نا العباس بن يزيد نا وكيع نا اسامة بن زيد وثنا جعفر ابن محمد الواسطى نا موسى بن اسحاق نا ابو بكر بن ابى شيبة نا ابو اسامة عن اسامة بن زيد عَنْ هِلَالِ بْنِ أُسَامَةَ الْفِهْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ .

৩২১(৭)। ইবরাহীম ইবনে হাম্মাদ (র)... হিলাল ইবনে উসামা আল-ফিহ্‌রী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে উমার (রা)-কে বলতে শুনেছি, উভয় কান মাথার অন্তর্ভুক্ত।

٣٢٢(٨)- حدثنا ابراهيم بن حماد نا ابو موسى نا عبد الرحمن بن مهدى وثنا ابراهيم بن حماد نا عباس بن يزيد نا وكيع قالا نا سفيان عن سالم ابى النضر عن سعيد بن مرجانة عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ .

৩২২(৮)। ইবরাহীম ইবনে হাম্মাদ (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উভয় কান মাথার অন্তর্ভুক্ত।

٣٢٣(٩)- حدثنا على بن مبشر نا محمد بن حرب نا عبد الحكيم بن منصور نا غيلان بن عبد الله عن ابن عمر وحدثنا احمد بن عبد الله النحاس ثنا الحسن بن عرفة نا هشيم عن غيلان بن عبد الله مولى بنى مخزوم قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ الأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ ورووى عن زيد العمى عن مجاهد عن ابن عمر مرفوعًا .

৩২৩(৯)। আলী ইবনে মুবাশশির (র)... ইবনে উমার (রা) বলেন, উভয় কান মাথার অন্তর্ভুক্ত। যায়েদ আল-আ'মা (র) মুজাহিদ-ইবনে উমার (রা) সূত্রে হাদীসটি মারফূরূপে বর্ণনা করেছেন।

٣٢٤(١٠)- حدثنا به ابو عبيد القاسم بن اسماعيل نا ادريس بن الحكم العنزى نا محمد بن الفضل عن زيد عن مجاهد عن ابن عمر قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ . محمد بن الفضل هو ابن عطية متروك الحديث .

৩২৪(১০)। আবু উবায়দ আল-কাসেম ইবনে ইসমাঈল (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : 'উভয় কান মাথার অন্তর্ভুক্ত'। মুহাম্মাদ ইবনুল ফাদল হলেন আতিয়্যার পুত্র। তিনি হাদীসশাস্ত্রে পরিত্যক্ত।

٣٢٥(١١)- حدثنا ابو الحسن محمد بن عبد الله بن زكريا النيسابورى بمصر نا احمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار ثنا ابو كامل الجحدرى نا غندر محمد بن جعفر عن ابن جريج عن عطاء عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اَلأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ .

৩২৫(১১)। আবুল হাসান মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে যাকারিয়া আন-নায়সাপুরী (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : উভয় কান মাথার অন্তর্ভুক্ত।

টীকা : ইবনুল কাত্তান (র) বলেন, এই হাদীসের সনদসূত্র মুত্তাসিল (অবিচ্ছিন্ন) হওয়ায় এটি সহীহ এবং এর রাবীগণের সকলেই নির্ভরযোগ্য (ছিকাহ)। ইমাম দারা কুতনীর মতে, তার সনদসূত্রে ইজতিরাব (গড়মিল) আছে এবং তা সন্দেহযুক্ত এবং এটি মুরসাল হাদীস। আবদুল হক মুহাদ্দিস দিহ্‌লাভী (র) বলেন, এখানে দু'টি হাদীস হওয়ায় অসুবিধা নেই—একটি মুরসাল ও একটি মুসনাদ (অনুবাদক)।

٣٢٦(١٢)- حدثنى به ابى نا محمد بن محمد بن سليمان الباغندى ثنا ابو كامل بهذا. تفرد به ابو كامل عن عندر ووهم عليه فيه تابعه الربيع بن بدر وهو متروك عن ابن جريج والصواب عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلاً فَاَمَّا حديث الربيع بن بدر .

৩২৬(১২)। ইমাম দারা কুতনীর পিতা... আবু কামিল (র) থেকে এ হাদীস বর্ণিত। আবু কামিল এককভাবে গুনদার থেকে এটি বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসের সনদে তিনি সন্দেহে পতিত হয়েছেন। আর-রবী' ইবনে বদরও তার অনুসরণে ইবনে জুরাইজ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি হাদীসশাস্ত্রে পরিত্যক্ত রাবী। সঠিক হলো : ইবনে জুরাইজ-সুলায়মান ইবনে মূসা-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মুরসালরূপে। আর-রবী' ইবনে বাদরের হাদীস নিম্নে বর্ণিত হলো।

٣٢٧ (١٣)- فحدثنا به احمد بن محمد بن يزيد الزعفرانى ابو الحسن وحدثنا محمد بن الحسين بن سعيد الهمدانى قالا نا ابو يحى بن ابى ميسرة نا يحى بن قزعة نا الربيع بن بدر عن ابن جريج عن عطاء عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلاُذُنَانِ مِنَ الرَّاْسِ .

৩২৭(১৩)। আহ্‌মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে ইরাযীদ আয-যা'ফারানী (র)... ইবনে আব্বাস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : উভয় কান মাথার অন্তর্ভুক্ত।

٣٢٨ (١٤)- حدثنا احمد بن عبد اللّٰه بن محمد بن النحاس نا ابو بدر عباد بن الوليد ح وحدثنا القاضى الحسين قال كتب الينا عباد بن الوليد نا كثير بن شيبان قال نا الربيع بن بدر عن ابن جريج عن عطاء عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَمَضْمَضُوْا وَاسْتَنْشِقُوْا وَالاُذُنَانِ مِنَ الرَّاْسِ . الربيع بن بدر متروك الحديث .

৩২৮(১৪)। আহ্‌মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনুন-নাহ্‌হাস (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : 'তোমরা কুলি করো ও নাক পরিষ্কার করো, আর উভয় কান মাথার অন্তর্ভুক্ত'। আর-রবী' ইবনে বদর হাদীসশাস্ত্রে প্রত্যাখ্যাত।

٣٢٩ (١٥)- واما حديث من رواه عن ابن جريج على الصواب فحدثنا به ابراهيم بن حماد نا العباس بن يزيد نا وكيع نا ابن جريج وحدثنا ابن مخلد نا الحسانى نا وكيع عن ابن جريج وحدثنا ابراهيم بن حماد نا العباس بن يزيد نا عبد الرزاق نا ابن جريج حدثنى سليمان بن موسى اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَلاُذُنَانِ مِنَ الرَّاْسِ .

৩২৯(১৫)। ইবরাহীম ইবনে হাম্মাদ (র).... সুলায়মান ইবনে মূসা (র) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : উভয় কান মাথার অন্তর্ভুক্ত।

٣٣٠ (١٦)- حدثنا جعفر بن احمد المؤذن نا السرى بن يحى نا ابو نعيم وقبصة قالا نا سفيان عن ابن جريج عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوْسى عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ .

৩৩০(১৬)। জা'ফার ইবনে আহ্‌মাদ আল-মুয়ায্‌যিন (র)... সুলায়মান ইবনে মূসা (র)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٣٣١(١٧)- نا على بن عبد الله بن مبشر ثنا محمد بن حرب الواسطى نا صلة بن سليمان عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ .

৩৩১(১৭)। আলী ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুবাশশির (র)... সুলায়মান ইবনে মূসা (র) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : উভয় কান মাথার অন্তর্ভুক্ত।

٣٣٢(١٨)- نا عثمان بن احمد نا يحى بن ابى طالب نا عبد الوهاب عن ابن جريج عَنْ سُلَيْمَانَ ابْنِ مُوْسى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ .

৩৩২(১৮) উসমান ইবনে আহ্‌মাদ (র)... সুলায়মান ইবনে মূসা-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٣٣٣(١٩)- حدثنا ابن مبشر حدثنا محمد بن حرب ثنا على بن عاصم عن ابن جريج عن سليمان ابن موسى عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَلأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ . وهم على بن عاصم فى قوله عن ابى هريرة عن النبى ﷺ والذى قبله اصح عن ابن جريج .

৩৩৩(১৯)। ইবনে মুবাশশির (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : 'উভয় কান মাথার অন্তর্ভুক্ত'। আলী ইবনে আসেম (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে এই হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে সন্দেহে পতিত হয়েছেন। ইবনে জুরাইজ (র) থেকে বর্ণিত পূর্বোক্ত হাদীস অধিকতর সহীহ।

٣٣٤(٢٠)- حدثنا على بن الفضل بن طاهر البلخى نا حماد بن محمد بن حفص ببلخ نا محمد بن الازهر الجوزجانى نا الفضل بن موسى السينانى عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهرى عن عروة عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَوَضَّا فَلْيَتَمَضْمَضْ وَلْيَسْتَنْشِقْ وَالأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ . كذا قال والمرسل اصح .

৩৩৪(২০)। আলী ইবনুল ফাদল ইবনে তাহের আল-বালখী (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : 'কোন ব্যক্তি উযু করলে সে যেন কুলি করে ও নাক পরিষ্কার করে। আর উভয় কান মাথার অংশ' তিনি অনুরূপ বলেছেন। হাদীসটি মুরসাল হিসেবেই অধিকতর সহীহ।

টীকা : ইমাম আহ্‌মাদ (র) মুহাম্মাদ ইবনুল আযহার আল-জুরজানীকে মিথ্যুক বলেছেন এবং ইমাম দারা কুতনী তাকে হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল বলেছেন (অনুবাদক)।

٣٣٥(٢١)- وروى عن جابر الجعفى عن عطاء واختلف عنه حدثنا ابو محمد يحى بن محمد بن صاعد ثنا احمد بن بكر ابو سعيد ببالس نا محمد بن مصعب القرقسانى نا اسرائيل عن جابر عن عطاء عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا تَوَضَّأَ اَحَدُكُمْ فَلْيَتَمَضْمَضْ وَلْيَسْتَنْشِقْ وَالاُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ .

৩৩৫(২১)। জাবের আল-জু'ফী (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ উযু করলে সে যেন কুলি করে এবং নাক পরিষ্কার করে। আর উভয় কান মাথার অংশ।

٣٣٦(٢٢)- حدثنا احمد بن محمد بن سعيد نا على بن عمر بن الحسن التميمى نا حسن بن على الصفار نا مصعب بن المقدام عن حسن بن صالح عن جابر عن عطاء عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ سَوَاءٌ اِلاَّ اَنَّهُ قَالَ وَلْيَسْتَنْثِرْ .

৩৩৬(২২)। আহ্‌মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে সাঈদ (র).... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে নবী ﷺ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত। তবে এই বর্ণনায় আছে, তিনি বলেন : সে যেন নাকে পানি দিয়ে তা পরিষ্কার করে।

٣٣٧(٢٣)- حدثنا على بن الفضل بن طاهر البلخى نا احمد بن حمدان العائذى ابو الحسن الانطاكى نا الحسين بن الجنيد الدامغانى وكان رجلا صالحًا نا على بن يونس عن ابراهيم ابن طهمان عن جابر عن عطاء عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمَضْمَضَةُ وَالاِسْتِنْشَاقُ مِنَ الْوَضُوْءِ الَّذِىْ لاَ يُتِمُّ الْوَضُوْءُ اِلاَّ بِهِمَا وَالاُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ . جابر ضعيف وقد اختلف عنه فارسله الحكم بن عبد الله ابو مطيع عن ابراهيم بن طهمان عن جابر عن عطاء وهو اشبه بالصواب .

৩৩৭(২৩)। আলী ইবনুল ফাদল ইবনে তাহের আল বালখী (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : "কুলি করা ও নাক পরিষ্কার করা উযুর অংশ। এই দু'টি ব্যতীত উযু পূর্ণাঙ্গ হয় না। আর উভয় কান মাথার অংশ"।

জাবের আল-জু'ফী হাদীসশাস্ত্রে দুর্বল এবং তার থেকে হাদীস বর্ণনার ব্যাপারে মতানৈক্য আছে। আল-হাকাম ইবনে আবদুল্লাহ (র) আবু মুতী'-ইবরাহীম ইবনে তাহমান-জাবের-আতা (র) সূত্রে এই হাদীস মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন এবং এটাই যথার্থ।

٣٣٨(٢٤)- حدثنا به محمد بن القاسم بن زكريا ثنا عباد بن يعقوب نا ابو مطيع الخراسانى عن ابراهيم بن طهمان عن جابر عَنْ عَطَاءٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ

الْمَضْمَضَةَ وِالاِسْتِنْشَاقَ مِنْ وَظِيْفَةِ الْوَضُوْءِ لاَ يَتِمُّ الْوَضُوْءُ الاَّ بِهِمَا وَالاُذُنَانِ مِنَ الرَّاْسِ .

ورواه عمر بن قيس المكى عن عطاء عن ابن عباس موقوفًا .

৩৩৮(২৪)। মুহাম্মাদ ইবনুল কাসেম ইবনে যাকারিয়া (র)... আতা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : 'নিশ্চয়ই কুলি করা ও নাক পরিষ্কার করা উযুর করণীয় কাজের অন্তর্ভুক্ত। এই দু'টি ব্যতীত উযু পরিপূর্ণ হয় না। আর উভয় কান মাথার অংশ'। উমার ইবনে কায়েস আল-মাক্কী (র) আতা-ইবনে আব্বাস (রা) সূত্রে এই হাদীস মাওকূফরূপে বর্ণনা করেছেন।

٣٣٩(٢٥)- حدثنا ابو بكر بن ابى حامد الخصيب نا محمد بن اسحاق الواسطى نا ابو منصور نا عمر بن قيس عن عطاء عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ الاُذُنَانِ مِنَ الرَّاْسِ فِى الْوَضُوْءِ وَمِنَ الْوَجْهِ فِى الاِحْرَامِ . عمر بن قيس ضعيف وروى عن اسماعيل بن مسلم عن عطاء عن ابن عباس واختلف عنه .

৩৩৯(২৫)। আবু বাক্‌র ইবনে আবু হামেদ আল-খাসীব (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উযুর বেলায় উভয় কান মাথার অন্তর্ভুক্ত এবং ইহ্‌রামের বেলায় মুখমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত। উমার ইবনে কায়েস (র) দুর্বল রাবী এবং এই হাদীস ইসমাঈল ইবনে মুসলিম-আতা-ইবনে আব্বাস (র) সূত্রেও বর্ণিত এবং তার থেকে বর্ণনার ব্যাপারে মতভেদ করা হয়েছে।

٣٤٠(٢٦)- حدثنا ابو سهل بن زياد نا الحسن بن العباس نا سويد بن سعيد نا القاسم بن غصن عن اسماعيل بن مسلم عن عطاء عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمَضْمَضَةُ وَالاِسْتِنْشَاقُ سُنَّةٌ وَالاُذُنَانِ مِنَ الرَّاْسِ . اسماعيل بن مسلم ضعيف والقاسم ابن غصن مثله خالفه على بن هشام فرواه عن اسماعيل بن مسلم المكى عن عطاء عن ابى هريرة ولا يصح ايضًا .

৩৪০(২৬)। আবু সাহ্‌ল ইবনে যিয়াদ (র)... ইবনে অব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কুলি করা ও নাক পরিষ্কার করা (উযুর) সুন্নাত। আর উভয় কান মাথার অন্তর্ভুক্ত। ইসমাঈল ইবনে মুসলিম হাদীসশাস্ত্রে দুর্বল এবং আল-কাসেম ইবনে গুস্‌নও তদ্রূপ। আলী ইবনে হিশাম এই মতের বিরোধিতা করেন এবং তিনি ইসমাঈল ইবনে মুসলিম আল-মাক্কী-আতা-আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে এই হাদীস বর্ণনা করেন। অবশ্য এ হাদীসও সহীহ নয়।

٣٤١(٢٧)- قُرِئَ عَلَى ابى محمد بن صاعد يحى بن محمد وانا اسمع وحدثنا ابو الحسين عبد الصمد ابن على من كتابه قالا نا محمد بن غالب بن حرب نا اسحاق بن كعب نا

على بن هاشم عن اسماعيل بن مسلم عن عطاء عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا تَوَضَّاَ اَحَدُكُمْ فَلْيَتَمَضْمَضْ وَلْيَسْتَنْشِقْ وَالاُذُنَانِ مِنَ الرَّاْسِ . وروى عن ميمون ابن مهران عن ابن عباس .

৩৪১(২৭)। আবু মুহাম্মাদ ইবনে সায়েদ ইয়াহ্ইয়া ইবনে মুহাম্মাদ (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন উযু করে তখন সে যেন কুলি করে ও নাক পরিষ্কার করে। আর উভয় কান মাথার অংশ। এই হাদীস মায়মূন ইবনে মিহ্রান-ইবনে আব্বাস (রা) সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে।

٣٤٢(٢٨)- حدثنا محمد بن الحسين بن سعيد الهمدانى نا ابو يحى بن ابى ميسرة نا خلاد ابن يحى نا محمد بن زياد عن ميمون بن مهران عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اَلاُذُنَانِ مِنَ الرَّاْسِ .

৩৪২(২৮)। মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন ইবনে সায়েদ আল-হামদানী (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : উভয় কান মাথার অংশ।

٣٤٣(٢٩)- حدثنا الحسن بن الخضر نا اسحاق بن ابراهيم نا محمد بن عوف نا على بن عياش حدثنا محمد بن زياد مِثْلَهُ ،

৩৪৩(২৯)। আল-হুসাইন ইবনুল খিদ্র (র)... মুহাম্মাদ ইবনে যিয়াদ (র) থেকে এই সনদসূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٣٤٤(٣٠)- وحدثنا ابو بكر الشافعى نا ابن ياسين نا محمد بن مالج نا محمد بن زياد بهذا مِثْلَهُ . محمد بن زياد هذا متروك الحديث ورواه يوسف بن مهران عن ابن عباس موقوفًا .

৩৪৪(৩০)। আবু বাক্র আশ-শাফিঈ (র)... মুহাম্মাদ ইবনে যিয়াদ (র) থেকে এই সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। এই মুহাম্মাদ ইবনে যিয়াদ পরিত্যক্ত রাবী। ইউসুফ ইবনে মিহ্রান এই হাদীস ইবনে আব্বাস (রা) থেকে মাওকূফরূপে বর্ণনা করেছেন।

টীকা : মুহাম্মাদ ইবনে যিয়াদ আল-ইয়াশকুরী হাদীসশাস্ত্রে প্রত্যাখ্যাত এবং ইমাম দারা কুতনী বলেন, তিনি মিথ্যাবাদী। ইউসুফ ইবনে মিহরান (র) ইবনে আব্বাস (রা) থেকে এই হাদীস মাওকূফরূপে বর্ণনা করেছেন (অনুবাদক)।

٣٤٥(٣١)- حدثنا ابراهيم بن حماد نا العباس بن يزيد نا وكيع ثنا حماد بن سلمة عن على بن زيد عن يوسف بن مهران عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ الاُذُنَانِ مِنَ الرَّاْسِ وروى عن ابى هريرة .

৩৪৫(৩১)। ইবরাহীম ইবনে হাম্মাদ (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উভয় কান মাথার অংশ। আবু হুরায়রা (রা) থেকেও এই হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

٣٤٦(٣٢)- حدثنا دعلج بن احمد نا محمد بن ايوب الرازى نا عمرو بن الحصين نا ابن علاثة عن عبد الكريم الجزرى عن سعيد بن المسيب عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَمَضْمَضُوْا وَاسْتَنْشِقُوْا وَالأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ عمرو بن الحصين وابن علاثة ضعيفان .

৩৪৬(৩২)। দা'লাজ ইবনে আহ্‌মাদ (র)...আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা কুলি করো, নাক পরিষ্কার করো এবং উভয় কান মাথার অংশ। আমর ইবনুল হুসাইন (র) ও ইবনে উলাছা উভয়ে হাদীসশাস্ত্রে দুর্বল।

টীকা : হাদীসটি ইবনে মাজায়ও উক্ত হইয়াছে (নং ৪০৫)। তবে তাতে কুলি করা ও নাক পরিষ্কার করার কথা উল্লেখ নেই (অনুবাদক)।

٣٤٧(٣٣)- نا محمد بن اسماعيل الفارسى نا اسحاق بن ابراهيم نا عبد الرزاق انا عبد اللّٰه بن محرر عن يزيد بن الاصم عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ الأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ ابن محرر متروك .

৩৪৭(৩৩)। মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল আল-ফারিসী (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উভয় কান মাথার অংশ। ইবনে মুহাররির পরিত্যক্ত রাবী।

٣٤٨(٣٤)- حدثنا محمد بن اسماعيل الفارسى نا جعفر بن القلانسى نا سليمان بن عبد الرحمن نا البخترى وحدثنا عبد اللّٰه بن احمد بن ثابت نا القاسم بن عاصم نا سعيد بن شرحبيل نا البخترى بن عبيد عن ابيه عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ . البخترى بن عبيد ضعيف وابوه مجهول وروى عن ابى موسى الاشعرى .

৩৪৮(৩৪)। মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল আল-ফারিসী (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : উভয় কান মাথার অংশ। আল-বুখতারী ইবনে উবায়েদ (র) দুর্বল রাবী এবং তার পিতা উবায়েদ অপরিচিত ব্যক্তি। তিনি আবু মূসা আল-আশয়ারী (রা) থেকেও বর্ণনা করেছেন।

٣٤٩(٣٥)- حدثنا به محمد بن مخلد نا ابو حاتم الرازى نا على بن جعفر بن زياد الاحمر نا عبد الرحيم بن سليمان نا اشعث عن الحسن عَنْ اَبِىْ مُوْسَى عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ الأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ . رفعه على بن جعفر عن عبد الرحيم والصواب موقوف والحسن لم يسمع من ابى موسى .

৩৪৯(৩৫)। মুহাম্মাদ ইবনে মাখলাদ (র)... আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : উভয় কান মাথার অংশ। আলী ইবনে জা'ফার (র) আবদুর রহীম (র)-এর সূত্রে এই হাদীস মারফূরূপে বর্ণনা করেছেন। সঠিক হলো, এটি মাওকূফ হাদীস। আর আল-হাসান (র) আবু মূসা (রা) থেকে হাদীস শ্রবণ করেননি।

টীকা : ইমাম তাবারানী (র) তার আল-মুজাম গ্রন্থে মারফূরূপে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন (অনুবাদক)।

٣٥٠ (٣٦) - حدثنا جعفر بن محمد الواسطى نا موسى بن اسحاق نا عبد الله بن ابى شيبة نا عن عبد الرحيم يعنى ابن سليمان عن اشعث عن الحسن عَنْ اَبِىْ مُوْسى قَالَ اَلأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ . موقوف تابعه ابراهيم بن موسى الفراء وغيره عن عبد الرحيم وروى عن ابى امامة الباهلى .

৩৫০(৩৬)। জা'ফার ইবনে মুহাম্মাদ আল-ওয়াসিতী (র)... আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উভয় কান মাথার অংশ। এটি মাওকূফ হাদীস। ইবরাহীম ইবনে মূসা আল-ফাররা (র) প্রমুখ আবদুর রহীম (র) থেকে বর্ণনার ব্যাপারে তার অনুসরণ করেছেন। হাদীসটি আবু উমামা আল-বাহেলী (রা) থেকেও বর্ণিত হয়েছে।

٣٥١ (٣٧) - حدثنا ابو محمد بن صاعد وابو حامد الحضرمى محمد بن هارون قالا ثنا محمد بن زياد الزيادى ثنا حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة عن شهر بن حوشب عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اَلأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ وَكَانَ يَمْسَحُ عَلَى الْمَاقَيْنِ وَاَنَّ النَّبِىَّ ﷺ مَسَحَ رَاْسَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً شهر بن حوشب ليس بالقوى وقد وقفه سليمان بن حرب عن حماد وهو ثقة ثبت .

৩৫১(৩৭)। আবু মুহাম্মাদ ইবনে সায়েদ ও আবু হামেদ আল-হাদরামী (র)... আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন: উভয় কান মাথার অংশ। আর তিনি উভয় চোখের কোণা মসেহ করতেন। নবী ﷺ তাঁর মাথা একবার মসেহ করতেন। শাহ্‌র ইবনে হাওশাব শক্তিশালী রাবী নন। সুলায়মান ইবনে হারব (র) হাম্মাদ থেকে হাদীসটি মাওকূফরূপে বর্ণনা করেছেন। তিনি নির্ভরযোগ্য ও সুপ্রতিষ্ঠিত রাবী।

টীকা : হাদীসটি একই শব্দে আবু দাউদ (নং ১৩৪), তিরমিযী (নং ৩৭) ও ইবনে মাজা (নং ৪৪) গ্রন্থেও আছে। ইমাম তিরমিযী বলেন, এটি নবী ﷺ-এর কথা না আবু উমামা (রা)-র কথা তা আমি জানি না। তবে সকল মাযহাবের লোক হাদীসটি অনুসরণ করেন (অনুবাদক)।

٣٥٢ (٣٨) - حدثنا عبد الغافر بن سلامة نا محمد بن عوف نا الهيثم بن جميل ثنا حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة عن شهر بن حوشب عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اَلأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ .

৩৫২(৩৮)। আবদুল গাফের ইবনে সালামা (র)... আবু উমামা (র) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : উভয় কান মাথার অংশ।

٣٥٣(٣٩)- حدثنا ابو بكر الشافعي نا محمد بن شاذان نا معلى بن منصور نا حماد عن سنان عن شهر عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَوْ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ قَالَ اَلاُذُنَانِ مِنَ الرَّاْسِ بِالشَّكِّ .

৩৫৩(৩৯)। আবু বাক্‌র আশ-শাফিঈ (র)... আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অথবা আবু উমামা (রা) বলেন, উভয় কান মাথার অংশ। এটি তাঁদের মধ্যে কার বক্তব্য তাতে সন্দেহ আছে।

٣٥٤(٤٠)- حدثنا احمد بن سلمان نا ابو مسلم ثنا ابو عمر ومحمد بن ابى بكر قالا نا حماد بن زيد بهذا الاسناد عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اَلاُذُنَانِ مِنَ الرَّاْسِ واسنده هؤلاء عن حماد وخالفهم سليمان بن حرب وهو ثقة حافظ .

৩৫৪(৪০)। আহ্‌মাদ ইবনে সালমান (র)... হাম্মাদ ইবনে যায়েদ (র) থেকে এই সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : উভয় কান মাথার অংশ। তারা হাম্মাদ (র) থেকে এই হাদীস বর্ণনা করেন। সুলায়মান ইবনে হারব (র) তাদের বিরোধিতা করেন এবং তিনি নির্ভরযোগ্য রাবী ও হাদীসের হাফিজ।

٣٥٥(٤١)- حدثنا عبد الله بن جعفر بن خشيش نا يوسف بن موسى القطان ثنا سليمان بن حرب نا حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة عن شهر بن حوشب عَنْ اَبِىْ اَمَامَةَ اَنَّهُ وَصَفَ رُضُوْءَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ كَانَ اِذَا تَوَضَّاَ مَسَحَ مَاقِيْهِ بِالْمَاءِ قَالَ فَقَالَ اَبُوْ اُمَامَةَ اَلاُذُنَانِ مِنَ الرَّاْسِ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ اَلاُذُنَانِ مِنَ الرَّاْسِ اِنَّمَا هُوَ قَوْلُ اَبِىْ اُمَامَةَ فَمَنْ قَالَ غَيْرَ هٰذَا فَقَدْ بَدَّلَ اَوْ كَلِمَةً قَالَهَا سُلَيْمَانُ اَىْ اَخْطَاَ خالفه حماد بن سلمة رواه عن سنان بن ربيعة عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اِذَا تَوَضَّاَ غَسَلَ مَاقِيْهِ بِاِصْبَعَيْهِ وَلَمْ يَذْكُرِ الاُذُنَيْنِ حدثنا دعلج بن احمد قال سالت موسى بن هارون عن هذا الحديث قال ليس بشئ فيه شهر بن حوشب وشهر ضعيف والحديث فى رفعه شك وقال ابن ابى حاتم قال ابى سنان بن ربيعة ابو ربيعة مضطرب الحديث .

৩৫৫(৪১)। আবদুল্লাহ ইবনে জা'ফার ইবনে খুশায়শ (র)... আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উযুর বর্ণনা দিয়ে বলেন, (রাসূলুল্লাহ) যখন উযু করতেন তখন পানি দিয়ে নিজের দুই চোখের কোণা মসেহ করতেন। রাবী বলেন, আবু উমামা (রা) বলেছেন, উভয় কান মাথার অংশ।

সুলায়মান ইবনে হারব (র) বলেন, নিশ্চয়ই এটা আবু উমামার উক্তি। কোন ব্যক্তি এর অন্যথা বললে সে সঠিক বস্তু পরিবর্তন করলো, অথবা সুলায়মান (র) অনুরূপ কথা বলেছেন অর্থাৎ সে ভুল করলো। হাম্মাদ ইবনে সালামা (র) তার বিপরীত বর্ণনা করেছেন। তিনি সিনান ইবনে রাবীআ-আনাস (রা) সূত্রে এই হাদীস বর্ণনা করেছেন। নবী ﷺ যখন উযু করতেন তখন তাঁর দুই আঙ্গুল দিয়ে উভয় চোখের কোণ ধৌত করতেন এবং এই হাদীসে তিনি দুই কানের উল্লেখ করেননি। দা'লাজ ইবনে আহ্মাদ (র)-এর নিকট এই হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, এই হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। এর রাবীদের মধ্যে শাহর ইবনে হাওশাবও রয়েছেন। তিনি হাদীসশাস্ত্রে দুর্বল। এই হাদীস মারফূ হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ আছে। ইবনে আবু হাতেম (র) বলেন, আমার পিতা বলেছেন, সিনান ইবনে রাবীআ হলেন আবু রাবীআ, তিনি হাদীস বর্ণনায় গড়মিল করেন।

٣٥٦(٤٢)- حدثنا عبد الغافر بن سلامة نا ابو حميد الحمصى احمد بن محمد بن المغيرة نا ابو حيوة نا ابو بكر بن ابى مريم عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ اَلأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ . هذا مرسل وروى عنه متصلا عَنْ اَبِىْ اَمَامَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ وَلاَ يَصِحُّ وابو بكر بن ابى مريم ضعيف .

৩৫৬(৪২)। আবদুল গাফের ইবনে সালামা (র)... রাশেদ ইবনে সা'দ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : উভয় কান মাথার অংশ। এটি মুরসাল হাদীস। এটি তিনি-আবু উমামা (রা)-নবী ﷺ সূত্রে মুত্তাসিলরূপেও বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু তা সহীস নয়। আবু বাক্র ইবনে আবু মারয়াম হাদীসশাস্ত্রে দুর্বল।

٣٥٧(٤٣)- حدثنا ابو بكر النيسابورى نا احمد بن عيسى الخشاب نا عبد الله بن يوسف نا عيسى بن يونس عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ اَبِىْ مَرْيَمَ قَالَ سَمِعْتُ رَاشِدَ بْنَ سَعْدٍ عَنْ اَبِىْ أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ اَلأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ ابو بكر بن ابى مريم ضعيف .

৩৫৭(৪৩)। আবু বাক্র আন-নায়সাপুরী (র)... আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : উভয় কান মাথার অংশ। আবু বাক্র ইবনে আবু মারয়াম হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল।

٣٥٨(٤٤)- حدثنا ابن مبشر نا محمد بن حرب وحدثنا احمد بن سلمان نا يحى بن جعفر قالا نا على بن عاصم ثنا جعفر بن الزبير وحدثنا ابو عيسى محمد بن احمد بن قطن نا العباس بن عبد الله التَرْقُفِى اخبرنا ابو جابر اخبرنى جعفر بن الزبير عن القاسم عَنْ اَبِىْ أُمَامَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰه ﷺ قَالَ اَلأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ جعفر بن الزبير متروك .

৩৫৮(৪৪)। ইবনে মুবাশ্শির (র)... আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : উভয় কান মাথার অংশ। জা'ফার ইবনুয্ যুবায়ের ((র) প্রত্যাখ্যাত রাবী।

٣٥٩(٤٥)- روى عن انس بن مالك نا عبد الصمد بن على نا الحسن بن خلف بن سليمان الجرجانى نا اسحاق بن ابراهيم الجرجانى نا عفان بن سيار نا عبد الحكم عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَلاُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ عبد الحكم لا يحتج به .

৩৫৯(৪৫)। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকেও হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। যেমন আবদুস সামাদ ইবনে আলী (র)... আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : উভয় কান মাথার অংশ। আবদুল হাকাম কর্তৃক বর্ণিত হাদীস দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়।

٣٦٠(٤٦)- وروى عن عثمان بن عفان من قوله وفى اسناده رجل مجهول رواه عن ابيه عن عثمان حدثنا الحسين بن اسماعيل ثنا احمد بن منصور نا يزيد وحدثنا جعفر بن محمد الواسطى نا موسى بن اسحاق نا ابو بكر ثنا يزيد بن هارون نا الجريرى عن عروة بن قبيصة عن رجل من الانصار عن ابيه عَنْ عُثْمَانَ قَالَ وَاعْلَمُوْا اَنَّ الاُذُنَيْنِ مِنَ الرَّأْسِ .

৩৬০(৪৬)। উসমান ইবনে আফফান (রা) থেকেও উপরোক্ত হাদীস তার নিজস্ব বক্তব্য হিসাবে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এর সনদে একজন অপরিচিত লোক রয়েছে। তিনি তার পিতার সূত্রে তিনি উসমান (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। সূত্র : আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... উসমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা জেনে রাখো! নিশ্চয়ই কর্ণদ্বয় মাথার অন্তর্ভুক্ত।

٣٦١(٤٧)- وروى عن عائشة حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا طالوت ابن عباد نا اليمان ابو حذيفة عَنْ عَمْرَةَ قَالَتْ سَاَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الاُذُنَيْنِ فَقَالَتْ مِنَ الرَّأْسِ وَقَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ يَمْسَحُ اُذُنَيْهِ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا اِذَا تَوَضَّأَ اليمان ضعيف .

৩৬১(৪৭)। উপরোক্ত হাদীস আয়েশা (রা) থেকেও বর্ণিত হয়েছে। আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল আযীয (র)... আমরাহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে উভয় কান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, উভয় কান মাথার অংশ। তিনি আরো বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ উযু করার সময় তাঁর উভয় কানের ভেতর ও বহির্ভাগ মসেহ করতেন। আবু হুযায়ফা আল-ইয়ামান (র) দুর্বল রাবী।

٣٦٢(٤٨)- حدثنا على بن عبد الله بن مبشر نا احمد بن سنان نا عبد الرحمن بن مهدى وحدثنا احمد بن محمد بن سعدان نا شعيب بن ايوب نا حسين بن على الجعفى وحدثنا يعقوب بن ابراهيم البزاز نا جعفر بن محمد بن فضيل نا ابو الوليد ويحى بن ابى بكير قالوا نا زائدة نا خالد ابن علقمة حَدَّثَنِىْ عَبْدُ خَيْرٍ قَالَ جَلَسَ عَلِىٌّ بَعْدَ مَا صَلَّى

الْفَجْرَ فِي الرَّحْبَةِ ثُمَّ قَالَ لِغُلاَمِهِ ائْتِنِي بِطَهُوْرٍ فَاَتَاهُ الْغُلاَمُ بِانَاءٍ فِيْهِ مَاءٌ وَطَسْتٌ وَنَحْنُ نَنْظُرُ الَيْهِ فَاَخَذَ بِيَمِيْنِهِ الانَاءَ فَاَكْفَأَهُ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ غَسَلَ كَفَّيْهِ ثُمَّ اَخَذَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى الانَاءَ فَافْرَغَ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ غَسَلَ كَفَّيْهِ ثُمَّ اَخَذَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى الانَاءَ فَافْرَغَ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ غَسَلَ كَفَّيْهِ فَعَلَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ قَالَ عَبْدُ خَيْرٍ كُلُّ ذلِكَ لاَ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الانَاءِ حَتَّى يُغْسِلَهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ اَدْخَلَ يَدَهُ اَلْيُمْنَى فِي الانَاءِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَنَثَرَ بِيَدِهِ الْيُسْرَى فَعَلَ ذلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ اَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى فِي الانَاءِ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى ثَلاَثَ مَرَّاتٍ الَى الْمِرْفَقِ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى ثَلاَثَ مَرَّاتٍ الَى الْمِرْفَقِ ثُمَّ اَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى فِي الانَاءِ حَتَّى غَمَرَهَا الْمَاءَ ثُمَّ رَفَعَهَا بِمَا حَمَلَتْ مِنَ الْمَاءِ ثُمَّ مَسَحَهَا بِيَدِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ مَسَحَ رَاْسَهُ بِيَدِهِ كِلْتَيْهِمَا مَرَّةً ثُمَّ صَبَّ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى قَدَمِهِ الْيُمْنَى ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَهَا بِيَدِهِ الْيُسْرَى ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ صَبَّ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى قَدَمِهِ الْيُسْرَى ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَهَا بِيَدِهِ الْيُسْرَى ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ اَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى فِي الانَاءِ فَغَرَفَ بِكَفِّهِ فَشَرِبَ ثُمَّ قَالَ هذَا طَهُوْرُ رَسُوْلِ اللّهِ ﷺ فَمَنْ اَحَبَّ اَنْ يَّنْظُرَ الَى طُهُوْرِ رَسُوْلِ اللّهِ ﷺ فَهذَا طُهُوْرُهُ . وقد زاد بعضهم الكلمة والشئ والمعنى قريب .

৩৬২(৪৮)। আলী ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুবাশ্‌শির (র)... আবদে খায়ের (র) বলেন, আলী (রা) আর-রাহ্‌বা নামক স্থানে ফজরের নামায পড়ার পর বসলেন, তারপর তার গোলামকে বললেন, আমার জন্য পানি আনো। অতএব গোলাম তার নিকট পানিভর্তি একটি পাত্র এবং একটি পিয়ালা নিয়ে এলো। আর আমরা তার দিকে লক্ষ্য করলাম। তিনি তার ডান হাতে পানির পাত্র ধরে তার বাম হাতের উপর পানি ঢাললেন, তারপর উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত ধৌত করেন। আবার তার ডান হাতে পানির পাত্র ধরে তার বাম হাতে পানি ঢাললেন, তারপর উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত ধৌত করেন। আবার তার ডান হাতে পানির পাত্র ধরে তার বাম হাতে পানি ঢাললেন এবং উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত ধৌত করেন। তিনি এভাবে তিনবার ধৌত করেন। আবদে খায়ের (র) বলেন, তিনি প্রতিবার হাত তিনবার ধৌত না করা পর্যন্ত তা পানির পাত্রে প্রবেশ করাননি। তারপর তিনি তার ডান হাত পানির পাত্রে প্রবেশ করান, অতঃপর কুলি করেন, নাক পরিষ্কার করেন এবং নাকে পানি দিয়ে বাম হাতের সাহায্যে তা পরিষ্কার করেন, অনুরূপ তিনবার করেন। তারপর তিনি ডান হাত পানির পাত্রে প্রবেশ করিয়ে পানি নিয়ে মুখমণ্ডল তিনবার ধৌত করেন, তারপর ডান হাত কনুই সমেত তিনবার ধৌত করেন, তারপর বাম হাত কনুই সমেত তিনবার ধৌত করেন। তারপর ডান হাত পানির পাত্রে প্রবেশ করিয়ে ডুবিয়ে দেন। তারপর হাতে লেগে থাকা পানিসহ হাত তুলে নেন এবং বাম হাত দিয়ে ডান হাত মসেহ করেন, তারপর উভয় হাত দিয়ে মাথা একবার মসেহ করেন। তারপর ডান হাত

দিয়ে ডান পায়ের উপর তিনবার পানি ঢালেন, অতঃপর বাম হাত দিয়ে তা তিনবার ধৌত করেন। তারপর ডান হাত দিয়ে বাম পায়ে তিনবার পানি ঢালেন, অতঃপর বাম হাত দিয়ে তা তিনবার ধৌত করেন। তারপর ডান হাত পানির পাত্রে প্রবেশ করিয়ে এক আঁজলা পানি নিয়ে পান করেন, অতঃপর বলেন, এটাই রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উযু। কোন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উযু দেখতে চাইলে এটাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উযু। রাবীদের কতকের বর্ণনায় শব্দের কম-বেশি আছে, তবে অর্থ একই ।

٣٦٣(٤٩)- حدثنا ابو محمد بن صاعد نا ابو يحى محمد بن عبد الرحيم صاحب السابرى ومحمد ابن عبد الملك بن زنجويه ومحمد بن على الوراق ومحمد بن الحسين بن ابى الحنين واللفظة لابن زنجويه قالوا نا معلى بن اسد نَا اَيُّوْبُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَبُوْ خَالِدٍ الْقُرْشِيِّ قَالَ رَاَيْتُ الْحَسَنَ بْنَ اَبِى الْحَسِنُ دَعَا بِوَضُوْءٍ بِكُوْزٍ فَجِئَ مِنْ مَاءٍ فَصَبَّ فِيْ تُوْرٍ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَمَضْمَضَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَاسْتَنْشَقَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَغَسَلَ يَدَيْهِ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَمَسَحَ رَاْسَهُ وَمَسَحَ اُذُنَيْهِ وَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ اَنَّ هٰذَا وُضُوْءُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

৩৬৩(৪৯)। আবু মুহাম্মাদ ইবনে সায়েদ (র)... আইয়ুব ইবনে আবদুল্লাহ আবু খালিদ আল-কারশী (র) বলেন, আমি আল-হাসান ইবনে আবুল হাসানকে এক মগ পানি নিয়ে ডাকতে শুনলাম। অতএব পানি আনা হলে তিনি তা একটি ছোট পাত্রে ঢাললেন। অতঃপর তিনি তার উভয় হাত তিনবার করে ধৌত করেন, তিনবার কুলি করেন, তিনবার নাক পরিষ্কার করেন, মুখমণ্ডল তিনবার ধৌত করেন, উভয় হাত কনুই সমেত তিনবার করে ধৌত করেন, মাথা মসেহ করেন, উভয় কান মসেহ করেন, দাড়ি খিলাল করেন, উভয় পা গোড়ালিসহ ধৌত করেন, অতঃপর বলেন, আনাস ইবনে মালেক (রা) আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, এটাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উযু।

টীকা : এই হাদীসের সনদসূত্র ক্রটিযুক্ত নয় (অনুবাদক)।

٣٦٤(٥٠)- حدثنى جعفر بن محمد بن نصير نا المعمرى نا محرز بن عون ثنا مسلم بن خالد عن ابن عقيل حَدَّثَنِى الرُّبَيْعِّ بِنْتُ مُعَوِّذٍ قَالَتْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَوَضَّاَ فَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَاْسِهِ وَمُؤَخَّرَهُ وَصُدْغَيْهِ ثُمَّ اَدْخَلَ اِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَتَيْنِ فَمَسَحَ اُذُنَيْهِ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا

৩৬৪(৫০)। জা'ফার ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে নাসীর (র)... মুআব্বিয-কন্যা রুবাই' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে উযু করতে দেখেছি। তিনি কান ও মাথার মধ্যবর্তী স্থানসহ মাথার সম্মুখভাগ ও পশ্চাদভাগ মসেহ করেন। তারপর উভয় তর্জনী উভয় কানের ভিতর প্রবেশ করান এবং উভয় কানের ভেতর ও বহির্ভাগ মাসেহ করেন।

টীকা : আবু দাউদ ও তিরমিযীতে হাদীসটি উক্ত হয়েছে। ইমাম তিরমিযীর মতে হাদীসটি হাসান (অনুবাদক)।

٣٦٥(٥١)- حدثنا ابو محمد بن صاعد املاء نا بندار نا عبد الوهاب الثقفى نا حميد عَنْ اَنَسٍ اَنَّهُ كَانَ يَتَوَضَّأُ فَيَمْسَحُ ظَاهِرَ اُذُنَيْهِ وَبَاطِنَهُمَا ثُمَّ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰه ﷺ فَعَلَ ذٰلِكَ قَالَ ابْنُ صاعد هذا يقول الثقفى وغيره يرويه عَنْ اَنَسٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ مِنْ فِعْلِه .

৩৬৫(৫১)। আবু মুহাম্মাদ ইবনে সায়েদ (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি উযুতে তার উভয় কানের ভিতর ও বহির্ভাগ মসেহ করতেন। অতঃপর তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এটা করতে দেখেছি। ইবনে সায়েদ (র) বলেন, এটা আস-সাকাফী (র) বলেন, কিন্তু অন্যরা আনাস (রা)-ইবনে মাসঊদ (রা) সূত্রে তার কর্ম হিসাবে বর্ণনা করেন।

٣٦٦(٥٢)- حدثنا احمد بن عبد اللّٰه الوكيل نا الحسن بن عرفة نا هشيم عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيْلِ قَالَ رَاَيْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ تَوَضَّاَ فَمَسَحَ اُذُنَيْهِ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا ثُمَّ قَالَ اِنَّ ابْنَ مَسْعُوْدٍ كَانَ يَاْمُرُنَا بِالاُذُنَيْنِ .

৩৬৬(৫২)। আহ্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-ওয়াকীল (র)... হুমাইদ আত-তাবীল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনে মালেক (রা)-কে উযু করতে দেখেছি। অতএব তিনি তার উভয় কানের ভেতর ও বহির্ভাগ মসেহ করেন, অতঃপর বলেন, নিশ্চয়ই ইবনে মাসঊদ (রা) আমাদেরকে উভয় কান মসেহ করার নির্দেশ দিতেন।

٣٦٧(٥٣)- ثنا ابن صاعد نا احمد بن منصور ومحمد بن عوف وابو امية الطرسوسى وحدثنا عبد اللّٰه بن محمد بن الناصح بمصر نا ابراهيم بن دحيم قالوا نا هشام بن عمار نا عبد الحميد بن ابى العشرين نا الاوزاعى حدثنى عبد الواحد بن قيس حدثنى نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اِذَا تَوَضَّاَ عَرَكَ عَارِضَيْهِ بَعْضَ الْعَرَكِ وَشَبَّكَ لِحْيَتَهُ بِاَصَابِعِه مِنْ تَحْتِهَا وقال ابن ابى حاتم قال ابى روى هذا الحديث الوليد عن الاوزاعى عن عبد الواحد عن يزيد الرقاشى وقتادة قَالاَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ مُرْسَلاً وهو اشبه بالصواب قال الشيخ ورواه ابو المغيرة عن الاوزاعى موقوفًا .

৩৬৭(৫৩)। ইবনে সায়েদ (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ যখন উযু করতেন তখন হালকাভাবে তাঁর দাঁত ঘষতেন এবং হাতের আঙ্গুল দ্বারা নিচের দিক থেকে দাড়ি খিলাল করতেন। ইবনে আবু হাতেম (র) বলেন, আমার পিতা বলেছেন, আল-ওয়ালীদ এ হাদীস আল-আওযাঈ-আবদুল ওয়াহেদ-ইয়াযীদ আর-রাকাশী-কাতাদা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তারা উভয়ে নবী ﷺ সম্পর্কে বলেন... এটি মুরসাল হাদীস এবং এটাই যথার্থ হওয়ার ব্যাপারে অধিক সংগতিপূর্ণ। আমার শায়খ বলেন, আবুল মুগীরা (র) আল-আওযাঈ (র) থেকে এই হাদীস মাওকূফরূপে বর্ণনা করেছেন।

٣٦٨(٥٤)- حدثنى اسماعيل بن محمد الصفار نا ابراهيم بن هانئ نا ابو المغيرة نا الاوزاعى نا عبد الواحد بن قيس عن نَافعٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ اِذَا تَوَضَّأَ نَحْوَ قَوْلِ ابْنِ اَبِى الْعِشْرِيْنَ اِلاَّ اَنَّهُ لَمْ يَرْفَعْهُ وهو الصواب .

৩৬৮(৫৪)। ইসমাঈল ইবনে মুহাম্মাদ আস-সাফ্ফার (র)... নাফে‘ (র) থেকে বর্ণিত। ইবনে উমার (রা) যখন উযু করতেন... ইবনে আবুল ইশরীন (র)-এর কথার অনুরূপ। তবে তিনি এ হাদীস মারফূরূপে বর্ণনা করেননি। আর এটাই সঠিক।

٣٦٩(٥٥)- حدثنى الحسين بن اسماعيل حدثنى سعيد بن يحى الاموى حدثنى ابى نا يحى بن سعيد الانصارى عن نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ اِذَا مَسَحَ رَاْسَهُ رَفَعَ الْقَلَنْسُوَةَ وَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَاْسِهِ .

৩৬৯(৫৫)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তার মাথা মসেহ করার সময় তাঁর টুপি মাথা থেকে খুলে নিতেন এবং মাথার সম্মুখ ভাগ মসেহ করতেন।

টীকা : এ হাদীসের সনদসূত্র সহীহ এবং এর দ্বারা টুপি মাথায় দেয়া সুন্নাত প্রমাণিত হয় (অনুবাদক)।

٣٨-بَابُ مَا رُوِىَ فِىْ فَضْلِ الْوَضُوْءِ وَاِسْتِيْعَابِ جَمِيْعِ الْقَدَمِ فِى الْوَضُوْءِ بِالْمَاءِ

৩৮-অনুচ্ছেদ : উযুর অবশিষ্ট পানি এবং উযুর সময় পানি দিয়ে সম্পূর্ণ পা ধৌত করার বর্ণনা।

٣٧٠(١)- حدثنا محمد بن القاسم بن زكريا نا ابو كريب نا عثمان بن سعيد الزيات عن رجل يقال له حفص عن ابن ابى ليلى عن عطاء بن ابى رباح عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا تَوَضَّأْنَا لِلصَّلٰوةِ اَنْ تَغْسِلَ اَرْجُلَنَا .

৩৭১(১)। মুহাম্মাদ ইবনুল কাসেম ইবনে যাকারিয়া (র)... জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নামাযের জন্য উযু করার সময় আমরা যেন (সম্পূর্ণ) পা ধৌত করি, এ জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন।

٣٧٢(٢)- حدثنا الحسين بن اسماعيل نا يوسف بن موسى القطان نا ابو الوليد وثنا دعلج ابن احمد نا محمد بن ايوب الرازى نا ابو الوليد الطيالسى وحدثنا ابو سهل احمد بن محمد بن زياد نا عبد الكريم بن الهيثم نا ابو الوليد نا عكرمة بن عمار نا شداد ابو عمار وقد ادرك نفراً من اصحاب النبى ﷺ قَالَ اَبُوْ اُمَامَةَ لِعَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ بِاَىِّ شَيْءٍ

تَدعى اَنَّكَ رُبُعُ الاسْلاَمِ فَذكَرَ الْحَديْثَ بَطُوْلِه قَالَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰه اَخْبِرْنِىْ عَنِ الْوُضُوْءِ قَالَ مَا منْكُمْ منْ رَجُلٍ يَقْرُبُ وَضُوْءَهُ ثُمَّ يُمَضْمِضُ وَيَسْتَنْشِقُ وَيَنْثِرُ الاَّ خَرَّتْ خَطَايَا فِيْهِ وَخَيَاشِيْمَهُ مَعَ الْمَاءِ ثُمَّ يُغْسِلُ وَجْهَهُ كَمَا اَمَرَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ الاَّ خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ مَعَ اَطْرَافِ لِحْيَتِهِ مَعَ الْمَاءِ ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ الى مِرْفَقَيْهِ الاَّ خَرَّتْ خَطَايَا يَدَيْهِ منْ اَنَامله مَعَ الْمَاءِ ثُمَّ يَمْسَحُ بِرَاْسِهِ الاَّ خَرَّتْ خَطَايَا رَاْسِهِ منْ اَطْرَافِ شَعْرِهِ مَعَ الْمَاءِ ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ الَى الْكَعْبَيْنِ كَمَا اَمَرَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ الاَّ خَرَّتْ خَطَايَا رِجْلَيْهِ منْ اَطْرَافِ اَصَابِعِهِ مَعَ الْمَاءِ ثُمَّ يَقُوْمُ فَيَحْمَدُ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ وَيَثْنى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ اَهْلُهُ ثُمَّ يَركَعُ رَكْعَتَيْنِ الاَّ انْصَرَفَ منْ ذُنُوْبِهِ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ اُمُّهُ .

৩৭২(২)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... শাদ্দাদ আবু আম্মার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একদল সাহাবীর সাক্ষাত লাভ করেছেন। তিনি বলেন, আবু উমামা (রা) আমর ইবনে আবাসা (রা)-কে বললেন, তুমি কিসের ভিত্তিতে দাবি করছো যে, তুমি ইসলামের এক-চতুর্থাংশ। অতঃপর রাবী একটি দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেন। আমর ইবনে আবাসা (রা) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে উযু সম্পর্কে অবহিত করুন। তিনি বলেন : তোমাদের কোন ব্যক্তিকে উযুর পানি দেয়া হলো, তারপর সে কুলি করলো, নাক পরিষ্কার করলো এবং নাকে পানি দিয়ে তা ঝেড়ে ফেললো, তার নাকের ছিদ্র ও মুখ গহ্বরের গুনাসমূহ পানির সাথে বের হয়ে গেলো। তারপর মহামহিম আল্লাহ্‌র নির্দেশ মোতাবেক মুখমণ্ডল ধৌত করলো, তাতে তার মুখমণ্ডল ও দাড়ির আশপাশের গুনাহসমূহ পানির সাথে ঝড়ে পড়ে গেলো। তারপর তার উভয় হাত উভয় কনুই সমেত ধৌত করায় উভয় হাতের গুনাহসমূহ আঙ্গুলগুলোর অগ্রভাগ দিয়ে পানির সাথে বের হয়ে গেলো। তারপর তার মাথা মসেহ করায় তার সমস্ত মাথার গুনাহসমূহ চুলের অগ্রভাগ দিয়ে পানির সাথে বের হয়ে গেলো। তারপর আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ মোতাবেক উভয় পা গোড়ালিসহ ধৌত করায় তার উভয় পায়ের গুনাহসমূহ আঙ্গুলগুলোর অগ্রভাগ দিয়ে পানির সাথে বের হয়ে গেলো। তারপর সে দাঁড়িয়ে মহামহিমান্বিত আল্লাহ্‌র যথোপযুক্ত প্রশংসা ও গুণগান করলো, তারপর দুই রাক্‌আত নামায পড়লো, তাতে সে তার জন্মদিনের মতো নিষ্পাপ হয়ে গেলো।

٣٧٣(٣)- حدثنا دعلج بن احمد نا موسى بن هارون نا يزيد بن عبد الله بن يزيد بن ميمون ابن مهران ابو محمد نا عكرمة بن عمار بهذا الاسْنَادِ مِثْلَهُ هذا اسناد ثابت صحيح

৩৭৩(৩)। দা'লাজ ইবনে আহ্‌মাদ (র)... ইকরিমা ইবনে আম্মার (র) থেকে এই সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত। এই সনদসূত্র প্রমাণিত ও সহীহ।

٣٧٤(٤)- نا ابو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا عباس بن الوليد الترسى نا عبد الواحد بن زياد نا ليث نا عبد الرحمن بن سابط عن ابى امامة او عن اخى ابى امامة قَالَ رَاى رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ قَوْمًا عَلى اَعْقَابِ اَحَدِهِمْ مِثْلَ مَوْضَعِ الدِّرْهَمِ اَوْ مِثْلَ مَوْضَعِ الظُّفُرِ لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ فَجَعَلَ يَقُوْلُ وَيْلٌ لِّلاَعْقَابِ مِنَ النَّارِ فَكَانَ اَحَدُهُمْ يَنظُرُ فَانْ رَاى مَوْضِعًا لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ اَعَادَ الْوُضُوْءَ .

৩৭৪(৪)। আবুল কাসেম আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল আযীয (র)... আবু উমামা (রা) অথবা তার ভাইয়ের সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদল লোককে দেখলেন, তাদের একজনের গোড়ালির এক দিরহাম অথবা এক নখ পরিমাণ জায়গায় পানি পৌঁছেনি। তিনি বলতে লাগলেন : গোড়ালির জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি। অতএব তাদের একজন লক্ষ্য করে দেখলো, এক জায়গায় পানি পৌঁছেনি। সে পুনরায় উযু করলো।

٣٧٥(٥)- حدثنا ابو بكر النيسابورى نا احمد بن عبد الرحمن بن وهب نا عمى نا جرير ابن حازم انه سمع قتادة بن دعامة يقول نا اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ اَنَّ رَجُلاً جَاءَ اِلى رَسُوْلِ اللّٰه ﷺ قَدْ تَوَضَّاَ وَتَرَكَ عَلى قَدَمَيْه مِثْلَ الظُّفُرِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ اِرْجِعْ فَاَحْسِنْ وُضُوْءَكَ تفرد به جرير بن حازم عن قتادة وهو ثقة .

৩৭৫(৫)। আবু বাক্‌র আন-নায়সাপুরী (র)... আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি উযু করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এলো, কিন্তু তার উভয় পায়ের নখ পরিমাণ জায়গায় পানি পৌঁছায়নি। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বলেন : তুমি ফিরে গিয়ে পুনরায় উত্তমরূপে উযু করো। জারীর ইবনে হাযেম (র) কাতাদা (রা) থেকে এককভাবে এই হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং তিনি হাদীসশাস্ত্রে নির্ভরযোগ্য।

টীকা : ইমাম আবু দাউদ ও ইবনে মাজা (র) এই হাদীস জারীর ইবনে হাযেম (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবু দাউদ (র) খালিদ ইবনে মা'দান-নবী ﷺ-এর কতক সাহাবা (রা) সূত্রেও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। বায়হাকী (র) বলেন, হাদীসটি মুরসাল। ইবনুল কাত্তানও তাই বলেন। আল-আসরাম বলেন, আমি আহ্‌মাদ (র)-কে বললাম, এই সনদসূত্র কি উত্তম? তিনি বলেন, হাঁ। আমি তাকে পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, যদি কোন তাবিঈ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একজন সাহাবী আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন অথচ তিনি তার নাম বলেননি, সেই হাদীস কি সহীহ? তিনি বলেন, হাঁ। এই হাদীসের সনদে রাবী বাকিয়্যার কারণে আল-মুনযিরী এটাকে ত্রুটিপূর্ণ বলেছেন। তিনি বাহীর-এর সূত্রে বলেছেন, বাকিয়্যা তার শায়খের নাম গোপন করে তার উপরস্থ শায়খ থেকে হাদীস বর্ণনা (তাদলীস) করার দোষে দুষ্ট।

٣٧٦(٦)- حدثنا ابو محمد بن صاعد املاء حدثنا ابو فروة يزيد بن محمد بن يزيد بن

العقيلى عن سالم عن ابن عمر عن عمر عَنْ اَبِىْ بَكْرٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ فَجَاءَ رَجُلٌ وحدثنا الحسين المحاملى نا الفضل بن سهل نا الحارث بن بهرام نا المغيرة بن سقلاب عن الوازع بن نافع عن سالم عن ابن عمر عن ابى بكر وعمر عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ قَدْ تَوَضَّاَ وَبَقِىَ عَلى ظَهْرِ قَدَمِهِ مِثْلُ ظُفْرِ اِبْهَامِهِ لَمْ يَمُسُّهُ الْمَاءُ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ اِرْجِعْ فَاَتِمَّ وُضُوْءَكَ فَفَعَلَ وَالمغنى متقارب الوازع بن نافع ضعيف الحديث .

৩৭৬(৬)। আবু মুহাম্মাদ ইবনে সায়েদ (র)... আবু বাক্‌র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর নিকট বসা ছিলাম। এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি এলো। বিকল্প সনদে আছে : আবু বাক্‌র ও উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : এক ব্যক্তি সবেমাত্র উযু করে এলো। কিন্তু তার পায়ের পাতার বৃদ্ধাঙ্গুলের নখ পরিমাণ জায়গায় পানি পৌঁছেনি। নবী ﷺ তাকে বলেন : তুমি ফিরে গিয়ে পূর্ণাঙ্গরূপে উযু করো। সে তাই করলো। উভয় হাদীসের তাৎপর্য মোটামুটি একই। আল-ওয়াযে' ইবনে নাফে' হাদীসশাস্ত্রে দুর্বল।

টীকা : ইমাম তাবারানীও তাঁর মু'জাম আল-আওসাত গ্রন্থে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন (অনুবাদক)।

٣٧٧ (٧)- وحدثنا جعفر بن محمد الواسطى ثنا موسى بن اسحاق نا ابو بكر نا عبد الرحيم ابن سليمان عن حجاج عن عطاء عن عبيد بن عمير اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَاى رَجُلاً فِىْ رِجْلِه لَمْعَةٌ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ حِيْنَ تَطَهَّرَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بِهذَا الْوُضُوْءِ تَحْضُرُ الصَّلاَةَ وَاَمَرَهُ اَنْ يَّغْسِلَ اللَّمْعَةَ وَيُعِيْدَ الصَّلاَةَ .

৩৭৭(৭)। জা'ফার ইবনে মুহাম্মাদ আল-ওয়াসিতী (র)... উবায়েদ ইবনে উমায়ের (র) থেকে বর্ণিত। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) এক ব্যক্তির পায়ের কিছু জায়গা চকচক করতে দেখলেন, যেখানে তার উযুর সময় পানি পৌঁছেনি। উমার (রা) তাকে বলেন, এই উযু দিয়ে কি তুমি নামাযে উপস্থিত হয়েছ? তিনি তাকে পায়ের শুকনা জায়গা ধৌত করে পুনরায় নামায পড়ার নির্দেশ দিলেন।

টীকা : এই হাদীসের সনদে উল্লেখিত হাজ্জাজ হলেন আরতাত-এর পুত্র। তিনি মুদাল্লিস রাবী। হাদীসবিশারদগণের মতে তার হাদীস দলীলযোগ্য নয় (অনুবাদক)।

٣٧٨ (٨)- حدثنا احمد بن عبد الله نا الحسن بن عرفة نا هشيم عن الحجاج وعبد الملك عن عطاء عن عبيد بن عمير الليثى اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَاىَ رَجُلاً وَبِظَهْرِ رِجْلِهِ لُمْعَةٌ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ اَبِهذَا الْوَضُوْءِ تَحْضُرُ الصَّلاَةَ قَالَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْبَرْدُ شَدِيْدٌ وَمَا مَعِىَ مَا يُدْفِيْنِىْ فَرَقَّ لَهُ بَعْدَ مَا هَمَّ بِهِ قَالَ فَقَالَ لَهُ اِغْسِلْ مَا تَرَكْتَ مِنْ قَدَمِكَ وَاَعِدِ

الصَّلَاةَ وَاَمَرَ لَهُ بِخَمِيْصَةٍ .

৩৭৮(৮)। আহ্‌মাদ ইবনে আবদুল্লাহ (র)... উবায়েদ ইবনে উমায়ের আল-লায়ছী (র) থেকে বর্ণিত। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) এক ব্যক্তিকে দেখেন যে, তার পায়ের উপর এক জায়গায় পানি পৌঁছেনি। উমার (রা) তাকে বলেন, তুমি কি এই উযুর দ্বারা নামায পড়েছ? সে বললো, হে আমীরুল মুমিনীন! প্রচণ্ড ঠাণ্ডা পড়েছে। ঠাণ্ডা থেকে আত্মরক্ষার মতো বস্ত্র আমার নেই। তার প্রতি কঠোর মনোভাব থাকা সত্ত্বেও উমার (রা) তার সাথে নম্র ব্যবহার করেন। রাবী বলেন, তিনি তাকে বলেন, তোমার পায়ের শুকনা জায়গাটা ধৌত করো এবং পুনরায় নামায পড়ো। তিনি তাকে একটি চাদর দান করারও নির্দেশ দেন।

٣٧٩(٩)- حدثنا ابن مبشر نا احمد بن سنان ثنا يزيد بن هارون نا عبد السلام بن صالح نا اسحاق بن سويد عن العلاء بن زياد عَنْ رَجُلٍ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَرِضَى اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ عَلَيْهِمْ ذَاتَ يَوْمٍ وَقَدْ اغْتَسَلَ وَقَدْ بَقِيَتْ لُمْعَةٌ مِّنْ جَسَدِهِ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هذه لُمْعَةٌ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ فَكَانَ لَهُ شَعْرٌ وَارِدٌ فَقَالَ بِشَعْرِهِ هٰكَذَا عَلَى الْمَكَانِ فَبَلَّهُ عبد السلام بن صالح هذا بصرى ليس بالقوى وغيره من الثقات يرويه عن اسحاق عن العلاء مرسلا .

৩৭৯(৯)। ইবনে মুবাশশির (র)... রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একজন রোগাক্রান্ত সাহাবী থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন তাদের নিকট আসেন এবং গোসল করেন। তাঁর শরীরের একটু জায়গা শুকনা ছিল, পানি পৌঁছেনি। আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার শরীরের এই জায়গায় পানি পৌঁছেনি। তাঁর মাথার (বাবরী) চুল ছিল লম্বা। রাবী বলেন, তিনি তাঁর ভিজা চুলের পানি নিয়ে এভাবে শুকনা স্থানটুকু ভিজিয়ে নেন। এই আবদুস সালাম ইবনে সালেহ হলেন বসরানিবাসী। তিনি শক্তিশালী রাবী নন। তিনি ব্যতীত অবশিষ্ট রাবীগণ নির্ভরযোগ্য। তিনি ইসহাক-আল-'আলা সূত্রে এই হাদীস মুরসালরূপেও বর্ণনা করেছেন।

٣٨٠(١٠)- حدثنا يعقوب بن ابراهيم واحمد بن عبد الله الوكيل قالا نا الحسن بن عرفة نا هشيم عن اسحاق بن سويد العدوى نا العلاء بن زياد العدوى اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَرَاى عَلَى عَاتِقِهِ لُمْعَةٌ بِهٰذَا وَقَالَ فَقَالَ بِشَعْرِهِ وَهُوَ رُطَبٌ . هذا مرسل وهو الصواب .

৩৮০(১০)। ইয়াকূব ইবনে ইবরাহীম (র)... আল-'আলা ইবনে যিয়াদ আল-আদবী (র) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ (সহবাস জনিত) নাপাকির গোসল করলেন। তিনি তাঁর কাঁধের উপর একটু স্থান শুকনা দেখতে পান...পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। রাবী বলেন, তিনি ভিজা চুল ধরে তার পানি নিয়ে...। এটি মুরসাল হাদীস এবং এটাই সঠিক।

٣٩-بَابُ التَّنَشُّفِ مِنْ مَاءِ الْوُضُوْءِ

৩৯-অনুচ্ছেদ : উযুর অঙ্গসমূহের পানি মুছে ফেলা।

٣٨١(١)- حدثنا ابو بكر النيسابوری نا يونس بن عبد الاعلى نا عبد الله بن وهب حدثنى زيد ابن الحباب عن ابى معاذ عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قَالَتْ كَانَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ خِرْقَةٌ يَتَنَشَّفُ بِهَا بَعْدَ وُضُوْئِه . ابو معاذ هو سليمان بن ارقم وهو متروك.

৩৮১(১)। আবু বাক্‌র আন-নায়সাপুরী (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর একটি বস্ত্রখণ্ড ছিল। উযুর পর তিনি তা দিয়ে উযুর অংগগুলো মুছে ফেলতেন। আবু মুয়ায-এর নাম সালমান, পিতা আরকাম। তিনি প্রত্যাখ্যাত রাবী।

টীকা : ইমাম তিরমিযী ও হাকেম (র) এই হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং তিরিমিযী বলেছেন, এই হাদীস শক্তিশালীও নয় এবং মোটেই সহীহ নয়। হাফেজ ইবনে হাজার (র) বলেন, এই হাদীসের সনদসূত্র দুর্বল (অনুবাদক)।

٣٨٢(٢)- حدثنا الحسين بن اسماعيل نا محمد بن حسان الازرق نا عنبسة بن سعيد الاموى نا ابن المبارك عن عمر بن ابى سلمة عن ابيه عَنْ جَابِرٍ قَالَ تَوَضَّاَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَخَذْتُ مِنْ وَضُوْئِه فَصَبَبْتُهُ فِىْ بِئْرِىْ .

৩৮২(২)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উযু করলেন এবং আমি তাঁর উযুর অবশিষ্ট পানি নিয়ে আমার কূপে ঢেলে দিলাম (বরকত লাভের আশায়)।

٤٠-بَابُ فِىْ نَضْحِ الْمَاءِ عَلَى الْفَرْجِ بَعْدَ الْوُضُوْءِ

৪০-অনুচ্ছেদ : উযু করার পর লজ্জাস্থানে পানি ছিটিয়ে দেয়া সম্পর্কে।

٣٨٣(١)- حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوى قرائة عليه وانا اسمع حدثكم كامل ابن طلحة ابو يحى الجحدرى نا ابن لهيعة نا عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن اسامة بن زيد عن ابيه زيد بن حاثة عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّ جِبْرَئِيْلَ اَتَاهُ فِىْ اَوَّلِ مَا اُوْحِىَ اِلَيْهِ فَاَرَاهُ الْوُضُوْءَ وَالصَّلاَةَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الْوُضُوْءِ اَخَذَ حَفْنَةً مِّنَ الْمَاءِ فَنَضَحَ بِهَا فَرْجَهُ .

৩৮৩(১)। আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল আযীয আল-বাগাবী (র)... যায়েদ ইবনে হারিছা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট ওহী নিয়ে আসার প্রথমদিকে জিবরাঈল (আ)

তাঁকে উযু করার ও নামায পড়ার পদ্ধতি দেখিয়ে দেন। তিনি উযু করা শেষ করে এক আঁজলা পানি নিয়ে তা তাঁর লজ্জাস্থানে ছিটিয়ে দেন।

٣٨٤(٢)- حدثنا محمد بن احمد بن ابراهيم الكاتب نا حمدان بن على نا هشيم بن خارجة نا رشدين عن عقيل وقرة عن ابن شهاب عن عروة عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ اَنَّ جِبْرِيْلَ لَمَّا نَزَلَ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ اَرَاهُ الْوُضُوْءَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ وُضُوْئِهِ اَخَذَ حَفْنَةً مِّنْ مَاءٍ فَرَشَّ بِهَا فِى الْفَرْجِ .

৩৮৪(২)। মুহাম্মাদ ইবনে আহ্‌মাদ ইবনে ইবরাহীম আল-কাতিব (র)... উসামা ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। জিবরীল (আ) যখন (প্রথমে) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট ওহী নিয়ে আসেন তখন তাঁকে উযুর নিয়ম শিক্ষা দেন। তিনি উযু শেষ করে এক আঁজলা পানি নিয়ে তা লজ্জাস্থানে ছিটিয়ে দেন।

টীকা : পেশাব করার পর উযু করলে উযুর পরে লজ্জাস্থানের অভ্যন্তর থেকে পেশাব নির্গত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং কখনো কখনো পেশাব বের হয়েও থাকে। এই অবস্থার সমাধান উপরোক্ত হাদীসে বলে দেয়া হয়েছে। সুনান ইবনে মাজার বর্ণনায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বক্তব্য নিম্নোক্ত শব্দে উক্ত হয়েছে ঃ

عَلَّمَنِىْ جِبْرَائِيْلُ الْوُضُوْءَ وَاَمَرَنِىْ اَنْ اَنْضَحَ تَحْتَ ثَوْبِىْ لِمَا يَخْرُجُ مِنَ الْبَوْلِ بَعْدَ الْوُضُوْءِ .

"জিবরাঈল (আ) আমাকে উযু করার নিয়ম শিখিয়ে দিয়েছেন এবং উযুর পর পেশাব নির্গত হওয়ার ক্ষেত্রে আমাকে পরিধেয় বস্ত্রের নিচ দিয়ে (লজ্জাস্থানে) পানি ছিটিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন" (৫৮-বাব মা জাআ ফিন-নাদহি বা'দাল উদূ, নং ৪৬২; ৪৬১ নং হাদীসও দ্রষ্টব্য)।

অতএব পেশাব করার পর প্রকাশ্য জনসমক্ষে লজ্জাস্থান ধরে হাঁটাহাটি ও কোথাকুথির নির্লজ্জ প্রদর্শনীর প্রয়োজন নেই। এটা ইসলামে পরিশীলিত শিষ্টাচার নীতিরও পরিপন্থী। এই নিয়ম বা ব্যবস্থা পেশাব নির্গত হওয়ার সন্দেহের ক্ষেত্রে এবং অজ্ঞাত অবস্থার ক্ষেত্রে। কিন্তু যখন নিশ্চিতভাবে জানা যাবে যে, পেশাব নির্গত হয়েছে, তখন পুনরায় উযু করতেই হবে (অনুবাদক)।

٤١-بَابُ فِىْ وُجُوْبِ الْغُسْلِ بِالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ وَاِنْ لَمْ يُنْزِلْ

৪১-অনুচ্ছেদ : উভয়ের লজ্জাস্থান একত্রে মিলিত হলে গোসল ওয়াজিব হবে, যদিও বীর্যপাত না হয়।

٣٨٥(١)- حدثنا ابو بكر النيسابورى نا محمد بن عبد الله بن ميمون نا الوليد بن مسلم نا الاوزاعى حدثنى عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ فَعَلْتُهُ اَنَا وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَاغْتَسَلْنَا .

৩৮৫(১)। আবু বাক্‌র আন-নায়সাপুরী (র)... আশেয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, পুরুষাংগের খতনার স্থান (পুরুষাঙ্গ) স্ত্রীর খতনার স্থান (যৌনাঙ্গ) অতিক্রম করলে গোসল ওয়াজিব হয়ে যায়। আমি (আয়েশা) এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ করেছি, অতঃপর আমরা গোসল করেছি।

টীকা : একটি ক্ষুদ্র দল ছাড়া চার ইমাম এবং জমহুর আলেমদের মতে, উভয়ের লজ্জাস্থান একত্র হলেই গোসল ফরজ হয়। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (র) বলেছেন, 'আল-মাউ মিনাল মা' (বীর্যপাত হলেই গোসল ফরয হয়) হাদীস স্বপ্নদোষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অর্থাৎ স্বপ্নদোষে বীর্যপাত হলেই গোসল ওয়াজিব হয়, বীর্যপাত না হলে গোসল ওয়াজিব হয় না (অনুবাদক)।

٣٨٦(٢)- حدثنا ابو بكر النيسابورى نا العباس بن الوليد بن مزيد اخبرنى ابى قال سمعت الاوزاعى حدثنى عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن ابى بكر عن ابيه عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا سُئِلَتْ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ الْمَرْاَةَ وَلاَ يُنْزِلُ الْمَاءُ قَالَتْ فَعَلْتُهُ اَنَا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاغْتَسَلْنَا مِنْهُ جَمِيْعًا . رفعه الوليد بن مسلم والوليد بن مزيد ورواه بشر بن بكر وابو المغيرة وعمرو ابن ابى سلمة ومحمد بن كثير ومحمد بن مصعب وغيرهم موقوفًا .

৩৮৬(২)। আবু বাক্‌র আন-নায়সাপুরী (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তার নিকট জিজ্ঞেস করা হলো, এক ব্যক্তি স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছে কিন্তু বীর্যপাত হয়নি। তিনি বলেন, আমি ও রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ করেছি, অতঃপর আমরা উভয়ে এ কারণে গোসল করেছি। আল-ওয়ালীদ ইবনে মুসলিম (র) ও আল-ওয়ালীদ ইবনে মাযীদ (র) এই হাদীস মারফূরূপে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু বিশ্‌র ইবনে বাক্‌র, আবুল মুগীরা, আমর ইবনে আবু সালামা, মুহাম্মাদ ইবনে কাছীর, মুহাম্মাদ ইবনে মুস্‌আব (র) প্রমুখ এই হাদীস মাওকুফরূপে বর্ণনা করেছেন।

টীকা : ইমাম আবু দাউদ, ইমাম নাসাঈ ও ইমাম ইবনে মাজা (র) অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন (অনুবাদক)।

٣٨٧(٣)- حدثنا ابو بكر النيسابورى نا احمد بن عبد الرحمن بن وهب نا عمى حدثنى عياض ابن عبد الله وابن لهيعة عن ابى الزبير عَنْ جَابِرٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اُمُّ كُلْثُوْمٍ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَجُلاً سَاَلَ النَّبِىَّ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ اَهْلَهُ ثُمَّ يَكْسِلُ هَلْ عَلَيْهِ غُسْلٌ وَعَائِشَةُ جَالِسَةٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّىْ لاَفْعَلُ ذٰلِكَ اَنَا وَهٰذِهِ ثُمَّ نَغْتَسِلُ .

৩৮৭(৩)। আবু বাক্‌র আন-নায়সাপুরী (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট জিজ্ঞেস করলো, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছে, কিন্তু বীর্যপাত হয়নি, তাকে কি গোসল করতে হবে? আয়েশা (রা) তখন তাঁর কাছে বসা ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আমি ও এই মহিলা এরূপ করেছি, অতঃপর আমরা গোসল করেছি।

٣٨٨(٤)- حدثنا سعيد بن محمد بن احمد الحناط ثنا اسحاق بن ابى اسرائيل نا المتوكل بن فضيل ابو ايوب الحداد بصرى عن ابى ظلال عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ صَلّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلاَةَ الصُّبْحِ وَقَدِ اغْتَسَلَ مِنْ جَنَابَةٍ فَكَانَ نَكْتَةٌ مِثْلُ الدِّرْهَمِ يَابِسٌ لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ هذَا الْمَوْضِعَ لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ فَسَلَّتْ شَعْرَهُ مِنَ الْمَاءِ وَمَسَحَهُ بِهِ وَلَمْ يُعِدِ الصَّلاَةَ . المتوكل بن فضيل ضعيف وروى عن عطاء بن عجلان وهو متروك الحديث عن ابن ابى مليكة عن عائشة .

৩৮৮(৪)। সাঈদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আহ্‌মাদ আল-হান্নাত (র)... আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফরয গোসল করার পর ফজরের নামায পড়েন, কিন্তু তাঁর দেহের এক দিরহাম পরিমাণ জায়গা শুকনা ছিল, তাতে পানি পৌঁছেনি। বলা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই জায়গায় পানি পৌঁছেনি। অতএব তিনি হাত দিয়ে চুল থেকে পানি নিয়ে তা দিয়ে সেই জায়গা মলে ভিজিয়ে দেন এবং পুনর্বার নামায পড়েননি।

আল-মুতাওয়াককিল ইবনুল ফুদাইল (র) হাদীসশাস্ত্রে দুর্বল। তিনি আতা ইবনে আজলান-ইবনে আবু মুলায়কা-আয়েশা (রা) সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন, কিন্তু ইবনে আজলান প্রত্যাখ্যাত রাবী।

٣٨٩(٥)- حدثنا محمد بن القاسم بن زكريا نا هارون بن اسحاق نا ابن ابى غنية عن عطاء بن عجلان عن عبد اللّٰه بن ابى مليكة عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اغْتَسَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ جَنَابَةٍ فَرَاى لُمْعَةً بِجِلْدِهِ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ فَعَصَرَ خَصْلَةً مِّنْ شَعْرِ رَاْسِهِ فَاَمْعَهَا ذلِكَ الْمَاءَ .

৩৮৯(৫)। মুহাম্মাদ ইবনুল কাসেম ইবনে যাকারিয়া (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফরয গোসল করলেন। তিনি শরীরের এক জায়গার চামড়া শুকনা দেখতে পান, যেখানে পানি পৌঁছেনি। তিনি তাঁর মাথার চুলের এক অংশ নিংড়িয়ে পানি বের করে তা দিয়ে সেই জায়গা ভিজিয়ে দেন।

٣٩٠(٦)- حدثنا ابو بكر النيسابورى نا على بن سهل نا عفان نا همام نا قتادة عن الحسن عن ابى رافع عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الاَرْبَعِ وَاَجْهَدَ نَفْسَهُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ اَنْزَلَ اَوْ لَمْ يُنْزِلْ .

৩৯০(৬)। আবু বাক্‌র আন-নায়সাপুরী (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর চার অঙ্গের মাঝখানে বসে চেষ্টা করলে তার উপর গোসল ওয়াজিব হবে, বীর্যপাত হোক না হোক (বুখারী মুসলিম)।

٣٩١(٧)- حدثنا القاسم بن اسماعيل نا زيد بن اخزم نا معاذ بن هشام حدثنى ابى عن قتادة ومطر عن الحسن عن ابى رافع عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الاَرْبَعِ وَاجْتَهَدَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ قَالَ اَحَدُهُمَا وَاِنْ لَمْ يُنْزِلْ .

৩৯১(৭)। আল-কাসেম ইবনে ইসমাঈল (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর চার অঙ্গের মাঝখানে বসে চেষ্টা করলে তার উপর গোসল ওয়াজিব হবে। কাতাদা ও মাতার এই দুইজনের এক জনের বর্ণনায় আছে, যদিও বীর্যপাত না হয়।

٣٩٢(٨)- حدثنا جعفر بن محمد بن مرشد نا على بن حرب نا محمد بن بشر عن زكريا بن ابى زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْغُسْلُ مِنْ اَرْبَعٍ مِنَ الْجَنَابَةِ وَالْجُمْعَةِ وَالْحِجَامَةِ وَغُسْلِ الْمَيِّتِ .

مصعب بن شيبة ليس بالقوى ولا بالحافظ .

৩৯২(৮)। জা'ফার ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে মুরশিদ... আয়েশা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : চার কারণে গোসল করা আবশ্যক—সহবাসজনিত কারণে, জুমুআর নামাযের জন্য, রক্তমোক্ষণ করানোর কারণে এবং মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়ার কারণে। মুস'আব ইবনে শায়বা (র) শক্তিশালী রাবীও নন এবং হাদীসের হাফেজও নন।

٣٩٣(٩)- حدثنا محمد بن على بن اسماعيل الابلى نا جعفر بن محمد بن عيسى العسكرى نا ابو عمر المازنى حفص بن عمر ثنا سليم بن حيان عن سعيد بن ميناء عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ عَلَى الْمَاءِ جَنَابَةٌ وَلاَ عَلَى الاَرْضِ جَنَابَةٌ وَلاَ عَلَى الثَّوْبِ جَنَابَةٌ .

৩৯৩(৯)। মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে ইসমাঈল আল-উবুল্লী (র)... জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : (নাপাকীর গোসল করার কারণে) পানি অপবিত্র হয় না, মাটি অপবিত্র হয় না (নাপাক ব্যক্তি স্পর্শ করার কারণে) এবং কাপড়ও অপবিত্র হয় না (নাপাক ব্যক্তির দেহের সাথে লেগে থাকার কারণে)।

٣٩٤(١٠)- حدثنا الحسين بن اسماعيل ح نا يوسف بن موسى ثنا ابن ادريس عن زكريا عن عامر عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَرْبَعٌ لاَ يُجْنِبْنَ الاِنْسَانُ وَالْمَاءُ وَالاَرْضُ وَالثَّوْبُ .

৩৯৪(১০)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (নাপাক ব্যক্তি স্পর্শ করার কারণে) চার বস্তু অপবিত্র হয় না—মানুষ, পানি, মাটি ও কাপড়-চোপড়।

٣٩٥(١١)- حدثنا الحسين بن اسماعيل ثنا محمد بن عثمان بن كرامة نا عبد الله بن نمير نا هشام بن عروة عن ابيه عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ اذا اغْتَسَلَ من الْجَنَابَةِ بَدَاَ فَغسَلَ يَدَيْه ثُمَّ تَوضَّاَ وُضُوْءَهُ للصَّلاَةِ ثُمَّ يُدْخلُ يَدَهُ فِى الانَاء فَيُخَلِّلُ بهَا اُصُوْلَ شَعْرِه حَتّى اذَا خُيِّلَ الَيْه اَنَّهُ قَدْ اِسْتَبْرَاَ الْبَشَرَةَ غَرفَ بِيَدَيْه ملْءَ كَفَّيْه ثَلاَثًا فَصَبَّهَا عَلى رَاْسِه ثُمَّ اغْتَسَلَ فَاَفَاضَ الْمَاءَ عَلى جَسَده .

৩৯৫(১১)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফরজ গোসল করার সময় প্রথমে তাঁর দুই হাত ধৌত করতেন, তারপর নামাযের উযুর ন্যায় উযু করতেন। তারপর পানির পাত্রে হাত ঢুকাতেন, অতঃপর তা দিয়ে চুলের গোড়া খিলাল করতেন যাবত তাঁর ধারণা হতো যে, তাতে পানি পৌঁছেছে। তারপর উভয় হাত দিয়ে তিন আঁজলা পানি নিয়ে মাথায় ঢালতেন, তারপর গোসল করতেন এবং সমস্ত শরীরে পানি পৌঁছাতেন।

٣٩٦(١٢)- حدثنا الحسين بن اسماعيل نا يعقوب بن ابراهيم نا عبد الرحمن بن مهدى نا زائدة بن قدامة عن صدقة بن سعيد نا جميع بن عمير احد بنى تيم الله بن ثعلبة قَالَ دَخَلْتُ مَعَ اُمِّىْ وَخَالَتِىْ عَلى عَائِشَةَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ يَتَوضَّاُ وُضُوْءَهُ لِلصَّلاَةِ ثُمَّ يُفِيْضُ عَلى رَاْسِه ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَنَحْنُ نُفِيْضُ عَلى رُؤُوْسِنَا خَمْسًا مِنْ اَجْلِ الضَّفْرَةِ .

৩৯৬(১২)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... বনী তায়মুল্লাহ ইবনে ছা'লাবা গোত্রের জুমায়' ইবনে উমায়ের (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার মা ও খালার সাথে আয়েশা (রা)-র নিকট উপস্থিত হলাম। আয়েশা (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাযের উযুর ন্যায় উযু করতেন, তারপর মাথায় তিনবার পানি দিতেন। আর আমরা বেণীর কারণে আমাদের মাথায় পাঁচবার পানি ঢালি।

টীকা : এই হাদীসের সনদ সহীহ, তবে জুমায়' ইবনে উমায়ের আত-তায়মী আল-কূফী সম্পর্কে ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, তার হাদীস হাসান। আবু হাতেম বলেন, তার হাদীস সঠিক। ইমাম বুখারী বলেন, এতে প্রশ্ন আছে। ইবনে হিব্বান ও ইবনে নুমায়ের বলেন, তিনি হাদীসশাস্ত্রে দুর্বল (অনুবাদক)।

٣٩٧(١٣)- حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا عبيد الله بن عمر نا عيسى بن يونس نا الاعمش عن سالم بن ابى الجعد عن كريب عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَنِىْ مَيْمُوْنَةَ قَالَتْ اَدْنَيْتُ لِرَسُوْلِ اللّٰه ﷺ غُسْلاً مِّنَ الْجَنَابَةِ فَغَسَلَ يَدَيْه مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلاَثًا ثُمَّ اَدْخَلَ يَدَهُ فِى الْمَاءِ فَاَفْرَغَ عَلى فَرْجِه وَغَسَلَ بِشِمَالِه ثُمَّ دَلَكَ بِشِمَالِه الاَرْضَ دَلْكًا شَدِيْدًا ثُمَّ تَوضَّاَ

وُضُوْءَهُ لِلصَّلاَةِ ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ بِمِلْءِ كَفَّيْهِ ثُمَّ تَنَحّى مِنْ مَقَامِهِ فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ وَاَتَيْتُهُ بِالْمِنْدِيْلِ فَرَدَّهُ .

৩৯৭(১৩)। আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল আযীয (র)... মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নাপাকির গোসলের জন্য পানি এনে দিলাম। তিনি তাঁর দুই হাত দুইবার অথবা তিনবার ধৌত করলেন। তারপর পানির পাত্রে হাত ডুবিয়ে পানি নিয়ে তা তাঁর লজ্জাস্থানে দিলেন এবং বাম হাত দিয়ে তা ধৌত করলেন। তারপর উক্ত হাত উত্তমরূপে মাটিতে ঘর্ষণ করেন। তারপর নামাযের উযুর ন্যায় উযু করেন। তারপর উভয় হাতে পানি নিয়ে সমস্ত শরীর ধৌত করেন। তারপর নিজ জায়গা থেকে সরে গিয়ে উভয় পা ধৌত করেন। আমি তাঁকে তোয়ালে এনে দিলে তিনি তা ফেরত দেন।

টীকা : এই হাদীসের সনদ সহীহ এবং ছয়জন ইমামই এই হাদীসের প্রায় সমার্থক হাদীস বর্ণনা করেছেন (অনুবাদক)।

٣٩٨(١٤)- نا محمد بن مخلد نا الحسانى نا وكيع نا الاعمش عن سالم بن ابى الجعد عن كريب عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ خَالَتِهِ مَيْمُوْنَةَ قَالَتْ وَضَعْتُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ غُسْلاً فَاغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَاَكْفَاَ الاِنَاءَ بِشِمَالِهِ عَنْ يَمِيْنِهِ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا ثُمَّ اَدْخَلَ يَدَهُ فِى الاِنَاءِ فَاَفَاضَ عَلَى فَرْجِهِ ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ عَلَى الْحَائِطِ اَوِ الاَرْضِ ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ ثُمَّ اَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ الْمَاءَ ثُمَّ تَنَحّى فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ .

৩৯৮(১৪)। মুহাম্মাদ ইবনে মাখলাদ (র)... মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর গোসলের জন্য পানি রাখলাম এবং তিনি তা দিয়ে সহবাস জনিত নাপাকির গোসল করলেন। তিনি তাঁর বাম হাতে পানির পাত্র কাত করে ডান হাতে পানি ঢেলে উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত তিনবার করে ধৌত করেন। তারপর পানির পাত্রে হাত ডুবিয়ে পানি নিয়ে তা তাঁর লজ্জাস্থানে প্রবাহিত করেন। তারপর দেয়ালে অথবা মাটিতে হাত ঘষেন। তারপর কুলি করেন এবং নাক পরিষ্কার করেন, মুখমণ্ডল ও বাহুদয় ধৌত করেন। তারপর সমস্ত শরীরে পানি প্রবাহিত করেন। তারপর একদিকে সরে গিয়ে উভয় পা ধৌত করেন।

টীকা : এই হাদীসের সনদসূত্র সহীহ (অনুবাদক)।

٣٩٩(١٥)- حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ثنا عبيد الله بن عمر القواريرى ثنا سفيان نا ايوب بن موسى عن سعيد بن ابى سعيد المقبرى عن عبد الله بن رافع عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كُنْتُ امْرَاَةٌ اَشُدُّ ضَفْرَ رَاْسِىْ فَسَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنَّمَا يَكْفِيْكِ اَنْ تَحْثِىْ عَلَى رَاْسِكِ ثَلاَثَ حَثَيَاتٍ اَوْ ثَلاَثَ حَفْنَاتٍ ثُمَّ تَفْرُغِىْ عَلَيْكِ فَاِذَا اَنْتِ قَدْ طَهُرْتِ .

৩৯৯(১৫)। আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল আযীয (র)... উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার মাথার চুলে শক্ত করে বেণী বেঁধে থাকি। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন : তোমার মাথায় তিন আঁজলা পানি ঢেলে দেয়াই তোমার জন্য যথেষ্ট। তারপর তোমার সমস্ত শরীরে পানি প্রবাহিত করো। এভাবে গোসল করলে তুমি পবিত্র হয়ে গেলে (মুসলিম, আবু দাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজা)।

টীকা: এই হাদীস থেকে জানা যায়, নাপাকির গোসলের সময় মহিলাদের চুলের বেণী খোলা জরুরী নয়, যদি চুলের গোড়ায় ঠিকভাবে পানি পৌঁছতে বাঁধার সৃষ্টি না হয়। অর্থাৎ ফরয গোসলে মাথার চুল ভিজানো জরুরী নয়, চুলের গোড়া ভিজানো জরুরী। কাযী আবু বাক্‌র ইবনুল আরাবী (র) বলেন, বেণীর কারণে চুলের গোড়ায় (উদগম স্থলে) পানি পৌঁছতে না পারলে অবশ্যই বেণী খুলতে হবে (অনুবাদক)।

٤٢-بَابُ مَا رُوِيَ فِي الْمَضْمَضَةِ وَالاسْتِنْشَاقِ فِيْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ

৪২-অনুচ্ছেদ : সহবাসজনিত নাপাকির গোসলে কুলি করা ও নাক পরিষ্কার করা সম্পর্কে।

٤٠٠(١)- حدثنا محمد بن مخلد نا محمد بن اسماعيل الحسانى نا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ سَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الاِسْتِنْشَاقَ فِي الْجَنَابَةِ ثَلاَثًا .

৪০০(১)। মুহাম্মাদ ইবনে মাখলাদ (র)... ইবনে সীরীন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাপাকির গোসলে তিনবার নাক পরিষ্কার করা সুন্নাত হিসাবে ধার্য করেছেন।

٤٠١(٢)- حدثنا جعفر بن احمد المؤذن نا السرى بن يحيى نا ابو السرى يعنى هناد بن السرى نا وكيع بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

৪০১(২)। জা'ফার ইবনে আহ্‌মাদ আল-মুয়াযযিন (র)... ওয়াকী (র) থেকে এই সনদসূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٤٠٢(٣)- حدثنا عبد الباقى بن قانع نا الحسن بن على المعمرى واحمد بن النضر بن بحر العسكرى وغيرهما قالوا نا بركة بن محمد نا يوسف بن اسباط عن سفيان الثورى عن خالد الحذاء عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَعَلَ الْمَضْمَضَةَ وَالاِسْتِنْشَاقَ لِلْجُنُبِ ثَلاَثًا فَرِيْضَةً . هٰذَا بَاطِلٌ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهٖ اِلاَّ بَرَكَةُ وَبَرَكَةُ هٰذَا يَضَعُ الْحَدِيْثَ والصواب حديث وكيع الذى كتبناه قبل هذا مرسلا عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَنَّ الاِسْتِنْشَاقَ فِي الْجَنَابَةِ ثَلاَثًا وَتَابَعَ وَكِيْعًا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى وَغَيْرُهُ .

৪০২(৩)। আবদুল বাকী ইবনে কানে' (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ নাপাকীর গোসলে তিনবার কুলি করা ও তিনবার নাক পরিষ্কার করা ফরয করেছেন।

এটি বাতিল কথা। বারাকা ইবনে মুহাম্মাদ ব্যতীত কেউই এ হাদীস বর্ণনা করেননি। এই বারাকা জাল হাদীস রচনার অভিযোগে অভিযুক্ত। ইতিপূর্বে উল্লেখিত ওয়াকী বর্ণিত মুরসাল হাদীসটিই সহীহ। ইবনে সীরীন সূত্রে তাতে বলা হয়েছে, নবী ﷺ নাপাকির গোসলে তিনবার নাকে পানি দেয়া বা নাক পরিষ্কার করা সুন্নাত হিসাবে নির্দ্ধারিত করেছেন। উবায়দুল্লাহ ইবনে মূসা প্রমুখ ওয়াকীর অনুসরণ করেছেন।

٤٠٣(٤)- ثنا جعفر بن احمد المؤذن نا السرى بن يحى نا عبيد الله بن موسى نا سفيان عن خالد الحذاء عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ اَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالاِسْتِنْشَاقِ مِنَ الْجَنَابَةِ ثَلاَثًا .

৪০৩(৪)। জা'ফার ইবনে আহ্মাদ আল-মুয়াযযিন (র)... ইবনে সীরীন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নাপাকির গোসলে পানি দিয়ে তিনবার নাক পরিষ্কার করার নির্দেশ দিয়েছেন।

٤٠٤(٥)- ثنا احمد بن عبد الله الوكيل نا الحسن بن عرفة حدثنا الحسين بن اسماعيل نا زياد بن ايوب قالا نا هشيم عن الحجاج بن ارطاة عن عائشة بنت عجرد عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اِنْ كَانَ مِنْ جَنَابَةٍ اَعَادَ الْمَضْمَضَةَ وَالاِسْتِنْشَاقَ وَاَسْتَانَفَ الصَّلاَةَ . وَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ اِذَا اَنْسَى الْمَضْمَضَةَ وَالاِسْتِنْشَاقَ اِنْ كَانَ مِنْ جَنَابَةٍ اِنْصَرَفَ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاَعَادَ الصَّلاَةَ . قال الشيخ الحافظ ليس لعائشة بنت عجرد الا هذا الحديث . عائشة بنت عجرد لا تقوم بها حجة .

৪০৪(৫)। আহ্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-ওয়াকীল (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাপাকির গোসল হলে পুনরায় কুলি করবে এবং পানি দিয়ে নাক পরিষ্কার করবে এবং নামাযও নতুনভাবে পড়বে। ইবনে আরাফা (র) বলেন, নাপাকির গোসলে কুলি করতে এবং পানি দিয়ে নাক পরিষ্কার করতে ভুলে গেলে পুনরায় কুলি করবে এবং নাক পরিষ্কার করবে, নামাযও পুনরায় পড়বে। আশ-শায়খ আল-হাফেজ (র) বলেন, আয়েশা বিনতে আজরাদ (র) কেবল এই একটি হাদীসই বর্ণনা করেছেন। তার বর্ণিত হাদীস দলীলযোগ্য নয়।

٤٠٥(٦)- حدثنا الحسين نا ابو بكر بن صالح نا نعيم بن حماد نا ابن المبارك عن سفيان عن عثمان السلمى عن عائشة بنت عجرد عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ يُعِيْدُ فِى الْجَنَابَةِ وَلاَ يُعِيْدُ فِى الْوُضُوْءِ .

৪০৫(৬)। আল-হুসাইন (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাপাকির গোসলের সময় (কুলি করতে ও নাক পরিষ্কার করতে ভুলে গেলে তা) পুনরায় করবে এবং উযুর বেলায় তা পুনরায় করা লাগবে না।

٤٠٦(٧)- حدثنا ابو بكر النيسابورى نا الحسن بن محمد نا اسباط حدثنا ابو حنيفة عن عثمان بن راشد عن عائشة بنت عجرد عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لاَ يُعِيْدُ الاَّ اَنْ يَّكُوْنَ جُنُبًا

৪০৬(৭)। আবু বাক্‌র আন-নায়সাপুরী (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কেবল নাপাকীর গোসলের ক্ষেত্রে পুনরায় কুলি করবে ও নাকে পানি দিবে।

٤٠٧(٨)- حدثنا ابو بكر محمد بن احمد بن الجنيد نا عبد الله بن يزيد نا ابو حنيفة عن ابن راشد عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ عُجْرَدٍ فِيْ جُنُبٍ نَسِيَ الْمَضْمَضَةَ وَالاِسْتِنْشَاقَ قَالَتْ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُمَضْمِضُ وَيَسْتَنْشِقُ وَيُعِيْدُ الصَّلاَةَ .

৪০৭(৮)। আবু বাক্‌র মুহাম্মাদ ইবনে আহ্‌মাদ ইবনুল জুনায়েদ (র)... আয়েশা বিনতে আজরাদ (র) থেকে নাপাক ব্যক্তির কুলি করতে ও নাকে পানি দিয়ে পরিষ্কার করতে ভুলে যাওয়া সম্পর্কে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, সে পুনরায় কুলি করবে ও নাকে পানি দিয়ে পরিষ্কার করবে এবং পুনরায় নামায পড়বে।

٤٠٨(٩)- وحدثنا الحسين بن اسماعيل المحاملى نا عبد الله بن احمد بن موسى ونا محمد بن عبد الله بن زكريا النيسابورى وعلى بن محمد المصرى قالا نا احمد بن عمرو بن عبد الخالق قال حدثنا هدبة بن خالد ثنا حماد بن سلمة عن عمار بن ابى عمار عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْمَضْمَضَةِ وَالاِسْتِنْشَاقِ . تابعه داود بن المحبر فوصله وارسله غيرهما .

৪০৮(৯)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল আল-মুহামিলী (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে (ফরজ গোসলের সময়) কুলি করতে এবং পানি দিয়ে নাক পরিষ্কার করতে নির্দেশ দিয়েছেন। দাঊদ ইবনুল মুহাব্‌বির (র) হুদবা ইবনে খালিদের অনুসরণে এই হাদীস মুত্তাসিলরূপে এবং তাদের দু'জন ব্যতীত অন্যরা মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন।

٤٠٩(١٠)- حدثنا احمد بن يوسف بن خلاد نا الحارث بن محمد نا داود بن المحبر نا حماد عن عمار بن ابى عمار عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ . لم يسند عن حماد غير هذين وغيرهما يرويه عنه عن عمار عن النبى ﷺ ولا يذكر ابا هريرة .

৪০৯(১০)। আহ্‌মাদ ইবনে ইউসুফ ইবনে খাল্লাদ (র)... আবু হুরায়রা (রা)-নবী ﷺ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। হাম্মাদ (র)-এর নিকট থেকে উপরোক্ত দু'জন ব্যতীত অপর কেউ এ

হাদীস মুসনাদরূপে অর্থাৎ নবী ﷺ -এর বাণীরূপে বর্ণনা করেননি। অন্যরা হাম্মাদ (র) থেকে আম্মার (রা)-নবী ﷺ সূত্রে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং আবু হুরায়রা (রা)-র উল্লেখ করেননি।

টীকা : ইমাম বায়হাকী (র) এই হাদীসটি মুত্তাসিল ও মুরসাল উভয়ভাবে বর্ণনা করেছেন (অনুবাদক)।

٤٣-بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْغُسْلِ بِفَضْلِ غَسْلِ الْمَرْأَةِ

৪৩-অনুচ্ছেদ : মহিলাদের গোসলের অবশিষ্ট পানি দিয়ে গোসল করা নিষেধ।

٤١٠(١)- حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد المقرى ثنا ابو حاتم الرازى نا معلى بن اسد نا عبد العزيز بن المختار عن عاصم الاحول عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَرْجِسَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهى اَنْ يَّغْتَسِلَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ وَلٰكِنْ يَشْرَعَانِ جَمِيْعًا . خالفه شعبه .

৪১০(১)। আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে সাঈদ আল-মুকরী (র)... আবদুল্লাহ্ ইবনে সারজিস (র) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ মহিলাদের (গোসলের) অবশিষ্ট পানি দিয়ে পুরুষদের গোসল করতে এবং পুরুষদের (গোসলের) অবশিষ্ট পানি দিয়ে মহিলাদের গোসল করতে নিষেধ করেছেন। তবে উভয়ে (পাত্র থেকে) একসাথে পানি তোললে তা জায়েয। শো'বা (র) এর বিপরীতার্থক হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٤١١(٢)- حدثنا الحسين بن اسماعيل نا الحسن بن يحى نا وهب بن جرير نا شعبة عن عاصم عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ تَتَوَضَّأُ الْمَرْأَةُ وَتَغْتَسِلُ مِنْ فَضْلِ غُسْلِ الرَّجُلِ وَطَهُوْرِهِ وَلاَ يَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ بِفَضْلِ غُسْلِ الْمَرْأَةِ وَلاَ طَهُوْرِهَا . وهذا موقوف صحيح وهو اولى بالصواب .

৪১১(২)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... আবদুল্লাহ ইবনে সারজিস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, পুরুষের উযু ও গোসলের অবশিষ্ট পানি দিয়ে মহিলারা উযু ও গোসল করতে পারে। কিন্তু মহিলাদের গোসল ও উযুর অবশিষ্ট পানি দিয়ে পুরুষলোক উযু করবে না। এটি মাওকূফ হাদীস ও সহীহ এবং যথার্থতার দিক থেকে উত্তম।

٤٤-بَابُ فِى النَّهْيِ لِلْجُنُبِ وَالْحَائِضِ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْاٰنِ

৪৪-অনুচ্ছেদ : নাপাক ব্যক্তি ও ঋতুবতী মহিলার কুরআন পড়া নিষেধ।

٤١٢(١)- حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا داود بن رشيد نا اسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلاَ يَقْرَأُ الْحَائِضُ وَلاَ الْجُنُبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْاٰنِ .

৪১২(১)। আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল আযীয (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ঋতুবতী মহিলা এবং নাপাক ব্যক্তি (যার উপর গোসল ফরয) কুরআনের কোন অংশ পড়বে না।

٤١٣(٢)- حدثنا يعقوب بن ابراهيم البزاز وابن مخلد واخرون قالوا نا الحسن بن عرفة نا اسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

৪১৩(২)। ইয়া'কূব ইবনে ইবরাহীম আল-বায্যায (র)...ইবনে উমার (রা)-নবী ﷺ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে।

٤١٤(٣)- حدثنا ابراهيم بن محمد بن يحى نا محمد بن اسحاق بن ابراهيم الثقفى نا سعيد بن يعقوب الطالقانى نا اسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة وعبيد الله بن عمر عن نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلُهُ . تابعه ابراهيم بن العلاء الزبيدى عن اسماعيل

৪১৪(৩)। ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহ্ইয়া (র)... ইবনে উমার (র)-নবী ﷺ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত। ইবরাহীম ইবনুল আলা-যুবায়দী (র) ইসমাঈল (র) সূত্রে এ হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٤١٥(٤)- وحدثنا محمد بن عبد الله بن صالح الابهرى نا محمد بن جعفر بن رزين نا ابراهيم ابن العلاء نا اسماعيل بن عياش عن عبيد الله بن عمر وموسى بن عقبة عن نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ .

৪১৫(৪)। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সালেহ আল-আবহারী (র)... ইবনে উমার (রা)-নবী ﷺ সূত্রে পূর্বোল্লিখিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٤١٦(٥)- حدثنا محمد بن حمدوية المروزى نا عبد الله بن حماد الاملى ثنا عبد الملك بن مسلمة حدثنى المغيرة بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة عن نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَقْرَأُ الْجُنُبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْاٰنِ . عبد الملك هذا كان بمصر وهذا غريب عن مغيرة بن عبد الرحمن وهو ثقة وروى عن ابى معشر عن موسى بن عقبة .

৪১৬(৫)। মুহাম্মাদ ইবনে হামদাবিয়া আল-মারওয়াযী (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : নাপাক ব্যক্তি কুরআনের কোন অংশ পড়বে না। আবদুল মালেক (র) মিসরের অধিবাসী ছিলেন এবং তিনি অজ্ঞাত ব্যক্তি। মুগীরা ইবনে আবদুর রহমান (র) নির্ভরযোগ্য রাবী এবং তিনি আবু মা'শার ও মূসা ইবনে উকবার সূত্রেও এই হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٤١٧(٦)- حدثنا محمد بن مخلد نا محمد بن اسماعيل الحسانى عن رجل عن ابى معشر عن موسى بن عقبة عن نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ لاَ يَقْرَانِ مِنَ الْقُرْاٰنِ شَيْئًا .

৪১৭(৬)। মুহাম্মাদ ইবনে মাখলাদ (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : ঋতুবতী মহিলা ও নাপাক ব্যক্তি কুরআনের কোন অংশ পাঠ করবে না।

٤١٨(٧)- ابو بكر النيسابورى واسماعيل بن محمد الصفار قالا نا محمد بن عبد الملك الدقيقى نا يزيد بن هارون نا عامر بن السمط نَا اَبُو الْغَرِيْفِ الْهَمْدَانِىِّ قَالَ كُنَّا مَعَ عَلِىٍّ فِى الرَّحْبَةِ فَخَرَجَ اِلَى اَقْصَى الرَّحْبَةِ فَوَاللّٰهِ مَا اَدْرِىْ اَبُوْلاً اُحَدِّثُ اَوْ غَائِطًا ثُمَّ جَاءَ فَدَعَا بِكَوْزٍ مِّنْ مَاءٍ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثُمَّ قَبَضَهُمَا اِلَيْهِ ثُمَّ قَرَاَ صَدْرًا مِّنَ الْقُرْاٰنِ ثُمَّ قَالَ اقْرَؤُا الْقُرْاٰنَ مَا لَمْ يُصِبْ اَحَدُكُمْ جَنَابَةٌ فَاِنْ اَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَلاَ وَلاَ حَرْفًا وَاحِداً . هو صحيح عن على .

৪১৮(৭)। আবু বাক্‌র আন-নায়সাপুরী (র)... আবুল গারীফ আল-হামদানী (র) বলেন, আমরা আলী (রা)-এর সাথে আর-রাহবা নামক স্থানে ছিলাম। তিনি আর-রাহবার শেষ প্রান্তে গেলেন। আল্লাহর শপথ! আমি জানি না তিনি সেখানে গিয়ে কি পেশাব করেছেন নাকি পায়খানা করেছেন। তারপর তিনি ফিরে এসে এক পাত্র পানি নিয়ে ডাকলেন। তিনি তার উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত ধৌত করেন। উভয় হাত নিজের দিকে গুটিয়ে আনেন, তারপর কুরআনের প্রথম দিক থেকে পাঠ করেন এবং বলেন, তোমাদের যে কেউ অপবিত্র না হওয়া পর্যন্ত কুরআন পাঠ করতে পারবে এবং অপবিত্র হলে কুরআন পাঠ করবে না, এমনকি একটি শব্দও পাঠ করবে না। আলী (রা)-র বক্তব্য হিসেবে এই হাদীস সহীহ।

টীকা : এই গ্রন্থকার হাদীসটি মাওকূফরূপে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ইমাম আহমাদ (র) তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে এটি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণীরূপে বর্ণনা করেছেন এবং তাতে পরিপূর্ণ উযুর উল্লেখ আছে (দ্র. ১খ, পৃ, ১১০, নং ৮৭২) (অনুবাদক)।

٤١٩(٨)- نا اسماعيل بن محمد الصفار نا العباس بن محمد ثنا ابو نعيم النخعى عبد الرحمن بن هانى نا ابو مالك النخعى عن عبد الملك بن حسين حدثنى ابو اسحاق السبيعى عن الحارث عن على قال ابو مالك واخبرنى عاصم بن كليب الجرمى عن ابى بردة عن ابى موسى قال ابو نعيم واخبرنى موسى الانصارى عن عاصم بن كليب عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى كِلاَهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا عَلِىُّ اِنِّىْ اَرْضٰى لَكَ مَا اَرْضٰى

لِنَفْسِيْ وَاَكْرَهُ لَكَ مَا اَكْرَهُ لِنَفْسِيْ لاَ تَقْرَاَ الْقُرْاٰنَ وَاَنْتَ جُنُبٌ وَلاَ اَنْتَ رَاكِعٌ وَلاَ اَنْتَ سَاجِدٌ وَلاَ تُصَلِّ وَاَنْتَ عَاقِصٌ شَعْرَكَ وَلاَ تُدَبِّحْ تَدْبِيْحَ الْحِمَارِ .

৪১৯(৮)। ইসমাঈল ইবনে মুহাম্মাদ আস-সাফফার (র)... আলী (রা) ও আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তারা উভয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : হে আলী! আমি আমার নিজের জন্য যা পছন্দ করি তা তোমার জন্যও পছন্দ করি এবং আমার নিজের জন্য যা অপছন্দ করি তা তোমার জন্যও অপছন্দ করি। অতএব তুমি নাপাক অবস্থায়, রুকূতে ও সিজদায় কুরআন পড়বে না এবং তোমার চুল বাঁধা অবস্থায় নামায পড়বে না, আর রুকূতে গাঁধার মতো মাথা ঝুঁকাবে না।

টীকা : রুকূতে মাথা ও পিঠ এক বরাবর রাখতে হবে। মাথা যেন পিঠের চেয়ে অধিক নিচে ঝুঁকে না যায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে (অনুবাদক)।

٤٢٠(٩)- حدثنا ابن مخلد نا الصاغانى نا ابو الاسود نا ابن لهيعة عن عبد الله بن سلمان عن ثعلبة بن ابى الكنود عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ الْغَافِقِيِّ قَالَ اَكَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمًا طَعَامًا ثُمَّ قَالَ اُسْتُرْ عَلَيَّ حَتّٰى اَغْتَسِلَ فَقُلْتُ لَهُ اَنْتَ جُنُبٌ قَالَ نَعَمْ فَاَخْبَرْتُ بِذٰلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَخَرَجَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنَّ هٰذَا يَزْعَمُ اَنَّكَ اَكَلْتَ وَاَنْتَ جُنُبٌ فَقَالَ نَعَمْ اِذَا تَوَضَّاْتَ اَكَلْتَ وَشَرِبْتَ وَلاَ اَقْرَاُ حَتّٰى اَغْتَسِلَ .

৪২০(৯)। ইবনে মাখলাদ (র)... আবদুল্লাহ আল-গাফিকী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন আহার করলেন, তারপর বললেন : আমার জন্য পর্দার ব্যবস্থা করো, আমি গোসল করবো। আমি তাঁকে বললাম, আপনি কি অপবিত্র? তিনি বললেন : হাঁ। আমি উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে বিষয়টি অবহিত করলাম। তিনি রওয়ানা হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে বললেন, এই ব্যক্তি বলেছে, আপনি নাকি অপবিত্র অবস্থায় আহার করেছেন? তিনি বলেন : হাঁ। তুমি উযু করে পানাহার করতে পারো এবং গোসল না করা পর্যন্ত কুরআন পাঠ করো না।

٤٢١(١٠)- حدثنا على بن محمد المصرى نا يحى بن ايوب العلاق نا سعيد بن عفير نا ابن لهيعة عن عبد الله بن سليمان عن ثعلبة بن ابى الكنود عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَالِكٍ الْغَفِقِيِّ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ اِذَا تَوَضَّاْتُ وَاَنَا جُنُبٌ اَكَلْتُ وَشَرِبْتُ وَلاَ اُصَلِّيْ وَلاَ اَقْرَاُ حَتّٰى اَغْتَسِلَ .

৪২১(১০)। আলী ইবনে মুহাম্মাদ আল-মিসরী (র)... আবদুল্লাহ ইবনে মালেক আল-গাফিকী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-র উদ্দেশ্যে বলতে শুনেছেন : আমি নাপাক অবস্থায় উযু করে পানাহার করি কিন্তু গোসল না করা পর্যন্ত নামায পড়ি না এবং কুরআন তিলাওয়াত করি না।

٤٢٢(١١)- حدثنا يحى بن محمد بن صاعد نا عبد الله بن عمران العابدى نا سفيان عن مسعر وشعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ يَحْجُبُهُ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْاٰنِ شَىْءٌ اِلاَّ اَنْ يَّكُوْنَ جُنُبًا . قَالَ سُفْيَانُ قَالَ لِىْ شُعْبَةُ مَّا اَحْدَثَ بِحَدِيْثِ اَحْسَنَ مِنْهُ .

৪২২(১১)। ইয়াহ্ইয়া ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে সায়েদ (র)... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-কে নাপাক অবস্থা ব্যতীত অপর কিছু কুরআন পড়া থেকে বিরত রাখতো না। সুফিয়ান (র) বলেন, শো'বা (র) বলেছেন, এ হাদীস থেকে উত্তম কোন হাদীস আমি বর্ণনা করিনি (তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজা, হাতেম, ইবনে হিব্বান)।

টীকা : ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান-সহীহ বলেছেন এবং আল-হাকেম ও ইবনে হিব্বান সহীহ বলেছেন। তবে হাকেম বলেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে সালামা কর্তৃক বর্ণিত হাদীস দলীলযোগ্য নয়। ইমাম শাফিঈ (র) বলেন, মুহাদ্দিসগণ তাকে বিশ্বস্ত রাবী বলে স্বীকার করেন না। ইমাম বায়হাকী (র) বলেন, বৃদ্ধ বয়সে আবদুল্লাহ ইবনে সালামার বুদ্ধি ও স্মরণশক্তি লোপ পায়, যার কারণে তার হাদীস প্রত্যাখ্যাত। এই হাদীস তার থেকে তার বার্ধক্যেই বর্ণিত হয়েছে। ইবনে খুযায়মা (র) এই হাদীস বর্ণনা করে বলেন, হাদীসটি সহীহ। তিনি আরো বলেন, এই হাদীস আমার মূল জ্ঞানের এক-তৃতীয়াংশ (অনুবাদক)।

٤٢٣(١٢)- نا ابو بكر محمد بن عمر بن ايوب المعدل بالرملة والحسن بن الخضر المعدل بمكة قالا نا اسحاق بن ابراهيم بن يونس البغدادى نا يحى بن عثمان السمسار نا اسماعيل بن عياش عن زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَوَاحَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهى اَنْ يَّقْرَاْ اَحَدُنَا الْقُرْاٰنَ وَهُوَ جُنُبٌ . اسناده صالح وغيره لا يذكر عن ابن عباس .

৪২৩(১২)। আবু বাক্র মুহাম্মাদ ইবনে উমার (র)... আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের যে কোন ব্যক্তিকে নাপাক অবস্থায় কুরআন পড়তে নিষেধ করেছেন। এই হাদীসের সনদসূত্র সঠিক। কতক রাবী সনদে ইবনে আব্বাস (রা)-র উল্লেখ করেননি।

٤٢٤(١٣)- حدثنا يعقوب بن ابراهيم نا الحسن بن عرفة نا اسماعيل بن عياش عن زمعة ابن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَوَاحَةَ قَالَ نَهَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَّقْرَاَ اَحَدُنَا الْقُرْاٰنَ وَهُوَ جُنُبٌ .

৪২৪(১৩)। ইয়া'কূব ইবনে ইবরাহীম (র)... আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের যে কোন ব্যক্তিকে নাপাক অবস্থায় কুরআন পড়তে নিষেধ করেছেন।

٤٢٥(١٤)- حدثنا محمد بن مخلد نا العباس بن محمد الدورى وحدثنا ابراهيم بن ديس بن احمد الحداد نا محمد بن سليمان الواسطى قالا نا ابو نعيم نا زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ كَانَ ابْنُ رَوَاحَةَ مُضْطَجِعًا الى جَنْبِ امْرَاَتِه فَقَامَ الى جَارِيَةٍ لَهُ فِي نَاحِيَةِ الْحُجْرَةِ فَوَقَعَ عَلَيْهَا وَفَزِعَتْ امْرَاَتُهُ فَلَمْ يَجِدْهُ فِي مَضْجَعِه فَقَامَتْ وَخَرَجَتْ فَرَاَتْهُ عَلى جَارِيَتِه فَرَجَعَتْ اِلَى الْبَيْتِ فَاَخَذَتِ الشَّفْرَةَ ثُمَّ خَرَجَتْ وَفَرِغَ فَقَامَ فَلَقِيَهَا تَحْمِلُ الشَّفْرَةَ فَقَالَ مَهْيَمْ فَقَالَتْ مَهْيَمْ لَوْ اَدْرَكْتُكَ حَيْثُ رَاَيْتُكَ لَوَجَاْتُ بَيْنَ كَتِفَيْكَ بِهٰذِه الشَّفْرَةَ قَالَ وَاَيْنَ رَاَيْتِنِيْ قَالَتْ رَاَيْتُكَ عَلَى الْجَارِيَةِ فَقَالَ مَا رَاَيْتِنِيْ وَقَدْ نَهى رَسُوْلُ اللّه ﷺ اَنْ يَّقْرَاَ اَحَدُنَا الْقُرْاٰنَ وَهُوَ جُنُبٌ قَالَتْ فَاقْرَاْ فَقَالَ اَتَانَا رَسُوْلُ اللّه ﷺ يَتْلُوْ كِتَابَهُ كَمَا لَاحَ مَشْهُوْرٌ مِنَ الْفَجْرِ سَاطِعٌ :اَتـى بِالْهُـدٰى بَعْدَ الْعَمٰى فَقُلُوْبُنَا بِه مُوْقِنَاتٌ اَنَّ مَا قَالَ وَاقِعٌ × يَبِيْتُ يُجَافِىْ جَنْبَهُ عَنْ فِرَاشِه اِذَا اسْتَقْلَتْ بِالْمُشْرِكِيْنَ الْمَضَاجِعَ .فَقَالَتْ اٰمَنْتُ بِاللّه وَكَذَبْتُ الْبَصَرَ ثُمَّ غَدَا عَلى رَسُوْلِ اللّه ﷺ فَاَخْبَرَهُ فَضَحِكَ حَتّى رَاَيْتُ نَوَاجِذَهُ ﷺ .

৪২৫(১৪)। মুহাম্মাদ ইবনে মাখলাদ... ইকরিমা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা) তার স্ত্রীর পাশে কাত হয়ে শোয়া ছিলেন। তিনি উঠে দাসীর ঘরে গিয়ে তার সাথে সংগমে লিপ্ত হলেন। এদিকে তার স্ত্রী ভয় পেয়ে ঘুম থেকে জাগ্রহ হয়ে তাকে বিছানায় না পেয়ে বাইরে বের হলেন এবং তাকে তার দাসীর সাথে সহবাসে লিপ্ত দেখলেন। তিনি নিজের ঘরে ফিরে এসে একটি ছুরি নিয়ে বের হলেন। এদিকে তিনি সংগম শেষ করে যেতে দাঁড়িয়েছেন। তিনি তার স্ত্রীর সাক্ষাত পেয়ে তার হাতে ছুরি দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করেন, কি হয়েছে? স্ত্রী বলেন, কি হয়েছে জানতে চান, আমি আপনাকে যেখানে দেখেছিলাম যদি এখন আপনাকে সেখানেই পেতাম তবে অবশ্যই এই ছুরি দিয়ে আপনার দুই কাঁধের মাঝখানে আঘাত হানতাম। তিনি বলেন, আমাকে তুমি কোথায় দেখেছিলে? স্ত্রী বলেন, আমি আপনাকে আপনার দাসীর সাথে সংগমে রত দেখেছি। তিনি বলেন, তুমি আমাকে দেখোনি। অবশ্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাউকে নাপাক অবস্থায় কুরআন পড়তে নিষেধ করেছেন। স্ত্রী বলেন, তাহলে আপনি কুরআন পড়ুন। তিনি বলেন, আল্লাহ্র রাসূল আমাদের নিকট এসে তাঁর কিতাব (কুরআন) পাঠ করেন প্রভাতের ন্যায় উজ্জ্বল। তিনি গোমরাহীর পর হেদায়াতের বাণী নিয়ে এলেন এবং আমাদের হৃদয় একথা বিশ্বাস করেছে যে, তিনি যা বলেছেন তা বাস্তব সত্য। তিনি বিছানায় পিঠ না লাগিয়ে রাত কাটান। যখন

মুশরিকদের উপর তার বিছানা কষ্টকর হয়। এরপর তিনি (স্ত্রী) বলেন, আমি আল্লাহর উপর ঈমান আনলাম এবং চোখে দেখা বস্তুকে অবিশ্বাস করলাম। তারপর তিনি সকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট গিয়ে তাকে এ খবর শুনান এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাতে হাসলেন, এমনকি তাঁর মাড়ির দাঁত দৃষ্টিগোচর হলো।

টীকা : ইমাম ইবনে মুঈন ও আবু যুরআ বলেন, সালামা ইবনে হারাম নির্ভরযোগ্য রাবী। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, তিনি হাদীসশাস্ত্রে দুর্বল (অনুবাদক)।

٤٢٦(١٥)- حدثنا محمد بن مخلد ثنا الهيثم بن خلف نا ابن عمار الموصلى ثنا عمر بن رزيق عن زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ دَخَلَ عَبْدَ اللّٰهِ ابْنُ رَوَاحَةَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهى اَنْ يَّقْرَاَ اَحَدُنَا الْقُرْاٰنَ وَهُوَ جُنُبٌ .

৪২৬(১৫)। মুহাম্মাদ ইবনে মাখলাদ (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা) প্রবেশ করেন... রাবী পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের যে কোন ব্যক্তিকে নাপাক অবস্থায় কুরআন পড়তে নিষেধ করেছেন।

٤٢٧(١٦)- حدثنا احمد بن محمد بن زياد نا احمد بن على الابار نا ابو الشعثاء على بن الحسن الواسطى ثنا سليمان ابو خالد عن يحى عن ابن الزبير عَنْ جَابِرٍ قَالَ لاَ يَقْرَاُ الْحَائِضُ وَلاَ الْجُنُبُ وَلاَ النُّفَسَاءُ الْقُرْاٰنَ . يحى هو ابن ابى انيسة ضعيف .

৪২৭(১৬)। আহ্‌মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে যিয়াদ (র)... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঋতুবতী মহিলা, নাপাক ব্যক্তি ও নিফাসগ্রস্ত নারী কুরআন পড়বে না। ইয়াহ্‌ইয়া হলেন আবু উনায়সার পুত্র। তিনি হাদীসশাস্ত্রে দুর্বল।

টীকা : ইমাম দারা কুতনী হাদীসটি মাওকূফরূপে বর্ণনা করেছেন। রাবী ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে আবু উনায়সা মিথ্যাবাদিতার অভিযোগে অভিযুক্ত। ইমাম বায়হাকী বলেন, এই হাদীস শক্তিশালী নয়। তিনি হাদীসটি মারফূরূপে বর্ণনা করেছেন (অনুবাদক)।

٤٥-بَابُ فِىْ نَهْىِ الْمُحْدِثِ عَنْ مَسِّ الْقُرْاٰنِ

৪৫-অনুচ্ছেদ : নাপাক ব্যক্তি কুরআন স্পর্শ করবে না।

٤٢٨(١)- حدثنا محمد بن مخلد نا الحسن بن ابى الربيع نا عبد الرزاق اخبرنا معمر عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ فِىْ كِتَابِ النَّبِىِّ ﷺ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ اَلاَّ تَمَسَّ الْقُرْاٰنَ اِلاَّ عَلىٰ طُهْرٍ . مرسل ورواته ثقات .

৪২৮(১)। মুহাম্মদ ইবনে মাখলাদ (র)... আবদুল্লাহ ইবনে আবু বাক্‌র (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আমর ইবনে হাযাম (রা)-কে যে পত্র দিয়েছিলেন তাতে ছিল : পাক-পবিত্র অবস্থা ব্যতীত কুরআন স্পর্শ করো না। এটি মুরসাল হাদীস, তবে এর রাবীগণ নির্ভরযোগ্য।

টীকা : এই হাদীস ইমাম আবদুর রাযযাক (র) তার আল-মুসান্নাফ গ্রন্থে এবং ইমাম বায়হাকী (র) তাঁর আস-সুনান আল-কুবরা গ্রন্থে মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন এবং তার রাবীগণও নির্ভরযোগ্য (অনুবাদক)।

٤٢٩(٢)- حدثنا ابن مخلد نا حميد بن الربيع نا ابن ادريس نا محمد بن عمارة عَنْ اَبِىْ بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قَالَ كَانَ فِىْ كِتَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ حِيْنَ بَعَثَهُ اِلى نَجْرَانَ مِثْلَهُ سَوَاءٌ .

৪২৯(২)। ইবনে মাখলাদ (র)... আবু বাক্‌র ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আমর ইবনে হাযম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমর ইবনে হাযম (রা)-কে নাজরান এলাকায় প্রেরণকালে তাকে যে পত্র লিখে দিয়েছিলেন, তাতে ছিল... পূর্বোক্ত হাদীসের হুবহু অনুরূপ।

٤٣٠(٣)- حدثنا الحسين بن اسماعيل نا سعيد بن محمد بن ثواب ثنا ابو عاصم ثنا ابن جريج عَنْ سُلَمَانَ بْنِ موسى قَالَ سَمِعْتُ سَالِمًا يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاَ يَمَسَّ الْقُرْاٰنَ اِلاَّ طَاهِرًا .

৪৩০(৩)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... সুলায়মান ইবনে মূসা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সালেম (র)-কে তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করতে শুনেছি, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : কেউ পাক-পবিত্র অবস্থা ছাড়া কুরআন স্পর্শ করবে না।

টীকা : হাদীসটি তাবারানী (র) ও বায়হাকী (র)-ও বর্ণনা করেছেন। সুলায়মান ইবনে মূসা (র) বির্তকিত রাবী (অনুবাদক)।

٤٣١(٤)- حدثنا محمد بن مخلد نا ابن زنجويه حدثنا عبد الرزاق نا معمر عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ وَمُحَمَّدِ بْنِ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ عَنْ اَبِيْهِمَا اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَتَبَ كِتَابًا فِيْهِ وَلاَ تَمَسُّ الْقُرْاٰنَ اِلاَّ طَاهِرًا .

৪৩১(৪)। মুহাম্মাদ ইবনে মাখলাদ (র)... আবদুল্লাহ ও মুহাম্মাদ ইবনে আবু বাক্‌র (র) থেকে তাদের পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী ﷺ একটি পত্র লিখেন। তাতে ছিল : পাক-পবিত্র অবস্থা ব্যতীত কুরআন স্পর্শ করো না।

টীকা : হাদীসটি মুরসাল এবং এর সমস্ত রাবী নির্ভরযোগ্য (অনুবাদক)।

٤٣٢(٥)- حدثنا ابو بكر النيسابورى نا محمد بن يحى ح وثنا الحسين بن اسماعيل نا ابراهيم ابن هانئ قالا نا الحكم بن موسى نا يحى بن حمزة عن سلمان بن داود حدثنى الزهرى عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَتَبَ اِلٰى اَهْلِ الْيَمَنِ كِتَابًا فَكَانَ فِيْهِ لاَ يَمُسُّ الْقُرْاٰنَ الاَّ طَاهِرًا .

৪৩২(৫)। আবু বাক্‌র আন-নায়সাপুরী... আবু বাক্‌র ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আমর ইবনে হাযম (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইয়ামানবাসীর উদ্দেশ্যে একটি পত্র লিখেন। তাতে ছিল : পাক-পবিত্র অবস্থা ব্যতীত কুরআন স্পর্শ করবে না।

টীকা : ইমাম নাসাঈ তাঁর কিতাবুদ দিয়াত-এ এবং আবু দাউদ তাঁর কিতাবুল মারাসীল-এ হাদীসটি নকল করেছেন। আবু দাউদ বলেন, সুলায়মান ইবনে দাউদ নয়, বরং সুলায়মান ইবনে আরকাম। ইমাম নাসাঈ বলেন, সুলায়মান ইবনে দাউদ হওয়াই অধিক যথার্থ। আর সুলায়মান ইবনে আরকাম প্রত্যাখ্যাত রাবী। ইমাম ইবনে হিব্বান বলেন, সুলায়মান ইবনে দাউদ আল-খাওলানী দামিশকের অধিবাসী। তিনি নির্ভরযোগ্য ও নিরাপদ। ইমাম হাকেম, তাবারানী, বায়হাকী, আহ্‌মাদ ও ইবনে রাহ্‌ওয়ায়হ্‌ নিজ নিজ গ্রন্থে উক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন। হাফেজ যায়লাঈ (র) একথা বলেছেন (অনুবাদক)।

٤٣٣(٦)- حدثنا محمد بن مخلد نا جعفر بن ابى عثمان الطيالسى حدثنى اسماعيل بن ابراهيم المنقرى قال سمعت ابى نا سويد ابو حاتم نا مطر الوراق عن حسان بن بلال عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لَهُ لاَ يَمُسُّ الْقُرْاٰنَ الاَّ وَاَنْتَ عَلٰى طُهْرٍ . قَالَ لَنَا ابْنُ مَخْلَدٍ سَمِعْتُ جَعْفَرًا يَقُوْلُ سَمِعَ حَسَّانُ بْنُ بِلاَلٍ مِنْ عَائِشَةَ وَعَمَّارٍ قِيْلَ لَهُ سَمِعَ مَطَرٌ مِنْ حَسَّانٍ فَقَالَ نَعَمْ .

৪৩৩(৬)। মুহাম্মাদ ইবনে মাখলাদ (র)... হাকীম ইবনে হিযাম (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ তাকে বলেন : তুমি পাক-পবিত্র অবস্থা ব্যতীত কুরআন স্পর্শ করবে না। ইবনে মাখলাদ আমাদের বলেন, আমি জা'ফার (র)-কে বলতে শুনেছি, হাসসান ইবনে বিলাল (র) আয়েশা (রা) ও আম্মার (রা) থেকে হাদীস শুনেছেন। তাকে বলা হলো, মাতার (র) কি হাসসান (র) থেকে হাদীস শুনেছেন? তিনি বলেন, হাঁ।

٤٣٤(٧)- حدثنا محمد بن عبد الله بن غيلان نا الحسن بن الجنيد وحدثنا احمد بن محمد بن اسماعيل الادمى نا محمد بن عبيد الله المنادى قالا نا اسحاق الازرق نا القاسم بن عثمان البصرى عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ خَرَجَ عُمَرُ مُتَقَلِّدٍ السَّيْفَ فَقِيْلَ لَهُ اِنَّ خَتَنَكَ وَاُخْتَكَ قَدْ صَبُوْا فَاَتَاهُمَا عُمَرُ وَعِنْدَهُمَا رَجُلٌ مِّنَ الْمُهَاجِرِيْنَ يُقَالُ لَهُ خَبَّابٌ وَكَانُوْا

يَقْرَؤُوْنَ طه فَقَالَ اعْطُوْنِى الْكِتَابَ الَّذِىْ عِنْدَكُمْ اَقْرَاُهُ وَكَانَ عُمَرُ يَقْرَأُ الْكِتَابَ فَقَالَتْ لَهُ اُخْتُهُ اِنَّكَ رِجْسٌ وَلاَ يَمَسُّهُ اِلاَّ الْمُطَهَّرُوْنَ فَقُمْ فَاغْتَسِلْ اَوْ تَوَضَّأْ فَقَامَ عُمَرُ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ اَخَذَ الْكِتَابَ فَقَرَأَ طه . القاسم بن عثمان ليس بقوى .

৪৩৪(৭)। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে গায়লান (র)... আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (ইসলাম গ্রহণের পূর্বে) উমার (রা) গলায় তলোয়ার ঝুলন্ত অবস্থায় বের হলেন। তাকে বলা হলো, নিশ্চয়ই আপনার বোন এবং ভগ্নিপতি ধর্মত্যাগী হয়েছে। উমার (রা) তাদের নিকট এলেন। তখন তাদের নিকট খাব্বাব নামীয় একজন মুহাজির উপস্থিত ছিলেন। তারা সূরা তহা পাঠ করছিলেন। উমার (রা) বললেন, আমাকে তোমাদের কিতাবখানা দাও, আমি তা পড়বো। উমার (রা) কিতাব পড়তে পারতেন (লেখাপড়া জানতেন)। তার বোন তাকে বললেন, নিশ্চয়ই আপনি অপবিত্র, আর পবিত্র ব্যক্তি ব্যতীত কুরআন স্পর্শ করতে পারে না। অতএব আপনি উঠে গিয়ে গোসল করুন অথবা উযু করুন। উমার (রা) উঠে গিয়ে উযু করলেন এবং কিতাব (কুরআন) নিয়ে সূরা তাহা পাঠ করলেন। আল-কাসেম ইবনে উসমান (র) শক্তিশালী রাবী নন।

টীকা : এই হাদীস আবু ইয়া'লা আল-মাওসিলী তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। ইমাম দারা কুতনী বলেন, আল-কাসেম ইবনে উসমান (র) এককভাবে এই হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং তিনি শক্তিশালী রাবী নন। ইমাম বুখারী (র) বলেন, তিনি অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন, কিন্তু কেউ তার অনুসরণ করেননি (অনুবাদক)।

٤٣٥(٨)- حدثنا على بن عبد الله بن مبشر ومحمد بن مخلد قالا نا العباس الدورى نا الحسن ابن الربيع ثنا ابو الاحوص عن الاعمش عن ابراهيم عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنَّا مَعَ سَلْمَانَ الْفَارِسِىِّ فِىْ سَفَرٍ فَقَضَى حَاجَتَهُ فَقُلْنَا لَهُ تَوَضَّأْ حَتّٰى نَسْأَلَكَ عَنْ اٰيَةٍ مِّنَ الْقُرْاٰنِ فَقَالَ سَلُوْنِىْ فَاِنِّىْ لَسْتُ اَمُسُّهُ فَقَرَأَ عَلَيْنَا مَا اَرَدْنَا وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ مَاءٌ . كلهم ثقات خالفه جماعة .

৪৩৫(৮)। আলী ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুবাশশির (র)... আলকামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা এক সফরে সালমান আল-ফারিসী (রা)-র সাথে ছিলাম। তিনি তার প্রাকৃতিক প্রয়োজন সাড়লেন। আমরা তাকে বললাম, আপনি উযু করুন, আমরা আপনার নিকট কুরআনের একটি আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে চাই। তিনি বলেন, তোমরা আমাকে জিজ্ঞেস করো। কেননা আমি কুরআন স্পর্শ করবো না। অতএব তিনি আমাদের উদ্দিষ্ট আয়াত আমাদের নিকট পাঠ করলেন। তখন আমাদের ও তার কাছে পানি ছিল না (আমরা উযুবিহীন ছিলাম)। এই হাদীসের সমস্ত রাবী নির্ভরযোগ্য, তবে একদল রাবী এর বিপরীত বর্ণনা করেছেন।

টীকা : এই হাদীসের সনদ সহীহ। এটি সালমান ফারিসী (রা)-র বক্তব্য (মাওকূফ হাদীস)। আল্লাহ তায়ালার বাণী, "পবিত্র ব্যক্তিই কুরআন স্পর্শ করতে পারবে"-এর ব্যাখ্যায় একদল আলেম বলেন, যাদের উপর গোসল ফরয হয়নি এবং যাদের উযু ছুটে যায়নি কেবল তারাই কুরআন স্পর্শ করতে পারবে (অনুবাদক)।

٤٣٦(٩)- حدثنا محمد بن مخلد نا الحسانى نا وكيع نا الاعمش عن ابراهيم عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ ابْنِ يَزِيْدِ قَالَ كُنَّا مَعَ سَلْمَانَ فَخَرَجَ فَقَضى حَاجَتَهُ ثُمَّ جَاءَ فَقُلْتُ يَا اَبَا عَبْدَ اللّهِ لَوْ تَوَضَّأْتَ لَعَلَّنَا اَنْ نَسْأَلَكَ عَنْ اٰيَاتٍ فَقَالَ اِنِّيْ لَسْتُ اَمُسُّهُ اِنَّمَا لاَ يَمَسُّهُ اِلاَّ الْمُطَهَّرُوْنَ فَقَرَاَ عَلَيْنَا مَا يَشَاءُ . كلهم ثقات .

৪৩৬(৯)। মুহাম্মাদ ইবনে মাখলাদ (র)... আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা (এক সফরে) সালমান ফারিসী (রা)-এর সাথে ছিলাম। তিনি বের হয়ে গিয়ে প্রাকৃতিক প্রয়োজন সাড়লেন, তারপর ফিরে আসলেন। আমি বললাম, হে আবু আবদুল্লাহ! আপনি উযু করলে আমরা আপনার নিকট কুরআনের আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতাম। তিনি বললেন, আমি তো কুরআন স্পর্শ করবো না। নিশ্চয়ই পবিত্র ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কেউ কুরআন স্পর্শ করতে পারে না। তিনি ইচ্ছামত আমাদের নিকট আয়াত পাঠ করলেন। এই হাদীসের সমস্ত রাবী নির্ভরযোগ্য।

٤٣٧(١٠)- حدثنا محمد بن مخلد نا الصغانى ثنا شجاع بن الوليد ثنا الاعمش وثنا محمد ابن مخلد نا ابراهيم الحربى نا ابن نمير ثنا ابو معاوية ثنا الاعمش عن ابراهيم عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ كُنَّا مَعَهُ فِيْ سَفَرٍ فَانْطَلَقَ فَقَضى حَاجَتَهُ ثُمَّ جَاءَ فَقُلْتُ اَيْ اَبَا عَبْدِ اللّهِ تَوَضَّأْ لَعَلَّنَا نَسْأَلُكَ عَنْ اٰيٍ مِّنَ الْقُرْاٰنِ فَقَالَ سَلُوْنِيْ فَاِنِّيْ لاَ اَمُسُّهُ اِنَّهُ لاَ يَمَسُّهُ اِلاَّ الْمُطَهَّرُوْنَ فَسَأَلْنَاهُ فَقَرَاَ عَلَيْنَا قَبْلَ اَنْ يَّتَوَضَّأَ . المعنى قريب كلها صحاح .

৪৩৭(১০)। মুহাম্মাদ ইবনে মাখলাদ (র)... আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ (র) থেকে সালমান ফারিসী (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা এক সফরে তার সাথে ছিলাম। তিনি (দূরে) গিয়ে প্রাকৃতিক প্রয়োজন সাড়লেন, তারপর ফিরে এলেন। আমি বললাম, হে আবু আবদুল্লাহ! আপনি উযু করুন। আমরা আপনার নিকট কুরআনের কয়েকটি আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে চাই। তিনি বলেন, তোমরা আমাকে জিজ্ঞেস করো। আমি তা স্পর্শ করবো না। কেননা পবিত্র ব্যক্তিই কেবল তা স্পর্শ করতে পারে। অতএব আমরা তার নিকট জিজ্ঞেস করলাম। বর্ণনাগুলোর অর্থ মোটামুটি একই এবং সবগুলো বর্ণনাই সহীহ।

٤٣٨(١١)- حدثنا محمد بن مخلد نا ابراهيم الحربى ثنا عبد الله بن صالح نا ابو الاحوص قال وثنا عثمان نا جرير نا احمد بن عمر ثنا وكيع قال وحدثنا عبد الله بن عمر ثنا ابن فضيل عن الاعمش عن ابراهيم عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ سَلْمَانَ نَحْوَهُ وَهذَا مِثْلَهُ .

৪৩৮(১১)। মুহাম্মাদ ইবনে মাখলাদ (র)... আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ (র) থেকে সালমান ফারিসী (রা) সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

٤٣٩(١٢)- حدثنا محمد بن مخلد نا محمد بن اسماعيل نا وكيع نا سفيان عن ابى اسحاق عن زيد بن معاوية العنسى عن علقمة والاسود عَنْ سَلْمَانَ اَنَّهُ قَرَاَ بَعْدَ الْحَدَثِ .

كلها صحاح .

৪৩৯(১২)। মুহাম্মাদ ইবনে মাখলাদ (র)... সালমান ফারিসী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি উযু নষ্ট হওয়ার পর কুরআন পড়েছেন। সবগুলো হাদীস সহীহ।

টীকা : কুরআন মজীদের নির্দেশ হচ্ছে :

لاَ يَمَسُّهُ اِلاَّ الْمُطَهَّرُوْنَ .

"পবিত্রগণ ছাড়া তা কেউ স্পর্শ করতে পারে না" (সূরা ওয়াকিয়া : ৭৯)।

হযরত আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কুরআন তিলাওয়াত থেকে জানাবাত (সহবাস জনিত অপবিত্রতা) ছাড়া আর কিছুই বিরত রাখতো না" (আবু দাঊদ, নাসাঈ, তিরমিযী)। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : "হায়েযগ্রস্ত মহিলা ও সংগমের ফলে অপবিত্র লোক কুরআনের কিছুই পাঠ করবে না" (আবু দাঊদ, তিরমিযী)।

এ বিষয়ে সাহাবা ও তাবিঈদের যেসব মত ফিক্‌হের কিতাবসমূহে লিপিবদ্ধ আছে তা নিম্নরূপ : হযরত সালমান ফারিসী (রা) বিনা উযুতে কুরআন পড়াতে কোনরূপ দোষ মনে করতেন না। কিন্তু তার মতে, এরূপ অবস্থায় কুরআনে হাত লাগানো জায়েয নয়। হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-র মতও তাই। হাসান বসরী এবং ইবরাহীম নাখাঈও বিনা উযুতে কুরআন গ্রন্থে হাত লাগানো মাকরূহ মনে করতেন (আবু বাক্‌র আল-জাসসাস, আহকামুল কুরআন)। আতা, শা'বী এবং কাসিম ইবনে মুহাম্মাদও এই মত পোষণ করেন (ইবনে কুদামা, আল-মুগনী)।

তবে বিনা উযুতে কুরআন শরীফ স্পর্শ না করে তা দেখে দেখে পড়া কিংবা মুখস্ত পড়া সকলের মতেই জায়েয। জানাবাত (সহবাস জনিত নাপাকি) ও হায়েয-নিফাস অবস্থায় কুরআন পড়া হযরত উমার (রা), হযরত আলী (রা), হাসান বসরী, ইবরাহীম নাখাঈ ও যুহরীর মতে মাকরূহ (আল-মুগনী ও ইবনে হাযমের আল-মুহাল্লা)। এ বিষয়ে ফিক্‌হবিদদের অভিমত নিম্নরূপ ঃ

ইমাম আলাউদ্দীন আল-কাশানী তার "বাদায়ে ওয়াস-সানায়ে" গ্রন্থে হানাফী মাযহারের মত এভাবে উল্লেখ করেছেন : বিনা উযুতে নামায পড়া যেভাবে জায়েয নয়, ঠিক সেভাবে কুরআন শরীফ স্পর্শ করাও জায়েয নয়। তবে তা আবরণের মধ্যে থাকলে তাতে হাত লাগানো যেতে পারে। আবরণের অর্থ কেউ করেছেন বাঁধাই, আর কেউ করেছেন জুযদান। তাফসীর গ্রন্থও বিনা উযুতে স্পর্শ করা উচিৎ নয়। তবে বিনা উযুতে কুরআন পড়া জায়েয। ফতোয়া আলমগিরীতে বলা হয়েছে, বালক-বালিকাদের প্রতি এই বিধিনিষেধ প্রযোজ্য নয়। শিক্ষা লাভের উদ্দেশে ছোটদের হাতে কুরআন দেয়া যেতে পারে, তাদের উযু থাক বা না থাক।

ইমাম নববী (র) তাঁর 'আল-মিনহাজ' গ্রন্থে শাফিঈ মাযহাবের মত এভাবে উল্লেখ করেছেন : নামায ও তাওয়াফের ন্যায় কুরআন মজীদ বা তার কোন একটি পৃষ্ঠাও বিনা উযুতে স্পর্শ করা হারাম। কুরআনের উপরের বাঁধাই ধরাও নিষিদ্ধ। যদি তা গেলাফে অথবা বাক্‌সে রক্ষিত থাকে বা শিক্ষাদানের উদ্দেশে তার কোন অংশ কোন কিছুর উপর লিখিত থাকে, তবে তাও বিনা উযুতে স্পর্শ করা জায়েয নয়। তবে অন্য কোন জিনিসের সাহায্যে এর পাতা উল্টানো যেতে পারে। বালক উযুবিহীন অবস্থায় কুরআন স্পর্শ করতে পারে।

'কিতাবুল-ফিক্হ আলাল-মাযাহিবিল আরবাআ' গ্রন্থে মালেকী মাযহাবের অভিমত এভাবে বর্ণিত হয়েছে : জমহুর ফিক্হবিদদের সাথে মালেকী মাযহাব এ ব্যাপারে একমত যে, হাত দিয়ে কুরআন স্পর্শ করার জন্য উযু একান্তই জরুরী শর্ত। কিন্তু কুরআনের শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ে এই বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত। বরং হায়েযগ্রস্ত মহিলার পক্ষেও শিক্ষার উদ্দেশে কুরআন স্পর্শ করা জায়েয। আল্লামা ইবনে কুদামা তার আল-মুগনী গ্রন্থে ইমাম মালেকের এই মত বর্ণনা করেছেন যে, জানাবাত অবস্থায় কুরআন পড়া নিষিদ্ধ , কিন্তু হায়েযগ্রস্ত মহিলার জন্য কুরআন পড়ার অনুমতি আছে। কেননা একটা দীর্ঘ সময় ধরে যদি আমরা তাকে কুরআন পড়া থেকে বিরত রাখি, তবে সে কুরআন ভুলে যাবে।

ইবনে কুদামা (র) হাম্বলী মাযহাবের মত এভাবে উল্লেখ করেছেন : জানাবাত অবস্থায় এবং হায়েয-নিফাস অবস্থায় কুরআন বা তার একটি পূর্ণ আয়াতও পাঠ করা জায়েয নয়। তবে বিসমিল্লাহ, আলহামদু লিল্লাহ প্রভৃতি শব্দ উচ্চারণ করা জায়েয। বিনা উযুতে হাত দিয়ে কুরআন শরীফ স্পর্শ করা কোনক্রমেই জায়েয নয়। কোন জিনিসের মধ্যে কুরআন রক্ষিত থাকলে তা বিনা উযুতে ধরে উঠানো জায়েয। তাফসীরের গ্রন্থাবলী স্পর্শ করার ব্যাপারে উযুর কোন শর্ত নেই। কিতাবুল-ফিকহ আলাল-মাযাহিবিল আরবাআ গ্রন্থে হাম্বলী মাযহাব সম্পর্কে আরো লিখিত আছে যে, শিক্ষার উদ্দেশে বিনা উযুতে কুরআনে হাত লাগানো ছোটদের জন্যও জায়েয নয়। তাদের হাতে কুরআন তুলে দেয়ার পূর্বে তাদেরকে উযু করানো তাদের মুরব্বীদের কর্তব্য।

যাহিরী মাযহাবমতে, কুরআন পড়া ও তা স্পর্শ করা সর্বাবস্থায় জায়েয, বিনা উযুতে ও জানাবাত ও হায়েয অবস্থায়ও। আল্লামা ইবনে হায্ম তাঁর আল-মুহাল্লা গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং এই মতের সত্যতা ও যথার্থতার স্বপক্ষে দলীল-প্রমাণ পেশ করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, ফিক্হবিদগণ কুরআন পড়া ও তা হাত দিয়ে স্পর্শ করার ব্যাপারে যেসব শর্ত আরোপ করেছেন, তার একটিও কুরআন ও সুন্নাহ থেকে প্রমাণিত নয় (১ম খণ্ড, পৃ. ৭৭-৮৪)।

ছাত্রীগণ তাদের মাসিক ঋতু চলাকালে মূল কুরআন শরীফ স্পর্শ না করে তার তাফসীর, নোটবই, গাইড বই ইত্যাদি স্পর্শ করতে এবং পড়তে পারেন (অনুবাদক)।

٤٦-بَابُ مَا وَرَدَ فِيْ طَهَارَةِ الْمَنِيِّ وَحُكْمِهِ رُطَبًا وَيَابِسًا

৪৬-অনুচ্ছেদ : শুষ্ক ও ভিজা বীর্য থেকে পবিত্রতা অর্জন এবং তার বিধান সম্পর্কে।

٤٤٠(١)- حدثنا محمد بن مخلد نا ابراهيم بن اسحاق الحربى نا سعيد بن يحى بن الازهر نا اسحاق بن يوسف الازرق نا شريك عن محمد بن عبد الرحمن عن عطاء عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْمَنِيِّ يُصِيْبُ الثَّوْبَ قَالَ اِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُخَاطِ وَالْبُزَاقِ وَاِنَّمَا يَكْفِيْكَ اَنْ تَمْسَحَهُ بِخَرْقَةٍ اَوْ بِاِذْخِرَةٍ لم يرفعه غير اسحاق الازرق عن شريك عن محمد بن عبد الرحمن هو ابن ابى ليلى ثقة فى حفظه شئ .

৪৪০(১) মুহাম্মাদ ইবনে মাখলাদ (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট কাপড়ে লেগে যাওয়া বীর্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বলেন : তা (বীর্য) নাকের সর্দি ও

থুথুবৎ। তুমি বস্ত্রখণ্ড অথবা ইযখির ঘাস দিয়ে তা ঘষে ফেলো। এটাই তোমার জন্য যথেষ্ট। ইসহাক আল-আযরাক ব্যতীত অপর কেউ শারীক-মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান সূত্রে এই হাদীস মারফূরূপে বর্ণনা করেননি। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান হলেন আবু লায়লার পুত্র। তিনি নির্ভরযোগ্য রাবী, তবে তার স্মৃতিশক্তিতে কিছুটা দুর্বলতা ছিল।

টীকা : এই হাদীস ইমাম বায়হাকী ও ইমাম তাহাবীও মারফূরূপে বর্ণনা করছেন। হাদীসটি মাওকূফরূপেও বর্ণিত হয়েছে, তবে তা সঠিক নয় (অনুবাদক)।

٤٤١(٢)-حدثنا محمد بن مخلد نا الحسانى نا وكيع نا ابن ابى ليلى عن عطاء عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمَنِيِّ يُصِيْبُ الثَّوْبَ قَالَ اِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ النُّخَامَةِ وَالْبُزَاقِ اَمِطْهُ عَنْكَ بِاِذْخِرَةٍ .

৪৪১(২)। মুহাম্মাদ ইবনে মাখলাদ (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি পরিধেয় বস্ত্রে লেগে থাকা বীর্য সম্পর্কে বলেন, নিশ্চয়ই তা (বীর্য) নাকের শ্লেষ্মা ও থুথুবৎ। ইযখির ঘাস দিয়ে তা দূরীভূত করো।

٤٤٢(٣)- حدثنا محمد بن مخلد نا ابو اسماعيل الترمذى ثنا الحميدى نا بشر بن بكر نا الاوزاعى عن يحى بن سعيد عن عمرة عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَفْرُكُ الْمَنِىَ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذَا كَانَ يَابِسًا وَاَغْسِلُهُ اِذَا كَانَ رُطَبًا .

৪৪২(৩)। মুহাম্মাদ ইবনে মাখলাদ (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর পরিধেয় বস্ত্র থেকে খুঁটে খুঁটে শুষ্ক (বীর্য) তুলে ফেলতাম এবং তরল বীর্য ধুয়ে ফেলতাম।

٤٤٣(٤)- حدثنا ابراهيم بن حماد نا على بن حرب نا زيد بن ابى الزرقاء نا سفيان عن عمرو بن ميمون عن سلمان بن يسار عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنْ كُنْتُ لاَتْبَعُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَغْسِلُهُ . صحيح .

৪৪৩(৪)। ইবরাহীম ইবনে হাম্মাদ (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর পরিধেয় বস্ত্র থেকে বীর্য খুঁজে বের করে তা ধুয়ে ফেলতাম। এই হাদীস সহীহ।

٤٤٤(٥)- حدثنا ابن صاعد نا ابو الاشعث نا بشر بن المفضل نا عمرو بن ميمون بن مهران عن سليمان بن يسار عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا اَصَابَ ثَوْبَهُ مَنِىٌّ غَسَلَهُ ثُمَّ يَخْرُجُ اِلَى الصَّلٰوةِ وَاَنَا اَنْظُرُ اِلى بَقْعَةٍ مِّنْ اَثَرِ الْغُسْلِ فِىْ ثَوْبِه . صحيح .

৪৪৪(৫)। ইবনে সায়েদ (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরিধেয় বস্ত্রে বীর্য লাগলে তিনি তা ধুয়ে নিতেন, তারপর তিনি নামায পড়তে চলে যেতেন, তখনও আমি তাঁর পরিধেয় বস্ত্রে বীর্য ধোয়ার চিহ্ন দেখতে পেতাম। এই হাদীস সহীহ।

٤٤٥(٦)- حدثنا ابو عثمان سعيد بن محمد بن احمد الحناط نا اسحاق بن ابى اسرائيل حدثنا المتوكل بن ابى الفضيل عن ام القلوص عمرة الغاضرية عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَرى عَلَى الثَّوْبِ جَنَابَةَ وَلاَ الاَرْضِ جَنَابَةً وَلاَ يَجْنُبُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ . لاَ يَثْبُتُ هٰذَا - ام القلوص لا تثبت بها حجة .

৪৪৫(৬)। আবু উসমান সাঈদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আহ্‌মাদ আল-হান্নাত (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কাপড়-চোপড় ও মাটিকে অপবিত্র মনে করতেন না। তিনি আরো বলেন, এক (নাপাক) ব্যক্তির স্পর্শে অপর (পাক) ব্যক্তি নাপাক হয় না। হাদীসটি সুপ্রতিষ্ঠিত নয়। উম্মুল কাল্লুস আমরাহ আল-গাদিরিয়ার হাদীস দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়।

টীকা : পরিধেয় বস্ত্রের নাপাক লেগে যাওয়া স্থানটুকু উত্তমরূপে ধৌত করে নিলে সমস্ত কাপড় পাক হয়ে যায় (অনুবাদক)।

٤٧-بَابُ الْجُنُبِ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَّنَامَ اَوْ يَاْكُلَ اَوْ يَشْرَبَ كَيْفَ يَصْنَعُ

৪৭-অনুচ্ছেদ : নাপাক ব্যক্তি ঘুমাতে অথবা পানাহার করতে চাইলে কি করবে?

٥٤٦(١)- حدثنا ابن منيع نا عثمان بن ابى شيبة نا طلحة بن يحى عن يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ اَوْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ = كَانَ اِذَا اَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَاَرَادَ اَنْ يَّنَامَ تَوَضَّاَ وُضُوْءَهُ لِلصَّلاَةِ فَاَرَادَ اَنْ يَّاْكُلَ غَسَلَ كَفَّيْهِ ثُمَّ اَكَلَ . صحيح .

৪৪৬(১)। ইবনে মানী‘... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ অপবিত্র হওয়ার পর ঘুমাতে চাইলে তাঁর নামাযের উযুর ন্যায় উযু করতেন এবং আহার গ্রহণ করতে চাইলে তাঁর উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত ধৌত করতেন, তারপর আহার করতেন। হাদীসটি সহীহ।

٤٤٧(٢)-حدثنا ابو بكر النيسابورى نا محمد بن اسماعيل الصائغ نا ابراهيم بن المنذر حدثنا ابو ضمرة عن يونس عن ابن شهاب عن عروة وابى سلمة عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَّنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّاَ وُضُوْءَهُ لِلصَّلٰوةِ وَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَّطْعَمَ غَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ اَكَلَ صحيح.

৪৪৭(২)। আবু বাক্‌র আন-নায়শাপুরী (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ অপবিত্র অবস্থায় ঘুমাতে চাইলে তাঁর নামাযের উযুর ন্যায় উযু করতেন এবং আহার করার ইচ্ছা করলে তাঁর উভয় হাত ধৌত করতেন, তারপর আহার করতেন। হাদীসটি সহীহ।

٤٤٧(٣)- حدثنا ابو بكر نا ابو الازهر حدثنا عبد الرزاق انا ابن المبارك عن يونس عن الزهرى عن ابى سلمة عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَّنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوْءَهُ لِلصَّلٰوةِ قَبْلَ اَنْ يَّنَامَ وَكَانَ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَّطْعَمَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ كَفَّيْهِ وَمَضْمَضَ فَاهُ ثُمَّ طَعِمَ صحيح .

৪৪৭(৩)। আবু বাক্‌র (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ নাপাক অবস্থায় ঘুমাতে চাইলে তার পূর্বে তাঁর নামাযের উযুর ন্যায় উযু করতেন। আর তিনি নাপাক অবস্থায় আহার করতে চাইলে তাঁর উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত ধৌত করতেন এবং কুলি করতেন, তরপর আহার করতেন। হাদীসটি সহীস।

٤٨-بَابُ نَسْخِ قَوْلِهِ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ

৪৮-অনুচ্ছেদ : "পানি (গোসল) পানি (বীর্যপাত) থেকে" বক্তব্য রহিত হওয়া সম্পর্কে।

٤٤٨(١)-حدثنا ابو الطاهر بن بحير نا موسى بن هارون وحدثنا محمد بن يحى بن مرداس نا ابو داود قالا نا محمد بن مهران نا مبشر الحلى عن محمد ابى غسان عن ابى حازم عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنِىْ اُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ اَنَّ الْفُتْيَا الَّتِىْ كَانُوْا يُفْتُوْنَ اَنَّ الْمَاءَ مِنَ الْمَاءِ كَانَتْ رُخْصَةً رَخَّصَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ بَدْءِ الاِسْلاَمِ ثُمَّ اَمَرَنَا بِالاِغْتِسَالِ بَعْدُ صحيح .

৪৪৮(১)। আবুত-তাহের (র)... উবাই ইবনে কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুফতীগণ যে ফাতওয়া দিতেন, 'পানি থেকে পানি'(বীর্যপাত হলে গোসল করতে হবে) এই সুবিধা রাসূলুল্লাহ ﷺ ইসলামের প্রাথমিক যুগে দিয়েছিলেন। তারপর তিনি আমাদেরকে গোসল করার নির্দেশ দিয়েছেন (আবু দাঊদ, তিরমিযী, ইবনে হিব্বান)। হাদীসটি সহীহ।

টীকা ঃ ৩৮৫ নং হাদীস সংশ্লিষ্ট টীকা দেখুন (অনুবাদক)।

٤٤٩(٢)- حدثنا محمد بن مخلد نا حمزة بن العباس المروزى نا عبدان نا ابو حمزة نا الحسين ابن عمران حَدَّثَنِى الزُّهْرِىُّ قَالَ سَاَلْتُ عُرْوَةَ عَنِ الَّذِىْ يُجَامِعُ وَلاَ يُنْزِلُ فَقَالَ قَوْلُ النَّاسِ اَنْ يَّاْخُذُوْا بِالاٰخِرِ مِنْ اَمْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَحَدَّثَتْنِىْ عَائِشَةُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ وَلاَ يَغْتَسِلُ وَذٰلِكَ قَبْلَ فَتْحِ مَكَّةَ ثُمَّ اغْتَسَلَ بَعْدَ ذٰلِكَ وَاَمَرَ النَّاسَ بِالْغُسْلِ .

৪৪৯(২)। মুহাম্মাদ ইবনে মাখলাদ (র)... আয-যুহরী (র) বলেন, আমি উরওয়াহ (র)-কে জিজ্ঞেস করলাম, কোন ব্যক্তি সহবাস করেছে কিন্তু বীর্যপাত হয়নি। তিনি বলেন, বিষেজ্ঞ আলেমগণের কথা হলো, লোকজন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সর্বশেষে নির্দেশ গ্রহণ করবেন। আয়েশা (রা) আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ অনুরূপ করতেন এবং (বীর্যপাত না হলে) গোসল করতেন না। এটি ছিল মক্কা বিজয়ের পূর্বেকার ঘটনা। এরপর তিনি (বীর্যপাত না হলেও) গোসল করেছেন এবং লোকজনকেও গোসল করার নির্দেশ দিয়েছেন।

٤٩-بَابُ نَجَاسَةِ الْبَوْلِ وَالاَمْرِ بِالتَّنَزُّهِ مِنْهُ وَالْحُكْمِ فِيْ بَوْلِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ

৪৯-অনুচ্ছেদ : পেশাব নাপাক এবং তা থেকে সতর্ক থাকার নির্দেশ এবং যেই পশুর গোশত খাওয়া জায়েয তার পেশাব সম্পর্কিত বিধান।

٤٥٠(١)- حدثنا احمد بن على بن العلاء ثنا محمد بن شوكر بن رافع الطوسى نا ابو اسحاق الضرير ابراهيم بن زكريا نا ثابت بن حماد عن على بن زيد عن سعيد بن المسيب عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسَرٍ قَالَ اَتى عَلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ وَاَنَا عَلى بِئْرٍ اَدْلُوْ مَاءً فِيْ رَكْوَةٍ لِيْ فَقَالَ يَا عَمَّارُ مَا تَصْنَعُ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ بِاَبِيْ وَاُمِّيْ اغْسِلُ ثَوْبِيْ مِنْ نَخَامَةٍ اَصَابَتْهُ فَقَالَ يَا عَمَّارُ اِنَّمَا يُغْسَلُ الثَّوْبُ مِنْ خَمْسٍ مِنَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ وَالْقَيِّ وَالدَّمِ وَالْمَنِيِّ يَا عَمَّارُ مَا نُخَامَتُكَ وَدُمُوْعُ عَيْنَيْكَ وَالْمَاءُ الَّذِيْ فِيْ رَكْوَتِكَ اِلاَّ سَوَاءٌ . لَمْ يَرْوِهِ غَيْرُ ثَابِتِ بْنِ حَمَّادٍ وَهُوَ ضَعِيْفٌ جِدًّا وابراهيم وثابت ضعيفان .

৪৫০(১)। আহ্‌মাদ ইবনে আলী ইবনুল ‘আলা (র)... আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার নিকট এলেন, তখন আমি একটি কূপ থেকে বালতি দিয়ে পানি তুলে আমার একটি পানির পাত্রে ভর্তি করছিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে আম্মার! তুমি কি করছো? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কোরবান হোক। আমি আমার পরিধেয় বস্ত্রে লেগে যাওয়া শ্লেষ্মা পরিষ্কার করছি। তিনি বলেন : হে আম্মার! পাঁচটি জিনিস থেকে কাপড় ধৌত করা প্রয়োজন : বিষ্ঠা, পেশাব, বমি, রক্ত ও বীর্য। হে আম্মার! তোমার নাকের শ্লেষ্মা, তোমার উভয় চোখের অশ্রু এবং তোমার এই পানির পাত্রের পানি একই সমান (পাক-নাপাকীর হুকুমের ক্ষেত্রে)। এই হাদীস ছাবেত ইবনে হাম্মাদ (র) ব্যতীত আর কেউ বর্ণনা করেননি। তিনি হাদীসশাস্ত্রে অত্যন্ত দুর্বল। ইবরাহীম ও ছাবেত (র) উভয়ে হাদীসশাস্ত্রে দুর্বল।

٤٥١(٢)- حدثنا احمد بن محمد بن زياد نا احمد بن على الابار نا على بن الجعد عن ابى جعفر الرازى عن قتادة عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَنَزَّهُوْا مِنَ الْبَوْلِ فَاِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ المحفوظ مرسل .

৪৫১(২)। আহ্‌মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে যিয়াদ (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা পেশাবের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করো। কেননা কবরের অধিকাংশ শাস্তি পেশাবের কারণে হয়ে থাকে। এই হাদীস সংরক্ষিত, তবে মুরসাল।

٤٥٢(٣)- حدثنا ابو بكر الآدمى احمد بن محمد بن اسماعيل نا عبد الله بن ايوب المخرمى نا يحى بن بكير نا سوار بن مصعب عن مطرف بن طريف عن ابى الجهم عَنِ

الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ بَأْسَ بِبَوْلِ مَا أُكِلَ لَحْمُهُ . سَوَارٌ ضَعِيْفٌ خالفه يحى ابن العلاء فرواه عن مُطَرِّفٍ عن محارب بن دثار عن جابر .

৪৫২(৩)। আবু বাক্‌র আল-আদামী আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল (র)... আল-বারাআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে জীবের গোশত খাওয়া হালাল তার পেশাব দূষণীয় নয়। রাবী সাওয়ার (র) হাদীসশাস্ত্রে দুর্বল। ইয়াহ্‌ইয়া ইবনুল 'আলা (র) এর বিপরীত বর্ণনা করেছেন। তিনি মুতাররিফ-মুহারিব ইবনে দিছার- জাবের (রা) সূত্রে এই হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٤٥٣(٤)- حدثنا ابو سهل بن زياد نا سعيد بن عثمان الاهوازى نا عمرو بن الحصين نا يحى بن العلاء عن مطرف عن محارب بن دثار عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا أُكِلَ لَحْمُهُ فَلاَ بَأْسَ بِبَوْلِهِ . لا يثبت عمرو بن الحصين ويحى بن العلاء ضعيفان وسوار بن مصعب ايضًا متروك وقد اختلف عنه فَقِيْلَ عَنْهُ مَا أُكِلَ لَحْمُهُ فَلاَ بَأْسَ بِسُؤْرِهِ.

৪৫৩(৪)। আবু সাহ্‌ল ইবনে যিয়াদ (র)... জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : "যে জীবের গোশত খাওয়া হয় তার পেশাব দূষণীয় নয়"। এই হাদীস প্রমাণিত নয়। আমর ইবনুল হুসাইন ও ইয়াহ্‌ইয়া ইবনুল 'আলা হাদীসশাস্ত্রে দুর্বল। সাওওয়ার ইবনে মুস'আবও প্রত্যাখ্যাত রাবী এবং তার থেকে এই হাদীস বর্ণনায় মতানৈক্য রয়েছে। অতএব তার সূত্রে বলা হয়েছে, "যে জীবের গোশত খাওয়া হয় তার উচ্ছিষ্ট (পানি ইত্যাদি) দূষণীয় নয়"।

٤٥٤(٥)- حدثنا به محمد بن الحسين بن سعيد الهمدانى نا ابراهيم بن نصر الرازى نا عبد الله ابن رجاء نا مصعب بن سوار عن مطرف عن ابى الجهم عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا أُكِلَ لَحْمُهُ فَلاَ بَأْسَ بِسُؤْرِهِ . كذا يسمه عبد الله بن رجاء مصعب ابن سوار فقلب اسمه وانما هو سوار بن مصعب .

৪৫৪(৫)। মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন ইবনে সাঈদ আল-হামদানী (র)... আল-বারাআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে জীবের গোশত খাওয়া হয় তার উচ্ছিষ্ট (পানি ইত্যাদি) আপত্তিকর নয়। আবদুল্লাহ ইবনে রাজা (র) অনুরূপ নাম উল্লেখ করেছেন- মুসআব ইবনে সাওওয়ার, কিন্তু তার নাম ওলটপালট করা হয়েছে। তিনি হলেন সাওওয়ার ইবনে মুসআব।

٤٥٥(٦)- حدثنا ابو بكر بن ابى داود من حفظه نا محمود بن خالد نا مروان بن محمد نا ابن لهيعة عن عقيل بن خالد عن الزهرى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ مَا أُكِلَ لَحْمُهُ فَلاَ بَأْسَ بِسَلْحِهِ .

৪৫৫(৬)। আবু বাক্‌র ইবনে আবু দাঊদ (র)…. আবদুল্লাহ ইবনে আবু কাতাদা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে জীবের গোশত খাওয়া হয় তার বিষ্ঠা দূষণীয় নয়।

٤٥٦(٧)- حدثنا عبد الباقى بن قانع نا عبد الله بن محمد بن صالح السمرقندى نا محمد بن الصباح السمان البصرى نا ازهر بن سعد السمان عن ابن عون عن محمد بن سيرين عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِسْتَنْزِهُوْا مِنَ الْبَوْلِ فَاِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ . الصواب مرسل .

৪৫৬(৭)। আবদুল বাকী ইবনে কানে' (র)…. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তোমরা পেশাব (ছিটা) থেকে দূরে থাকো (সতর্কতা অবলম্বন করো)। কেননা কবরের অধিকাংশ শাস্তি পেশাব (ছিটা) থেকে সাবধান না থাকার কারণে হয়ে থাকে। সঠিক কথা হলো, এটি মুরসাল হাদীস।

٤٥٧(٨)- حدثنا ابو على الصفار نا محمد بن على الوراق نا عفان وهو ابن مسلم نا ابو عوانة عن الاعمش عن ابى صالح عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَكْثَرُ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْبَوْلِ صحيح .

৪৫৭(৮)। আবু আলী আস-সাফ্‌ফার (র)… আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : অধিকাংশ ক্ষেত্রে কবরে শাস্তি হয় পেশাবের ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন না করার কারণে। হাদীসটি সহীহ।

٤٥٨(٩)- حدثنا احمد بن عمرو بن عثمان نا محمد بن عيسى العطار نا اسحاق بن منصور نا اسرائيل عن ابى يحى عن مجاهد عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ عَامَّةُ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْبَوْلِ فَتَنَزَّهُوْا مِنَ الْبَوْلِ . لاَ بَأْسَ بِهِ .

৪৫৮(৯)। আহ্‌মাদ ইবনে আমর ইবনে উসমান (র)… ইবনে আব্বাস (রা) থেকে মারফূরূপে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : পেশাবের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন না করার কারণে প্রায়ই কবরে শাস্তিভোগ করতে হয়। অতএব তোমরা পেশাবের ব্যাপারে সাবধান হও। হাদীসটি ত্রুটিযুক্ত নয়।

٥٠-بَابُ الْحُكْمِ فِىْ بَوْلِ الصَّبِىِّ وَالصَّبِيَّةِ مَا لَمْ يَاْكُلاَ الطَّعَامَ

৫০-অনুচ্ছেদ : শক্ত খাদ্য গ্রহণে অভ্যস্ত হওয়ার পূর্বে ছেলে ও মেয়ে শিশুর পেশাব সম্পর্কিত বিধান।

٤٥٩(١)- اخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قراءة عليه وانا اسمع ثنا داود بن عمرو المسيبى نا ابو شهاب الحناط عن الحجاج بن ارطاة وحدثنا الحسين بن اسماعيل

واحمد ابن محمد بن يزيد الزعفرانى قالا نا محمد بن جوان بن شعبة نا الحسن بن محمد بن ابى القاسم النخعى نا ابو شهاب عبد ربه بن نافع عن الحجاج بن ارطاة عن عطاء عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ بَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَاَخَذْتُهُ اَخْذاً عَنِيْفًا فَقَالَ اِنَّهُ لَمْ يَاكُلِ الطَّعَامَ وَلاَ يَضُرُّ بَوْلُهُ وَقَالَ دَاوُدُ بْنُ عَمْرٍو فَقَالَ دَعِيْهِ فَاِنَّهُ لَمْ يَطْعَمِ الطَّعَامَ فَلاَ يَقْذِرَ بَوْلُهُ .

৪৫৯(১)। আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল আযীয (র).... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (শিশু) ইবনুয যুবায়ের নবী ﷺ-এর কোলে পেশাব করে দিল। আমি রূঢ়ভাবে তাকে টেনে নিয়ে নিলাম। মহানবী ﷺ বললেন : সে এখনো খাবার ধরেনি, তার পেশাবে কোন অসুবিধা নেই। দাঊদ ইবনে আমর (র)-এর বর্ণনায় আছে, মহানবী ﷺ বললেন : তাকে ছেড়ে দাও। সে এখনও শক্ত খাবার ধরেনি এবং তার পেশাব আবর্জনা (অপবিত্র) নয়।

টীকা : আল-হাফেজ ইবনে হাজার (র) বলেন, এই হাদীসের সনদসূত্র দুর্বল এবং মূল হাদীস সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে (অনুবাদক)।

٤٦٠(٢)- نا احمد بن محمد بن اسماعيل الآدمى ابو بكر نا عبد الله بن الهيثم العبدى نا معاذ ابن هشام حدثنا ابى عن قتادة عن ابى حرب بن ابى الاسود عن ابى الاسود الديلى عَنْ عَلِيٍّ اَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فِيْ بَوْلِ الرَّضِيْعِ يُنْضَحُ بَوْلُ الْغُلاَمِ وَيُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ . قَالَ قَتَادَةُ وَهٰذَا مَا لَمْ يَطْعَمَا فَاِذَا طَعِمَا الطَّعَامَ غُسِلاَ جَمِيْعًا .

৪৬০(২)। আহ্‌মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল আল- আদামী (র).... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। আল্লাহ্‌র নবী ﷺ দুগ্ধপোষ্য শিশু সম্পর্কে বলেন : ছেলে শিশুর পেশাবে পানি ছিটিয়ে দিতে হবে এবং মেয়ে শিশুর পেশাব ধুয়ে ফেলতে হবে। কাতাদা (র) বলেন, উভয়ে শক্ত খাবার ধরার পূর্ব পর্যন্ত এই হুকুম। আর যখন উভয়ে (বালক ও বালিকা) শক্ত খাবার ধরবে তখন উভয়ের পেশাব ধুয়ে ফেলতে হবে।

٤٦١(٣)- حدثنا القاضى المحاملى نا ابن الصباح نا عفان نا معاذ بن هشام بهذا الاسناد مثله . تابعه عبد الصمد عن هشام ووقفه ابن ابى عروبة عن قتادة . وحدثنا الحسين بن اسماعيل ثنا محمد بن عبد الملك الدقيقى ابو جعفر نا عبد الصمد بن عبد الوارث نا هشام صاحب الدستوائى عن قتادة عن ابن ابى الاسود عن ابيه عَنْ عَلِيٍّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ بَوْلُ الْغُلاَمِ يُنْضَحُ وَبَوْلُ الْجَارِيَةِ يُغْسَلُ . قَالَ قَتَادَةُ هٰذَا مَا لَمْ يَطْعَمَا فَاِذَا طَعِمَا غُسِلَ بَوْلُهُمَا .

৪৬১(৩)। আল-কাযী আল-মুহামিলী (র)... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : ছেলে শিশুর পেশাবে পানি ছিটিয়ে দিতে হবে এবং মেয়ে শিশুর পেশাব ধুয়ে ফেলতে হবে। কাতাদা (র) বলেন, এই হুকুম উভয়ে শক্ত খাবার শুরু করার পূর্ব পর্যন্ত। উভয়ে শক্ত খাবার ধরলে তাদের পেশাব ধুয়ে ফেলতে হবে।

٤٦٢(٤)- حدثنا على بن عبد الله بن مبشر واحمد بن عبد الله بن محمد الوكيل قالا نا عمرو ابن على ثنا عبد الرحمن بن مهدى نا يحى بن الوليد حدثنى محل بن خليفة الطائى حَدَّثَنِىْ اَبُو السَّمْحِ قَالَ كُنْتُ اَخْدُمُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَّغْتَسِلَ قَالَ وَلِّنِىْ قَفَاكَ فَاُوَلِّيْهِ قَفَائِىْ وَاَنْشُرُ الثَّوْبَ يَعْنِىْ اَسْتُرُهُ فَاُتِىَ بِحَسَنٍ اَوْ حُسَيْنٍ فَبَالَ عَلٰى صَدْرِهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَرَشَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ هٰكَذَا يُصْنَعُ يُرَشُّ مِنَ الذَّكَرِ وَيُغْسَلُ مِنَ الْاُنْثٰى .

৪৬২(৪)। আলী ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুবাশশির (র).... আবুস-সাম্হ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেমত করতাম। তিনি যখন গোসলের প্রস্তুতি নিতেন তখন বলতেন : অন্যদিকে ফিরে দাঁড়াও। আমি অন্যদিকে ফিরে দাঁড়াতাম এবং কাপড় দিয়ে পর্দা (আড়াল) করতাম। তারপর শিশু হাসান (রা) অথবা হুসাইন (রা)-কে আনা হলো। তিনি তাঁর বুকে পেশাব করে দিলেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানি আনিয়ে তা পেশাবের স্থানে ছিটিয়ে দিলেন এবং বললেন : অনুরূপ করতে হবে। ছেলে শিশুর পেশাবে পানি ছিটিয়ে দিতে হবে এবং মেয়ে শিশুর পেশাব ধুয়ে ফেলতে হবে।

টীকা : আবু দাঊদ, নাসাঈ, ইবনে মাজা, বায্যার ও ইবনে খুযায়মার গ্রন্থে হাদীসটি উল্লেখ আছে। ইমাম বুখারী (র) বলেন, এটি হাসান হাদীস (অনুবাদক)।

٤٦٣(٥)- حدثنا محمد بن عمرو بن البخترى نا احمد بن الخليل ثنا الواقدى نا خارجة بن عبد الله بن سليمان بن زيد بن ثابت عن داود بن الحصين عن عكرمة عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَصَابَ النَّبِىَّ ﷺ اَوْ جِلْدَهُ بَوْلُ صَبِىٍّ وَهُوَ صَغِيْرٌ فَصَبَّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِ بِقَدْرِ الْبَوْلِ .

৪৬৩(৫)। মুহাম্মাদ ইবনে আমর ইবনুল বুখতারী (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাপড়ে অথবা শরীরে কোন শিশু পেশাব করে দিলো। তিনি সেই স্থানে পেশাবের সমপরিমাণ পানি ঢেলে দিলেন।

٤٦٤(٦)- حدثنا محمد بن اسماعيل الفارسى ثنا اسحاق بن ابراهيم نا عبد الرزاق عن ابراهيم ابن محمد عن داود عن عكرمة عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِىْ بَوْلِ الصَّبِىِّ قَالَ يُصَبُّ عَلَيْهِ مِثْلُهُ مِنَ الْمَاءِ قَالَ كَذَالِكَ صَنَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِبَوْلِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِىٍّ . ابراهيم هو ابن ابى يحى ضعيف .

৪৬৪(৬)। মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল আল-ফারিসী (র).... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে দুগ্ধপোষ্য শিশুর পেশাব সম্পর্কে বর্ণিত। তিনি বলেন, সেখানে পেশাবের সমপরিমাণ পানি ঢেলে দিতে হবে। তিনি আরো বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ শিশু হুসাইন ইবনে আলী (রা)-এর পেশাবের বেলায় তাই করেছিলেন। ইবরাহীম (র) হলেন আবু ইয়াহ্ইয়ার সূত্র। তিনি হাদীসশাস্ত্রে দুর্বল।

টীকা : উল্লেখিত হাদীসে 'নাদাহ' এসেছে, যার অর্থ 'পানি ছিটানো'ও হতে পারে এবং 'ধুয়ে ফেলা'ও হতে পারে। ইমাম শাফিঈ ও অপরাপর ইমামগণ প্রথম অর্থ গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ পানি ছিটিয়ে দিলেই কাপড় পাক হয়ে যাবে। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা (র) দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ কেবল পানি ছিটিয়ে দিলেই কাপড় পাক হবে না, বরং তা ধুয়ে নিতে হবে। যেমন তিরমিযীর হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : 'ফানদাহ' ওয়া তাওয়াদ্দা'-এর অর্থ ধুয়ে ফেলা এবং এ সম্পর্কে ঐকমত্য রয়েছে। আর 'ওয়ালাম ইয়াগসিলহু'-এর অর্থ তিনি অত্যধিক পরিমাণে ধৌত করেননি। দুগ্ধপোষ্য শিশুর বেলায়ই এ মতবিরোধ। কিন্তু শিশু যখন শক্ত খাবার ধরবে তখন সব আলেমের মতেই কাপড় ধুয়ে নিতে হবে, শুধু পানি ছিটিয়ে দিলে তা পাক হবে না (অনুবাদক)।

٥١-بَابُ مَا رُوِىَ فِى النَّوْمِ قَاعِداً لاَ يَنْقُضُ الْوُضُوْءَ

৫১-অনুচ্ছেদ : বসে বসে ঘুমালে তাতে উযু নষ্ট হয় না।

٤٦٥(١)- قرئ على ابى القاسم بن منيع وانا اسمع حدثكم طالوت بن عباد نا ابو هلال نا قتادة عَنْ اَنَسٍ قَالَ كُنَّا نَاْتِىْ مَسْجِدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَنَامُ فَلاَ نُحْدِثُ لِذٰلِكَ وَضُوْءًا صحيح .

৪৬৫(১)। আবুল কাসেম ইবনে মানী' (র).... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মসজিদে এসে ঘুমাতাম এবং এজন্য নুতন করে উযু করতাম না। হাদীসটি সহীহ।

٤٦٦(٢)- اخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا محمد بن حميد نا ابن المبارك انا معمر عن قتادة عَنْ اَنَسٍ قَالَ لَقَدْ رَاَيْتُ اَصْحَابَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يُوْقَظُوْنَ لِلصَّلاَةِ حَتّٰى اِنِّىْ لاَسْمَعُ لاَحَدِهِمْ غَطِيْطًا ثُمَّ يُصَلُّوْنَ وَلاَ يَتَوَضَّئُوْنَ . قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ هٰذَا عِنْدَنَا وَهُمْ جُلُوْسٌ صحيح .

৪৬৬(২)। আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল আযীয (র).... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি অবশ্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীদের নামাযের জন্য ঘুম থেকে জেগে উঠতে দেখেছি। এমনকি আমি তাদের কারো নাক ডাকার শব্দও শুনেছি। তারপর তারা নামায পড়তেন কিন্তু (পুনরায়) উযু করতেন না (মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী)। ইবনুল মুবারক (র) বলেন, আমাদের মতে সাহাবীগণ (মসজিদে এসে) বসে বসে ঘুমাতেন। এই হাদীস সহীহ।

٤٦٧(٣)- حدثنا الحسين بن اسماعيل ثنا ابو هشام الرفاعى نا وكيع نا هشام الدستوائى عن قتادة عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَنْتَظِرُوْنَ الْعِشَاءَ حَتّٰى يُخْفِقُوْا بِرُءُوْسِهِمْ ثُمَّ يَقُوْمُوْنَ يُصَلُّوْنَ وَلاَ يَتَوَضَّئُوْنَ صحيح .

৪৬৭(৩)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র).... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাহাবীগণ এশার নামাযের অপেক্ষা করতেন এবং (ঘুমের আবেশে) তাদের মাথা (নিচের দিকে) ঝুঁকে যেতো। তারপর তারা নামায পড়তেন কিন্তু (পুনরায়) উযু করতেন না। হাদীসটি সহীহ।

٥٢-بَابُ فِيْ طَهَارَةِ الْاَرْضِ مِنَ الْبَوْلِ

৫২-অনুচ্ছেদ : পেশাব থেকে মাটি পবিত্র করার নিয়ম।

٤٦٨(١)- حدثنا على بن عبد اللّٰه بن مبشر نا عبد الحميد بن بيان نا هشيم عن حميد وعبد العزيز بن صهيب عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ نَاسًا مِّنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوْا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ فَاجْتَوَوْهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنْ شِئْتُمْ خَرَجْتُمْ اِلٰى اِبِلِ الصَّدَقَةِ فَشَرِبْتُمْ مِنْ اَلْبَانِهَا وَاَبْوَالِهَا فَفَعَلُوْا ذٰلِكَ وَصَحُّوْا فَاَقْبَلُوْا عَلَى الرُّعَاةِ فَقَتَلُوْهُمْ وَاسْتَاقُوْا ذَوْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَارْتَدُّوْا عَنِ الْاِسْلاَمِ فَبَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ اٰثَارِهِمْ فَاُتِيَ بِهِمْ فَقَطَعَ اَيْدِيَهُمْ وَاَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ اَعْيُنَهُمْ وَتَرَكُوْا بِالْحَرَّةِ حَتّٰى مَاتُوْا .

৪৬৮(১)। আলী ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুবাশশির (র).... আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। উরায়না গোত্রের লোকেরা মদীনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আগমন করলো। এখানকার আবহাওয়া তাদের অনুকূল হলো না। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের বললেন : তোমরা ইচ্ছা করলে সদাকার (যাকাতের) উটের পালে গিয়ে সেগুলোর দুধ ও পেশাব পান করতে পারো। অতএব তারা তা করলো এবং সুস্থ হয়ে গেলো। তারা রাখালদের নিকট এসে তাদের হত্যা করে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উটগুলো লুণ্ঠন করে নিয়ে গেলো এবং ইসলাম ত্যাগ করলো। রাসূলুলল্লাহ ﷺ তাদের পশ্চাদ্ধাবন করতে লোক পাঠালেন এবং তারা তাদেরকে গ্রেপ্তার করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে নিয়ে এলো। তিনি তাদের হস্ত-পদ কর্তন করে এবং তাদের চোখ উৎপাটন করে রোদের মধ্যে কাঁকরময় জমিনে ফেলে রাখলেন। শেষে তারা মারা গেলো (বুখারী, মুসলিম)।

٤٦٩(٢)- حدثنا عبد الوهاب بن عيسى بن ابى حية نا ابو هشام الرفاعى محمد بن يزيد نا ابو بكر بن عياش حدثنا سمعان بن مالك عن ابى وائل عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ جَاءَ

أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَأَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمَكَانِهِ فَاحْتُفِرَ فَصُبَّ عَلَيْهِ دَلْوٌ مِّنْ مَاءٍ فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلْمَرْءُ يُحِبُّ الْقَوْمَ وَلَمَّا يَعْمَلُ عَمَلَهُمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ . سمعان مجهول .

৪৬৯(২)। আবদুল ওয়াহ্‌হাব ইবনে ঈসা ইবনে আবু হায়্যা (র)... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক বেদুঈন এসে মসজিদের ভিতরে পেশাব করলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ নির্দেশ দিলে জায়গাটির মাটি তুলে ফেলা হলো এবং সেখানে এক বালতি পানি ঢেলে দেয়া হলো। বেদুঈন বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন লোক কাউকে ভালোবাসে কিন্তু সে তাদের মত আমল করতে পারে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : কোন ব্যক্তি কাউকে ভালোবাসলে সে তাদের সাথেই আছে (আবু দাউদ)। সামআম অজ্ঞাত রাবী।

٤٧٠(٣)- اخبرنا ابو عبد الله الحسين بن اسماعيل ثنا يوسف بن موسى نا احمد بن عبد الله نا ابو بكر بن عياش نا المعلى المالكى عن شقيق عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ شَيْخٌ كَبِيْرٌ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ مَتَى السَّاعَةُ فَقَالَ وَمَا اعْدَدْتَ لَهَا قَالَ لاَ وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيًّا مَا اعْدَدْتُ لَهَا مِنْ كَبِيْرِ صَلاَةٍ وَّلاَ صِيَامٍ اِلاَّ اَنِّيْ أُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ قَالَ فَاِنَّكَ مَعَ مَنْ اَحْبَبْتَ قَالَ فَذَهَبَ الشَّيْخُ فَاَخَذَ يَبُوْلُ فِى الْمَسْجِدِ فَمَرَّ عَلَيْهِ النَّاسُ فَاَقَامُوْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دَعُوْهُ عَسى اَنْ تَكُوْنَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَصُبُّوْا عَلى بَوْلِهِ الْمَاءَ . كَذَا قَالَ يُوْسُفُ المعلى المالكى المعلى مجهول .

৪৭০(৩)। আবু আবদুল্লাহ আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র).... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক বৃদ্ধ বেদুঈন নবী ﷺ-এর নিকট এসে বললো, হে মুহাম্মাদ! কিয়ামত কখন হবে? তিনি জিজ্ঞেস করলেন : তুমি তার জন্য কি প্রস্তুতি গ্রহণ করেছ? সে বললো, না, সেই মহান সত্তার শপথ যিনি আপনাকে সত্য দীনসহ নবীরূপে পাঠিয়েছেন! আমি তার জন্য পর্যাপ্ত নামায বা রোযা কিছুই প্রস্তুতিস্বরূপ সংগ্রহ করতে পারিনি, তবে আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসি। নবী ﷺ বলেন : তাহলে তুমি যাকে ভালোবাসো তার সাথেই থাকবে। রাবী বলেন, অতঃপর বৃদ্ধ লোকটি ফিরে যেতে যেতে তার পেশাবের বেগ হলে সে মসজিদের অভ্যন্তরে পেশাব করতে লাগলো। লোকজন তার নিকট গিয়ে তাকে ধরে ফেললো। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তোমরা তাকে ছেড়ে দাও। হয়ত সে জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। অতঃপর তারা তার পেশাবের উপর পানি ঢেলে দিলো। ইউসুফ ইবনে মূসা অনুরূপ বলেছেন : আল-মুআল্লাহ আল- মালিকী। আল-মুআল্লাহ অপরিচিত রাবী।

٤٧١(٤)- حدثنا محمد بن مخلد ثنا ابو داود السجستانى نا موسى بن اسماعيل نا جرير بن حازم قال سمعت عبد الملك بن عمير يحدث عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَعْقِلِ بْنِ مُقَرِّنٍ قَالَ

قَامَ اَعْرَابِىٌّ اِلَى زَاوِيَةٍ مِّنْ زَوَايَا الْمَسْجِدِ فَانْكَشَفَ فَبَالَ فِيْهَا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ خُذُوْا مَا بَالَ عَلَيْهِ مِنَ التُّرَابِ فَاَلْقُوْهُ وَاَهْرِيْقُوْا عَلَى مَكَانِهِ مَاءً . عبد الله بن معقل تابعى وهو مرسل .

৪৭১(৪)। মুহাম্মাদ ইবনে মাখলাদ (র).... আবদুল্লাহ ইবনে মা'কিল ইবনে মুকাররিন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক বেদুইন মসজিদের এক কোণে দাঁড়িয়ে পরিধেয় বস্ত্র উন্মুক্ত করে তথায় পেশাব করলো। নবী ﷺ বললেন : সে যেখানে পেশাব করেছে সেখানকার মাটি তুলে ফেলে দিয়ে সেখানে পানি ঢেলে দাও। আবদুল্লাহ ইবনে মা'কিল একজন তাবিঈ এবং হাদীসটি মুরসাল।

٥٣-بَابُ صِفَةِ مَا يَنْقُضُ الْوَضُوْءَ وَمَا رُوِىَ فِى الْمُلاَمَسَةِ وَالْقُبْلَةِ

৫৩-অনুচ্ছেদ : যাতে উযু নষ্ট হয় এবং (স্ত্রীকে) স্পর্শ করা ও চুমা দেয়া।

٤٧٢(١)- حدثنا على بن عبد الله بن مبشر وابو عبد الله احمد بن عمرو بن عثمان بواسط قالا حدثنا احمد بن سنان وحدثنا ابو الطيب يزيد بن الحسين بن يزيد البزاز نا محمد بن اسماعيل الحسانى قالا ثنا وكيع نا مسعر عن عاصم بن ابى النجود عن زر بن حبيش عَنْ صَفْوَانَ ابْنِ عَسَّالٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَقَالَ الْحَسَّانِىْ رَخَّصَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِى الْمَسْحِ عَلَى الْخُفِّ لِلْمُسَافِرِ ثَلاَثًا اِلاَّ مِنْ جَنَابَةٍ وَلَكِنْ مِّنْ غَائِطٍ اَوْ بَوْلٍ اَوْ رِيْحٍ . لَمْ يَقُلْ فِىْ هٰذَا اَوْ رِيْحٍ غَيْرُ وَكِيْعٍ عَنْ مِسْعَرٍ .

৪৭২(১)। আলী ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুবাশশির (র).... সাফওয়ান ইবনে আসসাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আর আল-হাস্‌সানীর বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সহবাস জনিত নাপাকী ব্যতীত মুসাফিরের জন্য তিন দিন তিন রাত পর্যন্ত মোজার উপর মসেহ করার অবকাশ দিয়েছেন। পায়খানা-পেশাব অথবা বায়ু নির্গত হওয়ার কারণে নাপাক হলেও (মোজার উপর তিন দিন তিন রাত) মসেহ করতে পারবে। এই হাদীসে 'বায়ু নির্গত হওয়া' শব্দটি ওয়াকী' (র) মিস্‌আর (র) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি ব্যতীত অন্য কেউ বর্ণনা করেননি।

٤٧٣(٢)- حدثنا العباس بن العباس بن المغيرة الجوهرى نا اسحاق بن ابراهيم لؤلؤ نا حماد بن خالد الخياط عن عبد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر عن القاسم عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ بَلَلاً وَلاَ يَذْكُرُ احْتِلاَمًا قَالَ يَغْتَسِلُ وَعَنِ الرَّجُلِ يَرَى اَنْ قَدْ احْتَلَمَ وَلاَ يَجِدُ بَلَلاً قَالَ لاَ غُسْلَ عَلَيْهِ فَقَالَتْ اُمُّ سُلَيْمٍ اَعَلَى الْمَرْاَةِ تَرى ذٰلك غُسْلٌ قَالَ نَعَمْ اِنَّ الرِّجَالَ شَقَائِقُ النِّسَاءِ .

৪৭৩(২)। আল-আব্বাস ইবনুল আব্বাস ইবনুল মুগীরা আল-জাওহারী (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো, সে ঘুম থেকে জেগে (পরিধেয় বস্ত্র) ভিজা দেখতে পাচ্ছে, কিন্তু তার স্বপ্নদোষ হয়েছে কিনা তা স্মরণ করতে পারছে না। তিনি বললেন : সে গোসল করবে। তাঁর নিকট অপর ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো, সে স্বপ্নে দেখেছে যে, তার স্বপ্নদোষ হয়েছে কিন্তু ভিজা (বীর্যপাতের আলামত) দেখতে পাচ্ছে না। তিনি বললেন : তাকে গোসল করতে হবে না। উম্মে সুলায়ম (রা) বললেন, কোন স্ত্রীলোক যদি এরূপ দেখতে পায় (স্বপ্নদোষ হয়) তবে তাকে কি গোসল করতে হবে? তিনি বললেন : হাঁ, পুরুষেরা স্ত্রীলোকদের মতই।

টীকা : এই হাদীস ইমাম আহমাদ, আবু দাঊদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজা (র) বর্ণনা করেছেন। তবে তাতে আছে : স্ত্রীলোকেরা পুরুষদের মতই (অনুবাদক)।

٤٧٤(٣)- حدثنا احمد بن عبد الله بن محمد الوكيل ثنا عبد الله بن محمد بن حجاج بن المنهال ثنا يحى بن حماد ثنا ابو عوانة عن عبد الله بن ابى السفر عن مصعب بن شيبة عَنْ طَلْقِ ابْنِ حَبِيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْغُسْلُ مِنْ خَمْسَةٍ مِّنَ الْجَنَابَةِ وَغُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَغُسْلُ الْمَيِّتِ وَالْغُسْلُ مِنْ مَاءِ الْحَمَّامِ مصعب بن شيبة ضعيف .

৪৭৪(৩)। আহ্‌মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ আল-ওয়াকীল (র)... আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : পাঁচ কারণে গোসল করতে হয়—সহবাস জনিত নাপাকির করণে, জুমুআর দিন, মৃত ব্যক্তিকে গোসল করানোর কারণে এবং গোসলখানার পানি দেহে লাগার কারণে (এবং পঞ্চম হলো রক্তমোক্ষাণ করানোর কারণে)। মুসআব ইবনে শায়বা (র) হাসীসশাস্ত্রে দুর্বল। (সুনান আদ-দারা কুতনীর কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে হাদীসটি নেই)।

٤٧٥(٤)- حدثنا ابن اسماعيل المحاملى وعبد الله بن جعفر بن خشيش قالا نا يوسف بن موسى نا جرير عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن ابى ليلى عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ اَنَّهُ كَانَ قَاعِداً عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا تَقُوْلُ فِيْ رَجُلٍ اَصَابَ مِنْ امْرَاَةٍ لاَ تَحِلُّ لَهُ فَلَمْ يَدَعْ شَيْئًا الرَّجُلُ مِنْ امْرَاَتِهِ الاَّ قَدْ اَصَابَهُ مِنْهَا الاَّ اَنَّهُ لَمْ يُجَامِعْهَا فَقَالَ تَوَضَّأْ وُضُوْءاً حَسَنًا ثُمَّ قُمْ فَصَلِّ قَالَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ هذه الآيَة (اَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَى النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ) الآية فَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ اَهِيَ لَهُ خَاصَّةٌ اَمْ لِلْمُسْلِمِيْنَ عَامَّةٌ فَقَالَ بَلْ هِيَ لِلْمُسْلِمِيْنَ عَامَّةٌ صحيح .

৪৭৫(৪)। ইবনে ইসমাঈল আল-মুহামিলী (র)... মুআয ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট বসা ছিলেন। তখন এক লোক তাঁর নিকট এসে জিজ্ঞেস করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে যা কিছু হালাল, সহবাস ব্যতীত সবই করেছে। তার সম্পর্কে আপনি কি বলেন? তিনি বললেন : তুমি উত্তমরূপে উযু করো, তারপর দাঁড়িয়ে নামায পড়ো। রাবী বলেন, তখন আল্লাহ তায়ালা এই আয়াত নাযিল করেন : "তুমি নামায কায়েম করো দিনের দুই প্রান্তভাগে এবং প্রথম অংশে..." (সূরা হূদ : ১১৪)। মুআয ইবনে জাবাল (রা) জিজ্ঞেস করেন, এই নির্দেশ কি কেবল এই লোকটির জন্যই সীমাবদ্ধ, নাকি সাধারণভাবে সকল মুসলমানের জন্য? তিনি বলেন : বরং সকল মুসলমানের জন্য। হাদীসটি সহীহ।

টীকা : এই হাদীস ইমাম তিরমিযী (র) এবং ইমাম হাকেম (র) বর্ণনা করেছেন (অনুবাদক)।

٤٧٦(٥)- حدثنا عبد الباقى بن قانع نا اسماعيل بن الفضل نا محمد بن عيسى بن يزيد الطرسوسى نا سليمان بن عمر بن يسار مدينى حدثنى ابى عن ابن اخى الزهرى عن عروة عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لاَ تُعَادُ الصَّلاَةُ مِنَ الْقُبْلَةِ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُقَبِّلُ بَعْضَ نِسَائِه وَيُصَلِّىْ وَلاَ يَتَوَضَّأُ خالفه منصور بن زاذان فى اسناده .

৪৭৬(৫)। আবদুল বাকী ইবনে কানে' (র).... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, স্ত্রীকে চুমা দিলে পুনর্বার নামায পড়তে হবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কোন স্ত্রীকে চুমা দিতেন, অতঃপর নামায পড়তেন, কিন্তু (এজন্য) উযু করতেন না। মানসূর ইবনে যাযান (র) এই হাদীসের সনদে তার বিপরীত করেছেন।

٤٧٧(٦)- حدثنا ابو بكر النيسابورى نا العباس بن الوليد بن مزيد اخبرنى محمد بن شعيب نا سعيد بن بشير وحدثنا الحسين بن اسماعيل نا الحسن بن عبد العزيز الجروى نا ابو حفص التنيسى نا سعيد بن بشير حدثنى منصور عن الزهرى عن ابى سلمة عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ كَانَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ يُقَبِّلُنِىْ اِذَا خَرَجَ اِلَى الصَّلاَةِ وَمَا يَتَوَضَّأَ .

৪৭৭(৬)। আবু বাক্র আন-নায়সাপুরী (র).... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়তে যাওয়ার সময় আমাকে চুমা দিতেন কিন্তু তিনি (পুনরায়) উযু করতেন না।

٤٧٨(٧)- حدثنى ابو بكر النيسابورى والحسين بن اسماعيل وعلى بن سلم بن مهران قالوا نا ابراهيم بن هانئ نا محمد بن بكار نا سعيد بن بشير عن منصور بن زاذان عن الزهرى بهذا الاسناد نحوه . تفرد به سعيد بن بشير عن منصور عن الزهرى ولم يتابع عليه وليس بقوى فى الحديث والمحفوظ عن الزهرى عن ابى سلمة عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ . وكذلك رواه الحفاظ الثقات عن الزهرى منهم معمر وعقيل

وابن ابى ذئب وَقَالَ مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِيْ فِي الْقُبْلَةِ الْوَضُوْءُ . ولو كان ما رواه سعيد بن بشير عن منصور عن الزهرى عن ابى سلمة عن عائشة صحيحًا لما كان الزهرى يفتى بخلافه والله اعلم .

৪৭৮(৭)। আবু বাক্‌র আন-নায়সাপুরী (র)....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "রোযা অবস্থায় (স্ত্রীদের) চুমা দিতেন"। হাদীসের নির্ভরযোগ্য হাফেজগণ এই হাদীস যুহরী (র) থেকে এভাবে বর্ণনা করেছেন। মা'মার, আকীল ও ইবনে আবু যেব তাদের অন্তর্ভুক্ত। ইমাম মালেক (র) যুহ্‌রীর (র) সূত্রে বলেন, (স্ত্রীকে) চুমা দিলে উযু করতে হবে, যদিও সাঈদ ইবনে বাশীর (র) মানসূর-যুহ্‌রী-আবু সালামা-আয়েশা (রা) সূত্রে যে হাদীস বর্ণনা করেছেন সেটাই সঠিক। তথাপি ইমাম যুহরী (র) এই হাদীসের বিপরীত ফাতওয়া দিতেন। আল্লাহ্ সর্বাধিক জ্ঞাত।

٤٧٩(٨)- حدثنا الحسين بن اسماعيل نا احمد بن اسماعيل ثنا مالك عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ مِنْ قُبْلَةِ الرَّجُلِ امْرَاَتَهُ الْوَضُوْءُ .

৪৭৯(৮)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... ইবনে শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলতেন, কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে চুমা দিলে তাকে উযু করতে হবে।

٤٨٠(٩)- حدثنا ابو بكر النيسابورى نا حاجب بن سليمان نا وكيع عن هشام بن عروة عن ابيه عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَبَّلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَعْضَ نِسَائِهِ ثُمَّ صَلّٰى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ ثُمَّ ضَحِكَتْ . تفرد به حاجب عن وكيع ووهم فيه والصواب عن وكيع بهذا الاسناد اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ . ائم وحاجب لم يكن له كتاب انما كان يحدث من حفظه .

৪৮০(৯)। আবু বাক্‌র আন-নায়সাপুরী (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কোন স্ত্রীকে চুমা দিলেন, অতঃপর নামায পড়লেন, কিন্তু (পুনরায়) উযু করেননি। তারপর আয়েশা (রা) হেসে দিলেন। হাজেব (র) একা ওয়াকী (র) থেকে এই হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং তাতে ভুল করেছেন। যথার্থ হলো, ওয়াকী (র) থেকে এই সূত্রে বর্ণিত : নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'রোযা অবস্থায় (তাঁর স্ত্রীকে) চুমা দিতেন'। হাজেব (র)-এর কোন লিখিত কিতাব ছিলো না, তিনি তার স্মৃতি থেকে হাদীস বর্ণনা করতেন।

٤٨١(١٠)- حدثنا الحسين بن اسماعيل نا على بن عبد العزيز الوراق نا عاصم بن على نا ابو اويس حدثنى هشام بن عروة عن ابيه عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا بَلَغَهَا قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ فِى الْقَبْلَةِ الْوُضُوْءُ فَقَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ ثُمَّ لاَ يَتَوَضَّأُ وَلاَ اَعْلَمُ حَدَّثَ بِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَلِىٍّ هٰكَذَا غير على بن عبد العزيز وذكره ابن ابى داود قال نا ابن المصفى ثنا

بقية عن عبد الملك بن محمد عن هشام بن عروة عن ابيه عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَيْسَ فِي الْقُبْلَةِ وُضُوْءٌ .

৪৮১(১০)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তার নিকট ইবনে উমার (রা)-র উক্তি "চুমা দিলে উযু করতে হবে" পৌঁছলে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রোযা অবস্থায় তাঁর স্ত্রীকে চুমা দিতেন কিন্তু তিনি (পুনরায়) উযু করতেন না। (দারা কুতনী বলেন) আমি জানি না, আলী ইবনে আবদুল আযীয (র) ব্যতীত অপর কেউ আসেম ইবনে আলী (র) থেকে এই হাদীস এভাবে বর্ণনা করেছেন কিনা। এই হাদীস ইবনে আবু দাঊদ উল্লেখ করে বলেন, আমি ইবনুল মুসাফ্‌ফা-বাকিয়া -আবদুল মালেক ইবনে মুহাম্মাদ-হিশাম ইবনে উরওয়া-তার পিতা-আয়েশা (রা)-নবী ﷺ বলেন : "চুমা দিলে উযু করতে হবে না"।

٤٨٢(١١)- حدثنا ابو بكر النيسابوری ثنا العباس بن الوليد بن مزيد اخبرنی محمد بن شعيب نا شيبان بن عبد الرحمن عن الحسن بن دينار عن هسام بن عروة عَنْ اَبِيْهِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ اَنَّ رَجُلاً قَالَ سَاَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الرَّجُلِ يُقَبِّلُ امْرَاَتَهُ بَعْدَ الْوُضُوْءِ فَقَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُقَبِّلُ بَعْضَ نِسَائِهِ وَلاَ يُعِيْدُ الْوُضُوْءَ فَقُلْتُ لَهَا لَئِنْ كَانَ ذٰلِكَ مَا كَانَ الاَّ مِنْكِ فَسَكَتَتْ . هٰكَذَا قَالَ فِيْهِ اِنَّ رَجُلاً قَالَ سَاَلْتُ عَائِشَةَ وَذَكَرَهُ ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ حدثنا جعفر بن محمد بن المرزبان نا هشام بن عبيد اللّٰه نا محمد بن جابر عن هشام ابن عروة عن ابيه عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهٰذَا .

৪৮২(১১)। আবু বাক্‌র আন-নায়সাপুরী (র)... উরওয়া ইবনুয যুবায়ের (র) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি বললো, আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, কোন ব্যক্তি উযু করার পর তার স্ত্রীকে চুমা দিয়েছে (তাকে কি উযু করতে হবে)? আয়েশা (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তার কোন স্ত্রীকে চুমা দিতেন কিন্তু পুনরায় উযু করতেন না। আমি তাকে বললাম, যদি তাই হয়ে থাকে তবে আপনি (আয়েশা) ব্যতীত অপর কেউ নন। তিনি নীরব থাকলেন। এই হাদীসে এরূপ বর্ণনা করা হয়েছে : 'এক ব্যক্তি বললো, আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করেছি'। ইবনে আবু দাঊদ তা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, আমাদের নিকট এই হাদীস বর্ণনা করেছেন জাফার ইবনে মুহাম্মাদ ইবনুল মারযুবান- হিশাম ইবনে উবায়দুল্লাহ-মুহাম্মাদ ইবনে জাবের -হিশাম ইবনে উরওয়া-তার পিতা-আয়েশা (র)-নবী ﷺ সূত্রে।

٤٨٣(١٢)- حدثنا عثمان بن احمد الدقاق نا محمد بن الحسين الحنينی نا جندل بن والق نا عبيد اللّٰه بن عمرو عن غالب عن عطاء عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رُبَّمَا قَبَّلَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ يُصَلِّيْ وَلاَ يَتَوَضَّأُ . غالب هو ابن عبيد اللّٰه متروك .

৪৮৩(১২)। উসমান ইবনে আহ্‌মাদ আদ-দাক্‌কাক (র).... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো আমাকে চুমা দিতেন, অতঃপর নামায পড়তেন, কিন্তু পুনরায় উযু করতেন না। গালেব হলেন উবায়দুল্লাহ্‌র পুত্র। তিনি পরিত্যক্ত রাবী।

٤٨٤(١٣)- حدثنا عثمان بن احمد الدقاق نا محمد بن غالب نا الوليد بن صالح نا عبيد الله ابن عمرو عن عبد الكريم الجزرى عن عطاء عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُقَبِّلُ ثُمَّ يُصَلِّىْ وَلاَ يَتَوَضَّأُ . يُقَالُ اِنَّ الْوَلِيْدَ بْنَ صَالِحٍ وَهِمَ فِىْ قَوْلِهِ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ وانما هو حديث غالب ورواه الثورى عن عبد الكريم عن عطاء من قوله وهو الصواب وانما هو حديث غالب والله اعلم .

৪৮৪(১৩)। উসমান ইবনে আহ্‌মাদ আদ-দাক্‌কাক (র).... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ চুমা দিতেন, তারপর নামায পড়তেন, পুনরায় উযু করতেন না। কথিত আছে, আল-ওয়ালীদ ইবনে সালেহ (র) আবদুল কারীম থেকে বর্ণনায় ভুল করেছেন এবং এটি গালিবের হাদীস। সুফিয়ান সাওরী (র) আবদুল কারীম-আতা সূত্রে তার উক্তি হিসেবে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং এটাই সঠিক। কিন্তু এটি গালিবের হাদীস। আল্লাহ্‌ সর্বাধিক জ্ঞাত।

٤٨٥(١٤)- حدثنا ابن مبشر نا احمد بن سنان نا عبد الرحمن نا سفيان عن عبد الكريم الجزرى عَنْ عَطَاءٍ قَالَ لَيْسَ فِى الْقُبْلَةِ وُضُوْءٌ وهذا هو الصواب .

৪৮৫(১৪)। ইবনে মুবাশশির (র).... আতা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, চুমা দিলে উযু করতে হবে না। এটাই সঠিক।

٤٨٦(١٥)- حدثنا محمد بن موسى بن سهل البربهارى نا محمد بن معاوية بن مالج نا على ابن هاشم عن الاعمش ح وحدثنا الحسين بن اسماعيل ثنا ابو هشام الرفاعى ح وحدثنا ابو بكر النيسابورى نا حاجب بن سليمان ح وحدثنا سعيد بن محمد الحناط ثنا يوسف ابن موسى قالوا حدثنا وكيع بن الجراح عن الاعمش عن حبيب بن ابى ثابت عن عروة عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ ثُمَّ خَرَجَ اِلَى الصَّلاَةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ . قَالَ عُرْوَةُ فَقُلْتُ لَهَا مَنْ هِىَ اِلاَّ اَنْتَ فَضَحِكَتْ . وَقَالَ ابْنُ مَالِجٍ يُقَبِّلُ بَعْضَ اَزْوَاجِهِ ثُمَّ يُصَلِّىْ وَلاَ يَتَوَضَّأُ قُلْتُ مَنْ هِىَ اِلاَّ اَنْتَ فَضَحِكَتْ .

৪৮৬(১৫)। মুহাম্মাদ ইবনে মূসা ইবনে সাহ্‌ল আল-বারবিহারী (র)....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কোন স্ত্রীকে চুমা দিলেন, তারপর নামায পড়তে গেলেন কিন্তু পুনরায় উযু করেননি।

উরওয়া (র) বলেন, আমি তাকে বললাম, তিনি আপনি ছাড়া আর কেউ নন। একথায় তিনি হাসলেন। ইবনে মালেক-এর বর্ণনায় আছে, তিনি তাঁর কোন স্ত্রীকে চুমা দিতেন, তারপর নামায পড়তেন কিন্তু উযু করতেন না। আমি বললাম, তিনি আপনিই। তাতে তিনি হাসলেন (আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজা)।

٤٨٧(١٦)- حدثنا ابو بكر النيسابورى نا على بن حرب واحمد بن منصور ومحمد بن اشكاب وعباس بن محمد قالوا نا ابو يحى الحمانى نا الاعمش عن حبيب بن ابى ثابت عن عروة عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصْبِحُ صَائِمًا ثُمَّ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاَةِ فَتَلْقَاهُ الْمَرْأَةُ مِنْ نِسَائِهِ فَيُقَبِّلُهَا ثُمَّ يُصَلِّىْ قَالَ عُرْوَةُ قُلْتُ لَهَا مَنْ تَرِيْنَهُ غَيْرَكِ فَضَحِكَتْ .

৪৮৭(১৬)। আবু বাক্‌র আন-নায়সাপুরী (র).... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযা অবস্থায় সকালে ঘুম থেকে উঠতেন, তারপর নামাযের জন্য উযু করতেন, তারপর তাঁর কোন স্ত্রী তাঁর সাথে সাক্ষাত করলে তিনি তাকে চুমা দিতেন, অতঃপর নামায পড়তেন। উরওয়া (র) বলেন, আমি তাকে বললাম, তিনি আপনি ব্যতীত অন্য কেউ নন। একথায় তিনি হাসলেন।

٤٨٨(١٧)- حدثنا عثمان بن جعفر بن احمد بن اللبان نا محمد بن الحجاج نا ابو بكر بن عياش ح حدثنا الحسين بن احمد بن صالح نا على بن اسماعيل بن ابى النجم بالرافقة ثنا اسماعيل بن موسى نا ابو بكر بن عياش عن الاعمش عن حبيب عن عروة عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يُقَبِّلُ ثُمَّ يُصَلِّىْ وَلاَ يَتَوَضَّأُ لَفْظُهُمَا وَاحِدٌ .

৪৮৮(১৭)। উসমান ইবনে জা'ফার ইবনে আহ্‌মাদ ইবনুল লাব্বান (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উযু করতেন, তারপর চুমা দিতেন, অতঃপর নামায পড়তেন, কিন্তু পুনরায় উযু করতেন না। উভয় রাবীর মূল পাঠ একই।

٤٨٩(١٨)- ثنا ابو بكر النيسابورى حدثنا عبد الرحمن بن بشر قال سمعت يحى بن سعيد يقول وذكر له حديث الاعمش عن حبيب عَنْ عُرْوَةَ فَقَالَ اَمَا اِنَّ سُفْيَانَ الثَّوْرِىَّ كَانَ اَعْلَمُ النَّاسِ بِهٰذَا زَعَمَ اَنَّ حَبِيْبًا لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عُرْوَةَ شَيْئًا .

৪৮৯(১৮)। আবু বাক্‌র আন-নায়সাপুরী (র)... উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিশ্চয়ই সুফিয়ান আস-সাওরী (র) এ সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত। তিনি বলেন, হাবীব (র) উরওয়া (র) থেকে কোন হাদীস শ্রবণ করেননি।

٤٩٠(١٩)- حدثنا محمد بن مخلد نا صالح بن احمد نا على بن المدينى قال سمعت يحى وذكر عنده حديثا الاعمش عن حبيب عن عروة عَنْ عَائِشَةَ تُصَلِّىْ وَاِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيْرِ وَفِى الْقُبْلَةِ قَالَ يَحْىٰ اِحْكِ عَنِّىْ اَنَّهُمَا شِبْهَ لاَ شَىْءَ .

৪৯০(১৯)। মুহাম্মাদ ইবনে মাখলাদ (র).... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রক্ত গড়িয়ে মাদুরে পতিত হলেও এবং চুমা দিলেও নামায পড়ো। ইয়াহ্ইয়া (র) বলেন, আমার বরাতে বর্ণনা করতে পারো যে, এ দু'টি একই, কিছু (উযু বা গোসল) লাগবে না।

٤٩١ (٢٠)- حدثنا الحسين بن اسماعيل نا ابو هشام الرفاعى حدثنا وكيع ح وحدثنا الحسين بن اسماعيل نا يعقوب بن ابراهيم الدورقى نا عبد الرحمن بن مهدى ح وحدثنا الحسين بن اسماعيل عن زيد بن اخزم حدثنا ابو عاصم كلهم عن سفيان الثورى ح وحدثنا الحسين بن اسماعيل وعمر بن احمد بن على القطان قالا نا محمد بن الوليد البسرى نا محمد بن جعفر غندر نا سفيان الثورى عن ابى روق عن ابراهيم التيمى عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يُقَبِّلُ بَعْدَ مَا يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يُصَلِّىْ وَلاَ يَتَوَضَّأُ . هذا حديث غندر وَقَالَ وكِيْعٌ اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ ثُمَّ صَلّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ . وَقَالَ ابْنُ مَهْدِىٍّ اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَبَّلَهَا وَلَمْ يَتَوَضَّأْ . وَقَالَ اَبُوْ عَاصِمٍ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُقَبِّلُ ثُمَّ يُصَلِّىْ وَلاَ يَتَوَضَّأُ . لَمْ يَرْوِهِ عن ابراهيم التيمى غير ابى روق عطية بن الحارث وَلاَ نَعْلَمُ حدث به عنه غير الثورى وابى حنيفة واختلف فيه فاسنده الثورى عن عائشة واسنده ابو حنيفة عن حفصة وكلاهما ارسله وابراهيم التيمى لم يسمع من عائشة ولا من حفصة ولا ادرك زمانهما وقد روى هذا الحديث معاوية بن هشام عن الثورى عن ابى روق عن ابراهيم التيمى عن ابيه عن عائشة فوصل اسناده واختلف عنه فى لفظه فَقَالَ عُثْمَانُ ابْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ عَنْهُ بِهٰذَا الاِسْنَادِ اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ وَقَالَ عَنْهُ غَيْرُ عُثْمَانَ اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُقَبِّلُ وَلاَ يَتَوَضَّأُ والله اعلم .

৪৯১(২০)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ উযু করতেন এবং উযু করার পর চুমা দিতেন, তারপর নামায পড়তেন কিন্তু পুনরায় উযু করতেন না। এটি গুনদার-এর হাদীস। ওয়াকী' বলেন, নবী ﷺ তাঁর কোন স্ত্রীকে চুমা দিলেন, তারপর নামায পড়লেন কিন্তু উযু করলেন না। ইবনে মাহদী বলেন, নবী ﷺ তাকে (স্ত্রীকে) চুমা দিলেন, কিন্তু তিনি উযু করলেন না। আবু আসেম বলেন, নবী ﷺ চুমা দিতেন, তারপর নামায পড়তেন, কিন্তু উযু করতেন না। এই হাদীস ইবরাহীম আত-তায়মী (র) থেকে আবু রাওক আতিয়্যা ইবনুল হারিস ব্যতীত আর কেউ বর্ণনা করেননি। আমি জানি না সুফিয়ান সাওরী ও আবু হানীফা (র) ব্যতীত আর কেউ তার থেকে এই হাদীস

বর্ণনা করছেন কি না। হাদীসটি বর্ণনার ক্ষেত্রে বিরোধ হয়েছে। সুফিয়ান সাওরী আয়েশা (রা)-র সূত্রে এবং আবু হানীফা (র) হাফসা (রা)-র সূত্রে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। উভয়ে তা মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন। ইবরাহীম আত-তায়মী (র) আয়েশা (রা) ও হাফসা (রা) থেকে হাদীস শ্রবণ করেননি এবং তিনি তাদের যুগও পাননি। এই হাদীস মুয়াবিয়া ইবনে হিশাম (র) সুফিয়ান আস-সাওরী-আবু রাওক-ইবরাহীম আত-তায়মী-তার পিতা-আয়েশা (রা) সূত্রে মুত্তাসিলরূপে বর্ণনা করেছেন। তার থেকে বর্ণনায় এর মূল পাঠে মতানৈক্য হয়েছে। অতএব উসমান ইবনে আবু শায়বা (র) তার থেকে এই সনদে বর্ণনা করে বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযা অবস্থায় চুমা দিতেন। উসমান ব্যতীত অন্যরা তার সূত্রে বর্ণনা করেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'চুমা দিতেন কিন্তু উযু করতেন না'। আল্লাহ সর্বাধিক জ্ঞাত।

٤٩٢ (٢١)- حدثنا ابو بكر النيسابورى ثنا الجرجانى نا عبد الرزاق عن الثورى عن ابى روق عن ابراهيم التيمى عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُقَبِّلُ بَعْدَ الْوُضُوْءِ ثُمَّ لاَ يُعِيْدُ الْوُضُوْءَ اَوْ قَالَتْ يُصَلِّىْ .

৪৯২(২১)। আবু বাক্‌র আন-নায়সাপুরী (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উযু করার পর চুমা দিতেন, কিন্তু পুনরায় উযু করতেন না অথবা তিনি বলেন, পুনরায় নামায পড়তেন না।

٤٩٣ (٢٢)- حدثنا جعفر بن احمد المؤذن نا السرى بن يحى نا قبيصة نا سُفْيَانُ بِاسْنَادِهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُقَبِّلُ بَعْدَ الْوُضُوْءِ ثُمَّ يُصَلِّىْ مِثْلَهُ .

৪৯৩(২২)। জা'ফার ইবনে আহ্‌মাদ আল-মুয়াযযিন (র)... সুফিয়ান (র) তার সূত্রে বর্ণনা করেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উযু করার পর চুমা দিতেন, তারপর নামায পড়তেন, পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

٤٩٤ (٢٣)- واما حديث ابى حنيفة فحدثنا محمد بن مخلد ثنا محمد بن الجارود القطان نا يحى ابن نصر بن حاجب نا ابو حنيفة عن ابى روق الهمدانى عن ابراهيم بن يزيد عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ كَانَ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاَةِ ثُمَّ يُقَبِّلُ وَلاَ يُحْدِثُ وُضُوْءًا .

৪৯৪(২৩)। মুহাম্মাদ ইবনে মাখলাদ (র)... নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রী হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়ার জন্য উযু করতেন, তারপর তাঁর স্ত্রীকে চুমা দিতেন, কিন্তু নতুন করে উযু করতেন না।

٤٩٥ (٢٤)- حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا عثمان بن ابى شيبة نا معاوية بن هشام نا سفيان الثورى عن ابى روق عن ابراهيم التيمى عن ابيه عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ كَذَا قَالَ عثمان بن ابى شيبة .

৪৯৫(২৪)। আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল আযীয (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ রোযা অবস্থায় তাকে চুমা দিতেন। উসমান ইবনে আবু শায়বা (র) এভাবে বর্ণনা করেছেন।

٤٩٦(٢٥)- حدثنا الحسين بن اسماعيل حدثنا ابو الطاهر الدمشقى احمد بن بشر بن عبد الوهاب نا هشام نا عبد الحميد ثنا الاوزاعى نا عمرو بن شعيب عَنْ زَيْنَبَ اَنَّهَا سَاَلَتْ عَائِشَةَ عَنِ الرَّجُلِ يُقَبِّلُ امْرَاَتَهُ وَيَلْمَسُهَا اَيَجِبُ عَلَيْهِ الْوُضُوْءُ فَقَالَتْ لَرُبَّمَا تَوَضَّاَ النَّبِىُّ ﷺ فَقَبَّلَنِىْ ثُمَّ يُمْضِىْ فَيُصَلِّىْ وَلاَ يَتَوَضَّاُ . زينب هذه مجهولة ولا تقيم بها حجة .

৪৯৬(২৫)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... যয়নব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে চুমা দিলো এবং তাকে স্পর্শ করলো, তার জন্য উযু করা কি ওয়াজিব? তিনি বলেন, অবশ্যই কখনো কখনো নবী ﷺ উযু করার পর আমাকে চুমা দিতেন, তারপর গিয়ে নামায পড়তেন, কিন্তু পুনরায় উযু করতেন না। এই যয়নব অপরিচিত। এই হাদীস দলীল হিসাবে পেশযোগ্য নয়।

٤٩٧(٢٦)- حدثنى الحسين بن اسماعيل نا ابو بكر الجوهرى نا معلى بن منصور نا عباد بن العوام عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن زينب السهمية عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُقَبِّلُهَا ثُمَّ يُصَلِّىْ وَلاَ يَتَوَضَّاُ قَالَ وَكَانَ عَطَاءٌ لاَ يَرى فِى الْقُبْلَةِ وُضُوْءًا .

৪৯৭(২৬)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র).... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ তাকে চুমা দিতেন, তারপর নামায পড়তেন কিন্তু উযু করতেন না। রাবী বলেন, আতা (র)-এর মতে স্ত্রীকে চুমা দিলে উযু করার প্রয়োজন নাই।

٤٩٨(٢٧)-حدثنا ابو بكر الشافعى ثنا محمد بن شاذان نا معلى مِثْلَهُ .

৪৯৮(২৭)। আবু বাক্‌র আশ-শাফিঈ (র)... মুআল্লা (র) থেকে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

٤٩٩(٢٨)- حدثنا ابو بكر النيسابورى وابو بكر بن مجاهد المقرى قالا نا سعدان بن نصر نا ابو بدر عن ابى سملة الجهنى عن عبد الله بن غالب عن عطاء عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُقَبِّلُ بَعْضَ نِسَائِهِ ثُمَّ لاَ يُحْدِثُ وُضُوْءًا . قوله عبد الله بن غالب وهم وانما اراد غالب بن عبيد الله وهو متروك وابو سلمة الجهنى هو خالد بن سملة ضعيف وليس بالذى يروى عنه زكريا بن ابى زائدة .

৪৯৯(২৮)। আবু বাক্‌র আন-নায়সাপুরী (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ তাঁর কোন স্ত্রীকে চুমা দিতেন কিন্তু পুনরায় উযু করতেন না। অধস্তন (রাবীর) উক্তি, আবদুল্লাহ ইবনে গালিব এটা ভুল। এখানে গালিব ইবনে উবায়দুল্লাহ উদ্দেশ্য এবং তিনি পরিত্যক্ত রাবী। আবু সালামা আল-জুহানীর নাম খালিদ ইবনে সালামা, তিনি হাদীসশাস্ত্রে দুর্বল। তবে যাকারিয়া ইবনে আবু যায়েদা (র) যার থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন তিনি এই খালিদ নন।

٥٠٠(٢٩)- حدثنا محمد بن مبشر نا احمد بن سنان نا عبد الرحمن نا سفيان عن عبد الكريم الجزرى عَنْ عَطَاءٍ قَالَ لَيْسَ فِي الْقُبْلَةِ وُضُوْءٌ .

৫০০(২৯)। মুহাম্মাদ ইবনে মুবাশশির (র)... আতা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, চুমা দিলে উযু করার প্রয়োজন নেই।

٥٠١(٣٠)- حدثنا احمد بن شعيب بن صالح البخاري نا حامد بن سهل البخارى نا اسماعيل ابن موسى نا عيسى بن يونس عن معمر عن الزهرى عن ابى سلمة عن عروة عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ ثُمَّ يُصَلِّيْ وَلاَ يَتَوَضَّأَ هذَا خَطَأٌ مِّنْ وُجُوْهٍ .

৫০১(৩০)। আহ্‌মাদ ইবনে শুআয়েব ইবনে সালেহ আল-বুখারী (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ রোযা অবস্থায় চুমা দিতেন, তারপর নামায পড়তেন, কিন্তু উযু করতেন না। বিভিন্ন কারণে এই হাদীস ত্রুটিপূর্ণ।

٥٠٢(٣١)- حدثنا احمد بن عبد الله الوكيل نا الحسن بن عرفة ثنا هشيم عن الحجاج بن ارطاة عن عطاء عن ابن عباس والاعمش عن حبيب بن ابى ثابت عن سعيد بن جبير عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ كَانَ لاَ يَرٰى فِي الْقُبْلَةِ وُضُوْءًا .

৫০২(৩১)। আহ্‌মাদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-ওয়াকীল (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তার মতে চুমা দিলে উযু করতে হবে না।

٥٠٣(٣٢)- حدثنا ابن مبشر نا احمد بن سنان نا عبد الرحمن عن هشيم عن الاعمش عن حبيب بن ابى ثابت عن سعيد بن جبير عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَيْسَ فِى الْقُبْلَةِ وَضُوْءٌ صحيح .

৫০৩(৩২)। ইবনে মুবাশশির (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, চুমা দিলে উযু করতে হবে না। এটি সহীহ হাদীস।

٥٠٤(٣٣)- حدثنا عبد الله بن ابى داود نا سلمة بن شبيب وحوثرة بن محمد المنقرى ح وحدثنا الحسين بن اسماعيل نا على بن شعيب ويعقوب بن ابراهيم ومحمد بن عثمان بن كرامة قالوا نا ابو اسامة عن عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحى بن حبان عن عبد الرحمن الاعرج عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ افْتَقَدْتُّ النَّبِىَّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ مِّنَ الْفِرَاشِ فَالْتَمَسْتُهُ بِيَدِىْ فَوَقَعَتْ يَدِىْ عَلى قَدَمَيْهِ وَهُمَا مُنْتَصِبَانِ فَسِمْعَتُهُ يَقُوْلُ اَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ وَبِكَ مِنْكَ لاَ اَحْصِىْ مَدْحَتَكَ وَثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَتَ عَلى نَفْسِكَ . هٰذا لفظ ابن كرامة وَقَالَ ابْنُ اَبِىْ دَاوُدُ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ غَضَبِكَ تابعه عبدة بن سليمان عن عبيد الله وخالفهم وهيب ومعتمر وابن نمير فرووه عن عبيد الله وقالوا عن الاعرج عن عائشة ولم يذكروا ابا هريرة .

৫০৪(৩৩)। আবদুল্লাহ ইবনে আবু দাউদ (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক রাতে নবী ﷺ-কে বিছানায় খুঁজে পেলাম না। আমি হাত দিয়ে তাঁকে খোঁজতে গিয়ে আমার হাত তাঁর পদদ্বয়ের উপর পড়লো। তখন তাঁর পদদ্বয়ের পাতা খাড়া অবস্থায় ছিল এবং তিনি সিজদায় ছিলেন। আমি তাঁকে বলতে শোনলাম : "(হে আল্লাহ) আমি তোমার সন্তুষ্টির দ্বারা তোমার অসন্তুষ্টি থেকে পানাহ চাই, তোমার ক্ষমার দ্বারা তোমার শাস্তি থেকে পানাহ চাই, তোমার কাছে তোমার (আযাব) থেকে পানাহ চাই। তোমার প্রশংসা করে শেষ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তুমি তদ্রূপই যেমন তোমার প্রশংসা তুমি নিজে করেছো। মূল পাঠ রাবী ইবনে কারামার। ইবনে আবু দাউদের বর্ণনায় আছে : "তোমার ক্ষমার দ্বারা তোমার গযব থেকে পানাহ চাই"। আবদা ইবনে সুলায়মান (র) উবায়দুল্লাহ্‌র সূত্রে তার অনুকরণ করেছেন। উহাইব, মু'তামির ও ইবনে নুমায়ের (র) তাদের বিপরীত বর্ণনা করেছেন। তারা উবায়দুল্লাহ (র) থেকে আল-আ'রাজ-আয়েশা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন এবং তারা আবু হুরায়রা (রা)-র উল্লেখ করেননি।

٥٠٥(٣٤)- اخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا داود بن رشيد نا على بن هاشم نا حريث عن عامر عن مسروق عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رُبَّمَا اغْتَسَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْجَنَابَةِ وَلَمْ اغْتَسِلْ بَعْدُ فَجَائَنِىْ فَضَمَّمْتُهُ اِلَىَّ وَاَدْفَيْتُهُ .

৫০৫(৩৪)। আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল আযীয (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো কখনো সহবাস জনিত নাপাকির কারণে গোসল করতেন, কিন্তু আমি তারপরও গোসল করতাম না। তিনি আমার নিকট আসতেন এবং আমি তাঁকে আমার দেহের সাথে জড়িয়ে ধরে তাঁর ঠাণ্ডা দূর করতাম।

٥٤-بَابُ مَا رُوِيَ فِيْ لَمْسِ الْقُبُلِ وَالدُّبُرِ وَالذَّكَرِ وَالْحُكْمِ فِيْ ذٰلِكَ

৫৪-অনুচ্ছেদ ঃ নারীর যৌনাঙ্গ ও পশ্চাদ্দ্বার এবং পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করা সম্পর্কিত বর্ণনা এবং তার বিধান।

٥٠٦ (١)- حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز حدثنا الحكم بن موسى نا شعيب بن اسحاق اخبرنى هشام بن عروة عن ابيه ان مروان حدثه عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ وَكَانَتْ قَدْ صَحِبَتِ النَّبِيَّ ﷺ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اِذَا مَسَّ اَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلاَ يُصَلِّيَنَّ حَتّٰى يَتَوَضَّاَ قَالَ فَاَنْكَرَ ذٰلِكَ عُرْوَةُ فَسَاَلَ بُسْرَةَ فَصَدَّقَتْهُ بِمَا قَالَ . هذا صحيح تابعه ربيعة بن عثمان والمنذر بن عبد اللّٰه الحرامى وعنيسة بن عبد الواحد وحميد بن الاسود فرووه عن هشام هكذا عن ابيه عن مروان عن بسرة قال عروة فسالت بسرة بعد ذلك فصدقته .

৫০৬(১)। আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল আযীয (র)... সাফওয়ান-কন্যা বুসরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ-এর সাহচর্য লাভ করেছেন। নবী ﷺ বলেন : তোমাদের কেউ (উযু করার পর) নিজ লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে সে যেন (পুনরায়) উযু না করা পর্যন্ত নামায না পড়ে। রাবী বলেন, উরওয়া (র) বিষয়টি অস্বীকার করে বুসরা (রা)-কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি বিষয়টি সত্যায়ন করেন। হাদীসটি সহীহ। রবীআ ইবনে উসমান, আল-মুনযির ইবনে আবদুল্লাহ আল-হারামী, আনবাসা ইবনে আবদুল ওয়াহিদ, হুমাইদ ইবনুল আসওয়াদ প্রমুখ তার অনুসরণ করেছেন এবং তারা এই হাদীস হিশাম-তার পিতা-মারওয়ান-বুসরা (রা) সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। উরওয়া (র) বলেন, পরে আমি বুসরা (রা)-কে এ প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করলে তিনি তার সত্যতা স্বীকার করেন।

টীকা : ইমাম আবু হানীফা, সুফিয়ান সাওরী ও অধিকাংশ ফিক্হবিদের মতে যৌনাঙ্গ স্পর্শ করলে উযু নষ্ট হয় না। তাদের দলীল হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী, "এটা তোমার দেহের একটি টুকরা মাত্র" (আবু দাউদ, তাহারাত, বাব ৭০, নং ১৮২; তিরমিযী, তাহারাত, বাব ৬২, নং ৮৫; নাসাঈ, তাহারাত, বাব ১১৯, নং ১৬৫)। কিন্তু ইমাম শাফিঈ ও আহমাদের মতে যৌনাঙ্গ স্পর্শ করলে উযু নষ্ট হয়। তারা আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-র হাদীস নিজেদের মতের স্বপক্ষে গ্রহণ করেছেন। হানাফীদের মতে হাদীসটি মানসূখ অথবা মুস্তাহাব পর্যায়ের নির্দেশ জ্ঞাপক (অনুবাদক)।

٥٠٧ (٢)- حدثنا ابو بكر النيسابورى نا احمد بن منصور الرمادى نا يزيد بن ابى حكيم نا سفيان عن هشام بن عروة عن ابيه عن مروان عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّاْ وُضُوْءَهُ لِلصَّلاَةِ. صحيح .

৫০৭(২)। আবু বাক্র আন-নায়সাপুরী (র)... সাফওয়ান-কন্যা বুসরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি (উযু করার পর) নিজ লজ্জাস্থান স্পর্শ করে সে যেন (পুনরায়) নামাযের উযুর ন্যায় উযু করে। হাদীসটি সহীহ।

٥٠٨ (٣) - حدثنا الحسن بن احمد بن سعيد الرهاوى ثنا العباس بن عبيد الله بن يحى الرهاوى نا محمد بن يزيد بن سنان نا ابى عن هشام بن عروة عن ابيه عن مروان عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ وَكَانَتْ قَدْ صَحِبَتِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا مَسَّ اَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوْءَهُ لِلصَّلاَةِ .

৫০৮(৩)। আল-হাসান ইবনে আহ্‌মাদ ইবনে সাঈদ আর-রাহাবী (র)... বুসরা বিনতে সাফওয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহচর্য লাভ করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ (উযু করার পর) নিজ লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে সে যেন (পুনরায়) নামাযের উযুর ন্যায় উযু করে।

٥٠٩ (٤) - حدثنا محمد بن الحسن بن محمد النقاش نا احمد بن العباس بن موسى العدوى نا اسماعيل بن سعيد الكسائى نا سفيان عن هشام بن عروة عن ابيه عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيُعِدِ الْوُضُوْءَ .

৫০৯(৪)। মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান ইবনে মুহাম্মাদ আন-নাক্‌কাশ (র)... বুসরা বিনতে সাফওয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে ব্যক্তি (উযু করার পর) নিজের লজ্জাস্থান স্পর্শ করেছে, সে যেন পুনরায় উযু করে।

٥١٠ (٥) - حدثنا محمد بن مخلد نا عثمان بن معبد بن نوح نا اسحاق بن محمد الفروى نا عبد الله ابن عمر عن نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوْءَهُ لِلصَّلاَةِ .

৫১০(৫)। মুহাম্মাদ ইবনে মাখলাদ (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে ব্যক্তি (উযু করার পর) নিজের লজ্জাস্থান স্পর্শ করেছে, সে যেন (পুনরায়) নামাযের উযুর ন্যায় উযু করে।

٥١١ (٦) - حدثنا عثمان بن احمد الدقاق نا حسن بن سلام السواق نا عبد العزيز بن عبد الله الاويسى نا يزيد بن عبد الملك بن المغيرة النوفلى عن سعيد بن ابى سعيد المقبرى عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَفْضَى اَحَدُكُمْ بِيَدِهِ اِلَى فَرْجِهِ حَتَّى لاَ يَكُوْنَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ حِجَابٌ وَلاَ سِتْرٌ فَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوْءَهُ لِلصَّلاَةِ .

৫১১(৬)। উসমান ইবনে আহ্‌মাদ আদ-দাক্‌কাক (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ (উযু করার পর) তার ও তার লজ্জাস্থানের মাঝখানে প্রতিবন্ধক না থাকা অবস্থায় তা স্পর্শ করলে সে যেন (পুনরায়) নামাযের উযুর ন্যায় উযু করে।

٥١٢(٧)- حدثنا محمد بن اسماعيل الفارسى نا جعفر بن محمد القلانسى ح وحدثنا عبد الله بن محمد ابن ناصح بمصر نا محمد بن يزيد عن عبد الصمد قالا حدثنا سليمان بن عبد الرحمن نا اسماعيل ابن عياش نا هشام بن عروة عن ابيه عن مروان عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا مَسَّ الرَّجُلُ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ وَاِذَا مَسَّتِ الْمَرْاَةُ قُبُلَهَا فَلْتَتَوَضَّأْ .

৫১২(৭)। মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল আল-ফারিসী (র)... বুসরা বিনতে সাফওয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : কোন পুরুষলোক (উযু করার পর) নিজের লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে সে যেন (পুনরায়) উযু করে এবং কোন মহিলা (উযু করার পর) নিজের লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে সেও যেন (পুনরায়) উযু করে।

٥١٣(٨)- حدثنا الحسين بن اسماعيل نا ابو عتبة احمد بن الفرج نا بقية نا الزبيدى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَيُّمَا رَجُلٍ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ وَاَيُّمَا امْرَاَةٍ مَسَّتْ فَرْجَهَا فَلْتَتَوَضَّأْ .

৫১৩(৮)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি (উযু করার পর) নিজের লজ্জাস্থান স্পর্শ করেছে সে যেন পুনরায় উযু করে এবং যে মহিলা (উযু করার পর) নিজের লজ্জাস্থান স্পর্শ করেছে সেও যেন (পুনরায়) উযু করে (আহ্‌মাদ, বায়হাকী)।

٥١٤(٩)- حدثنا محمد بن مخلد نا حمزة بن العباس المروزى ح وحدثنا الحسين بن اسماعيل نا يحى بن معلى بن منصور قالا نا عتيق بن يعقوب حدثنى عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن حفص العمرى عن هشام بن عروة عن ابيه عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ يَمُسُّوْنَ فُرُوْجَهُمْ ثُمَّ يُصَلُّوْنَ وَلاَ يَتَوَضَّئُوْنَ قَالَتْ عَائِشَةُ بِاَبِىْ وَاُمِّىْ هٰذَا لِلرِّجَالِ اَفَرَاَيْتَ النِّسَاءِ قَالَ اِذَا مَسَّتْ اِحْدَاكُنَّ فَرْجَهَا فَلْتَتَوَضَّأْ لِلصَّلاَةِ عبد الرحمن العمرى ضعيف .

৫১৪(৯)। মুহাম্মাদ ইবনে মাখলাদ (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যারা (উযু করার পর) নিজেদের লজ্জাস্থান স্পর্শ করেছে, তারপর নামায পড়েছে কিন্তু (পুনরায়) উযু করেনি, তাদের জন্য পরিতাপ। আয়েশা (রা) বলেন, আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কোরবান হোক! এতো পুরুষদের বেলায়, মহিলাদের বেলায় আপনার মত কি? তিনি বলেন : তোমাদের (মহিলাদের) কেউ (উযু

করার পর) তার লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে সেও যেন (পুনরায়) নামাযের উযুর ন্যায় উযু করে। আবদুর রহমান আল-উমারী (র) হাদীসশাস্ত্রে দুর্বল।

٥١٥(١٠)- حدثنا احمد بن عبد الله بن محمد الوكيل نا على بن مسلم نا عبد الحميد بن جعفر عن هشام بن عروة عن ابيه عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰه ﷺ يَقُوْلُ مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ اَوْ اُنْثَيَيْهِ اَوْ رِفْغَيْهِ فَلْيَتَوَضَّأْ . كذا رواه عبد الحميد ابن جعفر عن هشام ووهم فى ذكر الانثيين والرفغ وادراجه ذلك فى حديث بسرة عن النبى ﷺ والمحفوظ ان ذلك من قول عروة غير مرفوع كذلك رواه الثقات عن هشام منهم ايوب السختيانى وحماد بن زيد وغيرهما .

৫১৫(১০)। আহ্‌মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ আল-ওয়াকীল (র)... বুসরা বিনতে সাফওয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি (উযু করার পর) নিজের লজ্জাস্থান অথবা অণ্ডকোষদ্বয় অথবা উভয় ঊরুসন্ধি স্পর্শ করেছে, সে যেন (পুনরায়) উযু করে।

এই হাদীস আবদুল হামীদ ইবনে জা'ফার (র) হিশামের সূত্রে এভাবে বর্ণনা করেছেন এবং 'অণ্ডকোষদ্বয় ও ঊরুসন্ধি'র উল্লেখ করার ক্ষেত্রে সন্দেহের শিকার হয়েছেন। নবী ﷺ থেকে বুসরা (রা) কর্তৃক বর্ণিত এ হাদীসে উপরোক্ত কথা রাবী কর্তৃক প্রক্ষিপ্ত (ইদরাজ) হয়েছে। নির্ভরযোগ্য কথা হলো, এটি উরওয়া (র)-এর উক্তি, মারফূ হাদীস নয়। এই হাদীস নির্ভরযোগ্য রাবীগণ হিশাম (র) থেকে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আইয়ুব আস-সাখতিয়ানী, হাম্মাদ ইবনে যায়েদ (র) প্রমুখ তাদের অন্তর্ভুক্ত।

٥١٦(١١)- حدثنا بذلك ابراهيم بن حماد حدثنا احمد بن عبيد الله العنبرى ح وحدثنا على بن عبد الله بن مبشر والحسين بن اسماعيل ومحمد بن محمود السراج قالوا نا ابو الاشعث قالا نا يزيد بن زريع نا ايوب عن هشام بن عروة عن ابيه عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ اَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُوْلَ اللّٰه ﷺ يَقُوْلُ مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ . قَالَ وَكَانَ عُرْوَةُ يَقُوْلُ اذا مَسَّ رِفْغَيْهِ اَوْ اُنْثَيَيْهِ اَوْ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ واللفظ لابى الاشعث. صحيح .

৫১৬(১১)। ইবরাহীম ইবনে হাম্মাদ (র)... বুসরা বিনতে সাফওয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন : যে ব্যক্তি নিজের লজ্জাস্থান স্পর্শ করেছে সে যেন (পুনরায়) উযু করে। হিশাম (র) বলেন, উরওয়া (র) বলতেন, 'কোন ব্যক্তি তার উভয় ঊরুসন্ধি অথবা অণ্ডকোষদ্বয় অথবা লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে সে যেন পুনরায় উযু করে'। হাদীসের মূল পাঠ আবুল আশ'আছ (র)-এর। হাদীসটি সহীহ।

٥١٧ (١٢)- حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز حدثنا خلف بن هشام نا حماد بن زيد عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ كَانَ اَبِيْ يَقُوْلُ اِذْ مَسَّ رِفْغَيْهِ اَوْ اُنْثَيَيْهِ اَوْ فَرْجَهُ فَلاَ يُصَلِّيْ حَتّٰى يَتَوَضَّاَ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ .

৫১৭(১২)। আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল আযীয (র)... হিশাম ইবনে উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা বলতেন, কোন ব্যক্তি নিজের উভয় উরুসন্ধি অথবা অণ্ডকোষদ্বয় অথবা লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে সে যেন (পুনরায়) উযু না করা পর্যন্ত নামায না পড়ে। এই হাদীসের সমস্ত রাবী নির্ভরযোগ্য।

٥١٨ (١٣)- حدثنا احمد بن محمد بن ابى الرجال نا ابو حميد المصيصى قال سمعت حجاجا يقول قال ابن جريج اخبرنى هشام بن عروة عن ابيه عن مروان عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ وَقَدْ كَانَتْ صَحِبَتِ النَّبِيَّ ﷺ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اِذَا مَسَّ اَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ اَوْ اُنْثَيَيْهِ فَلاَ يُصَلِّيْ حَتّٰى يَتَوَضَّاَ .

৫১৮(১৩)। আহ্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবুর রিজাল (র)... বুসরা বিনতে সাফওয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহচর্য লাভ করেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমাদের কেউ (উযু করার পর) নিজের লজ্জাস্থান অথবা অণ্ডকোষদ্বয় স্পর্শ করলে সে যেন (পুনরায়) উযু না করা পর্যন্ত নামায না পড়ে।

٥١٩ (١٤)- حدثنا اسماعيل بن يونس بن ياسين نا اسحاق بن ابى اسرائيل نا محمد بن جابر عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُمْ يُؤَسِّسُوْنَ مَسْجِدَ الْمَدِيْنَةِ قَالَ وَهُمْ يَنْقُلُوْنَ الْحِجَارَةَ قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلاَ نَنْقُلُ كَمَا يَنْقُلُوْنَ قَالَ لاَ وَلٰكِنْ اَخْلِطْ لَهُمُ الطِّيْنَ يَا اَخَا الْيَمَامَةِ فَاَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ فَجَعَلْتُ اَخْلِطُ لَهُمْ وَيَنْقُلُوْنَهُ .

৫১৯(১৪)। ইসমাঈল ইবনে ইউনুস ইবনে ইয়াসীন (র)... কায়েস ইবনে তালক (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এলাম, তখন তাঁরা মদীনার মসজিদের (নববীর) ভিত্তি স্থাপন করছিলেন। রাবী বলেন, তারা (সাহাবীগণ) পাথর বহন করে আনছিলেন। রাবী বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমিও কি তাদের মত পাথর বয়ে আনবো? তিনি বলেন : না, বরং হে ইয়ামামা (অঞ্চলের) ভ্রাতা! তুমি (পাথরের গাথনী দিতে) তাদের জন্য মাটি দিয়ে মসলা তৈরি করো। কারণ এ কাজটা তুমি অধিক ভালো জানো। অতএব আমি তাদের জন্য মাটির মসলা তৈরি করলাম এবং তারা তা তুলে নিতে থাকে।

٥٢٠ (١٥)- حدثنا ابو حامد محمد بن هارون نا اسحاق بن ابى اسرائيل نا محمد بن جابر عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَتَاهُ رَجُلٌ فَسَاَلَهُ عَنْ مَسِّ

الذكَرِ فَقَالَ انَّمَا هُوَ بُضْعَةٌ منْكَ . قال ابن ابى حاتم سألت ابى وابا زرعة عن حديث محمد بن جابر هذا فقالا قيس بن طلق ليس ممن يقوم به حجة ووهناه ولم يثبتاه .

৫২০(১৫)। আবু হামেদ মুহাম্মাদ ইবনে হারূন (র)... কায়েস ইবনে তালক (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তখন তাঁর নিকট এক ব্যক্তি এসে তাঁকে লজ্জাস্থান স্পর্শ করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। তিনি বলেন : "নিশ্চয়ই এটা তোমার দেহের একটা অংশ বৈ কিছু নয়"।

ইবনে আবু হাতেম (র) বলেন, আমি আমার পিতা ও আবু যুরআ (র)-কে এই মুহাম্মাদ ইবনে জাবের-এর হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তারা উভয় বলেন, কায়েস ইবনে তলকের হাদীস দলীলযোগ্য নয়। তারা উভয়ে তাকে তুচ্ছজ্ঞান করলেন এবং তাকে নির্ভরযোগ্য রাবী বলে বিবেচনা করেননি।

٥٢١ (١٦) - حدثنا محمد بن احمد بن عمرو بن عبد الخالق نا احمد بن محمد بن رشيدين نا سعيد ابن عفير نا الفضل بن المختار وكان من الصالحين وذكر من فضله عن الصلت بن دينار عن ابى عثمان النهدى عن عمر بن الخطاب وعن عبيد الله بن موهب عَنْ عِصْمَةَ ابْنِ مَالِكٍ الْخَطْمِىِّ وكَانَ منْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه انِّىْ احْتَكَكْتُ فِى الصَّلاَةِ فَاَصَابَتْ يَدِىْ فَرْجِىْ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ وَاَنَا اَفْعَلُ ذلكَ .

৫২১(১৬)। মুহাম্মাদ ইবনে আহ্‌মাদ ইবনে আমর ইবনে আবদুল খালেক (র)... ইসমা ইবনে মালেক আল-খাতমী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবী ছিলেন। এক ব্যক্তি বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি নামাযের মধ্যে আমার শরীর চুলকাই এবং তাতে আমার হাত আমার লজ্জাস্থানে লেগে যায়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আমিও তাই করি।

٥٢٢ (١٧) - حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا محمد بن زيا بن فروة البلدى ابو روح نا ملازم بن عمرو حدثنا عبد الله بن بدر عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ عَنْ اَبِيْهِ طَلْقِ بْنِ عَلِىٍّ قَالَ خَرَجْنَا وَافِداً الى نَبِىِّ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى قَدِمْنَا عَلَيْهِ فَبَايَعْنَاهُ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ فَجَاءَ رَجُلٌ كَانَّهُ بَدْوِىٌّ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا تَرى فِىْ مَسِّ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ فِى الصَّلاَةِ فَقَالَ وَهَلْ هِىَ الاَّ بُضْعَةٌ مِنْهُ اَوْ مَضْغَةٌ كَذَا قَالَ اَبُوْ رَوْحٍ .

৫২২(১৭)। আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল আযীয (র)... তালক ইবনে আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একটি প্রতিনিধি দল যাত্রা করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট পৌঁছলাম। আমরা তাঁর

Contents

হাতে বায়আত হলাম এবং তাঁর সাথে নামায পড়লাম। তখন তাঁর নিকট একটি লোক এলো, মনে হলো সে একজন বেদুঈন। সে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন ব্যক্তির নামাযরত অবস্থায় তার লজ্জাস্থান স্পর্শ করা সম্পর্কে আপনার মত কি? তিনি বলেন : এটা তার শরীরের একটা অংশ বৈ কিছু নয়। আবু রাওহ (র) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٥٢٣ (١٨)- حدثنا محمد بن هارون ابو حامد نا بندار نا عبد الملك بن الصباح ثنا عبد الحميد ابن جعفر عن ايوب بن محمد عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَاَلْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ مَسِّ الْفَرْجِ فَقَالَ بُضْعَةٌ مِّنْكَ ايوب مجهول .

৫২৩(১৮)। মুহাম্মাদ ইবনে হারূন আবু হামেদ (র)... কায়েস ইবনে তালক (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট লজ্জাস্থান স্পর্শ করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন : এটা তোমার শরীরের একটা অংশ। আইয়ুব (র) অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি।

٥٢٤ (١٩)- حدثنا محمد بن الحسن النقاش نا عبد الله بن يحى القاضى السرخى نا رَجَاءُ بْنُ مَرْجَاءِ الْحَافِظُ قَالَ اجْتَمَعْنَا فِىْ مَسْجِدِ الْخَيْفِ اَنَا وَاَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَعَلِيُّ بْنُ الْمَدِيْنِىْ وَيَحْىَ بْنُ مُعِيْنٍ فَتَنَاظَرُوْا فِىْ مَسِّ الذَّكَرِ فَقَالَ يَحْى يَتَوَضَّأُ مِنْهُ وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِيْنِىْ بِقَوْلِ الْكُوْفِيِّيْنِ وَتَقَلَّدَ قَوْلَهُمْ وَاحْتَجَّ يَحْىَ بْنُ مُعِيْنٍ بِحَدِيْثِ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ وَاحْتَجَّ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِيْنِىْ بِحَدِيْثِ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ وَقَالَ لِيَحْى كَيْفَ نَتَقَلَّدُ اِسْنَادَ بُسْرَةَ وَمَرْوَانُ اَرْسَلَ شُرْطِيًّا حَتّٰى رَدَّ جَوَابَهَا اِلَيْهِ فَقَالَ يَحْى وَقَدْ اَكْثَرَ فِى النَّاسِ فِىْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ وَلاَ يُحْتَجُّ بِحَدِيْثِهِ فَقَالَ اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ كِلاَ الاَمْرَيْنِ عَلِيٌّ مَا قُلْتُمَا فَقَالَ يَحْى مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ تَوَضَّاَ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ . فَقَالَ عَلِيٌّ كَانَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ يَقُوْلُ لاَ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ وَاِنَّمَا هُوَ بُضْعَةٌ مِّنْ جَسَدِكَ . فَقَالَ يَحْى عَنْ مِّنْ قَالَ سُفْيَانُ عَنْ اَبِىْ قَيْسٍ عَنْ هُزَيْلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ وَاِذَا اجْتَمَعَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ وَابْنُ عُمَرَ وَاخْتَلَفَا فَابْنُ مَسْعُوْدٍ اَوْلٰى اَنْ يُّتَّبَعَ فَقَالَ لَهُ اَحْمَدُ نَعَمْ وَلٰكِنْ اَبُوْ قَيْسٍ لاَ يُحْتَجُّ بِحَدِيْثِهِ فَقَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ نُعَيْمٍ ثَنَا مِسْعَرُ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ مَا اُبَالِىْ مَسِسْتُهُ اَوْ اَنْفِىْ فَقَالَ اَحْمَدُ عَمَّارٌ وَابْنُ عُمَرَ اِسْتَوَيَا فَمَنْ شَاءَ اَخَذَ بِهٰذَا وَمَنْ شَاءَ اَخَذَ بِهٰذَا .

৫২৪(১৯)। মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আন-নাক্কাশ (র)... রাজা' ইবনে মরজা আল-হাফেজ (র) বলেন, আমি, আহ্মাদ ইবনে হাম্বল, আলী ইবনুল মাদীনী ও ইয়াহ্ইয়া ইবনে মুঈন (র) মসজিদুল খায়ফে (মিনায়) একত্র হলাম। তারা লজ্জাস্থান স্পর্শ করা সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হলেন। ইয়াহ্ইয়া (র) বলেন, তাতে উযু করতে হবে। আলী ইবনুল মাদীনী (র) কুফার ফকীহগণের (হানাফী) উক্তি উল্লেখ করে তাদের অনুসরণ করার কথা বলেন। ইয়াহ্ইয়া ইবনে মুঈন (র) বলেন, বুসরা বিনতে সাফওয়ান (র)-র হাদীস থাকতে তা আমরা কিভাবে অনুসরণ করতে পারি? আর আলী ইবনুল মাদীনী (র) কায়েস ইবনে তালকের হাদীস (দলীল হিসাবে) পেশ করেন এবং ইয়াহ্ইয়া (র)-কে বলেন, আমরা কিভাবে বুসরা (র)-র হাদীসের অনুসরণ করতে পারি? কেননা মারওয়ান (র) এ সম্পর্কে জানার জন্য তার নিকট একজন পুলিশ পাঠিয়েছিলেন। বুসরা (রা) এ সম্পর্কে কোন কিছু না বলে সেই পুলিশকে কায়েস ইবনে তালকের নিকট পাঠিয়ে দেন। ইয়াহ্ইয়া ইবনে মুঈন বলেন, অধিকাংশ লোক কায়েস ইবনে তালকের হাদীস অনুসরণ করে। কিন্তু তার হাদীস দলীলযোগ্য নয়। আহ্মাদ ইবনে হাম্বল (র) বলেন, উভয় বিষয়ে আপনারা যেমন বলেছেন তেমনই। ইয়াহ্ইয়া (র) মালেক-নাফে-ইবনে উমার (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, 'তিনি লজ্জাস্থান স্পর্শ করার কারণে উযু করেছেন'। আলী ইবনুল মাদীনী (র) বলেন, ইবনে মাসউদ (রা) বলতেন, 'লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে উযু করতে হবে না। এটা তোমার শরীরের একটি অংশমাত্র'। ইয়াহ্ইয়া (র) বলেন, তা কার সূত্রে বর্ণিত? তিনি বলেন, সুফিয়ান-আবু কায়েস-হুযাইল-আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত। আর ইবনে মাসউদ (র) ও ইবনে উমার (রা)-এর মধ্যে মতানৈক্য হলে ইবনে মাসউদ (রা)-কেই অনুসরণ করা উত্তম। আহ্মাদ ইবনে হাম্বল (রা) তাকে বলেন, হাঁ, কিন্তু আবু কায়েস (রা)-এর হাদীস দলীলযোগ্য নয়। তিনি আরো বলেন, আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন আবু নুআয়ম-মিসআর- উমায়ের ইবনে সাঈদ-আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা) সূত্রে, তিনি বলেন, 'আমি লজ্জাস্থান ও আমার নাক স্পর্শ করার মধ্যে কোন পার্থক্য দেখি না'। আহ্মাদ ইবনে হাম্বল (র) বলেন, আম্মার (রা) ও ইবনে উমার (রা) উভয়ে একই পর্যায়ভুক্ত। কেউ ইচ্ছা করলে এটিও গ্রহণ করতে পারে। আবার কেউ ইচ্ছা করলে ওটিও গ্রহণ করতে পারে।

٥٢٥ (٢٠) - حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا ابو الربيع نا اسماعيل بن زكريا نا حصين عن شقيق قال قَالَ حُذَيْفَةُ مَا اُبَالِـي مَسِسْتُ ذَكَرِيْ اَوْ مَسِسْتُ اُنْفِيْ اَوْ اُذُنِيْ وَاَنَا فِي الصَّلَاةِ .

৫২৫(২০)। আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল আযীয (র)... শাকীক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুযায়ফা (রা) বলেছেন, নামাযরত অবস্থায় আমি আমার লজ্জাস্থান স্পর্শ করলাম, না আমার নাক স্পর্শ করলাম অথবা আমার কান স্পর্শ করলাম তাতে কোন বালাই নেই।

٥٢٦ (٢١) - حدثنا ابو محمد بن صاعد ثنا ابو حصين عبد الله بن احمد بن يونس نا عبثر عن حصين عن سعد بن عبيدة عَنْ اَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمنِ قَالَ قَالَ حُذَيْفَةُ مَا اُبَالِيْ مَسِسْتُ ذَكَرِيْ فِي الصَّلَاةِ اَوْ مَسِسْتُ اُذُنِيْ .

৫২৬(২১)। আবু মুহাম্মাদ ইবনে সায়েদ (র)... আবু আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুযায়ফা (রা) বলেছেন, আমি নামাযরত অবস্থায় আমার লজ্জাস্থান স্পর্শ করলাম অথবা আমার কান স্পর্শ করলাম তাতে কোন বালাই নেই।

٥٥-بَابُ مَا رُوِىَ فِىْ مَسِّ الابِطِ

৫৫-অনুচ্ছেদ : বগল স্পর্শ করা সম্পর্কিত বর্ণনা।

٥٢٧(١)-حدثنا ابو روق احمد بن محمد بن بكر نا احمد بن روح نا سفيان قال سمعناه من عمرو يحدثه عن الزهرى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ سُئِلَ عُمَرُ عَنْ مَسِّ الابِطِ فَقَالَ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ.

৫২৭(১)। আবু রাওক আহ্‌মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে বাক্‌র (র)... উবায়দুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার (রা)-এর নিকট বগল স্পর্শ করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, তা স্পর্শ করলে উযু করতে হবে।

٥٢٨(٢)- حدثنا يعقوب بن ابراهيم نا الحسن بن عرفة نا خلف بن خليفة عن ليث بن ابى سليم عن مجاهد عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اِذَا تَوَضَّأَ الرَّجُلُ وَمَسَّ اِبِطَهُ اَعَادَ الْوُضُوْءَ . قَالَ وَنَا خلف بن خليفة عن ابى سنان عن سعيد بن جبير عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ اِعَادَةٌ .

৫২৮(২)। ইয়া'কূব ইবনে ইবরাহীম (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন ব্যক্তি উযু করার পর নিজ বগল স্পর্শ করলে তাকে পুনরায় উযু করতে হবে। খালাফ ইবনে খালীফা-আবু সিনান-সাঈদ ইবনে জুবাইর-ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, তাকে পুনরায় উযু করতে হবে না।

٥٢٩(٣)- حدثنا لحسين بن اسماعيل نا الحسن بن يحى نا عبد الرزاق انا ابن جريج اخبرنى عمرو بن دينار عن ابن شهاب عن عبيد اللّٰه بن عبد اللّٰه بن عتبة عَنْ عُمَرَ ابْنِ الْخَطَّابِ قَالَ اِذَا مَسَّ الرَّجُلُ اِبِطَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ .

৫২৯(৩)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন ব্যক্তি (উযু করার পর) নিজের বগল স্পর্শ করলে, সে যেন পুনরায় উযু করে।

٥٣٠(٤)- وحدثنا ابو سعيد الاصطخرى حدثنا حمدان بن على نا مسلم نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ وَذُكِرَ مَسُّ الابِطِ عِنْدَ اَيُّوْبَ فَقَالَ رُبَّ اِبِطٍ يَنْبَغِىْ اَنْ يَّغْتَسِلَ مِنْهُ .

৫৩০(৪)। আবূ সাঈদ আল-ইসতাখরী (র)... হাম্মাদ ইবনে যায়েদ (র) বলেন, আইয়ুব (র)-এর নিকট বগল স্পর্শ করার বিষয়ে আলোচনা করা হলে তিনি বলেন, তাতে গোসল (উযু) করা উচিৎ।

٥٦-بَابُ فِي الْوُضُوْءِ مِنَ الْخَارِجِ مِنَ الْبَدَنِ كَالرُّعَافِ وَالْقَيْءِ وَالْحَجَامَةِ وَنَحْوِهِ

৫৬-অনুচ্ছেদ : দেহের অভ্যন্তর ভাগ থেকে, যেমন নাক দিয়ে রক্ত নিঃসরণ, বমন, রক্তমোক্ষণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে উযু করা সম্পর্কে।

٥٣١(١)- حدثنا ابو محمد بن صاعد نا ابراهيم بن منقد الخولانى بمصر نا ادريس بن يحى الخولانى ابو عمرو المصرى نا الفضل بن المختار نا ابن ابى ذئب عن شعبة مولى ابن عباس عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَلْوُضُوْءُ مِمَّا يَخْرُجُ وَلَيْسَ مِمَّا يَدْخُلُ .

৫৩১(১)। আবু মুহাম্মাদ ইবনে সায়েদ (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : দেহের অভ্যন্তরভাগ থেকে কোন কিছু নির্গত হলে উযু করতে হবে, কিন্তু দেহে কিছু প্রবেশ করালে উযু করতে হবে না (বায়হাকী, তাবারানী)।

٥٣٢(٢)- حدثنا ابو سهل بن زياد نا صالح بن مقاتل ثنا ابى ثنا سليمان بن داود ابو ايوب عن حميد عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اِحْتَجَمَ فَصَلّٰى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَلَمْ يَزِدْ عَلٰى غُسْلِ مُحَاجَمِهِ . حديث رفعه ابن ابى العشرين ووقفه ابو المغيرة عن الاوزاعى وهو الصواب .

৫৩২(২)। আবু সাহ্‌ল ইবনে যিয়াদ (র)... আনাস (র) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ রক্তমোক্ষণ করালেন, অতঃপর নামায পড়লেন, কিন্তু উযু করেননি এবং রক্তমোক্ষণের স্থান ধৌত করার অতিরিক্তও কিছু করেননি। ইবনে আবুল ইশরীন (র) এই হাদীস মারফূরূপে এবং আবু মুগীরা (র) আল-আওযাঈর সূত্রে মাওকূফরূপে বর্ণনা করেছেন এবং এই শেষোক্ত সূত্রই যথার্থ।

٥٣٣(٣)- حدثنا محمد بن صاعد نا احمد بن منصور ومحمد بن عوف وابو امية الطرسوسى ح وحدثنا جعفر بن محمد بن نصير نا الحسن بن على المعمرى قالوا نا هشام بن عمار نا عبد الحميد بن حبيب بن ابى العشرين نا الاوزاعى عن عبد الواحد بن قيس عن نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اذَا تَوَضَّأَ عَرَكَ عَارِضَيْهِ بَعْضَ الْعَرَاكِ وَشَبَّكَ لِحْيَتَهُ بِاَصَابِعِهِ مِنْ تَحْتِهَا .

৫৩৩(৩)। আবু মুহাম্মাদ ইবনে সায়েদ (র)... ইবনে উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ উযু করাকালে তাঁর কপালের দুই পাশ আস্তে আস্তে মলতেন এবং হাতের আঙ্গুল দ্বারা নিচের দিক থেকে দাড়ি খিলাল করতেন (ইবনে মাজা, নং ৪৩২)।

٥٣٤(٤)- حدثنا اسماعيل بن محمد الصفار نا ابراهيم بن هانى نا ابو المغيرة ثنا الاوزاعى عن عبد الواحد بن قيس عَنْ نَافِعٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ اِذَا تَوَضَّأَ يَعْرُكُ عَارِضَيْهِ وَيُشَبِّكُ لِحْيَتَهُ بِاَصَابِعِهِ اَحْيَانًا وَيَتْرُكُ اَحْيَانًا . موقوف وهو الصواب .

৫৩৪(৪)। ইসমাঈল ইবনে মুহাম্মাদ আস-সাফ্ফার (র)... নাফে' (র) থেকে বর্ণিত। ইবনে উমার (রা) উযু করার সময় দাঁত মাজতেন, তার কপালের দুই পাশ মলতেন এবং কখনো কখনো তার আঙ্গুলগুলো দিয়ে দাড়ি খিলাল করতেন, আবার কখনো তা করতেন না। এটি মাওকূফ হাদীস এবং এটাই সঠিক।

٥٣٥(٥)- حدثنا جعفر نا المعمرى نا داود بن رشيد نا عبد الله بن كثير بن ميمون عن الاوزاعى عن عبد الواحد بن قيس حدثنى قتادة ويزيد الرقاشى عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰه ﷺ كَانَ اِذَا تَوَضَّأَ عَرَكَ عَارِضَيْهِ بَعْضَ الْعَرْكِ وَشَبَّكَ لِحْيَتَهُ بِاَصَابِعِهِ .

৫৩৫(৫)। জা'ফার (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ উযু করার সময় তার কপালের দুই পাশ হালকাভাবে মলতেন এবং আঙ্গুলগুলো দিয়ে দাড়ি খিলাল করতেন।

٥٣٦(٦)- حدثنا جعفر نا المعمرى نا عمران بن ابى جميل نا اسماعيل بن عبد الله بن سماعة ثنا الاوزاعى حدثنى عبد الواحد بن قيس عَنْ قَتَادَةَ وَيَزِيْدَ الرَّقَاشِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰه ﷺ كَانَ اِذَا تَوَضَّأَ مِثْلَهُ وكَذٰلِكَ رَوَاهُ الْوَلِيْدُ عَنِ الاَوْزَاعِيِّ بِهٰذَا الاِسْنَادِ مُرْسَلاً اَيْضًا .

৫৩৬(৬)। জা'ফার (র)... কাতাদা ও ইয়াযীদ আর-রুকাশী (র) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন উযু করতেন... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। এভাবেই আল-ওয়ালীদ (র)-ও আল-আওযাঈ (র) থেকে এই সূত্রে উপরোক্ত হাদীস মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন।

٥٣٧(٧)- حدثنا اسماعيل بن محمد الصفار نا ابراهيم بن هانئ نا ابو المغيرة ثنا الاوزاعى حدثنى عبد الواحد بن قيس عَنْ يَزِيْدَ الرَّقَاشِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ وَالْمُرْسَلُ هُوَ الصَّوَابُ .

৫৩৭(৭)। ইসমাঈল ইবনে মুহাম্মাদ আস-সাফ্ফার (র)... ইয়াযীদ আর-রুকাশী (র)... নবী ﷺ থেকে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত। এই সনদেও হাদীসটি মুরসাল এবং এটাই সঠিক।

٥٣٨(٨)- حدثنا محمد بن احمد بن عمرو بن عبد الخالق نا ابو علاثة محمد بن عمرو بن خالد نا ابى نا ابن سلمة عن ابن ارقم عن عطاء عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه

ﷺ اِذَا رَعَفَ اَحَدُكُمْ فِىْ صَلاَتِهِ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَغْسِلْ عَنْهُ الدَّمَ ثُمَّ لِيُعِدْ وُضُوْءَهُ وَيَسْتَقْبِلْ صَلاَتَهُ . سليمان بن ارقم متروك .

৫৩৮(৮)। মুহাম্মাদ ইবনে আহ্‌মাদ ইবনে আমর ইবনে আবদুল খালেক (র)... ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : নামাযরত অবস্থায় তোমাদের কারো নাক দিয়ে রক্ত প্রবাহিত হলে সে যেন বের হয়ে গিয়ে রক্ত ধৌত করে এবং পুনরায় উযু করে, তারপর নামায পড়ে। সুলায়মান ইবনে আরকাম প্রত্যাখ্যাত রাবী।

٥٣٩ (٩)- حدثنا ابن الصواف نا حامد نا سريج نا على بن ثابت عن نعيم بن الصمصم عَنِ الضَّحَاكِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ الْبَحْرُ مَاءٌ طَهُوْرٌ لِلْمَلاَئِكَةِ اِذَا نَزَلُوْا تَوَضَّئُوْا وَاِذَا صَعِدُوْا تَوَضَّئُوْا .

৫৩৯(৯)। ইবনুস সাওয়াফ (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সমুদ্রের পানি ফেরেশতাদের জন্য পবিত্র। তারা (পৃথিবীতে) অবতরণ করলে উযু করেন এবং (উর্ধ জগতে) উঠে যেতেও উযু করেন।

٥٤٠ (١٠)- حدثنا الحسين بن اسماعيل والقاسم اخوه قالا حدثنا يوسف بن موسى نا جرير عن عاصم بن سليمان الاحول عن عيسى بن حطان عن مسلم بن سلام عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ الْحَنَفِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا فَسَا اَحَدُكُمْ فِى الصَّلاَةِ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيُعِدْ صَلاَتَهُ .

৫৪০(১০)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... আলী ইবনে তলক আল-হানাফী (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ নামাযরত অবস্থায় বায়ু নিঃসরণ করলে সে যেন বের হয়ে গিয়ে উযু করে এবং পুনরায় নামায পড়ে (আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ)।

٥٤١ (١١)- حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قراءة عليه وانا اسمع ان داود بن رشيد حدثهم نا اسماعيل بن عياش حدثنى عبد الملك بن عبد العزيز بن جرير عن ابيه وعن عبد الله بن ابى مليكة عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا قَاءَ اَحَدُكُمْ فِىْ صَلاَتِهِ اَوْ قَلَسَ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى مَا مَضَى مِنْ صَلاَتِهِ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ . قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ فَاِنْ تَكَلَّمَ اِسْتَاْنَفَ .

৫৪১(১১)। আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল আযীয (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমাদের কেউ নামাযরত অবস্থায় বমি করলে অথবা (পেট থেকে) খাদ্য বা পানীয় তার

মুখে এসে গেলে সে যেন বের হয়ে গিয়ে উযু করে, তারপর অবশিষ্ট নামায পড়ে, যদি সে কথাবার্তা না বলে থাকে। ইবনে জুরাইজ (র) বলেন, সে যদি কথা বলে থাকে তাহলে পুনরায় নতুন করে নামায পড়বে (ইবনে মাজা)।

টীকা : অর্থাৎ নামাযের যতটুকু পড়া হয়েছে তার পরের অবশিষ্ট নামায পড়বে। যেমন রুকূতে যেতে নিচু হওয়ার সময় উযু ছুটে গেছে। এই অবস্থায় উযু করে ফিরে এসে ঐ রুকূ থেকে নামায শুরু করবে, নামাযের প্রথম থেকে পড়ার প্রয়োজন নেই। তবে উযু করতে এসে কথাবার্তা বললে শুরু থেকেই পূর্ণ নামায পড়তে হবে (অনুবাদক)।

٥٤٢(١٢)- حدثنا ابو عبد الله الحسين بن اسماعيل ثنا العباس بن عبد الله الترقفى نا محمد بن المبارك نا اسماعيل بن عياش حَدَّثَنِى ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اذَا قَاءَ اَحَدُكُمْ فِىْ صَلاَتِهِ اَوْ قَلَسَ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيَبْنِ عَلى صَلاَتِهِ مَالَمْ يَتَكَلَّمْ . قال ابن جريج وحدثنى ابن ابى مليكة عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ .

৫৪২(১২)। আবু আবদুল্লাহ আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... ইবনে জুরাইজ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ নামাযরত অবস্থায় বমি করলে অথবা বমনোদ্রেক হয়ে মুখ পর্যন্ত চলে এলে সে যেন বের হয়ে গিয়ে উযু করে এবং অবশিষ্ট নামায পড়ে, যদি কথাবার্তা না বলে থাকে। ইবনে জুরাইজ বলেন, ইবনে আবু মুলাইকা (র) আয়েশা (রা)-নবী ﷺ সূত্রে আমার নিকট পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٥٤٣(١٣)- حدثنا ابو بكر النيسابورى نا محمد بن يحى نا محمد بن الصباح نا اسماعيل بن عياش بِهٰذَيْنِ الاِسْنَادَيْنِ جَمِيْعًا نَحْوَهُ .

৫৪৩(১৩)। আবু বাক্‌র আন-নায়সাপুরী (র)... ইসমাঈল ইবনে আইয়াশ (র) থেকে এই দুই সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

٥٤٤(١٤)- حدثنا محمد بن سهل بن الفضل الكاتب نا على بن زيد الفرائضى نا الربيع بن نافع عن اسماعيل بن عياش عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَلَسَ وَقَاءَ اَوْ رَعَفَ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيُتِمَّ عَلى صَلاَتِه .

৫৪৪(১৪)। মুহাম্মাদ ইবনে সাহ্‌ল ইবনুল ফাদল আল-কাতেব (র)... ইবনে জুরাইজ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন ব্যক্তির (নামাযের মধ্যে) বমনোদ্রেক হয়ে মুখে চলে এলে অথবা বমি করলে অথবা নাক দিয়ে রক্ত প্রবাহিত হলে সে যেন (নামায ছেড়ে দিয়ে) চলে গিয়ে উযু করে এবং অবশিষ্ট নামায আদায় করে।

٥٤٥(١٥)- حدثنا محمد بن سهل نا على بن زيد نا الربيع بن نافع عن اسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن ابن ابى مليكة عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ .

৫৪৫(১৫)। মুহাম্মাদ ইবনে সাহ্‌ল (র)... আয়েশা (রা) থেকে নবী ﷺ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

٥٤٦(١٦)- حدثنا محمد بن سهل نا على بن زيد الفرائضى نا الربيع بن نافع عن اسماعيل ابن عياش عن عباد بن كثير وعطاء بن عجلان عن ابن ابى مليكة عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ . عباد ابن كثير وعطاء بن عجلان ضعيفان كذا رواه اسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن ابن ابى مليكة عَنْ عَائِشَةَ وتابعه سليمان بن ارقم وهو متروك الحديث واصحاب ابن جريج الحفاظ عنه يروونه عن ابن جريج عَنْ اَبِيْهِ مُرْسَلاً والله اعلم .

৫৪৬(১৬)। মুহাম্মাদ ইবনে সাহ্‌ল... আয়েশা (রা) থেকে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত। আব্বাদ ইবনে কাছীর ও আতা ইবনে আজলান (র) উভয়ে হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল। এই হাদীস ইসমাঈল ইবনে আইয়াশ (র) ইবনে জুরাইজ-ইবনে আবু মুলায়কা-আয়েশা (রা) সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেন। সুলায়মান ইবনে আরকাম (র) তার অনুসরণ করেছেন এবং তিনি প্রত্যাখ্যাত রাবী। ইবনে জুরায়জের হাফেজ সাথীগণ তার থেকে এবং তিনি তার পিতা থেকে উক্ত হাদীস মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ্‌ সর্বাধিক জ্ঞাত।

٥٤٧(١٧)- حدثنا محمد بن سليمان النعمان والحسين بن اسماعيل القاضى قالا نا ابو عتبة احمد ابن الفرج نا محمد بن حمير نا سليمان بن ارقم عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا رَعَفَ اَحَدُكُمْ فِىْ صَلاَتِهِ اَوْ قَلَسَ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيَرْجِعْ فَلْيَتِمَّ صَلاَتَهُ عَلٰى مَا مَضٰى مِنْهَا مَالَمْ يَتَكَلَّمْ . وحدثنى ابن جريج عن ابن ابى مليكة عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَ ذٰلِكَ .

৫৪৭(১৭)। মুহাম্মাদ ইবনে সুলায়মান আন-নু'মান (র)... ইবনে জুরাইজ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : নামাযরত অবস্থায় তোমাদের কারো নাক দিয়ে রক্ত বের হলে অথবা বমনোদ্রেক হয়ে মুখে চলে এলে সে যেন (নামায ছেড়ে দিয়ে) বাইরে গিয়ে উযু করে এবং ফিরে এসে অবশিষ্ট নামায পূর্ণ করে, যদি না কথাবার্তা বলে থাকে। ইবনে জুরাইজ-ইবনে আবু মুলায়কা-আয়েশা (রা)-নবী ﷺ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

٥٤٨(١٨)- حدثنا ابو بكر النيسابورى ثنا محمد بن يحى وابراهيم بن هانئ قالا نا ابو عاصم ح وحدثنا ابو بكر النيسابورى نا محمد بن يزيد بن طيفور وابراهيم بن مرزوق قالا حدثنا محمد ابن عبد الله الانصارى ح وحدثنا ابو بكر النيسابورى نا ابو الازهر والحسن بن يحى قالا حدثنا عبد الرزاق كلهم عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا

قَاءَ اَحَدُكُمْ اَوْ قَلَسَ اَوْ وَجَدَ مَذْيًا وَهُوَ فِى الصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيَرْجِعْ فَلْيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ مَالَمْ يَتَكَلَّمْ . قال لنا ابو بكر سمعت محمد بن يحى يقول هذا هو الصحيح عن ابن جريج وهو مرسل واما حديث ابن جريج عن ابن ابى مليكة عن عائشة الذى يرويه اسماعيل بن عياش فَلَيْسَ بِشَىْءٍ .

৫৪৮(১৮)। আবু বাক্‌র আন-নায়সাপুরী (র)... ইবনে জুরাইজ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ নামাযরত অবস্থায় বমি করলে অথবা তার বমনোদ্রেক হয়ে মুখে চলে এলে অথবা বীর্যরস নির্গত হলে সে যেন বাইরে গিয়ে উযু করে এবং ফিরে এসে অবশিষ্ট নামায পূর্ণ করে, যদি কোন কথা না বলে থাকে।

আবু বাক্‌র (র) আমাদের বলেছেন, আমি মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহ্‌ইয়া (র)-কে বলতে শুনেছি। ইবনে জুরাইজ (র) থেকে এই বর্ণনাই সহীহ। তবে এটি মুরসাল হাদীস। আর ইবনে জুরাইজ-ইবনে আবু মুলায়কা-আয়েশা (রা) সূত্রে ইসমাঈল ইবনে আয়্যাশ (র) বর্ণিত হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

٥٤٩(١٩)- حدثنا محمد بن اسماعيل الفارسى وعثمان بن احمد الدقاق قالا نا يحى بن ابى طالب نا عبد الوهاب انا ابن جريج عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ وَجَدَ رُعَافًا اَوْ قَيْئًا اَوْ مَذْيًا اَوْ قَلَسًا فَلْيَتَوَضَّأْ ثُمَّ لِيُتِمَّ عَلَى مَا مَضَى مَا بَقِىَ وَهُوَ مَعَ ذٰلِكَ يَتَّقِى اَنْ يَّتَكَلَّمَ .

৫৪৯(১৯)। মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল আল-ফারিসী (র) ও উসমান ইবনে আহ্‌মাদ আদ-দাক্‌কাক (র)... ইবনে জুরাইজ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : (নামাযরত অবস্থায়) কারো নাক দিয়ে রক্ত বের হলে অথবা বমি হলে অথবা বীর্যরস বের হলে অথবা বমনোদ্রেক হয়ে কণ্ঠনালীতে চলে এলে সে যেন উযু করে, তারপর অবশিষ্ট নামায পূর্ণ করে। এই অবস্থায় সে কথাবার্তা বলা থেকে বিরত থাকবে।

٥٥٠(٢٠)- حدثنا احمد بن محمد بن سعيد حدثنا احمد بن عبد الرحمن بن سراج والحسن بن على بن بزيع قالا نا حفص الفراء ثنا سوار بن مصعب عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِىٍّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْقَلَسُ حَدَثٌ . سوار متروك ولم يروه عن زيد غيره .

৫৫০(২০)। আহ্‌মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে সাঈদ (র)... যায়েদ ইবনে আলী (র) থেকে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : খাদ্য বা পানীয় পেট থেকে মুখে উঠে আসা (উযু) নষ্ট হওয়ার কারণ। রাবী সাওয়ার প্রত্যাখ্যাত। তিনি (সাওয়ার) ব্যতীত অন্য কেউ যায়েদ থেকে এই হাদীস বর্ণনা করেননি।

٥٥١(٢١)- حدثنا يزيد بن الحسين بن يزيد البزاز نا محمد بن اسماعيل الحسانی نا وكيع نا علی بن صالح واسرائيل عن ابی اسحاق عن عاصم عَنْ عَلِیٍّ قَالَ اِذَا وَجَدَ اَحَدُكُمْ فِیْ بَطْنِهٖ رِزَءًا اَوْ قَيْئًا اَوْ رُعَافًا فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ ثُمَّ لِيَبْنِ عَلٰی صَلاَتِهٖ مَالَمْ يَتَكَلَّمْ .

৫৫১(২১)। ইয়াযীদ ইবনুল হুসাইন ইবনে ইয়াযীদ আল-বাযযায (র)... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের কেউ (নামাযরত অবস্থায়) তার পেটের মধ্যে বাতাসের বুদ্‌বুদ শব্দ অনুভব করলে অথবা সে বমি করলে অথবা তার নাক দিয়ে রক্ত বের হলে সে যেন (নামায থেকে) বাইরে গিয়ে উযু করে, তারপর পূর্বের নামাযের অবশিষ্ট অংশ পড়ে যদি না কথাবার্তা বলে থাকে।

٥٥٢(٢٢)- حدثنا ابو بكر النيسابوری نا الزعفرانی نا شبابة نا يونس بن ابی اسحاق عن ابی اسحاق عن عاصم بن ضمرة والحارث عَنْ عَلِیٍّ قَالَ اِذَا اَمَّ الرَّجُلُ الْقَوْمَ فَوَجَدَ فِیْ بَطْنِهٖ رِزَاءً اَوْ رُعَافًا اَوْ قَيْئًا فَلْيَضَعْ ثَوْبَهُ عَلٰی اَنْفِهٖ وَلْيَاْخُذْ بِيَدِ رَجُلٍ مِّنَ الْقَوْمِ فَلْيُقَدِّمْهُ الحديث .

৫৫২(২২)। আবু বাক্‌র আন-নায়সাপুরী (র)... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন ব্যক্তি যদি লোকজনের নামাযে ইমামতি করে এবং এই অবস্থায় তার পেটে বুদবুদ শব্দ অনুভব করে অথবা তার নাক দিয়ে রক্ত বের হয় অথবা বমি করে, তাহলে সে যেন তার নাকের উপর কাপড় দিয়ে একজন মুসল্লীর হাত ধরে তাকে নিজের স্থানে দাঁড় করিয়ে দেয়, আল-হাদীস।

٥٥٣(٢٣)- حدثنا القاضی الحسين بن اسماعيل نا احمد بن منصور قال ونا محمد بن الفتح القلانسی نا محمد بن الخليل قالا نا اسحاق بن منصور نا هريم عن عمرو القرشی عن ابی هاشم عن زاذان عَنْ سَلْمَانَ قَالَ رَاٰنِی النَّبِیُّ ﷺ وَقَدْ سَالَ مِنْ اَنْفِیْ دَمٌ فَقَالَ اَحْدِثْ وُضُوْءًا قَالَ الْمُحَامِلِیُّ اَحْدِثْ لِمَا حَدَثَ وُضُوْءًا .

৫৫৩(২৩)। আল-কাযী আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... সালমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নাক দিয়ে রক্ত প্রবাহিত অবস্থায় আমাকে দেখে বললেন : তুমি পুনরায় উযু করো। আল-মুহামিলী (র) বলেন, 'পুনরায় উযু করো' অর্থাৎ যখন উযু নষ্ট হয়ে যায়।

٥٥٤(٢٤)- حدثنا ابو عبيد القاسم بن اسماعيل نا محمد بن شعبة بن جوان حدثنا اسماعيل بن ابان نا جعفر الاحمر عن ابی خالد عَنْ اَبِیْ هَاشِمٍ الزُّمَّانِیِّ بِهٰذَا اَنَّهُ رَعَفَ فَقَالَ لَهُ النَّبِیُّ ﷺ اَحْدِثْ لَهُ وُضُوْءًا . عمرو والقرشی هذا هو عمرو بن خالد ابو خالد الواسطی متروك الحديث قال احمد بن حنبل ويحی بن معين ابو خالد والوسطی كذاب .

৫৫৪(২৪)। আবু উবায়েদ আল-কাসেম ইবনে ইসমাঈল (র)... আবু হাশেম আয-যিম্মানী (র) থেকে এই সনদে পূর্বোক্ত হাদীস বর্ণিত। তার নাক দিয়ে রক্ত বের হলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন : তুমি এজন্য পুনরায় উযু করো। আমর আল-কারশী (র) হলেন আমর ইবনে খালিদ আবু খালিদ আল-ওয়াসিতী। তিনি পরিত্যক্ত রাবী। ইমাম আহ্‌মাদ ইবনে হাম্বল ও ইয়াহ্ইয়া ইবনে মুঈন (র) বলেন, আবু খালিদ আল-ওয়াসিতী ডাহা মিথ্যাবাদী।

٥٥٥ (٢٥)- حدثنا الحسن بن الخضر نا اسحاق بن ابراهيم بن يونس ثنا عمران بن موسى نا عمر ابن رياح نا عبد الله بن طاوس عن ابيه عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اذَا رَعَفَ فِيْ صَلَاتِهِ تَوَضَّأَ ثُمَّ بَنى عَلى مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ . عمر بن رياح متروك .

৫৫৫(২৫)। আল-হাসান ইবনুল খিদ্‌র (র)... ইবনে আব্বাস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নামাযরত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নাক দিয়ে রক্ত বের হলে তিনি পুনরায় উযু করে পূর্বোক্ত নামাযের অবশিষ্টটুকু পূর্ণ করতেন। উমার ইবনে রিয়াহ পরিত্যক্ত রাবী।

٥٥٦ (٢٦)- حدثنا ابو سهل بن زياد نا صالح بن مقاتل بن صالح نا ابى نا سليمان بن داود ابو ايوب القرشى بالرقة نا حميد الطويل عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ احْتَجَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَصَلّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَلَمْ يَزِدْ عَلى غُسْلِ مَحَاجِمِهِ .

৫৫৬(২৬)। আবু সাহ্‌ল ইবনে যিয়াদ (র)... আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রক্তমোক্ষণ করালেন, তারপর নামায পড়লেন, কিন্তু (পুনরায়) উযু করেননি এবং রক্তমোক্ষণের স্থানের অতিরিক্ত ধৌত করেননি।

টীকা : উযু অবস্থায় রক্তমোক্ষণ করালে তাতে উযু নষ্ট হয় না (অনুবাদক)।

٥٥٧ (٢٧)- حدثنا محمد بن اسماعيل الفارسى نا موسى بن عيسى بن المنذر نا ابى نا بقية عن يزيد بن خالد عن يزيد بن محمد عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ قَالَ قَالَ تَمِيْمٌ الدَّارِيُّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْوُضُوْءُ مِنْ كُلِّ دَمٍ سَائِلٍ . عمر بن عبد العزيز لم يسمع من تميم الدارى ولا راءه ويزيد بن خالد ويزيد بن محمد مجهولان .

৫৫৭(২৭)। মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল আল-ফারিসী (র)... উমার ইবনে আবদুল আযীয (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তামীম আদ-দারী (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : শরীর থেকে রক্ত প্রবাহিত হলেই উযু করতে হবে। উমার ইবনে আবদুল আযীয (র) তামীম আদ-দারী (রা) থেকে হাদীস শ্রবণ করেননি এবং তাকে দেখেনওনি। ইয়াযীদ ইবনে খালিদ ও ইয়াযীদ ইবনে মুহাম্মাদ উভয়ে অজ্ঞাত অপরিচিত।

٥٥٨(٢٨)- حدثنا محمد بن نوح الجنديسابورى نا محمد بن اسماعيل الاحمسى نا الحسن بن على الرزاز نا محمد بن الفضل عن ابيه عن ميمون بن مهران عن سعيد بن المسيب عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ فِى الْقَطْرَةِ وَالْقَطْرَتَيْنِ مِنَ الدَّمِ وُضُوْءٌ اِلاَّ اَنْ يَّكُوْنَ دَمًا سَائِلاً . خالفه حجاج بن نصير .

৫৫৮(২৮)। মুহাম্মাদ ইবনে নূহ আল-জুনদীসাপুরী (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : (শরীর থেকে) এক ফোটা বা দুই ফোটা রক্ত বের হলে তাতে উযু নষ্ট হয় না। তবে রক্ত বের হয়ে গড়িয়ে পড়লে উযু করতে হবে। হাজ্জাজ ইবনে নুসায়ের (র) তার বিরোধিতা করেছেন।

٥٥٩(٢٩)- نا احمد بن عيسى بن على الخواص نا سفيان بن زياد ابو سهل نا حجاج بن نصير نا محمد بن الفضل بن عطية حدثنى ابى عن ميمون بن مهران عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ فِى الْقَطْرَتَيْنِ مِنَ الدَّمِ وُضُوْءٌ حَتّٰى يَكُوْنَ دَمًا سَائِلاً . محمد بن الفضل بن عطية ضعيف وسفيان بن زياد وحجاج بن نصير ضعيفان .

৫৫৯(২৯)। আহ্‌মাদ ইবনে ঈসা ইবনে আলী আল-খাওয়াস (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : (শরীর থেকে) এক ফোটা বা দুই ফোটা রক্ত বের হলে তাতে উযু নষ্ট হয় না, যাবত রক্ত প্রবাহিত না হয়। মুহাম্মাদ ইবনুল ফাদল ইবনে আতিয়্যা হাদীসশাস্ত্রে দুর্বল। সুফিয়ান ইবনে যিয়াদ ও হাজ্জাজ ইবনে নুসায়ের উভয়ে হাদীসশাস্ত্রে দুর্বল।

٥٦٠(٣٠)- حدثنا احمد بن سليمان قال قرئ على احمد بن ملاعب وانا اسمع نا عمرو بن عون نا ابو بكر الداهرى عن حجاج عن الزهرى عن عطاء بن يزيد عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ رَعَفَ فِىْ صَلاَتِهِ فَلْيَرْجِعْ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيَبْنِ عَلٰى صَلاَتِهِ . ابو بكر الداهرى عبد الله بن حكيم متروك الحديث .

৫৬০(৩০)। আহ্‌মাদ ইবনে সুলায়মান (র)... আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : নামাযরত অবস্থায় কারো নাক দিয়ে রক্ত বের হলে সে যেন বাইরে গিয়ে উযু করে এবং (ফিরে এসে) পূর্বের নামাযের অবশিষ্ট অংশ পূর্ণ করে। আবু বাক্‌র আদ-দাহিরী হলেন আবদুল্লাহ ইবনে হাকীম। তিনি হাদীসশাস্ত্রে পরিত্যক্ত।

٥٦١(٣١)- حدثنا عبد الله بن سليمان بن الاشعث نا عمرو بن على وحدثنا الحسين بن اسماعيل عن ابيه عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَحْدَثَ اَحَدُكُمْ وَهُوَ فِى الصَّلاَةِ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلٰى اَنْفِهِ ثُمَّ لِيَنْصَرِفْ .

৫৬১(৩১)। আবদুল্লাহ ইবনে সুলায়মান ইবনুল আশ'আছ (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : নামাযরত অবস্থায় তোমাদের কারো উযু ছুটে গেলে সে যেন তার নাকে হাত রেখে বাইরে চলে যায়।

٥٦٢(٣٢)- حدثنا الحسين بن اسماعيل وعلى بن محمد بن مهران قالا نا الحسين بن السكين ابو منصور ثنا محمد بن بشر العبدى نا هشام بن عروة عن ابيه عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا اَحْدَثَ اَحَدُكُمْ وَهُوَ فِى الصَّلاَةِ فَلْيُمْسِكْ بِاَنْفِهِ وَلْيَخْرُجْ مِنْهَا .

৫৬২(৩২)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল ও আলী ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে মিহরান (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : নামাযরত অবস্থায় তোমাদের কারো উযু ছুটে গেলে সে যেন তার নাক ধরে স্থান ত্যাগ করে (উযু করার জন্য বাইরে চলে যায়)।

٥٦٣(٣٣)- حدثنا ابو بكر النيسابورى نا ابو حميد المصيصى نا حجاج نا ابن جريج اخبرنى هشام بن عروة عن ابيه عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَحْدَثَ اَحَدُكُمْ فِىْ صَلاَتِهِ فَلْيَاْخُذْ بِاَنْفِهِ ثُمَّ لِيَنْصَرِفْ .

৫৬৩(৩৩)। আবু বাক্র আন-নায়সাপুরী (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : নামাযরত অবস্থায় তোমাদের কারো উযু ছুটে গেলে সে যেন (হাত দিয়ে) তার নাক ধরে স্থান ত্যাগ করে (উযু করার জন্য)।

٥٦٤(٣٤)- حدثنا محمد بن خلف الخلال نا محمد بن هارون بن حميد نا ابو الوليد القرشى نا الوليد ح قال واخبرنى بقية عن ابن جريج عن عطاء عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَخَّصَ فِىْ دَمِ الْحُبُوْبِ يَعْنِى الدَّمَامِيْلَ وَكَانَ عَطَاءٌ يُصَلِّىْ وَهِىَ فِىْ ثَوْبِهِ . هذا باطل عن ابن جريج ولعل بقية دلسه عن رجل ضعيف والله اعلم .

৫৬৪(৩৪)। মুহাম্মাদ ইবনে খালাফ আল-খাল্লাল (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফোঁড়া থেকে নির্গত রক্ত (পুঁজ) সম্পর্কে (উযু না করার) অবকাশ দিয়েছেন। আতা (র) নামায পড়তেন এবং তখন তার কাপড়ে এই রক্ত লেগে থাকতো।

ইবনে জুরাইজ (র) থেকে এই হাদীসের বর্ণনা বাতিল। সম্ভবত বাকিয়্যা (র) এই হাদীস কোন দুর্বল রাবী থেকে তাদলীস (অর্থাৎ নিজের ঊর্ধ্বতন শায়খের নাম বাদ দিয়ে তার ঊর্ধ্বতন শায়েখ থেকে) করেছেন। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

٥٦٥(٣٥)- حدثنا ابو بكر الشافعى نا عبيد بن شريك نا نعيم نا الفضل بن موسى عن هشام ابن عروة عن ابيه عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا اَحْدَثَ اَحَدُكُمْ فِىْ صَلاَتِهِ فَلْيَاْخُذْ عَلى اَنْفِهِ وَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّاْ.

৫৬৫(৩৫)। আবু বাক্‌র আশ-শাফিঈ (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : তোমাদের কারো নামাযরত অবস্থায় উযু ছুটে গেলে সে যেন তার নাক ধরে স্থান ত্যাগ করে, অতঃপর উযু করে।

٥٦٦(٣٦)- حدثنا احمد بن محمد بن اسماعيل الادمى الجوزدانى العباس بن يزيد البحرانى ح وثنا الحسين بن اسماعيل نا محمد بن عبد الملك الواسطى قالا نا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنيه ابى نا حسين المعلم عن يحى بن ابى كثير حدثنى الاوزاعى حدثنى يعيش بن الوليد عن ابيه عن معدان بن ابى طلحة عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَاءَ فَاَفْطَرَ فَلَقِيْتُ ثَوْبَانَ فِىْ مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَذَكَرْتُ ذلِكَ لَهُ فَقَالَ صَدَقَ اَنَا صَبَبْتُ لَهُ وَضُوْءَهُ .

৫৬৬(৩৬)। আহ্‌মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল আল-আদামী আল-জূযদানী (র)... আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বমি করেন, অতঃপর রোযা ভঙ্গ করেন। রাবী বলেন, আমি দামিশকের মসজিদে ছাওবান (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করে তার নিকট বিষয়টি উল্লেখ করলাম। তিনি বলেন, তিনি (আবু দারদা) সত্য বলেছেন। আমি তাঁর উযুর পানি ঢেলে দিয়েছিলাম (আহ্‌মাদ, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজা, বায়হাকী, তাবারানী, হাকেম)।

টীকা : মহানবী ﷺ হয়ত বমনে আক্রান্ত হয়েছিলেন, তাই রোযা ভংগ করেছেন (অনুবাদক)।

٥٦٧(٣٧)- حدثنا الحسين بن اسماعيل نا يوسف بن موسى واحمد بن منصور واحمد بن محمد ابن عيسى قالوا نا ابو معمر عبد الله بن عمرو بن ابى الحجاج ثنا عبد الوارث بن سعيد نا حسين المعلم عن يحى بن ابى كثير نا ابو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعى عن يعيش ابن الوليد بن هشام حدثه ان اباه حدثه حدثنى معدان ان ابا الدرداء حدثه ثم ذكر عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ وَعَنْ ثَوْبَانَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ .

৫৬৭(৩৭)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র).. আবু দারদা (রা) ও ছাওবান (রা)-নবী ﷺ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

٥٦٨(٣٨)- حدثنا الحسين بن اسماعيل نا احمد بن منصور نا عبد الله بن رجاء نا حرب عن يحى نا عبد الرحمن بن عمرو ان ابن الوليد بن هشام حدثه ان اباه حدثه نا معدان بن طلحة اَنَّ اَبَا الدَّرْدَاءِ اَخْبَرَهُ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ اِلى قَوْلِهِ اَنَا صَبَبْتُ لَهُ وَضُوْءَهُ .

Contents

৫৬৮(৩৮)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... মা'দান ইবনে তালহা (র) থেকে বর্ণিত। আবু দারদা (রা) অবহিত করেছেন, তারপর পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন তার এই উক্তি পর্যন্ত : "আমি তাঁর উযুর পানি ঢেলে দিয়েছি"।

٥٦٩(٣٩)- حدثنا على بن محمد المصرى نا محمد بن ابراهيم بن جناد نا ابو معمر نا عبد الوارث نا حسين عَنْ يَحْيى بِاِسْنَادِهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ قَالَ ثَوْبَانُ صَدَقَ وَاَنَا صَبَبْتُ عَلَيْهِ وَضُوْءَهُ .

৫৬৯(৩৯)। আলী ইবনে মুহাম্মাদ আল-মিসরী (র)... ইয়াহ্ইয়া (র) থেকে তার সনদে নবী ﷺ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত। ছাওবান (রা) বলেন, তিনি সত্য বলেছেন এবং আমি তাঁর উযুর পানি ঢেলে দিয়েছি।

٥٧٠(٤٠)- حدثنا الحسين بن محمد بن سعيد البزاز نا عبد الرحمن بن الحارث جحدر نا بقية عن عبد الملك بن مهران عن عمرو بن دينار عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ كُلَّمَا تَوَضَّأْتُ فَسَالَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا تَوَضَّأْتَ فَسَالَ مِنْ قَرْنِكَ اِلَى قَدَمِكَ فَلاَ وُضُوْءَ عَلَيْكَ . عبد الملك هذا ضعيف ولا يصح .

৫৭০(৪০)। আল-হুসাইন ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে সাঈদ আল-বাযযায (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি যখন উযু (গোসল) করি, (আমার শরীরে) পানি প্রবাহিত করি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যখন তুমি উযু করলে এবং তোমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত পানি প্রবাহিত করলে, তোমার আর উযু করতে হবে না। এই আবদুল মালেক দুর্বল রাবী এবং তার বর্ণিত হাদীস সহীহ নয়।

٥٧١(٤١)- حدثنا ابو عبيد القاسم بن اسماعيل نا القاسم بن هاشم السمسان نا عتبة بن السكن الحمصى نا الاوزاعى نا عبادة بن نسى وهبيرة بن عبد الرحمن قالا نا ابو اسماء الرحى نا ثَوْبَانُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَائِمًا فِيْ غَيْرِ رَمَضَانَ فَاَصَابَهُ غَمٌّ اَذَاهُ فَتَقَيَّا فَقَاءَ فَدَعَانِيْ بِوَضُوْءٍ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ اَفْطَرَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَفَرِيْضَةٌ الْوَضُوْءُ مِنَ الْقَيْءِ قَالَ لَوْ كَانَ فَرِيْضَةً لَوَجَدْتَهُ فِي الْقُرْاٰنِ قَالَ ثُمَّ صَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْغَدَ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ هٰذَا مَكَانُ اِفْطَارِيْ اَمْسٍ . لم يروه عن الاوزاعى غير عتبة ابن السكن وهو منكر الحديث .

৫৭১(৪১)। আবূ উবায়দ আল-কাসেম ইবনে ইসমাঈল (র)... ছাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রমযান মাস ব্যতীত অন্য মাসে রোযা রাখলেন, তিনি (একদিন) চিন্তাক্লিষ্ট হয়ে কষ্ট

পেলেন। ফলে খাদ্য-পানীয় তাঁর মুখে চলে এলো এবং তিনি বমি করলেন। তিনি আমাকে পানি নিয়ে ডাকলেন, তিনি উযু করলেন এবং রোযা ভংগ করলেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! বমি করলে কি উযু করা ফরয? তিনি বলেন : যদি তা ফরয হতো তবে তুমি কুরআনে তা পেতে। (রাবী) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ পরের দিন রোযা রাখলেন এবং আমি তাকে বলতে শুনলাম : এটা গতকালের রোযার পরিবর্তে। এই হাদীস আল-আওযাঈ (র) থেকে উতবা ইবনুস সাকান ব্যতীত আর কেউ বর্ণনা করেননি। তিনি প্রত্যাখ্যাত রাবী।

٥٧-بَابُ فِىْ مَا رُوِىَ فِيْمَنْ نَامَ قَاعِداً وَقَائِمًا وَمُضْطَجِعًا وَمَا يَلْزَمُ مِنَ الطَّهَارَةِ فِىْ ذٰلِكَ

৫৭-অনুচ্ছেদ : কোন ব্যক্তি বসে অথবা দাঁড়িয়ে অথবা শুয়ে কাত হয়ে ঘুমালে তাতে পবিত্রতা অর্জন বাধ্যতামূলক হবে কি না সেই সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে।

٥٧٢(١)- حدثنا محمد بن عبد الله بن غيلان نا ابو هشام الرفاعى نا عبد السلام بن حرب نا ابو خالد الدالانى عن قتادة عن ابى العالية الرياحى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَامَ وَهُوَ سَاجِدٌ حَتّى غَطَّ اَوْ نَفَخَ ثُمَّ قَامَ فَصَلّى فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّكَ قَدْ نِمْتَ فَقَالَ اِنَّ الْوُضُوْءَ لاَ يَجِبُ اِلاَّ عَلى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا فَاِنَّهُ اِذَا اضْطَجَعَ اِسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهُ . تفرد به ابو خالد عن قتادة ولا يصح .

৫৭২(১)। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে গাইলান (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ সিজদারত অবস্থায় ঘুমালেন, এমনকি তিনি জোরে নাক ডাকলেন। তারপর তিনি দাঁড়ালেন এবং নামায পড়লেন (উযু করলেন না)। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! নিশ্চয়ই আপনি ঘুমিয়েছেন। তিনি বললেন : যে ব্যক্তি শুয়ে ঘুমায় কেবল তার জন্যই উযু করা ওয়াজিব। কেননা যখন কেউ শুয়ে ঘুমায় তখন তার শরীরের বন্ধনসমূহ শিথিল হয়ে যায়। এই হাদীস কেবল আবু খালিদ (র)-ই কাতাদা (র) থেকে বর্ণনা করেছেন এবং এটা সহীহ নয়।

٥٧٣(٢)- حدثنا محمد بن هارون ابو حامد نا عيسى بن مساور نا الوليد بن مسلم عن ابى بكر بن عبد الله بن ابى مريم عن عطية بن قيس الكلاعى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ اَبِىْ سُفْيَانَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ الْعَيْنُ وِكَاءُ السَّهِّ فَاِذَا نَامَتِ الْعَيْنُ اسْتَطْلَقَ الْوِكَاءُ .

৫৭৩(২)। মুহাম্মাদ ইবনে হারূন আবু হামেদ (র)... মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : চোখ হলো মলদ্বারের বন্ধন। অতএব যখন চোখ ঘুমায় তখন বন্ধন ঢিলে হয়ে যায় (তাবারানী)।

٥٧٤(٣)- حدثنا ابو حامد نا سليمان بن عمر نا بقية عن ابى بكر بن ابى مريم باسناده مثله .

৫৭৪(৩) আবু হামেদ (র)... আবু বাক্‌র ইবনে আবু মরিয়ম (র) থেকে তার সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

٥٧٥(٤)- حدثنا محمد بن جعفر المطيرى نا سليمان بن محمد الجنابى نا احمد بن ابى عمران الدورقى نا يحى بن بسطام نا عمر بن هارون عن يعقوب بن عطاء عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ نَامَ جَالِسًا فَلاَ وُضُوْءَ عَلَيْهِ وَمَنْ وَضَعَ جَنْبَهُ فَعَلَيْهِ الْوُضُوْءُ .

৫৭৫(৪)। মুহাম্মাদ ইবনে জা'ফার আল-মুতীরী (র)... আমর ইবনে শু'আইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : কোন ব্যক্তি বসে বসে ঘুমালে সেজন্য তাকে উযু করাতে হবে না। আর কোন ব্যক্তি শুয়ে ঘুমালে সে কারণে তাকে উযু করতে হবে।

٥٧٦(٥)- حدثنا ابو حامد نا سليمان بن عمر الاقطع نا بقية بن الوليد عن الوضين بن عطاء عن محفوظ بن علقمة عن عبد الرحمن بن عائذ الازدى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْعَيْنُ وِكَاءُ السَّهِّ فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ .

৫৭৬(৫)। আবু হামেদ (র)... আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : চোখ হলো মলদ্বারের বন্ধন। অতএব কোন ব্যক্তি ঘুমালে সে যেন উযু করে (আবু দাঊদ, ইবনে মাজা)।

٥٨-بَابُ اَحَادِيْثِ الْقَهْقَهَةِ فِى الصَّلاَةِ وَعِلَلِهَا

৫৮-অনুচ্ছেদ : নামাযরত অবস্থায় অট্টহাসি সম্পর্কিত হাদীস এবং তার ক্রটিসমূহ।

٥٧٧(١)- حدثنا ابو بكر النيسابورى نا محمد بن على بن محرز الكوفى بمصر نا يعقوب بن ابراهيم بن سعد نا ابى عن ابن اسحاق حدثنى الحسن بن دينار عن الحسن بن ابى الحسن عن ابى المليح بن اسامة عَنْ اَبِيْهِ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ نُصَلِّىْ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذْ اَقْبَلَ رَجُلٌ ضَرِيْرُ الْبَصَرِ فَوَقَعَ فِىْ حُفْرَةٍ فَضَحِكْنَا مِنْهُ فَاَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِاِعَادَةِ الْوُضُوْءِ

كَامِلاً وَاِعَادَةِ الصَّلاَةِ مِنْ اَوَّلِهَا قال ابن اسحاق وحدثنى الحسن ابن عمارة عن خالد الحذاء عن ابى المليح عن ابيه مثل ذلك الحسن بن دينار والحسن بن عمارة ضعيفان وكلاهما قد اخطأ فى هذين الاسنادين وانما روى هذا الحديث الحسن البصرى عن حفص بن سليمان المنقرى عن ابى العالية مرسلا وكان الحسن كثيرا ما يرويه مرسلا عن النبى ﷺ واما قول الحسن بن عمارة عن خالد الحذاء عن ابى المليح عن ابيه فوهم قبيح وانما رواه خالد الحذاء عن حفصة بنت سيرين عن ابى العالية عن النبى ﷺ رواه عنه كذالك روايته عن الحسن بن دينار لهذا الحديث فمرة رواه عنه عن الحسن البصرى ومرة رواه عنه عن قتادة عن ابى المليح عن ابيه وقتادة انما رواه عن ابى العالية مرسلا عن النبى ﷺ كذلك رواه عنه سعيد بن ابى عروبة ومعمر وابو عوانة وسعيد بن بشير وغيرهم ويذكر احاديثهم بذلك بعد هذا .

৫৭৭(১)। আবু বাক্‌র আন-নায়সাপুরী (র)... আবুল মালীহ ইবনে উসামা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে নামায পড়ছিলাম। তখন এক অন্ধ ব্যক্তি এলো এবং সে একটি গর্তে পড়ে গেলো। তাতে আমরা সকলে হাসলাম। এ কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে পুনরায় পূর্ণরূপে উযু করার এবং পুনরায় প্রথম থেকে নামায পড়ার নির্দেশ দিলেন।

ইবনে ইসহাক (র) বলেন, আমার নিকট আল-হাসান ইবনে উমারা (র) খালিদ আল-হায্‌যা-আবুল মালীহ-তার পিতার সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। আল-হাসান ইবনে দীনার ও আল-হাসান ইবনে উমারা উভয়ে হাদীসশাস্ত্রে দুর্বল এবং উভয়ে এই দুই সনদে ভুল করেছেন। আল-হাসান আল-বাসরী (র) এই হাদীস হাফ্‌স ইবনে সুলায়মান আল-মুনকার-আবুল আলিয়া সূত্রে মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন। আর আল-হাসান (র) নবী ﷺ সূত্রে অধিকাংশই মুরসাল হাদীস বর্ণনা করেছেন। আল-হাসান ইবনে উমারা (র)-এর উক্তি খালিদ আল-হায্‌যা-আবুল মালীহ-তার পিতার সূত্রে এটি ধারণাপ্রসূত, নিকৃষ্ট এই হাদীস খালিদ আল-হায্‌যা (র) হাফসা বিনতে সীরীন-আবুল আলিয়া-নবী ﷺ সূত্রে বর্ণনা করেছেন এই হাদীস তার থেকে সুফিয়ান আস-সাওরী, হুশাইম, উহাইব, হাম্মাদ ইবনে সালামা (র) প্রমুখ পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। ইবনে ইসহাক (র) এই হাদীস আল-হাসান ইবনে দীনার (র) থেকে বর্ণনায় গড়মিল করেছেন। অতএব তিনি কখনো তার থেকে আল-হাসান আল-বাসরী (র) সূত্রে বর্ণনা করেছেন আবার কখনো এই হাদীস তার থেকে কাতাদা-আবুল মালীহ-তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আর কাতাদা (র) এই হাদীস আবুল আলিয়া-নবী ﷺ সূত্রে মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন। এই হাদীস সাঈদ ইবনে আবু আরূবা, মা'মার, আবু আওয়ানা, সাঈদ ইবনে বাশীর (র) প্রমুখ একইরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি তাদের হাদীস এই সূত্রে এর পরে বর্ণনা করেছেন।

Contents

٥٧٨(٢)- حدثنا جعفر بن محمد بن نصير نا محمد بن عبد الله الحضرمى نا محمد بن الحارث الحرانى نا محمد بن سلمة عن ابن اسحاق عن الحسن بن دينار عن قتادة عَنْ اَبِى الْمَلِيْحِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنَّا نُصَلِّىْ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَجَاءَ رَجُلٌ ضَرِيْرُ الْبَصَرِ فَتَرَدّٰى فِىْ حُفْرَةٍ كَانَتْ فِى الْمَسْجِدِ فَضَحِكَ نَاسٌ مَنْ خَلْفَهُ فَاَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ ضَحِكَ اَنْ يُّعِيْدَ الْوُضُوْءَ وَالصَّلاَةَ . الحسن بن دينار متروك الحديث وروى هذا الحديث ايضًا عبد الرحمن ابن عمرو بن جبلة البصرى وهو متروك الحديث عن سلام بن ابى مطيع عن قتادة عن ابى العالية وانس بن مالك .

৫৭৮(২)। জা'ফার ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে নুসায়ের (র)... আবুল মালীহ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে নামায পড়ছিলাম। এমন সময় এক অন্ধ ব্যক্তি এসে মসজিদের অভ্যন্তরের একটি গর্তে পড়ে গেলো। তাতে তাঁর পিছনের লোকজন হেসে ফেললো। অতএব যারা হেসেছে তাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ পুনরায় উযু করতে এবং নামায পড়তে নির্দেশ দিলেন।

আল-হাসান ইবনে দীনার (র) হাদীসশাস্ত্রে পরিত্যক্ত রাবী। এই হাদীস আবদুর রহমান ইবনে আমর ইবনে জাবালা আল-বাসরী (র)-ও বর্ণনা করেছেন। তিনিও পরিত্যক্ত রাবী—নিম্নোক্ত সূত্রে সাল্লাম ইবনে আবু মুতী'-কাতাদা-আবুল আলিয়া ও আনাস ইবনে মালেক (রা)।

٥٧٩(٣)- حدثنا به محمد بن مخلد نا احمد بن عبد الله بن زياد الداناج وحدثنا على بن محمد ابن عبيد الحافظ نا محمد بن نصر ابو الاحوص الابرم وحدثنا ابو هريرة محمد بن على بن حمزة نا ابو امية محمد بن ابراهيم الطرسوسى قالوا نا عبد الرحمن بن عمرو بن جبلة نا سلام بن ابى مطيع عن قتادة عَنْ اَبِى الْعَالِيَةِ وَاَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ اَعْمٰى تَرَدّٰى فِىْ بِئْرٍ فَضَحِكَ نَاسٌ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ ضَحِكَ اَنْ يُّعِيْدَ الْوُضُوْءَ وَالصَّلاَةَ . وقال ابو امية عن انس وابى العالية اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّىْ بِالنَّاسِ فَدَخَلَ اَعْمَى الْمَسْجِدَ فَتَرَدّٰى فِىْ بِئْرٍ فَضَحِكَ النَّاسُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ . وَقَالَ ابْنُ مَخْلَدٍ عَنْ اَنَسٍ وَاَبِى الْعَالِيَةِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّىْ بِالنَّاسِ وَبِئْرٌ وَسْطَ الْمَسْجِدِ فَجَاءَ اَعْمٰى فَوَقَعَ فِيْهَا فَضَحِكَ نَاسٌ فَاَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ ضَحِكَ اَنْ يُّعِيْدَ الْوُضُوْءَ وَالصَّلاَةَ .

قال ابو امية هذا حديث منكر قال الشيخ ابو الحسن لم يروه عن سلام غير عبد الرحمن بن

عمرو بن جبلة وهو متروك يضع الحديث ورواه داود بن المحبر وهو متروك يضع الحديث عن ايوب بن خوط وهو ضعيف ايضًا عن قتادة عن انس .

৫৭৯(৩)। মুহাম্মাদ ইবনে মাখলাদ (র)... আবুল আলিয়া (র) ও আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। এক অন্ধ ব্যক্তি একটি কূপের মধ্যে পড়ে গেলো। তাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পিছনে নামাযরত লোকজন হেসে দিলো। যারা হেসেছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে পুনরায় উযু করে নামায পড়ার নির্দেশ দিলেন। আবু উমায়্যা (র) আনাস (রা) ও আবুল আলীয়া (র) সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকজনকে নিয়ে নামায পড়ছিলেন। তখন এক অন্ধ ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে একটি গর্তে পড়ে গেলো। তাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পিছনের লোকজন হেসে দিলো। ইবনে মাখলাদ (র) আনাস (রা) ও আবুল আলিয়া (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের নিয়ে নামায পড়ছিলেন। মসজিদের মাঝখানে একটি গর্ত ছিল। এক অন্ধ ব্যক্তি এসে সেই গর্তে পড়ে গেলো। তাতে লোকজন হেসে দিলো। এজন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যারা হেসেছিল তাদেরকে পুনরায় উযু করার ও নামায পড়ার নির্দেশ দিলেন।

আবু উমায়্যা (র) বলেন, এটি মুনকার হাদীস। আশ-শায়েখ আবুল হাসান (র) বলেন, এই হাদীস সাল্লাম (র) থেকে আবদুর রহমান ইবনে আমর ইবনে জাবালা (র) ব্যতীত অপর কেউ বর্ণনা করেননি। তিনি প্রত্যাখ্যাত রাবী এবং জাল (মনগড়া) হাদীস বর্ণনা করতেন। এই হাদীস দাঊদ ইবনুল মুহাব্বার (র) বর্ণনা করেছেন। তিনিও প্রত্যাখ্যাত রাবী এবং জাল (মনগড়া) হাদীস বর্ণনা করেন। এই হাদীস আইয়ুব ইবনে খাওত (র) থেকেও বর্ণিত এবং তিনিও হাদীসশাস্ত্রে দুর্বল। তিনি কাতাদা-আনাস (রা) সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٥٨٠(٤)- حدثنا به محمد بن مخلد نا ابراهيم بن محمد العتيق حدثنا داود بن المحبر نا ايوب ابن خوط عن قتادة عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ بِنَا فَجَاءَ رَجُلٌ ضَرِيْرُ الْبَصَرِ فَوَطِئَ فِىْ خَبَالٍ مِنَ الاَرْضِ فَصَرَعَ فَضَحِكَ بَعْضُ الْقَوْمِ فَاَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ ضَحِكَ اَنْ يُعِيْدَ الْوُضُوْءَ وَالصَّلاَةَ . والصواب من ذلك قول من رواه عن قتادة عن ابى العالية مرسلا .

৫৮০(৪)। মুহাম্মাদ ইবনে মাখলাদ (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নিয়ে নামায পড়ছিলেন। তখন এক অন্ধ ব্যক্তি এসে পিচ্ছিল মাটিতে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলো। তাতে কতক লোক হেসে দিলো (নামাযরত অবস্থায়)। যারা হেসেছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে পুনরায় উযু করে নামায পড়ার নির্দেশ দিলেন। এ বিষয়ে যিনি কাতাদা-আবুল আলিয়া (র) সূত্রে মুরসালরূপে যে হাদীস বর্ণনা করেছেন তার কথাই বিশুদ্ধ।

٥٨١(٥)- حدثنا بذلك الحسين بن اسماعيل نا الحسن بن ابى الربيع الجرجانى نا عبد الرزاق انا معمر عن قتادة عَنْ اَبِى الْعَالِيَةِ الرِّيَاحِيِّ اَنَّ اَعْمى تَرَدّى فِىْ بِئْرٍ وَالنَّبِىُّ ﷺ

يُصَلِّيْ بِاَصْحَابِهِ فَضَحِكَ بَعْضُ مَنْ كَانَ يُصَلِّيْ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَاَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ ضَحِكَ مِنْهُمْ اَنْ يُّعِيْدَ الْوُضُوْءَ وَالصَّلَاةَ .

৫৮১(৫)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... আবুল আলিয়া আর-রিয়াহী (র) থেকে বর্ণিত। এক অন্ধ লোক কূপের মধ্যে পড়ে গেলো। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদেরকে নিয়ে নামায পড়ছিলেন। যারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে নামায পড়ছিল তাদের কতক লোক তাঁতে হেসে দিলো। তাদের মধ্যে যারা হেসেছিল তাদেরকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় উযু করে নামায পড়ার নির্দেশ দিলেন।

٥٨٢ (٦)- حدثنا عثمان بن محمد بن بشر نا ابراهيم بن اسحاق الحربى نا بشر بن آدم وخلف بن هشام قالا نا ابو عوانة عن قتادة عَنْ اَبِى الْعَالِيَةِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّيْ بِاَصْحَابِهِ فَجَاءَ ضَرِيْرٌ فَتَرَدّٰى فِيْ بِئْرٍ فَضَحِكَ الْقَوْمُ فَاَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الَّذِيْنَ ضَحِكُوْا اَنْ يُّعِيْدُوا الْوُضُوْءَ وَالصَّلَاةَ .

৫৮২(৬)। উসমান ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে বিশ্‌র (র)... আবুল আলিয়া (র) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদেরকে নিয়ে নামায পড়ছিলেন। তখন এক অন্ধ ব্যক্তি এসে কূপের মধ্যে পড়ে গেলো। তাতে লোকজন হেসে দিলো। অতএব যারা হেসেছিল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে পুনরায় উযু করে নামায পড়ার নির্দেশ দিলেন।

٥٨٣ (٧)- حدثنا محمد بن اسماعيل الفارسى وعثمان بن احمد الدقاق قالا حدثنا يحى بن ابى طالب ثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عَنْ اَبِى الْعَالِيَةِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ .

৫৮৩(৭)। মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল আল-ফারিসী ও উসমান ইবনে আহমাদ আদ-দাক্‌কাক (র)... আবুল আলিয়া (র)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

٥٨٤ (٨)- وحدثنا عثمان بن محمد بن بشر نا ابراهيم الحربى نا بندار نا ابن ابى عدى عن سعيد عن قتادة عَنْ اَبِى الْعَالِيَةِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ .

৫৮৪(৮)। উসমান ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে বিশ্‌র (র)... আবুল আলিয়া (র)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

٥٨٥ (٩)- حدثنا عثمان انا ابراهيم نا الحسن بن عبد العزيز نا ابو حفص عن سعيد بن بشير عن قتادة عَنْ اَبِى الْعَالِيَةِ مِثْلَهُ .

৫৮৫(৯)। উসমান (র)... আবুল আলিয়া (র) থেকে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

٥٨٦(١٠)- حدثنا عثمان نا ابراهيم ثنا عبيد الله نا معتمر عن سلم يعنى ابن ابى الذيال عَنْ قَتَادَةَ قَالَ بَلَغَنَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ وهذا هو الصحيح عن قتادة اتفق عليه معمر وابو عوانة وسعيد بن ابى عروبة وسعيد بن بشير فرووه عن قتادة عن ابى العالية وتابعهم عليه سلم بن ابى الذيال عن قتادة فارسله فهؤلاء خمسة ثقات رووه عن قتادة عن ابى العالية مرسلا وايوب بن خوط وداود بن المحبر وعبد الرحمن بن عمرو بن جبلة والحسن بن دينار كلهم متروكون وليس فيهم من يجوز الاحتجاج بروايته لو لم يكن له مخالف فكيف وقد خالف كل واحد منهم خمسة ثقات من اصحاب قتادة واما حديث الحسن بن دينار عن الحسن عن ابى المليح عن ابيه فهو بعيد من الصواب ايضًا ولا نعلم احداً تابعه عليه وقد رواه عبد الكريم ابو امية عن الحسن عن ابى هريرة وعبد الكريم متروك والراوى له عنه عبد العزيز بن الحصين وهو ضعيف ايضًا وقد رواه عمر بن قيس المكى المعروف بسندل وهو ضعيف ذاهب الحديث عن عمرو بن عبيد عن الحسن عن عمران بن حصين عن النبى ﷺ فاما حديث عبد الكريم .

৫৮৬(১০)। উসমান (র)... কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের নিকট নবী ﷺ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা পৌঁছেছে এবং কাতাদা (র) থেকে এটাই সহীহ বর্ণনা। এ বিষয়ে মা'মার, আবু আওয়ানা (র), সাঈদ ইবনে আবু আরূবা, সাঈদ ইবনে বাশীর ও ফারওয়া-কাতাদা-আবুল আলিয়া (র) সূত্রে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। এ ব্যাপারে তাদের অনুসরণ করেছেন কাতাদা-আবুল আলিয়া (র) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তাদের অনুসরণ করে সাল্লাম ইবনে আবুয যিয়াল (র) কাতাদা সূত্রে এই হাদীস মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন। এই পাঁচজন রাবী নির্ভরযোগ্য (ছিকাহ) এবং তারা এই হাদীস কাতাদা-আবুল আলিয়া (র) সূত্রে মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন। আইউব ইবনে খাওয়াত, দাঊদ ইবনুল মুহাব্বির, আবদুর রহমান ইবনে আমর ইবনে জাবালা ও আল-হাসান ইবনে দীনার সকলেই পরিত্যক্ত রাবী। এদের মধ্যে কারো হাদীসই দলীলযোগ্য নয়, যদি তার বিপরীত কিছু নাও থাকে। অতএব কিভাবে তাদের হাদীস দলীলযোগ্য হবে? অথচ এদের প্রত্যেকেই কাতাদা (র)-এর পাঁচজন নির্ভরযোগ্য সহচরের বিপরীত করেছেন। আল-হাসান-আবুল মালীহ-তার পিতার সূত্রে বর্ণিত আল-হাসান ইবনে দীনারের হাদীসটিও যথার্থ হওয়ার অনেক দূরে। এ হাদীসের ক্ষেত্রে কেউ তার অনুসরণ করেছে বলে আমাদের জানা নেই। এই হাদীস আবদুল কারীম আবু উমায়্যা (র) আল-হাসান-আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আর আবদুল কারীম হলেন পরিত্যক্ত রাবী এবং তার থেকে বর্ণনাকারী রাবী আবদুল আযীয ইবনুল হুসাইন (র)-ও হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল। এই হাদীস উমার ইবনে কায়েস আল-মাক্কী যিনি 'সানদাল' নামে প্রসিদ্ধ, তিনিও দুর্বল রাবী

এবং তার স্মৃতিশক্তি লোপ পেয়েছে। তিনি আমর ইবনে উবায়েদ-আল-হাসান-ইমরান ইবনে হুসাইন (রা)-নবী ﷺ সূত্রে এই হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবদুল কারীম (র)-এর হাদীস নিম্নরূপ :

٥٨٧ (١١)- فحدثنا به ابو هريرة الانطاكى محمد بن على بن حمزة نا عمران بن موسى بن ابوب نا الهيثم بن جميل نا عبد العزيز بن الحصين عن عبد الكريم عن الحسن عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اذَا قَهْقَهَ اَعادَ الْوُضُوْءَ وَاَعَادَ الصَّلاَةَ . واما حديث عمر بن قيس

৫৮৭(১১)। আবু হুরায়রা আল-আনতাকী (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : কেউ (নামাযের মধ্যে) অট্টহাসি দিলে তাকে পুনরায় উযুও করতে হবে এবং নামাযও পড়তে হবে। উমার ইবনে কায়েস (র)-এর হাদীস নিম্নরূপ :

٥٨٨ (١٢)- حدثنا به الحسين بن اسماعيل حدثنا محمد بن عيسى بن حيان نا الحسن بن قتيبة حدثنا عمر بن قيس ح وحدثنا محمد بن على بن اسماعيل نا سعيد بن محمد الترخمى نا ابراهيم بن العلاء نا اسماعيل بن عياش عن عمر بن قيس عن عمرو بن عبيد عن الحسن عنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ ضَحِكَ فِى الصَّلاَةِ قَرْقَرَةً فَلْيُعِدِ الْوُضُوْءَ وَالصَّلاَةَ . وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ قُتَيْبَةَ اذَا قَهْقَهَ الرَّجُلُ اَعَادَ الْوُضُوْءَ وَالصَّلاَةَ . وحدث بهذا الحديث شيخ لاهل المصيصة يقال له سفيان بن محمد الفزارى وكان ضعيفًا سىء الحال فى الحديث حدث به عن عبد الله ابن وهب عن يونس عن الزهرى عن سليمان بن ارقم عن الحسن عن انس عن النبى ﷺ بذلك .

৫৮৮(১২)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : কোন ব্যক্তি নামাযরত অবস্থায় অট্টহাসি দিলে সে যেন পুনরায় উযু করে এবং নামায পড়ে। আল-হাসান ইবনে কুতায়বার বর্ণনায় আছে : কোন ব্যক্তি (নামাযের মধ্যে) অট্টহাসি দিলে সে যেন পুনরায় উযু করে এবং নামায পড়ে।

সুফিয়ান ইবনে মুহাম্মাদ আল-ফাযারী নামীয় আল-মাসীসাবাসীর একজন শায়েখ এই হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি একজন দুর্বল রাবী এবং হাদীসশাস্ত্রে তার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। তিনি এই হাদীস আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াহ্‌ব-ইউনুস-আয-যুহ্‌রী-সুলায়মান ইবনে আরকাম-আল-হাসান-আনাস (রা)-নবী ﷺ সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

٥٨٩ (١٣)- حدثنا به محمد بن احمد بن الحسن حدثنا احمد بن الحسن الصوفى نا سفيان بن محمد واحسن حالات سفيان بن محمد ان يكون وهم فى هذا الحديث على ابن

وهب ان لم يكن تعمد ذلك فى قوله عن الحسن عن انس فقد رواه غيز واحد عن ابن وهب عن يونس عن الزهرى عن الحسن مرسلا عن النبى ﷺ منهم خالد بن خداش المهلبى وموهب بن يزيد واحمد بن عبد الرحمن بن وهب وغيرهم لم يذكر احد منهم فى حديثه عن ابن وهب فى الاسناد انس بن مالك ولا ذكر فيه بين الزهرى والحسن سليمان بن ارقم وان كان ابن اخى الزهرى وابن عتيق قد روياه عن الزهرى عن سليمان بن ارقم عن الحسن مرسلا عن النبى ﷺ فهذه اقاويل اربعة عن الحسن كلها باطلة لان الحسن انما سمع هذا الحديث من حفص بن سليمان المنقرى عن حفصة بنت سيرين عن ابى العالية الرياحى مرسلا عن النبى ﷺ .

৫৮৯(১৩)। মুহাম্মাদ ইবনে আহ্‌মাদ ইবনুল হাসান (র)... সুফিয়ান ইবনে মুহাম্মাদ এই হাদীস ইবনে ওয়াহ্‌ব (র) থেকে বর্ণনায় সন্দেহে পতিত হয়েছেন, যদি আল-হাসান-আনাস (রা) থেকে তার বর্ণনার উপর নির্ভর করা না যায়, তবে তিনি ব্যতীত একাধিক রাবী ইবনে ওয়াহ্‌ব-ইউনুস-আয-যুহ্‌রী-আল-হাসান-নবী ﷺ সূত্রে মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন খালিদ ইবনে খিদাশ আল-মুহাল্লাবী, মাওহাব ইবনে ইয়াযীদ, আহ্‌মাদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে ওয়াহ্‌ব প্রমুখ। এদের কেউ তার হাদীসের সনদের মধ্যে ইবনে ওয়াহ্‌ব-আনাস ইবনে মালেক (র) এইরূপ উল্লেখ করেননি এবং আয-যুহরী ও আল-হাসানের মাঝখানে সুলায়মান ইবনে আরকামেরও উল্লেখ করেননি। যদিও আয-যুহ্‌রীর ভ্রাতুষ্পুত্র ও ইবনে আতীক (র) উভয়ে আয-যুহ্‌রী-সুলায়মান ইবনে আরকাম-আল-হাসান-নবী ﷺ সূত্রে এই হাদীস মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন। অতএব আল-হাসান (র) থেকে বর্ণিত এই চারটি সূত্রই বাতিল। কারণ আল-হাসান (র) এই হাদীস হাফ্‌সা ইবনে সুলায়মান আল-মিনকারী-হাফসা বিনতে সীরীন-আবুল আলিয়া আর-রিয়াহী-নবী ﷺ সূত্রে মুরসালরূপে শ্রবণ করেছেন।

٥٩٠ (١٤) - حدثنا بذلك ابو بكر النيسابورى نا محمد بن على الوراق نا خالد بن خداش نا حماد بن زيد عن هشام عَنِ الْحَسَنِ قَالَ بَيْنَمَا النَّبِىُّ ﷺ يُصَلِّىْ اِذْ جَاءَ رَجُلٌ فِىْ بَصَرِهِ ضَرٌّ اَوْ قَالَ اَعْمى فَوَقَعَ فِىْ بِئْرٍ فَضَحِكَ بَعْضُ الْقَوْمِ فَاَمَرَ مَنْ ضَحِكَ اَنْ يُعِيْدَ الْوُضُوْءَ وَالصَّلاَةَ . فَذَكَرْتُهُ لِحَفْصِ ابْنِ سُلَيْمَانَ فَقَالَ اَنَا حَدَّثْتُ بِهِ الْحَسَنَ عَنْ حَفْصَةَ فهذا هو الصواب عن الحسن البصرى مرسلا .

৫৯০(১৪)। আবু বাক্‌র আন-নায়সাপুরী (র)... আল-হাসান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী ﷺ নামায পড়ছিলেন। তখন ত্রুটিপূর্ণ দৃষ্টিশক্তিযুক্ত অথবা অন্ধ এক ব্যক্তি এলো এবং সে একটি গর্তে

পড়ে গেলো। তাতে (নামাযরত) কতক লোক হেসে দিলো। নবী ﷺ তাদেরকে পুনরায় উযু করে নামায পড়ার নির্দেশ দিলেন। আমি এই হাদীস হাফ্স ইবনে সুলায়মানের নিকট উল্লেখ করলে তিনি বলেন, আমি এই হাদীস হাফ্সা (রা)-র সূত্রে আল-হাসান (র)-এর নিকট বর্ণনা করেছি। আল-হাসান আল-বাসরী (র) থেকে মুরসালরূপে বর্ণিত সূত্রটিই যথার্থ।

٥٩١(١٥)- حدثنا ابو على اسماعيل بن محمد الصفار نا اسماعيل بن اسحاق القاضى ثنا على بن المدينى قال قال لى عبد الرحمن بن مهدى هذا الحديث يدور على ابى العالية فقلت قد رواه الحسن مرسلا فقال حدثنى حماد بن زيد عن حفص بن سليمان المنقرى قال انا حدثت به الحسن عن حفصة عن ابى العالية فقلت فقد رواه ابراهيم مرسلا فقال عبد الرحمن حدثنى شريك عن ابى هاشم قال انا حدثت به ابراهيم عن ابى العالية فقلت قد رواه الزهرى مرسلا فقال قرأته فى كتاب ابن اخى الزهرى عن سليمان بن ارقم عن الحسن.

৫৯১(১৫)। আবু আলী ইসমাঈল ইবনে মুহাম্মাদ আস-সাফ্ফার (র)... আলী ইবনুল মাদীনী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে আবদুর রহমান ইবনে মাহ্দী (র) বলেছেন, এই হাদীস আবুল আলিয়া (র)-এর উপর নির্ভর করে। আমি বললাম, এই হাদীস আল-হাসান (র) মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, আমার নিকট বর্ণনা করেছেন হাম্মাদ ইবনে যায়েদ-হাফ্স ইবনে সুলায়মান আল-মিনকারী। তিনি বলেন, আমি এই হাদীস হাফ্স (র)-আবুল আলিয়া (র) সূত্রে আল-হাসান (র)-এর নিকট বর্ণনা করেছি। আমি বলেছি, এই হাদীস ইবরাহীম (র) মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন। আবদুর রহমান (র) বলেন, আমার নিকট বর্ণনা করেছেন শারীক (র) আবু হাশেম (র) সূত্রে। তিনি বলেন, আমি এই হাদীস ইবরাহীম (র)-এর নিকট আবুল আলিয়া (র) সূত্রে বর্ণনা করেছি। আমি বলেছি, আয-যুহ্রী (র) এই হাদীস মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি এই হাদীস আয-যুহ্রীর ভ্রাতুষ্পুত্রের কিতাবে সুলায়মান ইবনে আরকাম-আল-হাসান সূত্রে পড়েছি।

٥٩٢(١٦)- حدثنا ابو بكر النيسابورى نا ابو الازهر نا يعقوب بن ابراهيم نا ابن اخى ابن شهاب عن عمه حدثنى سليمان بن ارقم عَنِ الْحَسَنِ بْنِ اَبِى الْحَسَنِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَمَرَ مَنْ ضَحِكَ فِى الصَّلَاةِ اَنْ يُّعِيْدَ الْوُضُوْءَ وَالصَّلَاةَ .

৫৯২(১৬)। আবু বাক্র আন-নায়সাপুরী (র)... আল-হাসান ইবনে আবুল হাসান (র) থেকে বর্ণিত। যারা নামাযরত অবস্থায় হেসেছিল নবী ﷺ তাদেরকে পুনরায় উযু করতে এবং নামায পড়তে নির্দেশ দিয়েছেন।

٥٩٣(١٧)- حدثنا ابو بكر نا ابو الحسن البزيعى بالمصيصة ثنا محمد بن عمر الواقدى قال قرأت فى صحيفة عند آل ابى عتيق نا ابن شهاب عن سليمان بن ارقم عَنِ الْحَسَنِ

قَالَ بَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيْ اِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَوَقَعَ فِيْ بِئْرٍ فَضَحِكَ بَعْضُ الْقَوْمِ فَاَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ ضَحِكَ اَنْ يُّعِيْدَ الْوُضُوْءَ وَالصَّلاَةَ .

৫৯৩(১৭)। আবু বাক্‌র (র)... আল-হাসান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়ছিলেন, তখন এক লোক এলো এবং সে কূপের মধ্যে পড়ে গেলো। তাতে কতক লোক (নামাযরত অবস্থায়) হেসে দিলো। যারা হেসেছিল তাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় উযু করতে এবং নামায পড়তে নির্দেশ দিলেন।

٥٩٤ (١٨)- واما حديث ابن وهب عن يونس عن الزهرى عن الحسن مرسلا بمخالفة ما رواه سفيان بن محمد عنه . فحدثنا به ابو بكر النيسابورى حدثنى موهب بن يزيد نا ابن وهب اخبرنى يونس عن ابن شهاب عَنِ الْحَسَنِ قَالَ بَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيْ اِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَوَقَعَ فِيْ حُفْرَةٍ فَضَحِكَ بَعْضُ الْقَوْمِ فَاَمَرَ مَنْ يَّضْحَكُ اَنْ يُّعِيْدَ الْوُضُوْءَ وَالصَّلاَةَ .

৫৯৪(১৮)। ইবনে ওয়াহ্‌ব (র)... আল-হাসান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়ছিলেন। তখন তাঁর দরবারে এক ব্যক্তি এসে একটি গর্তে পড়ে গেলো। তাতে কতক লোক হেসে দিলো। অতএব যারা হেসেছিল তাদেরকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় উযু করে নামায পড়ার নির্দেশ দিলেন।

٥٩٥ (١٩)- حدثنا ابو بكر النيسابورى ثنا احمد بن عبد الرحمن بن وهب ثنا عمى اخبرنى يونس عن الزهرى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ اَبِى الْحَسَنِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اَمَرَ مَنْ ضَحِكَ فِي الصَّلاَةِ اَنْ يُّعِيْدَ الْوُضُوْءَ وَالصَّلاَةَ .

৫৯৫(১৯)। আবু বাক্‌র আন-নায়সাপুরী (র)... আল-হাসান ইবনে আবুল হাসান (র) থেকে বর্ণিত। যারা নামাযরত অবস্থায় হেসেছিল তাদেরকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় উযু করে নামায পড়ার নির্দেশ দিলেন।

٥٩٦ (٢٠)- وحدثنا عثمان بن محمد بن بشر نا ابراهيم الحربى نا خالد بن خداش نا ابن وهب عن يونس عن الزهرى عَنِ الْحَسَنِ قَالَ بَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيْ مِثْلَ قَوْلِ مَوْهَبِ بْنِ يَزِيْدَ وهذا هو الصواب عن ابن وهب .

৫৯৬(২০)। উসমান ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে বিশ্‌র (র)... আল-হাসান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়ছিলেন... মাওহাব ইবনে ইয়াযীদ (র)-এর বর্ণনার অনুরূপ। ইবনে ওয়াহ্‌ব (র) থেকে এটাই যথার্থ।

٥٩٧ (٢١)- حدثنا ابو بكر الشافعى نا محمد بن بشر بن مطر نا محمد بن الصباح الجرجرائى نا الوليد ثنا شعيب بن ابى حمزة عَنِ الزُّهْرِيْ قَالَ لاَ وُضُوْءَ فِي الْقَهْقَهَةِ

وَالضَّحْكِ فَلَوْ كَانَ مَا رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ صَحِيْحًا عِنْدَ الزُّهْرِيِّ لَمَا اَفْتى بِخِلاَفِهِ وَضِدِّهِ والله اعلم . وكذلك رواه هشام بن حسان عن الحسن مرسلا عن النبى ﷺ وقد كتبناه قبل هذا . وروى هذا الحديث ابو حنيفة عن منصور بن زاذان عن الحسن عن معبد الجهنى مرسلا عن النبى ﷺ ووهم فيه ابو حنيفة على منصور وانما رواه منصور ابن زاذان عن محمد بن سيرين عن معبد . ومعبد هذا لاصحبة له ويقال انه اول من تكلم فى القدر من التابعين حدث به عن منصور عن ابن سيرين غيلان بن جامع وهشيم بن بشير وهما احفظ من ابى حنيفة للاسناد .

৫৯৭(২১)। আবু বাক্‌র আশ-শাফিঈ (র)... আয-যুহ্‌রী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, অট্টহাসি ও হাসির কারণে উযু করতে হবে না। আয-যুহ্‌রী (র) আল-হাসান (র)-এর সূত্রে নবী ﷺ-এর যে হাদীস বর্ণনা করেছেন তা যদি আয-যুহ্‌রীর মতে সহীহ হতো, তবে তিনি তার বিপরীত ফতোয়া দিতেন না। আল্লাহ সর্বাধিক জ্ঞাত। অনুরূপভাবে এই হাদীস হিশাম ইবনে হাস্‌সান (র) আল-হাসান-নবী ﷺ সূত্রে মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন। আমরা ইতিপূর্বে তা আলোচনা করেছি। এই হাদীস ইমাম আবু হানীফা (র) মানসূর ইবনে যাযান-আল-হাসান-মা'বাদ আল-জুহানী-নবী ﷺ সূত্রে মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন। আবু হানীফা (র) এ হাদীসের সনদে মানসূর সম্পর্কে সন্দেহে পতিত হয়েছেন। মানসূর ইবনে যাযান এই হাদীস মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন-মা'বাদ (র) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। মা'বাদ সাহাবী নন। কথিত আছে, তাবিঈদের মধ্যে তিনিই প্রথম তাকদীর সম্পর্কে বিরূপ কথা বলেন। তিনি মানসূর-ইবনে সীরীন সূত্রে বর্ণনা করেন, গাইলান ইবনে জামে' ও হুশাইম ইবনে বাশীর (র) উভয়ে সনদসূত্র সম্পর্কে আবু হানীফা (র) অপেক্ষা অধিক স্মৃতিশক্তির অধিকারী।

٥٩٨ (٢٢)- فاما حديث ابى حنيفة عن منصور فحدثنا به ابو بكر الشافعى واحمد بن محمد ابن زياد وآخرون قالوا حدثنا اسماعيل بن محمد بن ابى كثير القاضى حدثنا مكى ابن ابراهيم نا ابو حنيفة عن منصور بن زاذان عن الحسن عَنْ مَعْبَدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا هُوَ فِى الصَّلاَةِ اِذْ اَقْبَلَ اَعْمى يُرِيْدُ الصَّلاَةَ فَوَقَعَ فِيْ زُبْيَةٍ فَاسْتَضْحَكَ الْقَوْمُ حَتّى قَهْقَهُوْا فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ قَهْقَهَ فَلْيُعِدِ الْوُضُوْءَ وَالصَّلاَةَ .

৫৯৮(২২)। আবু হানীফা (র)... মা'বাদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী ﷺ নামায পড়ছিলেন। এক অন্ধ ব্যক্তি নামায পড়ার উদ্দেশে আগমন করলো। সে একটি গর্তের মধ্যে পড়ে গেলো। তাতে কিছু লোক অট্টহাসি দিলো। নবী ﷺ নামায শেষ করে বললেন : তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি অট্টহাসি দিয়েছে সে যেন পুনরায় উযু করে এবং নামায পড়ে।

٥٩٩(٢٣)- واما حديث غيلان بن جامع عن منصور بن زاذان بمخالفة ابى حنيفة عنه فحدثنا به الحسين بن اسماعيل ومحمد بن مخلد قالا نا محمد بن عبد الله الزهيرى ابو بكر نا يحى ابن يعلى نا ابى نا غيلان عن منصور الواسطى هو ابن زاذان عن ابن سيرين عَنْ مَعْبَدِ الْجُهَنِيِّ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الْغَدَاةَ فَجَاءَ رَجُلٌ اَعْمى وَقَرِيْبٌ مِنْ مُصَلّى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِئْرٌ عَلى رَاْسِهَا جُلَّةٌ فَجَاءَ الاَعْمى يَمْشِيْ حَتّى وَقَعَ فِيْهَا فَضَحِكَ بَعْضُ الْقَوْمِ وَهُمْ فِى الصَّلاَةِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ بَعْدَ مَا قَضَى الصَّلاَةَ مَنْ ضَحِكَ مِنْكُمْ فَلْيُعِدِ الْوُضُوْءَ وَلْيُعِدِ الصَّلاَةَ .

৫৯৯(২৩)। গাইলান ইবনে জামে‘ (র)... মা‘বাদ আল-জুহানী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ ফজরের নামায পড়ছিলেন। তখন এক অন্ধ ব্যক্তি এলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামাযের স্থানের নিকট একটি কূপ ছিল, যার উপর খেজুর পাতা দেয়া ছিল। সেই অন্ধ ব্যক্তি হাঁটতে হাঁটতে এসে ঐ কূপের মধ্যে পড়ে গেলো। তাতে নামাযরত কতক লোক হেসে দিলো। নবী ﷺ নামাযশেষে বলেন : তোমাদের মধ্যে যারা হেসেছে তারা যেন পুনরায় উযু করে এবং নামায পড়ে।

٦٠٠(٢٤)- واما حديث هشيم عن منصور بن زاذان عن ابن سيرين بمخالفة رواية ابى حنيفة عن منصور فحدثنا احمد بن عبد الله بن محمد الوكيل نا الحسن بن عرفة حدثنا هشيم عن منصور عن ابن سيرين وعن خالد الحذاء عن حفصة عن ابى العالية ح وحدثنا الحسين ابن اسماعيل ثنا زياد بن ايوب نا هشيم نا منصور عن ابن سيرين وخالد عن حصفة عَنْ اَبِى الْعَالِيَةِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّيْ فَمَرَّ رَجُلٌ فِيْ بَصَرِهِ سُوْءٌ عَلى بِئْرٍ عَلَيْهَا خَصَفَةٌ فَوَقَعَ فِيْهَا فَضَحِكَ مَنْ كَانَ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا قَضى صَلاَتَهُ قَالَ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ ضَحِكَ فَلْيُعِدِ الْوُضُوْءَ وَالصَّلاَةَ لفظ زياد .

৬০০(২৪)। হুশাইম (র)... আবুল আলিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ নামায পড়ছিলেন। এক অন্ধ ব্যক্তি এসে কূপের মধ্যে পড়ে গেলো। এর উপর খেজুর পাতা দেয়া ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে যারা নামায পড়ছিল তারা হেসে দিলো। তিনি নামাযশেষে বলেন : তোমাদের মধ্যে যারা হেসেছে তারা যেন পুনরায় উযু করে এবং নামায পড়ে। মূল পাঠ যিয়াদ (র)-এর।

٦٠١(٢٥)- وحدثنا به ابو بكر النيسابورى حدثنى يوسف بن سعيد ثنا الهيثم بن جميل نا هشيم نا خالد الحذاء عن حفصة عن ابى العالية ح قال وثنا منصور عَنِ ابْنِ

سِيْرِيْنَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلّٰى بِاَصْحَابِهِ ثُمَّ ذَكَرَ مَعْنَاهُ الاَّ اَنَّهُ قَالَ فَتَرَدّٰى فِيْهَا فَضَحِكَ نَاسٌ خَلْفَهُ فَامَرَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ .

৬০১(২৫)। আবু বাক্‌র আন-নায়সাপুরী (র)... ইবনে সীরীন (র) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাহাবীদের নিয়ে নামায পড়লেন, রাবী তারপর একই অর্থের হাদীস উল্লেখ করেন। তবে তিনি বলেন, সে তাতে পড়ে গেলো। তাতে তাঁর পিছনের লোকজন হেসে দিলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের নির্দেশ দিলেন... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। খালিদ আল-হায্‌যা-হাফসা-আবুল আলিয়া সূত্রে এটিই সহীহ। আর আল-হাসান ইবনে উমারার উক্তি খালিদ আল-হায্‌যা-আবুল মালীহ-তার পিতার সূত্রে ভুল ও আপত্তিকর। এই হাদীস সুফিয়ান আস-সাওরী, উহাইব ইবনে খালিদ ও হাম্মাদ ইবনে সালামা-খালিদ আল-হায্‌যা-হাফসা-আবুল আলিয়া সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٦٠٢(٢٦)- حدثنا ابو بكر النيسابورى نا احمد بن يوسف السلمى وعبد الله بن محمد بن عمرو الغزى قالا نا محمد بن يوسف نا سفيان عن خالد الحذاء عن ام الهذيل وهى حفصة عَنْ اَبِى الْعَالِيَةِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ فِى الصَّلاَةِ فَجَاءَ رَجُلٌ فِىْ بَصَرِهِ سُوْءٌ فَوَقَعَ فِىْ بِئْرٍ فَضَحِكُوْا مِنْهُ فَامَرَ النَّبِىُّ ﷺ مَنْ ضَحِكَ اَنْ يُّعِيْدَ الْوُضُوْءَ وَالصَّلاَةَ .

৬০২(২৬)। আবু বাক্‌র আন-নায়সাপুরী (র)... আবুল আলিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাযরত ছিলেন। তখন এক ব্যক্তি এলো যার চোখে ত্রুটি ছিল এবং সে একটি কূপের মধ্যে পড়ে গেলো। তাতে লোকজন হেসে দিলো। অতএব যারা হেসেছিল তাদেরকে নবী ﷺ পুনরায় উযু করে নামায পড়ার নির্দেশ দিলেন।

٦٠٣(٢٧)- حدثنا جعفر بن احمد المؤذن نا السرى بن يحى نا عبيد الله وقبيصة عن سفيان عن خالد عن ام الهذيل عَنْ اَبِى الْعَالِيَةِ بِهٰذَا .

৬০৩(২৭)। জা'ফার ইবনে আহ্‌মাদ আল-মুয়ায্‌যিন (র)... আবুল আলিয়া (র) থেকে এই সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

٦٠٤(٢٨)- حدثنا ابو بكر النيسابورى نا احمد بن يوسف السلمى نا حجاج وحدثنا عثمان ابن محمد بن بشير نا ابراهيم الحربى قالا ثنا موسى وابن عائشة قالوا حدثنا حماد عن خالد الحذاء عن حفصة عَنْ اَبِى الْعَالِيَةِ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُصَلِّىْ بِاَصْحَابِهِ فَجَاءَ اَعْمٰى فَوَطِئَ عَلٰى خُصْفَةٍ عَلٰى رَأْسِ بِئْرٍ فَتَرَدّٰى فِى الْبِئْرِ فَضَحِكَ بَعْضُ اَصْحَابِ

رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَعْضَ مَنْ ضَحِكَ اَنْ يُّعِيْدَ الْوُضُوْءَ وَالصَّلاَةَ وكذا رواه وهيب بن خالد عن خالد وايوب السختيانى عن حفصة عن ابى العالية .

৬০৪(২৮)। আবু বাক্‌র আন-নায়সাপুরী (র)... আবুল আলিয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ তাঁর সাহাবীদের নিয়ে নামায পড়ছিলেন। তখন এক অন্ধ ব্যক্তি এলো এবং কূপের উপর বিছানো খেজুর পাতা মাড়িয়ে কূপের মধ্যে পড়ে গেলো। তাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কতক সাহাবী হাসলেন। যারা (নামাযের মধ্যে) হেসেছেন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের পুনরায় উযু করার এবং নামায পড়ার নির্দেশ দিলেন। এই হাদীস উহাইব ইবনে খালিদ (র) খালিদ-আইউব আস-সুখতিয়ানী-হাফ্‌সা-আবুল আলিয়া (র) সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٦٠٥(٢٩)- حدثنا ابو بكر النيسابورى نا علّى بن سعيد بن جرير حدثنا سهل بن بكارْ حدثنا وهيب نا ايوب وخالد عن حفصة عَنْ اَبِى الْعَالِيَةِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ صَلّٰى بِاَصْحَابِهِ وَفِى الْقَوْمِ رَجُلٌ ضَرِيْرُ الْبَصَرِ فَوَقَعَ فِى الْبِئْرِ فَضَحِكَ طَوَائِفُ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ فَلَمَّا صَلّٰى اَمَرَ كُلُّ مَنْ كَانَ ضَحِكَ اَنْ يُّعِيْدَ الْوُضُوْءَ وَالصَّلاَةَ وكذلك رواه معمر عن ايوب عن حفصة عن ابى العالية .

৬০৫(২৯)। আবু বাক্‌র আন-নায়সাপুরী (র)... আবুল আলিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ তাঁর সাহাবীদের নিয়ে নামায পড়লেন। লোকজনের মধ্যে এক অন্ধ ব্যক্তিও ছিল। সে কূপের মধ্যে পড়ে গেলো। তাতে নবী ﷺ-এর কতক সাহাবী (নামাযের মধ্যে) হাসলেন। যারা হেসেছেন নবী ﷺ নামাযশেষে তাদেরকে পুনরায় উযু করার এবং নামায পড়ার নির্দেশ দেন। এই হাদীস মা'মার (র) আইউ-হাফসা-আবুল আলিয়া (র) সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٦٠٦(٣٠)- حدثنا به الحسين بن اسماعيل نا الحسن بن ابى الربيع انا عبد الرزاق انا معمر عن ايوب عن حفصة بنت سيرين عَنْ اَبِى الْعَالِيَةِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَ حَدِيْثِ مَعْمَرٍ عن قتادة عن ابى العالية وكذلك رواه مطر الوراق عن حفصة عن ابى العالية .

৬০৬(৩০)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... আবুল আলিয়া-নবী ﷺ সূত্রে কাতাদা-আবুল আলিয়া সূত্রে মা'মার (র)-এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এই হাদীস মাতার আল-ওয়াররাক (র) হাফসা-আবুল আলিয়া (রা) সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٦٠٧(٣١)- حدثنا به ابو بكر النيسابورى نا محمد بن يحى نا موسى بن اسماعيل نا ابان نا مطر عن حفصة عَنْ اَبِى الْعَالِيَةِ قَالَ بَيْنَمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ بِاَصْحَابِهِ اِذْ جَاءَ

رَجُلٌ فِيْ بَصَرِهِ سُوْءٌ فَمَرَّ عَلَى بِئْرٍ قَدْ غَشِيَ عَلَيْهَا فَوَقَعَ فِيْهَا فَضَحِكَ بَعْضُ الْقَوْمِ فَاَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ ضَحِكَ اَنْ يُّعِيْدَ الْوُضُوْءَ وَالصَّلاَةَ وكذلك رواه حفص بن سليمان المنقرى البصرى عن حفصة عن ابى العالية .

৬০৭(৩১)। আবু বাক্‌র আন-নায়সাপুরী (র)... আবুল আলিয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের নিয়ে নামায পড়ছিলেন। তখন ত্রুটিযুক্ত চোখবিশিষ্ট এক ব্যক্তি এলো এবং সে ঢেকে রাখা একটি কূপ অতিক্রম করতে গিয়ে তার মধ্যে পড়ে গেলো। তাতে কতক লোক (নামাযরত অবস্থায়) হাসলো। অতএব যারা হেসেছে তাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় উযু করার এবং নামায পড়ার নির্দেশ দিলেন। এই হাদীস হাফ্‌স ইবনে সুলায়মান আল-মিনকারী আল-বাসরী (র) হাফসা-আবুল আলিয়া (র) সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٦٠٨(٣٢)- حدثنا به ابو بكر النيسابورى نا محمد بن يحى نا ابو النعمان نا حماد بن زيد عن حفص بن سليمان عن حفصة بنت سيرين عَنْ اَبِى الْعَالِيَةِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّيْ بِاَصْحَابِهِ فَجَاءَ رَجُلٌ فَوَقَعَ عَلَى بِئْرٍ فَضَحِكَ بَعْضُ الْقَوْمِ فَاَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ ضَحِكَ اَنْ يُّعِيْدَ الْوُضُوْءَ وَيُعِيْدَ الصَّلاَةَ .

৬০৮(৩২)। আবু বাক্‌র আন-নায়সাপুরী (র)... আবুল আলিয়া (র) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের নিয়ে নামায পড়ছিলেন। তখন এক ব্যক্তি এসে একটি কূপে পড়ে গেলো। তাতে কিছু লোক (নামাযের মধ্যে) হাসলো। যারা হেসেছে রাসূলুল্লাহ তাদেরকে পুনরায় উযু করার এবং নামায পড়ার নির্দেশ দিলেন। এই হাদীস হিশাম ইবনে হাস্‌সান (র) হাফসা-আবুল আলিয়া (রা) সূত্রে মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন। তার থেকে একদল মুহাদ্দিস এই হাদীস বর্ণনা করেছেন। সুফিয়ান আস-সাওরী, যায়েদা ইবনে কুদামা, ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে সাঈদ আল-কাত্তান, হাফ্‌সা ইবনে গিয়াছ, রাওহ ইবনে উবাদা, আবদুল ওয়াহ্‌হাব ইবনে আতা (র) প্রমুখ তাদের অন্তর্ভুক্ত। তারা হিশাম-হাফসা-আবুল আলিয়া-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে বর্ণনার ব্যাপারে একমত। এই হাদীস খালিদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-ওয়াসিতী (র) হিশাম-হাফসা-আবুল আলিয়া-আনসার সম্প্রদায়ভুক্ত এক ব্যক্তি-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি আনসার ব্যক্তির নাম উল্লেখ করেননি এবং তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবী কিনা তাও উল্লেখ করেননি। খালিদ (র) নিজস্বভাবে কিছু রচনা করেননি। পাঁচজন নির্ভরযোগ্য (সিকাহ্) হাফেজ তার বিরোধিতা করেছেন এবং তাদের বক্তব্যমতে প্রথমটিই যথার্থ।

٦٠٩(٣٣)- فاما حديث خالد بن عبد الله عن هشام فحدثنا به دعلج بن احمد نا محمد بن على بن زيد نا سعيد بن منصور نا خالد بن عبد الله عن هشام بن حسان عن حفصة عن ابى العالية عَنْ رَجُلٍ مِّنَ الاَنْصَارِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّيْ بِاَصْحَابِهِ فَمَرَّ رَجُلٌ

فِىْ بَصَرِهِ سُوْءٌ فَتَرَدّٰى فِىْ بِئْرٍ فَضَحِكَ طَوَائِفُ مِّنَ الْقَوْمِ فَاَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَ ضَحِكَ اَنْ يُّعِيْدَ الْوُضُوْءَ وَالصَّلاَةَ .

৬০৯(৩৩)। খালিদ ইবনে আবদুল্লাহ (র)... আনসার সম্প্রদায়ভুক্ত এক ব্যক্তি থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের নিয়ে নামায পড়ছিলেন। তখন ত্রুটিপূর্ণ দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন এক ব্যক্তি এসে একটি কূপে পড়ে গেলো। তাতে কতক লোক (নামাযের মধ্যে) হেসে দিলো। যারা হেসেছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে পুনরায় উযু করার এবং নামায পড়ার নির্দেশ দিলেন।

٦١٠(٣٤)- واما حديث سفيان الثورى ومن تابعه عن هشام بن حسان بمخالفة رواية خالد عنه فحدثنى القاضى الحسين بن اسماعيل نا ابو هشام الرفاعى نا وكيع نا سفيان عن هشام عن حفصة عَنْ اَبِى الْعَالِيَةِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَمَرَ مَنْ ضَحِكَ اَنْ يُّعِيْدَ الْوُضُوْءَ وَالصَّلاَةَ .

৬১০(৩৪)। সুফিয়ান আস-সাওরী (র)... আবুল আলিয়া (র) থেকে বর্ণিত। যারা (নামাযের মধ্যে) হেসেছিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে পুনরায় উযু করার এবং নামায পড়ার নির্দেশ দিলেন।

٦١١(٣٥)- وحدثنا الحسين بن اسماعيل نا جعفر بن محمد نا معاوية نا زائدة ح وحدثنا ابو بكر النيسابورى حدثنى يوسف بن سعيد حدثنا احمد بن يونس نا زائدة عن هشام عن حفصة عَنْ اَبِى الْعَالِيَةِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ فِىْ بَصَرِهِ سُوْءٌ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ تَرَدّٰى فِىْ حُفْرَةٍ كَانَتْ فِى الْمَسْجِدِ فَضَحِكَ طَوَائِفُ مِنْهُمْ فَلَمَّا قَضٰى صَلاَتَهُ اَمَرَ مَنْ كَانَ ضَحِكَ اَنْ يُّعِيْدَ الْوُضُوْءَ وَالصَّلاَةَ .

৬১১(৩৫)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... আবুল আলিয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ত্রুটিযুক্ত দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন এক ব্যক্তি এলো এবং মসজিদে প্রবেশ করলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন নামায পড়ছিলেন। সে মসজিদের ভেতরে একটি গর্তে পড়ে গেলো। তাতে (নামাযরত) কতক লোক হেসে দিলো। যারা হেসেছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযশেষে তাদেরকে পুনরায় উযু করার এবং নামায পড়ার নির্দেশ দিলেন।

٦١٢(٣٦)- حدثنا عثمان بن محمد بن بشر نا ابراهيم الحربى انا عبيد الله نا يزيد بن زريع عن هشام عن حفصة عَنْ اَبِى الْعَالِيَةِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ نَحْوَهُ .

৬১২(৩৬)। উছমান ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে বিশ্‌র (র)... আবুল আলিয়া-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

٦١٣(٣٧)- حدثنا محمد بن اسماعيل الفارسى وعثمان بن احمد الدقاق قالا نا يحى بن ابى طالب انا عبد الوهاب انا هشام عن حفصة بنت سيرين عَنْ اَبِى الْعَالِيَةِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ .

৬১৩(৩৭)। মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল আল-ফারিসী ও উছমান ইবনে আহ্‌মাদ আদ-দাক্‌কাক (র)... আবুল আলিয়া (র)-নবী ﷺ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

٦١٤(٣٨)- ورواه ابو هاشم الرمانى عن ابى العالية حدثنا القاضى الحسين بن اسماعيل نا ابو هشام الرفاعى نا وكيع نا ابى ح وثنا محمد بن مخلد حدثنا محمد بن اسماعيل الحسانى ثنا وكيع نا ابى عن منصور عن ابى هاشم عَنْ اَبِى الْعَالِيَةِ اَنَّ اَعْمى وَقَعَ فِىْ بِئْرٍ فَضَحِكَ بَعْضُ مَنْ كَانَ خَلْفَ النَّبِىِّ ﷺ فَاَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ ضَحِكَ اَنْ يُّعِيْدَ الْوُضُوْءَ وَالصَّلاَةَ .

৬১৪(৩৮)। আবু হাশেম আর-রুম্মানী (র)... আবুল আলিয়া (র) থেকে বর্ণিত। এক অন্ধ ব্যক্তি একটি কূপের মধ্যে পড়ে গেলো। তাতে নবী ﷺ-এর সাথে যারা নামায পড়ছিল তাদের কতক লোক হেসে দিলো। যারা হেসেছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে পুনরায় উযু করার এবং নামায পড়ার নির্দেশ দিলেন।

٦١٥(٣٩)- حدثنا احمد بن الحسين بن محمد بن احمد بن الجنيد نا يوسف بن موسى نا جرير عن منصور عن ابى هاشم فيما ارى عَنْ اَبِى الْعَالِيَةِ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُصَلِّىْ بِالنَّاسِ صَلاَةَ الْفَجْرِ اَوْ بَعْضَ صَلاَةِ اللَّيْلِ وَكَانَ فِى الْمَسْجِدِ بِئْرٌ وَكَانَ رَجُلٌ فِىْ بَصَرِهِ ضُرٌّ فَوَقَعَ فِيْهَا فَضَحِكَ النَّاسُ فَلَمَّا قَضَى الصَّلاَةَ قَالَ مِمَّا ضَحِكْتُمْ فَاَخْبَرُوْهُ فَقَالَ مَنْ ضَحِكَ فَلْيَعِدِ الْوُضُوْءَ وَالصَّلاَةَ .

৬১৫(৩৯)। আহ্‌মাদ ইবনুল হুসাইন ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আহ্‌মাদ ইবনুল জুনাইদ (র)... আবুল আলিয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ লোকদের নিয়ে ফজরের নামায অথবা রাতের কোন নামায পড়ছিলেন। মসজিদের ভেতরে একটি কূপ ছিল। এক ব্যক্তির দৃষ্টিশক্তি ত্রুটিপূর্ণ ছিল। সে তাতে পড়ে গেলে লোকজন হেসে দিলো। তিনি নামাযশেষে বললেন : তোমরা কেন হাসলে? তারা তাঁকে (হাসির কারণ) অবহিত করলো। তিনি বললেন : যে ব্যক্তি হেসেছে সে যেন পুনরায় উযু করে এবং নামায পড়ে।

٦١٦(٤٠)- حدثنا عثمان بن محمد بن بشر نا ابراهيم الحربى نا عبد اللّٰه بن صالح نا ابو الاحوص عن منصور عن ابى هاشم عَنْ اَبِى الْعَالِيَةِ قَالَ ضَحِكَ نَاسٌ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مَنْ ضَحِكَ فَلْيُعِدِ الْوُضُوْءَ وَالصَّلاَةَ .

৬১৬(৪০)। উছমান ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে বিশ্‌র (র)... আবুল আলিয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পিছনে কতক লোক (নামাযের মধ্যে) হাসলো। তিনি বললেন : যে ব্যক্তি হেসেছে সে যেন পুনরায় উযু করে এবং নামায পড়ে।

٦١٧(٤١)- حدثنا محمد بن مخلد نا محمد بن اسماعيل الحسانى ح وحدثنا الحسين بن اسماعيل ثنا ابو هشام قالا نا وكيع عن شريك عن ابى هاشم وقال ابو هشام عن وكيع قال شريك سمعته من ابى هشام عَنْ اَبِى الْعَالِيَةِ اَنَّ اَعْمى وَقَعَ فِىْ بِئْرٍ فَضَحِكَ طَوَائِفُ مِمَّنْ كَانَ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فَاَمَرَهُمْ اَنْ يُّعِيْدُوا الْوُضُوْءَ وَالصَّلاَةَ .

৬১৭(৪১)। মুহাম্মাদ ইবনে মাখলাদ (র)... আবুল আলিয়া (র) থেকে বর্ণিত। এক অন্ধ ব্যক্তি একটি কূপের মধ্যে পড়ে গেলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথের কতক লোক (নামাযরত অবস্থায়) হেসে দিলো। তিনি তাদেরকে পুনরায় উযু করার এবং নামায পড়ার নির্দেশ দিলেন।

٦١٨(٤٢)- حدثنا ابو بكر النيسابورى نا يوسف بن سعيد انا ابو نعيم وهشيم بن جميل قالا نا شريك عن ابى هاشم عَنْ اَبِى الْعَالِيَةِ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ فِى الصَّلاَةِ وَفِى الْمَسْجِدِ بِئْرٌ عَلَيْهَا جُلَّةٌ فَجَاءَ اَعْمى فَسَقَطَ فِيْهَا فَضَحِكَ بَعْضُ الْقَوْمِ فَاَمَرَ النَّبِىُّ ﷺ مَنْ ضَحِكَ اَنْ يُّعِيْدَ الْوُضُوْءَ وَالصَّلاَةَ .

৬১৮(৪২)। আবু বাক্‌র আন-নায়সাপুরী (র)... আবুল আলিয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযরত ছিলেন। মসজিদের ভিতরে একটি কূপ ছিল, তার উপর খেজুরপাতা দেয়া ছিল। এক অন্ধ ব্যক্তি এসে কূপের মধ্যে পড়ে গেলো। তাতে কতক লোক হেসে দিলো। যারা হেসেছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে পুনরায় উযু করে নামায পড়ার নির্দেশ দিলেন।

٦١٩(٤٣)- حدثنا ابو بكر النيسابورى نا على بن حرب نا ابو معاوية ثنا الاعمش عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ ضَرِيْرُ الْبَصَرِ وَالنَّبِىُّ ﷺ فِى الصَّلاَةِ فَعَثَرَ فَتَرَدّى فِىْ بِئْرٍ فَضَحِكُوْا فَاَمَرَ النَّبِىُّ ﷺ مَنْ ضَحِكَ اَنْ يُّعِيْدَ الْوُضُوْءَ وَالصَّلاَةَ .

৬১৯(৪৩)। আবু বাক্‌র আন-নায়সাপুরী (র)... ইবরাহীম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক অন্ধ ব্যক্তি এলো এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন নামাযরত ছিলেন। লোকটি হোঁচট খেয়ে কূপের মধ্যে পড়ে গেলে লোকজন হেসে দিলো। যারা (নামাযের মধ্যে) হেসেছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে পুনরায় উযু করে নামায পড়ার নির্দেশ দিলেন।

٦٢٠(٤٤)- حدثنا اسماعيل بن محمد الصفار اخبرنا اسماعيل القاضى نا على بن المدينى قال قلت لعبد الرحمن بن مهدى روى هذا الحديث ابراهيم مرسلا فقال حدثنى شريك عن ابى هاشم قال انا حدثت به ابراهيم عن ابى العالية رجع حديث ابراهيم هذا الذى ارسله الى ابى العالية لان ابا هاشم ذكر انه حدثه به عنه قال ابو الحسن رجعت هذه الاحاديث كلها التى قدمت ذكرها فى هذا الباب الى ابى العاليه الرياحى وابو العالية فارسل هذا الحديث عن النبى ﷺ ولم يسم بينه وبينه رجلا سمعه منه عنه وقد روى عاصم الاحول عن محمد بن سيرين وكان عالما بابى العالية وبالحسن فقال لا تأخذوا بمراسيل الحسن ولا ابى العالية فانهما لا يباليان عن من اخذا .

৬২০(৪৪)। ইসমাঈল ইবনে মুহাম্মাদ আস-সাফ্ফার (র)... আলী ইবনুল মাদীনী (র) বলেন, আমি আবদুর রহমান ইবনে মাহদী (র)-কে বললাম, এই হাদীস ইবরাহীম (র) মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমার নিকট শারীক (র) আবু হাশেম সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি এই হাদীস ইবরাহীম (র)-এর নিকট আবুল আলিয়া (র) সূত্রে বর্ণনা করেছি। ইবরাহীম (র)-এর হাদীস যা আবুল আলিয়া (র) সূত্রে মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন, পুনরাবৃত্তি করেন। কেননা আবু হাশেম (র) উল্লেখ করেছেন যে, তিনি এই হাদীস তার থেকে বর্ণনা করেছেন। আবুল হাসান বলেন, আমি এই অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত সবগুলো হাদীস আবুল আলিয়া (র) আর-রিয়াহীর নিকট পেশ করলাম। আর আবুল আলিয়া এই হাদীস নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন এবং তিনি তার ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাঝে এমন কোন ব্যক্তির নাম উল্লেখ করেননি, যার কাছে এই হাদীস শুনেছেন। আসেম আল-আহওয়াল (র) মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন (র) সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি আবুল আলিয়া ও হাসান (র) সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন। তিনি বলেছেন, তোমরা আল-হাসানের এবং আবুল আলিয়ার মুরসাল হাদীসসমূহ গ্রহণ করো না। কেননা তারা উভয়ে কেমন রাবী থেকে হাদীস গ্রহণ করেন তা যাচাই করেন না।

٦٢١(٤٥)- حدثنا بذلك محمد بن مخلد نا صالح بن احمد بن حنبل نا على بن المدينى سمعت جريرا وذكر عن رجل عن عاصم قال قال لى ابن سيرين ما حدثنى فلا تحدثنى عن رجلين من اهل البصرة عن ابى العالية والحسن فانهما كانا لا يباليان عن من اخذا حديثهما .

৬২১(৪৫)। মুহাম্মাদ ইবনে মাখলাদ (র)... আসেম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে ইবনে সীরীন (র) বলেছেন, তুমি যখন আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করবে তখন বসরার দুই ব্যক্তি আবুল আলিয়া ও আল-হাসান থেকে হাদীস বর্ণনা করবে না। কেননা তারা উভয়ে কেমন রাবী থেকে হাদীস সংগ্রহ করেন তার কোন পরোয়া করেন না।

٦٢٢(٤٦)- حدثنا محمد بن مخلد نا عباس بن محمد نا ابو بكر بن ابى الاسود نا داود بن ابراهيم حدثنى وهيب نا ابن عون عن محمد قال كان اربعة يصدقون من حدثهم ولا يبالون ممن يسمعون الحديث الحسن وابو العالية وحميد بن هلال وداود بن ابى هند قال الشيخ ولم يذكر الرابع وهذا حديث روى عن الاعمش عن ابى سفيان عن جابر فذكر وذكر علته .

৬২২(৪৬)। মুহাম্মাদ ইবনে মাখলাদ (র)... মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, চার ব্যক্তি আছেন তাদের নিকট যারা হাদীস বর্ণনা করেন, তারা তাদের বিশ্বাস করেন এবং কেমন রাবী থেকে হাদীস শ্রবণ করলেন তার কোন পরোয়া করেন না। তারা হলেন : আল-হাসান, আবুল আলিয়া, হুমাইদ ইবনে হিলাল ও দাঊদ ইবনে আবু হিন্‌দ (র)। আশ-শায়েখ (র) বলেন, তিনি চতুর্থ ব্যক্তির নাম উল্লেখ করেননি। এই হাদীস আল-আ'মাশ-আবু সুফিয়ান-জাবের (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি এই হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং তার ত্রুটিও বর্ণনা করেছেন।

٦٢٣(٤٧)- حدثنا ابو عبيد القاسم بن اسماعيل وابو بكر النيسابورى وابو الحسن احمد ابن محمد بن يزيد الزعفرانى قالوا حدثنا ابراهيم بن هانئ نا محمد بن يزيد بن سنان حدثنا ابى يزيد بن سنان نا سليمان الاعمش عن ابى سفيان عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ ضَحِكَ مِنْكُمْ فِيْ صَلاَتِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ ثُمَّ لْيُعِيْدِ الصَّلاَةَ . قال لنا ابو بكر النيسابورى هذا حديث منكر فلا يصح والصحيح عن جابر خلافه . قال الشيخ ابو الحسن يزيد بن سنان ضعيف ويكنى بابى فروة الرهاوى وابنه ضعيف ايضًا وقد وهم هذا الحديث فى موضعين احدهما فى رفعه اياه الى النبى ﷺ والاخر فى لفظه والصحيح عن الاعمش عن ابى سفيان عن جابر من قوله مَنْ ضَحِكَ فِى الصَّلاَةِ اَعَادَ الصَّلاَةَ وَلَمْ يُعِدِ الْوُضُوْءَ .

৬২৩(৪৭)। আবু উবাইদ আল-কাসেম ইবনে ইসমাঈল (র)... জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের বলেছেন : তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি নামাযরত অবস্থায় হাসি দিলে সে যেন উযু করে পুনরায় নামায পড়ে। আবু বাক্‌র আন-নায়সাপুরী (র) আমাদের বলেছেন, এটি মুনকার হাদীস এবং এটি সহীহ নয়। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত এর বিপরীত হাদীসটি সহীহ। আশ-শায়েখ আবুল হাসান (র) বলেন, ইয়াযীদ ইবনে সিনান হাদীসশাস্ত্রে দুর্বল এবং তার উপনাম আবু ফারওয়া আর-রাহাবী। তার পুত্রও হাদীসশাস্ত্রে দুর্বল। তিনি এই হাদীসের দুই স্থানে সন্দেহের শিকার হয়েছেন : (এক) তিনি এই হাদীসের সনদ নবী ﷺ পর্যন্ত উন্নীত (রাফাআ) করেছেন; (দুই) তিনি তার মূল পাঠেও সন্দেহের শিকার হয়েছেন। সঠিক হলো, আল-আ'মাশ-আবু সুফিয়ান-জাবের (রা) থেকে তার নিজস্ব উক্তি হিসাবে

বর্ণিত যে, "কোন ব্যক্তি নামাযরত অবস্থায় হাসলে তাকে পুনরায় নামায পড়তে হবে, কিন্তু পুনরায় উযু করতে হবে না"।

অনুরূপভাবে একদল নির্ভরযোগ্য প্রবীণ রাবী আল-আ'মাশ (র) সূত্রে উক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন সুফিয়ান আস-সাওরী, আবু মু'আবিয়া আদ-দারীর, ওয়াকী, আবদুল্লাহ ইবনে দাউদ আল-খুরায়বী, উমার ইবনে আলী আল-মুকাদ্দামী প্রমুখ। একইভাবে শো'বা ও ইবনে জুরাইজ (র) ইয়াযীদ ইবনে আবু খালিদ-আবু সুফিয়ান-জাবের (রা) সূত্রে এই হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٦٢٤(٤٨)- حدثنا على بن عبد الله بن مبشر نا احمد بن سنان ح وحدثنا القاضى ابو عمر محمد بن يوسف نا الفضل بن موسى قالا نا عبد الرحمن بن مهدى نا سفيان عن الاعمش عن ابى سفيان عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَيْسَ فِى الضَّحْكِ وُضُوْءٌ .

৬২৪(৪৮)। আলী ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুবাশশির (র)... জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (নামাযরত অবস্থায়) হাসলে উযু করতে হবে না।

٦٢٥(٤٩)- حدثنا عثمان بن محمد بن بشر نا ابراهيم الحربى نا ابو نعيم نا سفيان عن الاعمش عن ابى سفيان عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَيْسَ فِى الضَّحْكِ وُضُوْءٌ.

৬২৫(৪৯)। উছমান ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে বিশ্‌র (র)... জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (নামাযরত অবস্থায়) হাসলে উযু করতে হবে না।

٦٢٦(٥٠)- حدثنا الحسين بن اسماعيل نا ابو هشام الرفاعى نا وكيع نا الاعمش عن ابى سفيان عَنْ جَابِرٍ اَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَضْحَكُ فِى الصَّلاَةِ فَقَالَ يُعِيْدُ الصَّلاَةَ وَلاَ يُعِيْدُ الْوُضُوْءَ .

৬২৬(৫০)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তার নিকট এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো যে, সে (নামাযরত অবস্থায়) হেসেছে। তিনি বলেন, সে পুনরায় নামায পড়বে কিন্তু পুনরায় উযু করবে না।

٦٢٧(٥١)- حدثنا دعلج بن احمد نا محمد بن على بن زيد نا سعيد بن منصور نا ابو معاوية نا الاعمش عن ابى سفيان عَنْ جَابِرٍ قَالَ اِذَا ضَحِكَ الرَّجُلُ فِى الصَّلاَةِ اَعَادَ الصَّلاَةَ وَلَمْ يُعِدِ الْوُضُوْءَ . وذكره ابو محمد بن صاعد قال حدثنا عمرو بن على نا عبد الله بن داود وعمر بن على المقدمى عن الاعمش عن ابى سفيان عَنْ جَابِرٍ فِى الَّذِىْ يَضْحَكُ فِى الصَّلاَةِ قَالَ يُعِيْدُ الصَّلاَةَ وَلاَ يُعِيْدُ الْوُضُوْءَ .

৬২৭(৫১)। দা'লাজ ইবনে আহ্‌মাদ (র)... জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন ব্যক্তি নামাযরত অবস্থায় হাসলে তাকে পুনরায় নামায পড়তে হবে, কিন্তু পুনরায় উযু করতে হবে না। এই হাদীস আবু

মুহাম্মাদ ইবনে সায়েদ (র) উল্লেখ করে বলেন, আমর ইবনে আলী-আবদুল্লাহ ইবনে দাউদ ও উমার ইবনে আলী আল-মুকাদ্দামী-আল-আ'মাশ-আবু সুফিয়ান-জাবের (রা) সূত্রে বর্ণিত। যে ব্যক্তি নামাযরত অবস্থায় হাসে তার সম্পর্কে তিনি বলেন, তাকে পুনরায় নামায পড়তে হবে, কিন্তু পুনরায় উযু করতে হবে না।

٦٢٨(٥٢)- حدثنا عثمان بن محمد بن بشر نا ابراهيم الحربى ثنا ابو بكر نا ابو معاوية قال ونا ابن نمير نا وكيع قال ونا اسحاق بن اسماعيل نا جرير وحدثنا عبد الله بن عمرو نا حسين بن على عن زائدة كلهم عن الاعمش عن ابى سفيان عَنْ جَابِرٍ اِذَا ضَحِكَ فِى الصَّلاَةِ اَعَادَ الصَّلاَةَ وَلَمْ يُعِدِ الْوُضُوْءَ .

৬২৮(৫২)। উসমান ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে বিশ্‌র (র)... জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। কোন ব্যক্তি নামাযের মধ্যে হাসলে তাকে পুনরায় নামায পড়তে হবে, কিন্তু পুনরায় উযু করতে হবে না।

٦٢٩(٥٣)- حدثنا نهشل بن دارم نا احمد بن ملاعب ثنا ورد بن عبد الله نا محمد بن طلحة عن الاعمش عن ابى سفيان عَنْ جَابِرٍ اَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الضِّحْكِ فِى الصَّلاَةِ فَقَالَ يُعِيْدُ وَلاَ يَتَوَضَّأُ .

৬২৯(৫৩)। নাহ্‌শাল ইবনে দারিম (র)... জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তার নিকট নামাযের অবস্থায় হাসি দিলে তার বিধান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বলেন যে, সে পুনরায় নামায পড়বে এবং পুনরায় উযু করবে না।

٦٣٠(٥٤)- حدثنا عمرو بن احمد بن على القطان نا محمد بن الوليد نا محمد بن جعفر نا شعبة عن يزيد بن ابى خالد قال سمعت ابا سفيان يحدث عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ قَالَ فِى الضِّحْكِ فِى الصَّلاَةِ لَيْسَ عَلَيْهِ اِعَادَةُ الْوُضُوْءِ وعن يزيد ابى خالد عن الشعبى مِثْلَهُ .

৬৩০(৫৪)। আমর ইবনে আহ্‌মাদ ইবনে আলী আল-কাত্তান (র)... জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নামাযরত অবস্থায় হাসা সম্পর্কে বলেন, তাকে পুনরায় উযু করতে হবে না। ইয়াযীদ ইবনে আবু সুফিয়ান-আশ-শা'বী (র) সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

٦٣١(٥٥)- حدثنا محمد بن مخلد نا سليمان بن توبة حدثنا المثنى بن معاذ نا ابى نا شعبة عن يزيد ابى خالد سمع ابا سُفْيَانَ سَمِعَ جَابِراً يَقُوْلُ لَيْسَ عَلى مَنْ ضَحِكَ فِى الصَّلاَةِ وُضُوْءٌ وعن يزيد ابى خالد عن الشعبى مِثْلَهُ .

৬৩১(৫৫)। মুহাম্মাদ ইবনে মাখলাদ (র)... আবু সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি জাবের (রা)-কে বলতে শুনেছেন, কোন ব্যক্তি নামাযরত অবস্থায় হাসলে তার জন্য উযু করা ওয়াজিব নয়। ইয়াযীদ আবু খালিদ-আশ-শা'বী (র) সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

٦٣٢(٥٦)- حدثنا ابن مبشر ثنا احمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن عن شعبة عن يزيد ابى خالد قال سمعت ابا سفيان عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَيْسَ فِى الضَّحْكِ وُضُوءٌ وعن شعبة عن يزيد ابى خالد وعاصم الاحول سمعا الشعبى مِثْلَهُ سَوَاءٌ .

৬৩২(৫৬)। ইবনে মুবাশশির (র)... জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (নামাযরত অবস্থায়) হাসলে উযু করতে হবে না। শো'বা-ইয়াযীদ আবু খালিদ ও আসেম আল-আহওয়াল তারা উভয়ে আশ-শা'বী (র) থেকে শুনেছেন পূর্বোক্ত হাদীসের হুবহু অনুরূপ।

٦٣٣(٥٧)- حدثنا عثمان بن محمد نا ابراهيم الحربى نا على بن مسلم نا ابو عاصم عن ابن جريج عن يزيد ابى خالد عن ابى سفيان عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَيْسَ فِى الضَّحْكِ وُضُوءٌ ورواه ابو شيبة عن ابى خالد فرفعه الى النبى ﷺ .

৬৩৩(৫৭)। উছমান ইবনে মুহাম্মাদ (র)... জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (নামাযরত অবস্থায়) হাসলে উযু করতে হবে না। এই হাদীস আবু শায়বা (র) আবু খালিদ (র) সূত্রে মারফূরূপে নবী ﷺ -এর বাণী হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

٦٣٤(٥٨)- حدثنا عبد الباقى بن قانع نا محمد بن بشر بن مروان الصّيرفى نا المنذر بن عمار نا ابو شيبة عن يزيد ابى خالد عن ابى سفيان عَنْ جَابِرٍ عَنْ ﷺ قَالَ اَلضَّحْكُ يَنْقُضُ الصَّلاَةَ وَلاَ يَنْقُضُ الْوُضُوْءَ خالفه اسحاق بن بهلول عن ابيه فى لفظه .

৬৩৪(৫৮)। আবদুল বাকী ইবনে কানে' (র)... জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : (নামাযরত অবস্থায় উচ্চস্বরে) হাসি নামায নষ্ট করে দেয়, কিন্তু তাতে উযু ভঙ্গ হয় না। ইসহাক ইবনে বাহলূল তার পিতার সূত্রে এই হাদীসের মূল পাঠে তার সাথে মতভেদ করেছেন।

٦٣٥(٥٩)- حدثنا ابو جعفر احمد بن اسحاق بن بهلول حدثنى ابى قال حدثنى ابى عن ابى شيبة عن يزيد ابى خالد عن ابى سفيان عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَلْكَلاَمُ يَنْقَضُ الصَّلاَةَ وَلاَ يَنْقُضُ الْوُضُوْءَ .

৬৩৫(৫৯)। আবু জা'ফার আহ্‌মাদ ইবনে ইসহাক ইবনে বাহ্‌লূল (র)... জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : (নামাযরত অবস্থায়) কথা বললে নামায নষ্ট হয়ে যায় কিন্তু উযু নষ্ট হয় না।

٦٣٦(٦٠)- حدثنا عثمان بن محمد بن بشر نا ابراهيم الحربي نا موسى وابن عائشة قالا نا حماد بن سلمة ثنا حبيب المعلم عن عطاء عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ لاَ يَرى عَلَى الَّذِيْ يَضْحَكُ فِي الصَّلاَةِ وُضُوْءاً .

৬৩৬(৬০)। উছমান ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে বিশ্‌র (র)... জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন ব্যক্তি নামাযের মধ্যে হাসলে তাকে উযু করতে হবে না।

٦٣٧(٦١)- حدثنا الحسين بن اسماعيل نا ابو هشام نا وكيع نا سفيان عن ابى الزبير عَنْ جَابِرٍ قَالَ لاَ يَقْطَعُ التَّبَسُّمُ الصَّلاَةَ حَتّى يُقَرْقِرُ رفعه ثابت بن محمد عن سفيان .

৬৩৭(৬১)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুচকি হাসি নামায নষ্ট করে না, যাবত না কেউ উচ্চস্বরে হাসে। সাবেত ইবনে মুহাম্মাদ (র) সুফিয়ান (র) সূত্রে এই হাদীস মারফূরূপে বর্ণনা করেছেন।

٦٣٨(٦٢)- حدثنا عثمان بن محمد بن بشر نا ابراهيم الحربي نا بشر بن الوليد نا اسحاق بن يحى عن المسيب بن رافع عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ اِذَا ضَحِكَ اَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ فَعَلَيْهِ اعَادَةُ الصَّلاَةِ .

৬৩৮(৬২)। উছমান ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে বিশ্‌র (র)... ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের কেউ (নামাযরত অবস্থায়) উচ্চস্বরে হাসলে তাকে পুনরায় নামায পড়তে হবে।

٦٣٩(٦٣)- حدثنا عثمان بن محمد نا ابراهيم الحربي نا ابو نعيم حدثنا سليمان بن المغيرة عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ قَالَ خَرَجَ اَبُوْ مُوسى فِيْ وَفْدٍ فِيْهِمْ رَجُلٌ مِّنْ عَبْدِ الْقَيْسِ اَعْوَرُ فَصَلّى اَبُوْ مُوْسى فَركَعُوْا فَنَكَصُوْا عَلى اَعْقَابِهِمْ فَتَرَدَّى الاَعْوَرُ فِيْ بِئْرٍ قَالَ الاَحْنَفُ فَلَمَّا سَمِعْتُهُ يَتَرَدّى فِيْهَا فَمَا مِنَ الْقَوْمِ الاَّ ضَحِكَ غَيْرِيْ وَغَيْرُ اَبِيْ مُوْسى فَلَمَّا قَضَى الصَّلاَةَ قَالَ مَا بَالُ هؤُلاَءِ قَالُوْا فَلاَنٌ تَرَدّى فِيْ بِئْرٍ فَاَمَرَهُمْ فَاَعَادُوا الصَّلاَةَ .

৬৩৯(৬৩)। উছমান ইবনে মুহাম্মাদ (র)... হুমাইদ ইবনে হিলাল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু মূসা (র) একটি প্রতিনিধি দলের সাথে যাত্রা করলেন। তাদের মধ্যে আবদুল কায়েস গোত্রের এক অন্ধ ব্যক্তিও ছিলো। আবু মূসা (র) নামায পড়ালেন এবং লোকজন রুকূ করে পিছনে সরে এলো। অন্ধ লোকটি একটি কূপে পড়ে গেলো। আল-আহনাফ (র) বলেন, আমি যখন অন্ধ লোকটির কূপে পড়ে যাওয়া শুনতে পেলাম তখন আমি ও আবু মূসা (রা) ব্যতীত সবাই (নামাযরত অবস্থায়) উচ্চস্বরে হাসলো। তিনি নামাযশেষে বললেন, এদের কি হয়েছে? তারা বললো, অমুক ব্যক্তি কূপের মধ্যে পড়ে গেছে। অতএব তিনি তাদের নির্দেশ দিলে তারা পুনরায় নামায পড়ে।

٦٤٠(٦٤)- حدثنا دعلج بن احمد نا محمد بن على بن زيد نا سعيد بن منصور نا هشيم نا سليمان ابن المغيرة عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ قَالَ صَلّى اَبُوْ مُوْسى بِاَصْحَابِه فَرَوْا شَيْئًا فَضَحِكُوْا مِنْهُ قَالَ اَبُوْ مُوْسى حَيْثُ انْصَرَفَ مِنْ صَلاَتِه مَنْ كَانَ ضَحِكَ مِنْكُمْ فَلْيُعِدِ الصَّلاَةَ

৬৪০(৬৪)। দা'লাজ ইবনে আহ্‌মাদ (র)... হুমাইদ ইবনে হিলাল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু মূসা (র) তার সঙ্গীদের নিয়ে নামায পড়লেন। তারা (নামাযরত অবস্থায়) কিছু দেখে হাসলেন। আবু মূসা (রা) নামাযশেষে বললেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি উচ্চস্বরে হেসেছে সে যেন পুনরায় নামায পড়ে।

٦٤١(٦٥)- نا احمد بن عبد الله الوكيل نا الحسن بن عرفة ثنا هشيم عن سليمان بن المغيرة عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ اَبِىْ مُوْسىَ الاَشْعَرِىِّ اَنَّهُ كَانَ يُصَلِّىْ بِالنَّاسِ فَرَاَوْا شَيْئًا فَضَحِكَ بَعْضُ مَنْ كَانَ مَعَهُ فَقَالَ اَبُوْ مُوْسى حَيْثُ انْصَرَفَ مَنْ كَانَ ضَحِكَ مِنْكُمْ فَلْيُعِدِ الصَّلاَةَ .

৬৪১(৬৫)। আহ্‌মাদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-ওয়াকীল (র)... আবু মূসা আল-আশআরী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি তার সঙ্গীদের নিয়ে নামায পড়ছিলেন। তারা কিছু দেখলেন। তাতে তাদের সাথের কতক লোক উচ্চস্বরে হাসলো। আবু মূসা (রা) নামাযশেষে বললেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি উচ্চস্বরে হেসেছে, সে যেন পুনরায় নামায পড়ে।

٦٤٢(٦٦)- حدثنا الحسين بن اسماعيل نا يعقوب بن ابراهيم نا على بن ثابت ح وحدثنا ابو حامد محمد بن هارون نا محمد حاتم الزمى ثنا على بن ثابت عن الوازع بن نافع العقيلى عن ابى سلمة بن عبد الرحمن عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّه ﷺ كَانَ يُصَلِّىْ بِاَصْحَابِه صَلاَةَ الْعَصْرِ فَتَبَسَّمَ فِى الصَّلاَةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قِيْلَ لَهُ يَا رَسُوْلَ اللّه تَبَسَّمْتَ وَاَنْتَ تُصَلِّىْ قَالَ فَقَالَ اِنَّهُ مَرَّ بِىْ مِيْكَائِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَعَلى جَنَاحِه غُبَارٌ فَضَحِكَ اِلَىَّ فَتَبَسَّمْتُ اِلَيْهِ وَهُوَ رَاجِعٌ مِنْ طَلَبِ الْقَوْمِ .

৬৪২(৬৬)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাহাবীদের নিয়ে আসরের নামায পড়ছিলেন। তিনি নামাযরত অবস্থায় মুচকি হাসলে। নামাযশেষে তাকে বলা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি নামাযরত অবস্থায় মুচকি হাসি দিয়েছেন। রাবী বলেন, তিনি বললেন : আমার নিকট দিয়ে মীকাঈল (আ) অতিক্রম করেছেন, তার পাখায় ছিল ধুলাবালি। তিনি আমাকে দেখে হাসলেন এবং আমিও তাঁকে দেখে মুচকি হাসলাম। তিনি একটি সম্প্রদায়ের অনুসন্ধান করে ফিরে যাচ্ছিলেন।

٦٤٣(٦٧)- حدثنا محمد بن مخلد ثنا يزيد بن الهيثم الباداء انا صبح بن دينار نا المعافا بن عمران نا ابن لهيعة عن زبان بن فائد عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَلضَّاحِكُ فِى الصَّلاَةِ وَالْمُلْتَفِتُ وَالْمُقْرِقِعُ اَصَابِعه بِمُنْزِلَةٍ .

৬৪৩(৬৭)। মুহাম্মাদ ইবনে মাখলাদ (র)... সাহ্‌ল ইবনে মুআয (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : নামাযের মধ্যে উচ্চস্বরে হাস্যকারী, এদিক-সেদিক দৃষ্টিদানকারী ও আংগুল মটকানো ব্যক্তি একই পর্যায়ভুক্ত।

٦٤٤(٦٨)- حدثنا القاضى احمد بن اسحاق بن بهلول حدثنى ابى مناولة عن المسيب بن شريك ح وحدثنا يوسف بن يعقوب بن اسحاق بن البهلول نا جدى نا المسيب بن شريك عن الاعمش عن ابى سفيان عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَيْسَ عَلى مَنْ ضَحِكَ فِى الصَّلاَةِ اِعَادَةُ وُضُوْءٍ اِنَّمَا كَانَ ذلِكَ لَهُمْ حِيْنَ ضَحِكُوْا خَلْفَ رَسُوْلِ اللّهِ ﷺ .

৬৪৪(৬৮)। আল-কাযী আহ্‌মাদ ইবনে ইসহাক ইবনে বাহলূল (র)... জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন ব্যক্তি নামাযের মধ্যে উচ্চস্বরে হাসলে তার জন্য পুনরায় উযু করা ওয়াজিব নয়। তারা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর পিছনে (নামাযের মধ্যে) হেসেছিলেন তখন তাদের জন্য এই হুকুম ছিল।

٥٩-بَابُ التَّيَمُّمِ

৫৯-অনুচ্ছেদ : তাইয়াম্মুম।

٦٤٥(١)- حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا خلف بن هشام نا ابو عوانة عن ابى مالك الاشجعى عن ربعى بن حراش عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ جُعِلَتِ الاَرْضُ كُلُّهَا لَنَا مَسْجِداً وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طُهُوْراً وَجُعِلَتْ صُفُوْفُنَا مِثْلَ صُفُوْفِ الْمَلاَئِكَةِ .

৬৪৫(১)। আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল আযীয (র)... হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমার জন্য সমস্ত ভূ-পৃষ্ঠ মসজিদ করা হয়েছে এবং তার মাটি আমাদের পবিত্রতা অর্জনের বস্তু বানানো হয়েছে। আর আমাদের (নামাযের) কাতারসমূহ ফেরেশতাদের কাতারের সমতুল্য (মর্যাদাপূর্ণ) করা হয়েছে (বায়হাকী)।

٦٤٦(٢)- حدثنا محمد بن عبد الله بن غيلان نا الحسين بن الجنيد نا سعيد بن مسلمة حدثنى اَبُوْ مَالِكٍ الاَشْجَعِىُّ بِهذَا الاِسْنَادِ مِثْلَهُ وَقَالَ جُعِلَتِ الاَرْضُ كُلُّهَا لَنَا مَسْجِداً وَتُرْبَتُهَا طُهُوْراً اِنْ لَّمْ يَجِدِ الْمَاءَ .

৬৪৬(২)। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে গাইলান (র)... আবু মালেক আল-আশজাঈ (রা) থেকে এই সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত। এই বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আমার জন্য সমস্ত ভূ-পৃষ্ঠ মসজিদ এবং তার মাটি পবিত্রতা অর্জনের উপকরণ বানানো হয়েছে—যদি পানি না পাওয়া যায়।

٦٤٧(٣)- حدثنا ابو عمر محمد بن يوسف نا محمد بن اسحاق نا ابو صالح حدثني الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز الاعرج عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُوْلُ اَقْبَلْتُ اَنَا وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنِ يَسَارٍ مَوْلَى مَيْمُوْنَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ حَتّٰى دَخَلْنَا عَلَى اَبِي الْجُهَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةَ الْاَنْصَارِيِّ فَقَالَ اَبُو الْجُهَيْمِ اَقْبَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ نَحْوِ بِئْرِ جَمَلٍ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ السَّلَامَ حَتّٰى اَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وذِرَاعَيْهِ ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ .

৬৪৭৭(৩)। আবু উমার মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ (র)... ইবনে আব্বাস (রা)-এর মুক্তদাস উমাইর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি তাকে বলতে শুনেছেন, আমি এবং নবী ﷺ-এর স্ত্রী মায়মূনা (রা)-এর মুক্তদাস আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াসার এসে আবুল জুহাইম ইবনুল হারিছ ইবনুস সিম্মা আল-আনসারী (রা)-এর নিকট প্রবেশ করলাম। আবুল জুহাইম (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জামাল কূপের দিক থেকে এলেন। এক ব্যক্তি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করে তাকে সালাম দিলো। তিনি তার সালামের উত্তর না দিয়ে একটি দেয়ালের নিকট এসে (তাতে হাত স্পর্শ করে) নিজের মুখমণ্ডল ও উভয় হাত কনুই সমেত মসেহ করেন, তারপর তার সালামের উত্তর দেন।

٦٤٨(٤)- حدثنا العباس بن العباس بن المغيرة نا عبيد الله بن سعد ثنا عمي نا ابي عن ابن اسحاق عن عبد الرحمن الاعرج عن عمير مولى عبيد الله بن العباس عَنْ اَبِيْ جُهَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ذَهَبَ نَحْوَ بِئْرِ جَمَلٍ لِيَقْضِيَ حَاجَتَهُ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ وَهُوَ مُقْبِلٌ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى اَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ .

৬৪৮(৪)। আল-আব্বাস ইবনুল আব্বাস ইবনুল মুগীরা (র)... আবু জুহাইম ইবনুল হারিছ ইবনুস সিম্মা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ মলত্যাগ করার জন্য জামাল কূপের দিকে গেলেন। তাঁর সাথে এক ব্যক্তি সাক্ষাত করলো। তখন তিনি ফিরে আসছিলেন। সে তাঁকে সালাম দিলো। তিনি তার সালামের উত্তর না দিয়ে একটি দেয়ালের কাছে গেলেন এবং (তা স্পর্শ করে) নিজ মুখমণ্ডল ও উভয় হাত (কনুই সমেত) মসেহ করলেন, তারপর তার সালামের উত্তর দিলেন।

٦٤٩(٥)- حدثنا اسماعيل الصفار حدثنا عباس الدوري نا عمرو الناقد ثنا يعقوب بن ابراهيم ابن سعد نا ابي عن محمد بن اسحاق حدثني عبد الرحمن بن هرمز الاعرج عن

عمير مولى عبيد الله بن عباس قال وكان عمير مولى عبيد الله ثقة فيما بلغنى عَنْ اَبِىْ جُهَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةَ الاَنْصَارِىٌّ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِيَقْضِىَ حَاجَتَهُ نَحْوَ بِئْرِ جَمَلٍ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى وَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْجِدَارِ وَمَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ وَعَلَيْكَ السَّلاَمُ فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

৬৪৯(৫)। ইসমাঈল আস-সাফ্‌ফার (র)... আবু জুহাইম ইবনুল হারিছ ইবনুস সিম্মা আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মলত্যাগের উদ্দেশে জামাল কূপের দিকে চলে গেলেন। এক ব্যক্তি তাঁর সাথে সাক্ষাত করে তাঁকে সালাম দিলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার সালামের উত্তর না দিয়ে নিজের হাত দিয়ে দেয়াল স্পর্শ করে তা দিয়ে নিজের মুখমণ্ডল ও উভয় হাত (কনুইসমেত) মসেহ করেন, তারপর বলেন, "ওয়া আলাইকাস-সালাম" (তোমাকেও সালাম)... রাবী পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٦٥٠(٦)- حدثنا ابو سعيد محمد بن عبد الله بن ابراهيم المروزى ثنا محمد بن خلف بن عبد العزيز ابن عثمان بن جبلة نا ابو حاتم احمد بن حمدوية بن جميل بن مهران المروزى ثنا ابو معاذ نا ابو عصمة عن موسى بن عقبة عن الاعرج عَنْ اَبِىْ جُهَيْمٍ قَالَ اَقْبَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ بِئْرِ جَمَلٍ اِمَّا مِنْ غَائِطٍ اَوْ مِنْ بَوْلٍ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَرُدَّ عَلَى السَّلاَمَ فَضَرَبَ الْحَائِطَ بِيَدِهِ ضَرْبَةً فَمَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ ثُمَّ ضَرَبَ اُخْرٰى فَمَسَحَ بِهَا ذِرَاعَيْهِ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثُمَّ رَدَّ عَلَىَّ السَّلاَمَ . قال ابو معاذ وحدثنى خارجة عن عبد الله بن عطاء عن موسى بن عقبة عن الاعرج عن ابى جهيم عن النبى ﷺ مِثْلَهُ .

৬৫০(৬)। আবু সাঈদ মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ইবরাহীম আল-মারওয়াযী (র)... আবু জুহাইম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মলত্যাগ করে অথবা পেশাব করে জামাল কূপের দিক থেকে এলেন। আমি তাঁকে সালাম দিলে তিনি আমার সালামের উত্তর না দিয়ে একটি দেয়ালে একবার তাঁর হাত মারেন এবং তা দিয়ে নিজের মুখমণ্ডল মসেহ করেন, তারপর আবার দেয়ালে হাত মারেন এবং তা দিয়ে উভয় হাত কনুই সমেত মসেহ করেন, তারপর আমার সালামের উত্তর দেন। আবু মুআয (র) বলেন, আমার নিকট খারিজা (র) আবদুল্লাহ ইবনে আতা-মূসা ইবনে উকবা-আল-আ'রাজ-আবু জুহাইম (রা)-নবী ﷺ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٦٥١(٧)- حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز املاء نا ابو الربيع الزهرانى نا محمد بن ثابت العبدى نا نَافِعٌ قَالَ انْطَلَقْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ اِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فِىْ حَاجَةٍ لاِبْنِ عُمَرَ فَقَضَى ابْنُ عُمَرَ حَاجَتَهُ وَكَانَ مِنْ حَدِيْثِهِ يَوْمَئِذٍ اَنْ قَالَ مَرَّ رَجُلٌ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ

سِكَّةٍ مِنَ السِّكَكِ وَقَدْ خَرَجَ مِنْ غَائِطٍ اَوْ بَوْلٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ حَتّٰى اِذَا كَادَ الرَّجُلُ يَتَوَارٰى فِى السِّكَّةِ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ عَلَى الْحَائِطِ فَمَسَحَ وَجْهَهُ ثُمَّ ضَرَبَ ضَرْبَةً اُخْرٰى فَمَسَحَ ذِرَاعَيْهِ ثُمَّ رَدَّ عَلَى الرَّجُلِ السَّلاَمَ وَقَالَ اِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِىْ اَنْ اَرُدَّ عَلَيْكَ السَّلاَمَ اِلاَّ اِنِّىْ لَمْ اَكُنْ عَلٰى طُهْرٍ .

৬৫১(৭)। আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল আযীয (র)... নাফে' (র) বলেন, আমি ইবনে উমার (রা)-এর কোন প্রয়োজনে তার সাথে ইবনে আব্বাস (রা)-এর নিকট গেলাম। ইবনে উমার (রা) পায়খানা-পেশাব সারলেন। সেদিন তিনি এই হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, এক ব্যক্তি কোন এক গলিপথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট দিয়ে যাচ্ছিল। তখন তিনি পায়খানা অথবা পেশাব সেরে বের হয়েছেন। লোকটি তাঁকে সালাম দিলো। কিন্তু তিনি সাথে সাথে তার সালামের উত্তর দেননি, এমনকি সে গলির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছিল। তিনি নিজের উভয় হাতে দেয়ালে আঘাত করে তা দ্বারা নিজের মুখমণ্ডল মসেহ করেন। তিনি পুনরায় দেয়ালে হাত মেরে তা দ্বারা নিজের উভয় হাত কনুই সমেত মসেহ করেন, তারপর তার সালামের উত্তর দেন এবং বলেন : তোমার সালামের উত্তর দিতে কোন কিছুই আমাকে বাধা দেয়নি, তবে আমি পবিত্র অবস্থায় ছিলাম না।

٦٥٢ (٨)- حدثنا عبد الله بن احمد بن عتاب نا الحسن بن عبد العزيز الجروى اخبرنا عبد الله بن يحى المعافرى نا حيوة عن ابن الهاد ان نافعًا حدثه عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اَقْبَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْغَائِطِ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ عِنْدَ بِئْرِ جَمَلٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى اَقْبَلَ عَلَى الْحَائِطِ ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ رَدَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الرَّجُلِ السَّلاَمَ .

৬৫২(৮)। আবদুল্লাহ ইবনে আহ্‌মাদ ইবনে আত্তাব (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়খানা-পেশাব করে ফিরে এলেন। এক ব্যক্তি তাঁর সাথে জামাল কূপের নিকট সাক্ষাত করে তাঁকে সালাম দিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সালামের উত্তর না দিয়ে দেয়ালের নিকট এসে (তাতে হাত দিয়ে আঘাত করে) নিজের মুখমণ্ডল ও উভয় হাত কনুই সমেত মসেহ করেন (তাইয়াম্মুম করেন), তারপর তার সালামের উত্তর দেন।

٦٥٣ (٩)- حدثنا الحسين بن اسماعيل حدثنا يوسف بن موسى نا جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِىْ قَوْلِهِ وَاِنْ كُنْتُمْ مَرْضٰى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ قَالَ اِذَا كَانَتْ بِالرَّجُلِ الْجِرَاحَةُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوِ الْقُرُوْحُ اَوِ الْجُدَرِىُّ فَيَجْنُبُ فَيَخَافُ اَنْ يَّمُوْتَ اِنْ اغْتَسَلَ يَتَيَمَّمُ .

৬৫৩(৯)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে "যদি তোমরা অসুস্থ হও অথবা সফরে থাকো" (৪ : ৪৩) শীর্ষক আল্লাহ্‌র বাণী সম্পর্কে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় আহত হলো অথবা আঘাতপ্রাপ্ত হলো অথবা বসন্ত রোগে আক্রান্ত হলো, এই অবস্থায় সে নাপাক হলো এবং গোসল করলে মারা যাওয়ার আশংকা করলো, সে তাইয়াম্মুম করবে।

٦٥٤(١٠)- حدثنا بدر بن الهيثم نا ابو سعيد الاشج ثنا عبدة بن سليمان عن عاصم الاحول عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رُخِّصَ لِلْمَرِيْضِ التَّيَمُّمُ بِالصَّعِيْدِ .

৬৫৪(১০)। বদর ইবনুল হায়ছাম (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, অসুস্থ ব্যক্তিকে মাটি দ্বারা তাইয়াম্মুম করার অনুমতি দেয়া হয়েছে।

٦٥٥(١١)- حدثنا المحاملى قَالَ كَتَبَ اِلَيْنَا اَبُوْ سَعِيْدٍ الاَشَجُّ نَحْوَهُ رواه علىَ بن عاصم عن عطاء ورفعه النبى ﷺ ووقفه ورقاء وابو عوانة وغيرهما وَهُوَ الصَّوَابُ .

৬৫৫(১১)। আল-মুহামিলী (র) বলেন, আবু সাঈদ আল-আশাজ্জ (র) আমাদের নিকট লিখে পাঠান... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। আলী ইবনে আসেম (র) আতা (র) সূত্রে এই হাদীস বর্ণনা করেন এবং এর সনদসূত্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত উন্নীত করেন। আর ওয়ারাকা, আবু আওয়ানা প্রমুখ এই হাদীস মাওকূফরূপে বর্ণনা করেন এবং এটাই সঠিক।

٦٥٦(١٢)- حدثنا ابو بكر بن ابى داود نا محمد بن بشار ح وحدثنا محمد بن سليمان المالكى بالبصرة ثنا ابو موسى ح وحدثنا الحسين بن اسماعيل نا محمد بن يزيد اخو كرخوية ح وحدثنا ابو بكر النيسابورى نا ابو الازهر قالوا نا وهب بن جرير نا ابى قال سمعت يحى بن ايوب يحدث عن يزيد بن ابى حبيب عن عمران بن ابى انس عن عبد الرحمن بن جبير عَنْ عَمْرِو ابْنِ الْعَاصِ قَالَ احْتَلَمْتُ فِيْ لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ وَاَنَا فِيْ غَزْوَةِ ذَاتِ السَّلاَسِلِ فَاشْفَقْتُ اِنْ اغْتَسَلْتُ اَنْ اَهْلِكَ فَتَيَمَّمْتُ ثُمَّ صَلَّيْتُ بِاَصْحَابِى الصُّبْحَ فَذُكِرَ ذلك لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا عَمْرُو صَلَّيْتَ بِاَصْحَابِكَ وَاَنْتَ جُنُبٌ فَاَخْبَرْتُهُ بِالَّذِىْ مَنَعَنِىْ مِنَ الاِغْتِسَالِ فَقُلْتُ اِنِّىْ سَمِعْتُ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُوْلُ (وَلاَ تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا) فَضَحِكَ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ وَلَمْ يَقُلْ لِىْ شَيْئًا المعنى متقارب .

৬৫৬(১২)। আবু বাক্‌র ইবনে আবু দাঊদ (র)... আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক শীতের রাতে আমার স্বপ্নদোষ হলো। তখন আমি গাযওয়া (যুদ্ধ) যাতুস সালাসিল-এর ময়দানে

ছিলাম। আমার আশংকা হলো, যদি আমি গোসল করি তবে (ঠাণ্ডায়) ধ্বংস হয়ে যাবো। অতএব আমি তাইয়াম্মুম করলাম, অতঃপর আমার সাথীদের নিয়ে ফজরের নামায পড়লাম। বিষয়টি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট উল্লেখ করা হলে তিনি বলেন : হে আমর! তুমি তোমার সাথীদের নিয়ে নামায পড়েছো অথচ তুমি ছিলে অপবিত্র! অতএব আমি তাকে আমার গোসল না করার প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে অবহিত করলাম। আমি আরো বললাম, আমি মহামহিম আল্লাহকে বলতে শুনেছি, "তোমরা নিজেদের হত্য করো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের উপর দয়াশীল" (৪ : ২৯)। এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসলেন এবং আমাকে কিছু বলেননি। বিভিন্ন সূত্রে বর্ণনার তাৎপর্য প্রায় একই (আহ্মাদ, আবু দাউদ, হাকেম, বুখারী তারজুমাতুল বাব, ইবনে হিব্বান)।

টীকা : এই হাদীসের ভিত্তিতে ইমাম আবু হানীফা ও মালেক (র) বলেন, কোন ব্যক্তি প্রচণ্ড ঠাণ্ডা বা শীতের প্রকোপে তাইয়াম্মুম করে নামায পড়লে তাকে সেই নামায পুনর্বার পড়তে হবে না (অনুবাদক)।

যাতুস-সালাসিল হলো বর্তমান সৌদী আরবের ওয়াদিল কুরার পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত একটি এলাকার নাম। অষ্টম হিজরীর জুমাদাল উলা মাসে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যেসব যুদ্ধে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রধান সেনাপতি ছিলেন সেই যুদ্ধ 'গাযওয়া' নামে অভিহিত (অনুবাদক)।

٦٥٧(١٣)- حدثنا ابو بكر النيسابورى ثنا احمد بن عبد الرحمن بن وهب ثنا عمى اخبرنى عمرو ابن الحارث عن يزيد بن ابى حبيب عن عمران بن ابى انس عن عبد الرحمن بن جبير عَنْ اَبِىْ قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ اَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ كَانَ عَلَى سَرِيَّةٍ وَاَنَّهُمْ اَصَابَهُمْ بَرْدٌ شَدِيْدٌ لَمْ يَرَوْا مِثْلَهُ فَخَرَجَ لِصَلاَةِ الصُّبْحِ فَقَالَ وَاللّٰهِ لَقَد احْتَلَمْتُ الْبَارِحَةَ وَلٰكِنْ وَاللّٰهِ مَا رَاَيْتُ بَرْداً مِثْلَ هٰذَا مَرَّ عَلَى وُجُوْهِكُمْ مِثْلَهُ فَغَسَلَ مَغَابِنَهُ وَتَوَضَّاَ وَضُوْءَهُ لِلصَّلاَةِ ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ سَاَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَصْحَابَهُ كَيْفَ وَجَدْتُّمْ عَمْرًوا وَصَحَابَتَهُ لَكُمْ فَاَثْنَوْا عَلَيْهِ خَيْراً وَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى بِنَا وَهُوَ جُنُبٌ فَاَرْسَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَى عَمْرٍو فَاَخْبَرَهُ بِذٰلِكَ وَبِالَّذِىْ لَقِىَ مِنَ الْبَرْدِ وَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ قَالَ (وَلاَ تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ) فَلَوْ اغْتَسَلْتُ مِتُّ فَضَحِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَى عَمْرٍو .

৬৫৭(১৩)। আবু বাক্র আন-নায়সাপুরী (র)... আমর ইবনুল আস (রা)-এর মুক্তদাস আবু কায়েস (র) থেকে বর্ণিত। আমর ইবনুল আস (রা) একটি সামরিক অভিযানে ছিলেন। তাদের প্রচণ্ড ঠাণ্ডা লাগলো যেরূপ ঠাণ্ডা তারা কখনো দেখেননি। তিনি ফজরের নামায পড়তে বের হলেন। তিনি বললেন, আল্লাহ্র শপথ! গত রাতে আমার স্বপ্নদোষ হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ্র শপথ! এতো প্রচণ্ড ঠাণ্ডা আমি কখনো দেখিনি, যা তোমাদের সামনে দিয়ে অতিক্রম করছে। তিনি নিজের বাহুদ্বয় ধৌত করেন এবং নামাযের উযুর অনুরূপ উযু করেন, তারপর তাদেরকে নিয়ে নামায পড়েন। তারা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট ফিরে

এলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাহাবীদের জিজ্ঞেস করলেন : তোমরা আমর-এর সাহচর্য কেমন পেয়েছ? তারা তার প্রশংসা করেন এবং বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি নাপাক অবস্থায় আমাদের নামায পড়িয়েছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমর (রা)-কে ডেকে পাঠালেন। তিনি তাঁকে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা সম্পর্কে অবহিত করেন এবং বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! নিশ্চয়ই আল্লাহ বলেছেন, "তোমরা নিজেদের হত্যা করো না" (৪:২৯)। আমি গোসল করলে মারা যেতাম। আমর (রা)-এর এ কথায় রাসূলুল্লাহ ﷺ হাসলেন।

٦٥٨(١٤)- وحدثنا الحسين بن اسماعيل نا ابراهيم بن عبد الرحيم بن دبوقا نا سعيد بن سليمان ح وحدثنا الحسين بن اسماعيل المحاملي واسماعيل بن على قالا نا ابراهيم بن اسحاق الحربى نا سعيد بن سليمان ح وحدثنا الحسين بن اسماعيل نا ابو على بشر بن موسى نا يحى بن اسحاق قالا نا الرُّبَيْعُ بْنُ بَدْرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ عَنِ الاَسْلَعِ قَالَ اَرَانِىْ كَيْفَ عَلَّمَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ التَّيَمَّمَ فَضَرَبَ بِكَفَّيْهِ الاَرْضَ ثُمَّ نَفَضَهُمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ ثُمَّ اَمَرَّ عَلَى لِحْيَتِهٖ ثُمَّ اَعَادَهُمَا اِلَى الاَرْضِ فَمَسَحَ بِهِمَا الاَرْضَ ثُمَّ دَلَكَ اِحْدَاهُمَا بِالاُخْرٰى ثُمَّ مَسَحَ ذِرَاعَيْهِ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا . هذا لفظ ابراهيم الحربى وقال يحى بن اسحاق فى حديثه فَاَرَانِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَيْفَ اَمْسَحُ فَمَسَحْتُ قَالَ فَضَرَبَ بِكَفَّيْهِ الاَرْضَ ثُمَّ رَفَعَهُمَا لِوَجْهِهٖ ثُمَّ ضَرَبَ ضَرْبَةً اُخْرٰى فَمَسَحَ ذِرَاعَيْهِ بَاطِنَهُمَا وَظَاهِرَهُمَا حَتّٰى مَسَّ بِيَدَيْهِ الْمِرْفَقَيْنِ.

৬৫৮(১৪)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... আর-রুবাই' ইবনে বদর (র) থেকে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আল-আসলা' (রা)-কে যে তায়াম্মুমের পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন তিনি তা আমাকে দেখিয়েছেন। তিনি তার উভয় হাত মাটির উপর মারেন এবং তা ঝাড়েন, তারপর দুই হাত দিয়ে নিজের মুখমণ্ডল মসেহ করেন, তারপর দাড়ি মসেহ করেন। তারপর পুনরায় উভয় হাত মাটিতে রেখে তা দিয়ে মাটি মসেহ করেন, তারপর এক হাত দিয়ে অপর হাত ঘষেন, তারপর উভয় বাহু ভেতর ও বাইরের অংশ মসেহ করেন। হাদীসের মূল পাঠ ইবরাহীম আল-হারাবীর বর্ণনা অনুযায়ী। ইয়াহ্ইয়া ইবনে ইসহাক (র) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে আছে : আমি কিভাবে মসেহ করবো তা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে দেখালেন এবং আমি মসেহ করলাম। রাবী বলেন, তার উভয় হাত মাটির উপর মারেন, তারপর তা উঠিয়ে মুখমণ্ডল মসেহ করেন। তিনি পুনরায় মাটিতে একবার হাত মারেন, তারপর উভয় বাহু ভেতর ও বাইরের দিকসহ মসেহ করেন, এমনকি উভয় হাত দিয়ে উভয় কনুই মসেহ করেন (বায়হাকী, তাবারানী)।

٦٥٩(١٥)- حدثنا على بن عبد الله بن مبشر نا احمد بن سنان ح وحدثنا الحسين بن اسماعيل ثنا يوسف بن موسى قالا نا ابو معاوية نا الاعمش عَنْ شَقِيْقٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا

مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ وَاَبِىْ مُوْسى فَقَالَ اَبُوْ مُوْسى يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمنِ اَرَاَيْتَ لَوْ اَنَّ رَجُلاً اَجْنَبَ فَلَمْ يَجْدِ الْمَاءَ شَهْراً اَكَانَ يَتَيَمَّمُ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ لاَ يَتَيَمَّمُ وَاِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ شَهْراً فَقَالَ لَهُ اَبُوْ مُوْسى فَكَيْفَ تَصْنَعُوْنَ بِهذِهِ الايَةِ فِىْ سُوْرَةِ الْمَائِدَةِ (فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْداً طَيِّبًا) فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللّٰهِ لَوْ رُخِّصَ لَهُمْ فِىْ هذَا لاَوْشَكُوْا اِذَا بَرَدَ عَلَيْهِمُ الْمَاءُ اَنْ يَتَيَمَّمُوْا بِالصَّعِيْدِ قَالَ فَقَالَ لَهُ اَبُوْ مُوْسى فَاِنَّمَا كَرِهْتُمْ هذَا لِهذَا قَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ اَبُوْ مُوْسى اَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّارٍ لِعُمَرَ بَعَثَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ حَاجَةٍ فَاَجْنَبْتُ فَلَمْ اَجِدِ الْمَاءَ فَتَمَرَّغْتُ فِى الصَّعِيْدِ كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَّةُ ثُمَّ جِئْتُ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَذَكَرْتُ ذلِكَ لَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْكَ اَنْ تَضْرِبَ بِيَدَيْكَ عَلَى الاَرْضِ ثُمَّ تَمْسَحَ اِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرى ثُمَّ تَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَكَ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ اَلَمْ تَرَ عُمَرَ لَمْ يَقْنَعْ بِقَوْلِ عَمَّارٍ وَقَالَ يُوْسُفُ اَنْ تَضْرِبَ بِكَفَّيْكَ عَلَى الاَرْضِ ثُمَّ تَمْسَحُهُمَا ثُمَّ تَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَكَ وَكَفَّيْكَ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَلَمْ تَرَ عُمَرَ لَمْ يَقْنَعْ بِقَوْلِ عَمَّارٍ .

৬৫৯(১৫)। আলী ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুবাশশির (র)... শাকীক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ও আবু মূসা (রা)-এর সাথে বসা ছিলাম। আবু মূসা (রা) বললেন, হে আবু আবদুর রহমান! আপনি কি মনে করেন, যদি কোন ব্যক্তি নাপাক হয় এবং একমাস যাবত পানি না পায়, তবে সে কি তাইয়াম্মুম করবে? আবদুল্লাহ (রা) বলেন, সে তাইয়াম্মুম করবে না যদিও এক মাস যাবত পানি না পায়। আবু মূসা (র) তাকে বলেন, সূরা মাইদার আয়াত "পানি না পেলে তোমরা পবিত্র মাটি দ্বারা তাইয়াম্মুম করো"-এর তোমরা কি ব্যাখ্যা করবে? আবদুল্লাহ (র) তাকে বলেন, যদি তাদের এ সম্পর্কে অনুমতি দেয়া হয়, তবে ঠাণ্ডা পানির বেলায় তারা হয়ত মাটি দ্বারা তাইয়াম্মুম করবে। রাবী বলেন, আবু মূসা (র) তাকে বললেন, নিশ্চয়ই তুমি এই কারণে তা (তাইয়াম্মুম) অপছন্দ করছো। তিনি বলেন, হাঁ। আবু মূসা (র) তাকে বলেন, তুমি কি উমার (রা)-এর উদ্দেশে আম্মার (রা)-এর বক্তব্য শুনোনি? রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে কোন প্রয়োজনে পাঠালেন। আমি নাপাক হলাম কিন্তু পানি পেলাম না। অতএব আমি পবিত্র মাটিতে গড়াগড়ি করলাম, যেমন চতুষ্পদ জন্তু গড়াগড়ি করে। তারপর আমি নবী ﷺ-এর নিকট ফিরে এসে বিষয়টি তাঁর নিকট বর্ণনা করলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তোমার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট ছিল যে, তোমার উভয় হাত মাটিতে মারতে এবং এক হাত অপর হাতের উপর মসেহ করতে, তারপর উভয় হাত দিয়ে তোমার মুখমণ্ডল মসেহ করতে। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, তবে কি আপনি উমার (রা)-কে দেখেননি, তিনি আম্মার (রা)-এর কথায় তুষ্ট হতে পারেননি? রাবী ইউসুফ তার বর্ণনায় বলেন, তোমার উভয় হাতের তালু মাটিতে মারো, তারপর উভয় হাত পরস্পর মর্দন করো, তারপর উভয় হাত দিয়ে তোমার মুখমণ্ডল ও উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত মসেহ করো। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আপনি কি উমার (রা)-কে দেখেননি যে, তিনি আম্মার (রা)-এর কথায় সন্তুষ্ট হতে পারেননি?

٦٦٠(١٦)- حدثنا ابو عبد الله محمد بن اسماعيل الفارسى نا عبد الله بن الحسين بن جابر نا عبد الرحيم بن مطرف ثنا على بن ظبيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَلتَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ . كذا رواه على ابن ظبيان مرفوعًا ووقفه يحى بن القطان وهشيم وغيرهما وهو الصواب .

৬৬০(১৬)। আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল আল-ফারিসী (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : তাইয়াম্মুমের জন্য দুইবার মাটিতে হাত মারতে হবে, একবার হাত মেরে মুখমণ্ডল মসেহ করবে এবং দ্বিতীয়বার হাত মারে উভয় হাত কনুই পর্যন্ত মসেহ করবে। এই হাদীস আলী ইবনে যাব্‌য়ান (র) এভাবে মারফূরূপে বর্ণনা করেছেন। আর ইয়াহ্‌ইয়া ইবনুল কাত্তান, হুশাইম প্রমুখ তা মাওকূফরূপে বর্ণনা করেছেন এবং এটাই সঠিক।

٦٦١(١٧)- حدثنا الحسين بن اسماعيل نا حفص بن عمرو نا يحى بن سعيد نا عبيد الله اخبرنى نافع عن ابن عمر ح وحدثنا الحسين نا زياد بن ايوب نا هشيم نا عبيد الله بن عمر ويونس عن نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ اَلتَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلْكَفَّيْنِ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ .

৬৬১(১৭)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলতেন, তাইয়াম্মুমের জন্য দুইবার মাটিতে হাত মারতে হবে—একবার মারতে হবে মুখমণ্ডল মসেহ করার জন্য এবং দ্বিতীয়বার মারতে হবে উভয় হাত কনুই সমেত মসেহ করার জন্য।

٦٦٢(١٨)- حدثنا الحسين ثنا احمد بن اسماعيل ثنا مالك عَنْ نَافِعٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَتَيَمَّمُ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ .

৬৬২(১৮)। আল-হুসাইন (র)... নাফে‘ (র) থেকে বর্ণিত। ইবনে উমার (রা) তাইয়াম্মুমে তার উভয় হাত কনুই পর্যন্ত মসেহ করতেন।

٦٦٣(١٩)- حدثنا محمد بن على بن اسماعيل الابلى ثنا الهيثم بن خالد ثنا ابو نعيم نا سليمان بن ارقم عن الزهرى عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ تَيَمَّمْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ضَرَبْنَا بِاَيْدِيْنَا عَلَى الصَّعِيْدِ الطَّيِّبِ ثُمَّ نَفَضْنَا اَيْدِيْنَا فَمَسَحْنَا بِهَا وُجُوْهَنَا ثُمَّ ضَرَبْنَا ضَرْبَةً اُخْرَى الصَّعِيْدَ الطَّيِّبَ ثُمَّ نَفَضْنَا اَيْدِيْنَا فَمَسَحْنَا بِاَيْدِيْنَا مِنَ الْمَرَافِقِ اِلَى الاَكُفِّ عَلَى مَنَابِتِ الشَّعْرِ مِنْ ظَاهِرٍ وَبَاطِنٍ .

৬৬৩(১৯)। মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে ইসমাঈল আল-উবুল্লী (র)... সালেম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সাথে তাইয়াম্মুম করেছি। আমরা আমাদের উভয় হাত পাক মাটিতে মেরেছি, তারপর আমাদের দুই হাত ঝেড়ে ফেলেছি এবং তা দিয়ে আমাদের মুখমণ্ডল মসেহ করেছি। এরপর আমরা দ্বিতীয়বার পাক মাটিতে আমাদের দুই হাত মেরেছি, তারপর উভয় হাত ঝেড়ে ফেলেছি এবং তা দিয়ে কনুই থেকে কব্জি পর্যন্ত অর্থাৎ চুল উঠার জায়গা পর্যন্ত (উভয় হাত) এপিঠ-ওপিঠ মসেহ করেছি।

٦٦٤(٢٠)- وحدثنا عبد الصمد بن على المكرمى نا الفضل بن العباس التشترى نا يحى بن غيلان نا عبد الله بزيع عن سليمان بن ارقم عن الزهرى عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ تَيَمَّمْنَا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ بِضَرْبَتَيْنِ ضَرْبَةً لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ وَضَرْبَةً لِلذِّرَاعَيْنِ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ . سليمان ابن ارقم وسليمان بن ابى داود ضعيفان .

৬৬৪(২০)। আবদুস সামাদ ইবনে আলী আল-মুকাররামী (র)... সালেম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে দুইবার মাটিতে হাত মেরে তাইয়াম্মুম করেছি : একবার হাত (মাটিতে) মেরে মুখমণ্ডল এবং উভয় হাতের তালু (কব্জিসহ) মসেহ করেছি এবং দ্বিতীয়বার হাত (মাটিতে) মেরে উভয় বাহু কনুই পর্যন্ত মসেহ করেছি। সুলায়মান ইবনে আরকাম ও সুলায়মান ইবনে আবু দাঊদ উভয়ে হাদীসশাস্ত্রে দুর্বল।

٦٦٥(٢١)- حدثنا محمد بن مخلد واسماعيل بن على قالا نا ابراهيم الحربى ثنا هارون بن عبد الله ثنا شبابة ثنا سليمان ابى داود الحرانى عن سالم ونافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ فِى التَّيَمُّمِ ضَرْبَتَيْنِ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ .

৬৬৫(২১)। মুহাম্মাদ ইবনে মাখলাদ ও ইসমাঈল ইবনে আলী (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর বরাতে বর্ণিত। তায়াম্মুমে দুইবার মাটিতে হাত মারতে হয় : একবার মুখমণ্ডল মসেহ করার জন্য এবং দ্বিতীয়বার উভয় হাত কনুই পর্যন্ত মসেহ করার জন্য।

٦٦٦(٢٢)- حدثنا محمد بن مخلد واسماعيل بن على وعبد الباقى بن قانع قالوا نا ابراهيم بن اسحاق الحربى نا عثمان بن محمد الانماطى ثنا حرمى بن عمارة عن عزرة بن ثابت عن ابى الزبير عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ وَالتَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلذِّرَاعَيْنِ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ . رجاله كلهم ثقات والصواب موقوف .

৬৬৬(২২)। মুহাম্মাদ ইবনে মাখলাদ (র)... জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তাইয়াম্মুম হলো-প্রথমবার মাটিতে হাত মেরে মুখমণ্ডল মসেহ করা এবং দ্বিতীয়বার হাত মেরে উভয় বাহু কনুই সমেত মসেহ করা। এই হাদীসের সমস্ত রাবী নির্ভরযোগ্য (সিকাহ) এবং হাদীসটি মাওকূফ হওয়াই যথার্থ।

٦٦٧(٢٣)- حدثنا محمد بن مخلد واسماعيل بن على وعبد الباقى بن قانع قالوا نا ابراهيم الحربى نا ابو نعيم نا عزرة بن ثابت عن ابى الزبير عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ اَصَابَتْنِىْ جَنَابَةٌ وَانِّىْ تَمَعَّكْتُ فِى التُّرَابِ قَالَ اضْرِبْ فَضَرَبَ بِيَدِهِ فَمَسَحَ وَجْهَهُ ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ أُخْرَى فَمَسَحَ بِهِمَا يَدَيْهِ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ .

৬৬৭(২৩)। মুহাম্মাদ ইবনে মাখলাদ (র)... জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি এসে বললো, আমি নাপাক হয়েছিলাম এবং মাটিতে গড়াগড়ি করেছি। তিনি বলেন, তুমি মাটিতে (হাত) মারো। অতএব সে তার হাত মাটিতে মেরে তা দিয়ে তার মুখমণ্ডল মসেহ করলো, তারপর দ্বিতীয়বার মাটিতে হাত মেরে দুই হাত দিয়ে উভয় হাত কনুই পর্যন্ত মসেহ করলো।

٦٦٨(٢٤)- حدثنا القاضيان الحسين بن اسماعيل وابو عمر محمد بن يوسف قالا نا ابراهيم بن هانئ نا موسى بن اسماعيل ثَنَا اَبَان قَالَ سُئِلَ قَتَادَةُ عَنِ التَّيَمُّمِ فِى السَّفَرِ فَقَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُوْلُ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وكَانَ الْحَسَنُ وَابْرَاهِيْمُ النَّخْعِىُّ يَقُوْلاَنِ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ قَالَ وَحَدَّثَنِىْ مُحَدِّثٌ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ اَبْزى عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّه ﷺ قَالَ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ قَالَ اَبُوْ اِسْحَاقَ فَذَكَرْتُهُ لاَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ فَعَجِبَ مِنْهُ وَقَالَ مَا اَحْسَنَهُ .

৬৬৮(২৪)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল ও আবু উমার মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ (র)... আবান (র) বলেন, কাতাদা (র)-এর নিকট সফররত অবস্থায় তাইয়াম্মুম করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বলেন, ইবনে উমার (রা) বলতেন, উভয় কনুই পর্যন্ত মসেহ করতে হবে। আর আল-হাসান ও ইবরাহীম (র) আন-নাখঈ (র)-ও বলতেন, উভয় কনুই পর্যন্ত মসেহ করতে হবে। রাবী বলেন, আমার নিকট একজন মুহাদ্দিস হাদীস বর্ণনা করেছেন আশ-শা'বী-আবদুর রহমান ইবনে আব্‌যা-আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা) সূত্রে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : উভয় হাত কনুই সমেত মসেহ করতে হবে। আবু ইসহাক (র) বলেন, আমি বিষয়টি আহ্‌মাদ ইবনে হাম্বল (র) -এর নিকট উল্লেখ করলে তিনি তাতে বিস্ময় প্রকাশ করেন এবং বলেন, তা কতো উত্তম!

٦٦٩(٢٥)- حدثنا القاضى ابو عمر ثنا احمد بن منصور نا عبد الرزاق انا معمر عن الزهرى عن سالم عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ اِذَا تَيَمَّمَ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ ضَرْبَةً فَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ ضَرْبَةً أُخْرَى ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا يَدَيْهِ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَلاَ يَنْفُضُ يَدَيْهِ مِنَ التُّرَابِ .

৬৬৯(২৫)। আল-কাযী আবু উমার (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তাইয়াম্মুম করার সময় তার উভয় হাত একবার মাটিতে মারেন এবং তা দিয়ে তার মুখমণ্ডল মসেহ করেন, তারপর

পুনর্বার তা মাটিতে মারেন এবং তা দিয়ে উভয় হাতের কনুই পর্যন্ত মসেহ করেন। তিনি হাত থেকে মাটি ঝারতেন না।

٦٧٠(٢٦)- حدثنا اسماعيل بن على ثنا ابراهيم الحربى ثنا سعيد بن سليمان وشجاع قالا نا هشيم نا خالد عن ابى اسحاق عن بعض اصحاب على عَنْ عَلِيٍّ قَالَ ضَرْبَتَانِ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلذِّرَاعَيْنِ .

৬৭০(২৬)। ইসমাঈল ইবনে আলী (র)... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দুইবার (মাটিতে) হাত মারতে হবে। একবার মুখমণ্ডল মসেহ করার জন্য এবং দ্বিতীয়বার উভয় বাহু মসেহ করার জন্য।

٦٧١(٢٧)- حدثنا ابو عثمان سعيد بن محمد الحناط ثنا محمد بن عمرو بن ابى مذعور نا يزيد بن زريع نا سعيد بن ابى عروبة عن قتادة عن عزرة بن ثابت عن سعيد بن عبد الرحمن بن ابزى عن ابيه عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَهُ بِالتَّيَمُّمِ بِالْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ .

৬৭১(২৭)। আবু উছমান সাঈদ ইবনে মুহাম্মাদ আল-হান্নাত (র)... আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তাইয়াম্মুমে মুখমণ্ডল ও উভয় হাত মসেহ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

٦٧٢(٢٨)- حدثنا ابو عمر القاضى الحسن بن محمد ومحمد بن اسحاق ح وحدثنا الحسين بن اسماعيل نا ابراهيم بن هانئ قالوا نا عفان بن مسلم نا ابان بن يزيد ثنا قتادة عن عزرة ابن ثابت عن سعيد بن عبد الرحمن بن اَبزى عن ابيه عَنْ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلتَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ .

৬৭২(২৮)। আবু উমার আল-কাযী আল-হাসান ইবনে মুহাম্মাদ (র)... আম্মার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তাইয়াম্মুম হলো মাটিতে হাত মেরে মুখমণ্ডল ও উভয় হাত মসেহ করা।

٦٧٣(٢٩)- نا محمد بن مخلد واسماعيل بن على وعبد الباقى بن قانع قالوا نا ابراهيم الحربى نا ابو نعيم نا عزرة بن ثابت عن ابى الزبير عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ اَصَابَتْنِيْ جَنَابَةٌ وَاِنِّيْ تَمَعَّكْتُ فِى التُّرَابِ قَالَ اضْرِبْ فَضَرَبَ بِيَدِهِ الاَرْضَ فَمَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ اُخْرٰى فَمَسَحَ بِهِمَا يَدَيْهِ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ .

৬৭৩(২৯)। মুহাম্মাদ ইবনে মাখলাদ (র)... জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি এসে বললো, আমি নাপাক হয়েছি এবং মাটিতে গড়াগড়ি করেছি। তিনি বলেন, তুমি মাটিতে হাত মারো।

অতএব তিনি নিজের হাত মাটিতে মেরে তা দিয়ে নিজের মুখমণ্ডল মসেহ করেন, এরপর দ্বিতীয়বার উভয় হাত মাটিতে মেরে তা দিয়ে উভয় হাত কনুই সমেত মসেহ করেন।

٦٧٤(٣٠)- حدثنا الحسين بن اسماعيل نا سلم بن جنادة واحمد بن منصور ح حدثنا ابو عمر القاضى نا احمد بن منصور قالا نا يزيد بن هارون نا شعبة عن الحكم عن ذر عن سعيد ابن عبد الرحمن بن ابزى عن ابيه عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَلتَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ . قال الرمادى قال يزيد مَنْ اَخَذَ بِهِ فَلاَ بَاْسَ .

৬৭৪(৩০)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তাইয়াম্মুম হলো—মুখমণ্ডল ও দুই হাতের কব্জি পর্যন্ত মসেহ করার জন্য একবার মাটিতে হাত মারা। আর-রামাদী (র) বলেন, ইয়াযীদ (র) বলেছেন, যে ব্যক্তি এই হাদীস গ্রহণ করেছে তাতে কোন আপত্তি নেই।

٦٧٥(٣١)- حدثنا الحسين بن اسماعيل وعمر بن احمد بن على قالا نا محمد بن الوليد نا غندر نا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن ابزى عن ابيه عَنْ عَمَّارٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْكَ وَضَرَبَ النَّبِىُّ ﷺ بِيَدِهِ الاَرْضَ ثُمَّ نَفَخَ فِيْهَا وَمَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ .

৬৭৫(৩১)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... আম্মার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : নিশ্চয়ই তোমার জন্য যথেষ্ট ছিল... এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের হাত মাটিতে মারেন, তারপর তাতে ফুঁ দেন এবং তা দিয়ে তাঁর মুখমণ্ডল ও উভয় হাত মসেহ করেন।

٦٧٦(٣٢)- حدثنا الحسين بن اسماعيل نا يوسف بن موسى نا جرير ح وحدثنا الحسين نا ابن كرامة نا ابن نمير ح وحدثنا الحسين نا احمد بن منصور ثنا يعلى بن عبيد عن الاعمش عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن عبد الرحمن بن ابزى عن ابيه عَنْ عَمَّارٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِهٰذَا .

৬৭৬(৩২)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... আম্মার (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে উপরোক্ত হাদীস বর্ণিত।

٦٧٧(٣٣)- حدثنا الحسن بن ابراهيم بن عبد المجيد المقرى نا محمد بن على الوراق ح وحدثنا محمد بن مخلد حدثنا ابو سيار محمد بن عبد الله بن المستورد قالا نا داود بن شبيب نا ابراهيم بن طهمان عن حصين عن ابى مالك عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ اَنَّهُ اَجْنَبَ

فِىْ سَفَرٍ لَهُ فَتَمَعَّكَ فِى التُّرَابِ ظَهْرَ الْبَطْنَ فَلَمَّا اَتَى النَّبِىَّ ﷺ اَخْبَرَهُ فَقَالَ يَا عَمَّارُ اِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ اَنْ تَضْرِبَ بِكَفَّيْكَ فِى التُّرَابِ ثُمَّ تَنْفُخُ فِيهِمَا ثُمَّ تَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَكَ وَكَفَّيْكَ اِلَى الرُّسْغَيْنِ .

৬৭৭(৩৩)। আল-হাসান ইবনে ইবরাহীম ইবনে আবদুল মাজীদ আল-মুকরী (র)... আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তার এক সফরে নাপাক হলেন এবং তিনি পেট বের করে মাটিতে গড়াগড়ি করেন। পরে তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে তাঁকে এ সম্পর্কে অবহিত করেন। তিনি বলেন : হে আম্মার! তোমার জন্য এটাই যথেষ্ট ছিল যে, তোমার দুই হাত মাটিতে মারতে, তারপর তাতে ফুঁ দিতে, তারপর তা দিয়ে তোমার মুখমণ্ডল ও উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত মসেহ করতে।

এই হাদীস ইবরাহীম ইবনে তাহমান (র) ব্যতীত অন্য কেউ হুসাইন (র) থেকে মারফূরূপে বর্ণনা করেননি। এই হাদীস শো'বা, যায়েদা প্রমুখ মাওকূফরূপে বর্ণনা করেছেন। আবু মালেক (র)-এর আম্মার (রা) থেকে হাদীস শ্রবণ সম্পর্কে সন্দেহ আছে। কেননা সালামা ইবনে কুহাইল (র) আবু মালেক-ইবনে আবযা-আম্মার (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন। এটা সুফিয়ান সাওরী (র) তার সূত্রে বলেছেন।

٦٧٨(٣٤)- حدثنا ابو عمر نا الحسن بن محمد ثنا شبابة نا شعبة عن حصين قال سمعت اَبَا مَالِكٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ يَخْطُبُ بِالْكُوْفَةِ وَذَكَرَ التَّيَمُّمَ فَضَرَبَ بِيَدِهِ الاَرْضَ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ .

৬৭৮(৩৪)। আবু উমার (র)... আবু মালেক (র) বলেন, আমি আম্মার (রা)-কে কূফায় তার ভাষণে বলতে শুনেছি, তিনি তাইয়াম্মুমের উল্লেখ করে নিজের হাত মাটিতে মারেন এবং (তা দ্বারা) নিজ মুখমণ্ডল ও উভয় হাত মসেহ করেন।

٦٧٩(٣٥)- حدثنا الحسين بن اسماعيل ثنا جعفر بن محمد ثنا معاوية نا زائدة نا حصين ابن عبد الرحمن عن ابى مالك عَنْ عَمَّارٍ اَنَّهُ غَمَسَ بَاطِنَ كَفَّيْهِ فِى التُّرَابِ ثُمَّ نَفَخَ فِيْهَا ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ اِلَى الْمَفْصِلِ وَقَالَ عَمَّارَ هكَذَا التَّيَمُّمُ . ورواه الثورى عن سلمة عن ابى مالك عن عبد الرحمن بن ابزى عن عمار مرفوعًا .

৬৭৯(৩৫)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... আম্মার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তার হাতের ভিতরাংশ (তালু) মাটিতে (ধুলার মধ্যে) ডুবালেন, তারপর তাতে ফুঁ দিলেন, তারপর মুখমণ্ডল ও উভয় হাত গ্রন্থি (কনুই) পর্যন্ত মসেহ করলেন। আম্মার (রা) বললেন, অনুরূপই তাইয়াম্মুম। এই হাদীস সুফিয়ান আস-সাওরী (র) সালামা-আবু মালেক-আবদুর রহমান ইবনে আবযা-আম্মার (রা) সূত্রে মারফূরূপে বর্ণনা করেছেন।

٦٨٠(٣٦)- حدثنا اسماعيل بن على وعبد الباقى بن نافع قالا نا ابراهيم الحربى ثنا اسحاق بن اسماعيل نا يحى عن مجالد عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ مَا أُمِرَ فِيهِ بِالْغُسْلِ فَعَلَيْهِ التَّيَمُّمُ وَمَا لَمْ يُؤْمَرْ فِيْهِ بِالْغَسْلِ تُرِكَ .

৬৮০(৩৬)। ইসমাঈল ইবনে আলী (র)... আশ-শা'বী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যেখানে গোসল করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে সেখানে (পানির অভাবে) তাইয়াম্মুম করতে হবে এবং যেখানে গোসলের নির্দেশ দেয়া হয়নি সেখানে (পানির অভাবে) তাইয়াম্মুম পরিত্যক্ত হবে।

٦٨١(٣٧)- حدثنا اسماعيل وعبد الباقى قالا نا ابراهيم نا ابو بكر نا جرير عن مغيرة عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ أُمِرَنَا بِالتَّيَمُّمِ لِمَا أُمِرْنَا فِيْهِ بِالْغُسْلِ .

৬৮১(৩৭)। ইসমাঈল (র)... আশ-শা'বী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের তাইয়াম্মুমের নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে অবস্থায় গোসলের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

٦٠-بَابُ التَّيَمُّمِ وَاِنَّهُ يُفْعَلُ لِكُلِّ صَلاَةٍ

৬০-অনুচ্ছেদ : প্রতি ওয়াক্ত নামাযের জন্য তাইয়াম্মুম করতে হবে।

٦٨٢(١)- حدثنا ابو عمر القاضى نا الحسن بن ابى الربيع ثنا عبد الرزاق انا معمر عَنْ قَتَادَةَ اَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ كَانَ يَتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلاَةٍ وَبِهِ كَانَ يُفْتِىْ قَتَادَةُ .

৬৮২(১)। আবু উমার আল-কাযী (র)... কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। আমার ইবনুল আস (রা) প্রতি ওয়াক্ত নামাযের জন্য স্বতন্ত্রভাবে তাইয়াম্মুম করতেন। আর কাতাদা (র)-ও তদ্রূপ ফতওয়া দিতেন (বায়হাকী)।

٦٨٣(٢)- حدثنا اسماعيل بن على نا ابراهيم الحربى نا سعيد بن سليمان نا هشيم عن حجاج عن ابى اسحاق عن الحارث عَنْ عَلِيٍّ قَالَ يُتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلاَةٍ .

৬৮৩(২)। ইসমাঈল ইবনে আলী (র)... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রতি ওয়াক্ত নামাযের জন্য স্বতন্ত্রভাবে তাইয়াম্মুম করতে হবে (বায়হাকী)।

টীকা : এ হাদীসের সনদে দুর্বলতা আছে (অনুবাদক)।

٦٨٤(٣)- حدثنا اسماعيل نا ابراهيم نا ابو بكر نا ابن مهدى عن همام عَنْ عَامِرٍ الاَحْوَلِ اَنْ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ قَالَ يُتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلاَةٍ .

৬৮৪(৩)। ইসমাঈল (র)... আমের আল-আহ্ওয়াল (র) থেকে বর্ণিত। আমর ইবনুল আস (রা) বলেন, প্রতি ওয়াক্ত নামাযের জন্য স্বতন্ত্রভাবে তাইয়াম্মুম করতে হবে।

٦٨٥(٤)- حدثنا القاضى ابو عمر نا اسماعيل بن اسحاق نا ابراهيم بن الحجاج نا عبد الوارث نا عامر الاحول عَنْ نَافِعٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلاَةٍ .

৬৮৫(৪)। আল-কাযী আবু উমার (র)... নাফে' (র) থেকে বর্ণিত। ইবনে উমার (রা) প্রতি ওয়াক্ত নামাযের জন্য স্বতন্ত্রভাবে তাইয়াম্মুম করতেন।

٦٨٦(٥)- حدثنا محمد بن اسماعيل الفارسى نا اسحاق بن ابراهيم نا عبد الرزاق عن الحسن ابن عمارة عن الحكم عن مجاهد عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مِنَ السُّنَّةِ اَنْ لاَ يُصَلِّىَ الرُّجُلُ بِالتَّيَمُّمِ اِلاَّ صَلاَةً وَاحِدَةً ثُمَّ يَتَيَمَّمُ لِلصَّلاَةِ الأُخْرَى . والحسن بن عمارة ضعيف .

৬৮৬(৫)। মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল আল-ফারিসী (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সুন্নাত নিয়ম এই যে, কোন ব্যক্তি (এক) তাইয়াম্মুমের দ্বারা কেবল এক ওয়াক্ত নামাযই পড়বে। অতঃপর সে পরবর্তী ওয়াক্তের নামাযের জন্য পুনরায় তাইয়াম্মুম করবে। আল-হাসান ইবনে উমারা (র) হাদীসশাস্ত্রে দুর্বল (কতক বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যাত)।

٦٨٧(٦)- نا احمد بن محمد بن سعدان الصيدلانى نا شعيب بن ايوب نا ابو يحى الحمانى عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن مجاهد عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مِنَ السُّنَّةِ اَنْ لاَ يُصَلِّىَ بِالتَّيَمُّمِ اكْثَرَ مِنْ صَلاَةٍ وَاحِدَةٍ .

৬৮৭(৬)। আহ্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে সা'দান আস-সায়দালানী (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সুন্নাত নিয়ম হলো—এক তাইয়াম্মুম দ্বারা এক ওয়াক্তের অধিক নামায পড়া যাবে না।

٦٨٨(٧)- حدثنا اسماعيل بن على نا ابراهيم الحربى نا ابن زنجوية نا عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن مجاهد عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لاَ يُصَلِّى بِالتَّيَمُّمِ اِلاَّ صَلاَةً وَاحِدَةً .

৬৮৮(৭)। ইসমাঈল ইবনে আলী (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক তাইয়াম্মুম দ্বারা কেবল এক ওয়াক্ত নামাযই পড়া যাবে।

٦١-بَابٌ فِىْ كَرَاهِيَةِ اِمَامَةِ الْمُتَيَمِّمِ الْمُتَوَضِّئِيْنَ

৬১-অনুচ্ছেদ ঃ উযুকারীদের ইমামতি করা তাইয়াম্মুমকারীর জন্য মাকরূহ।

٦٨٩(١)- حدثنا محمد بن جعفر بن رميس نا عثمان بن معبد نا سعيد بن سليمان بن ماتع الحميرى نا ابو اسماعيل الكوفى اسد بن سعيد نا صالح بن بيان عن محمد بن المنكدر عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يُؤُمُّ الْمُتَيَمِّمُ الْمُتَوَضِّئِيْنَ اسناده ضعيف .

৬৮৯(১)। মুহাম্মাদ ইবনে জা'ফার ইবনে রুমাইস (র)... জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তাইয়াম্মুমকারী ব্যক্তি উযুর মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জনকারীদের ইমামতি করবে না। এই হাদীসের সনদসূত্র দুর্বল।

٦٩٠(٢)- حدثنا الحسين بن اسماعيل ثنا زياد بن ايوب ثنا هشيم نا حجاج عن ابى اسحاق عن الحارث عَنْ عَلِىٍّ قَالَ لاَ يَؤُمُّ الْمُقَيَّدُ (الْمُطْلَقِيْنَ) وَلاَ الْمُتَيَمِّمُ الْمُتَوَضِّئِيْنَ .

৬৯০(২)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। পায়ে বেড়ী লাগানো (কয়েদী) ব্যক্তি উন্মুক্ত ব্যক্তির ইমামতি করবে না এবং তাইয়াম্মুমকারী ব্যক্তি উযুর দ্বারা পবিত্রতা অর্জনকারীদের ইমামতি করবে না।

٦٩١(٣)- حدثنا الحسين نا محمد بن شاذان نا معلى بن اسد نا يعقوب وحفص عَنْ حَجَّاجٍ بِاِسْنَادِهِ نَحْوَهُ فِى التَّيَمُّمِ .

৬৯১(৩)। আল-হুসাইন (র)... হাজ্জাজ (র) থেকে তার এই সনদসূত্রে তাইয়াম্মুম সম্পর্কে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

٦٢-بَابُ فِىْ بَيَانِ الْمَوْضِعِ الَّذِىْ يَجُوْزُ التَّيَمُّمُ فِيْهِ وَقَدْرِهِ مِنَ الْبَلَدِ وَطَلَبِ الْمَاءِ

৬২-অনুচ্ছেদ ঃ যে স্থানে তাইয়াম্মুম করা বৈধ এবং শহরে (লোকালয়ে) পৌঁছার সামর্থ্য ও পানি অন্বেষণ করা সম্পর্কে।

٦٩٢(١)- حدثنا يحى بن محمد بن صاعد واحمد بن محمد بن الجراح والحسين بن اسماعيل وعلى ابن محمد بن مهران السواق قالوا حدثنا محمد بن سنان القزاز نا عمرو بن محمد بن ابى رزين حدثنا هشام بن حسان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَتَيَمَّمُ بِمَوْضَعٍ يُقَالُ لَهُ مِرْبَدُ النَّعَمِ وَهُوَ يَرى بُيُوْتَ الْمَدِيْنَةِ .

৬৯২(১)। ইয়াহ্ইয়া ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে সায়েদ (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে মিরবাদ আন-না'আম নামক স্থানে তাইয়াম্মুম করতে দেখেছি। সেখান থেকে তিনি মদীনার বাড়ি-ঘরসমূহ দেখতে পাচ্ছিলেন।

٦٩٣(٢)- حدثنا ابو محمد بن صاعد ثنا محمد بن زنبور نا فضيل بن عياض عن محمد بن عجلان عَنْ نَافِعٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ يَتَيَمَّمُ بِمَوْبَدِ النَّعَمِ وَصَلَّى وَهُوَ عَلَى ثَلاَثَةِ اَمْيَالٍ مِنَ الْمَدِيْنَةِ ثُمَّ دَخَلَ الْمَدِيْنَةَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ فَلَمْ يُعِدْ .

৬৯৩(২)। আবু মুহাম্মাদ ইবনে সায়েদ (র)... নাফে (র) থেকে বর্ণিত। ইবনে উমার (রা) মিরবাদ আন-নাআম নামক স্থানে তাইয়াম্মুম করেন এবং নামায পড়েন। মদীনা থেকে স্থানটির দূরত্ব তিন মাইল। তারপর তিনি মদীনায় প্রবেশ করেন এবং তখনও সূর্য উপরে ছিল, কিন্তু তিনি পুনরায় নামায পড়েননি।

টীকা ঃ তাইয়াম্মুম করে নামায পড়ার পর ওয়াক্ত থাকতেই পানি পাওয়া গেলেও উক্ত নামায পুনর্বার পড়তে হবে না (সম্পাদক)।

٦٩٤(٣)- حدثنا الحسين بن اسماعيل نا حفص بن عمرو نا يحى بن سعيد عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ بِاسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

৬৯৪(৩)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... ইবনে আজলান (র) থেকে তার সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

٦٩٥(٤)- حدثنا ابو عمر القاضى نا احمد بن منصور نا يزيد بن ابى حكيم عن سفيان نا يحى ابن سعيد عَنْ نَافِعٍ قَالَ تَيَمَّمَ ابْنُ عُمَرَ عَلَى رَأْسِ مَيْلٍ اَوْ مَيْلَيْنِ مِنَ الْمَدِيْنَةِ فَصَلَّى الْعَصْرَ فَقَدِمَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ فَلَمْ يُعِدِ الصَّلاَةَ .

৬৯৫(৪)। আবু উমার আল-কাযী (র)... নাফে (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে উমার (রা) মদীনা থেকে এক অথবা দুই মাইল দূরবর্তী স্থানে তাইয়াম্মুম করে আসরের নামায পড়লেন, অতঃপর মদীনায় ফিরে আসেন, তখনও সূর্য উপরে ছিল, কিন্তু তিনি পুনরায় আসরের নামায পড়েননি।

٦٩٦(٥)- حدثنا الحسين بن اسماعيل حدثنا محمد بن شاذان نا معلى نا شريك عن ابى اسحاق عن الحارث عَنْ عَلِيٍّ قَالَ اذَا اَجْنَبَ الرَّجُلُ فِى السَّفَرِ تَلُوْمُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اخِرِ الْوَقْتِ فَاِنْ لَّمْ يَجِدِ الْمَاءَ تَيَمَّمَ وَصَلّٰى .

৬৯৬(৫)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন ব্যক্তি সফররত অবস্থায় নাপাক হলে এবং (গোসল ফরয হলে) সে নামাযের শেষ ওয়াক্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। তখনও যদি সে পানি না পায়, তবে তাইয়াম্মুম করে নামায পড়বে।

٦٣-بَابٌ فِىْ جَوَازِ التَّيَمُّمِ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ سِنِيْنَ كَثِيْرَةً

৬৩-অনুচ্ছেদ : কোন ব্যক্তি কয়েক বছর যাবত পানি না পেলেও তার জন্য তাইয়াম্মুম করা বৈধ।

٦٩٧(١)- حدثنا احمد بن عيسى بن السكين نا عبد الحميد بن محمد بن المستهام نا مخلد بن يزيد ثنا سفيان عن ايوب وخالد الحذاء عن ابى قلابة عن عمرو بن بحدان عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلصَّعِيْدُ الطَّيِّبُ وَضُوْءُ الْمُسْلِمِ وَاِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشَرَ سِنِيْنَ .

৬৯৭(১)। আহ্‌মাদ ইবনে ঈসা ইবনুস সাকান (র)... আবু যার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : পাক মাটি মুসলমানের জন্য উযুর (বিকল্প) উপাদান, যদিও সে দশ বছর ধরে পানি না পায়।

٦٩٨(٢)- حدثنا الحسين بن اسماعيل نا يعقوب بن ابراهيم نا ابن علية نا ايوب عن ابى قلابة عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِىْ عَامِرٍ قَالَ نُعِتَ لِىْ اَبُوْ ذَرٍّ فَاَتَيْتُهُ فَقُلْتُ اَنْتَ اَبُوْ ذَرٍّ قَالَ اِنَّ اَهْلِىْ لَيَزْعُمُوْنَ ذٰلِكَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلَكْتُ قَالَ وَمَا اَهْلَكَكَ قُلْتُ اِنِّىْ اَعْزَبُ عَنِ الْمَاءِ وَمَعِىَ اَهْلِىْ فَتُصِيْبُنِى الْجَنَابَةَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الصَّعِيْدَ الطَّيِّبَ طَهُوْرٌ مَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ وَلَوْ اِلٰى عَشَرَ حِجَجٍ فَاِذَا وَجَدْتَّ الْمَاءَ فَاَمْسِسْهُ بَشَرَتَكَ .

৬৯৮(২)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... বনূ আমের গোত্রের এক ব্যক্তি থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার নিকট আবু যার (রা)-এর প্রশংসা করা হলো। অতএব আমি তার নিকট এলাম এবং বললাম, আপনিই কি আবু যার (রা)? তিনি বলেন, আমার পরিবারের লোকজন তাই ধারণা করে। আবু যার (রা) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি ধ্বংস হয়ে গেছি। তিনি বলেন : কিসে তোমাকে ধ্বংস করেছে? আমি বললাম, আমি পানি থেকে দূরে, আমার সাথে আমার স্ত্রী আছে এবং আমি নাপাক হয়েছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : নিশ্চয়ই পাক মাটি পবিত্রতাকারী যাবত কেউ পানি না পায়, যদিও তাতে দশ বছর কেটে যায়। যখন তুমি পানি পাবে তখন তোমার শরীরে পানি পৌঁছাবে (গোসল করবে)।

٦٩٩(٣)- قال حدثنا الحسين بن اسماعيل حدثنا ابو يوسف القلوسى يعقوب بن اسحاق وابو بكر بن صالح قالا نا خلف بن موسى العمى نا ابى عن ايوب عن ابى قلابة عن عمه

ابى المهلب عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ يَا اَبَا ذَرٍّ اِنَّ الصَّعِيْدَ طَهُوْرٌ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشَرَ سِنِيْنَ فَاِذَا وَجَدْتَّ الْمَاءَ فَاَمَسَّهُ بَشَرَتَكَ .

৬৯৯(৩)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর নিকট এলে তিনি বলেন : হে আবু যার! যে ব্যক্তি দশ বছর ধরে পানি পায়নি তার জন্য পবিত্র মাটি নিশ্চয়ই পবিত্রকারী। যখন তুমি পানি পাবে তখন তোমার শরীরে পানি পৌঁছাবে (গোসল করবে)।

٧٠٠(٤)- حدثنا الحسين نا العباس بن يزيد نا يزيد بن زريع نا خالد الحذاء عن ابى قلابة عَنْ عَمْرِو بْنِ بِجْدَانَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا ذَرٍّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّ الصَّعِيْدَ الطَّيِّبَ وَضُوْءُ الْمُسْلِمِ وَلَوْ اِلى عَشْرِ حِجَجٍ فَاِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيُمَسَّ بَشَرَتَهُ الْمَاءَ فَاِنَّ ذلِكَ هُوَ خَيْرٌ .

৭০০(৪)। আল-হুসাইন (র)... আমর ইবনে বিজদান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু যার (রা)-কে নবী ﷺ সূত্রে বর্ণনা করতে শুনেছি, তিনি বলেন : নিশ্চয়ই পাক মাটি মুসলমানদের জন্য উযুর উপকরণ, যদিও দশ বছর অতিবাহিত হয়। যখন সে পানি পাবে তখন যেন নিজের শরীরে পানি পৌঁছায় (গোসল করে)। কেননা এটাই উত্তম।

٧٠١(٥)- وحدثنا الحسين نا ابو البخترى نا قبيصة نا سفيان عن خالد عن ابى قلابة عن محجن او ابى محجن عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ وَقَالَ لَهُ فَاِنَّ ذلِكَ طَهُوْرٌ .

৭০১(৫)। আল-হুসাইন (র)... আবু যার (রা) থেকে নবী ﷺ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত এবং তিনি তাকে বলেন : তা (তাইয়াম্মুম) পবিত্রকারী।

٧٠٢(٦)- حدثنا الحسين نا ابن حنان قال الشيخ ابن حنان هو محمد بن عمرو بن حنان الحمصى ثنا بقية نا سعيد بن بشير عن قتادة عن ابى قلابة عَنْ رَجَاءِ بْنِ عَامِرٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا ذَرٍّ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ اَلصَّعِيْدُ الطَّيِّبُ وَضُوْءٌ وَلَوْ عَشَرَ سِنِيْنَ فَاِذَا وَجَدْتَّ الْمَاءَ فَاَمْسِسْهُ جِلْدَكَ . كَذَا قال رجاء بن عامر والصواب رجل من بنى عامر كما قال ابن علية عن ايوب .

৭০২(৬)। আল-হুসাইন (র)... রাজা' ইবনে আমের (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আবু যার (রা)-কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : পাক মাটি উযুর উপকরণ, যদিও দশ বছর কেটে যায়। যখন তুমি পানি পাবে, তখন তোমার শরীরে পানি পৌঁছাবে (গোসল করবে)। রাজা' ইবনে আমের (র) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। সঠিক হলো, বনূ আমের গোত্রের এক ব্যক্তি থেকে। ইবনে উলাইয়্যা (র) আইয়ুব (র) সূত্রে তদ্রূপ বলেছেন।

٦٤-بَابُ جَوَازِ التَّيَمُّمِ لِصَاحِبِ الْجِرَاحِ مَعَ اِسْتِعْمَالِ الْمَالِ وَتَعْصِيْبِ الْجَرْحِ

৬৪-অনুচ্ছেদ : আহত ব্যক্তির ক্ষত স্থানে পট্টি বাঁধা এবং পানি ব্যবহার করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তার জন্য তাইয়াম্মুম করা জায়েয।

٧٠٣(١)- حدثنا الحسين بن اسماعيل نا عبد الله بن شبيب حدثنى عبد الله بن حمزة الزبيرى حدثنى عبد الله بن نافع عن الليث بن سعد عن بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ قَالَ خَرَجَ رَجُلاَنِ فِىْ سَفَرٍ فَحَضَرَتْهُمَا الصَّلاَةُ وَلَيْسَ مَعْهُمَا مَاءٌ فَتَيَمَّمَا صَعِيْداً طَيِّبًا ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ بَعْدُ فِى الْوَقْتِ فَاَعَادَ اَحْدُهُمَا الصَّلاَةَ بِوُضُوْءٍ وَلَمْ يُعِدِ الاخَرُ ثُمَّ اَتَيَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَذَكَرَا ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ لِلَّذِىْ لَمْ يُعِدْ اَصَبْتَ وَاَجْزَاَتْكَ صَلاَتُكَ وَقَالَ لِلَّذِىْ تَوَضَّاَ وَاَعَادَ لَكَ الاَجْرُ مَرَّتَيْنِ . تفرد به عبد الله بن نافع عن الليث بهذا الاسناد متصلا وخالفه ابن المبارك وغيره .

৭০৩(১)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দুই ব্যক্তি সফরে বের হলেন। তাদের নামাযের ওয়াক্ত হলো কিন্তু তাদের সাথে পানি ছিলো না। অতএব তারা উভয়ে পাক মাটি দিয়ে তাইয়াম্মুম করলেন, তারপর (নামাযের) ওয়াক্তের মধ্যেই পানি পেয়ে গেলেন। তাদের একজন উযু করে পুনরায় নামায পড়লেন এবং দ্বিতীয়জন পুনরায় নামায পড়লেন না। তারপর তারা উভয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বিষয়টি তাঁকে অবহিত করলেন। যে ব্যক্তি পুনরায় নামায পড়েননি তিনি তাকে বলেন : তুমি সঠিক করেছ এবং তোমার নামায যথেষ্ট হয়েছে। আর যে ব্যক্তি উযু করে পুনরায় নামায পড়েন তিনি তাকে বলেন : তোমার দ্বিগুণ সওয়াব হয়েছে। এই হাদীস কেবল আবদুল্লাহ ইবনে নাফে' (র) একককভাবে আল-লাইছ (র) থেকে এই সনদে মুত্তাসিলরূপে বর্ণনা করেছেন এবং ইবনুল মুবারক (র) প্রমুখ তার বিরোধিতা করেছেন।

٧٠٤(٢)- حدثنا محمد بن اسماعيل الفارسى نا اسحاق بن ابراهيم ثنا عبد الرزاق عن عبد الله ابن المبارك عن ليث عن بكر بن سوادة عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ اَنَّ رَجُلَيْنِ اَصَابَتْهُمَا جَنَابَةٌ فَتَيَمَّمَا نحوه ولم يذكر ابا سعيد .

৭০৪(২)। মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল আল-ফারিসী (র)... আতা ইবনে ইয়াসার (র) থেকে বর্ণিত। দুই ব্যক্তি নাপাক হলো (গোসল ফরয হলো)। তারা উভয়ে তাইয়াম্মুম করলো... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত। তবে আবু সাঈদ (র)-এর নামোল্লেখ করা হয়নি।

٧٠٥(٣)- حدثنا عبد الله بن سليمان الاشعث لفظًا فى كتاب الناسخ والمنسوخ نا موسى ابن عبد الرحمن الحلبى نا محمد بن سلمة عن الزبير بن خريق عن عطاء عَنْ جَابِرٍ قَالَ خَرَجْنَا فِيْ سَفَرٍ فَاَصَابَ رَجُلاً مِنَّا حَجَرٌ فَشَجَّهُ فِيْ رَاْسِهِ ثُمَّ احْتَلَمَ فَسَاَلَ اَصْحَابَهُ هَلْ تَجِدُوْنَ فِيَّ رُخْصَةً فِي التَّيَمُّمِ قَالُوْا مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وَاَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اُخْبِرَ بِذٰلِكَ فَقَالَ قَتَلُوْهُ قَتَلَهُمُ اللّٰهُ اَلاَ سَاَلُوْا اِذَا لَمْ يَعْلَمُوْا فَاِنَّمَا شِفَاءُ الْعَيِّ السُّؤَالُ اِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْهِ اَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِرَ اَوْ يُعَصِّبَ عَلَى جُرْحِهِ ثُمَّ يَمْسَحُ عَلَيْهِ وَيَغْسِلُ سَائِرَ جَسَدِهِ .

৭০৫(৩)। আবদুল্লাহ ইবনে সুলায়মান আল-আশ'আছ (র)... জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা সফরে বের হলাম। আমাদের মধ্যকার এক ব্যক্তির মাথা পাথরের আঘাতে ফেটে গেলো। অতঃপর তার স্বপ্নদোষ হলো। সে তার সঙ্গীদের জিজ্ঞেস করলো, তোমরা কি আমার জন্য তাইয়াম্মুম করার অবকাশ আছে বলে মনে করো? তারা বললো, আমরা তোমার জন্য কোন অবকাশ (রুখসাত) দেখি না। কেননা তুমি পানি ব্যবহার করতে সক্ষম। অতএব সে গোসল করলো এবং ফলে মারা গেলো। আমরা যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট ফিরে এলাম, তখন তাঁকে এ সম্পর্কে অবহিত করা হলো। তিনি বলেন : তারা তাকে (তাইয়াম্মুমের অনুমতি না দিয়ে) হত্যা করেছে, আল্লাহ তাদের সর্বনাশ করুন। তোমরা যখন জানতে না তখন কেন জিজ্ঞেস করলে না? অজ্ঞতার প্রতিশেধক হলো জিজ্ঞাসা (করে জেনে নেয়া)। নিশ্চয়ই তাইয়াম্মুম তার জন্য যথেষ্ট ছিল, সে ক্ষতস্থানের পুঁজ বের করে অথবা ক্ষতস্থানে পট্টি বেঁধে তার উপর মসেহ করতো এবং সমস্ত শরীর ধৌত করতো।

রাবী মূসা সন্দেহের শিকার হয়েছেন। আবু বাক্র (র) বলেন, এটা সুন্নাত। কেবল মক্কাবাসীরাই এককভাবে এই হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং আল-জাযীরাবাসী (আরব উপদ্বীপ) তা বহন করেছেন। এই হাদীস আয-যুবায়ের ইবনে খারীক ব্যতীত অপর কেউ আতা-জাবের (রা) সূত্রে বর্ণনা করেননি এবং তিনি নির্ভরযোগ্য রাবী নন। আল-আওযাঈ (র) তার বিপরীত বর্ণনা করেছেন। অতএব তিনি এই হাদীস আতা-ইবনে আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আল-আওযাঈ (র) সম্পর্কেও মতবিরোধ করা হয়েছে। অতএব বলা হয়েছে, তার থেকে আতা সূত্রে বর্ণিত। আরো কথিত আছে, তার থেকে আমার নিকট আতা (র) সূত্রে হাদীস পৌঁছেছে। আল-আওযাঈ (র) এই হাদীস শেষ পর্যন্ত আতা (র)-নবী ﷺ সূত্রে মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন এবং এটাই যথার্থ। ইবনে আবু হাতিম (র) বলেন, আমি আমার পিতা ও আবু যুর'আ (র)-কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তারা উভয়ে বলেন, এই হাদীস ইবনে আবুল ইশরীন (র) আল-আওযাঈ-ইসমাঈল ইবনে মুসলিম-আতা-ইবনে আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন এবং মারফূরূপে বর্ণনা করেছেন।

٧٠٦(٤)- قرئ على ابى القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز وانا اسمع حدثكم الحكم بن موسى نا هقل بن زياد عن الاوزاعى قال عطاء عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَجُلاً

اَصَابَتْهُ جَرَاحَةٌ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَاسْتَفْتٰى فَاُفْتِيَ بِالْغُسْلِ فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ قَتَلُوْهُ قَتَلَهُمُ اللّٰهُ اَلَمْ يَكُنْ شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ . قَالَ عَطَاءٌ فَبَلَغَنِيْ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنْ ذٰلِكَ بَعْدُ فَقَالَ وَلَوْ غَسَلَ جَسَدَهُ وَتَرَكَ رَاْسَهُ حَيْثُ اَصَابَتْهُ الْجِرَاحُ اَجْزَاَهُ .

৭০৬(৪)। আবুল কাসেম আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল আযীয (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে এক ব্যক্তি আহত হলো। সে নাপাক হলে ফাতওয়া জিজ্ঞেস করলো। তাকে গোসল করার ফাতওয়া দেয়া হলো। অতএব সে গোসল করে এবং মারা যায়। এ খবর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট পৌঁছলে তিনি বলেন : তারা (ফাতওয়াদানকারীরা) তাকে হত্যা করেছে। আল্লাহ তাদের হত্যা করুন। অজ্ঞতার প্রতিশেধক কি জিজ্ঞাসা নয়? আতা (র) বলেন, আমি জানতে পেরেছি যে, পরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন : সে যদি তার দেহ ধৌত করতো এবং মাথার যে স্থান আহত হয়েছে সেই স্থান বাদ দিতো তবে তা তার জন্য যথেষ্ট হতো।

٧٠٧(٥)- حدثنا المحاملى نا الزعفرانى نا الحكم بن موسى بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

৭০৭(৫)। আল-মুহামিলী (র)... আল-হাকাম ইবনে মূসা (র) থেকে তার সনদে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

٧٠٨(٦)- حدثنا الحسين بن اسماعيل نا ابو عتبة نا ايوب بن سويد عن الاوزاعى عن عطاء عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ اِلٰى اٰخِرِهِ مِثْلَ قَوْلِ هِقْلٍ .

৭০৮(৬)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... ইবনে আব্বাস (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে এই হাদীসের শেষ পর্যন্ত হিক্‌ল (র)-এর উক্তির অনুরূপ বর্ণিত।

٧٠٩(٧)- حدثنا ابو محمد بن صاعد وابو بكر النيسابورى قالا نا العباس بن الوليد بْنِ مزيد اخبرنى ابى قال سمعت الاوزاعى قال بلغنى عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِيْ رَبَاحٍ اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يُخْبِرُ اَنَّ رَجُلاً اَصَابَهُ جَرْحٌ فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ اَصَابَهُ احْتِلاَمٌ فَاُمِرَ بِالاِغْتِسَالِ فَاغْتَسَلَ فَكَزَّ فَمَاتَ فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ قَتَلُوْهُ قَتَلَهُمُ اللّٰهُ اَلَمْ يَكُنْ شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ قَالَ عَطَاءٌ فَبَلَغَنَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ لَوْ غَسَلَ جَسَدَهُ وَتَرَكَ رَاْسَهُ حَيْثُ اَصَابَهُ الْجَرْحُ .

৭০৯(৭)। আবু মুহাম্মাদ ইবনে সায়েদ (র)... আতা ইবনে আবু রাবাহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি ইবনে আব্বাস (রা)-কে খবর দিতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে এক ব্যক্তি আহত হলো, তারপর তার

স্বপ্নদোষ হলো। তাকে গোসল করতে বলা হলে সে গোসল করলো এবং ফলে অসুস্থ হয়ে মারা গেলো। এ খবর নবী ﷺ-এর নিকট পৌঁছলে তিনি বলেন : তারা তাকে হত্যা করেছে, আল্লাহ তাদের হত্যা করুন। অজ্ঞতার প্রতিশেধক কি জিজ্ঞাসা (করে জেনে নেয়া) নয়? আতা (র) বলেন, আমরা জানতে পেরেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন : যদি সে তার মাথার ক্ষতস্থান ব্যতীত শরীর ধৌত করতো তবে তা তার জন্য যথেষ্ট হতো।

٧١٠(٨)- حدثنا الفارسى نا اسحاق بن ابراهيم نا عبد الرزاق نا الاوزاعى عن رجل عن عطاء عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ نَحْوَهُ .

৭১০(৮)। আল-ফারিসী (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে নবী ﷺ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

٧١١(٩)- حدثنا الفارسى نا احمد بن عبد الوهاب نا ابو المغيرة نا الاوزاعى قال بلغنى عن عطاء عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَ حَدِيْثِ الْوَلِيْدِ بْنِ مَزْيَدٍ .

৭১১(৯)। আল-ফারিসী (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত... আল-ওয়ালীদ ইবনে মাযয়াদ (র)-এর হাদীসের অনুরূপ।

٧١٢(١٠)- حدثنا الحسين بن اسماعيل حدثنا عبد الله بن ابى مسلم نا يحى بن عبد الله نا الاَوْزَاعِىِّ قَالَ بَلَغَنِىْ اَنَّ عَطَاءَ بْنَ اَبِىْ رَبَاحٍ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يُخْبِرُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ نَحْوَ قَوْلِ الْوَلِيْدِ بْنِ مَزْيَدٍ وَتَابَعَهُمَا اسْمَاعِيْلُ بْنُ يَزِيْدَ بْنِ سَمَاعَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ .

৭১২(১০)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... আল-আওযাঈ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আতা ইবনে আবু রাবাহ-ইবনে আব্বাস (রা)-নবী ﷺ থেকে অবহিত করেন... আল-ওয়ালীদ ইবনে মাযয়াদ (র)-এর উক্তির অনুরূপ। ইসমাঈল ইবনে ইয়াযীদ ইবনে সিমাআ ও মুহাম্মাদ ইবনে শু'আইব (র) তাদের উভয়ের অনুকরণ করেছেন।

٦٥-بَابٌ فِىْ جَوَازِ الْمَسْحِ عَلَى بَعْضِ الرَّأْسِ

৬৫-অনুচ্ছেদ : মাথার কিছু অংশ মসেহ করা জায়েয।

٧١٣(١)- حدثنا ابو بكر النيسابورى نا الربيع بن سليمان نا الشافعى نا يحى بن حسان عن حماد بن زيد وابن عليه عن ايوب عن ابن سيرين عن عمرو بن وهب الثقفى عَنِ الْمُغِيْرَةِ ابْنِ شُعْبَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ تَوَضَّاَ فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى عِمَامَتِهِ وَخُفَّيْهِ .

৭১৩(১)। আবু বাক্‌র আন-নায়সাপুরী (র)... আল-মুগীরা ইবনে শো'বা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ উযু করলেন। তিনি তাঁর মাথার সম্মুখভাগ ও পাগড়ীর উপর এবং মোজাদ্বয়ের উপর মসেহ করলেন।

٧١٤(٢)- حدثنا محمد بن منصور بن ابى الجهم نا نصر بن على نا المعتمر بن سليمان ح وحدثنا على بن عبد الله بن مبشر نا احمد بن المقدام نا المعتمر عن ابيه حدثنى بكر بن عبد الله المزنى عَنِ ابْنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَمُقَدَّمِ رَأْسِهِ وَعَلَى عِمَامَتِهِ .

৭১৪(২)। মুহাম্মাদ ইবনে মানসূর ইবনে আবুল জাহ্‌ম (র)... ইবনুল মুগীরা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী ﷺ মোজাদ্বয়ের উপর, মাথার সম্মুখভাগ ও পাগড়ীর উপর মসেহ করেছেন।

٧١٥(٣)- حدثنا ابن مبشر نا احمد بن المقدام ثنا معتمر عن ابيه عن بكر عن الحسن عَنِ ابْنِ الْمُغِيْرَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ وَقَالَ نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ مَسَحَ عَلَى مُقَدَّمِ رَأْسِهِ وَمُقَدَّمِ نَاصِيَتِهِ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ .

৭১৫(৩)। ইবনে মুবাশশির (র)... ইবনুল মুগীরা-তার পিতা-নবী ﷺ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত। নাস্‌র ইবনে আলী (র) তার বর্ণনায় বলেন, নবী ﷺ তাঁর মাথার সম্মুখভাগ ও ললাটের উপরিভাগের কেশ মসেহ করেন এবং মোজাদ্বয়ের উপর ও পাগড়ীর উপর মসেহ করেন।

٧١٦(٤)- حدثنا ابو بكر النيسابورى نا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم حدثنا يحى بن سعيد نا سليمان اليتمى عن بكر عن الحسن عَنِ ابْنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْعِمَامَةِ قال بكر وقد سمعته من ابن المغيرة .

৭১৬(৪)। আবু বাক্‌র আন-নায়সাপুরী (র)... ইবনুল মুগীরা ইবনে শো'বা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী ﷺ উযু করেন এবং তাঁর ললাটের উপরিভাগের কেশ মসেহ করেন, মোজাদ্বয় ও পাগরীর উপর মসেহ করেন। বাক্‌র (র) বলেন, আমি এই হাদীস ইবনুল মুগীরা (র) থেকে শুনেছি।

٦٦-بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

৬৬-অনুচ্ছেদ : মোজাদ্বয়ের উপর মসেহ করা।

٧١٧(١)- حدثنا القاضى الحسين بن اسماعيل نا يعقوب بن ابراهيم نا ابو معاوية وعيسى بن يونس قالا نا الاعمش عن ابراهيم عن هَمَّامٍ قَالَ بَالَ جَرِيْرٌ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ

عَلى خُفَّيْهِ فَقِيْلَ لَهُ اَتَفْعَلُ هذَا وَقَدْ بُلْتَ قَالَ نَعَمْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّهِ ﷺ بَالَ ثُمَّ تَوَضَّاَ وَمَسَحَ عَلى خُفَّيْهِ . قَالَ الاَعْمَشُ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ فَكَانَ يُعْجِبُهُمْ هذَا الْحَدِيْثُ لاَنَّ جَرِيْراً كَانَ اِسْلاَمُهُ بَعْدَ نُزُوْلِ الْمَائِدَةِ هذَا حَدِيْثُ اَبِىْ مُعَاوِيَةَ وَقَالَ عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ فَقِيْلَ لَهُ يَا اَبَا عَمْرٍو اَتَفْعَلُ هذَا وَقَدْ بُلْتَ فَقَالَ وَمَا يَمْنَعُنِىْ وَقَدْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّهِ ﷺ يَمْسَحُ عَلى خُفَّيْهِ وَكَانَ اَصْحَابُ عَبْدِ اللّهِ يُعْجِبُهُمْ ذلِكَ لاَنَّ اِسْلاَمَهُ كَانَ بَعْدَ نُزُوْلِ الْمَائِدَةِ .

৭১৭(১)। আল-কাযী আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... হাম্মাম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জারীর (রা) পেশাব করেন, তারপর উযু করেন এবং নিজের মোজাদ্বয়ের উপর মসেহ করেন। তাকে বলা হলো, আপনি এটা করলেন, অথচ আপনি পেশাব করেছেন? তিনি বলেন, হ্যাঁ, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছি যে, তিনি পেশাব করলেন, তারপর উযু করলেন এবং নিজের মোজাদ্বয়ের উপর মসেহ করলেন।

আল-আ'মাশ (র) বলেন, ইবরাহীম বলেছেন, এই হাদীস তাদের নিকট বিস্ময়কর মনে হতো। কেননা জারীর (রা) সূরা আল-মাইদা নাযিল হওয়ার পর ইসলাম গ্রহণ করেন। এটি আবু মুয়াবিয়ার হাদীস। আর ঈসা ইবনে ইউনুস (র) বলেন, তাকে বলা হলো, হে আবু আমর! আপনি এটা করলেন, অথচ আপনি পেশাব করেছেন? তিনি বলেন, (তা করতে) আমাকে কিসে বাধা দিবে? নিশ্চয়ই আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে তাঁর মোজাদ্বয়ের উপর মসেহ করতে দেখেছি। আবদুল্লাহ (রা)-এর সঙ্গীগণ তাতে অবাক হন। কেননা জারীর (রা) সূরা আল-মাইদা নাযিল হওয়ার পর ইসলাম গ্রহণ করেছেন।

টীকা : এই হাদীস সিহাহ সিত্তার ইমামগণ নিজ নিজ কিতাবে বর্ণনা করেছেন এবং এই হাদীস ইমাম তাবারানীও বর্ণনা করেছেন (অনুবাদক)।

٧١٨(٢)- حدثنا الحسين بن اسماعيل نا على بن شعيب نا سفيان بن عيينة عن الاعمش عن ابراهيم عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ رَاَيْتُ جَرِيْراً تَوَضَّاَ مِنْ مَطْهَرِهِ فَمَسَحَ عَلى خُفَّيْهِ فَقِيْلَ لَهُ اَتَمْسَحُ عَلى خُفَّيْكَ فَقَالَ اِنِّىْ قَدْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّهِ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَكَانَ هذَا الْحَدِيْثَ يُعْجِبُ اَصْحَابُ عَبْدِ اللّهِ يَقُوْلُوْنَ اِنَّمَا كَانَ اِسْلاَمُهُ بَعْدَ نُزُوْلِ الْمَائِدَةِ .

৭১৮(২)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... হাম্মাম ইবনুল হারিছ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জারীর (রা)-কে দেখেছি, তিনি পানির পাত্র থেকে পানি নিয়ে উযু করেন এবং মোজাদ্বয়ের উপর মসেহ করেন। তাকে বলা হলো, আপনি কি আপনার মোজাদ্বয়ের উপর মসেহ করেন? তিনি বলেন, নিশ্চয়ই আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর মোজাদ্বয়ের উপর মসেহ করতে দেখেছি। আবদুল্লাহ (রা)-র সঙ্গীগণের এই হাদীস পছন্দনীয় ছিল। তারা বলতেন, নিশ্চয়ই জারীর (রা) সূরা আল-মাইদা নাযিল হওয়ার পর ইসলাম গ্রহণ করেছেন।

٧١٩(٣)- حدثنا الحسين بن اسماعيل نا يعقوب الدورقى نا ابن مهدى نا سفيان عَنِ الاَعْمَشِ بِاِسْنَادِهِ نَحْوَهُ .

৭১৯(৩)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... আ'মাশ (র) থেকে তার সনদে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

٧٢٠(٤)- حدثنا الحسين نا احمد بن محمد بن يحى بن سعيد حدثنا زيد بن الحباب نا معاوية ابن صالح اخبرنى ضمرة بن حبيب عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْبَجَلِيِّ قَالَ قَدِمْتُ عَلى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بَعْدَ نُزُوْلِ الْمَائِدَةِ فَرَاَيْتُهُ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ .

৭২০(৪)। আল-হুসাইন (র)... জারীর ইবনে আবদুল্লাহ আল-বাজালী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সূরা আল-মাইদা নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এলাম। আমি তাঁকে মোজাদ্বয়ের উপর মসেহ করতে দেখলাম।

٧٢١(٥)- حدثنا الحسين بن اسماعيل واخرون قالوا نا محمد بن عمرو بن حنان نا بقية حدثنى ابراهيم بن ادهم عن مقاتل بن حيان عن شهر عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَمْسَحُ عَلى خُفَّيْهِ قَالُوْا بَعْدَ نُزُوْلِ الْمَائِدَةِ قَالَ اِنَّمَا اَسْلَمْتُ بَعْدَ نُزُوْلِ الْمَائِدَةِ .

৭২১(৫)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... জারীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর মোজাদ্বয়ের উপর মসেহ করতে দেখেছি। লোকজন জিজ্ঞেস করলো, তা কি সূরা আল-মাইদা নাযিল হওয়ার পর? তিনি বলেন, নিশ্চয়ই আমি সূরা আল-মাইদা নাযিল হওয়ার পর ইসলাম গ্রহণ করেছি।

٧٢٢(٦)- حدثنا الحسين نا ابن حنان نا بقية نا ابو بكر بن ابى مريم نا عبدة بن ابى لبابة عن محمد الخزاعى عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ مَا زَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَمْسَحُ مُنْذُ اُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُوْرَةُ الْمَائِدَةِ حَتّٰى لَحِقَ بِاللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ .

৭২২(৬)। আল-হুসাইন (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উপর সূরা আল-মাইদা নাযিল হওয়ার পর থেকে অনবরত (মোজার উপর) মসেহ করতেন মহামহিম আল্লাহ্‌র সাথে মিলিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত।

٦٧-بَابُ الرُّخْصَةِ فِى الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَمَا فِيْهِ وَاخْتِلاَفِ الرِّوَايَاتِ

৬৭-অনুচ্ছেদ : মোজাদ্বয়ের উপর মসেহ করার অনুমতি এবং তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়। এ সম্পর্কে বিভিন্নরূপ রিওয়ায়াত।

٧٢٣(١)- حدثنا ابن مبشر نا ابو موسى محمد بن المثنى ح وحدثنا ابن مبشر نا ابو الاشعث ح وحدثنا ابراهيم بن حماد نا العباس بن يزيد قالوا حدثنا عبد الوهاب الثقفى نا

المهاجر ابو مخلد مولى لبكرات عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ اَبِى بَكْرَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ رَخَّصَ لِلْمُسَافِرِ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ وَلَيَالِيْهِنَّ وَلِلْمُقِيْمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ اِذَا تَطَهَّرَ وَلَبِسَ خُفَّيْهِ اَنْ يَّمْسَحَ عَلَيْهِمَا وَقَالَ اَبُو الاَشْعَثِ يَمْسَحُ الْمُسَافِرُ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ وَلَيَالِيْهِنَّ وَلِلْمُقِيْمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ .

৭২৩(১)। ইবনে মুবাশশির (র)... আবদুর রহমান ইবনে আবু বাকরা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী ﷺ মুসাফিরের জন্য তিন দিন ও তিন রাত এবং মুকীমের জন্য এক দিন ও এক রাত মোজাদ্বয়ের উপর মসেহ করার অনুমতি দিয়েছেন, যদি সে পবিত্রতা অর্জন করে মোজাদ্বয় পরিধান করে থাকে। আবুল আশ'আছ (র)-এর বর্ণনায় আছে, তিনি বলেন, মুসাফির তিন দিন ও তিন রাত এবং মুকীম এক দিন ও এক রাত (মোজার উপর) মসেহ করবে।

٧٢٤(٢)- حدثنا ابو بكر الشافعي نا ابراهيم الحربي نا مسدد نا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ مِثْلَهُ سَوَاءً .

৭২৪(২)। আবু বাক্‌র আশ-শাফিঈ (র)... আবদুল ওয়াহ্‌হাব আস-ছাকাফী (র) থেকে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

٧٢٥(٣)- حدثنا الحسين بن اسماعيل حدثنا محمد بن الوليد البسرى نا سفيان بن عيينة عن حصين ح وحدثنا الحسين بن اسماعيل نا على بن شعيب وسعدان بن نصر ومحمد بن سعيد العطار واللفظ لعلى بن شعيب قالوا نا سفيان قال وزاد حصين عن الشعبى عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَتَمْسَحُ عَلَى خُفَّيْكَ قَالَ اِنِّىْ اَدْخَلْتُهُمَا وَهُمَا طَاهِرَتَانِ .

৭২৫(৩)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... উরওয়া ইবনুল মুগীরা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আপনার মোজাদ্বয়ের উপর কি মসেহ করছেন? তিনি বলেন : আমি পদদ্বয় তার পবিত্র অবস্থায় মোজাদ্বয়ের মধ্যে ঢুকিয়েছি।

٧٢٦(٤)- حدثنا احمد بن اسحاق بن بهلول نا محمد بن زنبور نا فضيل بن عياض عن هشام عَنِ الْحَسَنِ قَالَ اَلْمَسْحُ عَلَى ظَهْرِ الْخُفَّيْنِ خَطَّطَ بِالاَصَابِعِ .

৭২৬(৪)। আহ্‌মাদ ইবনে ইসহাক ইবনে বাহলূল (র)... আল-হাসান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মোজাদ্বয়ের উপরিভাগের উপর আংগুলসমূহ (হাতের তিন আংগুল) দিয়ে রেখা টেনে মসেহ করবে।

٧٢٧(٥)- حدثنا الحسن بن الخضر نا ابو العلاء محمد بن احمد الوكيعى ثنا ابى ثنا وكِيْعٌ فُضَيْلٌ مِثْلَهُ .

৭২৭(৫)। আল-হুসাইন ইবনুল খিদর (র)... ওয়াকী (র) থেকে বর্ণিত।...ফুদাইলের হাদীসের অনুরূপ।

٧٢٨(٦)- حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا داود بن رشيد نا الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد نا رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة بن شعبة عَنِ الْمُغِيْرَةِ قَالَ وَضَّأْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِيْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ فَمَسَحَ اَعْلَى الْخُفِّ وَاَسْفَلَهُ .

৭২৮(৬)। আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল আযীয (র)... আল-মুগীরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তাবূক যুদ্ধকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে উযু করালাম (উযুর পানি এনে দিলাম)। তিনি মোজার উপরিভাগ ও নিম্নভাগ মসেহ করলেন।

٧٢٩(٧)- حدثنا ابو بكر النيسابورى نا عيسى بن ابى عمران بالرملة ثنا الوليد بن مسلم بهذا الاسناد مثله رواه ابن المبارك عن ثور قال حدثت عن رجاء بن حيوة عَنْ كَاتِبِ الْمُغِيْرَةِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلاً لَيْسَ فِيْهِ الْمُغِيْرَةَ .

৭২৯(৭)। আবু বাক্‌র আন-নায়সাপুরী (র)... মুগীরা (রা)-সচিব থেকে নবী ﷺ সূত্রে মুরসালরূপে বর্ণিত। এই সনদসূত্রে আল-মুগীরা (রা)-এর নাম উল্লেখ নেই।

টীকা : ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, আবু যুরআ ও মুহাম্মাদ (র)-এর মতে এই হাদীস সহীহ নয় (অনুবাদক)।

٧٣٠(٨)- حدثنا ابو بكر النيسابورى نا احمد بن منصور ومحمد بن احمد بن الجنيد قالا نا سليمان بن داود الهاشمى نا ابن ابى الزناد عن ابيه عن عروة بن الزبير عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَسَحَ عَلى ظُهُوْرِ الْخُفَّيْنِ .

৭৩০(৮)। আবু বাক্‌র আন-নায়সাপুরী (র)... আল-মুগীরা ইবনে শো'বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মোজাদ্বয়ের উপরিভাগে মসেহ করতে দেখেছি।

٧٣١(٩)- حدثنا الحسين بن اسماعيل نا على بن حرب نا زيد بن الحباب حدثنى خالد ابن ابى بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر حَدَّثَنِيْ سَالِمٌ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَاَلَ سَعْدٌ عُمَرَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ عُمَرُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَاْمُرُ بِالْمَسْحِ عَلى ظَهْرِ الْخُفِّ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ وَلَيَالِيْهِنَّ وَلِلْمُقِيْمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ.

৭৩১(৯)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... সালেম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, সা'দ (রা) উমার (রা)-কে মোজাদ্বয়ের উপর মসেহ করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। উমার (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মুসাফিরের জন্য তিন দিন ও তিন রাত এবং মুকীমের জন্য এক দিন ও এক রাত পর্যন্ত মোজাদ্বয়ের উপরিভাগে মসেহ করার নির্দেশ দিতে শুনেছি।

٧٣٢(١٠)- حدثنا ابو بكر النيسابوري ثنا يونس بن عبد الاعلى ثنا ابن وهب حدثني عمرو ابن الحارث وابن لهيعة والليث بن سعد عن يزيد بن ابي حبيب ح وحدثنا ابو بكر النيسابوري نا محمد بن احمد بن الجنيد نا يحى بن غيلان ثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فُضَالَةَ قَالَ سَأَلْتُ يَزِيْدَ بْنَ اَبِيْ حَبِيْبٍ عَنِ الْمُسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ اَخْبَرَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْحَكَمِ الْبَلَوِيْ عَنْ عَلِيِّ ابْنِ رَبَاحٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ وَفَدَ الِى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَامًا قَالَ عُقْبَةُ وَعَلَيَّ خُفَّانِ مِنْ تِلْكَ الْخِفَافِ الْغِلَاظِ فَقَالَ لِيْ عُمَرُ مَتى عَهْدُكَ بِالْبَسِهِمَا فَقُلْتُ لَبِسْتُهُمَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْيَوْمُ الْجُمُعَةِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ اَصَبْتَ السُّنَّةَ وَقَالَ يُوْنُسُ فَقَالَ اَصَبْتَ وَلَمْ يَقُلِ السُّنَّةَ .

৭৩২(১০)। আবু বাক্‌র আন-নায়সাপুরী (র)... আল-মুফাদ্দাল ইবনে ফুদালা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইয়াযীদ ইবনে আবু হাবীব (র)-এর নিকট মোজাদ্বয়ের উপর মসেহ করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমার নিকট আবদুল্লাহ ইবনুল হাকাম আল-বালাবী (র) আলী ইবনে রাবাহ-উকবা ইবনে আমের (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি তাকে অবহিত করেন যে, তিনি এক বছর প্রতিনিধি হিসাবে উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর দরবারে যান। উকবা (রা) বলেন, আমার পরিধানে ছিল একজোড়া পুরু মোজা। উমার (রা) আমাকে বললেন, তুমি কবে থেকে মোজা পরিহিত অবস্থায় আছো? আমি বললাম, আমি জুমু'আর দিন মোজা পরিধান করেছি, আর আজ পরবর্তী জুমু'আর দিন। উমার (রা) তাকে বলেন, তুমি সুন্নাত অনুযায়ী আমল করেছো। রাবী ইউনুস (র)-এর বর্ণনায় আছে, উমার (রা) বলেন, তুমি যথার্থ আমল করেছ এবং তার বর্ণনায় 'সুন্নাত' শব্দটি উল্লেখ নেই।

٧٣٣(١١)- حدثنا ابو بكر النيسابوري نا سلمان بن شعيب بمصر ثنا بشر بن بكر ثنا موسى ابن على عن ابيه عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ خَرَجْتُ مِنَ الشَّامِ اِلَى الْمَدِيْنَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَدَخَلْتُ الْمَدِيْنَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَدَخَلْتُ عَلى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ مَتى اَوْلَجْتَ خُفَّيْكَ فِيْ رِجْلَيْكَ قُلْتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ فَهَلْ نَزَعْتَهُمَا قُلْتُ لاَ قَالَ اَصَبْتَ السُّنَّةَ قال ابو بكر هذا حديث غريب قال ابو الحسن وهو صحيح الاسناد .

৭৩৩(১১)। আবু বাক্‌র আন-নায়সাপুরী (র)... উকবা ইবনে আমের (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জুমু'আর দিন সিরিয়া থেকে মদীনার উদ্দেশে রওয়ানা হলাম। আর আমি যেদিন মদীনায় প্রবেশ করলাম তাও ছিল জুমুআর দিন। আমি উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর নিকট উপস্থিত হলে তিনি বলেন, কবে থেকে তুমি মোজা পরিহিত অবস্থায় আছো? আমি বললাম, জুমুআর দিন থেকে। তিনি বলেন, তুমি কি মোজাদ্বয়

খুলেছিলে? আমি বললাম, না। তিনি বলেন, তুমি সুন্নাত অনুযায়ী আমল করেছ। আবু বাক্‌র (র) বলেন, এটি গরীব হাদীস। আবুল হাসান (র) বলেন, এর সনদসূত্র সহীহ।

٧٣٤(١٢)- حدثنا ابو بكر النيسابوری نا ابو الازهر ثنا روح ح وحدثنا ابو بكر ثنا محمد بن يحى نا عبد الله بن بكر قالا نا هشام بن حسان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ كَانَ لاَ يُوَقِّتُ فِى الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَقْتًا .

৭৩৪(১২)। আবু বাক্‌র আন-নায়সাপুরী (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মোজাদ্বয়ের উপর মসেহ করার জন্য কোন সময়সীমা নির্ধারণ করতেন না।

٧٣٥(١٣)- حدثنا محمد بن عمر بن ايوب المعدل بالرملة حدثنا عبد الله بن وهيب الغزى ابو العباس ثنا محمد بن ابى السرى ثنا عبد الله بن رجاء نا عبيد الله بن عمر عن نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَيْسَ فِى الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَقْتُ اِمْسَحْ مَا لَمْ تَخْلَعْ .

৭৩৫(১৩)। মুহাম্মাদ ইবনে উমার ইবনে আইউব আল-মু'দাল (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মোজাদ্বয়ের উপর মসেহ করার ব্যাপারে কোন সময়সীমা নির্দিষ্ট নেই। মোজা (পদদ্বয় থেকে) না খোলা পর্যন্ত (তার উপর) মসেহ করতে থাকো।

٧٣٦(١٤)- حدثنا ابو بكر الشافعى ثنا ابراهيم الحربى ثنا شجاع واسحاق بن اسماعيل قالا نا عبد الله بن رجاء عن عبيد الله بن عمر عن نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ يَمْسَحُ الْمُسَافِرُ عَلَى الْخُفَّيْنِ مَا لَمْ يَخْلَعْهُمَا .

৭৩৬(১৪)। আবু বাক্‌র আশ-শাফিঈ (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুসাফির ব্যক্তি মোজাদ্বয় (পদদ্বয় থেকে) না খোলা পর্যন্ত তার উপর অনবরত মসেহ করতে পারবে।

٧٣٧(١٥)- حدثنا ابن صاعد نا زهير بن محمد والحسن بن ابى الربيع واللفظ له حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن عاصم بن ابى النجود عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ جِئْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ الْمُرَادِىَّ فَقَالَ مَا جَاءَ بِكَ فَقُلْتُ جِئْتُ اَطْلُبُ الْعِلْمَ قَالَ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا مِنْ خَارِجٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ فِىْ طَلَبِ الْعِلْمِ اِلاَّ وَضَعَتْ لَهُ الْمَلاَئِكَةُ اَجْنِحَتَهَا رِضَاءً بِمَا يَصْنَعُ قَالَ جِئْتُ اَسْاَلُكَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ قَالَ نَعَمْ كُنْتُ فِى الْجَيْشِ الَّذِى بَعَثَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَمَرَنَا اَنْ نَمْسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ اِذَا نَحْنُ اَدْخَلْنَاهُمَا عَلى طُهْرٍ ثَلاَثًا اِذَا

سَافَرْنَا وَيَوْمًا وَلَيْلَةً اِذَا اَقَمْنَا وَلاَ نَخْلَعُهُمَا مِنْ بَوْلٍ وَلاَ غَائِطٍ وَلاَ نَوْمٍ وَلاَ نَخْلَعُهُمَا اِلاَّ مِنْ جَنَابَةٍ قَالَ وَسَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ بِالْمَغْرِبِ بَابًا مَفْتُوْحًا لِلتَّوْبَةِ مَسِيْرَتُهُ سَبْعُوْنَ سَنَةً لاَ يُغْلَقُ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ نَحْوِهِ .

৭৩৭(১৫)। ইবনে সায়েদ (র)... যির ইবনে হুবায়েশ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাফওয়ান ইবনে আস্‌সাল আল-মুরাদী (রা)-র নিকট এলাম। তিনি বলেন, তুমি কী প্রয়োজনে এসেছো? আমি বললাম, জ্ঞানের অনুসন্ধানে এসেছি। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি : কোন ব্যক্তি জ্ঞান অন্বেষণের জন্য নিজের ঘর থেকে রওয়ানা হলে ফেরেশতাগণ তার কাজে সন্তুষ্ট হয়ে তার জন্য (তার পথে) নিজেদের পাখা বিছিয়ে রাখেন। তিনি বলেন, আমি আপনার নিকট মোজাদ্বয়ের উপর মসেহ করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে এসেছি। তিনি বলেন, হাঁ, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রেরিত একটি সামরিক বাহিনীর সদস্য ছিলাম। তিনি আমাদের নির্দেশ দেন, আমরা যেন সফররত অবস্থায় থাকলে তিন দিন ও তিন রাত এবং আবাসে অবস্থানরত অবস্থায় এক দিন ও এক রাত পর্যন্ত মোজাদ্বয়ের উপর মসেহ করি, যদি আমরা পবিত্র অবস্থায় মোজাদ্বয়ে পদদ্বয় ঢুকিয়ে থাকি। তিনি আমাদের আরো নির্দেশ দিয়েছেন, আমরা যেন পেশাব-পায়খানা করে এবং ঘুম থেকে ওঠার পর উযু করার সময় আমাদের মোজাদ্বয় না খুলি। তবে নাপাক (গোসল ফরয) হলে তিনি তা খোলার নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি : নিশ্চয়ই পশ্চিম দিকে তাওবার জন্য একটি দরজা উন্মুক্ত অবস্থায় রেখে দেয়া হয়েছে, যার মাঝখানের দূরত্ব সত্তর বছরের পথ। পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত না হওয়া পর্যন্ত তা বন্ধ করা হবে না।

٧٣٨(١٦)- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عِيْسٰى قَالَ سَمِعْتُ اَبَا بَكْرِ بْنَ خُزَيْمَةَ النَّيْسَابُوْرِيَّ يَقُوْلُ ذَكَرْتُ لِلْمُزَنِيِّ خَبَرَ عَبْدِ الرَّزَّاقِ هٰذَا فَقَالَ لِيْ حَدَّثَ بِهِ اَصْحَابُنَا فَاِنَّهُ لَيْسَ لِلشَّافِعِيِّ حُجَّةٌ اَقْوٰى مِنْ هٰذَا يَعْنِيْ قَوْلَهُ اِذَا نَحْنُ اَدْخَلْنَاهُمَا عَلٰى طُهْرٍ .

৭৩৮(১৬)। আলী ইবনে ইবরাহীম ইবনে ঈসা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু বাক্‌র ইবনে খুযায়মা আন-নিসাপুরী (র)-কে বলতে শুনেছি, আমি আল-মুযানী (র)-এর নিকট এই আবদুর রাযযাকের খবর বর্ণনা করলে তিনি আমাকে বলেন, আমাদের সাথীগণ এই হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম শাফিঈ (র)-এর জন্য নিম্নোক্ত হাদীসের তুলনায় অধিক শক্তিশালী কোন দলীল নেই। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : "যদি আমরা পবিত্র অবস্থায় পদদ্বয়ে মোজাদ্বয় (পরিধান করি)"।

٧٣٩(١٧)- حدثنا ابو بكر النيسابورى نا محمد بن احمد بن الجنيد ثنا الحميد ثنا سفيان ثنا زكريا بن ابى زائدة وحصين بن عبد الرحمن ويونس بن ابى اسحاق عن الشعبى عَنْ عُرْوَةَ ابْنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَيَمْسَحُ اَحَدُنَا عَلٰى خُفَّيْهِ قَالَ نَعَمْ اِذَا اَدْخَلَهُمَا وَهُمَا طَاهِرَتَانِ .

৭৩৯(১৭)। আবু বাক্‌র আন-নায়সাপুরী (র)... উরওয়া ইবনুল মুগীরা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের কেউ কি তার মোজাদ্বয়ের উপর মসেহ করবে? তিনি বলেন : হাঁ, যদি সে পবিত্র অবস্থায় তাতে পদদ্বয় ঢুকিয়ে থাকে।

টীকা : অর্থাৎ উযু বা গোসল করার পর যদি মোজাদ্বয় পরিধান করে থাকে, তবে সফররত অবস্থায় তিন দিন ও তিন রাত এবং আবাসে থাকাকালে এক দিন ও এক রাত পর্যন্ত মোজার উপর মসেহ করা যাবে (অনুবাদক)।

٧٤٠(١٨)- حدثنا الحسين بن اسماعيل وعمر بن محمد بن المسيب والحسين بن يحى بن عياش قالوا نا ابراهيم بن محشر نا هشيم عن داؤد بن عمرو عن بسر بن عبيد الله الحضرمى عن ابى ادريس الخولانى ثنا عَوْفُ بْنُ مَالِكِ الاَشْجَعِىُّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَنَا بِالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِىْ غُزْوَةِ تَبُوْكَ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ وَلَيَالِيْهِنَّ لِلْمُسَافِرِ وَلِلْمُقِيْمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً .

৭৪০(১৮)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... আওফ ইবনে মালেক আল-আশজাঈ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে তাবূক যুদ্ধকালে মুসাফিরের জন্য তিন দিন ও তিন রাত এবং মুকীমের জন্য এক দিন ও এক রাত পর্যন্ত মোজাদ্বয়ের উপর মসেহ করার অনুমতি দিয়েছেন।

٧٤١(١٩)- حدثنا ابو بكر النيسابورى نا محمد بن اسحاق نا سعيد بن عفير نا يحى بن ايوب عن عبد الرحمن بن رزين عن محمد بن يزيد بن ابى زياد عن ايوب بن قطن عن عبادة بن نسى عَنْ اُبَىِّ هُوَ ابْنُ عُمَارَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلَّى فِىْ بَيْتِ عُمَارَةَ الْقِبْلَتَيْنِ وَاَنَّهُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ قَالَ نَعَمْ قَالَ يَوْمًا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَيَوْمَيْنِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ نَعَمْ وَثَلاَثًا قَالَ ثَلاَثًا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ حَتّٰى بَلَغَ سَبْعًا ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَمَا بَدَا لَكَ .

৭৪১(১৯)। আবু বাক্‌র আন-নায়সাপুরী (র)... উবাই ইবনে উমারা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ উমারার ঘরে উভয় কিবলার দিকে ফিরে নামায পড়েছেন। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কি মোজাদ্বয়ের উপর মসেহ করবো? তিনি বলেন : হাঁ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! একদিন? তিনি বলেন : হাঁ। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! দুই দিন? তিনি বলেন : হাঁ। তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিন দিন? এভাবে (বলতে বলতে) তিনি সাত দিন পর্যন্ত পৌঁছেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তুমি যত দিন চাও (আবু দাউদ, ইবনে মাজা)।

এই সনদসূত্র প্রমাণিত নয়। এই সনদে ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে আইউব সম্পর্কে যথেষ্ট বিতর্ক রয়েছে, যা আমি অন্যত্র বর্ণনা করেছি। আর আবদুর রহমান, মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াযীদ ও আইউব ইবনে কাতান সকলেই অজ্ঞাত অপরিচিত। আল্লাহ্‌ই সর্বাধিক জ্ঞাত।

٧٤٢ (٢٠) - حدثنا ابو بكر النيسابورى حدثنا يونس بن عبد الاعلى حدثنا ابن وهب اخبرنى حيوة سمعت يزيد بن ابى حبيب يقول حدثنى عبد الله بن الحكم عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ اَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ حَدَّثَهُ اَنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بِفَتْحِ دِمَشْقَ قَالَ وَعَلَيَّ خُفَّانِ فَقَالَ لِيْ عُمَرُ كَمْ لَكَ يَا عُقْبَةُ لِمَ تَنْزِعُ خُفَّيْكَ فَتَذَكَّرْتُ مِنَ الْجُمُعَةِ اِلَى الْجُمُعَةِ فَقُلْتُ مُنْذُ ثَمَانِيَةَ اَيَّامٍ قَالَ اَحْسَنْتَ وَاَصَبْتَ السُّنَّةَ .

৭৪২(২০)। আবু বাক্‌র আন-নায়সাপুরী (র)... আলী ইবনে রাবাহ (র) থেকে বর্ণিত। উকবা ইবনে আমের (রা) তার নিকট হাদীস বর্ণনা করেন যে, তিনি দামিশ্‌ক বিজয়কালে উমার (রা)-এর নিকট এলেন। তিনি বলেন, তখন আমি মোজা পরিহিত অবস্থায় ছিলাম। উমার (রা) আমাকে জিজ্ঞেস করেন, হে উকবা! কবে থেকে (পদদ্বয় থেকে) তুমি মোজাদ্বয় খোলনি? আমি বললাম, (এক) জুমুআর দিন থেকে পরবর্তী জুমুআ পর্যন্ত। আমি আঁরো বললাম, আট দিন যাবত। তিনি বলেন, তুমি উত্তম কাজ করেছ এবং সুন্নাত অনুযায়ী আমল করেছ।

٧٤٣ (٢١) - حدثنا ابو بكر النيسابورى حدثنا ابو الازهر نا وهب بن جرير ثنا ابى قال سمعت يحى بن ايوب عن يزيد بن ابى حبيب عن على بن رباح عن عقبة بن عامر عَنْ عُمَرَ بِهٰذَا وَقَالَ اَصَبْتَ السُّنَّةَ ولم يذكر بين يزيد وعلى بن رباح احداً .

৭৪৩(২১)। আবু বাক্‌র আন-নায়সাপুরী (র)... উমার (রা) থেকে এই সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, তুমি সুন্নাত অনুযায়ী আমল করেছ। রাবী ইয়াযীদ ও আলী ইবনে রাবাহ-এর মাঝখানে অন্য কোন রাবীর নাম উল্লেখ করেননি।

٧٤٤ (٢٢) - حدثنا محمد بن مخلد نا جعفر بن مكرم حدثنا ابو بكر الحنفى ح وحدثنا ابو بكر النيسابورى نا عبد الله بن احمد بن حنبل حدثنى ابى حدثنا ابو بكر الحنفى حدثنا عُمَرَ بْنُ اِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ اَخُوْ مُحَمَّدَ بْنُ اِسْحَاقَ قَالَ قَرَاْتُ كِتَابًا لِعَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ مَعَ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَاَلْتُ مَيْمُوْنَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ الْمَسْحِ فَقَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كُلَّ سَاعَةٍ يَمْسَحُ الاِنْسَانُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَلاَ يَخْلَعُهُمَا قَالَ نَعَمْ .

৭৪৪(২২)। মুহাম্মাদ ইবনে মাখলাদ (র)... মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (র)-এর ভাই উমার ইবনে ইসহাক ইবনে ইয়াসার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আতা ইবনে ইয়াসার (র)-এর হস্তগত তার একটি

পত্র পড়লাম। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রী মায়মূনা (রা)-এর নিকট (মোজাদ্বয়ের উপর) মসেহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মানুষ কি সব সময় মোজাদ্বয়ের উপর মসেহ করবে, তা খুলবে না? তিনি বলেন : হাঁ।

٧٤٥(٢٣)- حدثنا الحسين بن اسماعيل حدثنا ابو هشام الرفاعى ح وحدثنا محمد بن مخلد نا محمد بن احمد بن السكن نا ابراهيم بن زياد سيلان قالا نا حفص بن غياث عن الاعمش عن ابى اسحاق عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ قَالَ قَالَ عَلِىٌّ لَوْ كَانَ دِيْنُ اللّٰهِ بِالرَّاىِ لَكَانَ بَاطِنُ الْخُفَّيْنِ اَحَقُّ بِالْمَسْحِ مِنْ اَعْلاَهُ وَلٰكِنْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَمْسَحُ عَلَيْهِمَا وَاللفظ لابن مخلد .

৭৪৫(২৩)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... আবদে খায়ের (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা) বললেন, দীন-ধর্ম যদি বুদ্ধিভিত্তিক যুক্তির উপর নির্ভরশীল হতো তবে মোজাদ্বয়ের উপরিভাগের পরিবর্তে নিচের অংশ মসেহ করাই সঠিক হতো। কিন্তু আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে মোজাদ্বয়ের উপরিভাগ মসেহ করতে দেখেছি। মূল পাঠ ইবনে মাখলাদের।

٧٤٦(٢٤)- حدثنا محمد بن القاسم نا سفيان بن وكيع نا حفص عن الاعمش عن ابى اسحاق عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ قَالَ قَالَ لِىْ عَلِىٌّ كُنْتُ اَرى اَنَّ بَاطِنَ الْخُفَّيْنِ اَحَقُّ بِالْمَسْحِ مِنْ ظَاهِرِهِمَا حَتّى رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَمْسَحُ ظَاهِرَهُمَا .

৭৪৬(২৪)। মুহাম্মাদ ইবনুল কাসেম (র)... আবদে খায়ের (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা) আমাকে বললেন, আমি মোজাদ্বয়ের উপরিভাগের চেয়ে তার নিম্নভাগ মসেহ করা সঠিক মনে করতাম। শেষে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে মোজাদ্বয়ের উপরিভাগ মসেহ করতে দেখেছি।

٦٨-بَابُ الْوُضُوْءِ وَالتَّيَمُّمِ مِنْ آنِيَةِ الْمُشْرِكِيْنَ

৬৮-অনুচ্ছেদ : মুশরিকদের পাত্রের পানি দিয়ে উযু করা এবং তা দ্বারা তাইয়াম্মুম করা।

٧٤٧(١)- حدثنا احمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان حدثنا عبد الكريم بن الهيثم حدثنا ابو الوليد الطالسى نا سلم بن زرير قال سمعت ابا رجاءٍ يَقُوْلُ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَادْلَجُوْا لَيْلَتَهُمْ حَتّى اِذَا كَانُوْا فِىْ وَجْهِ الصُّبْحِ

عَرَّسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَغَلَبَهُمْ اَعْيُنُهُمْ فَنَامُوْا حَتّٰى ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ فَكَانَ اَوَّلَ مَنْ اسْتَيْقَظَ مِنْ مَنَامِهِ اَبُوْ بَكْرٍ وَكَانَ لاَ يُوْقِظُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مِنْ مَنَامِهِ اَحَدٌ حَتّٰى يَسْتَيْقِظَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاسْتَيْقَظَ عُمَرُ فَقَعَدَ عِنْدَ رَاْسِهِ وَجَعَلَ يُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ حَتّٰى اسْتَيْقَظَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ فَرَاَى الشَّمْسَ قَدْ بَزَغَتْ قَالَ ارْتَحِلُوْا فَصَارَ شَيْئًا حَتّٰى اِذَا اَبْيَضَّتِ الشَّمْسُ نَزَلَ فَصَلّٰى بِنَا وَاعْتَزَلَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ لَمْ يُصَلِّ مَعَنَا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ يَا فُلاَنُ مَا مَنَعَكَ اَنْ تُصَلِّيْ مَعَنَا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَصَابَتْنِيْ جَنَابَةٌ فَاَمَرَهُ اَنْ يَتَيَمَّمَ الصَّعِيْدَ ثُمَّ صَلّٰى فَعَجَّلَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ رِكَبٍ بَيْنَ يَدَيْهِ اَطْلُبُ الْمَاءَ وَقَدْ عَطِشْنَا عَطَشًا شَدِيْدًا فَبَيْنَمَا نَحْنُ نَسِيْرُ اِذَا نَحْنُ بِامْرَاَةٍ سَادِلَةٍ رِجْلَيْهَا بَيْنَ مَزَادَتَيْنِ قُلْنَا لَهَا اَيْنَ الْمَاءُ قَالَتْ اَيْهَاتَ اَيْهَاتَ لاَ مَاءَ قُلْنَا كَمْ بَيْنَ اَهْلِكِ وَبَيْنَ الْمَاءِ قَالَتْ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ قُلْنَا انْطَلِقِيْ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ وَمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ فَلَمْ تُمَلِّكْهَا مِنْ اَمْرِهَا شَيْئًا حَتّٰى اسْتَقْبَلْنَا بِهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَحَدَّثَتْهُ بِمِثْلِ الَّذِيْ حَدَّثَتْنَا غَيْرَ اَنَّهَا حَدَّثَتْهُ اَنَّهَا مُؤْتِمَةٌ قَالَ فَاَمَرَ بِمَزَادَتَيْهَا فَمَجَّ فِى الْعَزْلاَوَيْنِ فَشَرِبْنَا عِطَاشًا اَرْبَعِيْنَ رَجُلاً حَتّٰى رَوِيْنَا وَمَلاَنَا كُلَّ قِرْبَةٍ مَعَنَا وَاِدَاوَةٍ وَغَسَّلْنَا صَاحِبَنَا غَيْرَ اَنَّا لَمْ نَسْقِ بَعِيْرًا وَهِيَ تَكَادُ تَتَصَدَّعُ مِنَ الْمَاءِ ثُمَّ قَالَ لَنَا هَاتُوْا مَا عِنْدَكُمْ فَجَمَعَ لَهَا مِنَ الْكِسَرِ وَالتَّمْرِ حَتّٰى صَرَّ لَهَا صُرَّةً فَقَالَ اذْهَبِيْ فَاَطْعِمِيْ عِيَالَكِ وَاعْلَمِيْ اَنَّا لَمْ نَرْزَاْ مِنْ مَائِكِ شَيْئًا فَلَمَّا اَتَتْ اَهْلَهَا قَالَتْ لَقَدْ لَقِيْتُ اَسْحَرَ النَّاسِ اَوْ هُوَ نَبِيٌّ كَمَا زَعَمُوْا فَهَدَى اللّٰهُ ذٰلِكَ الصِّرْمَ بِتِلْكَ الْمَرْاَةِ وَاَسْلَمَتْ وَاَسْلَمُوْا . اخرجه البخارى عن ابى الوليد بهذا الاسناد واخرجه مسلم عن احمد بن سعيد الدارمى عن ابى على الحنفى عن سلم بن زريد.

৭৪৭(১)। আহ্‌মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে যিয়াদ আল-কাত্তান (র)... ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সফরে ছিলাম। লোকজন সারা রাত ধরে সফর অব্যাহত রাখলো। এমনকি যখন প্রভাত ঘনিয়ে এলো তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বিশ্রাম নেয়ার জন্য যাত্রাবিরতি করলেন। লোকজনের চোখে প্রবল ঘুম চাপলো এবং তারা ঘুমিয়ে গেলো, এমনকি সূর্য উপরে

উঠে গেলো। লোকজনের মধ্যে সর্বপ্রথম আবু বাক্‌র (রা)) সজাগ হলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘুম থেকে সজাগ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কেউ তাঁকে ঘুম থেকে সজাগ করেনি। উমার (রা) ঘুম থেকে সজাগ হয়ে তাঁর মাথার কাছে বসে সশব্দে তাকবীর বলতে লাগলেন। তাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘুম থেকে সজাগ হলেন। তিনি সজাগ হয়ে দেখলেন, সূর্য উঠে গেছে। তিনি বললেন : তোমরা রওয়ানা হও। তিনি কিছু দূর সফর করলেন, ততক্ষণ সূর্য উজ্জ্বল হলো। তিনি জন্তুযান থেকে অবতরণ করলেন এবং আমাদের নিয়ে নামায পড়লেন। লোকজনের মধ্যে এক ব্যক্তি বিচ্ছিন্ন থাকলো, আমাদের সাথে নামায পড়লো না। তিনি নামায শেষ করে বললেন : হে অমুক! কোন জিনিস তোমাকে আমাদের সঙ্গে নামায পড়া থেকে বিরত রেখেছে? সে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি নাপাক হয়েছি। অতঃপর তিনি তাকে পাক মাটি দিয়ে তাইয়াম্মুম করে নামায পড়ার নির্দেশ দিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে দ্রুত সামনের একটি কাফেলায় গিয়ে পানি তালাশ করতে বললেন। তখন আমরা প্রচণ্ড তৃষ্ণার্ত ছিলাম। তথাপি আমরা সফর অব্যাহত রাখলাম। আমরা সামনে এক মহিলাকে দেখতে পেলাম। সে তার পদদ্বয় পানির মশকের সাথে ঝুলিয়ে রেখেছিল। আমরা তাকে বললাম, পানি কোথায়? সে বললো, এখানে পানি নেই। আমরা তাকে বললাম, তোমার পরিবার থেকে পানি কতটুকু দূরে? সে বললো, এক দিন এক রাতের পথ (দূরে)। আমরা তাকে বললাম, তুমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট চলো। সে বললো, রাসূলুল্লাহ কি? তার আমাদের সাথে না গিয়ে কোন উপায়ান্তর ছিলো না। অতএব আমরা তাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এলাম এবং সে যা বলেছে তাও তাঁর নিকট বর্ণনা করলাম। তবে সে বললো, সে ইয়াতীম শিশুর জননী। তিনি বলেন, তিনি তার মশক দু'টি নামানোর নির্দেশ দিলেন। আমরা চল্লিশজন পিপাসিত ব্যক্তি তৃপ্তি মিটিয়ে পানি পান করলাম এবং আমাদের সমস্ত মশক ও পাত্র ভরে (পানি) নিলাম। আমাদের ঐ সঙ্গী গোসল করলো। তবে আমরা উট হাঁকাইনি (পানি পান করাইনি)। তার মশক পানির প্রাচুর্যে ফেটে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। তিনি আমাদের বললেন : তোমাদের কাছে যা আছে নিয়ে এসো। অতএব সেই মহিলার জন্য গোশত ও খেজুর একত্র করা হলো। এমনকি তার জন্য একটি থলিতে তা ভর্তি করা হলো। এরপর তিনি বললেন : তুমি যাও এবং এ থেকে তোমার পরিবারের লোকদের খেতে দাও। আর তুমি জেনে রাখো! আমরা তোমার পানি মোটেও খরচ করিনি। সে তার পরিবারের লোকজনের নিকট এসে বললো, আমি অবশ্যই একজন বড় যাদুকরের সাথে সাক্ষাত করেছি, তবে কি তিনি নবী? যেমন তারা ধারণা করেন। আল্লাহ সেই মহিলার কারণে ঐ সম্প্রদায়কে হেদায়াত দান করেন। ফলে সেই মহিলা ইসলাম গ্রহণ করলো এবং তারাও ইসলাম গ্রহণ করলো (বুখারী, তায়াম্মুম, বাব ৬, নং ৩৪৪; মুসলিম)।

টীকা : এই হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, মুশরিকদের পাত্র পবিত্র এবং মৃত জন্তুর চামড়া প্রক্রিয়াজাত করলে দৈনন্দিনের প্রয়োজনে ব্যবহারের জন্য পবিত্র হয় (অনুবাদক)।

٧٤٨(٢)- حدثنا الحسين بن اسماعيل نا على بن مسلم نا ابو داود نا عباد بن راشد سمعت ابا رجاء العطاردى قال سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ قَالَ سَارَ بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ ثُمَّ عَرَّسْنَا فَلَمْ نَسْتَيْقِظْ الاَّ بِحَرِّ الشَّمْسِ فَاسْتَيْقَظَ مِنَّا سِتَّةٌ قَدْ نَسِيْتُ اَسْمَاءَهُمْ ثُمَّ

اسْتَيْقَظَ اَبُوْ بَكْرٍ فَجَعَلَ يَمْنَعُهُمْ اَنْ يُّوْقِظُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَيَقُوْلُ لَعَلَّ اللّٰهَ اَنْ يَّكُوْنَ احْتَبَسَهُ فِىْ حَاجَتِهِ فَجَعَلَ اَبُوْ بَكْرٍ يُكَبِّرُ التَّكْبِيْرَ فَاسْتَيْقَظَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ذَهَبَتْ صَلاَتُنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَمْ يَذْهَبْ صَلاَتُكُمْ ارْتَحِلُوْا مِنْ هٰذَا الْمَكَانِ فَارْتَحَلَ فَسَارَ قَرِيْبًا ثُمَّ نَزَلَ فَصَلّٰى فَقَالَ اَمَا اِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَتَمَّ صَلاَتَكُمْ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ فُلاَنًا لَمْ يُصَلِّ مَعَنَا فَقَالَ لَهُ مَا مَنَعَكَ اَنْ تُصَلِّىَ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَصَابَتْنِىْ جَنَابَةٌ قَالَ فَتَيَمَّمِ الصَّعِيْدَ وَصَلِّهِ فَاِذَا قَدَرْتَ عَلَى الْمَاءِ فَاغْتَسِلْ وَبَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلِيًّا فِىْ طَلَبِ الْمَاءِ وَمَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَّا اِدَاوَةٌ مِثْلَ اُذُنَى الاَرْنَبِ بَيْنَ جِلْدِهِ وَثَوْبِهِ اِذَا عَطِشَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ابْتَدَرْنَاهُ بِالْمَاءِ فَانْطَلَقَ حَتّٰى ارْتَفَعَ عَلَيْهِ النَّهَارُ وَلَمْ يَجِدْ مَاءً فَاِذَا شَخَصَ قَالَ عَلِيٌّ مَكَانَكُمْ حَتّٰى تَنْظُرَ مَا هٰذَا قَالَ فَاِذَا امْرَاَةٌ بَيْنَ مَزَادَتَيْنِ مِنْ مَاءٍ فَقِيْلَ لَهَا يَا اَمَةَ اللّٰهِ اَيْنَ الْمَاءُ قَالَتْ لاَ مَاءَ وَاللّٰهِ لَكُمْ اسْتَقَيْتُ اَمْسِ فَسِرْتُ نَهَارِىْ وَلَيْلِىْ جَمِيْعًا وَقَدْ اَصْبَحْنَا اِلٰى هٰذِهِ السَّاعَةَ قَالُوْا لَهَا انْطَلِقِىْ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ وَمَنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ قَالُوْا مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ قَالَتْ مَجْنُوْنُ قُرَيْشٍ قَالُوْا اِنَّهُ لَيْسَ بِمَجْنُوْنٍ وَلٰكِنَّهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ يَا هٰؤُلاَءِ دَعُوْنِىْ فَوَاللّٰهِ لَقَدْ تَرَكْتُ صَبِيَّةً لِىْ صِغَارًا فِىْ غُنَيْمَةٍ قَدْ خَشِيْتُ اَنْ لاَّ اُدْرِكَهُمْ حَتّٰى يَمُوْتَ بَعْضُهُمْ مِنَ الْعَطَشِ فَلَمْ يَمْلِكُوْهَا مِنْ نَفْسِهَا شَيْئًا حَتّٰى اَتَوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِهَا فَاَمَرَ بِالْبَعِيْرِ فَاُنِيْخَ ثُمَّ حَلَّ الْمَزَادَةَ مِنْ اَعْلاَهَا ثُمَّ دَعَا بِاِنَاءٍ عَظِيْمٍ فَمَلاَهُ مِنَ الْمَاءِ ثُمَّ دَفَعَهُ اِلَى الْجُنُبِ فَقَالَ اذْهَبْ فَاغْتَسِلْ قَالَ وَاَيْمُ اللّٰهِ مَا تَرَكْنَا مِنْ اِدَاوَةٍ وَلاَ قِرْبَةٍ مَاءٍ وَلاَ اِنَاءٍ اِلاَّ مَلاَهُ مِنَ الْمَاءِ وَهِىَ تَنْظُرُ ثُمَّ شَدَّ الْمَزَادَةَ مِنْ اَعْلاَهَا وَبَعَثَ بِالْبَعِيْرِ وَقَالَ يَا هٰذِهِ دُوْنَكِ مَاءَكِ فَوَاللّٰهِ اِنْ لَّمْ يَكُنِ اللّٰهُ زَادَ فِيْهِ مَا نَقَصَ مِنْ مَائِكِ قَطْرَةً وَدَعَا لَهَا بِكِسَاءٍ فَبَسَطَ ثُمَّ قَالَ لَنَا مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَىْءٌ فَلْيَاْتِ بِهِ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَاْتِىْ بِخَلَقِ النَّعْلِ وَبِخَلَقِ الثَّوْبِ وَالْقَبْضَةِ مِنَ الشَّعِيْرِ وَالْقَبْضَةِ مِنَ التَّمْرِ وَالْفَلْقَةِ مِنَ الْخَيْرِ حَتّٰى جَمَعَ لَهَا ذٰلِكَ ثُمَّ اَوْكَاهُ لَهَا فَسَاَلَهَا عَنْ قَوْمِهَا فَاَخْبَرَتْهُ قَالَ فَانْطَلَقَتْ حَتّٰى اَتَتْ قَوْمَهَا قَالُوْا مَا حَبَسَكِ قَالَتْ اَخَذَنِىْ مَجْنُوْنُ قُرَيْشٍ

وَاللّٰهِ اِنَّهُ لاَحَدُ الرَّجُلَيْنِ اِمَّا اَنْ يَّكُوْنَ اَسْحَرُ مَا بَيْنَ هٰذِهِ وَهٰذِهِ تَعْنِى السَّمَاءَ وَالاَرْضَ اَوْ اِنَّهُ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ حَقًّا قَالَ فَجَعَلَ خَيْلُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَغَيَّرَ عَلٰى مَنْ حَوْلَهُمْ وَهُمْ اٰمِنُوْنَ قَالَ فَقَالَتِ الْمَرْاَةُ لِقَوْمِهَا اَىْ قَوْمِ وَاللّٰهِ مَا اَرٰى هٰذَا الرَّجُلَ اِلاَّ قَدْ شَكَرَ لَكُمْ مَا اَخَذَ مِنْ مَائِكُمْ اَلاَ تَرَوْنَ يَغَارًا عَلٰى مَنْ حَوْلَكُمْ وَاَنْتُمْ آمِنُوْنَ بِهِ لاَ يَغَارُ عَلَيْكُمْ هَلْ لَكُمْ فِىْ خَيْرٍ قَالُوْا وَمَا هُوَ قَالَتْ نَاْتِىْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَنُسْلِمَ قَالَ فَجَاءَتْ تَسُوْقُ بِثَلاَثِيْنَ اَهْلَ بَيْتٍ حَتّٰى بَايَعُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَسْلَمُوْا .

৭৪৮(২)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক রাতে আমাদের নিয়ে সফর করলেন। অতঃপর আমরা (রাতের শেষভাগে) ঘুমিয়ে গেলাম এবং (সকালবেলা) আমরা কেবল সূর্যের তাপেই সজাগ হলাম। আমাদের মধ্যে ছয় ব্যক্তি (প্রথমে) সজাগ হলো যাদের নাম আমি ভুলে গেছি। তারপর আবু বাক্‌র (রা) সজাগ হলেন এবং তিনি তাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জাগাতে নিষেধ করলেন। তিনি বললেন, হতে পারে আল্লাহ তাঁকে কোন প্রয়োজনে (ঘুমে) আটক করে রেখেছেন। আবু বাক্‌র (রা) অধিক তাকবীর ধ্বনি দিতে থাকলেন। ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সজাগ হলেন। তারা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের নামাযের ওয়াক্ত চলে গেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তোমাদের নামাযের ওয়াক্ত চলে যায়নি। তোমরা এই স্থান থেকে প্রস্থান করো। এরপর তিনি রওয়ানা হয়ে কিছু দূর গেলেন, তারপর বাহন থেকে অবতরণ করে নামায পড়লেন। তিনি বললেন : নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। তারা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অমুক ব্যক্তি আমাদের সঙ্গে নামায পড়েনি। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন : কোন্ জিনিস তোমাকে নামায পড়তে বাধা দিয়েছে? সে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি নাপাক হয়েছি। তিনি বললেন : তুমি পাক মাটি দিয়ে তাইয়াম্মুম করে নামায পড়ো। আর যখন তুমি পানি ব্যবহার করার সুযোগ পাবে, তখন গোসল করবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী (রা)-কে পানির খোঁজে পাঠালেন। আমাদের প্রত্যেকের কাঁধে খরগোশের দুই কান সুদৃশ পাত্র ছিল। রাসূলুল্লাহ পিপাসার্ত হলে আমরা দ্রুত তাঁর নিকট পানি নিয়ে যেতাম। আলী (রা) পানির খোঁজে চলে গেলেন। কিন্তু অনেক বেলা হয়ে গেলো তখনও তিনি পানি পেলেন না। উৎকণ্ঠিত হয়ে আলী (রা) বললেন, তোমরা এখানে অপেক্ষা করো, আমি দেখে আসি ওটা কি? রাবী বলেন, দেখা গেলো, দুইটি পানির মশকের মাঝখানে এক মহিলা। তাকে বলা হলো, হে আল্লাহ্‌র দাসী! কোথায় পানি পাওয়া যায়? সে বললো, পানি নেই। তোমাদের আল্লাহ্‌র শপথ করে বলছি। আমি গতকাল পানি পান করেছি। এরপর আমি পূর্ণ এক রাত-দিন সফর করেছি। এই মুহূর্তে আমি এখানে। তারা তাকে বললেন, তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট চলো। সে বললো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে? তারা বললেন, মুহাম্মাদ আল্লাহ্‌র রাসূল। সে বললো, কুরাইশ গোত্রের পাগল! তারা বললেন, নিশ্চয়ই তিনি পাগল নন, বরং আল্লাহ্‌র রাসূল। সে বললো, হে লোকসকল! তোমরা আমার রাস্তা ছেড়ে দাও। আল্লাহ্‌র শপথ! আমি আমার বাচ্চা মেয়েকে ছাগলের পালে রেখে এসেছি। অবশ্যই আমি ভয় পাচ্ছি যে, আমি তথায় পৌঁছে তাদেরকে পাবো না, এমনকি তাদের

কতক তৃষ্ণায় মারা যেতে পারে। তারা তার কথায় কর্ণপাত না করে তাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট নিয়ে এলেন। তিনি তার উট সম্পর্কে নির্দেশ দিলে তা বসানো হলো, এরপর তিনি মশকের উপরিভাগের মুখ খোললেন, তারপর একটি বৃহদাকার পাত্র নিয়ে ডাকলেন। তিনি পানি দিয়ে সেই পাত্র ভরে পাশের ব্যক্তিকে দিলেন এবং বললেন, যাও, (এই পানি দিয়ে) গোসল করো। রাবী বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! আমরা সমস্ত পাত্র ও মশক পানি দিয়ে ভরলাম, আর সেই (মহিলা) তা দেখছিল। তারপর তিনি মশকের উপরিভাগের মুখ বাঁধলেন এবং তাকে উটসহ পাঠিয়ে দিলেন। তিনি বললেন : হে মহিলা! তোমার পানি ফেরত লও। আল্লাহ্‌র শপথ! যদি আল্লাহ পানি বাড়িয়ে না দিতেন (তাহলে কতইনা অসুবিধা হতো)। তোমার পানি এক ফোটাও কমেনি, তিনি তার জন্য একটি চাদর নিয়ে ডাকলেন এবং তা বিছিয়ে দিলেন, তারপর আমাদের বললেন : যার কাছে যা কিছু আছে সে যেন তা নিয়ে আসে। অতএব কেউ পুরাতন জুতা, কেউ পুরাতন কাপড়, কেউ এক মুষ্টি বার্লি, কেউ এক মুষ্টি খেজুর এবং কেউ রুটির টুকরা আনলো। তিনি তার জন্য এগুলো জমা করলেন, তারপর এগুলো তার জন্য বাঁধলেন, অতঃপর তার নিকট তার গোত্র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। সে তাঁকে অবহিত করলো। রাবী বলেন, সে তার গোত্রে ফিরে এলো। তারা বললো, কোন জিনিস তোমাকে আটকিয়ে রেখেছিল? সে বললো, আমাকে কুরাইশ গোত্রের এক পাগলে ধরেছিল। আল্লাহ্‌র শপথ! নিশ্চয়ই সে দুইজনের একজন। হয় সে আসমান ও জমিনের মাঝে সর্বাধিক অভিজ্ঞ জাদুকর অথবা নিশ্চয়ই সে আল্লাহ্‌র সত্য রাসূল।

রাবী বলেন, তাদের নিকটবর্তী যারা ছিল, তাদের উপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অশ্বারোহী বাহিনী আক্রমণ করলো, কিন্তু তারা (ঐ নারীর গোত্র) নিরাপদ থাকলো। রাবী বলেন, (সেই) মহিলা তার গোত্রকে বললো, হে (আমার) গোত্র! আল্লাহ্‌র শপথ! আমি এই ব্যক্তিকে তোমাদের পানি নেয়ার পর তার জন্য তোমাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেই দেখেছি। তোমরা কি দেখো না, তিনি তোমাদের পার্শ্ববর্তী লোকদের আক্রমণ করেছেন, কিন্তু তোমরা তাঁর থেকে নিরাপদ রয়েছ, তিনি তোমাদের আক্রমণ করছেন না? তোমাদের কি কল্যাণ লাভের প্রয়োজন আছে? তারা বললো, তা (কল্যাণ) কি? মহিলা বললো, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করবো। রাবী বলেন, অতএব সেই মহিলা তার পরিবারের তিরিশজনকে নিয়ে এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট বাইআত হলো এবং ইসলাম গ্রহণ করলো।

٧٤٩(٣)- حدثنا الحسين والقاسم ابنا اسماعيل قالا نا محمود بن خداش نا مروان بن معاوية الفزاري نا عوف الاعرابي عن ابي رجاء العطاردي نا عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ الْخُزَاعِيُّ

قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ سَفَرٍ وَاَنَّا سَرَيْنَا ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتّٰى اِذَا كَانَ فِيْ آخِرِ اللَّيْلِ وَقَعْنَا تِلْكَ الْوَقْعَةَ وَلاَ وَقْعَةَ عِنْدَ الْمُسَافِرِ اُحَلّٰى مِنْهَا فَمَا اَيْقَظَنَا الاَّ حَرُّ الشَّمْسِ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ وَقَالَ فِيْهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا فُلاَنُ مَا لَكَ لَمْ تُصَلِّى مَعَنَا قَالَ اَصَابَتْنِيْ جَنَابَةٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلاَ مَاءَ فَقَالَ عَلَيْكَ بِالصَّعِيْدِ فَاِنَّهُ يَكْفِيْكَ وَقَالَ فِيْهِ اَيْضًا وَدَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

بِاِنَاءٍ فَاَفْرَغَ فِيْهِ مِنْ اَفْوَاهِ الْمَزَادَتَيْنِ اَوِ السَّطِيْحَتَيْنِ ثُمَّ تَمَضْمَضَ ثُمَّ اَعَادَهُ فِى الاِنَاءِ ثُمَّ اَعَادَهُ فِيْ اَفْوَاهِهِمَا وَاَوكَاهُمَا وَاَطْلَقَ الْعُزَالِى وَنُوْدِىَ فِى النَّاسِ اَنِ اسْقُوْا وَاسْتَقُوْا فَسَقى مَنْ سَقى وَاسْتَقى مَنِ اسْتَقى وَآخِرُ ذلِكَ اَنْ اَعْطَى الرَّجُلَ الَّذِىْ اَصَابَتْهُ الْجَنَابَةُ اِنَاءً مِنْ مَاءٍ فَقَالَ اَفْرِغْهُ عَلَيْكَ وَهِىَ قَائِمَةٌ تَنْظُرُ اِلى مَا يُصْنَعُ بِمَائِهَا وَاَيْمُ اللّهِ لَقَدْ اُقْلِعَ عَنْهَا حِيْنَ اُقْلِعَ وَاِنَّهُ لَيُخَيَّلُ اِلَيْنَا اَنَّهَا اَشَدُّ مِلاً مِمَّا كَانَتْ حَيْثُ ابْتَدَاَ فِيْهَا وَذَكَرَ بَاقِى الْحَدِيْثِ نَحْوَهُ .

৭৪৯(৩)। আল-হুসাইন (র)... ইমরান ইবনে হুসাইন আল-খুযাঈ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে এক সফরে ছিলাম। আমরা এক রাতে সফর করলাম। শেষ রাতে আমরা এই ঘটনার শিকার হলাম এবং মুসাফিরদের নিকট এমন কিছু ছিলো না যা দ্বারা আমি এই বিপদ দূর করবো। কেবল সূর্যের তাপই আমাদের সজাগ করেছে... তারপর পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। তিনি তাতে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : হে অমুক! তোমার কী হয়েছে যে, তুমি আমাদের সঙ্গে নামায পড়লে না? সে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি নাপাক হয়েছি এবং পানি পাওয়া যাচ্ছে না। তিনি বলেন : তুমি অবশ্যই মাটি দ্বারা তাইয়াম্মুম করো। এটাই তোমার জন্য যথেষ্ট। এই হাদীসে রাবী আরো বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি পাত্র নিয়ে ডাকলেন। তিনি তাতে দু'টি মশক অথবা দু'টি থলের মুখ দিয়ে পানি ঢাললেন, তারপর কুলি করলেন, পুনরায় পাত্র থেকে পানি নিলেন, তারপর তা পাত্রে ফেললেন, তারপর তা উক্ত মশকদ্বয়ে ঢেলে দিলেন। তারপর উভয় পাত্রের মুখ ঢেকে দিলেন এবং রশি খুলে রাখলেন। আর মানুষের মধ্যে ঘোষণা করা হলো, তোমরা (পশুকে) পানি পান করাও এবং নিজেরাও পান করো। অতঃপর যাদের (পশুকে) পান করানোর প্রয়োজন তারা পান করালো এবং যাদের পান করার প্রয়োজন ছিল তারাও পান করলো। শেষে তিনি নাপাক ব্যক্তিকে এক পাত্র পানি দিলেন এবং বললেন : তোমার উপর পানি ঢালো (গোসল করো)। আর সেই মহিলা দাঁড়িয়ে থেকে দেখছিল, তার পানি দিয়ে কি করা হচ্ছে। আল্লাহ্‌র শপথ! সে তা তখন ছাড়ল যখন তা থেকে প্রয়োজন পরিপূর্ণভাবে শেষ করল। আমাদের মনে হচ্ছিল, (মশক) আগের তুলনায় এখন বেশী পরিপূর্ণ। রাবী এই হাদীসের অবশিষ্ট অংশ পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٧٥٠(٤)- حدثنا الحسين بن اسماعيل نا محمد بن يزيد اخو كرخوية انا يزيد بن هارون انا شعبة عن عطاء بن السائب عن زاذان عَنْ عَلِيٍّ قَالَ فِى الرَّجُلِ يَكُوْنُ فِى السَّفَرِ فَتُصِيْبُهُ الْجَنَابَةُ وَمَعَهُ الْمَاءُ الْقَلِيْلُ يَخَافُ اَنْ يَعْطَشَ قَالَ يَتَيَمَّمُ وَلاَ يَغْتَسِلُ .

৭৫০(৪)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে বলেন যে সফররত অবস্থায় নাপাক হলো। তার সাথে সামান্য পানি ছিল। সে (তা দিয়ে গোসল করলে) পিপাসার্ত হওয়ার আশংকা করছে। তিনি বলেন, সে তাইয়াম্মুম করবে এবং গোসল করবে না।

٧٥١(٥)- حدثنا الحسين حدثنا محمد بن عمرو بن ابى مذعور نا عبد الله بن نمير نا اسماعيل ابن مسلم عن عبيد الله عن نافع عَنْ اِبْنِ عُمَرَ اَنَّهُ أُتِىَ بِجَنَازَةٍ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوْءٍ فَتَيَمَّمَ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا .

৭৫১(৫)। আল-হুসাইন (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তার নিকট একটি লাশ উপস্থিত করা হলো। তখন তার উযু ছিলো না। অতএব তিনি তাইয়াম্মুম করলেন, তারপর তার জানাযার নামায পড়লেন।

٧٥٢(٦)-حدثنا الحسين بن اسماعيل نا عبد الله بن ابى سعد نا عباد بن موسى نا طلحة بن يحى حدثنى يونس بن يزيد عن ابن شهاب عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ كَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ قَدْ سَلِسَ مِنْهُ الْبَوْلُ فَكَانَ يُدَارِىُ مَا غَلَبَهُ مِنْهُ فَلَمَّا غَلَبَهُ اَرْسَلَهُ وكَانَ يُصَلِّىْ وَهُوَ يَخْرُجُ مِنْهُ .

৭৫২(৬)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... খারিজা ইবনে যায়েদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) বহুমুত্র রোগে আক্রান্ত ছিলেন। পেশাব প্রবল হলে তিনি তা জানতেন এবং পেশাব প্রবল হলে তিনি তা ছেড়ে দিতেন (আটক করে রাখতেন না)। তিনি নামায পড়তেন আর তখন পেশাব বের হতে থাকতো।

٧٥٣(٧)- حدثنا ابو بكر النيسابورى نا احمد بن منصور نا عبد الرزاق انا معمر عن الزهرى عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ كَبُرَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ حَتّى سَلِسَ مِنْهُ الْبَوْلُ فَكَانَ يُدَارِيْهِ مَا اسْتَطَاعَ فَاِذَا غَلَبَ عَلَيْهِ تَوَضَّأَ وَصَلّى .

৭৫৩(৭)। আবু বাক্‌র আন-নায়সাপুরী (র)... খারিজা ইবনে যায়েদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) বার্ধক্যে উপনীত হলে বহুমুত্র রোগে আক্রান্ত হন। তিনি যথাসাধ্য তা (পেশাব) নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করতেন। যখন তার পেশাবের প্রবল বেগ হতো তখন তিনি উযু করতেন এবং নামায পড়তেন।

٧٥٤(٨)- حدثنا ابو بكر النيسابورى نا احمد نا يزيد بن ابى حكيم نا سفيان عن يحى بن سعيد عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ لَوْ سَالَ عَلَىٌّ فَخِذِىْ مَا انْصَرَفْتُ قَالَ سُفْيَانُ يَعْنِى الْبَوْلَ اِذَا كَانَ مُبْتَلى .

৭৫৪(৮)। আবু বাক্‌র আন-নায়সাপুরী (র)... সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যদি (নামাযরত অবস্থায়) আমার উরুর উপর (পেশাব) গড়িয়ে পড়ে তবুও আমি ফিরে যাবো না (নামায ছেড়ে দিবো না)। সুফিয়ান (র) বলেন, অর্থাৎ পেশাব, যখন সে তাতে আক্রান্ত হবে।

٦٩-بَابُ مَا فِى الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ مِنْ غَيْرِ تُوْقِيْتٍ

৬৯-অনুচ্ছেদ : অনির্দিষ্ট কাল ধরে মোজাদ্বয়ের উপর মসেহ্ করা সম্পর্কে।

٧٥٥(١)- حدثنا ابو محمد بن صاعد نا الربيع بن سليمان حدثنا اسد بن موسى نا حماد بن سلمة عن محمد بن زياد عَنْ زُبَيْدِ بْنِ الصُّلْتِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُوْلُ اذَا تَوَضَّاَ اَحَدُكُمْ وَلَبِسَ خُفَّيْهِ فَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا وَلْيُصَلِّ فِيْهَا وَلاَ يَخْلَعْهُمَا اِنْ شَاءَ اِلاَّ مِنْ جَنَابَةٍ قال وحدثنا حماد بن سلمة عن عبيد الله بن ابى بكر وثابت عن انس عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ قَالَ ابْنُ صَاعِدٍ وَمَا عَلِمْتُ اَحَداً جَاءَ بِهِ اِلاَّ اَسَدُ بْنُ مُوْسَى .

৭৫৫(১)। আবু মুহাম্মাদ ইবনে সায়েদ (র)... যুবায়েদ ইবনুস সাল্‌ত (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমার (রা)-কে বলতে শুনেছি, তোমাদের কেউ উযু করার পর মোজাদ্বয় পরিধান করলে সে যেন তার উপর মসেহ করে, তা পরিহিত অবস্থায় নামায পড়ে এবং সে চাইলে তা যেন না খোলে, নাপাক (গোসল ফরয) না হওয়া পর্যন্ত।

রাবী বলেন, আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন হাম্মাদ ইবনে সালামা-উবায়দুল্লাহ ইবনে আবু বাক্‌র ও সাবেত-আনাস (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। ইবনে সায়েদ (র) বলেন, আমি জানি না, আসাদ ইবনে মূসা ব্যতীত অপর কেউ এই হাদীস বর্ণনা করেছেন কি না।

٧٥٦(٢)- حدثنا على بن محمد المصرى نا مقدام بن داود ثنا عبد الغفار بن داود الحرانى حدثنا حماد بن سلمة عن عبيد الله بن ابى بكر وثابت عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا تَوَضَّاَ اَحَدُكُمْ وَلَبِسَ خُفَّيْهِ فَلْيُصَلِّ فِيْهِمَا وَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا ثُمَّ لاَ يَخْلَعُهُمَا اِنْ شَاءَ اِلاَّ مِنْ جَنَابَةٍ .

৭৫৬(২)। আলী ইবনে মুহাম্মাদ আল-মিসরী (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমাদের কেউ উযু করে মোজাদ্বয় পরিধান করলে সে যেন তা পরিহিত অবস্থায় নামায পড়ে এবং তাতে মসেহ করে। আর সে চাইলে নাপাক (গোসল ফরয) না হওয়া ব্যতীত মোজাদ্বয় খুলবে না।

٧٥٧(٣)- حدثنا على بن ابراهيم المستملى نا محمد بن اسحاق بن خزيمة نا بندار وبشر بن معاذ العقدى ومحمد بن ابان قالوا نا عبد الوهاب بن عبد المجيد ثنا المهاجر بن مخلد

ابو مخلد عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ اَبِىْ بَكْرَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ رَخَّصَ لِلْمَسَافِرِ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ وَلَيَالِيْهِنَّ وَلِلْمُقِيْمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً اِذَا تَطَهَّرَ فَلَبِسَ خُفَّيْهِ اَنْ يَّمْسَحَ عَلَيْهِمَا .

৭৫৭(৩) আলী ইবনে ইবরাহীম আল-মুসতামিলী (র)... আবদুর রহমান ইবনে আবু বাক্‌র-তার পিতা-নবী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি মুসাফিরের জন্য তিন দিন ও তিন রাত এবং আবাসে অবস্থানকারীর জন্য এক দিন ও এক রাত মোজাদ্বয়ের উপর মসেহ করার অনুমতি দিয়েছেন—যদি সে পবিত্র অবস্থায় মোজাদ্বয় পরিধান করে থাকে।

এই হাদীস ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে হাকীম আল-মুকাব্বিম-আবদুল ওয়াহ্‌হাব (র) সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। বুনদারের সহচরগণ এই হাদীস তার থেকে এবং ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবান আল-বালাখীর সহচরগণ তার থেকে খুযায়মার উক্তি "মোজাদ্বয় পরিধান করেছে" অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٧٥٨(٤)- حدثنا محمد بن القاسم بن زكريا ثنا ابو كريب ثنا حفص بن غياث عن الاعمش عن ابى اسحاق عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ قَالَ قَالَ عَلِىٌّ لَوْ كَانَ الدِّيْنُ بِالرَّاْىِ لَكَانَ اَسْفَلُ الْخُفِّ اَوْلى بِالْمَسْحِ مِنْ اَعْلاَهُ لَقَدْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّهِ ﷺ يَمْسَحُ عَلى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ .

৭৫৮(৪)। মুহাম্মাদ ইবনুল কাসেম ইবনে যাকারিয়া (র)... আবদে খায়ের (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা) বলেছেন, দীন-ধর্ম যদি বুদ্ধিভিত্তিক যুক্তির উপর নির্ভরশীল হতো তবে মোজাদ্বয়ের উপরিভাগের পরিবর্তে নিচের অংশ মসেহ করাই সঠিক হতো। কিন্তু আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মোজাদ্বয়ের উপরিভাগ মসেহ করতে দেখেছি। মূল পাঠ ইবনে মাখলাদের।

٧٥٩(٥)- نا احمد بن محمد بن سعيد نا يعقوب بن يوسف بن زياد نا حسين بن حماد عن ابى خالد عن زيد بن على عن ابيه عن جده عَنْ عَلِىٍّ قَالَ اَمَرَنِىْ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ بِالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ .

৭৫৯(৫)। আহ্‌মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে সাঈদ (র)... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে মোজাদ্বয়ের উপর মসেহ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

٧٦٠(٦)- حدثنا ابو بكر الشافعى نا ابو عمارة محمد بن احمد بن المهدى ثنا عبدوس بن مالك العطار نا شبابة نا ورقاء عن ابن ابى نجيح عن مجاهد عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَمْسَحُ عَلَى الْجَبَائِرِ . لا يصح مرفوعًا وابو عمارة ضعيف جداً .

৭৬০(৬)। আবু বাক্‌র আশ-শাফিঈ (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পট্টির উপর মসেহ করতেন। এই হাদীস মারফূ হওয়া সহীহ নয়। আবু উমারা হাদীসশাস্ত্রে অত্যন্ত দুর্বল।

٧٦١(٧)- حدثنا ابو بكر النيسابورى ثنا اسحاق بن خلدون نا الهيثم بن جميل ثنا عبد الله ابن عمرو عن زيد بن ابى انيسة عن حماد عن ابراهيم عَنْ عَلْقَمَةَ وَالاَسْوَادِ فِى الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ وَيَمْسَحُ عَلى خُفَّيْهِ ثُمَّ يَخْلَعُهُمَا قَالاَ يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ .

৭৬১(৭)। আবু বাক্‌র আন-নায়সাপুরী (র)... আলকামা (র) ও আল-আসওয়াদ (র) থেকে বর্ণিত। কোন ব্যক্তি উযু করলো এবং নিজের মোজাদ্বয়ের উপর মসেহ করলো তারপর মোজাদ্বয় খুলে ফেললো, (সে ক্ষেত্রে) তারা উভয়ে বলেন, তার পদদ্বয় ধৌত করতে হবে।

অধ্যায় ঃ ২

كِتَابُ الْحَيْضِ

(ঋতুস্রাব)

১-অনুচ্ছেদ : ইসতিহাযা (রক্তপ্রদরের রোগিণী)।

٧٦٢(١)- حدثنا الحسين بن اسماعيل ثنا احمد بن اسماعيل المدنى ثنا مالك ح وحدثنا ابو بكر النيسابورى ثنا يونس بن عبد الاعلى نا ابن وهب ان مالكا اخبره ح وحدثنا ابو روق احمد بن محمد بن بكر نا محمد بن محمد بن خلاد ثنا معن بن عيسى ثنا مالك ح وحدثنا عبيد الله ابن عبد الصمد بن المهتدى ومحمد بن بدر قالا نا بكر بن سهل نا عبد الله بن يوسف انا مالك عن هشام بن عروة عن ابيه عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ اَبِىْ حُبَيْشٍ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ لاَ اَطْهُرُ اَفَادَعُ الصَّلاَةَ قَالَتْ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا ذَالِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ فَاِذَا اَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِى الصَّلاَةَ فَاِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِىْ عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّىْ .

৭৬২(১)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাতেমা বিনতে আবু হুবায়েশ (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কখনও পাক হই না। আমি কি নামায ছেড়ে দিবো? আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন : নিশ্চয়ই এটা একটা শিরার রক্ত, হায়েয নয়। যখন তোমার হায়েয শুরু হবে তখন নামায ছেড়ে দিবে। যখন হায়েযের মেয়াদ পরিমাণ সময় শেষ হবে, তখন তোমার শরীর থেকে রক্ত ধুয়ে ফেলবে (গোসল করবে) এবং নামায পড়বে (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজা)।

٧٦٣(٢)- حدثنا يحى بن محمد بن صاعد نا عمرو بن على ويعقوب بن ابراهيم قالا نا يحى بن سعيد القطان ح وحدثنا الحسين بن اسماعيل نا يعقوب بن ابراهيم نا ابو معاوية ح وحدثنا الحسين بن اسماعيل نا ابن كرامة نا ابو اسامة عن هشام بن عروة عن ابيه وقال يحى اخبرنى عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ اَبِى حُبَيْشٍ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ اِمْرَاَةٌ اُسْتَحَاضُ فَلاَ اَطْهُرُ اَفَادَعُ الصَّلاَةَ قَالَ لاَ اِنَّمَا ذَالِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضِ فَاِذَا اَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِى الصَّلاَةَ فَاِذَا اَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِىْ عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ اغْتَسِلِىْ . هذَا حَدِيْثُ اَبِىْ مُعَاوِيَةَ . وَقَالَ يَحْى وَاَبُوْ اُسَامَةَ اَفَادَعُ الصَّلاَةَ قَالَ لَيْسَ ذَالِكَ بِالْحَيْضِ اِنَّمَا ذَالِكَ عِرْقٌ فَاِذَا اَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِى الصَّلاَةَ وَاِذَا اَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِىْ وَصَلِّىْ . وَقَالَ يَحْى وَاِذَا اَدْبَرَتْ فَاغْسِلِىْ عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّىْ زَادَ اَبُوْ مُعَاوِيَةَ قَالَ هِشَامُ قَالَ اَبِىْ ثُمَّ تَوَضَّئِىْ لِكُلِّ صَلاَةٍ حَتّٰى يَجِئَ ذَالِكَ الْوَقْتُ .

৭৬৩(২)। ইয়াহ্ইয়া ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে সায়েদ (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাতেমা বিনতে আবু হুবায়েশ (রা) নবী ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি একজন ইস্তিহাযার (রক্তপ্রদরের) রোগিনী, কখনও পাক হই না। আমি কি নামায ছেড়ে দিবো? তিনি বলেন : না, এটা একটা শিরারই রক্ত, হায়েয নয়। যখন তোমার হায়েয শুরু হবে তখন নামায ছেড়ে দিবে। যখন হায়েযের সময়সীমা শেষ হবে তখন তোমার শরীর থেকে রক্ত ধুয়ে ফেলবে, তারপর গোসল করবে। এটা আবু মুআবিয়া কর্তৃক বর্ণিত হাদীস। ইয়াহ্ইয়া ও আবু উসামা (র)-এর বর্ণনায় আছে, আমি কি নামায ছেড়ে দিবো? তিনি বলেন : এটা হায়েয নয়, এটা একটা শিরারই রক্ত। যখন তোমার হায়েয শুরু হবে তখন তুমি নামায ছেড়ে দিবে। যখন হায়েযের সময়সীমা শেষ হবে তখন তুমি গোসল করবে এবং নামায পড়বে। ইয়াহ্ইয়া (র)-এর বর্ণনায় আছে, হায়েযের সময়সীমা শেষ হলে তোমার শরীর থেকে রক্ত ধুয়ে ফেলবে এবং নামায পড়বে। আবু মুআবিয়া আরো বর্ণনা করেন, হিশাম (র) বলেছেন, আমার পিতা বলেছেন, তুমি (হায়েযের মুদ্দত শেষ হওয়ার পর) প্রত্যেক নামাযের জন্য উযু করবে পরবর্তী (হায়েযের) মেয়াদ শুরু না হওয়া পর্যন্ত।

٧٦٤(٣)- حدثنا على بن عبد الله بن مبشر نا ابو موسى محمد بن المثنى نا ابن ابى عدى عن محمد بن عمرو وقال حدثنى ابن شهاب عن عروة بن الزبير عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ اَبِىْ

حُبَيْشٍ اَنَّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَقَالَ لَهَا النَّبِىُّ ﷺ اِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ فَاِنَّهُ دَمٌ اَسْوَدُ يُعْرَفُ فَاِذَا كَانَ ذَالِكَ فَامْسِكِىْ عَنِ الصَّلاَةِ وَاِذَا كَانَ الاٰخَرُ فَتَوَضَّئِىْ وَصَلِّىْ فَاِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ .

৭৬৪(৩)। আলী ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুবাশ্শির (র)... ফাতেমা বিনতে আবু হুবায়েশ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ইস্তিহাযার রোগিনী ছিলেন। নবী ﷺ তাকে বলেন : হায়েযের রক্ত কালো, যা চেনা যায়। তোমার হায়েয শুরু হলে তুমি নামায ছেড়ে দিবে। আর যখন দ্বিতীয়টা (রক্তস্রাব) শুরু হবে তখন উযু করে নামায পড়বে। এটা একটা শিরা থেকে নির্গত রক্ত।

٧٦٥(٤)- حدثنا ابن مبشر ثنا ابو موسى ثنا ابن عدى بهذا املاء من كتابه ثم حدثنا به بعد حفظًا نا محمد بن عمرو عن ابن شهاب عن عروة عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ اَبِىْ حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ قَالَتْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ دَمَّ الْحَيْضِ اَسْوَدُ يُعْرَفُ فَاِذَا كَانَ ذَالِكَ فَامْسِكِىْ عَنِ الصَّلاَةِ وَاِذَا كَانَ الاٰخَرُ فَتَوَضَّئِىْ وَصَلِّىْ .

৭৬৫(৪)। ইবনে মুবাশশির (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। ফাতেমা বিনতে আবু হুবায়েশ (রা) রক্তপ্রদরে আক্রান্ত ছিলেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মাসিক ঋতুর রক্ত কালো, যা দেখলে বুঝা যায়। যখন কালো রঙ্গের রক্তক্ষরণ হবে তখন তুমি নামায ছেড়ে দিবে। আর যখন অন্য রঙ্গের রক্তক্ষরণ হবে তখন তুমি উযু করে নামায পড়বে।

٧٦٦(٥)- حدثنا الحسين بن اسماعيل ثنا ابو موسى قراءة عليه نا ابن ابى عدى عن محمد بن عمرو حدثنى ابن شهاب عن عروة عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ اَبِىْ حُبَيْشٍ اَنَّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ فَاِنَّهُ دَمٌ اَسْوَدُ يُعْرَفُ فَاِذَا كَانَ ذَالِكَ فَامْسِكِىْ عَنِ الصَّلاَةِ وَاِذَا كَانَ الاٰخَرُ فَتَوَضَّئِىْ وَصَلِّىْ فَاِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ . قال ابو موسى هكذا حدثناه ابن ابى عدى من اصل كتابه وحدثنا به حفظا ثنا محمد بن عمرو عن ابن شهاب الزهرى عن عروة عن عائشة ان فاطمة بنت ابى حبيش فذكر مثله وَقَالَ فَاِذَا كَانَ الاٰخَرُ فَتَوَضَّئِىْ وَصَلِّىْ .

৭৬৭(৫)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... ফাতেমা বিনতে আবু হুবায়েশ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রক্তপ্রদরে আক্রান্ত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বলেন : মাসিক ঋতুর রক্ত কালো যা দেখলে বুঝা যায়। যখন তোমার কালো রঙ্গের রক্তক্ষরণ হতে থাকবে তখন তুমি নামায ছেড়ে দিবে এবং যখন অন্য রঙ্গের রক্তক্ষরণ হবে তখন উযু করবে, নামায পড়বে। এটা একটা শিরাবাহিত রক্ত। আবু মূসা (র) বলেন, এই হাদীস ইবনে আবু আদী (র) নিজের মূল কিতাব থেকে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন এবং এটা তার স্মৃতি থেকেও বর্ণনা করেছেন- মুহাম্মাদ ইবনে আমর-ইবনে শিহাব আয-যুহরী-উরওয়া-আয়েশা (রা) সূত্রে। ফাতেমা বিনতে আবু হুবায়েশ (রা)... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। তাতে আছে– যখন অন্য রঙ্গের রক্তক্ষরণ হবে তখন তুমি উযু করবে এবং নামায পড়বে।

٧٦٧(٦)- حدثنا ابو سهل بن زياد نا احمد بن يحى الحلوانى نا خلف بن سالم ثنا محمد بن ابى عدى عن محمد بن عمرو عن ابن شهاب عن عروة عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ اَبِىْ حُبَيْشٍ اَنَّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَقَالَ لَهَا النَّبِىُّ ﷺ اذا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ دَمًا اَسْوَدُ يَعْرَفُ فَامْسِكِىْ عَنِ الصَّلَاةِ فَاِذَا كَانَ الاخَرُ فَتَوَضِئِىْ وَصَلِّىْ فَانَّمَا هُوَ الْعِرْقُ .

৭৬৭(৬)। আবু সাহ্ল ইবনে যিয়াদ (র)... ফাতেমা বিনতে আবু হুবায়েশ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ইস্তেহাযার রোগিনী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বলেন : যখন মাসিক ঋতুর কালো রক্তক্ষরণ হবে, যা বুঝা যায়, তখন তুমি নামায ছেড়ে দিবে। আর যখন অন্য রঙ্গের রক্তক্ষরণ হবে তখন তুমি উযু করবে এবং নামায পড়বে। এটা একটা শিরাবাহিত রক্ত।

٧٦٨(٧)- حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ثنا ابو عبيد الله المخزومى نا سفيان عن ايوب السختيانى عن سليمان بن يسار عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ اَبِىْ حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ عَلى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّهِ ﷺ فَسَاَلَتْ لَهَا اُمُّ سَلَمَةَ رَسُوْلَ اللّهِ ﷺ فَقَالَ لِتَنْظُرْ عِدَّةَ اللَّيَالِىَ وَالاَيَّامِ الَّتِىْ كَانَتْ تَحِيْضَنَّ وَقَدْرُهُنَّ مِنَ الشُّهُوْرِ فَلْتَتْرُكِ الصَّلَاةَ لِذَالِكَ فَاِذَا خَلَفَتْ ذَالِكَ فَلْتَغْسِلْ وَلْتَتَوَضَّاْ وَلْتَسْتَدْفِرْ ثُمَّ تُصَلِّىْ .

৭৬৮(৭)। আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল আযীয (র)... নবী ﷺ-এর স্ত্রী উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। ফাতেমা বিনতে আবু হুবায়েশ (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে ইস্তিহাযার রোগিনী ছিলেন। উম্মে সালামা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন : সে যেন তার মাসিক ঋতুর দিন-রাতগুলোর অপেক্ষা করে (প্রতি মাসে ঋতুর স্বাভাবিক সময়কালের হিসাব রাখে) এবং নামায ছেড়ে দেয়। যখন এ (ঋতুস্রাবের) মেয়াদ অতিবাহিত হবে তখন সে যেন গোসল করে, উযু করে এবং কাপড়ের পট্টি বেঁধে নামায পড়ে।

٧٦٩(٨)- حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ثنا احمد بن محمد القاضى نا ابو معمر ثنا عبد الوارث نا ايوب عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ اَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ اسْتَفْتَتِ النَّبِيَّ ﷺ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ اَبِيْ حُبَيْشٍ فَقَالَ تَدَعُ الصَّلاَةَ قَدْرَ اَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّيْ . رواه وهيب عن ايوب عن سليمان عن ام سلمة بهذا وقال تَنْتَظِرُ اَيَّامَ حَيْضِهَا فَتَدَعُ الصَّلاَةَ .

৭৬৯(৮)। আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল আযীয (র)... সুলায়মান ইবনে ইয়াসার (র) থেকে বর্ণিত। উম্মে সালামা (রা) নবী ﷺ -এর নিকট ফাতেমা বিনতে আবু হুবায়েশ (রা)-এর জন্য ফতোয়া জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বলেন : সে তার মাসিক ঋতুর মেয়াদকালের নামায ছেড়ে দিবে, তারপর গোসল করে নামায পড়বে। উহাইব (র) উপরের এই হাদীস আইয়ুব–সুলায়মান–উম্মে সালামা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তাতে আছে, সে তার মাসিক ঋতুর দিনগুলোতে অপেক্ষা করবে এবং নামায ছেড়ে দিবে।

٧٧٠(٩)- حدثنا عبد الله بن محمد نا ابن زنجوية نا معلى بن اسد نا وهيب ح وحدثنا عبد الله ابن محمد ثنا ابو الربيع ثنا حماد بن زيد نا ايوب عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ اَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ اَبِيْ حُبَيْشٍ اُسْتُحِيْضَتْ حَتّى كَانَ الْمِرْكُنُ يُنْقَلُ مِنْ تَحْتِهَا وَاَعْلاَهُ الدَّمُ قَالَ فَاَمَرَتْ أُمَّ سَلَمَةَ تَسْاَلُ لَهَا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ تَدَعُ الصَّلاَةَ اَيَّامَ اَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتَسْتَذْفِرُ بِثَوْبٍ وَتُصَلِّيْ .

৭৭০(৯)। আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ (র)... সুলায়মান ইবনে ইয়াসার (র) থেকে বর্ণিত। ফাতেমা বিনতে আবু হুবায়েশ (রা)-এর অত্যধিক রক্তস্রাব হতো, এমনকি তার নিচ থেকে গামলা সরানো হলে তার উপর

রক্তের রং ভেসে উঠতো। রাবী বলেন, তিনি উম্মে সালামা (রা)-কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার অনুরোধ করেন। তিনি বলেন: সে তার মাসিক ঋতুর দিনগুলোতে নামায ছেড়ে দিবে। তারপর গোসল করে (লজ্জাস্থানে) পট্টি বেঁধে নামায পড়বে।

٧٧١(١٠)- نا عبد الله نا جدى ثنا اسماعيل عن ايوب عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ اَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ اَبِى حُبَيْشٍ اُسْتُحِيْضَتْ فَسَاَلَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَوْ قَالَ سُئِلَ لَهَا النَّبِىُّ ﷺ فَاَمَرَهَا اَنْ تَدَعَ الصَّلَاةَ اَيَّامَ اَقْرَائِهَا وَاَنْ تَغْتَسِلَ فِيْمَا سِوٰى ذَالِكَ وَتَسْتَنْفِرَ بِثَوْبٍ وَتُصَلِّىْ فَقِيْلَ لِسُلَيْمَانَ اَيَغْشَاهَا زَوْجُهَا فَقَالَ اِنَّمَا نَقُوْلُ فِيْمَا سَمِعْنَا .

৭৭১(১০)। আবদুল্লাহ (র)... সুলায়মান ইবনে ইয়াসার (র) থেকে বর্ণিত। ফাতেমা বিনতে আবু হুবায়েশ (রা)-এর অত্যধিক রক্তস্রাব হতে থাকলে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট বিধান জিজ্ঞেস করলেন অথবা তার সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি তাকে নির্দেশ দিলেন : সে যেন তার মাসিক ঋতুর কয়দিন নামায ছেড়ে দেয়, তারপরের দিনগুলোতে গোসল করে পট্টি বেঁধে নামায পড়ে। সুলায়মান (র)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, তার স্বামী কি তার সঙ্গে সহবাস করতে পারে? তিনি বলেন, আমরা যতটুকু শুনেছি ততটুকু বললাম।

٧٧٢(١١)- حدثنا ابراهيم بن حماد نا محمد بن عبد الله المخرمى ثنا يحى بن آدم نا مفضل بن مهلهل عن سفيان عن ابن جريج عَنْ عَطَاءٍ قَالَ اَلْحَيْضُ خَمْسَةُ عَشَرَ .

৭৭২(১১)। ইবরাহীম ইবনে হাম্মাদ (র)... আতা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাসিক ঋতুর মেয়াদ (সর্বোচ্চ) পনের দিন।

٧٧٣(١٢)- حدثنا القاضى الحسين بن اسماعيل نا احمد بن سعد الزهرى نا احمد بن حنبل نا يحى بن آدم عن مفضل وابن المبارك عن سفيان عن ابن جريج عَنْ عَطَاءٍ قَالَ اَكْثَرُ الْحَيْضِ خَمْسُ عَشَرَةَ .

৭৭৩(১২)। আল-কাযী আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... আতা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাসিক ঋতুর (সর্বোচ্চ) মেয়াদ পনের দিন।

٧٧٤(١٣)- حدثنا محمد بن مخلد نا محمد بن اسماعيل الحسانى ثنا وكيع نا الربيع بن صبيح عَنْ عَطَاءٍ قَالَ اَلْحَيْضُ خَمْسَةُ عَشَرَ .

৭৭৪(১৩)। মুহাম্মাদ ইবনে মাখলাদ (র)... আতা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাসিক ঋতুর সময়সীমা পনের দিন।

٧٧٥(١٤)- حدثنا ابراهيم بن حماد نا محمد بن عبد الله المخرمى نا يحى بن آدم ثنا حفص عن الاشعث عَنْ عَطَاءٍ قَالَ اَكْثَرُ الْحَيْضِ خَمْسُ عَشَرَةَ .

৭৭৫(১৪)। ইবরাহীম ইবনে হাম্মাদ (র)... আতা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাসিক ঋতুর সর্বাধিক সময়সীমা পনের দিন।

٧٧٦(١٥)- حدثنا الحسين بن اسماعيل نا ابو ابراهيم الزهرى ثنا النفيلى قال قرآت على معقل بن عبيد الله عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِىْ رَبَاحٍ قَالَ اَدْنى وَقْتِ الْحَيْضِ يَوْمٌ . وقال ابو ابراهيم الى هذين الحديثين كان يذهب احمد بن حنبل وكان يحتج بهما .

৭৭৬(১৫)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... আতা ইবনে আবু রাবাহ (র) বলেন, মাসিক ঋতুর সর্বনিম্ন সময়সীমা একদিন। আবু ইবরাহীম (র) বলেন, আহমাদ ইবনে হাম্বল (র) এই হাদীসদ্বয় গ্রহণ করেছেন এবং তা দলীল হিসেবে পেশ করতেন।

٧٧٧(١٦)- حدثنا ابو عثمان سعيد بن محمد الحناط نا ابو هشام الرفاعى نا يحى بن آدم ح وحدثنا ابراهيم بن حماد نا محمد بن عبد الله المخرمى نا يحى بن آدم نَا شَرِيْكٌ قَالَ عِنْدَنَا اِمْرَاَةٌ تَحِيْضُ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الشَّهْرِ حَيْضًا مُسْتَقِيْمًا صَحِيْحًا .

৭৭৭(১৬)। আবু উসমান সাঈদ ইবনে মুহাম্মাদ আল-হান্নাত (র)... শারীক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের এখানে একজন মহিলার প্রতি মাসে পনের দিন ঋতুস্রাব হতো সুস্থ ও সঠিক ঋতুস্রাব।

٧٧٨(١٧)- حدثنا الحسين بن اسماعيل نا العباس بن محمد قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مُصْعَبٍ قَالَ سَمِعْتُ الاَوْزَاعِىَّ يَقُوْلُ عِنْدَنَا هَاهُنَا اِمْرَاَةٌ تَحِيْضُ غُدْوَةً وَتَطْهُرُ عَشِيَّةً .

৭৭৮(১৭)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... মুহাম্মাদ ইবনে মুস'আব (র) বলেন, আমি আল-আওযাঈ (র)-কে বলতে শুনেছি, আমাদের এখানে এক মহিলার সকালে ঋতুস্রাব হতো এবং সন্ধ্যায় পবিত্র হয়ে যেতো।

٧٧٩(١٨)- حدثنا سعيد بن محمد الحناط نا ابو هشام نا يحى بن آدم عَنْ شَرِيْكٍ وَحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ اَكْثَرُ الْحَيْضِ خَمْسُ عَشَرَةَ .

৭৭৯(১৮)। সাঈদ ইবনে মুহাম্মাদ আল-হান্নাত (র)... শারীক ও হাসান ইবনে সালেহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাসিক ঋতুর সর্বোচ্চ মেয়াদ পনের দিন।

٧٨٠(١٩)- حدثنا يزداد بن عبد الرحمن حدثنا ابو سعيد الاشج حدثنا خالد بن حيان الرقى عن هارون بن زياد القشيرى عن الاعمش عن ابراهيم عن علقمة عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ الْحَيْضُ ثَلاَثٌ وَاَرْبَعٌ وَخَمْسٌ وَسِتٌّ وَسَبْعٌ وَثَمَانٌ وَتِسْعٌ وَعَشْرٌ فَاِنْ زَادَ فَهِىَ مُسْتَحَاضَةٌ . لم يروه عن الاعمش بهذا الاسناد غير هارون بن زياد وهو ضعيف الحديث وليس لهذا الحديث عند الكوفيين اصل عن الاعمش والله اعلم .

৭৮০(১৯)। ইয়াযদাদ ইবনে আবদুর রহমান (র)... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাসিক ঋতু তিন দিন, চার দিন, পাঁচ দিন, ছয় দিন, সাত দিন, আট দিন, নয় দিন এবং দশ দিন। তার বেশী (দশ দিনের) হলে সে রক্তপ্রদরের রোগিনী। এই হাদীস এই সূত্রে আল-আ'মাশ (র) থেকে হারূন ইবনে যিয়াদ (র) ব্যতীত অন্য কেউ বর্ণনা করেননি এবং তিনি হাদীসশাস্ত্রে দুর্বল। কুফার ফকীহগণের নিকট এই হাদীসের জন্য আল-আ'মাশ (র) থেকে কোন ভিত্তি নেই। আল্লাহ্ই সর্বাধিক জ্ঞাত।

٧٨١(٢٠)- حدثنا يزداد بن عبد الرحمن نا ابو سعيد الاشج نا اسماعيل بن علية عن الجلد ابن ايوب عن معاوية بن قرة عَنْ اَنَسٍ قَالَ الْقُرُوْءُ ثَلاَثٌ وَاَرْبَعٌ وَخَمْسٌ وَسِتٌّ وَسَبْعٌ وَثَمَانٌ وَتِسْعٌ وَعَشْرٌ .

৭৮১(২০)। ইয়াযদাদ ইবনে আবদুর রহমান (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাসিক ঋতুর মেয়াদ তিন দিন, চার দিন, পাঁচ দিন, ছয় দিন, সাত দিন, আট দিন, নয় দিন এবং দশ দিন।

٧٨٢(٢١)- حدثنا سعيد بن محمد الحناط ثنا ابو هشام الرفاعى ثنا عبد السلام ح وثنا يزداد ابن عبد الرحمن نا ابو سعيد نا عبد السلام بن حرب النهدى الملائى نا الجلد بن ايوب عن معاوية بن قرة عَنْ اَنَسٍ قَالَ الْحَيْضُ ثَلاَثٌ وَاَرْبَعٌ وَخَمْسٌ وَسِتٌّ وَسَبْعٌ وَثَمَانٌ وَتِسْعٌ وَعَشْرٌ .

৭৮২(২১)। সাঈদ ইবনে মুহাম্মাদ আল-হান্নাত (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাসিক ঋতুর মেয়াদ তিন দিন, চার দিন, পাঁচ দিন, ছয় দিন, সাত দিন, আট দিন, নয় দিন এবং দশ দিন।

٧٨٣(٢٢)- حدثنا محمد بن مخلد نا الحسانى ثنا وكيع ثنا سفيان ح وحدثنا الحسين بن اسماعيل نا عباس بن محمد نا ابو احمد الزبيرى عن سفيان عن الجلد بن ايوب عن معاوية بن قرة عَنْ اَنَسٍ قَالَ اَدْنَى الْحَيْضِ ثَلاَثَةٌ وَاَقْصَاهُ عَشْرَةٌ قَالَ وَكِيْعٌ الْحَيْضُ ثَلاَثٌ اِلى عَشْرٍ فَمَا زَادَ فَهِىَ مُسْتَحَاضَةٌ .

৭৮৩(২২)। মুহাম্মাদ ইবনে মাখলাদ (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাসিক ঋতুর (হায়েযের) সর্বনিম্ন মেয়াদ তিন দিন এবং সর্বোচ্চ মেয়াদ দশ দিন। ওয়াকী‘ (র) বলেন, মাসিক ঋতুর মেয়াদ তিন দিন থেকে দশ দিন পর্যন্ত। তার অতিরিক্ত হলে সে রক্তপ্রদরের রোগিনী।

٧٨٤(٢٣)- حدثنا يزداد بن عبد الرحمن ثنا ابو سعيد الاشج ثنا عبد السلام عَنِ الرُّبَيْعِ ابْنِ صُبَيْحٍ عَنْ مَنْ سَمِعَ اَنَسًا يَقُوْلُ لاَ يَكُوْنُ الْحَيْضُ اَكْثَرَ مِنْ عَشْرَةٍ .

৭৮৪(২৩)। ইয়াযদাদ ইবনে আবদুর রহমান (র)... আর-রুবাঈ‘ ইবনে সুবায়হ (র) থেকে এমন ব্যক্তির সূত্রে বর্ণিত যিনি আনাস (রা)-কে বলতে শুনেছেন, মাসিক ঋতু দশ দিনের অধিক নয় (দারিমী, নং ৮৪১)।

٧٨٥(٢٤)- حدثنا سعيد بن محمد حدثنا ابو هشام حدثنى عبد العزيز بن ابى عثمان الرازى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ اَقَلُّ الْحَيْضِ ثَلاَثٌ وَاَكْثَرُهُ عَشْرٌ .

৭৮৫(২৪)। সাঈদ ইবনে মুহাম্মাদ (র)... সুফিয়ান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাসিক ঋতুর সর্বনিম্ন মেয়াদ তিন দিন এবং সর্বোচ্চ মেয়াদ দশ দিন।

٧٨٦(٢٥)- حدثنا ابو بكر احمد بن موسى بن العباس بن مجاهد نا عبد الله بن شبيب ثنا ابراهيم بن المنذر عن اسماعيل بن داود عن عبد العزيز بن محمد الدراوردى عن عبيد

اللہ ابن عمر عن ثابت عَنْ اَنَسٍ قَالَ هِيَ حَائِضٌ فِيْمَا وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ عَشْرَةَ فَاذَا زَادَتْ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ .

৭৮৬(২৫)। আবু বাক্‌র আহ্‌মাদ ইবনে মূসা ইবনুল আব্বাস ইবনে মুজাহিদ (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে কোন মহিলা দশ দিন পর্যন্ত হায়েযগ্রস্ত হিসাবে গণ্য হবে। তার অতিরিক্ত হলে সে রক্তপ্রদরের রোগিনী।

৭৮৭(২৬)- حدثنا محمد بن اسماعيل الفارسى نا ابو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ رَاَيْتُ اَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يُنْكِرُ حَدِيْثَ الْجَلْدِ بْنِ اَيُّوْبَ هذَا وَسَمِعْتُ اَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُوْلُ لَوْ كَانَ هذَا صَحِيْحًا لَمْ يَقُلْ اِبْنُ سِيْرِيْنَ اُسْتُحِيْضَتْ اُمُّ وَلَدٍ لاَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَاَرْسَلُوْنِىْ اَسْاَلُ اِبْنَ عَبَّاسٍ .

৭৮৭(২৬)। মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল আল-ফারিসী (র)... আবু যুর'আ আদ-দিমাশকী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আহ্‌মাদ ইবনে হাম্বল (র)-কে আল-জালাদ ইবনে আইয়ুবের এই হাদীস প্রত্যাখ্যান করতে দেখেছি। আমি আহ্‌মাদ ইবনে হাম্বল (র)-কে বলতে শুনেছি, এই হাদীস সহীহ হলে ইবনে সীরীন (র) এই কথা বলতেন না, আনাস ইবনে মালেক (রা)-এর দাসী রক্তপ্রদরে আক্রান্ত হলে তারা আমাকে ইবনে আব্বাস (রা)-এর নিকট বিধান জিজ্ঞেস করার জন্য পাঠান।

৭৮৯(২৭)- حدثنا الحسن بن رشيق نا على بن سعيد ثنا ابن حساب ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ ذَهَبْتُ اَنَا وَجَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ اِلَى الْجَلَدِ بْنِ اَيُّوْبَ فَحَدَّثَنَا بِهذَا الْحَدِيْثِ فِى الْمُسْتَحَاضَةِ تَنْتَظِرُ ثَلاَثًا خَمْسًا سَبْعًا عَشْرًا . فَذَهَبْنَا نُوَفِّقُهُ فَاِذَا هُوَ لاَ يَفْصِلُ بَيْنَ الْحَيْضِ وَالاِسْتِحَاضَةِ .

৭৮৯(২৭)। আল-হাসান ইবনে রাশীক (র)... হাম্মাদ ইবনে যায়েদ (র) বলেন, আমি ও জারীর ইবনে হাযেম (র) আল-জালাদ ইবনে আইয়ুবের নিকট গেলে তিনি আমাদের কাছে রক্তপ্রদরের রোগিনী সংশ্লিষ্ট এই হাদীস বর্ণনা করেন : সে তিন দিন অথবা পাঁচ দিন অথবা সাত দিন অথবা দশ দিন অপেক্ষা করবে। আমরা তার সঙ্গে একমত হলাম, তবে তিনি হায়েয ও ইস্তিহাযার মধ্যে কোন পার্থক্য করেন না।

٧٩٠(٢٨)- حدثنا عثمان بن احمد الدقاق حدثنا يحى بن ابى طالب نا عبد الوهاب ثنا هشام ابن حسان وسعيد عن الجلد بن ايوب عن معاوية بن قرة عَنْ اَنَسٍ قَالَ الْحَائِضُ تَنْتَظِرُ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ اَوْ اَرْبَعَةً اَوْ خَمْسَةً اِلى عَشْرَةَ اَيَّامٍ فَاِذَا جَاوَزَتْ عَشْرَةَ اَيَّامٍ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ وَتَغْتَسِلُ وَتُصَلِّىْ .

৭৯০(২৮)। উসমান ইবনে আহ্‌মাদ আদ-দাক্‌কাক (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঋতুবতী নারী তিন দিন অথবা চার দিন অথবা পাঁচ দিন থেকে দশ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করবে (নামায ছেড়ে দিবে) এবং দশ দিন অতিবাহিত হলে সে রক্তপ্রদরের (ইস্তিহাযা) রোগিনী। সে গোসল করে নামায পড়বে।

٧٩١(٢٩)- حدثنا الحسين بن اسماعيل ثنا خلاد بن اسلم نا محمد بن فضيل عن اشعث عن الحسن عَنْ عُثْمَانَ بْنِ اَبِى الْعَاصِ قَالَ لاَ تَكُوْنُ الْمَرْاَةُ مُسْتَحَاضَةً فِىْ يَوْمٍ وَلاَ يَوْمَيْنِ وَلاَ ثَلاَثَةِ اَيَّامٍ حَتّى تَبْلُغَ عَشْرَةَ اَيَّامٍ فَاِذَا بَلَغَتْ عَشْرَةَ اَيَّامٍ كَانَتْ مُسْتَحَاضَةً .

৭৯১(২৯)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... উসমান ইবনে আবুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন মহিলা এক দিন অথবা দুই দিন অথবা তিন দিনের রক্তস্রাবে রক্তপ্রদরের রোগিনী হয় না, দশ দিন না পৌঁছা পর্যন্ত। রক্তস্রাব দশ দিনে পৌঁছলে সে ইস্তিহাযার রোগিনী গণ্য হবে।

٧٩٢(٣٠)- حدثنا عثمان بن احمد الدقاق حدثنا يحى بن ابى طالب نا عبد الوهاب انا هشام بن حسان عَنِ الْحَسَنِ اَنَّ عُثْمَانَ بْنَ اَبِى الْعَاصِ الثَّقَفِيَّ قَالَ الْحَائِضُ اِذَا جَاوَزَتْ عَشْرَةَ اَيَّامٍ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّىْ .

৭৯২(৩০)। উসমান ইবনে আহ্‌মাদ আদ-দাক্‌কাক (র)... আল-হাসান (র) থেকে বর্ণিত। উসমান ইবনে আবুল আস আস-সাকাফী (রা) বলেন, ঋতুবতী নারীর দশ দিন অতিক্রান্ত হলে সে ইস্তিহাযার রোগিনী গণ্য হবে, সে গোসল করে নামায পড়বে।

٧٩٣(٣١)- حدثنا ابراهيم بن حماد نا المخرمى نا يحى بن آدم ثنا حماد بن سلمة ح وحدثنا محمد ابن مخلد نا الحسانى نا وكيع نا حماد بن سلمة عن على بن ثابت عن محمد بن زيد عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ جُبَيْرٍ قَالَ الْحَيْضُ ثَلاَثُ عَشْرَةَ .

৭৯৩(৩১)। ইবরাহীম ইবনে হাম্মাদ (র)... সাঈদ ইবনে জুবায়ের (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হায়েযের মেয়াদ তেরো দিন।

٧٩٤(٣٢)- حدثنا محمد بن سليمان بن محمد الباهلى نا عبد الله بن عبد الصمد بن ابى خداش نا عمار بن مطر نا ابو يوسف يعقوب بن ابراهيم عن اسماعيل بن ابى خالد عن الشعبى عن قمير امراة مسروق عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ اَبِىْ حُبَيْشٍ اَتَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ امْرَاَةٌ اسْتَحَاضُ فَقَالَ لَهَا النَّبِىُّ ﷺ اِنَّمَا ذَاكَ عِرْقٌ فَانْظُرِىْ اَيَّامَ اَقْرَائِكِ فَاِذَا جَاوَزَتْ فَاغْتَسِلِىْ وَاسْتَنْقِىْ ثُمَّ تَوَضَّئِىْ لِكُلِّ صَلاَةٍ . تفرد به عمار بن مطر وهو ضعيف عن ابى يوسف والذى عند الناس عن اسماعيل بهذا الاسناد موقوفًا اَلْمُسْتَحَاضَةُ تَدَعُ الصَّلاَةَ اَيَّامَ اَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاَةٍ .

৭৯৫(৩২)। মুহাম্মাদ ইবনে সুলায়মান ইবনে মুহাম্মাদ আল-বাহিলী (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। ফাতেমা বিনতে আবু হুবায়েশ (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি একজন রক্তপ্রদরের রোগিনী। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন : এটা একটা শিরার রক্ত। তুমি তোমার মাসিক ঋতুর কয়দিন অপেক্ষা করো (নামায ছেড়ে দাও)। মাসিক ঋতুর স্বাভাবিক মেয়াদ অতিবাহিত হওয়ার পর তুমি গোসল করে পরিচ্ছন্ন হবে, তারপর প্রতি ওয়াক্ত নামাযের জন্য উযু করবে। এই হাদীস কেবল আমর ইবনে মাতারই বর্ণনা করেছেন আবু ইউসুফ (র) সূত্রে এবং তিনি হাদীসশাস্ত্রে দুর্বল। এই হাদীস এই সূত্রে ইসমাঈল (র) থেকে অন্যান্য লোকেরা মাওকুফরূপে বর্ণনা করেছেন : “ইস্তিহাযার রোগিনী তার মাসিক ঋতুর দিনগুলোতে নামায পড়বে না। তারপর সে গোসল করবে এবং প্রতি ওয়াক্ত নামাযের জন্য উযু করবে”।

٧٩٥(٣٣)- حدثنا محمد بن موسى بن سهل البربهارى ثنا محمد بن معاوية بن مالج نا على بن هاشم عن الاعمش عن حبيب عن عروة عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اَتَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ اَبِىْ حُبَيْشٍ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ اِسْتَحَضْتُ فَمَا اَطْهُرُ فَقَالَ ذَرِى الصَّلاَةَ اَيَّامَ حَيْضَتِكِ ثُمَّ اغْتَسِلِىْ وَتَوَضَّئِىْ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ وَاِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيْرِ . تابعه وكيع

والحربى وقرة بن عيسى ومحمد بن ربيعة وسعيد بن محمد الوراق وابن نمير عن الاعمش فرفعوه ووقفه حفص بن غياث وابو اسامة واسباط بن محمد وهم اثبات .

৭৯৫(৩৩)। মুহাম্মাদ ইবনে মূসা ইবনে সাহ্‌ল আল-বারবাহারী (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাতেমা বিনতে আবু হুবায়েশ (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি সর্বদা রক্তপ্রদরে আক্রান্ত থাকি, কখনও পাক হতে পারি না। তিনি বলেন : তুমি তোমার মাসিক ঋতুর কয়দিন নামায ছেড়ে দিবে। তারপর তুমি গোসল করবে এবং প্রতি ওয়াক্ত নামাযের সময় উযু করবে, নামাযের পাটির উপর রক্তের ফোটা পতিত হলেও (নামায পড়বে)। ওয়াকী‘, আল-হারাবী, কুররা ইবনে ঈসা, মুহাম্মাদ ইবনে রাবীয়া, সাঈদ ইবনে মুহাম্মাদ আল-ওয়াররাক, ইবনে নুমাইর ও আল-আ‘মাশ (র) থেকে তার অনুকরণ করেন এবং তারা এই হাদীস মারফূরূপে বর্ণনা করেন। এই হাদীস হাফ্‌স ইবনে গিয়াস, আবু উসামা ও আসবাত ইবনে মুহাম্মাদ (র) মাওকূফরূপে বর্ণনা করেছেন এবং তারা সবাই নির্ভরযোগ্য।

٧٩٦(٣٤)- حدثنا محمد بن مخلد نا العلاء بن سالم نا قرة بن عيسى عن الاعمش عن حبيب ابن ابى ثابت عن عروة عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ امْرَاَةٌ مِنَ الاَنْصَارِ الى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ اِنِّىْ اَسْتَحَاضُ فَامَرَهَا النَّبِىُّ ﷺ اَنْ تَعْتَزِلَ الصَّلاَةَ اَيَّامَ حَيْضَتِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاَةٍ وَتُصَلِّىْ وَاِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيْرِ .

৭৯৬(৩৪)। মুহাম্মাদ ইবনে মাখলাদ (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক আনসারী মহিলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, আমি ইস্তিহাযার রোগিনী। নবী ﷺ তাকে নির্দেশ দিলেন : সে যেন মাসিক ঋতুর কয়দিন নামায পড়া থেকে বিরত থাকে, অতঃপর গোসল করে এবং প্রতি ওয়াক্তের নামাযের জন্য উযু করে এবং নামায পড়ে, পাটির উপর রক্তের ফোটা পতিত হলেও।

٧٩٧(٣٥)- حدثنا محمد بن مخلد نا محمد بن اسماعيل الحسانى نا وكيع ثنا الاعمش عن حبيب ابن ابى ثابت عن عروة عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ اَبِىْ حُبَيْشٍ اِلى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ امْرَاَةٌ اُسْتَحَاضُ فَلاَ اَطْهُرُ اَفَاَدَعُ الصَّلاَةَ قَالَ

لاَ انَّمَا ذَالِكَ عِـــرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَـيْضَـةِ اِجْتَنِبِى الصَّـلاَةَ اَيَّامَ مَـحِـيْضِـكِ ثُمَّ اِغْـتَـسِلِـىْ وَوَضَّئِىْ لِكُلِّ صَلاَةٍ وَاِنْ قَطَـرَ الـدَّمُ عَلَى الْحَصِيْرِ .

৭৯৭(৩৫)। মুহাম্মাদ ইবনে মাখলাদ (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাতেমা বিনতে আবু হুবায়েশ (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি রক্তপ্রদরে আক্রান্ত, কখনও পবিত্র হতে পারি না। আমি কি নামায ছেড়ে দিবো? তিনি বলেন : না, এটা একটা শিরার রক্ত, হায়েয নয়। তুমি তোমার মাসিক ঋতুর কয়দিন নামায ছেড়ে দিবে, অতঃপর গোসল করবে এবং প্রতি ওয়াক্ত নামাযের জন্য উযু করে নামায পড়বে, পাটির উপর রক্তের ফোটা পতিত হলেও।

٧٩٨(٣٦)- حدثنا الحسين بن اسماعيل نا محمد بن سعيد العطار انا وكيع ح وحدثنا الحسين ابن اسماعيل نا الفضل بن سهل ثنا عبد الله بن داود جميعًا عن الاعمش عن حبيب بن ابى ثابت عن عروة بن الزبير عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ اَبِى حُبَيْشٍ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ امْـرَاَةٌ اُسْتَحَاضُ فَلاَ اَطْهُـرُ اَفَادَعُ الصَّلاَةَ فَقَالَ دَعِـىْ الصَّـلاَةَ اَيَّامَ اَقْـرَائِكِ ثُمَّ اغْـتَسِلِىْ وَصَلِّىْ وَاِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيْرِ . وقال غيره عن وكيع وَتَوَضَّئِىْ لِكُلِّ صَلاَةٍ .

৭৯৮(৩৬)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাতেমা বিনতে আবু হুবায়েশ (রা) নবী ﷺ-এর নিকট এসে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি রক্তপ্রদরের রোগিনী, কখনও পাক হই না, আমি কি নামায ছেড়ে দিবো? তিনি বলেন : তোমার মাসিক ঋতুর কয়দিন তুমি নামায ছেড়ে দিবে, অতঃপর গোসল করবে এবং নামায পড়বে, পাটির উপর রক্তের ফোটা পতিত হলেও। অন্যান্য রাবী ওয়াকী‘ (র) থেকে বর্ণনা করেন, "এবং তুমি প্রতি ওয়াক্ত নামাযের জন্য উযু করবে"।

٧٩٩(٣٧)- حدثنا سعيد بن محمد الحناط نا يوسف بن موسى نا وَكِيْعٌ بِهـذَا الاِسْنَادِ وَقَالَ ثُمَّ اغْتَسِلِىْ وَتَوَضَّئِىْ لِكُلِّ صَلاَةٍ وَصَلِّىْ وَاِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيْرِ .

৭৯৯(৩৭)। সাঈদ ইবনে মুহাম্মাদ আল-হান্নাত (র)... ওয়াকী (র) থেকে এই সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন : অতঃপর তুমি গোসল করবে এবং প্রতি ওয়াক্ত নামাযের জন্য উযু করে নামায পড়বে, পাটির উপর রক্তের ফোটা পতিত হলেও।

٨٠٠(٣٨)- حدثنا على بن عبد الله بن مبشر ثنا محمد بن حرب النسائى نا محمد بن ربيعة عن الاعمش عن حبيب بن ابى ثابت عن عروة بن الزبير عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ اَبِىْ حُبَيْشٍ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ اِنِّىْ اِمْرَاَةٌ اُسْتُحَاضُ فَقَالَ اجْتَنِبِى الصَّلاَةَ اَيَّامَ مَحِيْضِكِ ثُمَّ اغْتَسِلِىْ وَتَوَضَّئِىْ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ وَاِنْ قَطَرَ عَلَى الْحَصِيْرِ قَطْرًا .

৮০০(৩৮)। আলী ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুবাশশির (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাতেমা বিনতে আবু হুবায়েশ (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, আমি রক্তপ্রদরে আক্রান্ত। তিনি বলেন : তুমি তোমার মাসিক ঋতুর কয়দিন নামায থেকে বিরত থাকবে। অতঃপর তুমি গোসল করবে এবং প্রতি ওয়াক্ত নামাযের সময় উযু করে নামায পড়বে, পাটির উপর রক্তের ফোটা পতিত হলেও।

٨٠١(٣٩)- حدثنا ابن مبشر نا محمد بن حرب نا سعيد بن محمد الوراق الثقفى عن الاعمش عن حبيب بن ابى ثابت عن عروة عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ تُصَلِّى الْمُسْتَحَاضَةُ وَاِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيْرِ .

৮০১(৩৯)। ইবনে মুবাশশির (র)... আয়েশা (র) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : ইস্তিহাযার রোগিনী নামায পড়বে, পাটির উপর রক্তের ফোটা পতিত হলেও।

٨٠٢(٤٠)- حدثنا ابو بكر النيسابورى ثنا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ جِئْنَا مِنْ عِنْدِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دَاوُدَ الْخُرَيْبِىِّ اِلَى يَحْىَ بْنِ سَعِيْدٍ الْقَطَّانِ فَقَالَ مِنْ اَيْنَ جِئْتُمْ قُلْنَا مِنْ عِنْدِ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ دَاوُدَ فَقَالَ مَا حَدَّثَكُمْ قُلْنَا حَدَّثَنَا عَنِ الاَعْمَشِ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِىْ ثَابِتٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ الْحَدِيْثَ فَقَالَ يَحْىٰ اَمَا اِنَّ سُفْيَانَ الثَّوْرِىَّ كَانَ اَعْلَمَ النَّاسِ بِهٰذَا زَعَمَ اَنَّ حَبِيْبَ بْنَ اَبِىْ ثَابِتٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ شَيْئًا .

৮০২(৪০)। আবু বাক্‌র আন-নায়শাপুরী (র)... আবদুর রহমান ইবনে বিশ্‌র ইবনুল হাকাম (র) বলেন, আমরা দাউদ আল-খুরায়বীর নিকট থেকে ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে সাঈদ আল-কাত্তান (র)-এর নিকট এলে তিনি

জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কোথা থেকে এলে? আমরা বললাম, আবদুল্লাহ ইবনে দাউদের নিকট থেকে। তিনি বলেন, তিনি কি তোমাদের নিকট কোন সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন? আমরা বললাম, তিনি আমাদের নিকট আল-আ'মাশ (র)-হাবীব ইবনে আবু সাবেত-উরওয়া-আয়েশা (রা) সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ আল-কাত্তান (র) বলেন, নিশ্চয়ই সুফিয়ান আস-সাওরী (র) এ বিষয়ে সর্বাধিক জ্ঞানী। তিনি মনে করেন, হাবীব ইবনে আবু সাবেত (র) উরওয়া ইবনুয যুবায়ের (র) থেকে কোন হাদীস শ্রবণ করেননি।

٨٠٣(٤١)- حدثنا محمد بن مخلد قال سمعت ابا داود السجستانى يقول ومما يدل على ضعف حديث الاعمش هذا ان حفص بن غياث وقفه عن الاعمش وانكر ان يكون مرفوعًا ووقفه ايضًا اسباط بن محمد عن الاعمش عن عائشة ورواه ابن داود عن الاعمش مرفوعًا اوله وانكر ان يكون فيه الوضوء عند كل صلاة ودل على ضعف حديث حبيب عن عروة ايضًا ان الزهرى رواه عن عروة عن عائشة وقال فيه فكانت تغتسل لكل صلاة هذا كله قول ابى داود .

৮০৩(৪১)। মুহাম্মাদ ইবনে মাখলাদ (র) বলেন, আমি আবু দাউদ আস-সিজিসতানী (র)-কে বলতে শুনেছি, আল-আ'মাশ (র)-এর বর্ণিত হাদীস দুর্বল হওয়ার প্রমাণ এই যে, হাফ্স ইবনে গিয়াছ (র) আল-আ'মাশ (র) থেকে এই হাদীস মাওকূফরূপে বর্ণনা করেছেন এবং মারফূ হওয়াকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। এই হাদীস আসবাত ইবনে মুহাম্মাদ (র)-ও আল-আ'মাশ (র)-আয়েশা (রা) সূত্রে মাওকূফরূপে বর্ণনা করেছেন। ইবনে দাউদ (র) আল-আ'মাশ (র) সূত্রে এই হাদীসের প্রথমাংশ মারফূরূপে বর্ণনা করেছেন এবং এই হাদীসের "প্রতি ওয়াক্ত নামাযের সময় উযু করার" বর্ণনা প্রত্যাখ্যান করেছেন। উরওয়া (র)-এর সূত্রে হাবীব (র) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসও দুর্বল হওয়ার প্রমাণ এই যে, আয-যুহরী (র) এই হাদীস উরওয়া (র)-আয়েশা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন এবং তাতে আছে যে, প্রতি ওয়াক্ত নামাযের জন্য গোসল করবে। এই সম্পূর্ণটাই ইমাম আবু দাউদের উক্তি।

٨٠٤(٤٢)- حدثنا على بن محمد بن عبيد نا احمد بن ابى خيثمة نا عمر بن حفص ثنا ابى عن الاعمش عن حبيب عن عروة عَنْ عَائِشَةَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ تُصَلِّيْ وَاِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى حَصِيْرِهَا وقال ابن ابى خيثمة لم يرفعه حفص وتابعه ابو اسامة .

৮০৪(৪২)। আলী ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে উবায়েদ (র)... ইস্তিহাযার রোগিনী সম্পর্কে আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। সে নামায পড়বে তার পাটির উপর রক্তের ফোটা পতিত হলেও। ইবনে আবু খায়সামা (র) বলেন, হাফ্স (র) এই হাদীস মারফূরূপে বর্ণনা করেননি। আবু উসামা (র) তার অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٨٠٥(٤٣)- حدثنا ابن العلاء ثنا ابو عبيدة بن ابى السفر ح وحدثنا ابن مبشر ثنا محمد بن عبادة قالا ثنا ابو اسامة قال الاعمش ثنا عن حبيب عن عروة عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا سُئِلَتْ عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ فَقَالَتْ لاَ تَدَعُ الصَّلاَةَ وَاِنْ قَطَرَ عَلَى الْحَصِيْرِ تابعهما اسباط بن محمد .

৮০৫(৪৩)। ইবনুল আলা (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তার নিকট ইস্তিহাযার রোগিনী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, সে নামায পড়া ত্যাগ করবে না, পাটির উপর রক্তের ফোটা পতিত হলেও। আসবাত ইবনে মুহাম্মাদ (র) তাদের উভয়ের অনুকরণ করেছেন।

٨٠٦(٤٤)- حدثنا محمد بن الحسن النقاش ثنا الحسين بن ادريس قال سمعت عثمان بن ابى شيبة وذكر حديث حبيب بن ابى ثابت عن عروة عَنْ عَائِشَةَ تُصَلِّى الْمُسْتَحَاضَةُ وَاِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيْرِ فقال وكيع يرفعه وعلى بن هاشم وحفص يوقفانه .

৮০৫(৪৪)। মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আন-নাক্কাশ (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রক্তপ্রদরের রোগিনী নামায পড়বে, পাটির উপর রক্তের ফোটা পতিত হলেও। রাবী ওয়াকী' (র) এই হাদীস মারফূরূপে বর্ণনা করেছেন এবং আলী ইবনে হাশেম ও হাফ্স মাওকূফরূপে বর্ণনা করেছেন।

٨٠٧(٤٥)- حدثنا محمد بن اسماعيل الفارسى نا بكر بن سهل ثنا عبد الخالق بن منصور عَنْ يَحْىَ ابْنِ مَعِيْنٍ قَالَ حَدَّثَ حَبِيْبُ بْنُ اَبِىْ ثَابِتٍ عَنْ عُرْوَةَ حَدِيْثَيْنِ وَلَيْسَ هُمَا بِشَيْئٍ .

৮০৭(৪৫)। মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল আল-ফারিসী (র)... ইয়াহ্ইয়া ইবনে মাঈন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাবীব ইবনে আবু সাবেত (র) উরওয়া (র) থেকে দুইটি হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং উভয় হাদীসই গ্রহণযোগ্য নয়।

٨٠٨ (٤٦)- حدثنا محمد بن عمرو بن البختری نا احمد بن الفرج الجشمی نا عبد الله بن نمير نا الاعمش عن حبيب بن ابی ثابت عن عروة عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ اَبِیْ حُبَيْشٍ فَقَالَتْ اِنِّیْ اِمْرَاَةٌ اُسْتُحَاضُ فَلاَ اَطْهُرُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اجْتَنِبِی الصَّلاَةَ اَيَّامَ حَيْضِكِ ثُمَّ اغْتَسِلِیْ وَصُوْمِیْ وَصَلِّیْ وَاِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيْرِ فَقَالَتْ اِنِّیْ اُسْتَحَاضُ لاَ يَنْقَطِعُ الدَّمُ عَنِّیْ قَالَ اِنَّمَا ذَالِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِحَيْضٍ فَاِذَا اَقْبَلَ الْحَيْضُ فَدَعِی الصَّلاَةَ فَاِذَا اَدْبَرَ فَاغْتَسِلِیْ وَصَلِّیْ .

৮০৮(৪৬)। মুহাম্মাদ ইবনে আমর ইবনুল বাখতারী (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাতেমা বিনতে আবু হুবায়েশ (রা) এসে বললেন, আমি ইস্তিহাযার রোগিনী, কখনও পাক হই না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তোমার মাসিক ঋতুর কয়দিন তুমি নামায থেকে বিরত থাকবে, অতঃপর গোসল করবে এবং রোযা রাখবে ও নামায পড়বে, পাটির উপর রক্তের ফোটা পতিত হলেও। তিনি পুনরায় বললেন, আমি রক্তপ্রদরে আক্রান্ত হয়েছি, আমার রক্তক্ষরণ বন্ধ হয় না। তিনি বলেন : এটা শিরার রক্ত, হায়েয নয়। তোমার হায়েয শুরু হলে তুমি নামায ত্যাগ করো। হায়েযের মেয়াদ শেষ হলে তুমি গোসল করো এবং নামায পড়ো।

٨٠٩ (٤٧)- حدثنا محمد بن اسماعيل الفارسی ثنا يحی بن ايوب العلاق ثنا ابن ابی مريم ثنا عبد الله بن عمر اخبرنی عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا كَانَتْ تَقُوْلُ اِنَّمَا الاَقْرَاءُ الاَطْهَارُ .

৮০৯(৪৭)। মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল আল-ফারিসী (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলতেন, 'আল-আকরা' অর্থ 'মাসিক ঋতু থেকে পবিত্র অবস্থা'।

٨١٠ (٤٨)- حدثنا الحسين بن اسماعيل ثنا الحسين بن ابی الربيع الجرجانی ثنا ابو عامر العقدی ثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة عن امه حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَتْ كُنْتُ اُسْتَحَاضُ حَيْضَةً

Contents

شَدِيْدَةً كَثِيْرَةً فَجِئْتُ النَّبِيَّ ﷺ اَسْتَفْتِيْهِ فَاُخْبِرُهُ فَوَجَدْتُّهُ فِيْ بَيْتِ أُخْتِيْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَبِيْرَةً شَدِيْدَةً فَمَا تَرى فِيْهَا فَقَدْ مَنَعَتْنِى الصَّلاَةَ وَالصِّيَامَ قَالَ اَنْعَتُ لَكِ الْكُرْسُفَ فَاِنَّهُ يُذْهِبُ الدَّمَ قَالَتْ هُوَ اَكْثَرُ مِنْ ذَالِكَ قَالَ فَتَلَجَّمِيْ قَالَتْ هُوَ اَكْثَرُ مِنْ ذَالِكَ قَالَ اتَّخِذِيْ ثَوْبًا قَالَتْ هُوَ اَكْثَرُ مِنْ ذَالِكَ اِنَّمَا اَثُجُّ ثَجًّا فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ سَامُرُكِ بِاَمْرَيْنِ اَيَّهُمَا فَعَلْتِ فَقَدْ اَجْزَاَ عَنْكِ مِنَ الاخَرِ فَاِنْ قَوِيْتِ عَلَيْهِمَا فَاَنْتِ اَعْلَمُ قَالَ لَهَا اِنَّمَا هذِهِ رَكْضَةٌ مِّنْ رَكَضَاتِ الشَّيْطَانِ فَتَحَيَّضِيْ سِتَّةَ اَيَّامٍ اَوْ سَبْعَةَ اَيَّامٍ فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ ثُمَّ اغْتَسِلِيْ حَتّى اِذَا رَاَيْتِ اَنَّكِ قَدْ طَهَرْتِ وَاسْتَنْقَيْتِ فَصَلِّىْ اَرْبَعًا وَعِشْرِيْنَ لَيْلَةً اَوْ ثَلاَثًا وَعِشْرِيْنَ لَيْلَةً وَاَيَّامَهَا وَصُوْمِيْ فَاِنَّ ذَالِكَ يُجْزِئُكِ وَكَذَالِكَ فَافْعَلِيْ فِيْ كُلِّ شَهْرٍ كَمَا تَحِيْضُ النِّسَاءُ وَكَمَا يَطْهُرْنَ لِمِيْقَاتِ حَيْضِهِنَّ وَطُهْرِهِنَّ فَاِنْ قَوِيْتِ عَلى اَنْ تُؤَخِّرِى الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِى الْعَصْرَ وَتَغْتَسِلِيْنَ حَتّى تَطَهَّرِيْ ثُمَّ تُصَلِّيْنَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيْعًا ثُمَّ تُؤَخِّرِيْنَ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلِيْنَ الْعِشَاءَ ثُمَّ تَغْتَسِلِيْنَ وَتَجْمَعِيْنَ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ فَافْعَلِيْ وَتَغْتَسِلِيْنَ مَعَ الْفَجْرِ فَصَلِّىْ وَصُوْمِيْ اِنْ قَدَرْتِ عَلى ذَالِكَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهذَا اَعْجَبُ الاَمْرَيْنِ اِلَيَّ .

৮১০(৪৮)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... হামনা বিনতে জাহ্‌শ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি গুরুতরভাবে অত্যধিক পরিমাণে রক্তক্ষরণে আক্রান্ত হলাম। অতএব আমি নবী ﷺ-এর নিকট বিধান জিজ্ঞেস করতে এবং ব্যাপারটা তাকে জানাতে আসলাম। আমি আমার বোন যয়নব বিনতে জাহ্‌শের ঘরে তাঁর সাক্ষাত পেলাম। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি গুরুতরভাবে অত্যধিক পরিমাণে রক্তক্ষরণে আক্রান্ত হয়েছি। এ ব্যাপারে আপনি কী বলেন? তা আমাকে রোযা-নামাযে বাধা দিচ্ছে। তিনি বলেন : আমি তোমাকে তুলা ব্যবহার করার উপদেশ দিচ্ছি। তা রক্ত শোষণ করবে। তিনি (হামনা) বলেন, এটা তদপেক্ষা বেশী। তিনি বলেন : তাহলে তুমি (লজ্জাস্থানে) পট্টি বেঁধে নাও। তিনি বলেন, এটা তদপেক্ষা বেশী। তিনি বলেন : তাহলে তুমি কাপড়ের পট্টি বেঁধে নাও। তিনি বললেন, এটা

আরো অধিক গুরুতর, পানির প্রবাহের ন্যায় আমার রক্তক্ষরণ হয়। নবী ﷺ তাকে বলেন : আমি তোমাকে দুইটি বিষয়ের নির্দেশ দিচ্ছি, এর মধ্যে যে কোন একটি তুমি অনুসরণ করবে তা তোমার জন্য অপরটির বদলে যথেষ্ট হবে। আর তুমি যদি উভয়টিই অবলম্বন করতে সক্ষম হও তবে সেক্ষেত্রে তুমিই অধিক জ্ঞাত। তিনি তাকে বলেন : এটা শয়তানের আঘাতসমূহের মধ্যকার একটি আঘাত ছাড়া কিছু নয়।

(এক) তুমি হায়েযের সময়সীমা ছয় দিন অথবা সাত দিন ধরবে, প্রকৃত ব্যাপার আল্লাহ্‌র জ্ঞানে রয়েছে। অতঃপর তুমি গোসল করবে, তুমি যখন মনে করবে যে, তুমি পাক হয়েছ তখন (মাসের অবশিষ্ট) চব্বিশ দিন অথবা তেইশ দিন নামায পড়বে এবং রোযা রাখবে। এটা তোমার জন্য যথেষ্ট হবে। তুমি প্রতি মাসে এরূপ করবে, যেভাবে অন্য মেয়েরা তাদের হায়েয চলাকালে এবং তোহরের (পবিত্রতার) সময়ে নিজেদের হায়েযের মেয়াদ এবং তোহরের (পবিত্রতার) মেয়াদ গণনা করে থাকে।

(দুই) যদি তুমি যুহরের নামায বিলম্ব করতে এবং আসরের নামায এগিয়ে আনতে সক্ষম হও, তাহলে পবিত্রতা অর্জনের জন্য গোসল করে যুহর ও আসরের নামায একত্রে পড়ে নাও। এভাবে মাগরিবের নামায বিলম্ব করতে এবং এশার নামায এগিয়ে আনতে সক্ষম হলে এবং গোসল করে উভয় নামায একত্রে পড়তে পারলে তাই করবে। তুমি যদি ফজরের নামাযের জন্যও গোসল করতে সক্ষম হও তবে তাই করবে এবং রোযাও রাখবে, যদি রোযা রাখতে সক্ষম হও। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : দু'টি বিকল্প নির্দেশের মধ্যে শেষোক্তটিই আমার কাছে অধিক পছন্দনীয়।

٨١١(٤٩)- حدثنا اسماعيل بن محمد الصفار نا محمد بن عبد الملك الدقيقى نا يزيد بن هارون ثنا شريك عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ بِهذَا الاسْنَادِ نَحْوَهُ .

৮১১(৪৯)। ইসমাঈল ইবনে মুহাম্মাদ আস-সাফ্‌ফার (র)... আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আকীল (র) থেকে এই সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে।

٨١٢(٥٠)- حدثنا محمد بن القاسم بن زكريا انا عباد بن يعقوب نا عمرو بن ثابت عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ بِهذَا الاسْنَادِ نَحْوَهُ .

৮১২(৫০)। মুহাম্মাদ ইবনুল কাসিম (র)... মুহাম্মাদ ইবনে আকীল (র) থেকে এই সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে।

٨١٣(٥١)- حدثنا محمد بن محمد بن مالك الاشكافى ثنا الحارث بن محمد ثنا زكريا بن عدى ثنا عبيد الله بن عمرو عَنِ ابْنِ عَقِيْلٍ بِهٰذَا نَحْوَهُ .

৮১৩(৫১)। মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে মালেক আল-আশকাফী (র)... ইবনে আকীল (র) থেকে এই সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে।

٨١٤(٥٢)- حدثنا ابو بكر النيسابورى ثنا الربيع بن سليمان انا الشافعى نا ابراهيم بن ابى يحى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ بِاسْنَادِهِ نَحْوَهُ .

৮১৪(৫২)। আবু বাক্‌র আন-নায়শাপুরী (র)... আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আকীল (র) থেকে তার সনদে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে।

٨١٥(٥٣)- حدثنا ابو محمد بن صاعد نا اسحاق بن شاهين ابو بشر ثنا خالد بن عبد الله عن سهيل بن ابى صالح عن الزهرى عن عروة بن الزبير عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَاطِمَةُ بِنْتُ اَبِىْ حُبَيْشٍ اُسْتُحِيْضَتْ مُنْذُ كَذَا وكَذَا قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ هٰذَا مِنَ الشَّيْطَانِ فَلْتَجْلِسْ فِىْ مِركَنٍ فَجَلَسَتْ فِيْهِ حَتّٰى رَاَتِ الصُّفْرَةَ فَوْقَ الْمَاءِ فَقَالَ تَغْتَسِلُ لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ غُسْلاً وَاحِداً ثُمَّ تَغْتَسِلُ لِلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ غُسْلاً وَاحِداً ثُمَّ تَغْتَسِلُ لِلْفَجْرِ غُسْلاً وَاحِداً ثُمَّ تَوَضَّاَ بَيْنَ ذَالِكَ .

৮১৫(৫৩)। আবু মুহাম্মাদ ইবনে সায়েদ (র)... আসমা বিনতে উমাইস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ফাতেমা বিনতে আবু হুবায়েশ এতো এতো দিন যাবত রক্তপ্রদরে আক্রান্ত রয়েছেন। তিনি বলেন : 'সুবহানাল্লাহ (কি আশ্চর্য)! এটা শয়তানের পক্ষ থেকে। সে যেন একটি (পানিভর্তি) গামলার মধ্যে বসে'। অতঃপর তিনি গামলার মধ্যে বসলেন, এমনকি তিনি পানির উপর পীতবর্ণ দেখতে পেলেন। অতঃপর তিনি বললেন : 'সে (পবিত্র পানি দ্বারা) গোসল করবে, যুহর ও আসরের নামাযের জন্য একবার গোসল করবে, মাগরিব ও এশার নামাযের জন্য একবার গোসল করবে এবং ফজরের নামাযের জন্য একবার গোসল করবে, অতঃপর এর মাঝখানে উযু করবে।

٨١٦(٥٤)- حدثنا محمد بن مخلد ثنا محمد بن عبد الواحد بن مسلم الصيرفى ثنا على بن عاصم عن سهيل بن ابى صالح اخبرنى الزهرى عن عروة بن الزبير عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَاطِمَةُ بِنْتُ اَبِىْ حُبَيْشٍ لَمْ تُصَلِّ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ اِنَّمَا ذَالِكَ عِرْقٌ فَذَكَرَ كَلِمَةً بَعْدَهَا اَيَّامَ اَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّىْ تُؤَخِّرُ مِنَ الظُّهْرِ وَتُعَجِّلُ مِنَ الْعَصْرِ وَتَغْتَسِلُ لَهُمَا غَسْلاً وَاحِداً وَتُؤَخِّرُ مِنَ الْمَغْرِبِ وَتُعَجِّلُ مِنَ الْعِشَاءِ وَتَغْتَسِلُ لَهُمَا غُسْلاً وَتُصَلِّىْ .

৮১৬(৫৪)। মুহাম্মাদ ইবনে মাখলাদ (র)... আসমা বিনতে উমাইস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ফাতেমা বিনতে আবু হুবায়েশ এতো এতো দিন যাবত নামায পড়েন না (রক্তপ্রদরের কারণে)। তিনি বলেন : সুবহানাল্লাহ! এটা একটা শিরার রক্ত। এরপর তিনি অন্য বাক্য বলেন,... তার মাসিক ঋতুর কয়দিন (নামায ছেড়ে দিবে)। অতঃপর সে গোসল করে নামায পড়বে। যুহরের নামাযে বিলম্বে করবে এবং আসরের নামায এগিয়ে আনবে, আর উভয় নামাযের জন্য একবার গোসল করবে। অনুরূপভাবে মাগরিবের নামাযে বিলম্ব করবে এবং এশার নামায এগিয়ে আনবে, আর উভয় নামাযের জন্য একবার গোসল করবে এবং নামায পড়বে।

٨١٧(٥٥)- حدثنا الحسين بن اسماعيل نا ابو الاشعث احمد بن المقدام ح وحدثنا ابو ذر احمد بن محمد بن ابى بكر حدثنا حماد بن الحسن بن عنبسة قالا نا محمد بن بكر البرسانى ثنا عثمان بن سعد الكاتب اَخْبَرَنِى ابْنُ اَبِىْ مُلَيْكَةَ اَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ اَبِىْ حُبَيْشٍ اُسْتُحِيْضَتْ فَلَبِثَتْ زَمَانًا لاَ تُصَلِّىْ فَاَتَتْ اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ عَائِشَةَ فَذَكَرَتْ ذَالِكَ لَهَا فَقَالَتْ يَا اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ قَدْ خَافَتْ اَنْ تَكُوْنَ مِنْ اَهْلِ النَّارِ وَلاَ تَكُوْنُ لَهَا فِى الاِسْلاَمِ حَظٌّ اَلْبَثُ زَمَانًا لاَ اَقْدِرُ عَلَى صَلاَةٍ مِّنَ الدَّمِ فَقَالَتْ لَهَا اُمْكُثِىْ حَتّٰى يَدْخُلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَتَسْاَلِيْنَهُ عَمَّا سَاَلْتِنِىْ عَنْهُ فَدَخَلَ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذِهِ فَاطِمَةُ بِنْتُ اَبِىْ حُبَيْشٍ ذَكَرَتْ اَنَّهَا تُسْتَحَاضُ وَتَلْبَثُ الزَّمَانَ لاَ تَقْدِرُ عَلَى الصَّلاَةِ وَتَخَافُ اَنْ تَكُوْنَ قَدْ كَفَرَتْ اَوْ لَيْسَ لَهَا عِنْدَ اللّٰهِ فِى

الاِسْلاَمِ حَظٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قُوْلِيْ لِفَاطِمَةَ تَمْسُكُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ عَنِ الصَّلاَةِ عَدَدَ قَرْئِهَا فَاِذَا مَضَتْ تِلْكَ الاَيَّامُ فَلْتَغْتَسِلْ غُسْلَةً وَّاحِدَةً تَسْتَدْخِلُ وَتَنْظِفُ وَتَسْتَثْفِرُ ثُمَّ الطُّهُوْرُ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ وَتُصَلِّيْ فَاِنَّ الَّذِيْ اَصَابَهَا رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ اَوْ عِرْقٌ اِنْقَطَعَ اَوْ دَاءٌ عَرَضَ لَهَا .

قال عثمان بن سعد فسالنا هشام بن عروة فاخبرني بنحوه عن ابيه عن عائشة وقال ابو الاشعث في الاسناد اخبرني ابن ابي مليكة ان خالته فاطمة بنت ابي حبيش .

৮১৭(৫৫)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... ইবনে আবু মুলায়কা (র) থেকে বর্ণিত। ফাতেমা বিনতে আবু হুবায়েশ (রা) রক্তপ্রদরে আক্রান্ত ছিলেন, বেশ কিছু দিন ধরে নামায পড়েননি। অতঃপর তিনি উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা)-র নিকট আসেন এবং ব্যাপারটা তাকে জানান। তিনি বলেন, হে উম্মুল মুমিনীন! সে ভয় পাচ্ছে যে, সে দোযখবাসী হবে এবং তার জন্য দীন ইসলামে এর কোন অংশ নেই। আমি দীর্ঘ দিন থেকে অপেক্ষারত আছি। রক্তস্রাবের কারণে নামায পড়তে সক্ষম হইনি। আয়েশা (রা) তাকে বললেন, আপনি অপেক্ষা করুন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আসলে আপনি এ ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞেস করুন যা আমাকে জিজ্ঞেস করেছেন। অতএব রাসূলুল্লাহ ﷺ এলেন এবং তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই ফাতেমা বিনতে আবু হুবায়েশ। তিনি বর্ণনা করেছেন যে, তিনি রক্তপ্রদরে আক্রান্ত এবং বেশ কিছু দিন যাবত নামায পড়তে সক্ষম হচ্ছেন না। তিনি আশংকা করছেন যে, তিনি কুফরীতে লিপ্ত হয়েছেন কিনা অথবা আল্লাহ্‌র কাছে দীন ইসলামে তার জন্য কোন অংশ নেই। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তুমি ফাতেমাকে বলে দাও, সে যেন প্রতি মাসে তার মাসিক ঋতুর সম-পরিমাণ সময় নামায থেকে বিরত থাকে। মাসিক ঋতুর সেই (স্বাভাবিক) সময়কাল অতিবাহিত হওয়ার পর সে যেন পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন হওয়ার জন্য একবার গোসল করে এবং (লজ্জাস্থানে) পট্টি বাঁধে, অতঃপর প্রতি ওয়াক্ত নামাযের সময় পবিত্রতা অর্জন করে (উযু করে) নামায পড়বে। এটা শয়তানের একটা আঘাত ছাড়া কিছু নয় অথবা শিরার রক্ত যা ফেটে গেছে অথবা (জরায়ুর) অসুস্থতার কারণে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। উসমান ইবনে সাঈদ (র) বলেন, আমরা হিশাম ইবনে উরওয়া (র)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি তার পিতা-আয়েশা (রা) সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ আমাকে অবহিত করেছেন। আর আবুল আশ'আছ (র) তার সনদে বলেন, ইবনে আবু মুলায়কা আমাকে অবহিত করেছেন যে, তার খালা ফাতেমা বিনতে আবু হুবায়েশ।

٨١٨(٥٦)- حدثنا محمد بن سهل بن الفضل الكاتب حدثنا عمر بن شبة ثنا ابو عاصم نا عثمان بن سعد القرشي ثَنَا ابْنُ اَبِيْ مُلَيْكَةَ قَالَ جَاءَتْ خَالَتِيْ فَاطِمَةُ بِنْتُ اَبِيْ حُبَيْشٍ

الى عَائِشَةَ فَقَالَتْ انِّىْ اَخَافُ اَنْ اَقَعَ فِى النَّارِ انِّىْ اَدَعُ الصَّلاَةَ سَنَتَيْنِ اَوْ سِنِيْنَ لاَ اُصَلِّىْ فَقَالَتْ انْتَظِرِىْ حَتّى يَجِىْءَ النَّبِىُّ ﷺ فَجَاءَ فَقَالَتْ هذه فَاطِمَةُ تَقُوْلُ كَذَا وكَذَا فَقَالَ لَهَا النَّبِىُّ ﷺ قَوْلِىْ لَهَا فَلْتَدَعْ الصَّلاَةَ فِىْ كُلِّ شَهْرِ اَيَّامَ قَرْئِهَا ثُمَّ لِتَغْسِلَ فِىْ كُلِّ يَوْمٍ غُسْلاً وَّاحِداً ثُمَّ الطُّهُوْرُ بَعْدُ لِكُلِّ صَلاَةٍ وَلْتَنْظِفْ وَلْتَحْتَشِىْ فَانَّمَا هُوَ دَاءٌ عَرَضَ اَوْ رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ اَوْ عِرْقٌ انْقَطَعَ .

৮১৮(৫৬)। মুহাম্মাদ ইবনে সাহল ইবনুল ফাদল আল-কাতেব (র)... ইবনে আবু মুলায়কা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার খালা ফাতেমা বিনতে আবু হুবায়েশ (রা) আয়েশা (রা)-এর নিকট এসে বললেন, আমার আশংকা হচ্ছে, আমি জাহান্নামে পতিত হবো। আমি নামায ছেড়ে দিয়েছি। আমি দুই বছর অথবা কয়েক বছর যাবত নামায পড়ছি না। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর ফিরে আসা পর্যন্ত আপনি অপেক্ষা করুন। অতএব নবী ﷺ এলে তিনি বললেন, এই যে ফাতেমা, তিনি এই এই কথা বলেছেন। নবী ﷺ তাকে বলেন : তুমি তাকে (ফাতেমাকে) বলে দাও, সে যেন প্রতি মাসে হায়েযের কয়দিন নামায ত্যাগ করে, তারপর প্রতি দিন একবার গোসল করবে এবং প্রতি ওয়াক্ত নামাযের জন্য পবিত্রতা অর্জন করবে (উযু করবে)। এটা (জরায়ুর) অসুস্থতা অথবা শয়তানের আঘাত অথবা শিরার রক্ত যা ফেটে গেছে।

٨١٩(٥٧)- حدثنا ابو صالح عبد الرحمن بن سعيد ثنا ابو مسعودّ ح وحدثنا ابن مبشر ثنا احمد ابن سنان قالا نا ابو اسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن سليمان بن يسار عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ سَاَلَتْ امْرَاَةُ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَتْ انِّىْ امْرَاَةٌ اُسْتَحَاضُ فَلاَ اَطْهُرُ فَاَدَعُ الصَّلاَةَ فَقَالَ لاَ وَلكِنْ دَعِىْ قَدْرَ الاَيَّامَ وَاللَّيَالِىَ الَّتِىْ كُنْتِ تَحِيْضِيْنَ فِيْهَا ثُمَّ اغْتَسِلِىْ وَاسْتَثْفِرِىْ وَصَلِّىْ .

৮১৯(৫৭)। আবু সালেহ আবদুর রহমান ইবনে সাঈদ (র)... উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মহিলা নবী ﷺ-কে জিজ্ঞেস করে বলেন, আমি রক্তপ্রদরের রোগিনী, কখনও পাক হই না। আমি কি নামায ছেড়ে দিবো? তিনি বলেন : না, বরং তোমার মাসিক ঋতুর কয়দিন পরিমাণ নামায ছেড়ে দিবে, অতঃপর গোসল করে পট্টি বেঁধে নামায পড়বে।

٨٢٠(٥٨)- حدثنا على بن عبد الله بن مبشر نا احمد بن سنان نا عبد الرحمن بن مهدى عن صخر بن جويرية عن نافع عن سليمان بن يسار انه حدثه رجل عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّ امْرَاَةً كَانَتْ تُهْرَاقُ دَمًا لاَ يَفْتُرُ عَنْهَا فَسَاَلَتْ أُمُّ سَلَمَةَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لِتَنْظُرْ عَدَدَ الاَيَّامَ وَاللَّيَالِيَ الَّتِىْ كَانَتْ تَحِيْضُ قَبْلَ ذَالِكَ وَعَدَدَهُنَّ فَلْتَتْرُكِ الصَّلاَةَ قَدْرَ ذَالِكَ ثُمَّ اِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْتَغْتَسِلْ وَتَسْتَثْفِرْ بِثَوْبٍ وَتُصَلِّىْ .

৮২০(৫৮)। আলী ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুবাশ্‌শির (র)... নবী ﷺ-এর স্ত্রী উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। এক মহিলার রক্তক্ষরণ হতো, কখনও বন্ধ হতো না। উম্মে সালামা (রা) নবী ﷺ-এর নিকট জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন : সে যেন তার ইতিপূর্বের মাসিক ঋতুর সময়সীমা মাফিক তার মাসিক ঋতুর কয়দিন-রাত পরিমাণ সময় অপেক্ষা করে। সেই কয়দিন সে নামায ছেড়ে দিবে, অতঃপর নামাযের ওয়াক্ত হলে গোসল করবে এবং লজ্জাস্থানে কাপড়ের পট্টি বেঁধে নামায পড়বে।

٨٢١(٥٩)- حدثنا محمد بن عبد الله بن ابراهيم نا محمد بن سليمان بن الحارث الواسطى نا عمرو ابن عون انا حسان بن ابراهيم الكرمانى انا عبد الملك عن العلاء قَالَ سَمِعْتُ مَكْحُولاً يَقُوْلُ عَنْ اَبِىْ أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَ يَكُوْنُ الْحَيْضُ لِلْجَارِيَةِ وَالثَّيِّبِ الَّذِىْ قَدْ أُيِسَتْ مِنَ الْحَيْضِ اَقَلُّ مِنْ ثَلاَثَةِ اَيَّامٍ وَلاَ اَكْثَرُ مِنْ عَشْرَةِ اَيَّامٍ فَاِذَا رَاَتِ الدَّمَ فَوْقَ عَشْرَةَ اَيَّامٍ فَهِىَ مُسْتَحَاضَةٌ فَمَا زَادَ عَلَى اَيَّامٍ اَقْرَائِهَا قَضَتْ وَدَمُ الْحَيْضِ اَسْوَدُ خَائِرٌ تَعْلُوْهُ حُمْرَةٌ وَدَمُ الْمُسْتَحَاضَةِ اَصْفَرُ رَقِيْقٌ فَاِنْ غَلَبَهَا فَلْتَحْتَشِىْ كُرْسُفًا فَاِنْ غَلَبَهَا فَتَعْلِيْهَا بِأُخْرى فَاِنْ بَلَغَهَا فِى الصَّلاَةِ فَلاَ تَقْطَعُ الصَّلاَةَ وَاِنْ قَطَرَ . لاَ يَثْبُتُ عبد الملك والعلاء ضعيفان ومكحول لا يثبت سماعه .

৮২১(৫৯)। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ইবরাহীম (র)... আবু উমামা আল-বাহিলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যুবতী এবং (বার্ধক্য বা অন্য কোন কারণে) যার হায়েয হওয়ার আশা নাই, তাদের হায়েযের মেয়াদ তিন দিনের কম এবং দশ দিনের বেশী হতে পারে না। দশ দিনের পরও রক্ত দেখলে সে রক্তপ্রদরের রোগিনী। অতএব তার মাসিক ঋতুর মেয়াদান্তে রক্তস্রাব হলে

নামায পড়বে। হায়েযের রক্তের রং কালো, ঘন এবং উপরিভাগে লাল রং ভেসে থাকে। আর ইস্তিহাযার রক্ত পাতলা পীত বর্ণ। তা প্রবল হলে (বেশী হলে) তুলা ব্যবহার করবে, আরো প্রবল হলে অন্য জিনিস দ্বারা (যেমন পট্টি বেঁধে) বন্ধ করবে এবং তা নামাযের মধ্যে প্রবল হলে নামায ছেড়ে দিবে না, এমনকি রক্তের ফোটা পতিত হলেও। এই হাদীস প্রমাণিত নয়। আবদুল মালেক এবং আল-আলা উভয়ে হাদীসশাস্ত্রে দুর্বল। আবু উমামা (রা) থেকে এই হাদীস মাকহূল (র)-এর শ্রবণ করা প্রমাণিত নয়।

٨٢٢(٦٠)- حدثنا ابو عمرو عثمان بن احمد بن السماك ثنا ابراهيم بن الهيثم البلدى ثنا ابراهيم ابن مهدى المصيصى ثنا حسان بن ابراهيم الكرمانى ثنا عبد الملك سمعت العلاء قال سمعت مكحولا يحدث عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَقَلُّ مَا يَكُوْنُ مِنَ الْمَحِيْضِ لِلْجَارِيَةِ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ ثَلاَثٌ وَاَكْثَرُ مَا يَكُوْنُ مِنَ الْمَحِيْضِ عَشْرَةُ اَيَّامٍ فَاِذَا رَاَتِ الدَّمَ اَكْثَرَ مِنْ عَشْرَةِ اَيَّامٍ فَهِىَ مُسْتَحَاضَةٌ تَقْضِىْ مَا زَادَ عَلى اَيَّامِ اَقْرَائِهَا وَدَمُ الْحَيْضِ لاَ يَكُوْنُ الاَّ دَمًا اَسْوَدَ عَبِيْطًا تَعْلُوْهُ حُمْرَةٌ وَدَمُ الْمُسْتَحَاضَةِ رَقِيْقٌ تَعْلُوْهُ صُفْرَةٌ فَاِنْ كَثُرَ عَلَيْهَا فِى الصَّلاَةِ فَلْتَحْتَشِىْ كُرْسُفًا فَاِنْ ظَهَرَ الدَّمُ عَلَّتْهَا بِأُخْرى فَاِنْ هُوَ غَلَبَهَا فِى الصَّلاَةِ فَلاَ تَقْطَعُ الصَّلاَةَ وَاِنْ قَطَرَ وَيَاْتِيْهَا زَوْجُهَا وَتَصُوْمُ . وعبد الملك هذا رجل مجهول والعلاء هو ابن كثير وهو ضعيف الحديث ومكحول لم يسمع من ابى امامة شيئا .

৮২২(৬০)। আবু আমর উসমান ইবনে আহ্‌মাদ ইবনুস সিমাক (র)... আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : বিবাহিতা, অবিবাহিতা ও যুবতী মহিলার হায়েযের সর্বনিম্ন মেয়াদ তিন দিন এবং সর্বোচ্চ মেয়াদ দশ দিন। কেউ দশ দিনের বেশী রক্ত দেখলে সে রক্তপ্রদরের রোগিনী। সে তার মাসিক ঋতুর স্বাভাবিক মেয়াদের (পরও রক্ত দেখলে) নামায পড়বে। হায়েযের রক্ত কেবল গাড় কালো যার উপর লাল রং ভেসে উঠে। ইস্তিহাযার রক্ত পাতলা যার উপর পীত রং ভেসে উঠে। নামাযের মধ্যে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ হলে সে তুলা ব্যবহার করবে, এরপরও রক্ত প্রকাশ পেলে অন্য জিনিস ব্যবহার করবে। রক্ত নামাযের মধ্যে প্রবল (বেশী ক্ষরণ) হলে, নামায ছেড়ে দিবে-না, এমনকি রক্তের ফোটা পতিত হলেও। তার স্বামী তার সঙ্গে সহবাস করতে পারবে এবং সে রোযা রাখবে (তাবারানী)। এই আবদুল মালেক অজ্ঞাত ব্যক্তি। আল-আলা হলেন কাছীরের পুত্র। তিনিও হাদীসশাস্ত্রে দুর্বল। আর মাকহূল (র) আবু উমামা (রা) থেকে কোন কিছু শ্রবণ করেননি।

٨٢٣(٦١)- حدثنا ابو حامد محمد بن هارون نا محمد بن احمد بن انس الشامى ثنا حماد بن المنهال البصرى عن محمد بن راشد عن مكحول عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الاَسْقَعِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَقَلُّ الْحَيْضِ ثَلاَثَةُ اَيَّامٍ وَاَكْثَرُهُ عَشْرَةُ اَيَّامٍ . ابن منهال مجهول ومحمد بن احمد بن انس ضعيف .

৮২৩(৬১)। আবু হামেদ মুহাম্মাদ ইবনে হারূন (র)... ওয়াসিলা ইবনুল আসকা' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : হায়েযের সর্বনিম্ন মেয়াদ তিন দিন এবং সর্বোচ্চ মেয়াদ দশ দিন। ইবনে মিনহাল অজ্ঞাত ব্যক্তি এবং মুহাম্মাদ ইবনে আহ্‌মাদ ইবনে আনাস হাদীসশাস্ত্রে দুর্বল।

٨٢٤(٦٢)- حدثنا عبد اللّٰه بن محمد بن عبد العزيز نا قطن بن نسير الغبرى نا جعفر بن سليمان نا ابن جريج عن ابى الزبير عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الاَنْصَارِىِّ اَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ سَاَلَتِ النَّبِىَّ ﷺ عَنِ الْمَرْاَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ قَالَ تَعُدُّ اَيَّامَ اَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ فِىْ كُلِّ يَوْمٍ عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ وَتُصَلِّىْ . تفرد به جعفر بن سليمان ولا يصح عن ابن جريج عن ابى الزبير وهم فيه وانما هى فاطمة بنت ابى حبيش .

৮২৪(৬২)। আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল আযীয (র)... জাবের ইবনে আবদুল্লাহ আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। ফাতেমা বিনতে কায়েস (রা) নবী ﷺ-এর নিকট রক্তপ্রদরের রোগিনীর (বিধান) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, সে কি করবে? তিনি বলেন : সে তার মাসিক ঋতুর কয়দিন গণনা করবে। (মেয়াদশেষে) সে প্রতিদিন প্রতি ওয়াক্তে পবিত্র হওয়ার জন্য গোসল করবে এবং নামায পড়বে। এই হাদীস কেবল জাফর ইবনে সুলায়মানই বর্ণনা করেছেন। এই হাদীস ইবনে জুরাইজ-আবুয যুবায়ের (র) সূত্রে সহীহ নয়। তিনি সন্দেহের শিকার হয়েছেন। আসলে তিনি ফাতেমা বিনতে আবু হুবায়েশ (রা)।

٨٢٥(٦٣)-حدثنا محمد بن عبد اللّٰه بن احمد بن عتاب ثنا محمد بن شاذان ثنا زكريا بن عدى ثنا ابن المبارك عن يعقوب بن القعقاع عن مطر عن عطاء عَنْ عَائِشَةَ فِى الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ قَالَتْ اَلْحَامِلُ لاَ تَحِيْضُ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّىْ .

৮২৫(৬৩)। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আহ্‌মাদ ইবনে আত্তাব (র)... আয়েশা (রা) থেকে গর্ভবতী মহিলা সম্পর্কে বর্ণিত যে, সে গর্ভাবস্থায় রক্ত দেখেছে। তিনি বলেন, গর্ভবতী মহিলার হায়েয হয় না। সে গোসল করে নামায পড়বে।

٨٢٦(٦٤)- حدثنا عثمان بن احمد بن الدقاق نا يحى بن ابى طالب ثنا عبد الوهاب انا هشام ابن حسان عن حفصة عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ اَنَّهَا قَالَتْ كُنَّا لاَ نَرَى التَّرِيَّةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا وَهِيَ الصُّفْرَةُ وَالْكُدْرَةُ .

৮২৬(৬৪)। উসমান ইবনে আহ্‌মাদ ইবনুদ দাক্‌কাক (র)... উম্মে আতিয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা (হায়েয থেকে গোসল করে) পবিত্র হওয়ার পর কোন কিছু (পীত অথবা ঘোলা রং-এর রক্ত) দেখলে তাকে কিছু (হায়েয) মনে করতাম না এবং তা হলো পীত ও মেটে বর্ণের রক্ত।

٨٢٧(٦٥)- وحدثنا محمد بن مخلد ثنا محمد بن اسماعيل الحسانى ثنا وكيع عن سفيان عن غيلان بن جامع المحاربى عن عبد الملك بن ميسرة الزراد عن الشعبى عن قمير امراة مسروق عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا كَرِهَتْ اَنْ يُّجَامِعَ الْمُسْتَحَاضَةَ زَوْجُهَا .

৮২৭(৬৫)। মুহাম্মাদ ইবনে মাখলাদ (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ইস্তিহাযার রোগিনীর সঙ্গে তার স্বামীর সহবাস করা অপছন্দ করতেন না।

٨٢٨(٦٦)- ثنا يزداد بن عبد الرحمن ثنا ابو سعيد الاشج ثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربى عن سلام بن سلم عن حميد عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ ﷺ وَقْتُ النِّفَاسِ اَرْبَعُوْنَ يَوْمًا اِلاَّ اَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذَالِكَ . لم يروه عن حميد غير سلاَّم هذا وهو سلاَّم الطويل وهو ضعيف الحديث .

৮২৮(৬৬)। ইয়াযদাদ ইবনে আবদুর রহমান (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : নিফাসের (সন্তান প্রসবের পরের রক্তস্রাব) মেয়াদ চল্লিশ দিন। তবে সে যদি তার পূর্বেই

পবিত্রতা দেখতে পায় (তাহলে গোসল করে নামায পড়বে)। এই সাল্লাম ব্যতীত অন্য কেউ হাদীসটি হুমায়েদ (র) থেকে বর্ণনা করেননি। তিনি হলেন সাল্লাম আত-তাবীল এবং তিনি হাদীসশাস্ত্রে দুর্বল।

٨٢٩(٦٧)- حدثنا يزداد بن عبد الرحمن ثنا ابو سعيد الاشج ثنا حفص بن غياث عن اشعث عن الحسن عَنْ عُثْمَانَ بْنِ اَبِى الْعَاصِ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ لِنِسَائِه لاَ تَشُوْفَنَّ لِىْ دُوْنَ الاَرْبَعِيْنَ وَلاَ تَجَاوَزْنَ الاَرْبَعِيْنَ يَعْنِىْ فِى النِّفَاسِ .

৮২৯(৬৭)। ইয়াযদাদ ইবনে আবদুর রহমান (র)... উসমান ইবনে আবুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তার স্ত্রীগণকে বলতেন, তোমরা চল্লিশ দিন পূর্বে আমার জন্য সাজগোজ করবে না এবং চল্লিশ দিন অতিক্রমও করবে না, অর্থাৎ নেফাস সম্পর্কে।

٨٣٠(٦٨)- حدثنا الحسين بن اسماعيل ثنا يوسف بن موسى ثنا عمر بن هارون البلخى عن ابى بكر الهذلى عن الحسن عَنْ اِمْرَاَةِ عُثْمَانَ بْنِ اَبِى الْعَاصِ اَنَّهَا لَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَزَيَّنَتْ فَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ اَبِى الْعَاصِ اَلَمْ اُخْبِرْكِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَنَا اَنْ نَعْتَزِلَ النُّفَسَاءَ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً . رفعه عمر بن هارون عنه وخالفه وكيع .

৮৩০(৬৮)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... উসমান ইবনে আবুল আস (রা) -এর স্ত্রী থেকে বর্ণিত। তিনি নিফাসগ্রস্ত অবস্থায় সাজগোজ করলে উসমান ইবনে আবুল আস (রা) বলেন, আমি কি তোমাকে অবহিত করিনি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিফাসগ্রস্ত স্ত্রীদের থেকে চল্লিশ দিন দূরে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন? এই হাদীস উমার ইবনে হারূন তার থেকে মারফূরূপে বর্ণনা করেছেন এবং ওয়াকী' (র) তার বিপরীত বর্ণনা করেছেন।

٨٣١(٦٩)- حدثنا ابن مخلد حدثنا الحسانى ثنا وكيع ثنا ابو بكر الهذلى عن الحسن عَنْ عُثْمَانَ ابْنِ اَبِى الْعَاصِ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ لِنِسَائِه اِذَا نَفِسَتْ اِمْرَاَةٌ مِنْكُنَّ فَلاَ تَقْرَبِنِىْ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا اِلاَّ اَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذَالِكَ . وكذالك رواه اشعث بن سوار ويونس بن عبيد وهشام وختلف عن هشام ومبارك بن فضالة رووه عن الحسن عن عثمان بن ابى العاص موقوفًا وكذلك روى عن عمر وابن عباس وانس بن مالك وغيرهم من قولهم .

৮৩১(৬৯)। ইবনে মাখলাদ (র)... উসমান ইবনে আবুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তার স্ত্রীদেরকে বলতেন, তোমাদের কেউ নিফাসগ্রস্ত হলে সে যেন চল্লিশ দিন পর্যন্ত আমার নিকট না আসে। তবে সে যদি তার পূর্বেই পবিত্রতা দেখে (তাহলে ভিন্ন কথা)। এই হাদীস আশ'আছ ইবনে সাওয়ার, ইউনুস ইবনে উবায়েদ ও হিশাম (র) পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে হিশাম ও মুবারক ইবনে ফাদালা থেকে বর্ণনায় মতভেদ হয়েছে। তারা এই হাদীস আল-হাসান-উসমান ইবনে আবুল আস (রা) সূত্রে মাওকূফরূপে বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে এটি উমার, ইবনে আব্বাস ও আনাস ইবনে মালেক (রা) প্রমুখ সূত্রে তাদের উক্তি হিসেবে বর্ণিত হয়েছে।

٨٣٢(٧٠)- حدثنا احمد بن محمد بن سعيد ثنا ابو شيبة ثنا ابو بلال ثنا ابو شهاب عن هشام بن حسان عن الحسن عَنْ عُثْمَانَ بْنِ اَبِى الْعَاصِ قَالَ وَقَّتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِلْنُفَسَاءِ فِىْ نِفَاسِهِنَّ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا .

৮৩২(৭০)। আহ্‌মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে সাঈদ (র)... উসমান ইবনে আবুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিফাসগ্রস্ত নারীদের জন্য তাদের নিফাসের মেয়াদ চল্লিশ দিন নির্ধারণ করেছেন।

٨٣٣(٧١)- حدثنا احمد بن محمد حدثنا ابو شيبة ثنا ابو بلال ثنا حبان عن عطاء عن عبد الله بن ابى مليكة عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ . اَبو بلال الاشعرى هذا ضعيف وعطاء هو ابن عجلان متروك الحديث .

৮৩৩(৭১)। আহ্‌মাদ ইবনে মুহাম্মাদ (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। এই আবু বিলাল আল-আশ'আরী হাদীসশাস্ত্রে দুর্বল। আর আতা হলেন আজলানের পুত্র এবং তিনি প্রত্যাখ্যাত রাবী।

٨٣٤(٧٢)- ثنا عبد الباقى بن قانع نا موسى بن زكريا ثنا عمرو بن الحصين ثنا محمد بن عبد الله علاثة عن عبدة بن ابى لبابة عن عبد الله بن باباه عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَنْتَظِرُ النُّفَسَاءُ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً فَاِنْ رَاَتِ الطُّهْرَ قَبْلَ ذَالِكَ فَهِىَ طَاهِرٌ وَاِنْ

جَاوَزَتِ الأَرْبَعِيْنَ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّيْ فَانْ غَلَبَهَا الدَّمُ تَوَضَّأَتْ لِكُلِّ صَلاَةٍ . عمرو بن الحصين وابن علاثة ضعيفان متروكان .

৮৩৪(৭২। আবদুল বাকী ইবনে কানে' (র)... আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : নিফাসগ্রস্ত নারী চল্লিশ দিন অপেক্ষা করবে (নামায পড়বে না)। যদি সে তৎপূর্বেই পবিত্রতা (রক্তক্ষরণ বন্ধ) দেখে তাহলে সে পবিত্র। আর যদি চল্লিশ দিন অতিক্রম করে (তারপরও রক্তক্ষরণ হয়) তাহলে সে রক্তপ্রদর রোগিনীর স্থানীয়। সে গোসল করে নামায পড়বে। রক্ত প্রবল হলে সে প্রতি ওয়াক্ত নামাযের জন্য উযু করবে। আমর ইবনুল হুসাইন ও ইবনে উলাসা হাদীসশাস্ত্রে দুর্বল, প্রত্যাখ্যাত রাবী।

٨٣٥(٧٣)- حدثنا عثمان بن احمد الدقاق نا يحى بن ابى طالب ثنا عبد الوهاب ثنا هشام بن حسان عن الجلد بن ايوب ح وحدثنا دعلج بن احمد نا موسى بن هارون نا ابن اخى جويرية حدثنا مهدى بن ميمون عن الجلد بن ايوب عن ابى اياس معاوية بن قرة عَنْ عَائذِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ امْرَاَتَهُ نَفِسَتْ وَاَنَّهَا رَاَتِ الطُّهْرَ بَعْدَ عِشْرِيْنَ لَيْلَةً فَتَطَهَّرَتْ ثُمَّ اَتَتْ فِرَاشَهُ فَقَالَ مَا شَأْنُكِ قَالَتْ قَدْ طَهَرْتُ قَالَ فَضَرَبَهَا بِرِجْلِهِ وَقَالَ اِلَيْكِ عَنِّيْ فَلَسْتِ بِالَّذِيْ تَغْزِبِيْنِيْ عَنْ دِيْنِيْ حَتّٰى تَمْضِيْ لَكِ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً . وقال هشام فى حديثه عن عائذ ابن عمرو وكان ممن بايع رسول الله ﷺ تحت الشجرة ولم يروه عن معاوية بن قرة غير الجلد بن ايوب وهو ضعيف .

৮৩৫(৭৩)। উসমান ইবনে আহ্‌মাদ আদ-দাক্‌কাক (র)... আয়েয ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তার স্ত্রী নিফাসগ্রস্ত হলো এবং সে বিশ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর পবিত্রতা (রক্তক্ষরণ বন্ধ) দেখলো এবং সে পবিত্র হয়ে গেলো, অতঃপর তার (স্বামীর) বিছানায় এলো। তিনি বলেন, তোমার কি অবস্থা? সে বললো, আমি পবিত্র হয়েছি। রাবী বলেন, তিনি তাকে নিজের পা দ্বারা আঘাত করে বললেন, আমার থেকে দূরে সরে যাও। তুমি আমাকে আমার দীন থেকে থেকে দূরে সরাতে পারবে না, তোমার চল্লিশ দিন অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত। হিশাম (র) তার হাদীসে আয়েয ইবনে আমর (রা) সূত্রে বলেন, যারা গাছের নিচে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাতে বাইআত গ্রহণ করেছিলেন তিনি তাদের একজন। এই হাদীস মু'আবিয়া

ইবনে কুররা (র) থেকে আল-জালাদ ইবনে আইউব ব্যতীত অন্য কেউ বর্ণনা করেননি এবং তিনি হাদীসশাস্ত্রে দুর্বল।

٨٣٦(٧٤)- حدثنا محمد بن مخلد ثنا محمد بن اسماعيل ثنا وكيع نا اسرائيل عن جابر عن عبد الله بن يسار عن سعيد بن المسيب عَنْ عُمَرَ قَالَ تَجْلِسُ النُّفَسَاءُ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا . وعن جابر عن سليمان البصرى عن انس بن مالك مِثْلَهُ .

৮৩৬(৭৪)। মুহাম্মাদ ইবনে মাখলাদ (র)... উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিফাসগ্রস্ত মহিলা চল্লিশ দিন অপেক্ষা করবে (নামায পড়বে না)। জাবের-সুলায়মান আল-বাসরী-আনাস ইবনে মালেক (রা) সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٨٣٧(٧٥)- حدثنا ابو سهل بن زياد ثنا ابو اسماعيل الترمذى حدثنا عبد السلام بن محمد الحمصى ولقبه سليم ثنا بقية بن الوليد انا على بن الاسود عن عبادة بن نسى عن عبد الرحمن ابن غنم عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا مَضَى لِلنُّفَسَاءِ سَبْعٌ ثُمَّ رَاَتِ الطُّهْرَ فَلْتَغْتَسِلْ وَلْتُصَلِّ. قال سليم فلقيت على بن على فحدثنى عن الاسود عن عبادة ابن نسى عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل عن النبى ﷺ مِثْلَهُ الاسود هو ابن ثعلبة شامى .

৮৩৭(৭৫)। আবু সাহ্‌ল ইবনে যিয়াদ (র)... মু'আয ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : নিফাসগ্রস্ত নারী সাত দিন অতিবাহিত হওয়ার পর পবিত্রতা (রক্তক্ষরণ বন্ধ) দেখলে সে যেন গোসল করে এবং নামায পড়ে। সুলায়েম (র) বলেন, আমি আলী ইবনে আলী (র)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করলে তিনি আমাকে আল-আসওয়াদ-উবাদা ইবনে নুসাঈ-আবদুর রহমান ইবনে গান্‌ম-মু'আয ইবনে জাবাল (রা)-নবী ﷺ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। আল-আসওয়াদ (র) হলেন সা'লাবার পুত্র, তিনি সিরিয়ার অধিবাসী।

٨٣٨(٧٦)- حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ثنا جدى نا ابو بدر ح وحدثنا الحسين بن اسماعيل نا يعقوب بن ابراهيم ثنا شجاع بن الوليد عن على بن عبد الاعلى

عن ابى سهل عن مسة الازدية عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَتِ النُّفَسَاءُ عَلى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ تَقْعُدُ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا وكُنَّا نَطْلِيْ وُجُوْهَنَا بِالْوَرْسِ مِنَ الْكَلَفِ .

৮৩৮(৭৬)। আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল আযীয (র)... উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিফাসগ্রস্ত নারী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে চল্লিশ দিন পর্যন্ত অপেক্ষারত থাকতো (নামায পড়তো না)। আমরা ওয়ারস ঘাস পিষে তা দিয়ে আমাদের মুখমণ্ডলের দাগ তুলতাম।

٨٣٩(٧٧)- حدثنا الحسين بن اسماعيل ثنا ابراهيم بن هانئ ثنا ابو الوليد وابو غسان قالا نا زهير ابو خيثمة اخبرني علي بن عبد الاعلى ابو الحسن عَنْ اَبِيْ سَهْلٍ مِنْ اَهْلِ الْبَصْرَةِ بِهذَا الاِسْنَادِ نَحْوَهُ وَقَالَ تَقْعُدُ بَعْدَ نِفَاسِهَا وابو سهل هذا هو كثير بن زياد البرساني .

৮৩৯(৭৭)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... বসরানিবাসী আবু সাহ্ল (র) থেকে এই সনদে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে। তিনি বলেন : সে নিফাসের পর (অপেক্ষায়) থাকবে (নামায পড়বে না)। এই আবু সাহল হলেন কাছীর ইবনে যিয়াদ আল-বুরসানী।

٨٤٠(٧٨)- ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قَالَ سُئِلَ اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنِ النُّفَسَاءِ كَمْ تَقْعُدُ اِذَا رَاَتِ الدَّمَ قَالَ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا ثُمَّ تَغْتَسِلُ .

৮৪০(৭৮)। আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল আযীয (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আহ্মাদ ইবনে হাম্বল (র)-এর নিকট নিফাসগ্রস্ত নারী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো এবং আমি তা শুনছিলাম, সে রক্ত দেখলে কত দিন অপেক্ষা করবে (নামায পড়বে না)? তিনি বলেন, চল্লিশ দিন, অতঃপর সে গোসল করবে।

٨٤١(٧٩)- ثنا عبد الله بن ابى داود املاء ثنا اسحاق بن ابراهيم بن زيد ثنا سعد بن الصلت ثنا عطاء بن عجلان عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ مُلَيْكَةَ الْمَكِّيِّ قَالَ سُئِلَتْ عَائِشَةُ عَنِ النُّفَسَاءِ فَقَالَتْ سُئِلَ ﷺ عَنْ ذَالِكَ فَاَمَرَهَا اَنْ تَمْسُكَ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ثُمَّ تَغْتَسِلُ ثُمَّ تَتَطَهَّرُ فَتُصَلِّيْ . عطاء متروك الحديث .

৮৪১(৭৯)। আবদুল্লাহ ইবনে আবু দাউদ (র)... আবদুল্লাহ ইবনে আবু মুলায়কা আল-মাক্কী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা (রা)-এর নিকট নিফাসগ্রস্ত নারী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এই প্রসংগে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি তাকে চল্লিশ দিন অপেক্ষমাণ থাকার (নামায ছেড়ে দেয়ার) নির্দেশ দেন, অতঃপর সে গোসল করে পবিত্র হবে এবং নামায পড়বে। আতা (র) হাদীসশাস্ত্রে পরিত্যক্ত।

٨٤٢(٨٠)- حدثنا عمر بن الحسن بن على ثنا يحى بن اسماعيل الجريرى حدثنا الحسين بن اسماعيل حدثنا عبد الرحمن بن محمد العرزمى عن ابيه عن الحكم بن عتيبة عن مسة عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهَا سَاَلَتْهُ كَمْ تَجْلِسُ الْمَرْاَةُ اِذَا وَلَدَتْ قَالَ تَجْلِسُ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا اِلاَّ اَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذَالِكَ .

৮৪২(৮০)। উমার ইবনুল হাসান ইবনে আলী (র)... উম্মে সালামা (রা) থেকে নবী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কোন মহিলা সন্তান প্রসব করার পর কতো দিন অপেক্ষারত থাকবে (নামায পড়বে না)? তিনি বলেন : চল্লিশ দিন। তবে সে যদি তার পূর্বে পবিত্রতা দেখে (রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়ে যায়) তাহলে নামায পড়বে।

٨٤٣(٨١)- حدثنا محمد بن مخلد ثنا محمد بن اسماعيل الحسانى ثنا وكيع ثنا اسرائيل عن عمر ابن يعلى الثقفى عن عرفجة السلمى عَنْ عَلِيٍّ قَالَ لاَ يَحِلُّ لِلنُّفَسَاءِ اِذَا رَاَتِ الطُّهْرَ اِلاَّ اَنْ تُصَلِّيْ .

৮৪৩(৮১)। মুহাম্মাদ ইবনে মাখলাদ (র)... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিফাসগ্রস্ত নারী পবিত্রতা দেখলে তার জন্য নামায পড়া ব্যতীত অন্য কিছু হালাল হবে না।

٢-بَابُ مَا يَلْزِمُ الْمَرْاَةُ مِنَ الصَّلاَةِ اِذَا طَهُرَتْ مِنَ الْحَيْضِ

২-অনুচ্ছেদ : কোন মহিলা হায়েয থেকে পবিত্র হলে নামায পড়া অত্যাবশ্যক।

٨٤٤(١)- نا يعقوب بن ابراهيم البزاز نا الحسن بن عرفة نا عباد بن العوام عن محمد بن سعيد انا عبادة بن نسى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ غَنْمٍ اَخْبَرَهُ قَالَ سَاَلْتُ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ عَنِ

الْحَائِضِ تَطَهَّرُ قَبْلَ غُرُوْبِ الشَّمْسِ بِقَلِيْلٍ قَالَ تُصَلِّى الْعَصْرَ قُلْتُ قَبْلَ ذِهَابِ السُّفُقِ قَالَ تُصَلِّى الْمَغْرِبَ قُلْتُ قَبْلَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ قَالَ تُصَلِّى الْعِشَاءَ قُلْتُ فَقَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ قَالَ تُصَلِّى الصُّبْحَ هكَذَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَأْمُرُنَا اَنْ نُعَلِّمَ نِسَاءَنَا . لم يروه غير محمد بن سعيد وهو متروك الحديث

৮৪৪(১)। ইয়া'কূব ইবনে ইবরাহীম আল-বায্‌যায (র)... আবদুর রহমান ইবনে গান্‌ম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মু'আয ইবনে জাবাল (রা)-এর নিকট সূর্য অস্তমিত হওয়ার সামান্য পূর্বে ঋতুবতী মহিলার পবিত্র হওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, সে আসরের নামায পড়বে। আমি বললাম, শাফাক অন্তর্হিত হওয়ার পূর্বে হলে সে কি করবে? তিনি বলেন, সে মাগরিবের নামায পড়বে। আমি বললাম, ফজরের ওয়াক্ত হওয়ার পূর্বে হলে? তিনি বলেন, সে এশার নামায পড়বে। আমি বললাম, সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বে হলে? তিনি বলেন, সে ফজরের নামায পড়বে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নির্দেশ দিতেন, আমরা যেন আমাদের মহিলাদের শিক্ষাদান করি। এই হাদীস মুহাম্মাদ ইবনে সাঈদ (র) ব্যতীত অন্য কেউ বর্ণনা করেননি। তিনি হাদীসশাস্ত্রে পরিত্যক্ত।

٣-بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ مَعَ خُرُوْجِ الدَّمِ السَّائِلِ مِنَ الْبَدَنِ

৩-অনুচ্ছেদ : শরীর থেকে প্রবহমান রক্ত নির্গত হওয়া সত্ত্বেও নামায পড়া জায়েয।

٨٤٥(١)- وحدثنا محمد بن القاسم بن زكريا المحاربى بالكوفة ثنا ابو كريب وحدثنا الحسين ابن اسماعيل ثنا احمد بن عبد الجبار الكوفى قالا ثنا يونس بن بكير عن ابن اسحاق حدثنى صدقة بن يسار عن عقيل بن جابر عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ فَاَصَابَ رَجُلٌ امْرَاَةً مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَافِلاً اَتى زَوْجُهَا وكَانَ غَائِبًا فَلَمَّا اُخْبِرَ الْخَبْرَ حَلَفَ اَنَّهُ لاَ يَنْتَهِىْ حَتّى يُهْرِيْقَ دَمًا فِىْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَخَرَجَ يَتْبَعُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كُلَّمَا نَزَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْزِلاً وَقَالَ الْقَاضِىْ فَلَمَّا نَزَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْزِلاً قَالَ مَنْ رَجُلٌ يَكْلَؤُنَا لَيْلَتَنَا هذه قَالَ فَيَبْتَدِرُ رَجُلٌ مِّنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَرَجُلٌ مِّنَ الاَنْصَارِ فَقَالَ كُوْنَا بِفَمِ الشِّعْبِ فَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

وَاَصْحَابُهُ قَدْ نَزَلُوا الشِّعْبَ مِنَ الْوَادِيْ فَلَمَّا خَرَجَ الرَّجُلاَنِ اِلى فَمِ الشِّعْبِ قَالَ الاَنْصَارِيُّ لِلْمُهَاجِرِيِّ اَيُّ اللَّيْلِ تُحِبُّ اَنْ اَكْفِيْكَ اَوَّلَهُ اَوْ اٰخِرَهُ قَالَ بَلْ اَكْفِنِيْ اَوَّلَهُ قَالَ فَاضْطَجَعَ الْمُهَاجِرِيُّ فَنَامَ وَقَامَ الاَنْصَارِيُّ يُصَلِّيْ وَاَتَى الرَّجُلُ فَلَمَّا رَاى شَخْصَ الرَّجُلِ عَرَفَ اَنَّهُ رَبِيْئَةُ الْقَوْمِ فَرَمَاهُ بِسَهْمٍ فَوَضَعَهُ فِيْهِ فَانْتَزَعَهُ فَوَضَعَهُ وَثَبَتَ قَائِمًا ثُمَّ رَمَاهُ بِسَهْمٍ اٰخَرَ فَوَضَعَهُ فِيْهِ فَانْتَزَعَهُ فَوَضَعَهُ وَثَبَتَ قَائِمًا ثُمَّ عَادَ لَهُ بِالثَّالِثِ فَوَضَعَهُ فِيْهِ فَنَزَعَهُ فَوَضَعَهُ ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ ثُمَّ اَهَبَ صَاحِبَهُ فَقَالَ لَهُ اِجْلِسْ فَقَدْ اُثْبِتُّ فَوَثَبَ فَلَمَّا رَاٰهُمَا الرَّجُلُ عَرَفَ اَنْ قَدْ نَذِرُوْا بِهِ فَهَرَبَ فَلَمَّا رَاَى الْمُهَاجِرِيُّ مَا بِالاَنْصَارِيِّ مِنَ الدِّمَاءِ قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ اَفَلاَ اَهْبَبْتَنِيْ وَقَالَ اَبُوْ كُرَيْبٍ اَفَلاَ اَنْبَهْتَنِيْ اَوَّلَ مَا رَمَاكَ قَالَ كُنْتُ فِيْ سُوْرَةٍ اَقْرَأُهَا فَلَمْ اُحِبَّ اَنْ اَقْطَعَهَا حَتّٰى اَنْفُدَهَا فَلَمَّا تَابَعَ عَلَيَّ الرَّمْيَ رَكَعْتُ فَاٰذَنْتُكَ وَاَيْمُ اللّٰهِ لَوْ لاَ اَنِّيْ اُضَيِّعُ ثَغْرًا اَمَرَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِحِفْظِهِ لَقَطَعَ نَفْسِيْ قَبْلَ اَنْ اَقْطَعَهَا اَوْ اَنْفُدَهَا .

৮৪৫(১)। মুহাম্মাদ ইবনুল কাসেম ইবনে যাকারিয়া আল-মুহারিবী (র)... জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে জাতুর-রিকা‘ যুদ্ধে রওয়ানা হলাম। (আমাদের) এক ব্যক্তি মুশরিকদের এক নারীকে হত্যা করলো। যুদ্ধশেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ কাফেলাসহ যখন প্রত্যাবর্তন করলেন তখন তার স্বামী এলো। ঘটনাস্থলে সে অনুপস্থিত ছিল। সে ঘটনা অবহিত হয়ে শপথ করে বললো যে, সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীদের কাউকে হত্যা না করা পর্যন্ত ক্ষান্ত হবে না। অতএব সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পদচিহ্ন ধরে রওয়ানা হলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন স্থানে যাত্রাবিরতি করলে বলতেন : কে আছে এই রাতে জাগ্রত থেকে আমাদের পাহারা দিবে? রাবী বলেন, মুহাজিরদের এক ব্যক্তি এবং আনসারদের এক ব্যক্তি দ্রুত এগিয়ে এলেন। তিনি বললেন : তোমরা দু'জন গিরিপথের মুখে পাহারারত থাকো। রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং তাঁর সাহাবীগণ উপত্যকার গিরিপথে অবস্থান করছিলেন। সেই দুই ব্যক্তি গিরিপথের মুখে পৌঁছার পর আনসার ব্যক্তি মুহাজির ব্যক্তিকে বললেন, তুমি রাতের কোন অংশে, প্রথম নাকি শেষে অংশে পাহারা দিবে? তিনি বলেন, বরং তুমি আমাকে রাতের প্রথম অংশে পাহারার দায়িত্ব পালন করতে দাও। রাবী বলেন, মুহাজির ব্যক্তি শুয়ে ঘুমিয়ে গেলেন এবং আনসার ব্যক্তি নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন। এই সুযোগে সেই লোকটি এলো। সে দূর থেকে এক ব্যক্তিকে দেখে বুঝতে পারলো যে, তিনি দলের পাহারাদার। অতএব সে তাকে লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করলো এবং তা

লক্ষ্যস্থলে আঘাত করলো। তিনি তীরটি টেনে খুলে ফেলে নামাযে দণ্ডায়মান থাকলেন। অতঃপর সে তার প্রতি আবার দ্বিতীয় তীর নিক্ষেপ করলো এবং এটিও তার শরীরে বিদ্ধ হলো। কিন্তু তিনি শরীর থেকে তীর টেনে বের করে ফেলে নামাযে দাঁড়িয়ে থাকলেন। অতঃপর সে তার প্রতি তৃতীয় তীর নিক্ষেপ করলো এবং তাও তার শরীরে বিদ্ধ হলো। তিনি তার শরীর থেকে তীর টেনে বের করলেন, অতঃপর রুকূ ও সিজদান্তে নামায শেষ করলেন, তারপর তার সাথীকে জাগ্রত করলেন। তিনি তাকে বললেন, তুমি উঠে বসো, আমি আহত হয়েছি। তিনি তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ালেন। লোকটি তাদের দুইজনকে দেখে বুঝতে পারলো যে, তারা সতর্ক হয়ে গেছে, তখন সে পলায়ন করলো। মুহাজির ব্যক্তি আনসার ব্যক্তির শরীরে রক্ত দেখে বললেন, সুবহানাল্লাহ! তুমি আমাকে কেন ঘুম থেকে জাগ্রত করোনি এবং আবু কুরাইব (র)-এর বর্ণনায় আছে, সে তোমাকে যখন প্রথম তীর নিক্ষেপ করেছিল তখন তুমি আমাকে জাগ্রত করোনি কেন? তিনি বললেন, আমি একটি সূরা পড়ছিলাম, তা খতম করার পূর্বে বিরতি দেয়া পছন্দ করিনি। সে যখন একের পর এক তীর নিক্ষেপ করছিল তখন আমি রাক্‌আত পূর্ণ করে তোমাকে অবহিত করলাম। আল্লাহ্‌র শপথ! যদি আমি শত্রুদের সীমান্তে পাহারারত না থাকতাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে যে পাহারা দেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন, জীবন দিয়ে হলেও সেই সূরাটি পড়ে শেষ করতাম (আবু দাঊদ, নং ১৯৮)।

٨٤٦(٢)- حدثنا الحسين بن اسماعيل القاضى وآخرون قالوا حدثنا عبد الله بن ايوب ثنا ايوب بن سويد نا يونس عن الزهرى عن سليمان بن يسار عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ اَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ صَلّٰى وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ دَمًا .

৮৪৬(২)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল আল-কাযী (র)... আল-মিসওয়ার ইবনে মাখরামা (রা) থেকে বর্ণিত। উমার (রা) নামায পড়লেন এবং তখন তার ক্ষতস্থান দিয়ে রক্ত বের হচ্ছিল।

٨٤٧(٣)- حدثنا القاضى الحسين بن اسماعيل وآخرون قالوا حدثنا عبد الله بن ايوب نا ايوب بن سويد عن ابن شوذب عن ايوب عن ابن ابى مليكة عن المسور بن مخرمة عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ مِثْلَهُ .

৮৪৭(৩)। আল-কাযী আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... উমার (রা) থেকে... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

টীকা : নামাযরত অবস্থায় দেহ থেকে রক্ত নির্গত হলে উযুসহ নামায নষ্ট হবে কিনা এই বিষয়ে ফকীহগণের মতভেদ আছে। হানাফী মাযহাবমতে রক্ত নাপাক, তাই তাতে উযু ও নামায নষ্ট হবে। কিন্তু মালিকী মাযহাবমতে রক্ত পাক। তাই তা নির্গত হলে উযু ও নামায নষ্ট হবে না (অনুবাদক)।

٤-بَابٌ فِيْ بَيَانِ الْعَوْرَةِ وَالْفَخذِ مِنْهَا

4-অনুচ্ছেদ : অবশ্য আবরণীয় অঙ্গ এবং উরুদ্বয় তার অন্তর্ভুক্ত।

٨٤٨(١)- حدثنا يعقوب بن ابراهيم البزاز ثنا بشر بن مطر نا سفيان بن عيينة عن ابى الزناد حدثنى ال جرهد عَنْ جَرْهَدٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِهِ وَهُوَ فِى الْمَسْجِدِ وَعَلَيْهِ بُرْدَةٌ قَدْ انْكَشَفَتْ فَخِذُهُ فَقَالَ اِنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ .

৮৪৮(১)। ইয়া'কূব ইবনে ইবরাহীম আল-বায্‌যায (র)... জারহাদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি একটি চাদর পরিহিত অবস্থায় মসজিদে ছিলেন এবং তার উরু উন্মুক্ত ছিল। নবী ﷺ বলেন : নিশ্চয়ই উরু সতরের (আবরণীয় অঙ্গের) অন্তর্ভুক্ত (আবু দাউদ, তিরমিযী)।

٨٤٩(٢)- نا يعقوب بن ابراهيم البزاز ثنا بشر بن مطر نا سفيان بن عيينة عن ابى النضر عن زرعة بن مسلم عن ابيه عن جدّه عن النبى ﷺ مِثْلَهُ .

৮৪৯(২)। ইয়া'কূব ইবনে ইবরাহীম আল-বায্‌যায (র)... যুর'আ ইবনে মুসলিম (র) থেকে তার পিতা-তার দাদা-নবী ﷺ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

٨٥٠(٣)- حدثنا ابو بكر النيسابورى نا احمد بن منصور بن راشد نا روح بن عبادة ثنا ابن جريج اجبرنى حبيب بن ابى ثابت عن عاصم بن ضمرة عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَكْشِفْ عَنْ فَخِذِكَ فَاِنَّ الْفَخِذَ مِنَ الْعَوْرَةِ .

৮৫০(৩)। আবু বাক্‌র আন-নায়শাপুরী (র)... আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেছেন : তোমার উরু উন্মুক্ত করো না। কেননা তা সতর (আবরণীয় অঙ্গ) -এর অন্তর্ভুক্ত।

٨٥١(٤)- وحدثنا ابو عثمان سعيد بن محمد بن احمد الحناط ثنا عبد الرحمن بن يونس السراج ثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن ابى رواد عن ابن جريج عن حبيب بن ابى ثابت عن عاصم بن ضمرة عَنْ عَلِيٍّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلاَ تَكْشِفْ عَنْ فَخِذِكَ وَلاَ تَنْظُرْ اِلى فَخِذِ حَيٍّ وَلاَ مَيِّتٍ .

৮৫১(৪)। আবু উসমান সাঈদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আহ্‌মাদ আল-হান্নাত (র)... আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেছেন : তোমার উরু উন্মুক্ত করো না এবং তুমি কোন মৃত ব্যক্তির উরু অথবা কোন জীবিত ব্যক্তির উরুর দিকে দৃষ্টিপাত করো না।

٥-بَابُ جَوَازِ الْمَسْحِ عَلَى الْجَبَائِرِ

৫-অনুচ্ছেদ : পট্টির উপর মসেহ করা জায়েয।

٨٥٢(١)- ثنا دعلج بن احمد نا محمد بن على بن زيد الصائغ بمكة حدثنا ابو الوليد وهو خالد ابن يزيد المسكى نا اسحاق بن عبد الله بن محمد بن على بن الحسين بن على بن ابى طالب ثنا الحسن بن زيد عن ابيه عَنْ عَلِيٍّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ قَالَ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْجَبَائِرِ يَكُوْنُ عَلَى الْكَسِيْرِ كَيْفَ يَتَوَضَّأُ صَاحِبُهَا وكَيْفَ يَغْتَسِلُ اِذَا اَجْنَبَ قَالَ يَمْسَحَانِ بِالْمَاءِ عَلَيْهَا فِي الْجَنَابَةِ وَالْوُضُوْءِ قُلْتُ فَاِنْ كَانَ فِيْ بَرْدٍ يَخَافُ عَلى نَفْسِه اِذَا اغْتَسَلَ قَالَ يَمُرُّ عَلى جَسَدِهِ وَقَرَاَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ (وَلاَ تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا) يَتَيَمَّمُ اِذَا خَافَ .

৮৫২(১)। দা'লাজ ইবনে আহ্‌মাদ (র)... আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট ভেঙ্গে যাওয়া আহত স্থানে পট্টি বাঁধা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, সে কিভাবে উযু করবে এবং নাপাক হলে কিভাবে গোসল করবে? তিনি বলেন : উযু ও নাপাকির গোসল উভয় ক্ষেত্রে পানি দিয়ে পট্টির উপর মসেহ করবে। আমি বললাম, যদি প্রচণ্ড ঠাণ্ডা হয় এবং গোসলের বেলায় জীবননাশের

আশংকাবোধ করে? তিনি বলেন : তার শরীরের উপর মসেহ্ করবে। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ নিম্নোক্ত আয়াত পড়েন : "তোমরা নিজেদের হত্যা করো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের উপর দয়াশীল" (সূরা আন-নিসা : ২৯)। আর ক্ষতির আশংকা হলে সে তায়াম্মুম করবে।

٨٥٣(٢)- ثنا دعلج بن احمد نا محمد بن على بن زيد نا ابو الوليد نا اسحاق بن عبد الله نا عبد الرحمن بن ابى الموال عن الحسن بن زيد عن ابيه عَنْ عَلِىٍّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ . ابو الوليد خالد بن يزيد المكى ضعيف .

৮৫৩(২)। দা'লাজ ইবনে আহ্‌মাদ (র)... আলী ইবনে আবু তালিব (রা)-নবী ﷺ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত। আবুল ওয়ালীদ খালিদ ইবনে ইয়াযীদ আল-মাক্কী (র) হাদীসশাস্ত্রে দুর্বল।

٨٥٤(٣)- حدثنا محمد بن اسماعيل الفارسى ثنا اسحاق بن ابراهيم انا عبد الرزاق عن اسرائيل ابن يونس عن عمرو بن خالد عن زيد بن على عن ابيه عن جده عَنْ عَلِىٍّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ قَالَ اِنْكَسَرَ اِحْدٰى زَنَّدِىْ فَسَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَمَرَنِىْ اَنْ اَمْسَحَ عَلَى الْجَبَائِرِ . عمرو بن خالد الواسطى متروك .

৮৫৪(৩)। মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল আল-ফারিসী (র)... আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার একটি কব্জির জোড়া ভেঙ্গে গেলো। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি আমাকে পট্টির উপর মসেহ করার নির্দেশ দেন। আমর ইবনে খালিদ আল-ওয়াসিতী পরিত্যক্ত রাবী।

٨٥٥(٤)- حدثنا اسماعيل بن محمد الصفار نا جعفر بن محمد الوراق ثنا محمد بن ابان بن عمران ثنا سعيد بن سالم نا اسرائيل نا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

৮৫৫(৪)। ইসমাঈল ইবনে মুহাম্মাদ আস-সাফ্‌ফার (র)... আমর ইবনে খালিদ (র) থেকে তার সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে।

بَابُ بَيَانِ الْمَوْضِعِ الَّذِىْ يَجُوْزُ فِيْهِ الصَّلَاةُ وَمَا يَجُوْزُ فِيْهِ مِنَ النِّيَابِ

৬-অনুচ্ছেদ : যে স্থানে নামায পড়া জায়েয এবং যে স্থানে প্রতিনিধিত্ব করা জায়েয।

٨٥٦(١)- حدثنا ابو شيبة عبد العزيز بن جعفر الخوارزمى ثنا الحسن بن عرفة نا ابو

حفص الابار عن ابان بن ابى عياش عن مجاهد عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ فِى الْحَائِطِ تُلْقَى فِيْهِ الْعَذِرَةُ وَالنَّتَنُ قَالَ اِذَا سُقِىَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَصَلِّ فِيْهِ .

৮৫৬(১)। আবু শায়বা আবদুল আযীয ইবনে জা'ফার আল-খাওয়ারিযমী (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বাগানের ময়লা-আবর্জনা ফেলার স্থান সম্পর্কে বলেন : স্থানটি তিনবার পানি দিয়ে পরিষ্কার করলে সেখানে নামায পড়তে পারো।

٨٥٧(٢)- حدثنا محمد بن نوح الجنديسابورى نا هارون بن اسحاق نا ابن فضيل عن ابان عن نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ سُئِلَ عَنْ هذه الْحَيْطَانِ الَّتِىْ تُلْقى فِيْهَا هذه الْعَذِرَاتِ وَهذَا الزِّبَلِ اَيُصَلِّىْ فِيْهَا قَالَ اِذَا سُقِيَتْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَصَلِّ فِيْهَا . ورفع ذلك الى النبى ﷺ اختلفا فى الاسناد والله اعلم .

৮৫৭(২)। মুহাম্মাদ ইবনে নূহ আল-জুনদিসাপুরী (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তার নিকট বাগানের যে স্থানে ময়লা-আবর্জনা ও গোবর ফেলা হয় সেই স্থান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো, সেখানে কি নামায পড়া যাবে? তিনি বলেন, তিনবার পানি ঢেলে ধৌত করলে সেখানে নামায পড়তে পারো। এই হাদীস নবী ﷺ-এর বক্তব্য হিসেবেও বর্ণিত হয়েছে। উভয় সনদে মতানৈক্য আছে। আল্লাহ্ই অধিক জ্ঞাত।

٨٥٨(٣)- حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا محمد بن حميد ثنا على بن مجاهد ثنا رباح النوبى ابو محمد مولى آل الزبير قَالَ سَمِعْتُ اَسْمَاءَ بِنْتَ اَبِىْ بَكْرٍ تَقُوْلُ لِلْحَجَّاجِ اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ اِحْتَجَمَ فَدَفَعَ دَمَهُ اِلى اِبْنِىْ فَشَرِبَهُ فَاَتَاهُ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَاَخْبَرَهُ فَقَالَ مَا صَنَعْتَ قَالَ كَرِهْتُ اَنْ اَصُبَّ دَمَكَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاَ تَمَسُّكَ النَّارُ وَمَسَحَ عَلى رَاْسِهِ وَقَالَ وَيْلٌ لِّلنَّاسِ مِنْكَ وَوَيْلٌ لَّكَ مِنَ النَّاسِ .

৮৫৮(৩)। আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল আযীয (র)... আসমা বিনতে আবু বাক্‌র (রা) হাজ্জাজকে বললেন, নবী ﷺ রক্তমোক্ষণ করালেন। তিনি সেই রক্ত আমার ছেলেকে দিলেন এবং সে তা পান করলো। অতঃপর তাঁর নিকট জিবরাঈল (আ) এসে তাঁকে বিষয়টি অবহিত করলেন। তিনি বলেন : তুমি এ কি করেছো? তিনি বললেন, আমি আপনার রক্ত ফেলে দেয়া অপছন্দ করেছি। নবী ﷺ বললেন : জাহান্নামের আগুন তোমাকে স্পর্শ করবে না এবং তিনি তার মাথা মসেহ করে দিলেন আর বললেন : লোকেরা তোমার সম্পর্কে সতর্ক থাকুক এবং তুমিও লোকদের সম্পর্কে সতর্ক থাকো।

٨٥٨(٣)- حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا محمد بن حميد ثنا على بن مجاهد ثنا رباح النوبى ابو محمد مولى آل الزبير قَالَ سَمِعْتُ اَسْمَاءَ بِنْتَ اَبِىْ بَكْرٍ تَقُوْلُ لِلْحَجَّاجِ اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ اِحْتَجَمَ فَدَفَعَ دَمَهُ اِلى اِبْنِىْ فَشَرِبَهُ فَاَتَاهُ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَاَخْبَرَهُ فَقَالَ مَا صَنَعْتَ قَالَ كَرِهْتُ اَنْ اَصُبَّ دَمَكَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاَ تَمَسَّكَ النَّارُ وَمَسَحَ عَلى رَاْسِهِ وَقَالَ وَيْلٌ لِّلنَّاسِ مِنْكَ وَوَيْلٌ لَّكَ مِنَ النَّاسِ .

৮৫৮(৩)। আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল আযীয (র)... আসমা বিনতে আবু বাক্‌র (রা) হাজ্জাজকে বললেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রক্তমোক্ষণ করালেন। তিনি সেই রক্ত আমার ছেলেকে দিলেন এবং সে তা পান করলো। অতঃপর তাঁর নিকট জিবরাঈল (আ) এসে তাঁকে বিষয়টি অবহিত করলেন। তিনি বলেন : তুমি এ কি করেছো? তিনি বললেন, আমি আপনার রক্ত ফেলে দেয়া অপছন্দ করেছি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : জাহান্নামের আগুন তোমাকে স্পর্শ করবে না এবং তিনি তার মাথা মসেহ করে দিলেন আর বললেন : লোকেরা তোমার সম্পর্কে সতর্ক থাকুক এবং তুমিও লোকদের সম্পর্কে সতর্ক থাকো।

অধ্যায় : ৩

كِتَابُ الصَّلَاةِ

(নামায)

১-অনুচ্ছেদ : বিসমিল্লাহ পাঠ সম্পর্কে।

٨٥٩(١)- قرئ على ابى القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز وانا اسمع حدثكم داود بن رشيد ثنا الوليد عن الاوزاعى عن قرة عن ابن شهاب عن ابى سلمة عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ اَمْرٍ ذِىْ بَالٍ لاَ يُبْدَاُ فِيْهِ بِحَمْدِ اللّٰهِ اَقْطَعُ .

৮৫৯(১)। আবুল কাসেম আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল আযীয (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ আল্লাহ্‌র প্রশংসা ব্যতীত আরম্ভ করা হলে তা অসম্পূর্ণ (কম বরকতপূর্ণ)।

এই হাদীস কেবল কুররা (র)-ই আয-যুহরী-আবু সালামা-আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এই হাদীস অন্যরা আয-যুহরী-নবী ﷺ সূত্রে মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন। কুররা (র) হাদীসশাস্ত্রে শক্তিশালী নন। এই হাদীস সাদাকা (র)-মুহাম্মাদ ইবনে সাঈদ-আয-যুহরী-আবদুর রহমান ইবনে কা'ব ইবনে মালেক-তার পিতা-নবী ﷺ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এই হাদীস সহীহ নয়। সাদাকা ও মুহাম্মাদ ইবনে সাঈদ উভয়ে হাদীসশাস্ত্রে দুর্বল। এ হাদীস মুরসাল হওয়াই যথার্থ।

٨٦٠(٢)- حدثنى ابو طالب الحافظ احمد بن نصر ثنا هلال بن العلاء ثنا عمرو بن عثمان نا موسى بن اعين عن الاوزاعى عن قرة بن عبد الرحمن عَنِ الزهرى عن ابى سلمة عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ اَمْرٍ ذِىْ بَالٍ لاَ يُبْدَاُ فِيْهِ بِذِكْرِ اللّٰهِ اَقْطَعُ .

৮৬০(২)। আবু তালিব আল-হাফেজ আহ্‌মাদ ইবনে নাসর (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ আল্লাহ্‌র যিকির ব্যতীত আরম্ভ করা হলে (তা) অসম্পূর্ণ।

٢-بَابُ الصَّلَوَاتِ الْفَرَائِضِ وَاَنَّهُنَّ خَمْسٌ

২-অনুচ্ছেদ : ফরয নামাযসমূহ এবং তা পাঁচ ওয়াক্ত।

٨٦١(١)- نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ثنا نصر بن على نا نوح بن قيس عن اخيه خالد ابن قيس عن قتادة عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَمْ اِفْتَرَضَ اللّٰهُ عَلى

عِبَادِهِ مِنَ الصَّلَوَاتِ قَالَ خَمْسُ صَلَوَاتٍ قَالَ هَلْ قَبْلَهُنَّ اَوْ بَعْدَهُنَّ شَىْءٌ فَقَالَ افْتَرَضَ اللّٰهُ عَلَى عِبَادِهِ صَلَوَاتٍ خَمْسًا فَحَلَفَ الرَّجُلُ بِاللّٰهِ لاَ يَزِيْدُ عَلَيْهِنَّ شَيْئًا وَلاَ يَنْقُصُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنْ صَدَقَ دَخَلَ الْجَنَّةَ .

৮৬১(১)। আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল আযীয (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললো, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের উপর কতো ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন? তিনি বলেন : পাঁচ ওয়াক্ত নামায। সে জিজ্ঞেস করলো, এগুলোর আগে-পরে কি কিছু আছে? তিনি বলেন : আল্লাহ তাঁর বান্দাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। অতঃপর সে আল্লাহ্র শপথ করে বললো যে, সে এগুলোতে কিছু কম-বেশি করবে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : সে সত্য বলে থাকলে জান্নাতে যাবে।

٣-بَابُ الاَمْرِ بِتَعْلِيْمِ الصَّلَوَاتِ وَالضَّرْبِ عَلَيْهَا وَحَدِّ الْعَوْرَةِ الَّتِى يَجِبُ سَتْرُهَا

৩-অনুচ্ছেদ : নামাযসমূহের তালিম দেওয়া এবং এজন্য প্রহার করার নির্দেশ এবং সতরের সীমা যা ঢেকে রাখা বাধ্যতামূলক।

٨٦٢(١)- حدثنا ابن صاعد نا العباس بن محمد وثنا محمد بن جعفر بن رميس ثنا محمد بن عبد الملك الدقيقى قالا نا يعقوب بن ابراهيم بن سعد نا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الرُّبَيْعِ بْنِ سَبُرَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ رَفَعَهُ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا بَلَغَ اَوْلاَدُكُمْ سَبْعَ سِنِيْنَ فَفَرِّقُوْا بَيْنَ فُرُشِهِمْ فَاِذَا بَلَغُوْا عَشْرَ سِنِيْنَ فَاضْرِبُوْهُمْ عَلَى الصَّلاَةِ .

৮৬২(১)। ইবনে সায়েদ (র)... আবদুল মালেক ইবনুর রুবাই' ইবনে সাবুরা (র) থেকে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : তোমাদের সন্তানগণ সাত বছর বয়সে পদার্পণ করলে তাদের বিছানা পৃথক করে দাও এবং তারা দশ বছর বয়সে পদার্পণ করলে নামাযের জন্য (তা না পড়লে) তাদের দৈহিক শাস্তি দাও।

٨٦٣(٢)- حدثنا محمد بن مخلد نا احمد بن منصور زاج نا النضر بن شميل انا ابو حمزة الصيرفي وهو سوار بن داود نا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُرُوْا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلاَةِ لِسَبْعٍ وَاضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ وَفَرِّقُوْا بَيْنَهُمْ فِى الْمَضَاجِعِ وَاِذَا زَوَّجَ اَحَدُكُمْ عَبْدَهُ اَمَتَهُ اَوْ اَجِيْرَهُ فَلاَ يَنْظُرُ اِلَى مَا دُوْنَ السُّرَّةِ وَفَوْقَ الرُّكْبَةِ فَاِنَّ مَا تَحْتَ السُّرَّةِ اِلَى الرُّكْبَةِ مِنَ الْعَوْرَةِ .

৮৬৩(২)। মুহাম্মাদ ইবনে মাখলাদ (র)... আমর ইবনে শু'আইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা তোমাদের শিশুদের সাত বছর বয়সে নামাযের (পড়ার) নির্দেশ দাও। তারা দশ বছর বয়সে পদার্পণ করলে নামাযের জন্য (তা না পড়লে) তাদের দৈহিক শাস্তি দাও এবং তাদের বিছানা পৃথক করে দাও। আর তোমাদের কেউ নিজের দাসকে বা নিজের শ্রমিককে তার দাসীর সঙ্গে বিবাহ দিলে সে যেন তার নাভির নিচ থেকে হাঁটুর উপর পর্যন্ত অঙ্গের প্রতি না তাকায়। কারণ নাভির নিচ থেকে হাঁটু পর্যন্ত সতর (অবশ্য আবরণীর অঙ্গ)।

٨٦٤(٣)- حدثنا يوسف بن يعقوب بن اسحاق بهلول نا محمد بن حبيب الشيلمانى نا عبد الله ابن بكر نا سوار ابو حمزة عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُرُوْا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ فِيْ سَبْعِ سِنِيْنَ وَاضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا فِيْ عَشْرٍ وَفَرِّقُوْا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ وَاِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ عَبْدَهُ اَوْ اَجِيْرَهُ فَلَا يُرِيَنَّ مَا بَيْنَ رُكْبَتِهِ وَسُرَّتِهِ فَاِنَّمَا بَيْنَ سُرَّتِهِ وَرُكْبَتِهِ مِنْ عَوْرَتِهِ .

৮৬৪(৩)। ইউসুফ ইবনে ইয়া'কূব ইবনে ইসহাক ইবনে বাহলূল (র)... আমর ইবনে শু'আইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা তোমাদের শিশুদের সাত বছর বয়সে (পৌঁছলে) নামায পড়ার নির্দেশ দাও। তারা দশ বছর বয়সে পদার্পণ করলে (নামায পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য) তাদের দৈহিক শাস্তি দাও এবং তাদের বিছানা (তোমাদের থেকে) পৃথক করে দাও। আর তোমাদের কেউ তার দাসকে বা শ্রমিককে বিবাহ করালে সে যেন তার (স্ত্রীর) হাঁটু ও নাভির মধ্যবর্তী অঙ্গ না দেখে। কারণ নাভি ও হাঁটুর মধ্যবর্তী অঙ্গ লজ্জাস্থানের অন্তর্ভুক্ত।

٨٦٥(٤)- حدثنا اسماعيل بن محمد الصفار ثنا العباس بن محمد الدورى نا موسى بن اسماعيل الجبلى الضراب رفيق يحى بن معين نا النضر بن منصور الفزارى نا ابو الجنوب قال موسى واسمه عُقْبَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًا يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلرُّكْبَةُ مِنَ الْعَوْرَةِ . ابو الجنوب ضعيف .

৮৬৫(৪)। ইসমাঈল ইবনে মুহাম্মাদ আস-সাফ্ফার (র)... আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : হাঁটু লজ্জাস্থানের অংশ। আবুল জুনূব (র) হাদীসশাস্ত্রে দুর্বল।

٨٦٦(٥)- حدثنا يوسف بن يعقوب بن اسحاق بن بهلول نا جدى نا ابى عن سعيد بن راشد عن عباد بن كثير عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسارٍ عَنْ اَبِيْ اَيُّوْبَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ مَا فَوْقَ الرُّكْبَتَيْنِ مِنَ الْعَوْرَةِ وَمَا اَسْفَلَ مِنَ السُّرَّةِ مِنَ الْعَوْرَةِ .

৮৬৬(৫)। ইউসুফ ইবনে ইয়া'কূব ইবনে ইসহাক ইবনে বাহ্‌লূল (র)... আবু আইউব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি: হাঁটুদ্বয়ের উপর থেকে নাভির নিচ পর্যন্ত লজ্জাস্থানের অংশ (সতর)।

٨٦٧(٦)- حدثنا الحسين بن اسماعيل نا الفضل بن سهل ثنا داود بن المحبر ثنا عبد الله بن المثنى عن ثمامة عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُرُوْهُمْ بِالصَّلاَةِ لِسَبْعِ سِنِيْنَ وَاضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا لِثَلاَثَ عَشْرَةَ .

৮৬৭(৬)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: তোমরা সাত বছর বয়সে তোমাদের শিশুদের নামায পড়ার নির্দেশ দাও এবং তেরো বছর বয়সে পদার্পণ করলে নামাযের জন্য (না পড়ার অপরাধে) তাদের দৈহিক শাস্তি দাও।

٤-بَابُ تَحْرِيْمِ دِمَاءِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ اِذَا يَشْهَدُوْا بِالشَّهَادَتَيْنِ وَيُقِيْمُوا الصَّلاَةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ

৪-অনুচ্ছেদ : তাদের জীবন ও সম্পদে হস্তক্ষেপ করা হারাম যদি তারা দুই কালেমার সাক্ষ্য দেয় এবং নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয়।

٨٦٨(١)- حدثنا عثمان بن احمد الدقاق ثنا حنبل بن اسحاق نا عفان ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا سعيد بن كثير بن عبيد حدثني ابى انه سمع اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَشْهَدُوا اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَيُقِيْمُوا الصَّلاَةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ قَدْ حُرِّمَ عَلَىَّ دِمَاؤُهُمْ وَاَمْوَالُهُمْ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ .

৮৬৮(১)। উসমান ইবনে আহ্‌মাদ আদ-দাক্‌কাক (র)... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, আমি যেন মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করি যাবত না তারা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহ্‌র রাসূল এবং নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয়। অতঃপর আমার উপর তাদের রক্ত ও সম্পদে হস্তক্ষেপ করা হারাম করা হয়েছে এবং তাদের (কার্যাবলীর) হিসাব-নিকাশ গ্রহণ মহামহিম আল্লাহ্‌র দায়িত্বে।

আবু জাফর আর-রাযী এই হাদীস ইউনুস-আল-হাসান -আবু হুরায়রা (রা)-নবী ﷺ সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইমরান আল-কাত্তানও এই হাদীস মা'মার-আয-যুহরী-আনাস (রা)- আবু বাক্‌র (রা)-নবী ﷺ সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٨٦٩(٢)- حدثنا ابو بكر النيسابوری ثنا يونس بن عبد الاعلى ثنا عبد الله بن وهب اخبرنی يحی بن ايوب عن حميد عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يَشْهَدُوْا اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهَ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ فَاِذَا شَهِدُوْا اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ وَصَلُّوْا صَلاَتَنَا وَاسْتَقْبَلُوْا قِبْلَتَنَا وَاَكَلُوْا ذَبَائِحَنَا حُرِّمَتْ عَلَيْنَا اَمْوَالُهُمْ وَدِمَاؤُهُمْ اِلاَّ بِحَقِّهَا وَلَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُسْلِمِ .

৮৬৯(২)। আবু বাক্‌র আন-নায়সাপুরী (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আমি যেন মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করি যাবত না তারা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ আল্লাহ্‌র রাসূল। যখন তারা সাক্ষ্য দিলো যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল এবং তারা আমাদের নামাযের ন্যায় নামায পড়লো, আমাদের কিবলার অনুসরণ করলো এবং আমাদের যবেহকৃত পশুর গোশত আহার করলো (অর্থাৎ মুসলমান হলো), তখন আমাদের জন্য তাদের সম্পদ ও তাদের রক্তে (জীবনে) হস্তক্ষেপ করা হারাম, কিন্তু তার (দীন ইসলামের) অধিকারের ক্ষেত্র ব্যতীত (অর্থাৎ অপরাধ করলে শাস্তিভোগ করতে হবে)। আর তারা মুসলমানদের সমান অধিকার ভোগ করবে এবং মুসলমানদের সমান কর্তব্য তাদের উপর বর্তাবে।

٨٧٠(٣)- حدثنا على بن عبد الله بن مبشر ثنا احمد بن سنان ثنا يعمر بن بشر ثنا عبد الله بن المبارك انا حميد الطويل عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ .

৮৭০(৩)। আলী ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুবাশশির (র)... আনাস ইবনে মালেক (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

٨٧١(٤)- حدثنا ابو بكر النيسابورى ثنا احمد بن يوسف السلمى ثنا نعيم بن حماد ثنا ابن المبارك عن حميد عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ .

৮৭১(৪)। আবু বাক্‌র আন-নায়সাপুরী (র)... আনাস (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

٨٧٢(٥)-نا ابراهيم بن احمد القرميسينى ثنا ابراهيم بن عبد الواحد العبسى حدثنى جدى الهيثم بن مروان ثنا محمد بن عيسى بن سميع عن حميد عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ .

৮৭২(৫)। ইব্‌রাহীম ইবনে আহ্‌মাদ আল-কারমীসীনী (র)... আনাস (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

٨٧٣(٦)- حدثنا ابن خلاد نا المعمرى نا هشام بن عمار حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى بْنِ سُمَيْعٍ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

৮৭৩(৬)। ইবনে খাল্লাদ (র)... মুহাম্মাদ ইবনে ঈসা ইবনে সুমাই' (র) থেকে তার সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

٨٧٤(٧)- حدثنا محمد بن احمد بن الحسن ثنا ابراهيم بن هاشم ثنا ابراهيم بن محمد بن عرعرة حدثنى حرمى بن عمارة نا شعبة عن واقد بن محمد عن ابيه عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أُمِرْتُ اَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّى يَشْهَدُوْا اَنْ لاَ اِلهَ اِلاَّ اللّهُ وَيُقِيْمُوا الصَّلاَةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَاِذَا فَعَلُوْا ذَالِكَ عَصَمُوْا مِنِّىْ دِمَاءَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ اِلاَّ بِحَقِّ الاِسْلاَمِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ .

৮৭৪(৭)। মুহাম্মাদ ইবনে আহ্মাদ ইবনুল হাসান (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে—আমি যেন মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করি যাবত না তারা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, নামায কায়েম করে এবং যাকাত দেয়। এ কাজগুলো করলে তারা আমার হস্তক্ষেপ থেকে তাদের রক্ত (জীবন) ও তাদের সম্পদ রক্ষা করলো। তবে দীন ইসলামের অধিকারের ক্ষেত্র ব্যতীত (আর্থাৎ অপরাধ করলে শাস্তিভোগ করতে হবে)। আর তাদের কৃতকর্মের প্রকৃত হিসাব-নিকাশ মহামহিম আল্লাহর উপর ন্যস্ত।

٨٧٥(٨)-حدثنا احمد بن يوسف بن خلاد نا المعمرى نا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ عَرْعَرَةَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.

৮৭৫(৮)। আহ্মাদ ইবনে ইউসুফ ইবনে খাল্লাদ (র)... ইবরাহীম ইবনে আরআরা (র) থেকে তার সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

٨٧٦(٩)- حدثنا ابن خلاد نا المعمرى نا منصور بن ابى مزاحم ثنا عبد الحميد بن بهرام نا شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن حَدِيْثِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّهِ ﷺ قَالَ أُمِرْتُ اَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّى يُقِيْمُوا الصَّلاَةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَيَشْهَدُوْا وَمِثْلَهُ سَوَاءً .

৮৭৬(৯)। ইবনে খাল্লাদ (র)... মু'আয ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আমাকে মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যাবত না তারা নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং সাক্ষ্য দেয় (আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল)... পূর্বোক্ত হাদীসের হুবহু অনুরূপ।

٥-بَابُ فِيْ ذِكْرِ اَذَانِ اَبِيْ مَحْذُوْرَةَ وَاخْتِلاَفِ الرِّوَايَاتِ فِيْهِ

৫-অনুচ্ছেদ : আবু মাহযূরা (রা).-এর আযান এবং এ সম্পর্কে বিভিন্নরূপ রিওয়ায়াত।

٨٧٧(١)- حدثنا ابو بكر النيسابورى ثنا ابو حميد المصيصى ثنا حجاج عن ابن جريج ح وحدثنا ابو بكر النيسابورى ثنا العباس بن محمد وابو امية ومحمد بن اسحاق وغيرهم قالوا حدثنا روح عن ابن جريج ح وحدثنا ابو بكر ثنا الربيع بن سليمان ثنا الشافعى ثنا مسلم بن خالد عن ابن جريج اخبرنى عبد العزيز بن عبد الملك بن ابى محذورة اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مُحَيْرِيْزٍ اَخْبَرَهُ وكَانَ يَتِيْمًا فِيْ حَجْرِ اَبِيْ مَحْذُوْرَةَ حِيْنَ جَهَّزَهُ اِلَى الشَّامِ قَالَ فَقُلْتُ لاَبِيْ مَحْذُوْرَةَ اَىْ عَمِّ اِنِّيْ خَارِجٌ اِلَى الشَّامِ وَاِنِّيْ اُخْشى اَنْ اُسْاَلَ عَنْ تَاْذِيْنِكَ فَاَخْبِرْنِيْ قَالَ نَعَمْ خَرَجْتُ فِيْ نَفَرٍ فَكُنَّا فِيْ بَعْضِ طَرِيْقِ حُنَيْنٍ فَقَفَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ حُنَيْنٍ فَلَقِيْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِيْ بَعْضِ الطَّرِيْقِ فَاَذَّنَ مُؤَذِّنُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِالصَّلاَةِ فَقَالَ فَسمِعْنَا صَوْتَ الْمُؤَذِّنِ وَنَحْنُ مُتَنَكِبُوْنَ فَصَرَخْنَا نَحْكِيْهِ وَنَسْتَهْزِئُ بِهِ فَسَمِعَ النَّبِىُّ ﷺ الصَّوْتَ فَاَرْسَلَ اِلَيْنَا اِلَىَّ اَنْ وَّقَفْنَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيُّكُمُ الَّذِىْ سَمِعْتُ صَوْتَهُ قَدْ ارْتَفَعَ فَاَشَارَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ اِلَىَّ وَصَدَّقُوْا فَاَرْسَلَ كُلَّهُمْ وَحَبَسَنِيْ فَقَالَ قُمْ فَاَذِّنْ بِالصَّلاَةِ فَقُمْتُ وَلاَ شَيْئٌ اَكْرَهُ اِلَيَّ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَمَا يَاْمُرُنِيْ بِهِ فَقُمْتُ بَيْنَ يَدَىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَلْقى عَلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ التَّاْذِيْنَ هُوَ بِنَفْسِهِ فَقَالَ قُلْ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ ثُمَّ قَالَ لِيْ ارْجِعْ فَامْدُدْ مِنْ صَوْتِكَ ثُمَّ قَالَ لِيْ قُلْ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَيِّ عَلَى الْفَلاَحِ حَيِّ عَلَى الْفَلاَحِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ ثُمَّ دَعَانِيْ حِيْنَ قَضَيْتُ التَّاْذِيْنَ وَاَعْطَانِيْ صُرَّةً فِيْهَا شَيْئٌ مِنْ فِضَّةٍ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلى نَاصِيَةِ اَبِيْ مَحْذُوْرَةَ ثُمَّ اَمَرَّهَا عَلى وَجْهِهِ ثُمَّ اَمَرَّ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ ثُمَّ عَلى كَبِدِهِ حَتّى بَلَغَتْ يَدُهُ سُرَّةَ اَبِيْ مَحْذُوْرَةَ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ

اللّٰهِ ﷺ بَارَكَ اللّٰهُ فِيْكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مُرْنِىْ بِالتَّاْذِيْنِ بِمَكَّةَ فَقَالَ قَدْ اَمَرْتُكَ بِهِ وَذَهَبَ كُلُّ شَىْءٍ كَانَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ كَرَاهِيَّتِهِ وَعَادَ ذَالِكَ كُلُّهُ مُحَبَّةً لِلنَّبِىِّ ﷺ فَقَدِمْتُ عَلٰى عَتَّابِ بْنِ اُسَيْدٍ عَامِلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَذَّنْتُ بِالصَّلَاةِ عَنْ اَمْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

৮৭৭(১)। আবু বাক্‌র আন-নায়সাপুরী (র)... আবদুল্লাহ ইবনে মুহায়রীয (র) থেকে বর্ণিত। তিনি ইয়াতীম হিসেবে আবু মাহযূরা (রা)-এর তত্ত্বাবধানে ছিলেন, যখন তাকে তিনি সিরিয়ায় পাঠান। তিনি বলেন, আমি আবু মাহযূরা (রা)-কে বললাম, হে চাচাজান! আমি সিরিয়া যাচ্ছি। আমি আশংকা করছি, তথায় আমি আপনার আযান সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবো। অতএব আমাকে অবহিত করুন। তিনি বলেন, হাঁ। আমি একদল লোকের সঙ্গে সফরে বের হলাম। আমরা হুনায়েনের পথে ছিলাম এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ হুনায়েন যুদ্ধশেষে প্রত্যাবর্তন করছিলেন। আমরা পথিমধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সাক্ষাত করলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুয়ায্‌যিন নামাযের আযান দিলেন। রাবী বলেন, আমরা মুয়ায্‌যিনের আযানের শব্দ শুনলাম। তখন আমরা (তাদের থেকে) দূরে ছিলাম। আমরা হাসি-ঠাট্টাচ্ছলে উচ্চস্বরে তার আযানের প্রতিধ্বনি করলাম। নবী ﷺ সেই শব্দ শুনলেন। তিনি আমাদেরকে তাঁর সামনে উপস্থিত হতে ডেকে পাঠালেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আমি তোমাদের মধ্যে কার উচ্চ কণ্ঠস্বর শুনেছি? দলের সবাই আমার দিকে ইশারা করলো এবং সত্যায়ন করলো। তিনি তাদের সকলকে বিদায় দিলেন, কিন্তু আমাকে রেখে দিলেন। তিনি বললেন : তুমি দাঁড়িয়ে নামাযের আযান দাও। অতএব আমি দাঁড়ালাম। তখন আমার নিকট নবী ﷺ-কে অমনোপূত লাগলো।

আমি নবী ﷺ-এর সামনে দাঁড়ালাম এবং তিনি নিজেই আমাকে আযান শিক্ষা দিলেন। তিনি বলেন : তুমি বলো, আল্লাহু আকবার (আল্লাহ মহান) আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার। আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু (আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই), আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ (আমি সাক্ষ্য দেই যে, মুহাম্মাদ আল্লাহ্‌র রাসূল), আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ। তারপর তিনি আমাকে বললেন : পুনরায় তোমার উচ্চস্বরে বলো। তারপর তিনি আমাকে বললেন : তুমি বলো, আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, হায়্যা আলাস সালাহ (নামাযের জন্য এসো), হায়্যা আলাস সালাহ, হায়্যা আলাল ফালাহ (কল্যাণের দিকে এসো) হায়্যা আলাল ফালাহ। আল্লাহু আকবার। আল্লাহু আকবার। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।

আমি আযান শেষ করলে পর তিনি আমাকে ডাকলেন এবং আমাকে একটি থলে দিলেন যাতে রুপা ছিলো। তারপর তিনি নিজের হাত আবু মাহযূরা (রা)-এর মাথার সম্মুখভাগে রাখলেন, এবং তা তার মুখমণ্ডলে, তার বুকে ও তার কাঁধে বুলালেন, এমনকি তাঁর হাত আবু মাহযূরা (রা)-এর নাভি পর্যন্ত পৌঁছালেন। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আল্লাহ তোমার মধ্যে এবং তোমার উপর বরকত নাযিল করুন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে মক্কায় আযান দেওয়ার জন্য নিয়োগ দিন। তিনি বলেন : আমি তোমাকে এ ব্যাপারে নিয়োগ দিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ব্যাপারে আমার সমস্ত অপছন্দনীয় বিষয়

দূর হলো এবং তৎপরিবর্তে তাঁর প্রতি ভালোবাসা আমার অন্তরে ঠাই নিলো। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আমেল (মক্কার শাসক) আত্তাব ইবনে উসাইদ (রা)-এর নিকট গেলাম এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশ মোতাবেক নামাযের আযান দিলাম। ইবনে জুরাইজ (র) বলেন, আবু মাহযূরা (রা)-এর বংশের যার সাথে আমার দেখা হয়েছে তিনি আমাকে ইবনে মুহাইরীয (র)-এর হাদীসের অনুরূপ অবহিত করেছেন। এটা আর-রাবী' (র) বর্ণিত হাদীস এবং তার বর্ণিত পাঠ এখানে উধৃত করা হলো।

٨٧٨(٢)- وحدثنا ابو بكر النيسابورى ثنا الربيع ثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ وَاَدْرَكْتُ اِبْرَاهِيْمَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِى مَحْذُوْرَةَ يُؤَذِّنُ كَمَا حَكَى ابْنُ مَحَيْرِيْزٍ وَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيْزٍ عَنْ اَبِى مَحْذُوْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمَعْنَى مَا حَكَى ابْنُ جُرَيْجٍ وَسَمِعْتُهُ يُقِيْمُ فَيَقُوْلُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَحْسِبُهُ يَحْكِى الاَقَامَةَ خَبْرًا كَمَا يَحْكِى الاذَانَ .

৮৭৮(২)। আবু বাক্র আন-নায়সাপুরী (র)... আশ-শাফিঈ (র) বলেন, আমি ইবরাহীম ইবনে আবদুল আযীয ইবনে আবদুল মালেক ইবনে আবু মাহযূরার সাক্ষাত পেলাম। তিনি ইবনে মুহাইরীয (র)-এর বর্ণনার অনুরূপ আযান দেন। আমি তাকে তার পিতা-ইবনে মুহাইরীয-আবু মাহযূরা (রা)-নবী ﷺ সূত্রে ইবনে জুরাইজ (র)-এর বর্ণনার অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি। আমি তাকে ইকামত দিতে শুনেছি। তিনি বলেন, আল্লাহু আকবার আল্লাহ আকবার, আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, হায়্যা আলাস-সালাহ, হায়্যা আলাল-ফালাহ, কাদ কামাতিস সালাহ কাদ কামাতিস সালাহ। আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আমার ধারণা যে, তিনি আযানের বর্ণনার অনুরূপ ইকামতের বর্ণনা দিয়েছেন।

٨٧٩(٣)- ثنا ابو بكر النيسابورى نا ابو حميد المصيصى ثنا حجاج قال نا ابن جريج اخبرنى عثمان بن السائب اخبرنى ابى وام عبد الملك بن ابى محذورة عَنْ اَبِى مَحْذُوْرَةَ قَالَ لَمَّا خَرَجَ النَّبِىُّ ﷺ اِلَى حُنَيْنٍ خَرَجْتُ عَاشِرُ عَشْرَةٍ مِنْ اَهْلِ مَكَّةَ اَطْلُبُهُمْ فَسَمِعْنَاهُمْ يُؤَذِّنُوْنَ لِلصَّلاَةِ فَقُمْنَا نُؤَذِّنُ نَسْتَهْزِئُ بِهِمْ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَقَدْ سَمِعْتُ فِىْ هٰؤُلاَءِ تَاْذِيْنَ اِنْسَانٍ حُسْنَ الصَّوْتِ فَاَرْسَلَ اِلَيْنَا فَاَذَّنَا كُلُّنَا رَجُلاً رَجُلاً فَكُنْتُ اٰخِرُهُمْ فَقَالَ حِيْنَ اَذَّنْتُ تَعَالَ فَاَجْلَسَنِىْ بَيْنَ يَدَيْهِ فَمَسَحَ عَلَى نَاصِيَتِىْ وَبَارَكَ عَلَىَّ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ اذْهَبْ فَاَذِّنْ عِنْدَ الْبَيْتِ قُلْتُ كَيْفَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَعَلَّمَنِى الاَذَانَ كَمَا يُؤَذِّنُ الاٰنَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ حَىَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَىَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ اَلصَّلاَةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ اَلصَّلاَةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ فِى الْأُوْلٰى مِنَ الصُّبْحِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ قَالَ وَعَلَّمَنِى الاِقَامَةَ مَرَّتَيْنِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ حَىَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ .

৮৭৯(৩)। আবু বাক্র আন-নায়সাপুরী (র)... আবু মাহযূরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন হুনাইনের উদ্দেশে রওয়ানা হলেন, তাদের অনুসন্ধানে মক্কা থেকে যে দশজন লোক রওয়ানা হলো, আমিও তাদের একজন ছিলাম। তিনি বলেন, আমরা তাদের নামাযের আযান শুনলাম। আমরা তাদের উপহাস করার জন্য দাঁড়িয়ে আযান দিলাম। নবী ﷺ বললেন : আমি এদের মধ্যে একজনের উত্তম সুরে আযান শুনেছি। তিনি আমাদের জন্য লোক পাঠালেন। আমাদের প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্নভাবে আযান দিলো। আমি ছিলাম তাদের সকলের মধ্যে শেষ ব্যক্তি। আমি আযান দিলে তিনি বলেন : আমার কাছে এসো। তিনি আমাকে তাঁর সামনে বসালেন। তিনি আমার মাথার সম্মুখভাগে হাত বুলালেন এবং আমার জন্য তিন বার বরকতের দোয়া করলেন। অতঃপর তিনি বলেন : যাও ঘরের কাছে গিয়ে আযান দাও। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কিভাবে? তিনি বলেন, অতএব তিনি আমাকে আযান শিক্ষা দিলেন যেভাবে আজকাল আযান দেয়া হয়। আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার। আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ। আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ। হায়্যা আলাস-সালাহ হায়্যা আলাস-সালাহ, হায়্যা আলাল ফালাহ হায়্যা আলাল ফালাহ। আস-সালাতু খাইরুম মিনান নাওম, আস-সালাতু খাইরুম মিনান নাওম। (দিনের) প্রথম ফজরের আযানে তা বলবে। আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। রাবী বলেন, তিনি আমাকে ইকামত শিক্ষা দিলেন শব্দগুলো দুই দুইবার করে বলতে : আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার। আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ। হায়্যা আলাস-সালাহ, হায়্যা আলাল-ফালাহ, কাদ কামাতিস সালাহ, কাদ কামাতিস সালাহ। আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। ইবনে জুরাইজ (র) বলেন, আমার নিকট এই হাদীস বর্ণনা করেন উসমান-তার পিতা-উম্মে আবদুল মালেক ইবনে আবু মাহযূরা (র), তারা উভয়ে এই হাদীস আবু মাহযূরা (রা)-র নিকট শুনেছেন।

٨٨٠(٤)- نا ابو بكر النيسابورى نا ابو الازهر ثنا عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج ثنا عثمان بن السائب مولى لهم عن ابيه السائب وعن ام عبد الملك بن ابى محذورة انهما سمعاه مِنْ اَبِىْ مَحْذُوْرَةَ قَالاَ قَالَ اَبُوْ مَحْذُوْرَةَ خَرَجْتُ فِىْ عَشْرَةِ فِتْيَانٍ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ اِلى حُنَيْنٍ وَهُوَ اَبْغَضُ النَّاسِ اِلَيْنَا فَقُمْنَا نُؤَذِّنُ نَسْتَهْزِئُ بِهِمْ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِئْتُوْنِىْ بِهؤُلاَءِ الْفِتْيَانِ فَقَالَ اَذِّنُوْا فَاَذَّنُوْا فَكُنْتُ اخِرَهُمْ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ نَعَمْ هذَا الَّذِىْ سَمِعْتُ صَوْتَهُ اذْهَبْ فَاَذِّنْ لاَهْلِ مَكَّةَ وَقُلْ لِعَتَّابِ بْنِ اُسَيْدٍ اَمَرَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ اُذِنَ لاَهْلِ مَكَّةَ وَمَسَحَ عَلى نَاصِيَتِىْ وَقَالَ قُلْ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً رَّسُوْلُ اللّٰهِ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ ارْجِعْ وَاَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلهَ اِلاَّ اللّٰهُ مَرَّتَيْنِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً رَّسُوْلُ اللّٰهِ مَرَّتَيْنِ حَىَّ عَلَى الصَّلاَةِ مَرَّتَيْنِ حَىَّ عَلى الْفَلاَحِ مَرَّتَيْنِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لاَ اِلهَ اِلاَّ اللّٰهُ فَاِذَا اَذَّنْتَ بِالأُوْلى مِنَ الصُّبْحِ فَقُلْ اَلصَّلاَةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ مَرَّتَيْنِ وَاِذَا اَقَمْتَ فَقُلْهَا مَرَّتَيْنِ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ اَسَمِعْتَ قَالَ فَكَانَ اَبُوْ مَحْذُوْرَةَ لاَ يَجُزُّ نَاصِيَتَهُ وَلاَ يُفْرِقُهَا لاَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَسَحَ عَلَيْهَا .

৮৮০(৪)। আবু বাক্‌র আন-নায়শাপুরী (র)... উসমান ইবনুস সায়েব (র) তার পিতা এবং উম্মে আবদুল মালেক ইবনে আবু মাহযূরা (র) সূত্রে বর্ণনা করেন, তারা উভয়ে এই হাদীস আবু মাহযূরা (রা) থেকে শ্রবণ করেছেন। তারা উভয়ে বলেন, আবু মাহযূরা (রা) বলেছেন, আমরা দশজন যুবক নবী ﷺ-এর সাথে হুনাইনের দিকে রওয়ানা হলাম। তখন তিনি (নবী) ছিলেন আমাদের নিকট সর্বাধিক ঘৃণিত। অতএব আমরা দাঁড়িয়ে তাদের উপহাস করে আযান দিলাম। নবী ﷺ বললেন : ঐ যুবকদের আমার কাছে হাযির করো। তিনি বলেন : তোমরা আযান দাও। অতএব তারা একে একে আযান দিলো এবং আমি সবশেষে আযান দিলাম। নবী ﷺ বললেন : এর কণ্ঠস্বর সুন্দর শুনলাম। তুমি যাও এবং মক্কাবাসীদের জন্য আযান দাও এবং আত্তাব ইবনে উসাইদকে বলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে মক্কাবাসীদের জন্য আযান দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি আমার মাথার সম্মুখভাগ মসেহ করলেন এবং বললেন : তুমি বলো, আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার। আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ দুইবার করে বলবে। অতঃপর পুনরায় বলবে : আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ দুইবার । আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ দুইবার। হায়্যা আলাস সালাহ দুইবার, হায়্যা আলাল ফালাহ দুইবার, আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আর তুমি ফজরের আযান দিলে দুইবার বলবে, আস-সালাতু খাইরুম মিনান নাওম। আর যখন তুমি ইকামত দিবে তখন দুইবার বলবে, কাদ কামাতিস সালাহ, কাদ কামাতিস সালাহ। তুমি কি শুনলে? রাবী বলেন, আবু

মাহ্যূরা (রা) তার মাথার সম্মুখভাগের চুল কাটতেন না এবং সিঁথিও বের করতেন না। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ তাতে হাত বুলিয়েছিলেন।

٨٨١(٥)- حدثنا عثمان بن احمد نا حنبل بن اسحاق ح وحدثنا محمد بن عبد الله بن ابراهيم ومحمد بن احمد بن الحسن قالا حدثنا بشر بن موسى قالا نا الحميدى ثنا ابو اسماعيل ابراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن ابى محذورة قال سمعت جدى عبد الملك بن ابى محذورة يحدث عن ابيه اَبِىْ مَحْذُوْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَلْقى هذَا الاَذَانَ عَلَيْهِ اَللّهُ اَكْبَرُ اَللّهُ اَكْبَرُ اَللّهُ اَكْبَرُ اَللّهُ اَكْبَرُ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلهَ اِلاَّ اَللّهُ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلهَ اِلاَّ اَللّهُ اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّداً رَّسُوْلُ اللّه اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّداً رَّسُوْلُ اللّه اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلهَ اِلاَ اَللّهُ اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلهَ اِلاَ اَللّهُ اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّداً رَّسُوْلُ اللّه اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّداً رَّسُوْلُ اللّه حَىَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَىَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ اَللّهُ اَكْبَرُ اَللّهُ اَكْبَرُ لاَ اِلهَ اِلاَّ اَللّهُ .

৮৮১(৫)। উসমান ইবনে আহ্মাদ (র)... আবু মাহযূরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ তাকে এই আযান শিক্ষা দিয়েছেন : আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, হায়্যা আলাস সালাহ, হায়্যা আলাস সালাহ, হায়্যা আলাল- ফালাহ হায়্যা আলাল- ফালাহ, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।

٦-بَابُ ذِكْرِ سَعْدٍ الْقَرَظِ

৬-অনুচ্ছেদ : সা'দ আল-কারায-এর বর্ণনা।

٨٨٢(١)- حدثنا عثمان بن احمد حدثنا حنبل بن اسحاق وثنا ابو بكر الشافعى ومحمد بن احمد ابن الحسن قالا نا بشر بن موسى قالا ثنا الحميدى قال ثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار ابن سعد ابن عائذ القرظ حدثنى عبد الله بن محمد ابن عمار وعمار وعمرا بنا حفص بن عمر ابن سعد عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ سَعْدٍ الْقَرَظِ اَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُوْلُ اِنَّ هذَا الاَذَانَ اَذَانُ بِلاَلِ الَّذِىْ اَمَرَهُ رَسُوْلُ اللّه ﷺ وَاِقَامَتَهُ وَهُوَ اَللّهُ اَكْبَرُ اَللّهُ اَكْبَرُ اَللّهُ اَكْبَرُ اَللّهُ اَكْبَرُ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلهَ اِلاَ اَللّهُ اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلهَ اِلاَ اَللّهُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً رسُوْلُ اللّه اَشْهَدُ اَنَّ

مُحَمَّداً رَسُوْلُ اللّٰهِ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَقُوْلُ اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّداً رَسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّداً رَسُوْلُ اللّٰهِ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَالاِقَامَةُ وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَيَقُوْلُ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ مَرَّةً وَاحِدَةً قَالَ سَعْدُ بْنُ عَائِذٍ وَقَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا سَعْدُ اِذَا لَمْ تَرَ بِلاَلاً مَعِيْ فَاَذِّنْ وَمَسَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَاْسَهُ وَقَالَ بَارَكَ اللّٰهُ فِيْكَ يَا سَعْدُ اِذَا لَمْ تَرَ بِلاَلاً مَعِيْ فَاَذِّنْ قَالَ فَاَذَّنَ سَعْدٌ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِقُبَاءٍ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ قَالَ فَلَمَّا اسْتَاْذَنَ بِلاَلٌ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي الْخُرُوْجِ اِلَى الْجِهَادِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ لَهُ عُمَرُ اِلٰى مَنْ اَدْفَعُ الاَذَانَ يَا بِلاَلُ قَالَ اِلٰى سَعْدٍ فَاِنَّهُ قَدْ اَذَّنَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِقُبَاءٍ فَدَعٰى عُمَرُ سَعْداً فَقَالَ الاَذَانُ اِلَيْكَ وَاِلٰى عَقِبِكَ مِنْ بَعْدِكَ وَاَعْطَاهُ عُمَرُ الْعَنَزَةَ الَّتِيْ كَانَ يَحْمِلُ بِلاَلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ امْشِ بِهَا بَيْنَ يَدَيَّ كَمَا كَانَ بِلاَلٌ يَمْشِيْ بِهَا بَيْنَ يَدَيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى تَرْكُزَهَا بِالْمُصَلّٰى فَفَعَلَ .

৮৮২(১)। উসমান ইবনে আহ্মাদ (র)... উমার ইবনে সা'দ (র) থেকে তার পিতা সা'দ আল-কারায (রা)-র সূত্রে বর্ণিত। তিনি তাকে বলতে শুনেছেন, এই আযান অর্থাৎ বিলাল (রা)-এর আযান যে সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং তার ইকামত হলো : আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ। পুনরায় আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, হায়্যা আলাস-সালাহ, হায়্যা আলাস-সালাহ, হায়্যা আলাল-ফালাহ। হায়্যা আলাল-ফালাহ, আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার , লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আর ইকামত একবার করে এবং কাদ কামাতিস সালাহও একবার বলবে। সা'দ ইবনে আইয (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন : হে সা'দ! তুমি বিলালকে আমার সাথে না দেখলে তুমিই আযান দিবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন এবং বললেন : হে সা'দ! আল্লাহ তোমার মধ্যে বরকত দান করুন। তুমি বিলালকে আমার সাথে না দেখলে তুমিই আযান দিবে। রাবী বলেন, অতঃপর সা'দ (রা) কুবা মসজিদে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্য তিনবার আযান দেন। রাবী বলেন, বিলাল (রা) উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর নিকট আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে যোগদানের অনুমতি চাইলে উমার (রা) তাকে বলেন, আযান দেওয়ার দায়িত্ব কাকে দিবে? তিনি (বিলাল) বলেন, সা'দ (রা)-কে। কারণ তিনি কুবা মসজিদে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য আযান দিয়েছেন। অতঃপর উমার (রা) সা'দ (রা)-কে ডাকলেন। তিনি বললেন, তোমার এবং তোমার পরবর্তী ব্যক্তির উপর আযান দেয়ার দায়িত্ব। আর উমার (রা) তাকে নবী ﷺ-এর সেই বর্শা দিলেন যা বিলাল (রা) তাঁর জন্য বহন করতেন। তিনি তাকে বলেন, তুমি এটা নিয়ে আমার আগে আগে চলো, যেমন বিলাল (রা) এটা নিয়ে

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আগে আগে যেতেন, অবশেষে তা (নামায পড়ার সময়) ইমামের সামনে গেরে দিতেন। অতএব তিনি তাই করলেন।

٧-بَابُ ذِكْرِ الاقَامَةِ وَاخْتِلاَفِ الرِّوَايَاتِ فِيْهَا

৭-অনুচ্ছেদ : ইকামত এবং এ সম্পর্কিত হাদীস বর্ণনায় মতভেদ।

٨٨٣(١)- حدثنا محمد بن عبد الله بن ابراهيم ومحمد بن احمد بن الحسن قالا نا بشر بن موسى ثنا الحميدى نا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِىْ مَحْذُوْرَةَ قَالَ اَدْرَكْتُ جَدِّىْ وَاَبِىْ وَاَهْلِىْ يُقِيْمُوْنَ فَيَقُوْلُوْنَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ الاَّ اَللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ حَىَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةَ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةَ اَللّٰهُ اَكْبَرِ اللّٰهُ اَكْبَرُ لاَ اِلٰهَ الاَّ اللّٰه .

৮৮৩(১)। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ইবরাহীম (র)... ইবরাহীম ইবনে আবদুল আযীয ইবনে আবদুল মালেক ইবনে আবু মাহযূরা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার দাদা, আমার পিতা ও আমার পরিবারের লোকদের ইকামত দিতে দেখেছি। তারা বলেছেন, আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, হায়্যা আলাস সালাহ, হায়্যা আলাল ফালাহ, কাদ কামাতিস সালাহ, কাদ কামাতিস-সালাহ, আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।

٨٨٤(٢)- حدثنا ابو بكر الشافعى ثنا ابو يحى جعفر بن محمد بن الحسن الرازى ثنا يزيد بن عبد العزيز ثنا اسماعيل بن عياش عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ اَبِىْ مَحْذُوْرَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ دَعَا اَبَا مَحْذُوْرَةَ فَعَلَّمَهُ الاَذَانَ وَاَمَرَهُ اَنْ يُّؤَذِّنَ فِىْ مَحَارِيْبِ مَكَّةَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ مَرَّتَيْنِ وَاَمَرَهُ اَنْ يُّقِيْمَ وَاحِدَةً وَاحِدَةً .

৮৮৪(২)। আবু বাক্র আশ-শাফিঈ (র)... ইবরাহীম ইবনে আবু মাহযূরা (র) থেকে তার ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। নবী ﷺ আবু মাহযূরা (রা)-কে ডেকে নিয়ে আযান শিক্ষা দিলেন এবং তাকে মক্কার কেন্দ্রস্থলে আযান দেওয়ার নির্দেশ দিলেন : আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার দুইবার এবং তিনি তাকে একবার একবার করে ইকামত দেওয়ার নির্দেশ দেন।

٨٨٥(٣)- حدثنا ابو محمد دعلج بن احمد بن دعلج ثنا محمد بن ايوب الرازى اخبرنى ابو الوليد ح وحدثنا دعلج انا معاذ بن المثنى ثنا ابو الوليد ثنا همام ثنا عامر الاحول عَنْ مَكْحُوْلٍ اَنَّ ابْنَ مُحَيْرِيْزٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَا مَحْذُوْرَةَ اَخْبَرَهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ عَلَّمَهُ الاَذَانَ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً وَالاِقَامَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً الاَذَانُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ

الاَ اَللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَللّٰهُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَالاِقَامَةُ هٰكَذَا مَثْنٰى مَثْنٰى لاَ يَعُوْدُ مِنْ ذَالِكَ الْمَوْضِعِ .

৮৮৫(৩)। আবু মুহাম্মাদ দা'লাজ ইবনে আহ্‌মাদ ইবনে দা'লাজ (র)... মাকহূল (র) থেকে বর্ণিত। ইবনে মুহাইরীয (র) তাকে অবহিত করেছেন যে, আবু মাহযূরা (রা) তাকে অবহিত করেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে উনিশ শব্দে আযান শিক্ষা দিয়েছেন এবং সতের শব্দে ইকামত শিক্ষা দিয়েছেন। আযান হলো : আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ। আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ। হায়্যা আলাস সালাহ। হায়্যা আলাস-সালাহ, হায়্যা আলাল-ফালাহ। হায়্যা আলাল-ফালাহ। আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আর ইকামতও আযানের অনুরূপ দুইবার দুইবার। তবে ঐ স্থান থেকে ফিরে আসবে না (তাশাহ্‌হুদের দুই বাক্যের পুনরাবৃত্তি করবে না)।

٨٨٦(٤)- حدثنا احمد بن العباس البغوى ثنا عباد بن الوليد ابو بدر حدثنى الحمانى ثنا ابو بكر ابن عياش ثنا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ رُفَيْعٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا مَحْذُوْرَةَ يَقُوْلُ كُنْتُ غُلاَمًا صَبِيًّا فَاَذَّنْتُ بَيْنَ يَدَىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْفَجْرَ يَوْمَ حُنَيْنٍ فَلَمَّا بَلَغْتُ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْحِقْ فِيْهَا اَلصَّلاَةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ .

৮৮৬(৪)। আহ্‌মাদ ইবনুল আব্বাস আল-বাগাবী (র)... আবু মাহযূরা (রা) বলেন, আমি ছোট বালক ছিলাম। এ অবস্থায় আমি হুনায়নের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে ফজরের আযান দিলাম। আমি হায়্যা আলাস-সালাহ হায়্যা আলাল- ফালাহ-এ পৌঁছলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : এর সাথে আস-সালাতু খাইরুম মিনান নাওম যোগ করো।

٨٨٧(٥)- حدثنا محمد بن مخلد ثنا محمد بن عبد الملك بن زنجوية ثنا عبد الرزاق انا ابن جريج اخبرنى نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ الْمُسْلِمُوْنَ حِيْنَ قَدِمُوا الْمَدِيْنَةَ يَجْتَمِعُوْنَ يَتَحَيَّنُوْنَ الصَّلاَةَ وَلَيْسَ يُنَادِىْ بِهَا وَكَلَّمُوْهُ يَوْمًا فِىْ ذَالِكَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ اتَّخِذُوْا نَاقُوْسًا مِثْلَ نَاقُوْسِ النَّصَارٰى وَقَالَ بَعْضُهُمْ بُوْقًا مِثْلَ بُوْقِ الْيَهُوْدِ فَقَالَ عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَلاَ تَبْعَثُوْا رِجَالاً يُنَادُوْنَ بِالصَّلاَةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا بِلاَلُ قُمْ فَاَذِّنْ .

৮৮৭(৫)। মুহাম্মাদ ইবনে মাখলাদ (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন মুসলমানরা মদীনায় এলেন তখন তারা (মসজিদে) একত্র হয়ে নামাযের জন্য অপেক্ষারত থাকতেন, এজন্য তাদের ডাকা হতো না। একদিন তারা তাঁর সাথে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করলেন। তারা পরস্পরকে বললেন, তোমরা নাসারাদের অনুরূপ ঘণ্টা স্থাপন (ঘণ্টাধ্বনি) করো। আবার কেউ কেউ বলেন, ইয়াহূদীদের শিংগার ন্যায় একটি শিংগা লও (ধ্বনি করো)। উমার (রা) বললেন, তোমরা কয়েকজন লোক পাঠাও না কেন, তারা নামাযের জন্য ডাকবে? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হে বিলাল! দাঁড়াও এবং আযান দাও।

٨٨٨(٦)- ثنا ابو عمرو عثمان بن احمد الدقاق نا على بن ابراهيم الواسطى ثنا ابو منصور يعنى الحارث بن منصور ثنا عمر بن قيس عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِىْ مَحْذُوْرَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ يَا اَبَا مَحْذُوْرَةَ ثَنِّ الْاُوْلٰى مِنَ الْاَذَانِ مِنْ كُلِّ صَلَاةٍ وَقُلْ فِى الْاُوْلٰى مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ .

৮৮৮(৬)। আবু আমর উসমান ইবনে আহ্মাদ আদ-দাক্কাক (র)... আবদুল মালেক ইবনে আবু মাহযূরা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : হে আবু মাহ্যূরা! প্রতি ওয়াক্ত নামাযের আযানে তাশাহ্হুদ বাক্যদ্বয়ের পুনরাবৃত্তি করো এবং ফজরের আযানে আস-সালাতু খাইরুম মিনান নাওম বলো।

٨٨٩(٧)- حدثنا ابو هاشم عبد الغافر بن سلامة الحمصى نا محمد بن عوف الحمصى ثنا موسى ابن داود عن همام عن عامر الاحول ان مكحولا حدثه ان ابن محيريز حدثه اَنَّ اَبَا مَحْذُوْرَةَ حَدَّثَهُ قَالَ عَلَّمَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْاَذَانَ تِسْعَةَ عَشَرَ كَلِمَةً بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ وَالْاِقَامَةَ سَبْعَ عَشَرَةَ كَلِمَةً .

৮৮৯(৭)। আবু হাশেম আবদুল গাফের ইবনে সালামা আল-হিমসী (র)... আবু মাহযূরা (রা) বলেন, মক্কা বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে উনিশ বাক্যে আযান এবং সতের বাক্যে ইকামত শিক্ষা দিয়েছেন।

٨٩٠(٨)- ثنا ابو بكر الشافعى ثنا محمد بن غالب ثنا عبد الله بن عبد الوهاب ثنا ابراهيم ابن عبد العزيز بن عبد الملك بن ابى محذورة مؤذن النبى ﷺ حدثنى عَبْدُ الْمَلِكِ ابْنُ اَبِىْ مَحْذُوْرَةَ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَاهُ اَبَا مَحْذُوْرَةَ يُحَدِّثُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَمَرَهُ اَنْ يَّشْفَعَ الْاَذَانَ وَيُوْتِرَ الْاِقَامَةَ .

৮৯০(৮)। আবু বাক্র আশ-শাফিঈ (র)... আবদুল মালেক ইবনে আবু মাহযূরা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি তার পিতা আবু মাহযূরা (রা)-কে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছেন, নবী ﷺ তাকে আযানের শব্দগুলো দুইবার করে এবং ইকামতের শব্দগুলো একবার করে বলার নির্দেশ দিয়েছেন।

Contents

٨٩١(٩)- ثنا الحسين بن اسماعيل ثنا احمد بن محمد بن سعيد التبعى ثنا القاسم بن الحكم ثنا عمرو بن شمر ثنا عمران بن مسلم قال سَمِعْتُ سُوَيْدَ بْنَ غَفَلَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ اَبِىْ طَالِبٍ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَامُرُنَا اَنْ نُرَتِّلَ الاَذَانَ وَنَحْذِفُ الاقَامَةَ .

৮৯১(৯)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... সুওয়াইদ ইবনে গাফালা (র) বলেন, আমি আলী ইবনে আবু তালিব (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে দীর্ঘ করে (টেনে) আযান দেয়ার এবং সংক্ষিপ্ত করে ইকামাত দেয়ার নির্দেশ দিতেন।

٨٩٢(١٠)- حدثنا محمد بن مخلد ثنا الحسن بن عرفة حدثنا مرحوم بن عبد العزيز عن ابيه عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ مُؤَذِّنِ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ قَالَ جَاءَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ اذَا اَذَّنْتَ فَتَرَسَّلْ وَاذَا اَقَمْتَ فَاحْذُمْ رواه الثورى وشعبة عن مرحوم .

৮৯২(১০)। মুহাম্মাদ ইবনে মাখলাদ (র)... বায়তুল মাকাদ্দাস-এর মুয়ায্যিন আবুয যুবাইর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) আমাদের নিকট এসে বলেন, যখন তুমি আযান দিবে দীর্ঘ করে (টেনে) আযান দিবে এবং যখন ইকামত দিবে তাড়াতাড়ি (দ্রুত) ইকামত দিবে। এই হাদীস আস-সাওরী ও শো'বা (র) মারহূম (র) থেকে বর্ণনা করেছেন।

٨٩٣(١١)- حدثنا على بن محمد المصرى نا مقدام بن داود ثنا على بن معبد ثنا اسحاق بن ابى يحيى الكعبى عن ابن جريج عن عطاء عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مُؤَذِّنٌ يَطْرَبُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الاَذَانُ سَمْحٌ سَهْلٌ فَانْ كَانَ اَذَانُكَ سَهْلاً سَمْحًا وَالاَّ فَلاَ تُؤَذِّنْ .

৮৯৩(১১)। আলী ইবনে মুহাম্মাদ আল-মিসরী (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একজন মুয়াযযিন ছিল। সে গানের সুরে আযান দিতো। রাসূলুল্লাহ বলেন : আযান হবে প্রাঞ্জল ও ধীরস্থির। যদি তোমার আযান প্রাঞ্জল ও ধীরস্থির হয় (তাহলে তুমি আযান দাও), অন্যথায় আযান দিও না।

٨٩٤(١٢)- حدثنا على بن الفضل بن طاهر البلخى ثنا عبد الصمد بن الفضل ثنا خالد بن عبد الرحمن ابن خالد بن سلمة المخزومى ثنا كامل بن العلاء عن ابى صالح عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اُمِرَ اَبُوْ مَحْذُوْرَةَ اَنْ يَّشْفَعَ الاَذَانَ وَيُوْتِرَ الاقَامَةَ وَيَسْتَدِيْرَ فِىْ اقَامَتِه .

৮৯৪(১২)। আলী ইবনুল ফাদল ইবনে তাহের আল-বালাখী (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু মাহযূরা (রা)-কে আযানের শব্দগুলো দুইবার, ইকামতের শব্দগুলো একবার বলার এবং ইকামতের সময় (ডানে-বামে) ঘুরবার নির্দেশ দেয়া হয়।

٨٩٥(١٣)- حدثنا ابو بكر بن مجاهد المقرى ثنا ابو بكر بن محمد بن عبد الله الزهيرى ثنا سعيد بن المغيرة ح وحدثنا عثمان بن احمد الدقاق واحمد بن زياد وآخرون قالوا ثنا عبد الكريم ابن الهيثم ثنا سعيد بن المغيرة الصياد حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله بن عمر عن نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اِنَّ الاَذَانَ عَلى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّه ﷺ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَالاِقَامَةَ مَرَّةً مَرَّةً .

৮৯৫(১৩)। আবু বাক্‌র ইবনে মুজাহিদ আল-মুকরী (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে আযানের শব্দ দুইবার করে এবং ইকামতের শব্দ একবার করে বলা হতো।

٨٩٦(١٤)- حدثنا على بن عبد الله بن مبشر ثنا احمد بن سنان ثنا عبد الرحمن ثنا شعبة عن ابى جعفر قال سمعت ابا المثنى يحدث عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ الاَذَانُ عَلى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّه ﷺ مَثْنى مَثْنى وَالاِقَامَةُ مَرَّةً وَاحِدَةً غَيْرَ اَنَّ الْمُؤَذِّنَ كَانَ اذَا قَالَ قَدْ قَامَت الصَّلاَةُ قَالَ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ مَرَّتَيْنِ .

৮৯৫(১৪) । আলী ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুবাশশির (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে আযানের শব্দগুলো দুই দুইবার করে এবং ইকামাতের শব্দগুলো একবার করে বলা হতো। তবে যখন মুয়ায্‌যিন কাদ কামাতিস সালাহ বলতেন তখন তা দুইবার বলতেন।

٨٩٧(١٥)- حدثنا ابو عمر القاضى ثنا احمد بن منصور ثنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن زيد عن سماك بن عطية عن ايوب عن ابى قلابة عَنْ اَنَسٍ قَالَ اُمِرَ بِلاَلٌ اَنْ يَّشْفَعَ الاَذَانَ وَيُوْتِرَ الاِقَامَةَ الاَّ الاِقَامَةَ .

৮৯৭(১৫)। আবু উমার আল-কাযী (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিলাল (রা)-কে আযানের শব্দগুলো দুইবার করে এবং ইকামতের শব্দগুলো একবার করে বলার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। তবে ইকামতের কাদ কামাতিস-সালাহ (দুইবার করে বলা হতো)।

٩٨(١٦)- حدثنا ابو عمر نا احمد بن منصور نا عبد الرزاق انا معمر عن ايوب عن ابى قلابة عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ بِلاَلٌ يُثْنِى الاَذَانَ وَيُوْتِرُ الاِقَامَةَ الاَّ قَوْلَهُ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ .

৮৯৮(১৬)। আবু উমার (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিলাল (রা) আযানের শব্দগুলো দুইবার এবং ইকামতের শব্দগুলো একবার করে বলতেন, কিন্তু কাদ কামাতিস সালাহ (দুইবার বলতেন)।

٨٩٩(١٧)- حدثنا احمد بن عبد الله الوكيل ثنا الحسن بن عرفة ثنا هشيم عن خالد عن ابى قلابة عَنْ اَنَسٍ قَالَ اُمِرَ بِلاَلٌ اَنْ يَّشْفَعَ الاَذَانَ وَيُوْتِرَ الاِقَامَةَ .

৮৯৯(১৭)। আহ্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-ওয়াকীল (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিলাল (রা)-কে আযানের শব্দগুলো দুইবার এবং ইকামতের শব্দগুলো একবার বলার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

٩٠٠(١٨)- حدثنا الحسن بن الخضر ثنا احمد بن شعيب ثنا قتيبة بن سعيد ثنا عبد الوهاب عن ايوب عن ابى قلابة عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اَمَرَ بِلاَلاً اَنْ يَّشْفَعَ الاَذَانَ وَيُوْتِرَ الاِقَامَةَ .

৯০০(১৮)। আল-হাসান ইবনুল খিদির (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বিলাল (রা)-কে আযানের শব্দগুলো দুইবার এবং ইকামতের শব্দগুলো একবার বলার নির্দেশ দিয়েছেন।

٩٠١(١٩)- حدثنا الحسن بن ابراهيم بن عبد المجيد ثنا عباس بن محمد الدورى ثنا يحى بن معين ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ مِثْلَهُ .

৯০১(১৯)। আল-হাসান ইবনে ইবরাহীম ইবনে আবদুল মাজীদ (র)... আবদুল ওয়াহ্হাব (র) থেকে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

٩٠٢(٢٠)- حدثنا عبد الباقى بن قانع ثنا احمد بن حماد بن سفيان ثنا الحسن بن حماد بن كسيب الحضرمى ثنا اسماعيل بن ابراهيم عن خالد الحذاء عن ابى قلابة عَنْ اَنَسٍ قَالَ اَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِلاَلاً اَنْ يَّشْفَعَ الاَذَانَ وَيُوْتِرَ الاِقَامَةَ .

৯০২(২০)। আবদুল বাকী ইবনে কানে' (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিলাল (রা)-কে আযানের শব্দগুলো দুইবার এবং ইকামতের শব্দগুলো একবার বলার নির্দেশ দিয়েছেন।

٩٠٣(٢١)- ثنا ابو عمر القاضى ثنا الحسن بن ابى الربيع ح وحدثنا محمد بن اسماعيل الفارسى ثنا اسحاق بن ابراهيم قالا نا عبد الرزاق ثنا معمر عن ايوب عن ابى قلابة عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ بِلاَلٌ يُثَنِّى الاَذَانَ وَيُوْتِرُ الاِقَامَةَ اِلاَّ قَوْلَهُ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ .

৯০৩(২১)। আবু উমার আল-কাযী (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিলাল (রা) আযানের শব্দগুলো দুইবার এবং ইকামতের শব্দগুলো একবার বলতেন, তবে তার উক্তি 'কাদ কামাতিস সালাহ' (দুইবার)।

٩٠٤(٢٢)- حدثنا عمر بن احمد بن على المروزى ثنا محمد بن الليث الغزال ثنا عبدان ثنا خارجة عن ايوب عن ابى قلابة عَنْ اَنَسٍ قَالَ اَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِلاَلاً اَنْ يَّشْفَعَ الاَذَانَ وَيُوْتِرَ الاِقَامَةَ .

৯০৪(২২)। উমার ইবনে আহ্মাদ ইবনে আলী আল-মারওয়াযী (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিলাল (রা)-কে আযানের শব্দগুলো দুইবার এবং ইকামতের শব্দগুলো একবার বলার নির্দেশ দিয়েছেন।

٩٠٥(٢٣)- حدثنا ابو النيسابورى ثنا يونس بن عبد الاعلى ثنا ابن وهب اخبرنى ابن لهيعة عن عبيد اللّٰه بن ابى جعفر عن نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ اَذَّنَ اثْنى عَشَرَةَ سَنَةً وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وكُتِبَ لَهُ بِكُلِّ اَذَانٍ سِتُّوْنَ حَسَنَةً وَبِكُلِّ اِقَامَةٍ ثَلاَثُوْنَ حَسَنَةً .

৯০৫(২৩)। আবুন নায়সাপুরী (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি একাধারে বারো বছর যাবত আযান দিবে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে এবং তার জন্য প্রতি ওয়াক্ত আযানের বিনিময়ে ষাটটি সাওয়াব এবং প্রতি ওয়াক্ত ইকামতের বিনিময়ে তিরিশটি সাওয়াব (তার আমলনামায়) লেখা হয়।

٩٠٦(٢٤)- حدثنا ابو طالب على بن محمد بن احمد بن الجهم ثنا على بن داود القنطرى ثنا عبد اللّٰه بن صالح حدثنى يحى بن ايوب عن ابن جريج عن نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ اَذَّنَ اثْنى عَشَرَةَ سَنَةً وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وكُتِبَ لَهُ بِتَاْذِيْنِه فِىْ كُلِّ مَرَّةٍ سِتُّوْنَ حَسَنَةً وَبِاِقَامَتِه ثَلاَثُوْنَ حَسَنَةً .

৯০৬(২৪)। আবু তালিব আলী ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আহ্মাদ ইবনুল জাহ্ম (র) ... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি একাধারে বারো বছর যাবত আযান দিবে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে এবং তার জন্য প্রতিবার আযান দেয়ার বিনিময়ে ষাটটি সাওয়াব এবং প্রতিবার ইকামতের বিনিময়ে তিরিশটি সাওয়াব (তার আমলনামায়) লিপিবদ্ধ করা হয়।

٩٠٧(٢٥)- حدثنا الحسين بن اسماعيل ثنا ابو حاتم الرازى حدثنا عمر بن على بن ابى بكر ثنا محمد بن سعدان بن عبد اللّٰه بن حيان عن يزيد بن ابى عبيد عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الاَكْوَعِ قَالَ كَانَ الاَذَانُ عَلى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَثْنى مَثْنى وَالاِقَامَةُ فَرْدًا .

৯০৭(২৫)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... সালামা ইবনুল আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে আযানের বাক্যগুলো দুইবার এবং ইকামতের বাক্যগুলো একবার করে বলা হতো।

٩٠٨(٢٦)-حدثنا ابو عمر القاضى ثنا ابن الجنيد نا ابو عاصم عن يزيد بن ابى عبيد عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الاكْوَعِ اَنَّهُ كَانَ اِذَا لَمْ يُدْرِكِ الصَّلاَةَ مَعَ الْقَوْمِ اَذَّنَ وَاَقَامَ وَيُثَنِّى الاقَامَةَ موقوف .

৯০৮(২৬)। আবু উমার আল-কাযী (র)... সালামা ইবনুল আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি সকলের সাথে জামায়াতে নামায না পেলে একাকী আযান ও ইকামত দিয়ে নামায পড়তেন এবং ইকামতের শব্দগুলো দুইবার বলতেন। এটি মাওকূফ হাদীস।

٩٠٩(٢٧)-حدثنا القاسم بن اسماعيل ابو عبيد نا محمد بن الحارث بن صالح المخزومى ثنا يحى ابن خالد عن عمر بن حفص عن عثمان بن عبد الرحمن عن محمد بن على عن ابيه عَنْ عَلِىٍّ قَالَ نَزَلَ جِبْرِيْلُ بِالاِقَامَةِ مُفْرَداً وَسَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الاَذَانَ مَثْنى مَثْنى .

৯০৯(২৭)। আল-কাসেম ইবনে ইসমাঈল আবু উবায়েদ (র)... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জিবরাঈল (আ) ইকামতের শব্দগুলো একবার বলার নির্দেশসহ নাযিল হন। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আযানের শব্দগুলো দুইবার করে বলার নিয়ম প্রবর্তন করেছেন।

٩١٠(٢٨)- حدثنا احمد بن عبد الله بن محمد النحاس ثنا عمر بن شبة ثنا معمر بن محمد بن عبيد الله بن ابى رافع حدثنى به ابى محمد عن ابيه عبيد الله عَنْ اَبِىْ رَافِعٍ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَرَاَيْتُ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بَيْنَ يَدَىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَثْنٰى مَثْنٰى وَيُقِيْمُ فُرَادٰى.

৯১০(২৮)। আহ্‌মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ আন-নাহ্‌হাস (র)... আবু রাফে‘ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দেখেছি এবং আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপস্থিতিতে বিলাল (রা)-কে আযানের শব্দগুলো দুইবার করে এবং ইকামতের শব্দগুলো একবার করে বলতে দেখেছি।

٩١١(٢٩)- حدثنا محمد بن ابراهيم بن فيروز ثنا زياد بن ايوب حدثنا احمد بن حنبل حدثنا يعقوب حدثنى ابى عن ابن اسحاق حدثنى محمد بن ابراهيم عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ قَالَ لَمَّا اَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالنَّاقُوْسِ اَطَافَ بِىْ وَاَنَا نَائِمٌ رَجُلٌ فَاَلْقى عَلَىَّ فَذَكَرَ الاَذَانَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَالاِقَامَةَ مَرَّةً مَرَّةً فَلَمَّا اَصْبَحْتُ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْبَرْتُهُ بِمَا رَاَيْتُ فَقَالَ اِنَّهَا لَرُؤْيَا حَقٌّ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ فَقُمْ مَعَ بِلاَلٍ فَاَلْقِ عَلَيْهِ مَا

رَاَيْتَ فَانَّهُ اَنْدى صَوْتًا مِنْكَ فَسَمِعَ ذَالِكَ عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ وَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَقَدْ رَاَيْتُ مِثْلَ الَّذِىْ رَاى قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ .

৯১১(২৯)। মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম ইবনে ফায়রূয (র)... মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ ইবনে আবদে রব্বিহি (র) থেকে বর্ণিত। আমার পিতা আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ (নামাযের ওয়াক্তে) ঘণ্টাধ্বনি করার নির্দেশ দিলেন। তখন এক ব্যক্তি আমার ঘুমন্ত অবস্থায় (স্বপ্নে) আমাকেসহ ঘুরালো। তিনি আমাকে (আযান) শিক্ষা দিলেন আযানের শব্দগুলো দুইবার করে এবং ইকামতের শব্দগুলো এক একবার করে। ভোর হলে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আসলাম এবং তাঁকে আমার স্বপ্নের কথা জানালাম। তিনি বলেন : ইনশাআল্লাহ এটা নিশ্চয়ই বাস্তব (সত্য) স্বপ্ন। তুমি বিলালের সাথে যাও এবং যা স্বপ্নে দেখেছো তা তাকে বলে দাও। কেননা তার কণ্ঠস্বর তোমার চেয়ে উচ্চ ও দীর্ঘ। উমার (রা) এগুলো (আযান) শুনে বললেন, সেই সত্তার শপথ যিনি আপনাকে সত্য দীনসহ পাঠিয়েছেন! সে যা স্বপ্নে দেখেছে, আমিও তদ্রূপই স্বপ্ন দেখেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য।

٩١٢(٣٠)- حدثنا احمد بن اسحاق بن بهلول ثنا عبد الله بن سعيد ابو سعيد الاشج ثنا عقبة بن خالد عن ابن ابى ليلى عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن ابى ليلى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ كَانَ اَذَانُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ شَفْعًا شَفْعًا فِى الاَذَانِ وَالاقَامَةِ . ابن ابى ليلى هو القاضى محمد بن عبد الرحمن ضعيف الحديث سئ الحفظ وابن ابى ليلى لا يثبت سماعه من عبد الله بن زيد . وقال الاعمش والمسعودى عن عمرو بن مرة عن ابن ابى ليلى عن معاذ بن جبل ولا يثبت . والصواب ما رواه الثورى وشعبة عن عمرو بن مرة وحسين ابن عبد الرحمن عن ابن ابى ليلى مرسلا . وحديث ابن اسحاق عن محمد بن ابراهيم عن محمد بن عبد الله بن زيد عن ابيه متصل وهو خلاف ما رواه الكوفيون .

৯১২(৩০)। আহ্‌মাদ ইবনে ইসহাক ইবনে বাহ্‌লূল (র)...আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আযান ও ইকামতের বাক্যগুলো জোড়ায় জোড়ায় ছিল।

ইবনে আবু লায়লা (র) হলেন আল-কাযী মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান। তিনি হাদীসশাস্ত্রে দুর্বল এবং তার স্মৃতিশক্তি ত্রুটিপূর্ণ। ইবনে আবু লায়লার আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা) থেকে হাদীস শ্রবণ প্রমাণিত নয় এবং আল-আ'মাশ (র) ও আল-মাসউদী-আমর ইবনে মুররা-ইবনে আবু লায়লা-মুআয ইবনে জাবাল (রা)-র সূত্রে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু এটিও প্রমাণিত নয়। সঠিক হলো : আস-সাওরী ও শো'বা-আমর ইবনে মুররা ও হুসাইন ইবনে আবদুর রহমান-ইবনে আবু লায়লা (র) সূত্রে মুরসাল সূত্রটি।। ইবনে ইসহাক-মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম-মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ-তার পিতা, এই সূত্রটি মুত্তাসিল। এটি কূফাভিত্তিক রাবীগণ যা রিওয়ায়াত করেছেন তার বিপরীত।

٩١٣(٣١)-حدثنا ابو محمد بن صاعد ثنا الحسن بن يونس ثنا الاسود بن عامر ثنا ابو بكر ابن عياش عن الاعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن ابى ليلى عَنْ مُعَاذ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَامَ رَجُلٌ مِّنَ الاَنْصَارِ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ يَعْنِىْ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنِّىْ رَاَيْتُ فِى النَّوْمِ كَاَنَّ رَجُلاً نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ عَلَيْهِ بُرْدَانِ اَخْضَرَانِ نَزَلَ عَلَى جَذْمِ حَائِطٍ مِّنَ الْمَدِيْنَةِ فَاَذَّنَ مَثْنى مَثْنى ثُمَّ جَلَسَ ثُمَّ قَامَ فَقَالَ مَثْنى مَثْنى قَالَ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَلى نَحْوِ مِنْ اَذَانِنَا الْيَوْمِ قَالَ عَلِّمْهَا بِلاَلاً فَقَالَ عُمَرُ قَدْ رَاَيْتُ مِثْلَ الَّذِىْ رَاى وَلكِنَّهُ سَبَقَنِىْ .

৯১৩(৩১)। আবু মুহাম্মাদ ইবনে সায়েদ (র)... মু'আয ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন আনসার ব্যক্তি অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা) নবী ﷺ-এর সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্নে দেখেছি যে, দু'টি সবুজ রং-এর চাদর পরিহিত এক ব্যক্তি উপর থেকে নেমে এসেছেন। তিনি মদীনার একটি দেয়ালের পাদদেশে নামলেন এবং আযানের শব্দগুলো দুইবার করে বললেন, তারপর বসলেন, অতঃপর দাঁড়িয়ে আবার দুইবার করে (ইকামত) বললেন। আবু বাক্‌র ইবনে আয়্যাশ (র) বলেন, আমাদের আজ-কালকার আযানের অনুরূপ। তিনি বলেন : বিলালকে শিক্ষা দাও। উমার (রা) বলেন, অবশ্য আমিও স্বপ্নে দেখেছি যা তিনি দেখেছেন, কিন্তু তিনি আমার চেয়ে অগ্রগামী হয়েছেন।

٩١٤(٣٢)- حدثنا محمد بن مخلد ثنا ابراهيم بن محمد العتيق من اصله ثنا ابراهيم بن دينار نا زياد بن عبد الله البكائى ثنا ادريس بن يزيد الاودى عَنْ عَوْنِ بْنِ اَبِىْ جُحَيْفَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ بِلاَلاً اَذَّنَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ بِمِنى بِصَوْتَيْنِ صَوْتَيْنِ وَاَقَامَ مِثْلَ ذَالِكَ .

৯১৪(৩২)। মুহাম্মাদ ইবনে মাখলাদ (র)... আওন ইবনে জুহায়ফা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। বিলাল (রা) মিনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জন্য দুইবার করে আযান দেন এবং আযানের অনুরূপ ইকামত দেন (অর্থাৎ আযান ও ইকামতের শব্দগুলো দুইবার করে বলেন)।

٩١٥(٣٣)- حدثنا محمد بن مخلد ثنا ابو عون محمد بن عمرو بن عون ومحمد بن عيسى الواسطيان قالا نا زكريا بن يحى ثنا زياد بن عبد الله بن الطفيل عن ادريس الاودى عَنْ عَوْنِ بْنِ اَبِىْ جُحَيْفَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ بِلاَلاً كَانَ يُؤَذِّنُ لِلنَّبِىِّ ﷺ مَثْنى مَثْنى وَيُقِيْمُ مَثْنى مَثْنى قَالَ اَبُوْ عَوْنٍ بِصَوْتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَاَقَامَ مِثْلَ ذَالِكَ .

৯১৫(৩৩)। মুহাম্মাদ ইবনে মাখলাদ (র).... আওন ইবনে আবু জুহায়ফা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। বিলাল (রা) নবী ﷺ-এর জন্য আযানের শব্দগুলো উচ্চস্বরে দুইবার করে বলতেন এবং ইকামতের শব্দগুলোও দুইবার করে বলতেন।

٩١٦(٣٤)- حدثنا ابو عمر القاضى ثنا الحسن بن ابى الربيع ح وحدثنا محمد بن اسماعيل الفارسى ثنا اسحاق بن ابراهيم قالا حدثنا عبد الرزاق انا معمر عن حماد عن ابراهيم عَنِ الاَسْوَدِ اَنَّ بِلاَلاً كَانَ يُثَنِّى الاَذَانَ وَيُثَنِّى الاقَامَةَ فَانَّهُ كَانَ يَبْدَاُ بِالتَّكْبِيْرِ وَيَخْتِمُ بِالتَّكْبِيْرِ .

৯১৬(৩৪)। আবু উমার আল-কাযী (র)... আল-আসওয়াদ (র) থেকে বর্ণিত। বিলাল (রা) আযানের শব্দগুলো দুইবার করে বলতেন এবং ইকামতের শব্দগুলোও দুইবার করে বলতেন। তিনি তাকবীর (আল্লাহু আকবার) দ্বারা (আযান) আরম্ভ করতেন এবং তাকবীর (আল্লাহু আকবার) দ্বারা তা শেষ করতেন।

٩١٧(٣٥)- حدثنا محمد بن اسماعيل ثنا اسحاق ثنا عبد الرزاق انا الثورى عن ابى معشر عن ابراهيم عن الاسود عَنْ بِلاَلٍ قَالَ كَانَ اَذَانُهُ وَاِقَامَتُهُ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ .

৯১৭(৩৫)। মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল (র)... আল-আসওয়াদ (র) বিলাল (রা) সূত্রে বলেন, তার আযানের শব্দগুলো এবং ইকামতের শব্দগুলো দুইবার করে বলতেন।

٩١٨(٣٦)- حدثنا القاضى ابو عمر ثنا احمد بن منصور ثنا يزيد بن ابى حكيم نا سفيان عن زياد بن كليب عن ابراهيم عَنْ بِلاَلٍ مِثْلَهُ . قَالَ اَبُو الْحَسَنِ الرَّمَادِىُّ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ سُفْيَانُ .

৯১৮(৩৬)। আল-কাযী আবু উমার (র)... বিলাল (রা) থেকে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত। আবুল হাসান (র) বলেন, সুফিয়ান (র) আর-রামাদী থেকে হাদীস শ্রবণ করেননি।

٩١٩(٣٧)- حدثنا الحسين بن اسماعيل ثنا ابو يحى محمد بن عبد الرحيم ثنا معلى بن منصور اخبرنى عبد السلام بن حرب عن ابى عميس عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّهُ حِيْنَ رَاَى الاَذَانَ اَمَرَ النَّبِىُّ ﷺ بِلاَلاً فَاَذَّنَ وَاَمَرَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ زَيْدٍ فَاَقَامَ .

৯১৯(৩৭)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি যখন স্বপ্নযোগে আযানের শব্দগুচ্ছ দেখেছিলেন তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিলাল (রা)-কে নির্দেশ দিলে তিনি আযান দেন এবং আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা)-কে নির্দেশ দিলে তিনি ইকামত দেন।

٩٢٠(٣٨)- حدثنا الحسين بن اسماعيل ثنا محمد بن عثمان بن كرامة ثنا ابو اسامة ثنا ابن عون عن محمد عَنْ اَنَسٍ قَالَ مِنَ السُّنَّةِ اذا قَالَ الْمُؤَذِّنُ فِيْ اَذَانِ الْفَجْرِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ قَالَ اَلصَّلاَةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ اَلصَّلاَةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ مَرَّتَيْنِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ .

৯২০(৩৮)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সুন্নাত নিয়ম হলো, মুয়াযযিন ফজরের নামাযের আযানে হায়্যা আলাল-ফালাহ্ বলার পর দুইবার আস-সালাতু খাইরুম মিনান নাওম, আস-সালাতু খাইরুম-মিনান নাওম, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার দুইবার এবং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ একবার বলবে।

٩٢١(٣٩)- حدثنا احمد بن عبد الله الوكيل ثنا الحسن بن عرفة نا هشيم عن ابن عون عن ابن سيرين عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ التَّثْوِيْبُ فِيْ صَلاَةِ الْغَدَاةِ اذا قَالَ الْمُؤَذِّنُ فِيْ اَذَانِ الْفَجْرِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ فَلْيَقُلْ اَلصَّلاَةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ اَلصَّلاَةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ .

৯২১(৩৯)। আহ্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-ওয়াকীল (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নামাযে (আযানে) তাছবীব ছিলো এই : মুয়াযযিন ফজরের আযানে হায়্যা আলাল ফালাহ্ হায়্যা আলাল ফালাহ বলার পর যেন বলে, আস-সালাতু খাইরুম মিনান নাওম, আস-সালাতু খাইরুম মিনান নাওম।

٩٢٢(٤٠)- حدثنا محمد بن مخلد ثنا محمد بن اسماعيل الحسانى ثنا وكيع عن العمرى عن نافع عن ابن عمر ووكيع عن سفيان عن محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر عَنْ عُمَرَ اَنَّهُ قَالَ لِمُؤَذِّنِه اذا بَلَغْتَ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ فِى الْفَجْرِ فَقُلْ اَلصَّلاَةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ اَلصَّلاَةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ .

৯২২(৪০) মুহাম্মাদ ইবনে মাখলাদ (র)... উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নিজের মুয়ায্যিনকে বলতেন, তুমি ফজরের আযানে হায়্যা আলাল ফালাহ্ বলার আস-সালাতু খাইরুম মিনান নাওম আস-সালাতু খাইরুম মিনান নাওম বলবে।

٩٢٣(٤١)- حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز حدثنا عبد الله بن عمر بن ابان ثنا عبد الرحمن بن الحسن ابو مسعود الزجاج عن ابى سعيد عن عبد الرحمن بن ابى ليلى عَنْ بِلاَلٍ قَالَ اَمَرَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ اُثَوِّبَ فِى الْفَجْرِ وَنَهَانِىْ اَنْ اُثَوِّبَ فِى الْعِشَاءِ .

৯২৩(৪১)। আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল আযীয (র)... বিলাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে ফজরের আযানে তাছবীব করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং এশার আযানে তাছবীব করতে নিষেধ করেছেন।

টীকা : ফজরের নামাযের আযানে আস্‌সালাতু খাইরুম মিনান নাওম বলাকে তাছবীব বলা হয় (অনুবাদক)।

٩٢٤(٤٢)- حدثنا القاضى ابو عمر ثنا على بن عبد العزيز ثنا مسلم ثنا داود بن ابى عبد الرحمن القرشى ثَنَا مَالِكُ بْنُ دِيْنَارٍ قَالَ صَعِدْتُ اِلَى ابْنِ اَبِىْ مَحْذُوْرَةَ فَوْقَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بَعْدَ مَا اَذَّنَ فَقُلْتُ لَهُ اَخْبِرْنِىْ عَنْ اَذَانِ اَبِيْكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كَانَ يَبْدَأُ فَيُكَبِّرُ ثُمَّ يَقُوْلُ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ مَرَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَقُوْلُ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ حَتّٰى يَاْتِىْ عَلٰى آخِرِ الاَذَانِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ تَفَرَّدَ بِهِ دَاوُدُ .

৯২৪(৪২)। আল-কাযী আবু উমার (র).... মালেক ইবনে দীনার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আযানের পর মসজিদুল হারামের (ছাদের) উপর আবু মাহযূরা (রা)-এর ছেলের নিকট গেলাম। আমি তাকে বললাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য আপনার পিতার আযান সম্পর্কে আমাকে অবহিত করুন। তিনি বলেন, তিনি তাকবীর (আল্লাহু আকবার) দ্বারা (আযান) আরম্ভ করতেন, তারপর বলতেন, আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ , আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, হায়্যা আলাস সালাহ, হায়্যা আলাল-ফালাহ একবার, অতঃপর তারজী' করেন (পুনরায় বলেন), আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, এমনকি তিনি আযানের শেষ পর্যন্ত এলেন—আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। এই হাদীস কেবল দাঊদ (র)-ই বর্ণনা করেছেন।

٩٢٥(٤٣)- حدثنا القاضى المحاملى ثنا العباس بن يزيد ح وحدثنا الحسين بن القاسم بن جعفر الكوفى ثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور قالا نا معاذ بن هشام حدثنى ابى عن عامر الاحول عن مكحول عن عبد الله بن محيريز عَنْ اَبِىْ مَحْذُوْرَةَ اَنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ عَلَّمَهُ هذَا الاَذَانَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ ثُمَّ يَعُوْدُ فَيَقُوْلُ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ مَرَّتَيْنِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ مَرَّتَيْنِ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ مَرَّتَيْنِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ مَرَّتَيْنِ .

৯২৫(৪৩)। আল-কাযী আল-মুহামিলী (র)... আবু মাহ্যূরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ তাকে এই আযান শিক্ষা দেন : আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ। অতঃপর পুনরায় পুনরাবৃত্তি করে বলবে, আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ দুইবার। আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ দুইবার, হায়্যা আলাস সালাহ দুইবার এবং হায়্যা আলাল ফালাহা দুইবার।

٩٢٦(٤٤)- حدثنا القاضى ابو عمر ثنا احمد بن منصور حدثنا يزيد بن ابى حكيم ح وحدثنا ابو عمر ثنا الحسن بن ابى الربيع ثنا عبد الرزاق قالا نا سفيان عن منصور عن ابراهيم عَنِ الاَسْوَدِ قَالَ كَانَ اخِرُ اَذَانِ بِلاَلٍ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ .

৯২৬(৪৪)। আল-কাযী আবু উমার (র)... আল-আসওয়াদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিলাল (রা)-র আযানের সর্বশেষ শব্দগুলো ছিলো : আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।

٩٢٧(٤٥)- حدثنا ابو عمر حدثنا الحسن بن ابى الربيع ثنا عبد الرزاق انا معمر عن الاعمش عن ابراهيم عَنِ الاَسْوَدِ اَنَّ بِلاَلاً قَالَ اخِرُ الاَذَانِ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ .

৯২৭(৪৫)। আবু উমার (র)... আল-আসওয়াদ (র) থেকে বর্ণিত। বিলাল (রা) বলেন, আযানের সর্বশেষ (বাক্য) লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।

٩٢٨(٤٦)- حدثنا محمد بن مخلد نا الحسانى ثنا وكيع ثنا سفيان عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عَنْ بِلاَلٍ قَالَ اخِرُ اَذَانِ بِلاَلٍ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ .

৯২৮(৪৬)। মুহাম্মাদ ইবনে মাখলাদ (র)... আল-আসওয়াদ (র) থেকে বিলাল (রা)-র সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিলাল (রা)-এর আযানের সর্বশেষ বাক্য ছিল আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।

٩٢٩(٤٧)- حدثنا ابو عمر ثنا ابن الجنيد ثنا الاسود بن عامر نا زهير عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عَنْ بِلاَلٍ قَالَ اخِرُ الاَذَانِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ .

৯২৯(৪৭)। আবু উমার (র)... বিলাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আযানের সর্বশেষ বাক্য হলো আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।

٩٣٠(٤٨)- وحدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ثنا عبد الواحد بن غياث نا حماد بن سلمة عن ايوب عن نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ بِلاَلاً اَذَّنَ قَبْلَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ فَاَمَرَهُ النَّبِىُّ ﷺ اَنْ يَّرْجِعَ فَيُنَادِىْ اَلاَ اِنَّ الْعَبْدَ نَامَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَرَجَعَ فَنَادى اَلاَ اِنَّ الْعَبْدَ نَامَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ .
تَابَعَهُ سعيد بن زربى وكان ضعيفًا عن ايوب .

৯৩০(৪৮)। আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল আযীয (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। বিলাল (রা) ফজর হওয়ার পূর্বে আযান দিলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে পুনরায় তিনবার ঘোষণা দিতে নির্দেশ দেন : "সাবধান! নিশ্চয়ই বান্দা (বিলাল) ঘুমিয়েছিল"। অতএব তিনি ফিরে গিয়ে তিনবার ঘোষণা দেন, "নিশ্চয়ই বান্দা (আমি) ঘুমিয়েছিল"। সাঈদ ইবনে যারবী (র) তার অনুসরণ করেন এবং তিনি আইউব (র) থেকে হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে দুর্বল।

٩٣١(٤٩)- حدثنا ابن مرداس حدثنا ابو داود ثنا ايوب بن منصور ثنا شعيب بن حرب نا عبد العزيز بن ابى راود عن نافع عَنْ مُؤَذِّنٍ لِعُمَرَ يُقَالُ لَهُ مَسْرُوْحٌ اَذَّنَ قَبْلَ الصُّبْحِ فَاَمَرَهُ عُمَرُ نَحْوَهُ .

৯৩১(৪৯)। ইবনে মিরদাস (র)... উমার (রা)-এর মুয়ায্যিন মাসরূহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি ফজর হওয়ার পূর্বে আযান দিলে উমার (রা) তাকে নির্দেশ দেন... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

٩٣٢(٥٠)- حدثنا محمد بن اسماعيل الفارسى ثنا اسحاق بن ابراهيم ثنا عبد الرزاق عن معمر عَنْ اَيُّوْبَ قَالَ اَذَّنَ بِلاَلٌ مَرَّةً بِلَيْلٍ هذا مرسل .

৯৩২(৫০)। মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল আল-ফারিসী... আইউব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা বিলাল (রা) রাত থাকতে (ফজরের) আযান দেন। এটি মুরসাল হাদীস।

٩٣٣(٥١)- حدثنا على بن عبد الله بن مبشر ثنا عبد الحميد بن بيان ثنا هشيم ثنا يونس بن عبيد عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ اَنَّ بِلاَلاً اَذَّنَ لَيْلَةً بِسَوَادٍ فَاَمَرَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَّرْجِعَ اِلى مَقَامِهِ فَيُنَادِىْ اِنَّ الْعَبْدَ نَامَ فَرَجَعَ وَهُوَ يَقُوْلُ لَيْتَ بِلاَلاً لَمْ تَلِدْهُ اُمُّهُ وَابْتَلَّ مِنْ نَضْحِ دَمِ جَبِيْنِهِ .

৯৩৩(৫১)। আলী ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুবাশশির (র)... হুমাইদ ইবনে হিলাল (র) থেকে বর্ণিত। বিলাল (রা) রাতের আঁধারে (ফজরের) আযান দেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নির্দেশ দেন তিনি যেন তার জায়গায় ফিরে গিয়ে বলেন, "নিশ্চয়ই বান্দা ঘুমিয়েছে"। অতএব তিনি স্বস্থানে একথা বলতে বলতে ফিরে আসেন, আক্ষেপ বিলালের জন্য, তার মা যদি তাকে প্রসব না করতেন এবং তিনি ঘাম দিয়ে নিজের কপাল ভিজান।

٩٣٤(٥٢)- حدثنا محمد بن نوح ثنا معمر بن سهل ثنا عامر بن مدرك ثنا عبد العزيز بن ابى رواد عن نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ بِلاَلاً اَذَّنَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَغَضِبَ النَّبِىُّ ﷺ وَاَمَرَهُ اَنْ يُّنَادِىَ اِنَّ الْعَبْدَ نَامَ فَوُجِدَ بِلاَلٌ وَجْداً شَدِيْداً . وهم فيه عامر بن مدرك والصواب قد تقدم عن شعيب بن حرب عن عبد العزيز بن ابى رواد عن نافع عن مؤذن عمر عن عمر قوله .

৯৩৪(৫২)। মুহাম্মাদ ইবনে নূহ (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। বিলাল (রা) ফজরের ওয়াক্ত হওয়ার পূর্বে আযান দিলেন। ফলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসন্তুষ্ট হলেন এবং তিনি তাকে এভাবে ঘোষণা দিতে নির্দেশ দিলেন : "নিশ্চয় বান্দা ঘুমিয়েছিল"। তাতে বিলাল (রা) খুব মনোকষ্ট পেলেন। এই হাদীসের বর্ণনায় আমের ইবনে মুদরিক ভুল করেছেন। সঠিক হলো, এটি ইতিপূর্বে শুআইব ইবনে হারব-আবদুল আযীয ইবনে আবী ওয়াররাদ-নাফে'-উমার (রা)-এর মুয়ায্যিন-উমার (রা) সূত্রে বর্ণিত তার নিজস্ব উক্তি।

٩٣٥(٥٣)- نا العباس بن عبد السميع الهاشمى نا محمد بن سعد العوفى ثنا ابى نا ابو يوسف القاضى عن سعيد بن ابى عروبة عن قتادة عَنْ اَنَسٍ اَنَّ بِلاَلاً اَذَّنَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَاَمَرَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَّعُوْدَ فَيُنَادِيْ اِنَّ الْعَبْدَ نَامَ فَفَعَلَ وَقَالَ لَيْتَ بِلاَلاً لَمْ تَلِدْهُ اُمُّهُ وَابْتَلَّ مِنْ نَضْحِ دَمٍ جَبِيْنَهُ .

৯৩৫(৫৩)। আল-আব্বাস ইবনে আবদুস সামী' আল-হাশিমী (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। বিলাল (রা) ফজরের ওয়াক্ত হওয়ার পূর্বে আযান দিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে পুনরায় ফিরে গিয়ে এভাবে ঘোষণা দেয়ার নির্দেশ দিলেন, নিশ্চয়ই বান্দা (আমি) ঘুমিয়েছিল। অতএব তিনি তাই করলেন এবং বললেন, বিলালের জন্য আফসোস! তার (বিলালের) মা যদি তাকে প্রসব না করতেন এবং তিনি ঘাম দিয়ে তার কপাল ভিজান। এই হাদীস কেবল আবু ইউসুফ (র) সাঈদ প্রমুখ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি সাঈদ-কাতাদা—নবী ﷺ সূত্রে এটি মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন।

٩٣٦(٥٤)- حدثنا عثمان بن احمد ثنا يحى بن ابى طالب ثنا عبد الوهاب ثنا سعيد عن قتادة اَنَّ بِلاَلاً اَذَّنَ وَلَمْ يَذْكُرْ اَنَسًا والمرسل اصح .

৯৩৬(৫৪)। উসমান ইবনে আহ্‌মাদ (র)... কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। বিলাল (রা) আযান দিলেন। তিনি আনাস (রা)-এর উল্লেখ করেননি এবং এই হাদীস মুরসাল হওয়াই অধিকতর সহীহ।

٩٣٧(٥٥)- حدثنا يحى بن محمد بن صاعد ثنا احمد بن عثمان بن حكيم الاودى ثنا محمد بن القاسم الاسدى ثنا الربيع بن صبيح عن الحسن عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ اَذَّنَ بِلاَلٌ فَاَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ اَنْ يُّعِيْدَ فَرَقِى بِلاَلٌ وَهُوَ يَقُوْلُ لَيْتَ بِلاَلاً ثَكِلَتْهُ اُمُّهُ وَابْتَلَّ مِنْ نَضْحِ دَمٍ جَبِيْنَهُ يُرَدِّدُهَا حتّى صَعِدَ ثُمَّ قَالَ اَلاَ اِنَّ الْعَبْدَ نَامَ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ اَذَّنَ حِيْنَ اَضَاءَ الْفَجْرُ . محمد بن القاسم الاسدى ضعيف جدا .

৯৩৭(৫৫)। ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে সায়েদ (র)...আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিলাল (রা) (ফজরের পূর্বে) আযান দিলে নবী ﷺ তাকে পুনরায় আযান দেয়ার নির্দেশ দেন। অতএব বিলাল (রা) এই কথা বলতে বলতে (মিনারে) আরোহণ করেন—আফসোস বিলালের জন্য, তার মা তার জন্য দুঃখ-ভারাক্রান্ত হোক এবং তিনি ঘাম দিয়ে নিজের কপাল ভিজান। একথার পুনরাবৃত্তি করতে করতে তিনি (মিনারে) আরোহণ করেন, অতঃপর দুইবার বলেন, নিশ্চয়ই বান্দা ঘুমিয়েছিল। তারপর ফজরের ওয়াক্ত উজ্জ্বল হলে তিনি পুনরায় আযান দেন। মুহাম্মাদ ইবনুল কাসেম আল-আসাদী (র) হাদীসশাস্ত্রে অত্যন্ত দুর্বল।

٩٢٨(٥٦)- حدثنا محمد بن يحى بن مرداس حدثنا ابو داود حدثنا عثمان بن ابى شيبة ثنا حماد بن خالد ثنا محمد بن عمرو عن محمد بن عبد الله عن عمه عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ اَرَادَ النَّبِىُّ ﷺ اَشْيَاءً لَمْ يَصْنَعْ مِنْهَا شَيْئًا قَالَ فَارَى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ زَيْدٍ الاَذَانَ فِى الْمَنَامِ فَاَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَاَخْبَرَهُ فَقَالَ اَلْقِهِ عَلَى بِلاَلٍ فَاَلْقَاهُ عَلَى بِلاَلٍ فَاَذَّنَ بِلاَلٌ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ اَنَا رَاَيْتُهُ وَاَنَا كُنْتُ اُرِيْدُهُ قَالَ فَاَقِمْ اَنْتَ .

৯৩৮(৫৬)। মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে মিরদাস (র)... আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ কয়েকটি জিনিস করতে ইচ্ছা করেন, কিন্তু তার কোনটিই করেননি। রাবী বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা) স্বপ্নে আযান দেখেন। তিনি নবী ﷺ-এর নিকট এসে তাঁকে তা অবহিত করেন। তিনি বলেন : তুমি এটা (আযান) বিলালকে শিক্ষা দাও। অতএব তিনি তা বিলাল (রা)-কে শিক্ষা দিলেন। আর বিলাল (রা) আযান দেন। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি এটা স্বপ্নে দেখেছি এবং আমারই আযান দেয়ার ইচ্ছা ছিল। তিনি বলেন : তাহলে তুমি ইকামত দাও।

٩٣٩(٥٧)- حدثنا محمد بن يحى ثنا ابو داود ثنا عبيد الله بن عمر ثنا عبد الرحمن بن مهدى ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مُحَمَّدٍ قَالَ كَانَ جَدِّىْ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ زَيْدٍ بِهٰذَا الْخَبَرِ فَاَقَامَ جَدِّىْ . وقال ابو داود محمد بن عمرو مدنى وابن مهدى لا يحدّث عن البصرى .

৯৩৯(৫৭)। মুহাম্মাদ ইবনে ইয়হ্‌ইয়া (র)... মুহাম্মাদ ইবনে আমর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (র)-কে বলতে শুনেছি, আমার দাদা আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা) এই হাদীস বর্ণনা করেন... অতএব আমার দাদা ইকামত দেন (আবু দাউদ, মুসনাদ আহ্‌মাদ)। আবু দাউদ (র) বলেন, মুহাম্মাদ ইবনে আমর মদীনার বাসিন্দা। আর ইবনে মাহ্‌দী (র) বসরাবাসী থেকে হাদীস বর্ণনা করেননি।

٨-بَابُ النَّهْىِ عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ صَلاَةِ الْفَجْرِ وَبَعْدَ صَلاَةِ الْعَصْرِ

৮-অনুচ্ছেদ : ফজর ও আসরের নামাযের পর নফল নামায পড়া নিষেধ।

٩٤٠(١)- حدثنا عثمان بن احمد الدقاق ثنا احمد بن الخليل ثنا خلف بن تميم ثنا ابو بكر النهشلى عن عطية بن سعد عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَانِ مِنَ الدَّهْرِ لاَ تَصُوْمُوْهُمَا وَسَاعَتَانِ مِنَ النَّهَارِ لاَ تُصَلُّوْهُمَا فَاِنَّ النَّصَارٰى وَالْيَهُوْدَ تَتَحَرُّوْنَهُمَا يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الاَضْحٰى وَبَعْدَ صَلاَةِ الْفَجْرِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ صَلاَةِ الْعَصْرِ اِلٰى غُرُوْبِ الشَّمْسِ .

৯৪০(১)। উসমান ইবনে আহ্‌মাদ আদ-দাক্‌কাক (র)... আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : বছরের দু'টি দিন—তাতে তোমরা রোযা রেখো না এবং দিনের দুই সময়, তাতে তোমরা নামায পড়ো না। কারণ খৃস্টান ও ইয়াহূদী সম্প্রদায় এ দু'টির অনুসন্ধান করে। ঈদুল ফিতরের দিন ও ঈদুল আযহার দিন এবং ফজরের নামাযের পর থেকে সূর্য উদিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ও আসরের নামাযের পর থেকে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত (সময়)।

٩٤١(٢)- حدثنا يزيد بن الحسين بن يزيد البزاز نا محمد بن اسماعيل الحسانى نا وكيع نا سفيان عن عبد الرحمن بن زياد بن انعم عن عبد الله بن يزيد عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ صَلاَةَ بَعْدَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ الاَّ رَكْعَتَيْنِ .

৯৪১(২)। ইয়াযীদ ইবনুল হুসাইন ইবনে ইয়াযীদ আল-বায্‌যায (র)... আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ফজরের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পর দুই রাক্‌আত (সুন্নাত) নামায ছাড়া আর কোন নামায নেই।

٩٤٢(٣)- ثنا يزيد ثنا محمد نا وكيع نا افلح بن حميد عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ كُنَّا نَأْتِيْ عَائِشَةَ قَبْلَ صَلاَةِ الْفَجْرِ فَاَتَيْنَاهَا يَوْمًا وَهِيَ تُصَلِّيْ فَقُلْنَا لَهَا مَا هٰذِهِ الصَّلاَةُ قَالَتْ نِمْتُ عَنْ جُزْئِي اللَّيْلَةَ فَلَمْ اَكُنْ لاَدَعُهُ .

৯৪২(৩)। ইয়াযীদ (র)... আল-কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা ফজরের নামাযের পূর্বে আয়েশা (রা)-র নিকট আসতাম। একদিন আমরা তার নিকট এলাম, তখন তিনি নামায পড়ছিলেন। অতএব আমরা তাকে জিজ্ঞেস করলাম, এটা কি নামায? তিনি বলেন, ঘুমের কারণে আমি আমার রাতের নফল নামায পড়তে পারিনি এবং আমি তা (তাহাজ্জুদ) ছেড়ে দিতে চাই না।

٩٤٣(٤)- ثنا الحسين بن اسماعيل ثنا حجاج بن الشاعر ثنا على بن حفص انا شعبة عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ الْعَيْزَارِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا عَمْرٍو الشَّيْبَانِيَّ نَا صَاحِبُ هٰذِهِ الدَّارِ وَاَشَارَ اِلٰى دَارِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ وَلَمْ يُسَمِّهِ قَالَ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَيُّ الاَعْمَالِ اَفْضَلُ قَالَ الصَّلاَةُ اَوَّلَ وَقْتِهَا قُلْتُ ثُمَّ مَاذَا قَالَ الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قُلْتُ ثُمَّ مَاذَا قَالَ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِيْ .

৯৪৩(৪)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট জিজ্ঞেস করলাম, কোন আমল অধিক উত্তম? তিনি বলেন : ওয়াক্তের প্রথমভাগে নামায পড়া। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কোনটি? তিনি বলেন : আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করা। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কোনটি? তিনি বলেন : পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করা। আমি আরো অধিক জিজ্ঞেস করলে তিনি হয়ত আমাকে আরো অধিক কিছু বলতেন (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ)।

٩٤٤(٥)- حدثنا الحسين بن اسماعيل ثنا ابو موسى قراءة عليه وحدثنا احمد بن يوسف ابن خلاد ثنا الحسين بن على المعمرى ثنا محمد بن المثنى ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة اخبرنى عبيد المكتب قال سمعت ابا عمرو الشيبانى يحدث عَنْ رَجُلٍ مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَىُّ الْعَمَلِ اَفْضَلُ قَالَ شُعْبَةُ اَوْ قَالَ اَفْضَلُ الْعَمَلِ الصَّلاَةُ عَلى وَقْتِهَا وَقَالَ الْمَعْمَرِىُّ فِىْ حَدِيْثِهِ اَلصَّلاَةُ فِىْ اَوَّلِ وَقْتِهَا .

৯৪৪(৫)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... নবী ﷺ-এর একজন সাহাবী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট জিজ্ঞেস করা হলো, কোন আমল অধিক উত্তম? শো'বা (র)-এর বর্ণনায় আছে, তিনি বলেন : ওয়াক্তমত নামায পড়া অধিক উত্তম আমল। আর আল-মা'মারীর বর্ণনায় আছে : ওয়াক্তের প্রথমভাগে নামায পড়া।

٩٤٥(٦)- حدثنا ابن خلاد ثنا المعمرى حدثنا احمد بن عبدة ثنا حماد بن زيد ثنا الحجاج عَنْ سُلَيْمَانَ ذَكَرَ اَبَا عَمْرٍو الشَّيْبَانِيَّ قَالَ حَدَّثَنِيْ رَبُّ هذهِ الدَّارِ يَعْنَى عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ قَالَ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قُلْتُ اَىُّ الاَعْمَالِ اَفْضَلُ قَالَ الصَّلاَةُ لِمِيْقَاتِهَا الاَوَّلِ .

৯৪৫(৬)। ইবনে খাল্লাদ (র)... আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট জিজ্ঞেস করে বললাম, কোন আমল অধিক উত্তম? তিনি বলেন : ওয়াক্তের প্রথমভাগে নামায পড়া।

٩٤٦(٧)- حدثنا ابو طالب الحافظ حدثنا يحى بن عثمان بن صالح ثنا على بن معبد ثنا يعقوب ابن الوليد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْرُ الاَعْمَالِ الصَّلاَةُ فِىْ اَوَّلِ وَقْتِهَا .

৯৪৬(৭)। আবু তালিব আল-হাফিজ (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ওয়াক্তের প্রথমভাগে নামায পড়া সর্বোত্তম আমল।

٩٤٧(٨)- حدثنا احمد بن يوسف بن خلاد ثنا الحسن بن شبيب ثنا عبد الله بن عمر بن ابان نا ابو يحى التيمى عن ابى عقيل عن عبد الله بن عمر بن حفص عن نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَىُّ الاَعْمَالِ اَفْضَلُ قَالَ الصَّلاَةُ لِمِيْقَاتِهَا الاَوَّلِ .

خالفه جماعة عن العمرى .

৯৪৭(৮)। আহ্মাদ ইবনে ইউসুফ ইবনে খাল্লাদ (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট জিজ্ঞেস করা হলো, কোন্ আমল সর্বোত্তম? তিনি বলেন : ওয়াক্তের প্রথমভাগে নামায পড়া। একদল মুহাদ্দিস আবদুল্লাহ আল-উমারী থেকে এই বর্ণনায় মতবিরোধ করেছেন।

٩٤٨(٩)- حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ثنا داود بن رشيد ثنا الوليد بن مسلم عن عبد الله العمرى اَخْبَرَنِى الْقَاسِمُ بْنُ غَنَّامٍ عَنْ جَدَّتِه اُمِّ فَرْوَةَ اَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَفْضَلُ الاَعْمَالِ عِنْدَ اللّٰهِ الصَّلاَةُ فِىْ اَوَّلِ وَقْتِهَا .

৯৪৮(৯)। আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল আযীয (র)... আল- কাসেম ইবনে গান্নাম (র) থেকে তার দাদী উম্মে ফারওয়া (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন : ওয়াক্তের প্রথমভাগে নামায পড়া আল্লাহ্‌র নিকট সর্বোত্তম আমল।

٩٤٩(١٠)- حدثنا ابو صالح الاصبهانى عبد الرحمن بن سعيد نا احمد بن الفرات ابو مسعود نا اسحاق بن سليمان عن عبد الله بن عمر عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ غَنَّامٍ عَنْ جَدَّتِه عَنْ اُمِّ فَرْوَةَ قَالَتْ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَىُّ الْعَمَلِ اَفْضَلُ قَالَ الصَّلاَةُ لاَوَّلِ وَقْتِهَا . وَقَالَ وَكِيْعٌ عَنِ الْعُمَرِى عن القاسم بن غنام عن بعض امهاته عن ام فروة وكانت ممن بايعت تحت الشجرة عن النبى ﷺ مثله .

৯৪৯(১০)। আবু সালেহ আল-ইসবাহানী আবদুর রহমান ইবনে সাঈদ (র)... আল-কাসেম ইবনে গান্নাম (র) থেকে তার দাদী উম্মে ফারওয়া (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করেন, কোন আমল সর্বোত্তম? তিনি বলেন : ওয়াক্তের প্রথমভাগে নামায পড়া। ওয়াকী' (র) বলেন, আল-উমারী-আল-কাসেম ইবনে গান্নাম-তার কোন এক মাতা-উম্মে ফারওয়া (রা) যিনি গাছের নিচে বাই'আতে (রিদওয়ানে) অংশগ্রহণকারীদের একজন-নবী ﷺ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

٩٥٠(١١)- حدثنا ابن خلاد ثنا المعمرى نا عثمان نا وكيع وقال الليث عن عبد الله بن عمر عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ غَنَّامٍ عَنْ جَدَّتِه اُمِّ اَبِيْهِ الدُّنْيَا عَنْ جَدَّتِه اُمِّ فَرْوَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ .

৯৫০(১১)। ইবনে খাল্লাদ (র)... আল-কাসেম ইবনে গান্নাম-তার দাদী উম্মে ফারওয়া (রা)-নবী ﷺ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

٩٥١(١٢)- حدثنا اسماعيل بن محمد الصفار ثنا على بن داود ثنا ادم بن ابى اياس ثنا الليث ابن سعد ثنا عبد الله بن عمر بن حفص عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ غَنَّامٍ عَنْ جَدَّتِه الدُّنْيَا اُمِّ اَبِيْهِ عَنْ جَدَّتِه اُمِّ فَرْوَةَ وَكَانَتْ مِمَّنْ بَايَعَتِ النَّبِىَّ ﷺ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَذْكُرُ الاَعْمَالَ يَوْمًا فَقَالَ اِنَّ اَحَبَّ الاَعْمَالِ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ تَعْجِيْلُ الصَّلاَةِ لاَوَّلِ وَقْتِهَا .

৯৫১(১২)। ইসমাঈল ইবনে মুহাম্মাদ আস-সাফ্‌ফার (র)... আল-কাসেম ইবনে গান্নাম (র) থেকে তার দাদী উম্মে ফারওয়া (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ-এর নিকট বাই'আত গ্রহণ করেছিলেন। তিনি

বলেন, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আমলসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করতে শুনেছি। তিনি বলেন : ওয়াক্তের প্রথমভাগে নামায পড়া মহামহিম আল্লাহ্র নিকট সর্বাধিক প্রিয় আমল।

٩٥٢(١٣)- حدثنا ابو محمد بن صاعد املاء ثنا محمد بن يحى بن ميمون العتكى بالبصرة ثنا معتمر بن سليمان عن عبد الله بن عمر عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ غَنَّامٍ عَنْ جَدَّتِه عَنْ أُمِّ فَرْوَةَ كَذَا قَالَ قَالَتْ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنْ اَفْضَلِ الاَعْمَالِ فَقَالَ الصَّلاَةُ لاَوَّلِ وَقْتِهَا .

৯৫২(১৩)। আবু মুহাম্মাদ ইবনে সায়েদ (র)... উম্মে ফারওয়া (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট সর্বোত্তম আমল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো এবং আমি তা শুনছিলাম। তিনি বলেন : ওয়াক্তের প্রথমভাগে নামায পড়া।

٩٥٣(١٤)- حدثنا الحسين بن اسماعيل ثنا ابو عقيل يحى بن حبيب ثنا محمد بن بشر العبدى عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن غنام عن بعض اهله عن ام فروة وكانت ممن بايع النبى ﷺ تحت الشجرة ح وحدثنا جعفر بن محمد بن نصير ثنا الحسن بن على بن شبيب حدثنى ازهر بن مروان الرقاشى ثنا قزعة عن سويد نا عبيد الله بن عمر عَنِ الْقَاسِمِ ابْنِ غَنَّامٍ عَنْ بَعْضِ أُمَّهَاتِه عَنْ أُمِّ فَرْوَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اَحَبَّ الاَعْمَالِ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ الصَّلاَةُ لاَوَّلِ وَقْتِهَا . لفظ العمرى .

৯৫৩(১৪)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... উম্মে ফারওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : মহামহিম আল্লাহ্র নিকট সর্বাধিক প্রিয় আমল হলো ওয়াক্তের প্রথমভাগে নামায পড়া। মূল পাঠ আল-উমারীর।

٩٥٤(١٥)- حدثنا محمد بن نوح حدثنا ابو الربيع الحارثى عبيد الله بن محمد نا ابن ابى فديك اخبرنى الضحاك بن عثمان عن القاسم بن غنام البياضى عَنْ اِمْرَاَةٍ مِّنَ الْمُبَايِعَاتِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سُئِلَ اَىُّ الاَعْمَالِ اَفْضَلُ قَالَ الاِيْمَانُ بِاللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ قِيْلَ ثُمَّ مَاذَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ الصَّلاَةُ لِوَقْتِهَا .

৯৫৪(১৫)। মুহাম্মাদ ইবনে নূহ (র)... আল-কাসেম ইবনে গান্নাম আল-বায়াদী (র) থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট বাইআত গ্রহণকারিনী একজন মহিলা সাহাবীর সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট

জিজ্ঞেস করা হলো, সর্বোত্তম আমল কোনটি? তিনি বলেন : মহামহিম আল্লাহ্র উপর ঈমান আনা। আবার বলা হলো, তারপর কোনটি ইয়া রাসূলাল্লাহ ! তিনি বলেন : ওয়াক্তমত নামায পড়া।

٩٥٥(١٦)- حدثنا احمد بن على بن العلاء نا يوسف بن موسى نا عبيد الله بن موسى نا ابراهيم بن الفضل عن المقبرى عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ اِنَّ اَحَدَكُمْ لَيُصَلِّى الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا وَقَدْ تَرَكَ مِنَ الْوَقْتِ الاَوَّلِ مَا هُوَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ اَهله وَمَاله .

৯৫৫(১৬)। আহ্মাদ ইবনে আলী ইবনুল আলা (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ ওয়াক্তমত নামায পড়লো, কিন্তু ওয়াক্তের প্রথমভাগে নামায পড়লো না, অথচ তা ছিল তার জন্য তার পরিবার ও সম্পদ থেকে উত্তম।

٩٥٦(١٧)- ثنا ابن منيع ثنا هارون بن عبد الله ثنا قتيبة ثنا ليث عن خالد بن يزيد عن سعيد ابن ابى هلال عن اسحاق بن عمر عَنْ عَائشَةَ قَالَتْ مَا صَلّى رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا الاخِرِ الاَّ مَرَّتَيْنِ حَتّى قَبْضَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ .

৯৫৬(১৭)। ইবনে মানী‘... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মহামহিম আল্লাহ তাঁকে মৃত্যুদান না করা পর্যন্ত কখনো ওয়াক্তের শেষভাগে নামায পড়েননি, কিন্তু দুইবার (শেষ ওয়াক্তে নামায পড়েছেন)।

٩٥٧(١٨)- حدثنا احمد بن عبد الله صاحب ابى صخرة ثنا محمد بن عبد الملك الدقيقى ثنا معلى بن عبد الرحمن ثنا الليث بن سعد عن ابى النضر عن عمرة عَنْ عَائشَةَ قَالَتْ مَا صَلّى رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا الاخِرِ حَتّى قَبَضَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ .

৯৫৭(১৮)। আহ্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মহামহিম আল্লাহ তাঁকে মৃত্যুদান করার পূর্ব পর্যন্ত ওয়াক্তের শেষভাগে নামায পড়েননি।

٩٥٨(١٩)- حدثنا محمد بن احمد بن ابى الثلج نا اسحاق بن ابى اسحاق الصفار ثنا الواقدى ثنا ربيعة بن عثمان عن عمران بن ابى انس عن ابى سلمة عن عائشة قال وحدثنا عبد الرحمن ابن عثمان بن وثاب عن ابى النضر عن ابى سلمة عَنْ عَائشَةَ قَالَتْ مَا رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰه ﷺ اَخَّرَ صَلاَةً اِلَى الْوَقْتِ الاخِرِ حَتّى قَبَضَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ .

৯৫৮(১৯)। মুহাম্মাদ ইবনে আহ্মাদ ইবনে আবুস সাল্জ (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত কখনো ওয়াক্তের শেষভাগ পর্যন্ত বিলম্ব করে নামায পড়তে দেখিনি।

١٩٥٩(٢٠)- حدثنا يحى بن صاعد نا احمد بن منيع نا يعقوب بن الوليد المدنى عن عبد الله بن عمر عن نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْوَقْتُ الاَوَّلُ مِنَ الصَّلاَةِ رِضْوَانُ اللّٰهِ وَالْوَقْتُ الاخِرُ عَفْوُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ .

৯৫৯(২০)। ইয়াহ্ইয়া ইবনে সায়েদ (র)... ইবনে উমার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ওয়াক্তের প্রথমভাগের নামাযে রয়েছে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি এবং ওয়াক্তের শেষভাগের নামাযে রয়েছে মহামহিম আল্লাহ্র (অপরাধ থেকে) অব্যাহতিদান।

টীকা : অর্থাৎ নামাযের ওয়াক্তের প্রথমভাগে নামায পড়লে আল্লাহ বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং শেষপ্রান্তে নামায পড়লে তাকে তার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেন, অতিরিক্ত কোন ফযীলাত নেই (অনুবাদক)।

١٩٦٠(٢١)- حدثنا عثمان بن احمد الدقاق نا الحسين بن حميد بن الربيع حدثنى فرج بن عبيد المهلبى ثنا عبيد بن القاسم عن اسماعيل بن ابى خالد عن قيس بن ابى حازم عَنْ جَرِيْرِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَوَّلُ الْوَقْتِ رِضْوَانُ اللّٰهِ وَاخِرُ الْوَقْتِ عَفْوُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ .

৯৬০(২১)। উসমান ইবনে আহ্মাদ আদ-দাক্কাক (র)... জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : (নামাযের) ওয়াক্তের প্রথমভাগ হলো আল্লাহ্র সন্তুষ্টি এবং শেষভাগ হলো মহামহিম আল্লাহ্র অব্যাহতিদান।

١٩٦١(٢٢)- حدثنا عثمان بن احمد بن السماك وعبد الله بن سليمان بن عيسى الفامى قالا نا على بن ابراهيم الواسطى ثنا ابراهيم بن زكريا من اهل عبدسى نا اِبْرَاهِيْمُ يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِى مَحْذُوْرَةَ مِنْ اَهْلِ مَكَّةَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ جَدِّىْ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَوَّلُ الْوَقْتِ رِضْوَانُ اللّٰهِ وَوَسْطُ الْوَقْتِ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَاخِرُ الْوَقْتِ عَفْوُ اللّٰهِ .

৯৬১(২২)। উসমান ইবনে আহ্মাদ ইবনুস সিমাক (র)... মক্কার অধিবাসী ইবরাহীম ইবনে আবদুল মালেক ইবনে আবু মাহ্যূরা (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (দাদা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : (নামাযের) ওয়াক্তের প্রথমভাগে রয়েছে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি, মধ্যভাগে রয়েছে আল্লাহ্র অনুগ্রহ এবং শেষভাগে রয়েছে আল্লাহ্র (নামাযের দায় থেকে বান্দাকে) অব্যাহতিদান (অতিরিক্ত কোন ফযীলাত নেই)।

٩-بَابُ ذِكْرِ بَيَانِ الْمَوَاقِيْتِ وَاخْتِلاَفِ الرِّوَايَاتِ فِيْ ذٰلِكَ

৯-অনুচ্ছেদ : নামাযের ওয়াক্তসমূহ এবং এ সম্পর্কিত হাদীস বর্ণনায় মতভেদ।

٩٦٢(١)- حدثنا ابو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابورى ثنا الربيع بن سليمان ثنا عبد الله بن وهب اخبرنى اسامة بن زيد اَنَّ ابْنَ شِهَابٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ كَانَ قَاعِداً عَلَى الْمِنْبَرِ فَاَخَّرَ صَلاَةَ الْعَصْرِ شَيْئًا فَقَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَمَا اِنَّ جِبْرِيْلَ قَدْ اَخْبَرَ مُحَمَّداً ﷺ بِوَقْتِ الصَّلاَةِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ اَعْلَمُ مَا تَقُوْلُ قَالَ عُرْوَةُ سَمِعْتُ بَشِيْرَ بْنَ اَبِى مَسْعُوْدٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ اَبَا مَسْعُوْدٍ الاَنْصَارِيَّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ نَزَلَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَاَخْبَرَنِىْ بِوَقْتِ الصَّلاَةِ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ يَحْسِبُ بِاَصَابِعِهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فَرَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى الظُّهْرَ حِيْنَ تَزُوْلُ الشَّمْسُ وَرُبَّمَا اَخَّرَهَا حِيْنَ يَشْتَدُّ الْحَرُّ وَرَاَيْتُهُ يُصَلِّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ قَبْلَ اَنْ تَدْخُلَهَا الصُّفْرَةُ فَيَنْصَرِفُ الرَّجُلُ مِنَ الصَّلاَةِ فَيَاْتِىْ ذَا الْحُلَيْفَةِ قَبْلَ غُرُوْبِ الشَّمْسِ وَيُصَلِّى الْمَغْرِبَ حِيْنَ تَسْقُطُ الشَّمْسُ وَيُصَلِّى الْعِشَاءَ حِيْنَ يَسْوَدُّ الاُفُقُ وَرُبَّمَا اَخَّرَهَا حَتّٰى يَجْتَمِعَ النَّاسُ قَالَ الرَّبِيْعُ سَقَطَ مِنْ كِتَابِىْ حَتّٰى فَقَطْ وَصَلَّى الصُّبْحَ مَرَّةً بِغَلَسٍ ثُمَّ صَلَّى مَرَّةً اُخْرٰى فَاَسْفَرَ ثُمَّ كَانَتْ صَلاَتُهُ بَعْدَ ذٰلِكَ بِالْغَلَسِ حَتّٰى مَاتَ ثُمَّ لَمْ يُعِدْ اِلٰى اَنْ يُسْفِرَ .

৯৬২(১)। আবু বাক্‌র আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে যিয়াদ আন-নায়সাপুরী (র)... ইবনে শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। উমার ইবনে অবদুল আযীয (র) মিম্বারের উপর উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি আসরের নামায পড়তে কিছুটা বিলম্ব করলেন। উরওয়া ইবনুয যুবাইর (র) বলেন, নিশ্চয়ই জিবরাঈল (আ) মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে নামাযের ওয়াক্ত সম্পর্কে অবহিত করেছেন। উমার (র) তাকে বলেন, তুমি যা বলছো আমি তা জানি। উরওয়া (র) বলেন, আমি বশীর ইবনে আবু মাসউদ (র)-কে বলতে শুনেছি, আমি আবু মাসউদ আল-আনসারী (রা)-কে বলতে শুনেছি, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি : আমাকে জিবরাঈল (আ) এসে নামাযের ওয়াক্ত সম্পর্কে অবহিত করলেন। আমি তার সঙ্গে নামায পড়েছি, তারপর তার সঙ্গে নামায পড়েছি, তারপর তার সঙ্গে নামায পড়েছি। (রাবী) নিজের আঙ্গুলের সাহায্যে গণনা করেন পাঁচ ওয়াক্ত নামায। অতএব আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সূর্য (পশ্চিমাকাশে) ঢলে পড়ার পর যুহরের নামায পড়তে দেখেছি। তবে কখনো কখনো অধিক গরমের কারণে তিনি বিলম্বেও তা পড়েছেন। আর আমি তাঁকে আসরের নামায পড়তে দেখেছি সূর্য উর্ধাকাশে আলোক উদ্ভাসিত অবস্থায় থাকতে এবং তাতে হলুদ বর্ণ ধারণ করার পূর্বে। অতঃপর কোন ব্যক্তি (নামাযশেষে) সূর্যাস্তের পূর্বে (ইচ্ছা করলে) যুল-হুলায়ফায়

পৌছতে পারতো। তিনি সূর্য অস্ত গেলে পর মাগরিবের নামায পড়েন এবং এশার নামায পড়েন যখন পশ্চিম দিগন্ত কালো (অন্ধকার) হয়ে গেলো। তিনি কখনো লোকসমাগমের অপেক্ষায় তা বিলম্ব করতেন। আর-রাবী' (র) বলেন, আমার কিতাব থেকে হাত্তা (পর্যন্ত) শব্দটি বাদ পড়ে গিয়েছিল। তিনি একবার অন্ধকারের মধ্যে ফজরের নামায পড়েন, তারপর আরেকবার (অন্ধকার দূরীভূত হয়ে) ফর্সা হলে ফজরের নামায পড়েন। তারপর তিনি মৃত্যু পর্যন্ত অন্ধকার থাকতে ফজরের নামায পড়েছেন, অতঃপর কখনো ফর্সা হলে ফজরের নামায পড়েননি।

٩٦٣(٢)- حدثنا احمد بن محمد بن زياد ثنا محمد ابو إسماعيل الترمذى ثنا ابو صالح ثنا الليث عن يزيد بن ابى حبيب عن اسامة بن زيد عَن ابْنِ شِهَابٍ بِهذَا الاسْنَادِ نَحْوَهُ . وَقَالَ فِيْهِ وَيُصَلِّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ مُرْتَفِعَةٌ يَسِيْرُ الرَّجُلُ حَتّى يَنْصَرِفَ مِنْهَا الِى ذِى الْحُلَيْفَةِ سِتَّةَ اَمْيَالٍ قَبْلَ غُرُوْبِ الشَّمْسِ . وَقَالَ فِيْهِ اَيْضًا وَيُصَلِّى الصُّبْحَ فَيَغْلِسُ بِهَا ثُمَّ صَلاَّهَا يَوْمًا اخَرَ فَاَسْفَرَ ثُمَّ لَمْ يُعِدْ اِلَى الاَسْفَارِ حَتّى قَبَضَهُ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ .

৯৬৩(২)। আহ্‌মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে যিয়াদ (র)... ইবনে শিহাব (র) থেকে এই সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত। তাতে তিনি আরো বলেন, তিনি আসরের নামায পড়েন তখন সূর্য উর্দ্ধাকাশে আলোক উদ্ভাসিত ছিল। কোন ব্যক্তি নামাযশেষে ছয় মাইল দূরত্বে অবস্থিত যুল হুলায়ফায় সূর্যাস্তের পূর্বে পৌছে যেতে পারতো। তিনি তাতে আরো বলেন, তিনি ফজরের নামায (ভোরের) অন্ধকারে পড়েন। তারপর দ্বিতীয় দিন ফজরের নামায (ভোরের অন্ধকার দূরীভূত হলে) ফর্সা করে পড়েন, তারপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ তাঁকে মৃত্যুদান পর্যন্ত কখনো ফর্সা করে ফজরের নামায পড়েননি।

٩٦٤(٣)- حدثنا محمد بن احمد بن صالح الازدى ثنا احمد بن محمد بن يحى بن سعيد ثنا يحى ابن ادم ح وحدثنا ابو بكر الشافعى واحمد بن محمد بن زياد قالا حدثنا محمد بن شاذان الجوهرى ثنا معلى بن منصور قالا نا عبد الرحيم بن سليمان نا الشيبانى عن العباس بن ذريح عَنْ زِيَادِ ابْنِ عَبْدِ اللّهِ النَّخْعِىِّ قَالَ كُنَّا جُلُوْسًا مَعَ عَلِىٍّ (رض) فِى الْمَسْجِدِ الاَعْظَمِ وَالْكُوْفَةُ يَوْمَئِذٍ اَخْصَاصٌ فَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ فَقَالَ الصَّلاَةُ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ لِلْعَصْرِ فَقَالَ اجْلِسْ فَجَلَسَ ثُمَّ عَادَ فَقَالَ ذلِكَ فَقَالَ عَلِىٌّ (رض) هذَا الْكَلْبُ يُعَلِّمُنَا بِالسُّنَّةِ فَقَامَ عَلِىٌّ (رض) فَصَلَّى بِنَا الْعَصْرَ ثُمَّ انْصَرَفْنَا فَرَجَعْنَا اِلَى الْمَكَانِ الَّذِىْ كُنَّا فِيْهِ جُلُوْسًا فَجَثُوْنَا لِلرُّكَبِ لِنُزُوْلِ الشَّمْسِ لِلْغَيْبِ فَرَاهَا زياد بن عبد الله النخعى مجهول لم يرو عنه غير العباس بن ذريح .

৯৬৪(৩)। মুহাম্মাদ ইবনে আহ্‌মাদ ইবনে সালেহ আল-আযদী (র)... যিয়াদ ইবনে আবদুল্লাহ আন-নাখঈ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আলী (রা)-এর সাথে বড় মসজিদে বসা ছিলাম। তখন কূফা ছিল বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের বাসস্থান। তার নিকট তার মুয়ায্‌যিন এসে বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন ! আসরের নামাযের ওয়াক্ত হয়েছে। তিনি বলেন, তুমি বসো। অতএব সে বসলো, তারপর পুনরায় নামাযের কথা বললো। তখন আলী (রা) বলেন, এই কুকুর আমাদের সুন্নাত শিক্ষা দিচ্ছে। তারপর আলী (রা) দাঁড়ান এবং আমাদেরকে নিয়ে আসরের নামায পড়লেন। অতঃপর আমরা যেখানে বসা ছিলাম (নামাযশেষে) সেখানে ফিরে এলাম। আমরা হাঁটুতে ভর দিয়ে বসলাম সূর্য অস্ত যাওয়ার অপেক্ষায়। যিয়াদ ইবনে আবদুল্লাহ আন-নাখঈ অজ্ঞাত ব্যক্তি। তার থেকে আল-আব্বাস ইবনে যুরায়হ্ ব্যতীত অন্য কেউ হাদীস বর্ণনা করেননি।

٩٦٥(٤)- حدثنا ابو بكر النيسابورى ثنا محمد بن يحى ثنا ابو عاصم ح وحدثنا الحسين بن اسماعيل واحمد بن على بن العلاء قالا نا ابو الاشعث احمد بن المقدام نا ابو عاصم ثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ نَافِعٍ قَالَ دَخَلْتُ مَسْجِدَ الْمَدِيْنَةِ فَاَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بِالْعَصْرِ قَالَ وَشَيْخٌ جَالِسٌ فَلاَمَهُ وَقَالَ اِنَّ اَبِىْ اَخْبَرَنِىْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَاْمُرُ بِتَاْخِيْرِ هٰذِهِ الصَّلاَةِ قَالَ فَسَاَلْتُ عَنْهُ فَقَالُوْا هٰذَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ . ابن رافع هذا ليس بقوى ورواه موسى بن اسماعيل عن عبد الواحد فكناه ابا الرماح وخالف فى اسم ابن رافع بن خديج فسماه عبد الرحمن .

৯৬৫(৪)। আবু বাক্‌র আন-নায়সাপুরী (র)... আবদুল ওয়াহেদ ইবনে নাফে' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মদীনার মসজিদে প্রবেশ করলাম। মুয়ায্‌যিন আসরের নামাযের আযান দিলো। তিনি বলেন, একজন প্রবীণ ব্যক্তি মসজিদে বসা ছিলেন। তিনি তাকে ভর্ৎসনা করলেন এবং বললেন, আমার পিতা আমাকে অবহিত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই নামায বিলম্ব করে পড়ার নির্দেশ দিতেন। তিনি বলেন, আমি তার সম্পর্কে (লোকজনকে) জিজ্ঞেস করলাম। তারা বললো, তিনি রাফে' ইবনে খাদীজ (রা)-র পুত্র আবদুল্লাহ।

এই আবদুল্লাহ ইবনে রাফে' হাদীসশাস্ত্রে তেমন শক্তিশালী নন। এই হাদীস মূসা ইবনে ইসমাঈল আবদুল ওয়াহেদ (র) সূত্রে বর্ণনা করেছেন এবং তার উপনাম 'আবুর-রিমাহ' বললেন। তিনি ইবনে রাফে' ইবনে খাদীজ (র)-এর নাম সম্পর্কে দ্বিমত পোষণ করেছেন এবং তার নাম আবদুর রহমান বলেছেন।

٩٦٦(٥)- حدثنا به اسماعيل بن محمد الصفار حدثنا محمد بن على الوراق ثنا ابو سلمة قال سمعت عبد الواحد ابا الرماح الكلابى ثنا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ وَاَذَّنَ مُؤَذِّنُهُ بِصَلاَةِ الْعَصْرِ فَكَاَنَّهُ عَجَّلَهَا فَلاَمَهُ قَالَ وَيْحَكَ اَخْبَرَنِىْ اَبِىْ وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَاْمُرُهُمْ بِتَاْخِيْرِ الْعَصْرِ .

৯৬৬(৫)। ইসমাঈল ইবনে মুহাম্মাদ আস-সাফ্ফার (র)... আবদুর রহমান ইবনে রাফে' ইবনে খাদীজ (র) থেকে বর্ণিত। তার মুয়ায্যিন তাড়াহুড়া করে (আগেভাগেই) আসরের নামাযের আযান দিলে তিনি তাকে ভর্ৎসনা করেন। তিনি বলেন, তোমার জন্য দুঃখ হয়, আমার পিতা আমাকে অবহিত করেছেন এবং তিনি নবী ﷺ-এর সাহাবী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে আসরের নামায বিলম্ব করে পড়ার নির্দেশ দিতেন।

এই হাদীস হারামী ইবনে উমারা (র) আবদুল ওয়াহেদ (র) সূত্রে বর্ণনা করেন। আবদুল ওয়াহেদ ইবনে নুফাঈ' (র) বলেন, তার বংশপরিচয় সম্পর্কে মতবিরোধ আছে। এই হাদীসের সূত্র এই আবদুল ওয়াহেদ (র)-এর কারণে দুর্বল। কেননা তিনি এই হাদীস ইবনে রাফে' ইবনে খাদীজ (র) ব্যতীত অন্যদের থেকে বর্ণনা করেননি। আর এই ইবনে রাফে' (র)-এর নাম সম্পর্কে মতভেদ আছে। এই হাদীস রাফে' (রা) এবং অন্য সাহাবীদের সূত্রে সহীহ নয়। সহীহ হলো, এই হাদীস রাফে' ইবনে খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ-এর অপরাপর সাহাবীর সূত্রে এর বিপরীত হাদীস বর্ণিত আছে। আর তা হলো, আসরের নামায ত্বরায় (প্রথম ওয়াক্তে) পড়তে হবে এবং তার তাকবীরও (আযান) দ্রুত দিবে। আর রাফে' ইবনে খাদীজ (র) থেকে বর্ণিত হাদীসটি সহীহ।

٩٦٧(٦)- فحدثنا ابو بكر النيسابوري اخبرني عباس بن الوليد بن مَزْيَدٍ اخبرني ابي قال سمعت الاوزاعي حدثني ابو النجاشي حدثني رَافِعُ بْنُ خَدِيْجٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّىْ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ صَلاَةَ الْعَصْرِ ثُمَّ تُنْحَرُ الْجَزُوْرُ فَتُقْسَمُ عَشْرَ قَسْمٍ ثُمَّ تُطْبَخُ وَنَاكُلُ لَحْمًا نَضِيْجًا قَبْلَ اَنْ تَغِيْبَ الشَّمْسُ . ابو النجاشي هذا اسمه عطاء بن صهيب ثقة مشهور صحب رافع بن خديج ست سنين وروى عنه عكرمة بن عمار والاوزاعي وايوب بن عتبة وغيرهم وحديثه عن رافع بن خديج اولى من حديث عبد الواحد عن ابن رافع والله اعلم .

৯৬৭(৬)। আবু বাক্র আন-নায়সাপুরী (র)... রাফে' ইবনে খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর সঙ্গে আসরের নামায পড়তাম, তারপর উট যবেহ করা হতো, তা দশ ভাগে ভাগ করা হতো, তারপর রান্না করা হতো এবং সূর্যাস্তের পূর্বে সেই রান্না করা গোশত আমরা আহার করতাম।

এই আবুন নাজাশীর নাম আতা ইবনে সুহাইব। তিনি নির্ভরযোগ্য রাবী, তিনি ছয় বছর রাফে' ইবনে খাদীজ (রা)-এর সাহচর্য লাভ করেন। ইকরিমা ইবনে আম্মার, আল-আওযাঈ, আইউব ইবনে উতবা (র) প্রমুখ তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। রাফে' ইবনে খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত তার হাদীস ইবনে রাফে' (র) থেকে বর্ণিত আবদুল ওয়াহেদ (র)-এর হাদীস অপেক্ষা উত্তম। আল্লাহ্ই অধিক জ্ঞাত।

٩٦٨(٧)- وكذالك روى عن ابى مسعود الانصارى من حديث الليث بن سعد عن يزيد ابن ابى حبيب عن اسامة بن زيد عن ابن شهاب عَنْ عُرْوَةَ قَالَ سَمِعْتُ بَشِيْرَ بْنَ اَبِىْ

مَسْعُوْدٍ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ مُرْتَفِعَةٌ يَسِيْرُ الرَّجُلُ حَتّٰى يَنْصَرِفَ مِنْهَا اِلٰى ذِى الْحُلَيْفَةِ سِتَّةَ اَمْيَالٍ قَبْلَ غُرُوْبِ الشَّمْسِ . حدثنا بذلك ابو سهل بن زياد ثنا محمد بن اسماعيل السلمى ثنا عبد الله بن صالح ثنا الليث ح وحدثنى ابى انا محمد بن ابى بكر ثنا عبد السلام بن عبد الحميد ثنا موسى بن اعين عن الاوزاعى عَنْ اَبِى النَّجَاشِىِّ قَالَ سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيْجٍ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلاَ اُخْبِرُكُمْ بِصَلاَةِ الْمُنَافِقِ اَنْ يُؤَخِّرَ الْعَصْرَ حَتّٰى اِذَا كَانَتْ كَثَرْبِ الْبَقَرَةِ صَلاَّهَا .

৯৬৮(৭)। আবু মাসঊদ আল-আনসারী (রা) থেকে নিম্নোক্ত হাদীস লাইস ইবনে সা'দ (র)... আবু মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ আসরের নামায পড়তেন সূর্য উর্দ্ধাকাশে আলোকোজ্জল থাকতেই। কোন ব্যক্তি (ইচ্ছা করলে) তথা (মদীনা) থেকে সূর্যাস্তের পূর্বে ছয় মাইল দূরত্বে যুল-হুলায়ফায় পৌঁছতে পারতো।

এই হাদীস আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন আবু সাহল ইবনে যিয়াদ-মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল আস-সুলামী-আবদুল্লাহ ইবনে সালেহ-আল-লাইস, পুনরায় আমার নিকট বর্ণনা করেছেন আমার পিতা-মুহাম্মাদ ইবনে আবী বাক্র-আবদুস সালাম ইবনে আবদুল হামীদ-মূসা ইবনে আ'য়ান-আল-আওযাঈ-আবুন নাজাশী (র) বলেন, আমি রাফে' ইবনে খাদীজ (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি কি তোমাদেরকে মুনাফিকের নামায সম্পর্কে অবহিত করবো না? তারা আসরের নামাযে বিলম্ব করতে থাকে, এমনকি যখন গরুর পাতলা চর্বির আবরণের মত হয়ে যায় (ডুবে যাওয়ার কাছাকাছি হয়) তখন আসরের নামায পড়ে।

٩٦٩ (٨)- وكذالك روى عن انس بن مالك وغيره عن النبى ﷺ فى تعجيل العصر حدثنا الحسين بن اسماعيل ومحمد بن سليمان النعمانى الباهلى قالا نا احمد بن الفرج ابو عتبة ثنا محمد ابن حمير ثنا ابراهيم بن ابى عبلة عن الزهرى عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ اِلَى الْعَوَالِىْ فَيَاْتِيْهَا وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ وَالْعَوَالِىْ مِنَ الْمَدِيْنَةِ عَلٰى سِتَّةِ اَمْيَالٍ .

৯৬৯(৮)। আনুরূপভাবে আনাস (রা) প্রমুখ সূত্রে নবী ﷺ থেকে আসরের নামায ওয়াক্তের শুরুতেই আদায় করা সম্পর্কে বর্ণিত আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ আসরের নামায পড়তেন সূর্য স্ব-অবস্থায় উদ্ভাসিত থাকতেই। অতঃপর কেউ আওয়ালীতে (মদীনার উপকণ্ঠে) যেতো এবং সেখানে পৌঁছতো, তখনো সূর্য উপরে থাকতো। আওয়ালী মদীনা থেকে ছয় মাইল দূরত্বে অবস্থিত।

এই হাদীস সালেহ ইবনে কায়সান, ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ আল-আনসারী, আকীল, মা'মার, ইউনুস, আল-লাইস, আমর ইবনুল হারিস, শুআইব ইবনে আবু হামযা, ইবনে আবু যি'ব, যুহ্রীর ভ্রাতুষ্পুত্র, আবদুর রহমান ইবনে ইসহাক, মা'কিল ইবনে উবায়দুল্লাহ, উবায়দুল্লাহ ইবনে আবু যিয়াদ আর-রুসাফী, আন-নু'মান ইবনে রাশেদ, আয-যুবায়দী (র) প্রমুখ আয-যুহরী (র)-আনাস (রা) সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٩٧٠(٩)- ورواه مالك بن انس عن الزهرى واسحاق بن عبد الله بن ابى طلحة عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّى الْعَصْرَ ثُمَّ يَذْهَبُ الذَّاهِبُ اِلى قُبَاءٍ قَالَ اَحَدُهُمَا فَيَاْتِيْهِمْ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ وَقَالَ الاخَرُ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ .

৯৭০(৯)। মালেক ইবনে আনাস (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ আসরের নামায পড়তেন। তারপর কেউ কুবা পল্লীতে পৌঁছে দেখতো, তথাকার লোকজন নামায পড়ছে এবং সূর্য তখনও উপরে থাকতো। এই হাদীস দা'লাজ ইবনে আহ্মাদ (র) আল-হাসান ইবনে সুফিয়ান- হাব্বান ইবনে মূসা -ইবনুল মুবারক-মালেক (র) থেকে এই সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

٩٧١(١٠)- حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قراءة عليه ثنا العباس بن الوليد النرسى ثنا فضيل بن عياض عن منصور عن ربعى عن ابى الابيض عَنْ اَنَسٍ قَالَ كُنْتُ اُصَلِّىْ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ مُحَلِّقَةٌ فَاتِىْ عَشِيْرَتِىْ وَهُمْ جُلُوْسٌ وَاَقُوْلُ مَا يُجْلِسُكُمْ صَلُّوْا فَقَدْ صَلّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ .

৯৭১(১০)। আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল আযীয (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর সঙ্গে আসরের নামায পড়তাম, তখন সূর্য আলোক উদ্ভাসিত ও গোলাকার থাকতো। অতঃপর আমি আমার আত্মীয়-স্বজনের নিকট এসে তাদেরকে বসা অবস্থায় দেখতাম। আমি বলতাম, কোন জিনিস তোমাদেরকে বসিয়ে রেখেছে? তোমরা নামায পড়ো। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ নামায পড়েছেন।

٩٧٢(١١)- حدثنا احمد بن على بن العلاء حدثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن منصور عن ربعى بن حراش عن ابى الابيض عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ بِنَا الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ مُحَلِّقَةٌ ثُمَّ اٰتِىْ عَشِيْرَتِىْ وَهُمْ فِىْ نَاحِيَةِ الْمَدِيْنَةِ جُلُوْسٌ لَمْ يُصَلُّوْا فَاَقُوْلُ مَا يُجْلِسُكُمْ قُوْمُوْا صَلُّوْا فَقَدْ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ .

৯৭২(১১)। আহ্মাদ ইবনে আলী ইবনুল আলা (র)... আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সূর্য আলোকোজ্জ্বল ও গোলাকার থাকতেই রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের আসরের নামায পড়াতেন।

তারপর আমি মদীনার এক প্রান্তে আমার আত্মীয়-স্বজনের নিকট আসতাম এবং তাদেরকে নামায না পড়ে বসে থাকা অবস্থায় পেতাম। আমি বলতাম, কোন জিনিস তোমাদের বসিয়ে রেখেছে? তোমরা ওঠো এবং নামায পড়ো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইতিমধ্যেই নামায পড়েছেন।

٩٧٣(١٢)- حدثنا محمد بن اسماعيل الفارسى ثنا احمد بن عبد الوهاب بن نجدة ثنا احمد ابن خالد الوهبى نا محمد بن اسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ اَبْعَدُ رَجُلَيْنِ مِنَ الاَنْصَارِ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ دَاراً اَبُوْ لُبَابَةَ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ وَاَهْلُهُ بِقُبَاءٍ وَاَبُوْ عُبَيْسِ بْنِ خَيْرٍ وَمَسْكَنُهُ فِىْ بَنِىْ حَارِثَةَ فَكَانَا يُصَلِّيَانِ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْعَصْرَ ثُمَّ يَاْتِيَانِ قَوْمَهُمَا وَمَا صَلُّوْا لِتَعْجِيْلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِهَا .

৯৭৩(১২)। মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল আল-ফারিসী (র)... আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনসারদের দুই ব্যক্তি আবু লুবাবা ইবনে আবদুল মুনযির (রা) ও তার পরিবার-পরিজনের বসতি ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে দূরবর্তী স্থানে কুবায় এবং আবু উবায়েস ইবনে খায়ের (রা)-এর বসতি ছিল বনূ হারিছা গোত্রে। তারা দুইজন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে আসরের নামায পড়তেন, তারপর নিজ নিজ এলাকায় ফিরে এসে দেখতেন, তখনও তারা (আসরের) নামায পড়েনি। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের নামায দ্রুত (ওয়াক্তের শুরুতে) পড়তেন।

٩٧٤(١٣)- وقال العلاء بن عبد الرحمن عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَلاَ اُخْبِرُكُمْ بِصَلاَةِ الْمُنَافِقِ يَرْقُبُ الشَّمْسَ حَتّٰى اِذَا اَصْفَرَتْ فَكَانَتْ بَيْنَ قَرْنَىِ الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَ اَرْبَعًا لاَ يُذْكُرُ اللّٰهَ فِيْهَا اِلاَّ قَلِيْلاً .

৯৭৪(১৩)। আল-আলা ইবনে আবদুর রহ্‌মান-আনাস (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আমি কি তোমাদেরকে মুনাফিকের নামায সম্পর্কে অবহিত করবো না? সে বসে বসে সূর্যের অপেক্ষা করতে থাকে। যখন সূর্য হলুদ বর্ণ হয়ে যায় এবং শয়তানের দুই শিং-এর মাঝখানে এসে যায় তখন উঠে চারটি ঠোকর মারে এবং তাতে আল্লাহ্‌কে খুব কমই স্মরণ করে।

٩٧٥(١٤)- وقال حفص بن عبيد الله بن انس عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَحْوَ ذٰلِكَ .

৯৭৫(১৪)। হাফ্‌স ইবনে উবায়দুল্লাহ ইবনে আনাস (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

٩٧٦(١٥)- وقال الزهرى عن عروة عَنْ عَائِشَةَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُصَلِّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ طَالِعَةٌ فِىْ حُجْرَتِىْ لَمْ يَظْهَرِ الْفَىْءُ بَعْدُ .

৯৭৬(১৫)। আয-যুহরী (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ আসরের নামায পড়তেন, তখনও সূর্যের কিরণ আমার কোঠার মধ্যে পড়তো এবং ছায়াও (দীর্ঘ না হওয়ায়) আমার কোঠার বাইরে যেতো না।

٩٧٧(١٦)- حدثنا القاضيان ابو عبد الله الحسين بن اسماعيل المحاملي وابو عمر محمد بن يوسف قالا نا عبد الله بن شبيب نا ايوب بن سليمان بن بلال ثنا ابو بكر بن ابى اويس حدثنى سلمان ابن بلال نا صالح بن كيسان عن حفص بن عبيد الله عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْعَصْرَ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ رَجُلٌ مِّنْ بَنِىْ سَلَمَةَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ عِنْدِىْ جَزُوْرًا اُرِيْدُ اَنْ اَنْحَرَهَا فَاَنَا اُحِبُّ اَنْ تَحْضُرَهَا فَانْصَرَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَانْصَرَفْنَا فَنَحَرْتُ الْجَزُوْرَ وَصُنِعَ لَنَا مِنْهَا وَطَعِمْنَا مِنْهَا قَبْلَ اَنْ تَغِيْبَ الشَّمْسُ وَكُنَّا نُصَلِّى الْعَصْرَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَيَسِيْرُ الرَّاكِبُ سِتَّةَ اَمْيَالٍ قَبْلَ اَنْ تَغِيْبَ الشَّمْسُ .

৯৭৭(১৬)। কাযী আবু আবদুল্লাহ আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল আল-মুহামিলী ও কাযী আবু উমার মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ (র)... আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে আসরের নামায পড়লাম। নামাযশেষে বনূ সালামার এক ব্যক্তি বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার নিকট একটি উট আছে, আমি তা যবেহ করতে চাই এবং তথায় আপনার উপস্থিতি কামনা করি। অতএব রাসূলুল্লাহ ﷺ গেলেন আমরাও গেলাম, এবং আমি উটটি যবেহ করলাম। আমাদের জন্য তা থেকে রান্না করা হলো এবং আমরা সূর্যাস্তের পূর্বে তার গোশত আহার করলাম। আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে আসরের নামায পড়তাম, অতঃপর কোন আরোহী সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বে ছয় মাইল সফর করতে পারতো।

٩٧٨(١٧)- حدثنا ابو عمر القاضى ثنا العباس بن محمد الدورى نا هارون بن معروف ثنا عبد الله بن وهب اخبرنى عمرو بن الحارث عن يزيد بن ابى حبيب ان موسى بن سعد الانصارى حدثه عن حفص بن عبيد الله عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ صَلّٰى لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْعَصْرَ فَلَمَّا انْصَرَفَ اَتَاهُ رَجُلٌ مِّنْ بَنِىْ سَلَمَةَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا نُرِيْدُ اَنْ نَنْحَرَ جَزُوْرًا لَنَا فَنُحِبُّ اَنْ تَحْضُرَنَا قَالَ نَعَمْ فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقْنَا مَعَهُ فَوَجَدْنَا الْجَزُوْرَ لَمْ تُنْحَرْ فَنَحَرْتُ ثُمَّ قَطَعْتُ ثُمَّ طُبِخَ مِنْهَا فَاَكَلْنَا قَبْلَ اَنْ تَغِيْبَ الشَّمْسُ .

৯৭৮(১৭)। আবু উমার আল-কাযী (র)... আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের আসরের নামায পড়ালেন। তাঁর নামাযশেষে বনূ সালামার এক ব্যক্তি এসে

বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আমাদের একটি উট যবেহ করতে চাই। আমাদের এখানে আপনার উপস্থিতি কামনা করি। তিনি বলেন ঃ হাঁ। অতএব তিনি গেলেন এবং আমরাও তাঁর সঙ্গে গেলাম। আমরা পৌঁছে দেখলাম, উটটি যবেহ করা হয়নি। অতএব আমি তা যবেহ করলাম, তারপর গোশত টুকরা টুকরা করলাম, তারপর তা থেকে রান্না করা হলো এবং আমরা সূর্যাস্তের পূর্বে তা আহার করলাম।

٩٧٩(١٨)- حدثنا ابن مخلد ثنا الحسانى نا وكيع نا خارجة بن مصعب عن خالد الحذاء عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ قَالَ اِنَّمَا سُمِّيَتِ الْعَصْرُ لاَنَّهَا تَعْصِرُ .

৯৭৯(১৮)। ইবনে মাখলাদ (র)... আবু কিলাবা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আল-আসর' (নামায) নামকরণের কারণ হলো, যেহেতু এটা নিংড়ানো হয় (দিনের শেষভাগে পড়া হয়)।

٩٨٠(١٩)- حدثنا القاضى ابو عمر ثنا الحسن بن ابى الربيع ثنا عبد الرزاق عن معمر عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ اَنَّ الْحَسَنَ وَابْنَ سِيْرِيْنَ وَاَبَا قِلاَبَةَ كَانُوْا يُسَمُّوْنَ بِالْعَصْرِ .

৯৮০(১৯)। আল-কাযী আবু উমার (র)... খালিদ আল-হাযযা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল-হাসান, ইবনে সীরীন ও আবু কিলাবা (র) আসর (আসরকে) নামকরণ করেন।

٩٨١(٢٠)- حدثنا محمد بن عبد الله بن غيلان ثنا ابو هشام الرفاعى ثنا عمى كثير بن محمد ثنا ابن شبرمة قال قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَنَفِيَّةِ اِنَّمَا سُمِّيَتِ الْعَصْرُ لِتُعْصَرَ .

৯৮১(২০)। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে গাইলান (র)... মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিয়া (র) বলেন, নিংড়ানোর কারণে আসর নামকরণ করা হয়েছে।

٩٨٢(٢١)- حدثنا القاضى ابو عمر نا الحسن بن ابى الربيع ثنا ابو عامر ثنا ابراهيم بن نافع عَنْ مُصْعَبِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ اَخَّرَ طَاوُسٌ الْعَصْرَ جِدًّا فَقِيْلَ لَهُ فِىْ ذٰلِكَ فَقَالَ اِنَّمَا سُمِّيَتِ الْعَصْرُ لِتُعْصَرَ .

৯৮২(২১)। আল-কাযী আবু উমার (র)... মুসআব ইবনে মুহাম্মাদ (র) এক ব্যক্তির সূত্রে বলেন, তাউস (র) আসরের নামাযে অনেক বিলম্ব করলেন। এ বিষয়ে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি বলেন, আসর এ জন্য নামকরণ করা হয়েছে যাতে নিংড়ানো হয় (শেষ বেলায় পড়া হয়)।

٩٨٣(٢٢)- حدثنا محمد بن مخلد ثنا الحسانى ثنا وكيع ثنا اسرائيل وعلى بن صالح عن ابى اسحاق عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ يُؤَخِّرُ الْعَصْرَ .

৯৮৩(২২)। মুহাম্মাদ ইবনে মাখলাদ (র)... আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ (রা) আসরের নামায বিলম্ব করে পড়তেন।

١٠-بَابُ اِمَامَةِ جِبْرَئِيْلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ

১০-অনুচ্ছেদ ঃ জিবরাঈল (আ)-এর ইমামতি।

٩٨٤(١)- حدثنا يحى بن محمد بن صاعد املاء حدثنا الحسن بن عيسى النيسابورى ثنا ابن المبارك انا الحسين بن على بن حسين اخبرنى وهب بن كيسان ثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰه الاَنْصَارِىُّ قَالَ جَاءَ جِبْرَئِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ حِيْنَ زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ قُمْ يَا مُحَمَّدُ فَصَلِّ الظُّهْرَ فَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ حِيْنَ زَالَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ مَكَثَ حَتّى كَانَ فِىْ الرَّجُلِ مِثْلَهُ فَجَاءَهُ الْعَصْرَ فَقَالَ قُمْ يَا مُحَمَّدُ فَصَلِّ الْعَصْرَ فَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ مَكَثَ حَتّى غَابَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ قُمْ فَصَلِّ الْمَغْرِبَ فَقَامَ فَصَلاَّهَا حِيْنَ غَابَتِ الشَّمْسُ سَوَاءً ثُمَّ مَكَثَ حَتّى ذَهَبَ الشَّفَقُ فَجَاءَهُ فَقَالَ قُمْ فَصَلِّ الْعِشَاءَ فَقَامَ فَصَلاَّهَا ثُمَّ جَاءَهُ حِيْنَ سَطَعَ الْفَجْرُ بِالصُّبْحِ فَقَالَ قُمْ يَا مُحَمَّدُ فَصَلِّ فَقَامَ فَصَلَّى الصُّبْحَ . ثُمَّ جَاءَهُ مِنَ الْغَدِ حِيْنَ كَانَ فِى الرَّجُلِ مِثْلَهُ فَقَالَ قُمْ يَا مُحَمَّدُ فَصَلِّ الظُّهْرَ فَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ جَاءَهُ حِيْنَ كَانَ فَىْءُ الرَّجُلِ مِثْلَيْهِ فَقَالَ قُمْ يَا مُحَمَّدُ فَصَلِّ الْعَصْرَ فَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ جَاءَهُ لِلْمَغْرِبِ حِيْنَ غَابَتِ الشَّمْسُ وَقْتًا وَاحِداً لَمْ يَزَلْ عَنْهُ قَالَ قُمْ فَصَلِّ الْمَغْرِبَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ جَاءَهُ لِلْعِشَاءِ حِيْنَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الاَوَّلِ فَقَالَ قُمْ فَصَلِّ الْعِشَاءَ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَهُ لِلصُّبْحِ حِيْنَ اَسْفَرَ جِداً فَقَالَ قُمْ فَصَلِّ الصُّبْحَ ثُمَّ قَالَ مَا بَيْنَ هذَيْنِ كُلُّهُ وَقْتٌ .

৯৮৪(১)। ইয়াহ্ইয়া ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে সায়েদ (র)... জাবের ইবনে আবদুল্লাহ আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সূর্য ঢলে পড়লে জিবরাঈল (আ) নবী ﷺ-এর নিকট এলেন এবং বললেন, হে মুহাম্মাদ! আপনি উঠুন এবং যুহরের নামায পড়ুন। অতএব তিনি উঠে যুহরের নামায পড়লেন-যখন সূর্য ঢলেছে। তারপর তিনি অপেক্ষা করলেন, এমননি কোন মানুষের ছায়া তার দৈর্ঘ্যের সমান হলে তিনি (জিবরাঈল) তাঁর (নবী) নিকট আসরের সময় এলেন এবং বললেন, হে মুহাম্মাদ! আপনি উঠুন এবং আসরের নামায পড়ুন। অতএব তিনি (নবী) উঠে দাঁড়িয়ে আসরের নামায পড়লেন। তারপর তিনি অপেক্ষা করলেন, যাবত না সূর্য অস্ত গেলো। তখন জিবরাঈল (আ) বললেন, আপনি উঠুন এবং মাগরিবের নামায পড়ুন। অতএব সূর্য অস্ত গেলে তিনি উঠে দাঁড়িয়ে মাগরিবের নামায পড়লেন। তারপর তিনি অপেক্ষা করেন যাবত না শাফাক অন্তর্হিত হলো। জিবরাঈল (আ) তাঁর নিকট এলেন এবং বললেন, আপনি উঠুন এবং এশার নামায পড়ুন। অতএব তিনি উঠে দাঁড়িয়ে এশার নামায পড়লেন। তারপর ফজর (সুবহে সাদেক) উদয় হলে জিবরাঈল (আ) তাঁর নিকট এলেন এবং বললেন, হে মুহাম্মাদ! উঠে নামায পড়ুন।

Contents

অতএব তিনি উঠে দাঁড়িয়ে ফজরের নামায পড়লেন। পরের দিন জিবরাঈল (আ) তাঁর নিকট এলেন যখন কোন মানুষের ছায়া তার দৈর্ঘ্যের সমান হলো এবং তিনি বললেন, হে মুহাম্মাদ! উঠুন এবং যুহরের নামায পড়ুন। অতএব তিনি উঠে দাঁড়িয়ে যুহরের নামায পড়লেন। তারপর জিবরাঈল (আ) তাঁর নিকট এলেন যখন কোন মানুষের ছায়া তার দৈর্ঘ্যের দ্বিগুণ হলো এবং তিনি বললেন, হে মুহাম্মাদ! আপনি দাঁড়িয়ে আসরের নামায পড়ুন। অতএব তিনি উঠে আসরের নামায পড়লেন। তারপর সূর্য অস্ত গেলে তিনি একই সময় তাঁর নিকট মাগরিবের নামাযের জন্য আসেন এবং তাঁকে বলতে থাকেন, আপনি উঠে মাগরিবের নামায পড়ুন। অতএব তিনি উঠে মাগরিবের নামায পড়েন। তারপর রাতের প্রথম এক-তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হলে তিনি তাঁর নিকট এশার নামাযের জন্য এলেন এবং বললেন, আপনি দাঁড়িয়ে এশার নামায পড়ুন। অতএব তিনি নামায পড়েন। তারপর তিনি তাঁর নিকট ফজরের নামাযের জন্য আসেন যখন প্রচুর ফর্সা হলো তখন বললেন, আপনি উঠে ফজরের নামায পড়ুন। এরপর তিনি বলেন, এই দুই সময়সীমার মাঝখানেই রয়েছে (নামাযের) পুরা ওয়াক্ত।

٩٨٥(٢)- ثنا القاضى ابو عمر ثنا احمد بن منصور ثنا احمد بن الحجاج ثنا عبد الله بن المبارك انا الحسين بن على بن حسين اخبرنى وهب بن كيسانى ثنا جَابِرٌ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ .

৯৮৫(২)। আল-কাযী আবু উমার (র)... জাবের (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

٩٨٦(٣)- حدثنا يحى بن محمد بن صاعد ثنا اسحاق بن ابراهيم الصواف بالبصرة ثنا عمرو ابن بشر الحارثى ثنا برد بن سنان عن عطاء بن ابى رباح عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ جِبْرَئِيْلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَتَى النَّبِىَّ ﷺ يُعَلِّمُهُ الصَّلاَةَ فَجَاءَهُ حِيْنَ زَالَتِ الشَّمْسُ فَتَقَدَّمَ جِبْرَئِيْلُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَلْفَهُ وَالنَّاسُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ جَاءَهُ حِيْنَ صَارَ الظِّلُّ مِثْلَ قَامَةِ شَخْصِ الرَّجُلِ فَتَقَدَّمَ جِبْرَئِيْلُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَلْفَهُ وَالنَّاسُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَصَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ جَاءَهُ حِيْنَ وَجَبَتِ الشَّمْسُ فَتَقَدَّمَ جِبْرَئِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَلْفَهُ وَالنَّاسُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ ذَكَرَ بَاقِى الْحَدِيْثِ وَقَالَ فِيْهِ ثُمَّ اَتَاهُ الْيَوْمَ الثَّانِىْ حِيْنَ وَجَبَتِ الشَّمْسُ لِوَقْتٍ وَّاحِدٍ فَتَقَدَّمَ جِبْرَئِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَلْفَهُ وَالنَّاسُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَقَالَ فِىْ اٰخِرِهِ ثُمَّ قَالَ مَا بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ وَقْتٌ قَالَ فَسَاَلَ رَجُلٌ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الصَّلاَةِ فَصَلَّى بِهِمْ كَمَا صَلَّى بِهِ جِبْرَئِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ثُمَّ قَالَ اَيْنَ السَّائِلُ عَنِ الصَّلاَةِ مَا بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ وَقْتٌ .

৯৮৬(৩)। ইয়াহ্ইয়া ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে সায়েদ (র)... জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। জিবরাঈল (আ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে নামায শিক্ষা দেওয়ার জন্য তাঁর নিকট এলেন। তিনি তাঁর নিকট এলেন যখন সূর্য ঢলে পড়লো। জিবরাঈ (আ) সামনে এগিয়ে গেলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পিছনে এবং লোকজন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পিছনে দাঁড়ালেন। এভাবে তিনি যুহরের নামায পড়ালেন। তারপর তিনি তাঁর নিকট এলেন যখন কোন মানুষের দেহের ছায়া তার দৈর্ঘ্যের সমপরিমাণ হলো। জিবরাঈল (আ) সামনে এগিয়ে গেলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পিছনে এবং লোকজন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পিছনে দাঁড়ালেন। এভাবে তিনি আসরের নামায পড়ালেন। তারপর সূর্য অস্ত গেলে তিনি তাঁর নিকট এলেন। জিবরাঈল (আ) সামনে এগিয়ে গেলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পিছনে এবং লোকজন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পিছনে দাঁড়ালেন। এভাবে তিনি মাগরিবের নামায পড়ান। তারপর রাবী অবশিষ্ট হাদীস উল্লেখ করেন এবং তাতে বলেন, অতঃপর তিনি দ্বিতীয় দিন তাঁর নিকট এলেন একই সময় যখন সূর্য ডুবলো, জিবরাঈল (আ) সামনে এগিয়ে গেলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পিছনে দাঁড়ালেন এবং লোকজন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পিছনে দাঁড়ালেন। এভাবে তিনি মাগরিবের নামায পড়ালেন। রাবী হাদীসের শেষভাগে বলেন, তারপর জিবরাঈল (আ) বলেন, এই দুই নামাযের মাঝখানে রয়েছে (নামাযের) ওয়াক্ত। রাবী বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি তাদের নামায পড়ান যে নিয়মে জিবরাঈল (আ) তাঁকে নিয়ে নামায পড়লেন। তারপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন : নামাযের ওয়াক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞেসকারী লোকটি কোথায়? এই দুই নামাযের মাঝখানে (নামাযের) ওয়াক্ত।

٩٨٧(٤)- حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوى ثنا صالح بن مالك ثنا عبد العزيز الماجشون نا عبد الكريم ح وثنا ابن صاعد ثنا محمد بن اسحاق ثنا عبد الله بن صالح حدثنى ابن ابى سلمة الماجشون ح وحدثنا يحى بن محمد بن صاعد ثنا محمد الهيثم القاضى ثنا سريج ابن النعمان ثنا عبد العزيز الماجشون عن عبد الكريم بن ابى المخارق عن عطاء عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَّنِىْ جِبْرَئِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بِمَكَّةَ مَرَّتَيْنِ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ وَقَالَ فِيْهِ وَصَلَّى الْمَغْرِبَ حِيْنَ غَابَتِ الشَّمْسُ وَصَلَّى الْمَغْرِبَ فِى الْيَوْمِ الثَّانِىْ فِىْ وَقْتِهَا بِالاَمْسِ . حديث صالح بن مالك مختصر .

৯৮৭(৪)। আবদুল্লাহ ইবনে মহাম্মাদ ইবন আবদুল আযীয আল-বাগাবী (র)... জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : জিবরাঈল (আ) মক্কায় দুইবার আমার ইমামতি করেছেন। রাবী হাদীসের অবশিষ্ট অংশ উল্লেখ করেছেন এবং তাতে বলেছেন, আর তিনি সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর মাগরিবের নামায পড়ালেন। আর তিনি পরবর্তী দিন মাগরিবের নামায পড়ান পূর্বের দিনের মত একই সময়ে। সালেহ ইবনে মালেক (র) বর্ণিত হাদীসটি সংক্ষিপ্ত।

٩٨٨(٥)- حدثنا ابن منيع ثنا صالح بن مالك ثنا عبد العزيز الماجشون ثنا عبد الكريم بن ابى المخارق عن عطاء عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَجُلاً جَاءَ فَسَالَ النَّبِىَّ ﷺ عَنْ وَقْتِ الصَّلاَةِ فَصَلَّى وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ هٰذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ يَوْمًا بِهٰذَا وَيَوْمًا بِهٰذَا ثُمَّ قَالَ اَيْنَ السَّائِلُ عَنِ الصَّلاَةِ مَا بَيْنَ هٰذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ .

৯৮৮(৫)। ইবনে মানী' (র)... জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি এসে নবী ﷺ-এর নিকট নামাযের ওয়াক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ এই দুই ওয়াক্তে নামায পড়েন, একদিন এই (প্রথম) ওয়াক্তে এবং দ্বিতীয় দিন ঐ (শেষ) ওয়াক্তে। তারপর তিনি জিজ্ঞেস করেন : নামাযের ওয়াক্ত সম্পর্কে প্রশ্নকারী কোথায়? এই দুই সময়সীমার মাঝখানে নামাযের ওয়াক্ত।

٩٨٩(٦)- حدثنا الحسين بن اسماعيل ثنا احمد بن اسماعيل المدنى ثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردى عن عبد الرحمن بن الحارث ح وحدثنا ابو حامد محمد بن هارون ثنا بندار ثنا ابو احمد الزبيرى ومؤمل بن اسماعيل قالا نا سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث عن حكيم بن حكيم عن نافع بن جبير عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَّنِىْ جِبْرَئِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَرَّتَيْنِ عِنْدَ الْبَيْتِ وَذَكَرَ الْحَدِيْثَ وَقَالَ فِيْهِ فِى الْيَوْمِ الثَّانِىْ وَصَلَّى بِى الْمَغْرِبَ حِيْنَ اَفْطَرَ الصَّائِمُ وَقْتًا وَّاحِداً .

৯৮৯(৬)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জিবরাঈল (আ) বাইতুল্লাহ শরীফের চত্বরে দুইবার আমার ইমামতি করেন। রাবী (অবশিষ্ট) হাদীস উল্লেখ করেন এবং তাতে তিনি বলেন : দ্বিতীয় দিন তিনি আমাকে মাগরিবের নামায পড়ালেন যখন রোযাদার ইফতার করে (পূর্বের দিনের) একই সময়।

٩٩٠(٧)- ثنا ابو حامد محمد بن هارون الحضرمى والحسين بن اسماعيل قالا نا محمد بن اسماعيل البخارى ثنا ايوب بن سليمان حدثنى ابو بكر بن ابى اويس عن سليمان بن بلال عن عبد الرحمن بن الحارث ومحمد بن عمرو عن حكيم بن جكيم عن نافع بن جبير عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ جِبْرَئِيْلَ اَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَصَلَّى بِهِ الصَّلَوَاتِ وَقْتَيْنِ الاَّ الْمَغْرِبَ .

৯৯০(৭)। আবু হামেদ মুহাম্মাদ ইবনে হারূন আল-হাদরামী ও আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। জিবরাঈল (আ) নবী ﷺ-এর নিকট এলেন এবং তিনি তাঁকে নিয়ে মাগরিবের নামায ব্যতীত অন্য সমস্ত নামায দুই ওয়াক্তে (ওয়াক্তের দুই প্রান্তে) পড়েন।

٩٩١(٨)- حدثنا عبد الله بن الهيثم بن خالد ثنا ابو عتبة احمد بن الفرج ثنا محمد بن حمير عن اسماعيل عن عبد الله بن عمر عن زياد بن ابى زياد عن نافع بن جبير عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهٰذَا بِطُوْلِهِ .

৯৯১(৮)। আবদুল্লাহ ইবনুল হায়সাম ইবনে খালিদ (র)...ইবনে আব্বাস (রা)-নবী ﷺ সূত্রে এই সনদে আলোচ্য হাদীস বিস্তারিত আকারে বর্ণিত হয়েছে।

٩٩٢(٩)- حدثنا يوسف بن يعقوب بن اسحاق بن بهلول ثنا جدى ثنا محمد بن عمر الواقدى ثنا اسحاق بن حازم عن عبيد الله بن مقسم عن نافع بن جبير عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَّنِيْ جِبْرَئِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِمَكَّةَ مَرَّتَيْنِ فَجَاءَنِيْ فِيْ اَوَّلِ مَرَّةٍ فَذَكَرَ الْمَوَاقِيْتَ وَقَالَ ثُمَّ جَاءَنِيْ حِيْنَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى بِيَ الْمَغْرِبَ وَكَذٰلِكَ فِى الْيَوْمِ الثَّانِيْ وَقْتًا وَاحِدًا .

৯৯২(৯)। ইউসুফ ইবনে ইয়া'কূব ইবনে ইসহাক ইবনে বাহলূল (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জিবরাঈল (আ) মক্কায় দুইবার আমার ইমামতি করেন। তিনি আমার নিকট প্রথমবার আসেন এবং নামাযের ওয়াক্তসমূহ উল্লেখ করেন। তিনি আরো বলেন : এরপর তিনি আমার নিকট এলেন যখন সূর্য অস্তমিত হলো এবং আমাকে সাথে নিয়ে মাগরিবের নামায পড়েন। তিনি প্রথম দিনের মত দ্বিতীয় দিনও একই ওয়াক্তে (মাগরিবের) নামায পড়ান।

٩٩٣(١٠)- ثنا يحى بن محمد بن صاعد والحسين بن اسماعيل وابو شيبة عبد العزيز بن جعفر قالوا ثنا حميد بن عبيد الله بن الربيع ثنا محبوب بن الجهم بن واقد مولى حذيفة بن اليمان ثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَتَانِيْ جِبْرَئِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ حِيْنَ طَلَعَ الْفَجْرُ وَذَكَرَ الْحَدِيْثَ وَقَالَ فِيْ وَقْتِ الْمَغْرِبِ ثُمَّ اَتَانِيْ حِيْنَ سَقَطَ الْقُرْصُ فَقَالَ قُمْ فَصَلِّ فَصَلَّيْتُ الْمَغْرِبَ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ وَذَكَرَ الْحَدِيْثَ بِطُوْلِهِ .

৯৯৩(১০)। ইয়াহ্ইয়া ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে সায়েদ (র)...ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার নিকট জিবরাঈল (আ) এলেন যখন ফজর (সুবহে সাদেক) উদয় হলো। রাবী অবশিষ্ট হাদীস উল্লেখ করেন। আর তিনি মাগরিবের ওয়াক্ত সম্পর্কে বলেন : তারপর তিনি আমার নিকট এলেন যখন সূর্যগোলক ডুবে গেলো। তিনি বলেন, আপনি উঠে দাঁড়িয়ে নামায পড়ুন। অতএব আমি মাগরিবের তিন রাক্আত (ফরয) নামায পড়লাম। তারপর তিনি দ্বিতীয় দিন আমার নিকট এলেন যখন সূর্যগোলক ডুবে গেলো এবং বললেন, আপনি উঠে দাঁড়িয়ে নামায পড়ুন। অতএব আমি মাগরিবের তিন রাক্আত নামায পড়লাম। রাবী বিস্তারিত কলেবরে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٩٩٤(١١)- حدثنا محمد بن مخلد ثنا احمد بن محمد بن انس ثنا حاتم بن عباد ثنا طلحة بن زيد حدثنى جعفر بن محمد عن ابيه عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَلْهِيْهِ عَنْ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ طَعَامٌ وَلاَ غَيْرُهُ .

৯৯৪(১১)। মুহাম্মাদ ইবনে মাখলাদ (র)... জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে খাদ্য এবং অন্য কোন কিছু মাগরিবের নামায থেকে আমনোযোগী করতে পারতো না।

٩٩٥(١٢)- حدثنا محمد بن القاسم بن زكريا ثنا ابو كريب ثنا محمد بن ميمون الزعفرانى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ ذَكَرْتُ لِجَابِرٍ تَاْخِيْرَ الْمَغْرِبِ مِنْ اَجْلِ عَشَائِهِ فَقَالَ جَابِرٌ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ يُؤَخِّرُ صَلاَةً لِطَعَامٍ وَلاَ غَيْرِهِ .

৯৯৫(১২)। মুহাম্মাদ ইবনুল কাসেম ইবনে যাকারিয়া (র)... জা'ফার ইবনে মুহাম্মাদ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-র কারণে মাগরিবের নামায বিলম্বে পড়া সম্পর্কে আলোচনা করলাম। জাবের (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহার বা আন্য কোন কারণে নামায পড়তে বিলম্ব করতেন না।

٩٩٦(١٣)- حدثنا ابو بكر الشافعى نا محمد بن شاذان ثنا معلى بن منصور انا ابن لهيعة ثنا يزيد بن ابى حبيب عن اسلم ابى عمران التجيبى عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ الاَنْصَارِىِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ بَادِرُوْا بِصَلاَةِ الْمَغْرِبِ طُلُوْعَ النَّجْمِ .

৯৯৬(১৩)। আবু বাক্র আশ-শাফিঈ (র)... আবু আইউব আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি : নক্ষত্র উদিত হওয়ার পূর্বেই তোমরা দ্রুত মাগরিবের নামায পড়ো।

٩٩٧(١٤)- ثنا ابو طالب احمد بن نصر بن طالب ثنا ابو حمزة ادريس بن يونس بن يناق الفراء ثنا محمد بن سعيد بن جدار ثنا جرير بن حازم عن قتادة عَنْ اَنَسٍ اَنَّ جِبْرَئِيْلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَتَى النَّبِىَّ ﷺ بِمَكَّةَ حِيْنَ زَالَتِ الشَّمْسُ وَاَمَرَهُ اَنْ يُؤَذِّنَ لِلنَّاسِ بِالصَّلاَةِ حِيْنَ فُرِضَتْ عَلَيْهِمْ فَقَامَ جِبْرَئِيْلُ اَمَامَ النَّبِىِّ ﷺ وَقَامُوا النَّاسُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَصَلّٰى اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لاَ يَجْهَرُ فِيْهَا بِقِرَاءَةٍ يَاْتَمُّ النَّاسُ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَيَاْتَمُّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِجِبْرَئِيْلَ ثُمَّ اَمْهَلَ حَتّٰى اِذَا دَخَلَ وَقْتُ الْعَصْرِ صَلّٰى بِهِمْ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لاَ يَجْهَرُ فِيْهَا بِالْقِرَاءَةِ

يَاتَمُّ الْمُسْلِمُوْنَ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَيَاتَمُّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِجِبْرَائِيْلَ ثُمَّ اَمْهَلَ حَتّٰى اِذَا وَجَبَتِ الشَّمْسُ صَلّٰى بِهِمْ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ يَجْهَرُ فِىْ رَكْعَتَيْنِ بِالْقِرَاءَةِ وَلَا يَجْهَرُ فِى الثَّالِثَةِ ثُمَّ اَمْهَلَهُ حَتّٰى اِذَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ صَلّٰى بِهِمْ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَجْهَرُ فِى الْاُوْلَيَيْنِ بِالْقِرَاءَةِ وَلَا يَجْهَرُ فِى الْاُخْرَيَيْنِ بِالْقِرَاءَةِ ثُمَّ اَمْهَلَ حَتّٰى اِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلّٰى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ يَجْهَرُ فِيْهِمَا بِالْقِرَاءَةِ .

৯৯৭(১৪)। আবু তালিব আহ্‌মাদ ইবনে নাসর ইবনে তালিব (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। জিবরাঈল (আ) মক্কায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসলেন যখন সূর্য কেবল ঢলে পড়েছে এবং তিনি তাঁকে নামায পড়ার জন্য লোকজনকে ডাকার নির্দেশ দিলেন যখন তাদের উপর নামায ফরজ করা হলো। অতএব জিবরাঈল (আ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে দাঁড়ালেন এবং লোকজন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পিছনে দাঁড়ালেন। রাবী বলেন, জিবরাঈল (আ) চার রাক্‌আত নামায পড়ালেন এবং তাতে সশব্দে কিরাআত পড়েননি। লোকজন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইকতিদা করলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিবরাঈল (আ)-এর ইকতিদা করলেন। তারপর তিনি অপেক্ষা করলেন আসরের নামাযের ওয়াক্ত হওয়া পর্যন্ত। জিবরাঈল (আ) তাদের চার রাক্‌আত নামায পড়ালেন এবং তাতে সশব্দে কিরাআত পড়েননি। মুসলমানরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইকতিদা করলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিবরাঈল (আ)-এর ইকতিদা করেন। তারপর তিনি সূর্যাস্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করেন, অতঃপর তাদেরকে নিয়ে তিন রাক্‌আত নামায পড়েন। তিনি এর প্রথম দুই রাক্‌আতে সশব্দে কিরাআত পড়েন এবং তৃতীয় রাক্‌আতে সশব্দে কিরাআত পড়েননি। তারপর তিনি এক-তৃতীয়াংশ রাত অতিবাহিত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করেন, অতঃপর তাদেরকে নিয়ে চার রাক্‌আত নামায পড়েন। তিনি প্রথম দুই রাক্‌আতে সশব্দে কিরাআত পড়েন এবং শেষ দুই রাক্‌আতে সশব্দে কিরাআত পড়েননি। তারপর তিনি ফজর (সুবহে সাদেক) উদিত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করেন, অতঃপর তাদেরকে নিয়ে দুই রাক্‌আত নামায পড়েন এবং উভয় রাক্‌আতে সশব্দে কিরাআত পড়েন।

٩٩٨(١٥)- حدثنا ابن مخلد ثنا ابو داود ثنا ابن المثنى ثنا ابن ابى عدى عن سعيد عن قتادة عَنِ الْحَسَنِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِنَحْوِهِ مُرْسَلاً .

৯৯৮(১৫)। ইবনে মাখলাদ (র)... আল-হাসান (র)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত, তবে মুরসালরূপে।

٩٩٩(١٦)- حدثنا محمد بن مخلد ثنا جعفر بن ابى عثمان الطيالسى ثنا ابو يعلى محمد بن الصلت التوزى ثنا الوليد بن مسلم ثنا ابن نمر عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن ثعلبة عن عبد الرحمن بن يزيد عَنْ عَمِّهِ مُجَمِّعِ بْنِ جَارِيَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ سُئِلَ عَنْ مَوَاقِيْتِ الصَّلَاةِ فَقَدَّمَ ثُمَّ اَخَّرَ وَقَالَ بَيْنَهُمَا وَقْتٌ .

৯৯৯(১৬)। মুহাম্মাদ ইবনে মাখলাদ (র).... মুজাম্মে' ইবনে জারিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ-এর নিকট নামাযের ওয়াক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি অগ্রবর্তী করে (প্রথম ওয়াক্তে) অতঃপর বিলম্ব করে (শেষভাগে) নামায পড়েন এবং বলেন : এই দুই সময়সীমার মধ্যেই নামাযের ওয়াক্ত।

١٠٠٠(١٧)- حدثنا عثمان بن احمد بن السماك الدقاق نا احمد بن على الخزاز ثنا سعيد بن سليمان سعدوية ثنا ايوب بن عتبة ثنا ابو بكر بن عمرو بن حزم عن عروة بن الزبير عَنِ ابْنِ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ عَنْ اَبِيْهِ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ اَنَّ جِبْرَئِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَتَى النَّبِىَّ ﷺ حِيْنَ دَلَكَتِ الشَّمْسُ يَعْنِىْ زَالَتْ ثُمَّ ذَكَرَ الْمَوَاقِيْتَ وَقَالَ ثُمَّ اَتَاهُ حِيْنَ غَابَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ قُمْ فَصَلِّ فَصَلَّى ثُمَّ اَتَاهُ مِنَ الْغَدِ حِيْنَ غَابَتِ الشَّمْسُ وَقْتًا وَّاحِدًا فَقَالَ قُمْ فَصَلِّ فَصَلَّى .

১০০০(১৭)। উসমান ইবনে আহ্মাদ ইবনুস সিমাক আদ-দাক্কাক (র)... আবু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। সূর্য (কেবল) ঢলে পড়লে জিবরাঈল (আ) নবী ﷺ-এর নিকট এলেন। অতঃপর রাবী নামাযের ওয়াক্তসমূহের বর্ণনা দিলেন এবং বললেন, তারপর সূর্য অস্ত গেলে জিবরাঈল (আ) নবী ﷺ-এর নিকট এসে বলেন, আপনি উঠে নামায পড়ুন। অতএব তিনি নামায পড়লেন। পরের দিনও তিনি সূর্য অস্ত গেলে একই সময়ে তাঁর নিকট এসে বলেন, আপনি উঠে নামায পড়ুন। অতএব তিনি নামায পড়লেন।

١٠٠١(١٨)- حدثنا ابو حامد محمد بن هارون ثنا ابو عمار الحسين بن حريث المروزى نا الفضل بن موسى السينانى نا محمد بن عمرو عن ابى سلمة عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هٰذَا جِبْرَئِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يُعَلِّمُ دِيْنَكُمْ فَصَلَّى وَذَكَرَ حَدِيْثَ الْمَوَاقِيْتِ وَقَالَ فِيْهِ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ حِيْنَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَقَالَ فِى الْيَوْمِ الثَّانِىْ ثُمَّ جَاءَهُ مِنَ الْغَدِ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ حِيْنَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ فِىْ وَقْتٍ وَّاحِدٍ .

১০০১(১৮)। আবু হামেদ মুহাম্মাদ ইবনে হারূন (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : এই জিবরাঈল (আ), তিনি তোমাদেরকে তোমাদের দীন শিক্ষা দিচ্ছেন। অতএব তিনি নামায পড়ালেন। রাবী নামাযের ওয়াক্তসমূহ সম্পর্কিত হাদীস বর্ণনা করলেন এবং তাতে বললেন, তারপর তিনি সূর্য অস্ত গেলে মাগরিবের নামায পড়েন। তিনি পরবর্তী দিন সম্পর্কে বলেন, তারপর তিনি পরবর্তী দিন তাঁর নিকট আসেন এবং সূর্য অস্ত গেলে (পূর্বের দিনের মত) একই সময়ে মাগরিবের নামায পড়েন।

١٠٠٢(١٩)- ثنا ابو عمر القاضى نا احمد بن منصور نا احمد بن الحجاج الفضل بن موسى نا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو بِهٰذَا الاِسْنَادِ نَحْوَهُ وَقَالَ ثُمَّ جَاءَهُ الْغَدِ فَصَلَّى لَهُ الْمَغْرِبَ لِوَقْتٍ وَاحِدٍ حِيْنَ غَابَتِ الشَّمْسُ وَحَلَّ فِطْرُ الصَّائِمِ .

১০০২(১৯)। আবু উমার আল-কাযী (র)... মুহাম্মাদ ইবনে আমর (র) থেকে এই সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত। রাবী বলেন, তারপর তিনি পরদিন তাঁর নিকট আসেন এবং সূর্য ডুবে গেলে এবং যখন রোযাদারের জন্য ইফতার করা হালাল হয় এরূপ একই ওয়াক্তে তাঁকে নিয়ে মাগরিবের নামায পড়েন।

١٠٠٣(٢٠)- حدثنا القاضى ابو عمر ثنا العباس بن محمد نا الفضل بن دكين نا عمر بن عبد الرحمن ابن اسيد بن عبد الرحمن عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ الْمُؤَذِّنِ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَذْكُرُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حَدَّثَهُمْ اَنَّ جِبْرَئِيْلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَتَاهُ فَصَلَّى الصَّلَوَاتِ وَقْتَيْنِ وَقْتَيْنِ اِلاَّ الْمَغْرِبَ قَالَ فَجَاءَنِىْ فِى الْمَغْرِبِ فَصَلَّى بِىَ سَاعَةً حِيْنَ غَابَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ جَاءَنِىْ يَعْنِىْ مِنَ الْغَدِ فِى الْمَغْرِبِ فَصَلَّى فِىْ سَاعَةٍ غَابَتِ الشَّمْسُ لَمْ يُغَيِّرْهُ .

১০০৩(২০)। আল-কাযী আবু উমার (র)... আবু হুরায়রা (রা) উল্লেখ করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন : জিবরাঈল (আ) তাঁর নিকট এলেন এবং মাগরিবের নামায ব্যতীত সমস্ত নামায দুই ওয়াক্তে (প্রথম দিন ওয়াক্তের শুরুতে এবং দ্বিতীয় দিন ওয়াক্তের শেষভাগে) পড়ান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : জিবরাঈল (আ) মাগরিবের নামাযের ওয়াক্তে আমার নিকট এলেন এবং যখন সূর্য অস্ত গেলো তখন আমাকে নিয়ে মাগরিবের নামায পড়েন। পরদিন পুনরায় তিনি (জিবরাঈল) মাগরিবের নামাযের ওয়াক্তে আমার নিকট এলেন এবং যখন সূর্য অস্ত গেলো তখন আমাকে নিয়ে মাগরিবের নামায পড়েন। এতে তিনি সময়ের পরিবর্তন করেননি।

١٠٠٤(٢١)- نا ابن الصواف نا الحسن بن فِهْرِ بن حماد البزاز نا الحسن بن حماد سجادة نا ابن علية عن محمد بن اسحاق عن عتبة بن مسلم عن نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَمَّا فُرِضَتِ الصَّلاَةُ نَزَلَ جِبْرَئِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَصَلَّى بِهِ الظُّهْرَ وَذَكَرَ الْمَوَاقِيْتَ وَقَالَ فَصَلَّى بِهِ الْمَغْرِبَ حِيْنَ غَابَتِ الشَّمْسُ وَقَالَ فِى الْيَوْمِ الثَّانِىْ فَصَلَّى بِهِ الْمَغْرِبَ حِيْنَ غَابَتِ الشَّمْسُ .

১০০৪(২১)। ইবনুস সাওয়াফ (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নামায ফরয করা হলে পর জিবরাঈল (আ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এলেন এবং তাঁকে নিয়ে যুহরের নামায পড়লেন। রাবী নামাযের ওয়াক্তসমূহের বর্ণনা দিলেন এবং বললেন, সূর্য অস্ত গেলে তিনি তাঁকে নিয়ে মাগরিবের নামায পড়লেন। তিনি দ্বিতীয় দিন সম্পর্কে বলেন, সূর্য অস্ত গেলে তিনি তাঁকে নিয়ে মাগরিবের নামায পড়েন।

١٠٠٥(٢٢)- حدثنا الحسين بن اسماعيل ثنا سلم بن جنادة ثنا محمد بن فضيل عن الاعمش عن ابى صالح عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ لِلصَّلاَةِ اَوَّلاً وَاٰخِراً وَاِنَّ

اَوَّلَ وَقْتِ الظُّهْرِ حِيْنَ تَزُوْلُ الشَّمْسُ وَاَنَّ اٰخِرَ وَقْتِهَا حِيْنَ يَدْخُلُ وَقْتُ الْعَصْرِ وَاَنَّ اَوَّلَ وَقْتِ الْعَصْرِ حِيْنَ يَدْخُلُ وَقْتُهَا وَاَنَّ اٰخِرَ وَقْتِهَا حِيْنَ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ وَاَنَّ اَوَّلَ وَقْتِ الْمَغْرِبِ حِيْنَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ وَاَنَّ اٰخِرَ وَقْتِهَا حِيْنَ يَغِيْبُ الْاُفُقُ وَاَنَّ اَوَّلَ وَقْتِ الْعِشَاءِ حِيْنَ يَغِيْبُ الْاُفُقُ وَاَنَّ اٰخِرَ وَقْتِهَا حِيْنَ يَنْتَصِفُ اللَّيْلُ وَاَنَّ اَوَّلَ وَقْتِ الْفَجْرِ حِيْنَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ وَاَنَّ اٰخِرَ وَقْتِهَا حِيْنَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ . هذَا لاَ يَصِحُّ مُسْنَدًا وهم فى اسناده ابن فضيل وغيره يرويه عن الاعمش عن مجاهد مرسلا .

১০০৫(২২)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : নিশ্চয়ই নামাযের প্রথম ওয়াক্ত ও শেষ ওয়াক্ত আছে। অতএব যুহরের নামাযের প্রথম ওয়াক্ত হলো যখন সূর্য ঢলতে শুরু করে এবং শেষ ওয়াক্ত হলো যখন আসরের নামাযের ওয়াক্ত শুরু হয়। আসরের নামাযের প্রথম ওয়াক্ত হলো যখন তার ওয়াক্ত শুরু হয় এবং শেষ ওয়াক্ত হলো যখন সূর্যের রং হলুদ বর্ণ ধারণ করে। মাগরিবের নামাযের প্রথম ওয়াক্ত হলো যখন সূর্য অস্ত যায় এবং শেষ ওয়াক্ত হলো যখন শাফাক অদৃশ্য হয়ে যায়। এশার নামাযের প্রথম ওয়াক্ত হলো যখন শাফাক অদৃশ্য হয় এবং শেষ ওয়াক্ত হলো যখন অর্ধেক রাত অতিবাহিত হয়। ফজরের নামাযের প্রথম ওয়াক্ত হলো যখন ফজর (সুবহে সাদেক) উদিত হয় এবং শেষ ওয়াক্ত হলো যখন সূর্য উদয় (শুরু) হয়।

এই হাদীস সনদের দিক থেকে সহীহ নয়। ইবনে ফুদায়েল (র) প্রমুখ তাদের সনদ সূত্র সম্পর্কে সন্দেহের শিকার হয়েছেন এবং এই হাদীস আল-আ'মাশ-মুজাহিদ সূত্রে মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন।

١٠٠٦(٢٣)- نا ابو سهل بن زياد ثنا محمد بن احمد بن النضر ثنا معاوية بن عمرو نا زائدة عن الاعمش عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ كَانَ يُقَالُ اِنَّ لِلصَّلاَةِ اَوَّلاً وَاٰخِرًا ثم ذكر هذا الحديث وهو اصح من قول ابن فضيل وقد تابع زائدة عبثر بن القاسم .

১০০৬(২৩)। আবু সাহ্ল ইবনে যিয়াদ (র)... মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বলা হতো, নামাযের প্রথম ওয়াক্ত ও শেষ ওয়াক্ত আছে, তারপর এই হাদীস বর্ণনা করেন। এটা ইবনে ফুদায়েলের উক্তির চেয়ে অধিক সহীহ। যায়েদা (র) আবছার ইবনুল কাসেমের অনুসরণ করেছেন।

١٠٠٧(٢٤)- وحدثنا ابو بكر الشافعى حدثنا محمد بن شاذان نا معلى بن منصور اخبرنى ابو زبيد وهو عبثر نا الاعمش عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ وَقَالَ فِيْهِ اَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ حِيْنَ تَكُوْنُ الشَّمْسُ بَيْضَاءَ اِلَى اَنْ تَحْضُرَ الْمَغْرِبَ .

১০০৭(২৪)। আবু বাক্র আশ-শাফিঈ (র)... মুজাহিদ (র)- নবী ﷺ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত। তিনি তাতে বলেন, আসরের নামাযের প্রথম ওয়াক্ত সূর্য আলোকোজ্জ্বল থাকতেই, মাগরিবের নামাযের ওয়াক্ত হওয়া (সূর্যাস্তের পূর্ব) পর্যন্ত।

٨ . . ١ (٢٥) - حدثنا الحسين بن اسماعيل نا يعقوب بن ابراهيم الدورقى وعلى بن شعيب ومحمد ابن ابى عون وحدثنا محمد بن مخلد ثنا على بن اشكاب وحدثنا على بن عبد الله بن مبشر ثنا احمد بن سنان قالوا حدثنا اسحاق بن يوسف الازرق عن سفيان الثورى عن علقمة بن مرثد عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَتَى النَّبِىَّ ﷺ رَجُلٌ فَسَاَلَهُ عَنْ وَقْتِ الصَّلاَةِ فَقَالَ صَلِّ مَعَنَا هٰذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ قَالَ فَاَمَرَ بِلاَلاً حِيْنَ زَالَتِ الشَّمْسُ فَاَذَّنَ ثُمَّ اَمَرَهُ فَاَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ اَمَرَهُ فَاَقَامَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ ثُمَّ اَمَرَهُ فَاَقَامَ الْمَغْرِبَ حِيْنَ غَابَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ اَمَرَهُ فَاَقَامَ الْعِشَاءَ حِيْنَ غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ اَمَرَهُ فَاَقَامَ الْفَجْرَ حِيْنَ طَلَعَ الْفَجْرُ . ثُمَّ لَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الثَّانِىْ اَمَرَهُ فَاَبْرَدَ بِالظُّهْرِ فَاَنْعَمَ اَنْ يُّبْرِدَ بِهَا ثُمَّ اَمَرَهُ فَاَقَامَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ اَخَّرَ مَا فَوْقَ ذٰلِكَ الَّذِىْ كَانَ ثُمَّ اَمَرَهُ فَاَقَامَ الْمَغْرِبَ قَبْلَ اَنْ يَّغِيْبَ الشَّفَقُ ثُمَّ اَمَرَهُ فَاَقَامَ الْعِشَاءَ حِيْنَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ ثُمَّ اَمَرَهُ فَاَقَامَ الْفَجْرَ فَاَسْفَرَ بِهَا ثُمَّ قَالَ اَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلاَةِ فَقَامَ اِلَيْهِ الرَّجُلُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقْتُ صَلاَتِكُمْ مَا بَيْنَ مَا رَاَيْتُمْ .

১০০৮(২৫)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... সুলায়মান ইবনে বুরায়দা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট এসে নামাযের ওয়াক্ত সম্পর্কে জানতে চাইল। তিনি কোন উত্তর না দিয়ে বলেন : তুমি আমাদের সাথে এই দুই দিন নামায পড়ো। রাবী বলেন, সূর্য (সামান্য) ঢলে পড়লে তিনি বিলাল (রা)-কে আযান দেয়ার নির্দেশ দিলে তিনি আযান দেন। তারপর তিনি তাকে ইকামত দেয়ার নির্দেশ দিলে তিনি ইকামত দেন এবং তিনি যুহরের নামায পড়েন। অতঃপর তিনি তাকে নির্দেশ দিলে তিনি ইকামত দেন এবং তিনি আসরের নামায পড়লেন, সূর্য তখনও উপরে এবং তা আলোক উদ্ভাসিত ও ফর্সা ছিল। অতঃপর তিনি তাকে নির্দেশ দিলে তিনি ইকামত দেন এবং তিনি সূর্য অস্ত যাওয়ার পর মাগরিবের নামায পড়লেন। অতঃপর তিনি তাকে নির্দেশ দিলে তিনি ইকামত দেন এবং শাফাক অদৃশ্য হলে এশার নামায পড়েন। অতঃপর তিনি তাকে নির্দেশ দিলে তিনি ইকামত দেন এবং সুবহে সাদেক উদিত হলে তিনি ফজরের নামায পড়েন। পরদিন তিনি বিলাল (রা)-কে নির্দেশ দিলে (তিনি ইকামত দেন) রাসূলুল্লাহ ﷺ যথেষ্ট ঠাণ্ডা হওয়া পর্যন্ত বিলম্ব করে যুহরের নামায পড়লেন। অতঃপর তিনি তাকে নির্দেশ দিলে তিনি ইকামত দেন এবং তিনি আসরের নামায পড়লেন সূর্য উপরে থাকতেই, তবে পূর্ববর্তী দিনের তুলনায় বিলম্বে। অতঃপর তিনি তাকে নির্দেশ দিলে তিনি ইকামত দেন এবং তিনি মাগরিবের নামায পড়লেন লালিমা অদৃশ্য হওয়ার সামান্য পূর্বে। অতঃপর তিনি তাকে নির্দেশ দিলে তিনি ইকামত দেন এবং তিনি এশার নামায পড়লেন এক-তৃতীয়াংশ রাত অতিবাহিত হওয়ার পর। অতঃপর তিনি তাকে নির্দেশ

দিলে তিনি ইকামাত দিলেন এবং তিনি ফজরের নামায পড়লেন ভোর যথেষ্ট পরিষ্কার হওয়ার পর। অতঃপর তিনি জিজ্ঞেস করেন : নামাযের ওয়াক্ত সম্পর্কে প্রশ্নকারী কোথায়? লোকটি তাঁর সামনে দাঁড়ালে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তোমাদের নামাযের ওয়াক্ত তোমরা যা (দুই সময়সীমা) প্রত্যক্ষ করলে তার মাঝখানে।

١٠٠٩ (٢٦) - حدثنا القاضى ابو عمر ثنا سعدان بن نصر نا اسحاق الازرق نا سفيان بهذا مختصراً فى وقتى المغرب ونا احمد بن عيسى بن السكين نا عبد الحميد بن محمد المستهام ثنا مخلد ابن يزيد ثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ نَحْوَهُ .

১০০৯(২৬)। আল-কাযী আবু উমার (র)... সুলায়মান ইবনে বুরায়দা-তার পিতা-নবী ﷺ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

١٠١٠ (٢٧) -حدثنا القاضى ابو عمر نا اسماعيل بن اسحاق ناعلى ثناحرمى بن عمارة نا شعبة عن علقمة بن مرثد عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ ثُمَّ اَمَرَهُ بِالْمَغْرِبِ حِيْنَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ اَمَرَهُ مِنَ الْغَدِ بِالْمَغْرِبِ قَبْلَ اَنْ يَّقَعَ الشَّفَقُ .

১০১০(২৭)। আল-কাযী আবু উমার (র)... সুলায়মান ইবনে বুরায়দা-তার পিতা-নবী ﷺ সূত্রে এই হাদীস বর্ণনা করেন। তারপর তিনি তাঁকে মাগরিবের নামাযের (ইকামত দেয়ার) নির্দেশ দিলেন যখন সূর্য অস্ত গেলো। পরদিন তিনি তাকে লালিমা অদৃশ্য হওয়ার সামান্য পূর্বে মাগরিবের নামাযের (ইকামত দেয়ার) নির্দেশ দিলেন।

١٠١١ (٢٨) - حدثنا ابو عبد الله احمد بن على بن العلاء نا يوسف بن موسى نا الفضل بن دكين ثنا بدر بن عثمان نا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ مُوْسَى عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اَتَاهُ سَائِلٌ فَسَاَلَهُ عَنْ مَوَاقِيْتِ الصَّلاَةِ فَلَمْ يُرَدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا فَاَمَرَ بِلاَلاً فَاَقَامَ بِالْفَجْرِ حِيْنَ انْشَقَّ الْفَجْرُ وَالنَّاسُ لاَ يَكَادُ يَعْرِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ثُمَّ اَمَرَهُ فَاَقَامَ بِالظُّهْرِ حِيْنَ زَالَتِ الشَّمْسُ وَالْقَائِلُ يَقُوْلُ انْتَصَفَ النَّهَارُ اَوْ لَمْ وَكَانَ اَعْلَمُ مِنْهُمْ ثُمَّ اَمَرَهُ فَاَقَامَ بِالْعَصْرِ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ ثُمَّ اَمَرَهُ فَاَقَامَ بِالْمَغْرِبِ حِيْنَ وَقَعَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ اَمَرَهُ فَاَقَامَ بِالْعِشَاءِ حِيْنَ غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ اَخَّرَ الْفَجْرَ مِنَ الْغَدِ حَتَّى انْصَرَفَ مِنْهَا وَالْقَائِلُ يَقُوْلُ طَلَعَتِ الشَّمْسُ اَوْ كَادَتْ ثُمَّ اَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى كَانَ قَرِيْبًا مِّنَ الْعَصْرِ ثُمَّ اَخَّرَ الْعَصْرَ حَتَّى انْصَرَفَ مِنْهَا وَالْقَائِلُ يَقُوْلُ

احْمَرَّتِ الشَّمْسُ ثُمَّ اَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتّى كَانَ عِنْدَ سُقُوْطِ الشَّفَقِ ثُمَّ اَخَّرَ الْعِشَاءَ حَتّى كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الاَوَّلِ ثُمَّ اَصْبَحَ فَبَعَثَ فَدَعَى السَّائِلَ فَقَالَ الْوَقْتُ فِيْمَا بَيْنَ هٰذَيْنِ .

১০১১(২৮)। আবু আবদুল্লাহ আহ্‌মাদ ইবনে আলী ইবনুল আলা (র)... আবু মূসা (রা) নবী ﷺ সম্পর্কে বলেন, এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে নামাযের ওয়াক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। তিনি তার প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়ে বিলাল (রা)-কে নির্দেশ দিলে তিনি এমন সময় ইকামত দিলেন এবং তিনি নামায পড়ালেন যখন সবেমাত্র সুবহে সাদেক হয়েছে এবং লোকজন পরস্পরকে চিনতে পারছিল না। তিনি পুনরায় বিলাল (রা)-কে ইকামত দেয়ার নির্দেশ দিলেন এবং সূর্য কেবল ঢলে পড়লে তিনি যুহরের নামায পড়েন। তাতে কারো সন্দেহ হতে পারে যে, এখন দ্বিপ্রহর হয়েছে কিনা, অথচ তিনি তাদের তুলনায় অধিক জ্ঞাত ছিলেন। অতঃপর তিনি বিলাল (রা)-কে নির্দেশ দেন এবং আসরের নামায পড়েন যখন সূর্য অনেক উপরে ছিল। অতঃপর তিনি বিলাল (রা)-কে নির্দেশ দেন এবং সূর্য অস্ত যাওয়ার সাথে সাথে মাগরিবের নামায পড়েন। অতঃপর তিনি বিলাল (রা)-কে নির্দেশ দেন এবং শাফাক অদৃশ্য হওয়ার পরপরই এশার নামায পড়েন। পরদিন তিনি ফজরের নামায এতটা বিলম্বে পড়েন যে, নামাযশেষে কোন ব্যক্তি বলতে পারতো, হয়ত সূর্য উঠছে অথবা এই বুঝি উদিত হচ্ছে। অতঃপর তিনি যুহরের নামায আসরের নিকটবর্তী সময়ে আদায় করেন। অতঃপর তিনি আসরের নামায এতটা বিলম্বে পড়েন যে, নামাযশেষে কোন ব্যক্তি বলতে পারতো, সূর্য রক্তিম বর্ণ ধারণ করেছে। অতঃপর তিনি শাফাক প্রায় অন্তর্হিত হওয়ার কাছাকাছি সময়ে মাগরিবের নামায পড়েন। অতঃপর তিনি রাতের এক-তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হলে এশার নামায পড়েন। ভোরবেলা তিনি প্রশ্নকারীকে ডেকে বলেন : এই দুই সময়সীমার মাঝখানে নামাযের ওয়াক্ত।

١٠١٢ (٢٩)- نا محمد بن مخلد نا محمد بن اسماعيل الحسانى نا وكيع ثنا بدر بن عثمان عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ اَبِىْ مُوْسى عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ سَائِلاً اَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَسَاَلَهُ عَنْ مَوَاقِيْتِ الصَّلاَةِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا ثُمَّ اَمَرَ بِلاَلاً فَاَقَامَ الصَّلاَةَ حِيْنَ انْشَقَّ الْفَجْرُ فَصَلّى ثُمَّ اَمَرَهُ فَاَقَامَ الظُّهْرَ وَالْقَائِلُ يَقُوْلُ قَدْ زَالَتِ الشَّمْسُ اَوْ لَمْ تَزَلْ وَهُوَ كَانَ اَعْلَمَ مِنْهُمْ ثُمَّ اَمَرَهُ فَاَقَامَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ وَاَمَرَهُ فَاَقَامَ الْمَغْرِبَ حِيْنَ وَجَبَتِ الشَّمْسُ وَاَمَرَهُ فَاَقَامَ الْعِشَاءَ عِنْدَ سُقُوْطِ الشَّفَقِ . قَالَ وَصَلَّى الْفَجْرَ مِنَ الْغَدِ وَالْقَائِلُ يَقُوْلُ طَلَعَتِ الشَّمْسُ اَوْ لَمْ تَطْلُعْ وَهُوَ اَعْلَمُ مِنْهُمْ وَصَلَّى الظُّهْرَ قَرِيْبًا مِّنْ وَقْتِ الْعَصْرِ بِالاَمْسِ وَصَلَّى الْعَصْرَ وَالْقَائِلُ يَقُوْلُ احْمَرَّتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ قَبْلَ اَنْ يَغِيْبَ الشَّفَقُ وَصَلَّى الْعِشَاءَ ثُلُثَ اللَّيْلِ الاَوَّلِ ثُمَّ قَالَ اَيْنَ السَّائِلُ اَلْوَقْتُ مَا بَيْنَ هٰذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ .

১০১২(২৯)। মুহাম্মাদ ইবনে মাখলাদ (র)... আবু বাক্‌র ইবনে আবু মূসা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে নামাযের ওয়াক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন।

তিনি তার প্রশ্নের কোন উত্তর দিলেন না। অতঃপর তিনি বিলাল (রা)-কে (আযান দেয়ার) নির্দেশ দেন এবং তিনি ফজর (সুবহে সাদেক) কেবল ফুটে উঠতেই ফজরের নামায পড়েন। তিনি পুনরায় বিলাল (রা)-কে (আযানের) নির্দেশ দেন এবং তিনি এমন সময় যুহরের নামায পড়েন যে, কেউ সন্দেহ করতে পারত যে, সূর্য ঢলেছে কি না। অথচ তিনি তাদের তুলনায় অধিক জ্ঞাত ছিলেন। অতঃপর তিনি বিলাল (রা)-কে (আযানের) নির্দেশ দেন এবং তিনি আসরের নামায পড়েন তখন সূর্য অনেক উপরে ছিল। অতঃপর তিনি তাকে (আযানের) নির্দেশ দেন এবং সূর্য অস্ত যাওয়ার পরপরই মাগরিবের নামায পড়েন। অতঃপর তিনি বিলাল (রা)-কে (আযানের) নির্দেশ দেন এবং শাফাক অদৃশ্য হলে তিনি এশার নামায পড়েন। রাবী বলেন, পরদিন তিনি ফজরের নামায এতো বিলম্বে পড়েন যে, কোন ব্যক্তি সন্দেহ করতে পারে যে, হয়ত সূর্য উঠছে বা এখনই উঠবে। অথচ তিনি তাদের তুলনায় অধিক জ্ঞাত। তিনি যুহরের নামায প্রথম দিনের তুলনায় বিলম্বে আসরের নিকটবর্তী সময়ে আদায় করেন। তিনি আসরের নামায এতো বিলম্বে পড়েন যে, কোন ব্যক্তি বলতে পারতো, সূর্য রক্তিম বর্ণ ধারণ করেছে। অতঃপর তিনি শাফাক অন্তর্হিত হওয়ার পূর্বে মাগরিবের নামায পড়েন। রাতের প্রথম এক-তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হলে তিনি এশার নামায পড়েন। অতঃপর তিনি বলেন : প্রশ্নকারী কোথায়? এই দুই সময়সীমার মাঝখানে নামাযের ওয়াক্ত।

١٠١٣(٣٠)- حدثنا القاضى ابو عمر نا احمد بن منصور نا ابو داود الحفرى ثنا بدر بن عثمان نَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ مُوْسٰى عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ وَذَكَرَ الْحَدِيْثَ قَالَ فَاَقَامَ الْمَغْرِبَ حِيْنَ غَابَتِ الشَّمْسُ قَالَ ثُمَّ اَخَّرَ الْمَغْرِبَ مِنَ الْغَدِ حَتّٰى كَانَ عِنْدَ سُقُوْطِ الشَّفَقِ كَذَا قَالَ الْقَاضِىْ مُخْتَصَرًا .

১০১৩(৩০)। আল-কাযী আবু উমার (র)... আবু বাক্‌র ইবনে আবু মূসা-তার পিতা-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে বর্ণিত। রাবী এই হাদীস বর্ণনা করেন, সূর্য অস্ত গেলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাগরিবের নামায পড়েন। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি পরবর্তী দিন শাফাক প্রায় অন্তর্হিত হওয়ার কাছাকাছি সময়ে মাগরিবের নামায পড়েন। আল-কাযী এভাবে সংক্ষেপে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

١١-بَابُ الْحِثِّ عَلَى الرُّكُوْعِ بَيْنَ الاَذَانَيْنِ فِىْ كُلِّ صَلاَةٍ وَالرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ وَالاِخْتِلاَفِ فِيْهِ

১১-অনুচ্ছেদ : প্রতি ওয়াক্ত নামাযের আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে (নফল) নামায পড়তে উৎসাহিত করা এবং মাগরিবের নামাযের পূর্বে দুই রাক্‌আত নফল নামায পড়া এবং এতদসম্পর্কে মতানৈক্য।

١٠١٤(١)- حدثنا على بن محمد المصرى ثنا الحسن بن غليب نا عبد الغفار بن داود نا حيان بن عبيد اللّٰه نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ عِنْدَ كُلِّ اَذَانَيْنِ رَكْعَتَيْنِ مَا خَلاَ صَلاَةَ الْمَغْرِبِ .

১০১৪(১)। আলী ইবনে মুহাম্মাদ আল-মিসরী (র)... আবদুল্লাহ ইবনে বুরায়দা (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মাগরিবের নামায ব্যতীত প্রতি ওয়াক্তের দুই আযানের (আযান ও ইকামত) মাঝখানে দুই রাক্আত (নফল) নামায আছে।

١٠١٥ (٢)- ونا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ثنا عبد الواحد بن غياث ثنا حَيَّانُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ الْعَدَوِىُّ قَالَ كُنَّا جُلُوْسًا عِنْدَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ فَاَذَّنَ مُؤَذِّنٌ صَلاَةَ الظُّهْرِ فَلَمَّا سَمِعَ الاَذَانَ قَالَ قُوْمُوْا فَصَلُّوْا رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الاِقَامَةِ فَاِنَّ اَبِىْ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عِنْدَ كُلِّ اَذَانَيْنِ رَكْعَتَانِ قَبْلَ الاِقَامَةِ مَا خَلاَ اَذَانِ الْمَغْرِبِ قَالَ ابْنُ بُرَيْدَةَ لَقَدْ اَدْرَكْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ يُصَلِّىَ تِيْنَكَ الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ الْمَغْرِبِ لاَ يَدَعُهُمَا عَلى حَالٍ قَالَ فَقُمْنَا فَصَلَّيْنَا الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الاِقَامَةِ ثُمَّ انْتَظَرْنَا حَتّى خَرَجَ الاِمَامُ فَصَلَّيْنَا مَعَهُ الْمَكْتُوْبَةَ .

১০১৫(২)। আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল আযীয (র)... হায়্যান ইবনে উবায়দুল্লাহ আল-আদাবী (র) বলেন, আমরা আবদুল্লাহ ইবনে বুরায়দা (র)-এর নিকট বসা ছিলাম। এমতাবস্থায় মুয়াযযিন যুহরের নামাযের আযান দিলো। তিনি আযান শুনে বলেন, তোমরা ওঠো এবং ইকামতের পূর্বে দুই রাক্আত (নফল) নামায পড়ো। কারণ আমার পিতা বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দুই আযানের সময় ইকামতের পূর্বে দুই রাক্আত নামায আছে, মাগরিবের আযান ব্যতীত। ইবনে বুরায়দা (র) বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-কে মাগরিবের নামাযের পূর্বে এই দুই রাক্আত নামায পড়তে দেখেছি। তিনি কোন অবস্থায়ই এই দুই রাক্আত নামায ছাড়তেন না। রাবী বলেন, অতএব আমরা উঠে গিয়ে ইকামতের পূর্বে দুই রাক্আত নামায পড়লাম। তারপর আমরা অপেক্ষা করতে থাকলাম। শেষে ইমাম বের হয়ে এলে আমরা তার সাথে ফরয নামায পড়লাম। হুসাইন আল-মুআল্লিম, সাঈদ আল-জুরায়রী ও কাহ্মাস ইবনুল হাসান (র) তার সাথে বিরোধ করেছেন। তারা সবাই নির্ভরযোগ্য রাবী। আর হায়্যান ইবনে উবায়দুল্লাহ তেমন শক্তিশালী নন। আল্লাহ সর্বাধিক জ্ঞাত।

١٠١٦ (٣)- قرئ على عبد الله بن محمد بن عبد العزيز وانا اسمع حدثكم عبيد الله بن عمر القواريرى ثنا عبد الوارث بن سعيد ثنا حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ الْمُزَنِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلُّوْا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ صَلُّوْا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ صَلُّوْا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ لِمَنْ شَاءَ خَشْيَةَ اَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً . هذا اَصح من الذى قبله . والله اعلم .

১০১৬(৩)। আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল আযীয (র)... আবদুল্লাহ আল-মুযানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা মাগরিবের নামাযের পূর্বে দুই রাক্আত (নফল) নামায পড়ো। পুনরায় তিনি বলেন : তোমরা মাগরিবের নামাযের পূর্বে দুই রাক্আত (নফল) নামায পড়ো।

পুনরায় তিনি বলেন : তোমরা মাগরিবের নামাযের পূর্বে দুই রাক্আত (নফল) নামায পড়ো, যার ইচ্ছা হয়। এই আশংকায় তিনি একথা বললেন যাতে লোকজন এটাকে রীতিমত সুন্নাত হিসেবে গ্রহণ না করে। এই হাদীস পূর্ববর্তী হাদীসের তুলনায় অধিক সহীহ। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ।

١٠١٧(٤)- حدثنا عبد الله بن ابى داود نا نصر بن على نا يزيد بن زريع نا الجريرى عن عبد الله بن بريدة عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بَيْنَ كُلِّ اَذَانَيْنِ صَلاَةٌ مَرَّتَيْنِ لِمَنْ شَاءَ .

১০১৭(৪)। আবদুল্লাহ ইবনে আবু দাউদ (র)... আবদুল্লাহ ইবনুল মুগাফ্ফাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : প্রতি দুই আযানের মাঝখানে নামায আছে। তিনি কথাটি দুইবার বলেন, যার ইচ্ছা হয় তার জন্য।

١٠١٨(٥)- حدثنا محمد بن احمد بن ابى الثلج ثنا الفضل بن موسى نا عون بن كهمس بن الحسن حدثنى ابى سمعت عبد الله بن بريدة يحدث عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ مَا بَيْنَ كُلِّ اَذَانَيْنِ صَلاَةٌ مَرَّتَيْنِ لِمَنْ شَاءَ .

১০১৮(৫)। মুহাম্মাদ ইবনে আহ্মাদ ইবনে আবুস সাল্জ (র)... আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : প্রতি দুই আযানের মাঝখানে নামায আছে, কথাটি তিনি দুইবার বলেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে তার জন্য।

١٠١٩(٦)- حدثنا اسماعيل بن محمد الصفار نا الحسن بن على بن عفان نا ابو اسامة عن الجريرى وكهمس عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا بَيْنَ كُلِّ اَذَانَيْنِ صَلاَةٌ لِمَنْ شَاءَ قَالَهُ ثَلاَثًا .

১০১৯(৬)। ইসমাঈল ইবনে মুহাম্মাদ আস-সাফ্ফার (র)... ইবনে বুরায়দা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : প্রতি দুই আযানের মাঝখানে (নফল) নামায আছে, যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে তার জন্য। তিনি কথাটি তিনবার উচ্চারণ করেন।

١٠٢٠(٧)- حدثنا عبد الله بن سليمان بن الاشعث ثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير ثنا ابى ح وحدثنا اسماعيل بن العباس الوراق نا عباس بن عبد الله الترقفى ح وحدثنا يوسف بن يعقوب الازرق نا احمد بن الفرج ابو عتبة قالا نا عثمان بن سعيد عن محمد بن مهاجر عن سليم بن عامر عن ابى عامر الخبايرى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ اَنَّ

النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ اِلاَّ بَيْنَ يَدَيْهَا رَكْعَتَانِ . لفظ ابن ابى داود وقال العباس ما من صلاة مفروضة .

১০২০(৭)। আবদুল্লাহ ইবনে সুলায়মান ইবনুল আশ'আছ (র)... আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়ের (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : প্রতি ফরয নামাযের পূর্বে দুই রাক্আত (নফল) নামায আছে। মূল পাঠ ইবনে আবু দাউদের। আল-আব্বাস (র)-এর বর্ণনায় আছে, এমন কোন ফরয নামায নেই (যার পূর্বে দুই রাক্আত নামায নেই)।

١٠٢١(٨)- حدثنا الحسين بن اسماعيل انا احمد بن منصور زاج نا عبد الملك بن ابراهيم الجدى نا عبد الملك بن شداد الجريرى نا ثابت البنانى عَنْ اَنَسٍ قَالَ اِنْ كَانَ الْغَرِيْبُ لَيَدْخُلُ مَسْجِدَ الْمَدِيْنَةِ وَقَدْ نُوْدِىَ بِالْمَغْرِبِ فَيَرى اَنَّ النَّاسَ قَدْ صَلُّوْا مِنْ كَثْرَةٍ مَنْ يُّصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ .

১০২১(৮)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাগরিবের আযানের পর যদি কোন আগন্তুক মদীনার মসজিদে প্রবেশ করে তবে সে দেখতে পাবে (তার ধারণা হবে) লোকজন (ইতিমধ্যে ফরয) নামায পড়েছে। মূলত তারা মাগরিবের (ফরয) নামাযের পূর্বে দুই রাক্আত নফল নামায পড়ছে।

١٠٢٢(٩)- قرئ على ابى القاسم عبد الله بن محمد بن منيع وانا اسمع حدثكم شجاع بن مخلد نا هشيم انا عبد العزيز البنانى قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ كَانَ اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ بِالْمَغْرِبِ ابْتَدَرُوا السَّوَارِىَ يُصَلُّوْنَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ فَيَجِىْءُ الْجَائِىْ فَيَظُنُّ اَنَّهُمْ قَدْ صَلَّوا الْمَكْتُوْبَةَ لِكَثْرَةِ مَّنْ يَرى مَنْ يُّصَلِّيْهَا .

১০২২(৯)। আবুল কাসেম আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে মানী' (র)... আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুয়ায্যিন মাগরিবের নামাযের আযান দিলে পর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীগণ দ্রুত মসজিদের খুঁটির কাছে গিয়ে মাগরিবের নামাযের পূর্বে দুই রাক্আত (নফল) নামায পড়তেন। তখন কোন আগন্তুক এসে ধারণা করতো যে, তারা ফরয নামায পড়েছে। কারণ সে প্রচুর সংখ্যক লোককে দুই রাক্আত নামায পড়তে দেখতে পেয়েছে।

١٠٢٣(١٠)- ثنا الحسين بن اسماعيل نا اسحاق بن ابى اسحاق الصفار نا كثير بن هشام نا شعبة عَنْ عَلِىِّ ابْنِ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسًا يَقُوْلُ كَانُوْا اِذَا سَمِعُوْا اَذَانَ الْمَغْرِبِ قَامُوْا يُصَلُّوْنَ كَاَنَّهَا فَرِيْضَةٌ .

১০২৩(১০)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... আলী ইবনে যায়েদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তারা (সাহাবীগণ) মাগরিবের আযান শুনলে দাঁড়িয়ে নামায (নফল) পড়তেন যেন তা ফরয নামায।

١٠٢٤(١١)- حدثنا الحسين بن سعيد بن الحسن بن يوسف المروزى نا ابى نا سعيد بن سليمان عن منصور بن ابى الاسود عن المختار بن فلفل عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ صَلَّيْنَا الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قُلْنَا لِاَنَسٍ رَاٰكُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ رَاٰنَا فَلَمْ يَاْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا .

১০২৪(১১)। আল-হুসাইন ইবনে সাঈদ ইবনুল হাসান ইবনে ইউসুফ আল-মারওরারূযী (র)... আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে মাগরিবের নামাযের পূর্বে দুই রাক্‌আত নামায পড়েছি। আমরা আনাস (রা)-কে বললাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি আপনাদেরকে (তা পড়তে) দেখেছিলেন? তিনি বলেন, তিনি আমাদেরকে দেখেছিলেন। তবে তিনি আমাদেরকে তা পড়তে নির্দেশও দেননি এবং নিষেধও করেননি।

١٠٢٥(١٢)- حدثنا احمد بن على بن العلاء نا محمود بن خداش نا اسماعيل بن ابراهيم عن عبد العزيز بن صهيب قَالَ قَالَ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا بِالْمَدِيْنَةِ اِذَا اَذَّنَ بِالْمَغْرِبِ اِبْتَدَرَ الْقَوْمُ السَّوَارِىَ يُصَلُّوْنَ الرَّكْعَتَيْنِ حَتّٰى اَنَّ الْغَرِيْبَ لَيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فَيَرٰى اَنَّ الصَّلَاةَ قَدْ صُلِّيَتْ مِنْ كَثْرَةٍ مَنْ يُّصَلِّيْهَا .

১০২৫(১২)। আহ্‌মাদ ইবনে আলী ইবনুল আলা (র)... আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা মদীনায় বসবাসকালে মাগরিবের আযান দেয়া হলে লোকজন দ্রুত মসজিদের খুঁটির কাছে গিয়ে দুই রাক্‌আত নামায পড়তো। এমনকি কোন আগন্তুক মসজিদে প্রবেশ করলে ধারণা করতো, নিশ্চয়ই (ফরয) নামায পড়া হয়েছে। কারণ অধিকাংশ মানুষ দুই রাক্‌আত নামায পড়ায় মশগুল থাকত।

١٠٢٦(١٣)- ثنا الحسن بن الْخضرِ نا احمد بن شعيب اخبرنى على بن عثمان النفيلى ثنا سعيد بن عيسى نا عبد الرحمن بن القاسم ثنا بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ اَنَّ اَبَا الْخَيْرِ حَدَّثَهُ اَنَّ اَبَا تَمِيْمٍ الْجَيْشَانِىَّ قَامَ لِيَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ فَقُلْتُ لِعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ اُنْظُرْ اِلٰى هٰذَا اَىُّ صَلَاةٍ يُصَلِّىْ فَالْتَفَتَ اِلَيْهِ فَرَاٰهُ فَقَالَ هٰذِهٖ صَلَاةٌ كُنَّا نُصَلِّيْهَا عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

১০২৬(১৩)। আল-হাসান ইবনুল খিদির (র)... ইয়াযীদ ইবনে আবু হাবীব (র) থেকে বর্ণিত। আবুল খায়ের (র) বর্ণনা করেন যে, আবু তামীম আল-জায়শানী (র) মাগরিবের নামাযের পূর্বে দুই রাক্‌আত নামায

পড়তে দাঁড়ালেন। আমি উকবা ইবনে আমের (রা)-কে বললাম, লোকটিকে দেখুন, সে কোন ওয়াক্তের নামায পড়ছে? তিনি তার দিকে তাকিয়ে দেখলেন এবং বললেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে এই নামায পড়তাম।

١٢-بَابُ مَا رُوِىَ فِىْ صِفَةِ الصُّبْحِ وَالشَّفَقِ وَمَا تَجِبُ بِهِ الصَّلٰوةُ مِنْ ذٰلِكَ

১২-অনুচ্ছেদ : সুবহে সাদেক ও শাফাক-এর বৈশিষ্ট্য এবং তাতে নামায বাধ্যতামূলক হওয়া সম্পর্কে।

١٠٢٧(١٤)- ثنا محمد بن مخلد ثنا محمد بن اسماعيل الحسانى نا يزيد نا ابن ابى ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْفَجْرُ فَجْرَانِ فَاَمَّا الْفَجْرُ الَّذِىْ يَكُوْنُ كَذَنَبِ السِّرْحَانِ فَلاَ يَحِلُّ الصَّلاَةُ وَلاَ يَحْرُمُ الطَّعَامُ وَاَمَّا الَّذِىْ يَذْهَبُ مُسْتَطِيْلاً فِى الاُفُقِ فَاِنَّهُ يُحِلُّ الصَّلاَةَ وَيُحَرِّمُ الطَّعَامَ .

১০২৭(১৪)। মুহাম্মাদ ইবনে মাখলাদ (র)... মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ফজর (ভোর) দুই প্রকার—(এক) যা সিংহের লেজের মত (সুবহে কাযেব), তখন নামায পড়া হালাল নয় এবং (রোযাদারের জন্য) পানাহারও হারাম নয়। (দুই) আর যা পূর্ব দিগন্তে লম্বাভাবে উদ্ভাসিত হয়, তা নামায পড়া হালাল করে এবং (রোযাদারের জন্য) পানাহার হারাম করে।

١٣-بَابُ فِىْ صِفَةِ الْمَغْرِبِ وَالصُّبْحِ

১৩-অনুচ্ছেদ : মাগরিব এবং সুবহে সাদেক-এর বিবরণ।

١٠٢٨(١)- حدثنا ابو بكر الشافعى ثنا محمد بن شاذان نا معلى نا يحى بن حمزة عن ثور ابن يزيد عن مكحول عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَشَدَّادِ بْنِ اَوْسٍ قَالاَ الشَّفَقُ شَفَقَانِ اَلْحُمْرَةُ وَالْبَيَاضُ فَاِذَا غَابَتِ الْحُمْرَةُ حَلَّتِ الصَّلاَةُ وَالْفَجْرُ فَجْرَانِ اَلْمُسْتَطِيْلُ وَالْمُعْتَرِضُ فَاِذَا انْصَدَعَ الْمُعْتَرِضُ حَلَّتِ الصَّلاَةُ .

১০২৮(১)। আবু বাক্‌র আশ-শাফিঈ (র)... উবাদা ইবনুস সামেত (রা) ও শাদ্দাদ ইবনে আওস (রা) থেকে বর্ণিত। তারা উভয়ে বলেন, শাফাক দুই প্রকার—রঙ্গিন ও সাদা। রঙ্গিন শাফাক (লালিমা) অদৃশ্য হলে এশার নামায পড়া হালাল হয়। আর ফজর দুই প্রকার—দীর্ঘ ও প্রস্থ (আড়াআড়ি)। প্রস্থ অদৃশ্য হলে (ফজর) নামায পড়া হালাল হয়।

١٠٢٩(٢)- نا القاضى الحسين بن اسماعيل ثنا عباس الدورى نا يعقوب بن محمد الزهرى نا محمد بن ابراهيم بن دينار ثنا ابو الفضل مولى طلحة بن عمر بن عبيد الله عن ابن ابى لبيبة عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ .

১০২৯(২)। আল-কাযী আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, শাফাক হলো পশ্চিম দিগন্তের লালিমা।

١٠٣٠(٣)- قرات فى اصل كتاب احمد بن عمرو بن جابر الرملى بخطّه ثنا على بن عبد الصمد الطيالسى نا هارون بن سفيان ثنا عتيق بن يعقوب ثنا مالك بن انس عن نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ فَاذَا غَابَ الشَّفَقُ وَجَبَتِ الصَّلاَةُ .

১০৩০(৩)। আহ্‌মাদ ইবনে আমর ইবনে জাবের আর-রামালী (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : শাফাক হলো (পশ্চিম দিগন্তের) লালিমা। শাফাক অদৃশ্য হলে (এশার) নামায পড়া আবশ্যকীয় হয়।

١٠٣١(٤)- ثنا محمد بن مخلد الحسانى ثنا وكيع ثنا العمرى عن نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ .

১০৩১(৪)। মুহাম্মাদ ইবনে মাখলাদ আল-হাসসানী (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, শাফাক হলো লালিমা।

١٤-بَابٌ فِىْ صِفَةِ صَلاَةِ الْعِشَاءِ الاخِرَةِ

১৪-অনুচ্ছেদ : শেষ এশার নামাযের বিবরণ।

١٠٣٢(١)- حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ثنا عبد الاعلى بن حماد ثنا ابو عوانة عن ابى بشر عن بشير بن ثابت عن حبيب بن سالم عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ اِنِّىْ لاَعْلَمُ النَّاسِ بِوَقْتِ هٰذِهِ الصَّلاَةِ صَلاَةُ الْعِشَاءِ الاخِرَةِ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّيْهَا لِسُقُوْطِ الْقَمَرِ لِثَالِثَةٍ .

১০৩২(১)। আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল আযীয (র)... আন-নু'মান ইবনে বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি অন্যদের তুলনায় এই নামাযের অর্থাৎ সর্বশেষ এশার নামাযের ওয়াক্ত সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তৃতীয়ার চাঁদ অস্ত গেলে এই নামায পড়তেন।

١٠٣٣(٢)- حدثنا الحسين بن اسماعيل ثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي نا يزيد بن هارون انا شعبة عَنْ اَبِىْ بِشْرٍ بِاِسْنَادِهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ نَحْوَهُ الاَّ اَنَّهُ قَالَ لَيْلَةُ ثَالِثَةٍ اَوْ رَابِعَةٍ شَكَّ شُعْبَةُ وَرَوَاهُ هشيم ورقبة وسفيان بن حسين عن ابى بشر عن حبيب عن النُّعْمَانِ وَقَالُوْا لَيْلَةِ ثَالِثَةٍ وَلَمْ يَذْكُرُوْا بَشِيْرًا .

১০৩৩(২)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)...আবু বিশর (র) থেকে তার সনদসূত্রে নবী ﷺ-এর পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত। তবে রাবী এখানে বলেন, তৃতীয় রাত অথবা চতুর্থ রাত। শো'বা (র) সন্দেহে পতিত হয়েছেন। এই হাদীস হুশাইম, রাকাবা ও সুফিয়ান ইবনে হুসাইন (র) আবু বিশর-হাবীব-আন-নু'মান (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন এবং তারা তৃতীয় রাতের কথা উল্লেখ করেছেন কিন্তু বাশীর-এর নামোল্লেখ করেননি।

١٥-بَابُ الاجْتِهَادِ فِى الْقِبْلَةِ وَجَوَازِ التَّحَرِّىْ فِىْ ذٰلِكَ

১৫-অনুচ্ছেদ ঃ কিবলা নির্ধারণের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা এবং এ ব্যাপারে অনুমান করা বৈধ।

١٠٣٤(١)- حدثنا ابو يوسف الخلال يعقوب بن يوسف بالبصرة نا شعيب بن ايوب ثنا عبد الله ابن نمير عن عبيد الله يعنى ابن عمر عن نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ .

১০৩৪(১)। আবু ইউসুফ আল-খাল্লাল (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝখানে কিবলা অবস্থিত।

١٠٣٥(٢)- حدثنا على بن عبد الله بن مبشر ثنا جابر بن الكردى نا يزيد بن هارون نا محمد بن عبد الرحمن بن المجبر عن نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ .

১০৩৫(২)। আলী ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুবাশশির (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝখানে হলো কিবলা।

টীকা : হাদীসটি মদীনাবাসীদের কিবলা সম্পর্কে। অন্যথায় আমাদের জন্য উত্তর ও দক্ষিণের মাঝখানে কিবলা (অনুবাদক)।

١٠٣٦(٣)- حدثنا اسماعيل بن على ابو محمد ثنا الحسن بن على بن شبيب ثنا احمد بن عبيد الله بن الحسن العنبرى قال وجدت فى كتاب ابى ثنا عبد الملك العرزمى عن عطاء ابن ابى رباح عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَرِيَّةً كُنْتُ فِيْهَا

فَاَصَابَتْنَا ظُلْمَةٌ فَلَمْ تُعْرَفِ الْقِبْلَةُ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنَّا قَدْ عَرَفْنَا الْقِبْلَةَ هِيَ هَاهُنَا قِبَلَ الشِّمَالِ فَصَلُّوْا وَخَطُّوْا خَطًّا وَقَالَ بَعْضُنَا الْقِبْلَةُ هَاهُنَا قِبَلَ الْجُنُوْبِ وَخَطُّوْا خَطًّا فَلَمَّا اَصْبَحُوْا وَطَلَعَتِ الشَّمْسُ اَصْبَحَتْ تِلْكَ الْخُطُوْطُ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ فَلَمَّا قَفَلْنَا مِنْ سَفَرِنَا سَاَلْنَا النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ فَسَكَتَ وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ (وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ) اَيْ حَيْثُ كُنْتُمْ قَالَ وَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ الْعَرْزَمِيُّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهَا نَزَلَتْ فِي التَّطَوُّعِ خَاصَّةً حَيْثُ تَوَجَّهَ بِكَ بَعِيْرُكَ .

১০৩৬(৩)। ইসমাঈল ইবনে আলী আবু মুহাম্মাদ (র)... জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক সামরিক অভিযানে একদল মুজাহিদ পাঠালেন। আমিও তাদের সাথে ছিলাম। আমরা ঘোর অন্ধকারে পতিত হলাম এবং কিবলা ঠিক করা যাচ্ছিল না। অতএব আমাদের একদল বললো, আমরা কিবলা চিনতে পেরেছি। তা এখানে, দক্ষিণ দিকে। অতএব তারা সেদিকে ফিরে নামায পড়লো এবং একটি রেখা টেনে রাখলো। আমাদের কতক বললো, কিবলা এখানে, উত্তর দিকে। তারাও একটি রেখা টেনে রাখলো। সকালবেলা সূর্য উদিত হলে রেখাগুলো কিবলার বিপরীত দিকে দেখা গেলো। আমরা সফর থেকে ফিরে এসে নবী ﷺ-এর নিকট এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি নীরব থাকলেন এবং আল্লাহ তায়ালা ওহী নাযিল করলেন : "পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহ্‌রই এবং যেদিকেই তোমরা মুখ ফিরাও না কেন, সেদিকই আল্লাহ্‌র দিক" (সূরা আল-বাকারা : ১১৫)। অর্থাৎ যেখানেই তোমরা থাকো। রাবী বলেন, আবদুল মালেক আল-আরযামী-সাঈদ ইবনে জুবায়ের-ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। উক্ত আয়াত বিশেষভাবে নফল নামাযের ব্যাপারেই নাযিল হয়েছে—আরোহিত অবস্থায় তোমার উট তোমাকে নিয়ে যেদিকেই থাকে।

١٠٣٧ (٤)- قرئ على ابى القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز وانا اسمع حدثكم داود بن عمرو نا محمد بن يزيد الواسطى عن محمد بن سالم عن عطاء عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ مَسِيْرٍ اَوْ سَفَرٍ فَاَصَابَنَا غَيْمٌ فَتَحَيَّرْنَا فَاخْتَلَفْنَا فِي الْقِبْلَةِ فَصَلّٰى كُلُّ رَجُلٍ مِّنَّا عَلٰى حِدَةٍ وَجَعَلَ اَحَدُنَا يَخُطُّ بَيْنَ يَدَيْهِ لِنَعْلَمَ اَمْكِنَتَنَا فَذَكَرْنَا ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يَاْمُرْنَا بِالْاِعَادَةِ وَقَالَ قَدْ اَجْزَاَتْ صَلَاتُكُمْ . كَذَا قال عن محمد بن سالم وقال غيره عن محمد بن يزيد عن محمد بن عبيد الله العرزمى عن عطاء وهما ضعيفان .

১০৩৭(৭)। আবুল কাসেম আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল আযীয (র)... জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে সফরে ছিলাম। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হলো এবং আমরা চিন্তা-ভাবনা করলাম এবং কিবলা নির্ধারণের ব্যাপারে আমাদের মধ্যে মতানৈক্য হলো। আমাদের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তি স্বতন্ত্রভাবে নিজ অনুমান মোতাবেক নামায পড়লো এবং আমাদের প্রত্যেকে নিজের

সামনে রেখা টেনে রাখলো, যাতে আমরা আমাদের অবস্থান সম্পর্কে জানতে পারি। অতঃপর আমরা এ সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে আলোচনা করলাম। কিন্তু তিনি আমাদের পুনরায় নামায পড়ার নির্দেশ দেননি এবং তিনি বলেন : তোমাদের নামায যথেষ্ট হয়েছে। মুহাম্মাদ ইবনে সালেম (র) -এর সূত্রে রাবী অনুরূপ বলেছেন। অন্যরা মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াযীদ-মুহাম্মাদ ইবনে উবায়দুল্লাহ আল-আরযামী-আতা (র) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তারা উভয়ে হাদীসশাস্ত্রে দুর্বল।

١٠٣٨(٥)- حدثنا يحى بن محمد بن صاعد ثنا محمد بن اسماعيل الاحمسى ثنا وكيع ح وحدثنا محمد بن مخلد ثنا محمد بن اسماعيل الحسانى ثنا وكيع ثنا اشعث السمان عن عاصم بن عبيد الله عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنَّا نُصَلِّىْ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِى السَّفَرِ فِىْ لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ فَلَمْ نَدْرِ كَيْفَ الْقِبْلَةَ فَصَلّٰى كُلُّ رَجُلٍ مِّنَّا عَلٰى حِيَالِهِ قَالَ فَلَمَّا اَصْبَحْنَا ذَكَرْنَا ذٰلِكَ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَنَزَلَتْ (اَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰه) .

১০৩৮(৫)। ইয়াহ্ইয়া ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে সায়েদ (র)... আবদুল্লাহ ইবনে আমের ইবনে রাবীয়া (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সফরে এক অন্ধকার রাতে নামায পড়েছিলাম। আমরা কিবলার অবস্থান নির্ণয় করতে পারিনি। অতএব প্রত্যেকেই তার বিপরীত দিকে নামায পড়লো। রাবী বলেন, সকালবেলা আমরা বিষয়টি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে আলোচনা করলাম। তখন নাযিল হলো, "তোমরা যেদিকেই মুখ ফিরাও না কেন, সেদিকই আল্লাহ্‌র দিক" (২ : ১১৫)।

١٠٣٩(٦)- حدثنا ابن صاعد ثنا يوسف بن موسى وعلى بن اشكاب ح وحدثنا الحسين بن اسماعيل ثنا يوسف بن موسى قالا نا يزيد بن هارون اَنَا اَشْعَثُ بْنُ سَعِيْدٍ اَبُو الرَّبِيْعِ السَّمَّانِ بِهٰذَا وَقَالَ فَجَعَلَ كُلُّ رَجُلٍ مِّنَّا بَيْنَ يَدَيْهِ اَحْجَارًا يُصَلِّىْ اِلَيْهَا فَلَمَّا اَصْبَحْنَا اِذًا نَحْنُ اِلٰى غَيْرِ الْقِبْلَةِ فَذَكَرْنَا ذٰلِكَ لِلنَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ .

১০৩৯(৬)। ইবনে সায়েদ (র)... আশ'আছ ইবনে সাঈদ আবুর-রবী' আস-সাম্মান (র) এই সূত্রে বর্ণনা করেন। রাবী বলেন, আমাদের প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের সামনে পাথর রেখে সেদিকে ফিরে নামায পড়ে। ভোর হলে আমরা বুঝতে পারলাম, আমরা কিবলার বিপরীত দিকে ফিরে নামায পড়েছি। আমরা এই ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে আলোচনা করলাম... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

١٠٤٠(٧)- حدثنا ابو حامد ثنا يعقوب بن اسماعيل ثنا ابو داود الطيالسى ثنا اَشْعَثُ بْنُ سَعِيْدٍ بِهٰذَا مِثْلَ قَوْلِ يَزِيْدَ بْنِ هَارُوْنَ .

১০৪০(৭)। আবু হামেদ (র)... আশ'আছ ইবনে সাঈদ (র) থেকে এই সূত্রে ইয়াযীদ ইবনে হারূন (র) -এর বর্ণনার অনুরূপ।

١٦-بَابٌ فِيْ ذِكْرِ الاَمْرِ بِالاَذَانِ وَالاِمَامَةِ وَاَحَقُّهُمَا .

১৬-অনুচ্ছেদ : আযান ও ইমামাত এর নির্দেশ এবং এতদুভয়ের জন্য যোগ্যতর ব্যক্তি প্রসঙ্গে।

١٠٤١(١)- حدثنا الحسين بن اسماعيل ثنا يعقوب بن ابراهيم ثنا اسماعيل بن ابراهيم ثنا ايوب عن ابى قلابة عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ اَتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُوْنَ فَاَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِيْنَ لَيْلَةً وكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَحِيْمًا رَقِيْقًا فَظَنَّ اَنَّا قَدْ اشْتَقْنَا الى اَهْلِنَا وَسَاَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا فِيْ اَهْلِنَا فَاَخْبَرْنَاهُ فَقَالَ ارْجِعُوْا الى اَهْلِيْكُمْ فَاَقِيْمُوْا فِيْهِمْ وَعَلِّمُوْهُمْ وَبَرُّوْهُمْ وَصَلُّوْا كَمَا رَاَيْتُمُوْنِىْ اُصَلِّىْ وَاِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ اَحَدُكُمْ ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ اَكْبَرُكُمْ .

১০৪১(১)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... মালেক ইবনুল হুয়াইরিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এলাম এবং আমরা প্রায় একই বয়সের যুবক ছিলাম। আমরা তাঁর নিকট বিশ দিন অবস্থান করলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন অত্যন্ত দয়ালু ও কোমল হৃদয়ের অধিকারী। তিনি অনুমান করলেন, আমরা আমাদের পরিবার-পরিজনে ফিরে যেতে আগ্রহী। অতএব তিনি আমাদের নিকট জিজ্ঞেস করেন, আমরা আমাদের পরিবারে কাকে কাকে রেখে এসেছি। আমরা তাঁকে তা অবহিত করলাম। তিনি বলেন : তোমরা তোমাদের পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরে যাও, তাদের মাঝে অবস্থান করো, তাদেরকে দীন শিক্ষা দাও, তাদের সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করো এবং নামায পড়ো যেরূপ আমাকে নামায পড়তে দেখেছ। আর নামাযের ওয়াক্ত হলে তোমাদের মধ্যকার একজন আযান দিবে এবং তোমাদের মধ্যকার বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি তোমাদের ইমামতি করবে।

١٠٤٢(٢)- ثنا عمر بن احمد بن على ثنا محمد بن الوليد ثنا عبد الوهاب ثنا ايوب عن ابى قلابة ثَنَا مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ وَقَالَ فِيْهِ اَيْضًا صَلُّوْا كَمَا رَاَيْتُمُوْنِىْ اُصَلِّىْ .

১০৪২(২)। উমার ইবনে আহ্মাদ ইবনে আলী (র)... মালেক ইবনুল হুয়াইরিস (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত। তাতে তিনি আরো বলেন : তোমরা নামায পড়ো যেরূপ আমাকে নামায পড়তে দেখেছ।

١٠٤٣(٣)- حدثنا احمد بن اسحاق بن بهلول ثنا ابى نا سالم بن نوح ابو سعيد الاحول الهلالى ثنا الجريرى عن ابى نضرة عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا اجْتَمَعَ ثَلاَثَةٌ اَمَّهُمْ اَحَدُهُمْ وَاَحَقُّهُمْ بِالاِمَامَةِ اَقْرَؤُهُمْ .

১০৪৩(৩)। আহ্‌মাদ ইবনে ইসহাক ইবনে বাহলূল (র)... আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : তিনজন লোক একত্র হলে তাদের একজন তাদের ইমামতি করবে এবং তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কুরআন অধিক জানে সে ইমামতির অধিক উপযুক্ত।

١٧-بَابُ التَّحْوِيْلِ اِلَى الْكَعْبَةِ وَجَوَازِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ فِيْ بَعْضِ الصَّلاَةِ

১৭-অনুচ্ছেদ ঃ কা'বা ঘরের দিকে ফিরে যাওয়া এবং নামাযের যে কোন পর্যায়ে কিবলার দিকে মোড় নেয়া বৈধ।

١٠٤٤(١)- نا عبد الوهاب بن عيسى بن ابى حية املاء نا اسحاق بن ابى اسرائيل نا صالح ابن قدامة ابو محمد عن عبد الله بن دينار عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بَيْنَمَا النَّاسُ فِيْ صَلاَةِ الصُّبْحِ فِيْ قُبَاءٍ اِذْ جَاءَهُمْ رَجُلٌ فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْاٰنٌ وَاُمِرَهُ اَنْ يَّسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ اَلاَ فَاسْتَقْبِلُوْهَا وَكَانَتْ وُجُوْهُ النَّاسِ اِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوْا مُوَجِّهِيْنَ اِلَى الْكَعْبَةِ .

১০৪৪(১)। আবদুল ওয়াহ্‌হাব ইবনে ঈসা ইবনে আবু হায়্যা (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা লোকজন কুবার মসজিদে ফজরের নামাযরত অবস্থায় ছিল। তখন এক ব্যক্তি এসে বললো, নিশ্চয়ই আজ রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর কুরআন নাযিল হয়েছে এবং তাঁকে কা'বার দিকে ফিরে নামায পড়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অতএব শোন! তোমরাও কা'বার দিকে ঘুরে যাও। তখন লোকজনের মুখমণ্ডল সিরিয়ার (বায়তুল মাকদিসের) দিকে ছিল। অতএব তারা তৎক্ষণাৎ কা'বার দিকে ঘুরে গেলো।

١٠٤٥(٢)- حدثنا عبد الوهاب بن عيسى نا ابو هاشم الرفاعى محمد بن يزيد نا ابو بكر ابن عياش ثنا ابو اسحاق عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ صَلَّيْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بَعْدَ قُدُوْمِهِ الْمَدِيْنَةَ سِتَّ عَشْرَةَ شَهْرًا نَحْوَ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ ثُمَّ عَلِمَ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ هَوٰى نَبِيِّهِ ﷺ فَنَزَلَتْ (قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) فَاَمَرَهُ اَنْ يُّوَلِّيَ اِلَى الْكَعْبَةِ وَمَرَّ عَلَيْنَا رَجُلٌ وَنَحْنُ نُصَلِّيْ نَحْوَ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ فَقَالَ اِنَّ نَبِيَّكُمْ ﷺ قَدْ حَوَّلَ وَجْهَهُ اِلَى الْكَعْبَةِ فَتَوَجَّهْنَا اِلَى الْكَعْبَةِ وَقَدْ صَلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ .

১০৪৫(২)। আবদুল ওয়াহ্‌হাব ইবনে ঈসা (র)... আল-বারাআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনায় আগমন করার পর থেকে ষোল মাস আমরা বায়তুল মাকদিসের দিকে ফিরে নামায পড়েছি। তারপর আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবী ﷺ-এর আকাঙ্ক্ষা জানলেন, তখন নাযিল হলো, "তোমার বারবার আকাশের দিকে তাকানোকে আমি অবশ্যই লক্ষ্য করি। সুতরাং তোমাকে অবশ্যই এমন কিবলার দিকে ফিরিয়ে দিচ্ছি যা তুমি পছন্দ করো। অতএব তুমি মসজিদুল হারামের দিকে তোমার মুখ ফিরাও" (সূরা আল-বাকারা : ১৪৪)। অতএব তিনি তাঁকে কা'বার দিকে মুখ ফিরানোর নির্দেশ দেন। আমরা বাইতুল

মাকদিসের দিকে ফিরে নামায পড়ছিলাম, তখন এক ব্যক্তি আমাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। সে বললো, নিশ্চয়ই তোমাদের নবী ﷺ কা'বার দিকে তাঁর মুখমণ্ডল ঘুরিয়েছেন। অতএব আমরা তৎক্ষণাৎ কা'বার দিকে ঘুরে গেলাম এবং ততক্ষণে আমরা দুই রাক্আত নামায পড়েছি।

١٠٤٦(٣)- حدثنا ابو محمد بن صاعد ثنا عبدة بن عبد الله الصفار نا زيد بن الحباب نا جميل ابن عبيد ابو النضر الطائى نا ثمامة بن عبد الله عن جده اَنَس بْنِ مَالِكٍ قَالَ جَاءَ مُنَادِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنَّ الْقِبْلَةَ قَدْ حُوِّلَتْ اِلَى الْكَعْبَةِ وَالاِمَامُ فِى الصَّلاَةِ قَدْ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ الْمُنَادِيْ قَدْ حُوِّلَتِ الْقِبْلَةُ اِلَى الْكَعْبَةِ فَصَلُّوا الرَّكْعَتَيْنِ الْبَاقِيَتَيْنِ اِلَى الْكَعْبَةِ.

১০৪৬(৩)। আবু মুহাম্মাদ ইবনে সায়েদ (র)... আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ঘোষক এসে ঘোষণা দিলেন, নিশ্চয়ই কিবলা কা'বার দিকে পরিবর্তন করা হয়েছে। ইমাম তখন নামাযরত ছিলেন এবং ততক্ষণে দুই রাক্আত নামায পড়েছেন। ঘোষক বললেন, কিবলা কা'বার দিকে ঘুরিয়ে দেয়া হয়েছে। অতএব লোকজন অবশিষ্ট দুই রাক্আত কা'বার দিকে মুখ করে পড়েন।

١٠٤٧(٤)- حدثنا ابو بكر النيسابورى نا ابو الازهر نا عبد الله بن موسى ثنا عبد السلام ابن حفص عن ابى حازم عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ لَمَّا حُوِّلَتِ الْقِبْلَةُ اِلَى الْكَعْبَةِ مَرَّ رَجُلٌ بِاَهْلِ قُبَاءٍ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ فَقَالَ لَهُمْ قَدْ حُوِّلَتِ الْقِبْلَةُ اِلَى الْكَعْبَةِ فَاسْتَدَارُوْا اَمَامَهُمْ نَحْوَ الْكَعْبَةِ .

১০৪৭(৪)। আবু বাক্র আন-নায়সাপুরী (র)... সাহ্ল ইবনে সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কা'বার দিকে কিবলা পরিবর্তিত হওয়ার পর এক ব্যক্তি কুবাবাসীদের নিকট দিয়ে যাচ্ছিল। তখন তারা নামাযরত ছিল। লোকটি তাদের বললো, অবশ্যই কা'বার দিকে কিবলা পরিবর্তন করা হয়েছে। অতএব তারা তৎক্ষণাৎ কা'বার দিকে ফিরে গেলো।

টীকা : ইমাম সাহেব নামাযের বাইরের লোকের লোকমা গ্রহণ করলে নামায ফাসিদ (বাতিল) হবে না। দেখুন মুফতী শফী (র), মা'আরেফুল কুরআন, ২:১৪৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যাধীন (অনুবাদক)।

١٨-بَابُ ذِكْرِ صَلاَةِ الْمُفْتَرِضِ خَلْفَ الْمُتَنَفِّلِ

১৮-অনুচ্ছেদ : নফল নামায আদায়কারীর পিছনে ফরজ নামায আদায়কারীর নামায পড়া প্রসঙ্গে।

١٠٤٨(١)- حدثنا ابو بكر النيسابورى نا ابراهيم بن مرزوق ثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن عمرو بن دينار اَخْبَرَنِيْ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ مُعَاذًا كَانَ يُصَلِّيْ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْعِشَاءَ ثُمَّ يَنْصَرِفُ اِلى قَوْمِهِ فَيُصَلِّيْ بِهِمْ هِيَ لَهُ تَطَوُّعٌ وَلَهُمْ فَرِيْضَةٌ .

১০৪৮(১)। আবু বাক্র আন-নায়সাপুরী (র)... জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। মুআয (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সাথে এশার নামায পড়তেন, তারপর তার (গোত্রের) নিকট ফিরে এসে তাদের নামাযে ইমামতি করতেন। তার নামায ছিল নফল এবং লোকজনের নামায ছিল ফরয।

١٠٤٩(٢)- حدثنا ابو بكر النيسابورى ثنا عبد الرحمن بن بشر وابو الازهر قالا نا عبد الرازق انا ابن جريج اخبرنى عمرو بن دينار اَخْبَرَنِىْ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ مُعَاذاً كَانَ يُصَلِّىْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْعِشَاءَ ثُمَّ يَنْصَرِفُ اِلٰى قَوْمِهِ فَيُصَلِّىْ لَهُمْ تِلْكَ الصَّلاَةَ هِيَ لَهُ نَافِلَةٌ وَلَهُمْ فَرِيْضَةٌ .

১০৪৯(২)। আবু বাক্র আন-নায়সাপুরী (র)... জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। মুআয (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে এশার নামায পড়তেন, তারপর তার (গোত্রের) নিকট ফিরে এসে তাদের একই নামাযে ইমামতি করতেন। (গোত্রের সাথে) এই নামায তার জন্য ছিল নফল এবং তাদের জন্য ছিল ফরয।

টীকা : বুখারী, আযান, বাব ৬০, নং ৭০১; আদাব, বাব ৭৪, নং ৬১০৬; মুসলিম, সালাত, বাব ৩৬, নং ১০৪০/১৮৭; আবু দাউদ, সালাত, বাব ১২৪, নং ৭৯১; মুসনাদ আহ্‌মাদ, ৩খ, পৃ. ৩০৮, নং ১৪৩৫৮। কোনো কোনো মাযহাবমতে নফল নামায আদায়কারীর পিছনে (ইমামতিতে) ফরয নামায পড়া জায়েয। কিন্তু হানাফী মাযহাবমতে ফরয নামায আদায়কারীর পিছনে নফল নামায পড়া জায়েয হলেও নফল আদায়কারীর পিছনে ফরয নামাযের ইকতিদা করা জায়েয নয়। এই শেষোক্ত মতই সর্বাধিক সহীহ। কেননা দুর্বলের উপর সবলের ভিত্তি স্থাপন করা যায় না, বরং সবলের উপর দুর্বলের ভিত্তি রাখা যায়। আলোচ্য হাদীসের মূল শব্দাবলী নিয়ে বিস্তর মতভেদ আছে। এক কথায় মতনের দিক থেকে হাদীসটি ত্রুটিপূর্ণ। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা দেখুন—শারহু মা'আনিল আছার (তহাবী শরীফ), কিতাবুস সালাত, ৬০ নং অনুচ্ছেদ; ই'লাউস-সুনান, বাংলা ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৩০ থেকে বিস্তারিত আলোচনা (অনুবাদক)।

١٩-بَابُ ذِكْرِ الصَّلاَةِ فِىْ اَعْطَانِ الاِبِلِ وَمَرَاحِ الْغَنَمِ

১৯-অনুচ্ছেদ : ছাগল ও উটের খোঁয়াড়ে নামায পড়া প্রসঙ্গে।

١٠٥٠(١)- حدثنا ابن صاعد ثنا احمد بن منصور ثنا محمد بن جعفر القطيعى نا ابراهيم بن سعد عن عبد الملك بن الربيع ح وحدثنا محمد بن جعفر بن رميس نا محمد بن عبد الملك الدقيقى نا يعقوب بن ابراهيم بن سعد ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الرَّبِيْعِ بْنِ سَبُرَةَ الْجُهَنِىُّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُّصَلِّىَ فِىْ اَعْطَانِ الاِبِلِ وَرَخَّصَ اَنْ يُّصَلِّىَ فِىْ مَرَاحِ الْغَنَمِ . وَقَالَ ابْنُ صَاعِدٍ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ نُصَلِّىَ فِىْ مَرَاحَاتِ الْغَنَمِ وَنَهَانَا اَنْ نُصَلِّىَ فِىْ اَعْطَانِ الاِبِلِ .

১০৫০(১)। ইবনে সায়েদ (র)... আবদুল মালেক ইবনুর রবী' ইবনে সাবুরা আল-জুহানী (র) থেকে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উটের খোঁয়াড়ে নামায পড়তে নিষেধ করেছেন এবং মেষ-বকরীর খোঁয়াড়ে নামায পড়ার অনুমতি দিয়েছেন। ইবনে সায়েদের বর্ণনায় আছে : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে মেষ-বকরীর খোঁয়াড়ে নামায পড়ার অনুমতি দিয়েছেন এবং উটের খোঁয়াড়ে নামায পড়তে নিষেধ করেছেন।

١٠٥١(٢)- نا ابن صاعد نا عبد الجبار بن العلاء ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم قالا ثنا حرملة بن عبد العزيز حدثنى عمى عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الرَّبِيْعِ بْنِ سَبُرَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلُّوْا فِىْ مَرَاحَاتِ الْغَنَمِ وَلاَ تُصَلُّوْا فِىْ مَرَاحَاتِ الابِلِ .

১০৫১(২)। ইবনে সায়েদ (র)... আবদুল মালেক ইবনুর রবী' ইবনে সাবুরা (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা মেষ-বকরীর খোঁয়াড়ে নামায পড়তে পারো, কিন্তু উটের খোঁয়াড়ে নামায পড়ো না।

١٠٥٢(٣)- حدثنا ابن صاعد نا احمد بن منصور نا زيد بن الحباب نا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الرَّبِيْعِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهى اَنْ يُّصَلِّىَ فِىْ اَعْطَانِ الابِلِ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ فِىْ مَرَاحَاتِ الشَّاءِ .

১০৫২(৩)। ইবনে সায়েদ (র)... আবদুল মালেক ইবনুর রবী' (র) থেকে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ মেষ-বকরীর খোঁয়াড়ে নামায পড়তেন।

٢٠-بَابُ اِعَادَةِ الصَّلاَةِ فِىْ جَمَاعَةٍ

২০-অনুচ্ছেদ : জামায়াতে পুনরায় নামায পড়া।

١٠٥٣(١)- حدثنا ابو صالح الاصبهانى عبد الرحمن بن سعيد بن هارون نا اسماعيل بن يزيد القطان نا معن بن عيسى حدثنى سعيد بن السائب الطائفى عن نوح بن صعصعة عَنْ يَزِيْدَ ابْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا جِئْتَ اِلَى الصَّلاَةِ فَوَجَدْتَّ النَّاسَ يُصَلُّوْنَ فَصَلِّ مَعَهُمْ وَاِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ تَكُوْنُ لَكَ نَافِلَةً وَهذِهِ مَكْتُوْبَةٌ .

১০৫৩(১)। আবু সালেহ আল-ইসবাহানী (র)... ইয়াযীদ ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন : তুমি যখন মসজিদের দিকে গেলে এবং লোকদেরকে দেখলে যে, তারা নামায পড়ছে, তখন তুমিও তাদের সাথে নামায পড়ো, তুমি যদিও ইতিপূর্বে নামায পড়ে থাকো। তাহলে এটা তোমার জন্য হবে নফল এবং আগেরটা হবে ফরয।

١٠٥٤(٢)- حدثنا يحى بن محمد بن صاعد ثنا عمر بن محمد بن الحسن الاسدى ثنا ابى نا حماد بن سلمة عن ثابت عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَجُلاً جَاءَ وَقَدْ صَلّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَامَ يُصَلِّىْ وَحْدَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ يَّتَّجِرُ عَلى هذَا فَلْيُصَلِّ مَعَهُ .

১০৫৪(২)। ইয়াহ্ইয়া ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে সায়েদ (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি এলো, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়েছেন। সে একাকী নামায পড়তে দাঁড়ালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : কোন ব্যক্তি এই ব্যক্তির সাথে ব্যবসা করতে চাইলে সে যেন তার সাথে নামায পড়ে।

١٠٥٥(٣)- حدثنا محمد بن مخلد نا اسحاق بن داود بن عيسى المروزى نا خالد بن عبد السلام الصدفى نا الفضل بن المختار عن عبيد الله بن موهب عَنْ عِصْمَةَ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ صَلَّى الظُّهْرَ وَقَعَدَ فِي الْمَسْجِدِ اِذْ دَخَلَ رَجُلٌ يُصَلِّيْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلاَ رَجُلٌ يَقُوْمُ فَيَتَصَدَّقُ عَلى هٰذَا فَيُصَلِّيْ مَعَهُ .

১০৫৫(৩)। মুহাম্মাদ ইবনে মাখলাদ (র)... ইসমা ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুহরের নামায পড়ার পর মসজিদে বসে থাকলেন। তখন এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে নামায পড়তে লাগলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আছে কি কোন ব্যক্তি যে উঠে দাঁড়িয়ে একে কিছু দান করতে পারে? তাহলে সে যেন এই লোকটির সঙ্গে নামায পড়ে।

٢١-بَابٌ فِيْ ذِكْرِ الْجَمَاعَةِ وَاَهْلِهَا وَصِفَةِ الاِمَامِ

২১-অনুচ্ছেদ : জামাআত, জামাআতে নামায আদায়কারী এবং ইমাম প্রসঙ্গে।

١٠٥٦(١)- حدثنا ابن صاعد نا محمد بن صالح بن النطاح ثنا الحسن بن حبيب بن ندبة ثنا اسماعيل المكى عن الحسن عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا كَانَ اِثْنَانِ صَلَّيَا مَعًا فَاِذَا كَانُوْا ثَلاَثَةٌ تَقَدَّمَ اَحَدُهُمْ .

১০৫৬(১)। ইবনে সায়েদ (র)... সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : মুসল্লী দুইজন হলে একসঙ্গে (একই কাতারে) নামায পড়বে এবং তিনজন হলে তাদের একজন (ইমাম) সামনে যাবে।

١٠٥٧(٢)-حدثنا احمد بن العباس البغوى ثنا عمر بن شبة ابو احمد الزبيرى نا الوليد ابن جميع عن امه عَنْ اُمِّ وَرَقَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَذِنَ لَهَا اَنْ يُؤَذِّنَ لَهَا وَيُقَامُ وَتَؤُمَّ نِسَاءَهَا .

১০৫৭(২)। আহ্মাদ ইবনুল আব্বাস আল-বাগাবী (র)... উম্মে ওয়ারাকা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্য আযান ও ইকামত দেয়ার এবং তাকে (উম্মে ওয়ারাকাকে) তার এখানে উপস্থিত মহিলাদের ইমামতি করার অনুমতি দান করেন।

٢٢-بَابُ مَنْ اَحَقُّ بِالاِمَامَةِ

২২-অনুচ্ছেদ : ইমাম হওয়ার যোগ্য লোক।

١٠٥٨(١)- حدثنا ابو حامد محمد بن هارون الحضرمى ثنا المنذر بن الوليد نا يحى بن زكريا بن دينار الانصارى نا الحجاج عن اسماعيل بن رجاء عن انس بن ضمعج عن عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَؤُمُّ النَّاسَ اَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً وَاِنْ كَانُوْا فِى الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَاَفْقَهُهُمْ فِى الدِّيْنِ وَاِنْ كَانُوْا فِى الدِّيْنِ سَوَاءً فَاَقْرَؤُهُمْ لِلْقُرْاٰنِ وَلاَ يَؤُمُّ الرَّجُلُ فِىْ سُلْطَانِهِ وَلاَ يَقْعُدُ عَلٰى تَكْرِمَتِهِ اِلاَّ بِاِذْنِهِ وَكَانَ يُسَوِّىْ مَنَاكِبَنَا فِى الصَّلاَةِ وَيَقُوْلُ لاَ تَخْتَلِفُوْا فَتَخْتَلِفُ قُلُوْبُكُمْ وَلِيَلِنِىْ مِنْكُمْ اُوْلُوا الْاَحْلاَمِ وَالنُّهٰى ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ .

১০৫৮(১)। আবু হামেদ মুহাম্মাদ ইবনে হারূন আল-হাদরামী (র)... উকবা ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি সর্বাগ্রে হিজরত করেছে সে জনগণের (নামাযে) ইমামতি করবে। যদি হিজরতের বেলায় তারা সমান হয় তাহলে তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি দীন ইসলাম সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত সে (ইমামতি করবে)। যদি দীনের জ্ঞানে তারা সমকক্ষ হয় তাহলে তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আল-কুরআনের জ্ঞানে অগ্রগামী (সে ইমামতি করবে)। কোন ব্যক্তি যেন অপরের প্রভাবাধীন এলাকায় তার সম্মতি ব্যতীত ইমামতি না করে এবং তার জন্য নির্দিষ্ট আসনে না বসে। নবী ﷺ নামাযের কাতারে আমাদের কাঁধ সমান্তরাল করতেন এবং বলতেন : তোমরা (কাতারে) বিশৃংখল হয়ো না, অন্যথায় তোমাদের অন্তরগুলো পরস্পর বিভেদের শিকার হবে। তোমাদের মধ্যকার প্রজ্ঞাবান ও বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ যেন (নামাযে) আমার নিকটবর্তী হয়ে দাঁড়ায়, তারপর তাদের কাছাকাছি পর্যায়ের প্রজ্ঞাবান ও বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ (দাঁড়াবে)।

١٠٥٩(٢)- حدثنا على بن محمد المصرى نا ابو الزنباع نا يحى بن بكير نا الليث عن جرير بن حازم عن الاعمش عن اسماعيل بن رجاء عن اوس بن ضمعج عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَؤُمُّ الْقَوْمَ اَكْثَرُهُمْ قُرْاٰنًا فَاِنْ كَانُوْا فِى الْقُرْاٰنِ وَاحِدًا فَاَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَاِنْ كَانُوْا فِى الْهِجْرَةِ وَاحِدًا فَاَفْقَهُهُمْ فِقْهًا فَاِنْ كَانَ الْفِقْهُ وَاحِدًا فَاَكْثَرُهُمْ سِنًّا .

১০৫৯(২)। আলী ইবনে মুহাম্মাদ আল-মিসরী (র)... আবু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : লোকজনের মধ্যে যে ব্যক্তি কুরআনের জ্ঞানে অধিক অগ্রগামী সে তাদের ইমামতি করবে। যদি তারা কুরআনের জ্ঞানে সমান অগ্রগামী হয় তাহলে তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সর্বাগ্রে হিজরত করেছে। যদি এ ব্যাপারেও তারা সমান হয় তাহলে তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি দীন ইসলামের বিষয়ে অধিক প্রজ্ঞাবান (ফকীহ)। প্রজ্ঞায় তারা সমকক্ষ হলে তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বয়সে প্রবীণ (সে তাদের ইমামতি করবে)।

٢٣-بَابُ الاثْنَانِ جَمَاعَةٌ

২৩-অনুচ্ছেদ : দুই ব্যক্তি হলেই জামাআত হয়।

١٠٦٠(١)- حدثنا محمد بن هارون الحضرمى نا ابو مسلم عبد الرحمن بن واقد ثنا الربيع بن بدر عن ابيه عن جده عن اَبِىْ مُوْسَى الاَشْعَرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلاثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ .

১০৬০(১)। মুহাম্মাদ ইবনে হারূন আল-হাদরামী (র)... আবু মূসা আল-আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দুই বা ততোধিক লোক হলে জামাআত হয়।

١٠٦١(٢)- حدثنا محمد بن مخلد ثنا ابراهيم بن راشد حدثنا الحسن بن عمرو السدوسى ثنا عثمان بن عبد الرحمن المدنى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ .

১০৬১(২)। মুহাম্মাদ ইবনে মাখলাদ (র)... আমর ইবনে শু'আইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দুই বা দুইয়ের অধিক সংখ্যক লোক হলে জামাআত হয়।

٢٤-بَابُ مَنْ يَصْلُحُ اَنْ يَّقُوْمَ خَلْفَ الاِمَامِ

২৪-অনুচ্ছেদ : ইমামের ঠিক পিছনে যাদের দাঁড়ানো উচিৎ।

١٠٦٢(١)- حدثنا احمد بن محمد بن جعفر الجوزى ثنا محمد بن غالب ثنا العباس بن سليم ثنا عبد الله بن سعيد عن الليث عن مجاهد عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَتَقَدَّمُ الصَّفَّ الاَوَّلَ اَعْرَابِىٌّ وَّلاَ اَعْجَمِىٌّ وَلاَ غُلاَمٌ لَمْ يَحْتَلِمْ .

১০৬২(১)। আহ্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে জা'ফার আল-জাওযী (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন বেদুঈন, অনারব ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক যেন সামনের কাতারে অগ্রগামী না হয়।

١٠٦٣(٢)- حدثنا عثمان بن احمد الدقاق نا يحى بن ابى طالب ثنا عمرو بن عبد الغفار ثنا الاعمش عن المنهال بن عمرو عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الاَسَدِىِّ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا (رض) يَقُوْلُ اِنَّ مِنَ السُّنَّةِ اِذَا سَلَّمَ الاِمَامُ اَنْ لاَّ يَقُوْمَ فِىْ مَوْضِعِهِ الَّذِىْ صَلّٰى فِيْهِ فَيُصَلِّ تَطَوُّعًا حَتّٰى يَنْحَرِفَ اَوْ يَتَحَوَّلَ اَوْ يَفْصِلَ بِكَلاَمٍ .

১০৬৩(২)। উসমান ইবনে আহ্‌মাদ আদ-দাক্‌কাক (র)... আব্বাদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-আসাদী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আলী (রা)-কে বলতে শুনেছি, সুন্নাত নিয়ম হলো : ইমাম সালাম ফিরানোর পর যেখানে দাঁড়িয়ে (ফরয) নামায পড়েছেন সেখান থেকে না সরে অথবা স্থানান্তরিত না হয়ে অথবা কথাবার্তা না বলা পর্যন্ত নফল নামায পড়বে না।

টীকা : এখানে বেদুঈন, অনারব ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক বলতে দীনের জ্ঞানে অপরিপক্ক লোকদের বুঝানো হয়েছে। অন্যথায় কোন বেদুঈন বা অনারব ব্যক্তি দীন ইসলামের জ্ঞানে পরিপক্ক হলে তার বেলায় কোন বাধানিষেধ নেই। অথবা মহানবী ﷺ -এর মহান সাহাবীগণের উপস্থিতিতে তাদের অতিক্রম করে এদের সামনের কাতারে অগ্রসর হওয়া সমীচীন ছিলো না (অনুবাদক)।

٢٥-بَابُ الصَّلاَةِ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

২৫-অনুচ্ছেদ : একটিমাত্র কাপড় পরিধান করে নামায পড়া।

١٠٦٤(١)- قرئ على يحى بن صاعد حدثكم احمد بن المقدام نا يزيد بن زريع ثنا هشام القردوسى نا محمد بن سيرين عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه اَيُصَلِّى الرَّجُلُ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ قَالَ اَوكُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ قَالَ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ قَامَ اِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَيُصَلِّى الرَّجُلُ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ قَالَ اذَا وَسَّعَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَاَوْسِعُوْا عَلَى اَنْفُسِكُمْ ثُمَّ جَمَعَ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ فَصَلَّى فِىْ اِزَارٍ وَرِدَاءٍ فِىْ اِزَارٍ وَقَمِيْصٍ فِىْ اِزَارٍ وَقَبَاءٍ فِىْ سَرَاوِيْلَ وَرِدَاءٍ فِىْ سَرَاوِيْلَ وَقَمِيْصٍ فِىْ سَرَاوِيْلَ وَقَبَاءٍ قَالَ وَاحْسِبُهُ قَالَ فِىْ تُبَّانٍ وَّقَمِيْصٍ فِىْ تُبَّانٍ وَرِدَاءٍ فِىْ تُبَّانٍ وَّقَبَاءٍ .

১০৬৪(১)। ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে সায়েদ (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন ব্যক্তি কি একটিমাত্র কাপড় পরিধান করে নামায পড়তে পারবে? তিনি বলেন : তোমাদের প্রত্যেকের কি দুইখানা কাপড় সংগ্রহ করার সামর্থ্য আছে? রাবী বলেন, উমার (রা) খলীফা হলে পর এক ব্যক্তি তার সামনে দাঁড়িয়ে বললো, আমীরুল মুমিনীন! কোন ব্যক্তি কি একখানা কাপড় পরিধান করে নামায পড়তে পারবে? তিনি বলেন, যখন আল্লাহ তোমাদের প্রাচুর্য (ধন-সম্পদ) দান করবেন তখন তোমরাও নিজেদের প্রাচুর্যময় করো (সম্পদ ব্যয় করো)। তারপর সেই ব্যক্তি তার নিকট নিজের পরিধেয় বস্ত্র জমা করে এবং একটি লুঙ্গি ও চাদর পরিধান করে, লুঙ্গি ও জামা পরিধান করে, লুঙ্গি ও আলখেল্লা (ঢিলেঢালা লম্বা জামা) পরিধান করে, পাজামা ও চাদর পরিধান করে, পাজামা ও জামা পরিধান করে, পাজামা ও আলখেল্লা পরিধান করে নামায পড়লো। (অধস্তন) রাবী বলেন, আমার মনে হয় তিনি (উর্ধ্বতন রাবী) আরো বলেছেন, খাটো পায়জামা ও জামা পরিধান করে, খাটো পায়জামা ও চাদর পরিধান করে, খাটো পায়জামা ও আলখেল্লা পরিধান করে সে নামায পড়লো (বুখারী, সালাত, বাব ৯, নং ৩৬৫)।

١٠٦٥ (٢) - حدثنا محمد بن اسماعيل الفارسى نا عثمان بن خرزاذ ثنا عبد الله بن ابى امية ثنا فليح ابن سليمان عن اسماعيل بن محمد بن سعد بن ابى وقاص عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَمْ يَمُتْ نَبِىٌّ حَتّٰى يَؤُمَّهُ رَجُلٌ مِّنْ قَوْمِهِ . ابْنُ اَبِى اُمَيَّةَ لَيْسَ بِقَوِىٍّ .

১০৬৫(২)। মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল আল-ফারিসী (র)... উরওয়া ইবনুল মুগীরা ইবনে শো'বা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন নবীই মৃত্যুবরণ করেননি যাবত না তাঁর জাতির কোন লোক তার স্থলাভিষিক্ত হয়েছে। ইবনে আবু উমায়্যা হাদীসশাস্ত্রে শক্তিশালী নন।

٢٦-بَابُ الْحَثِّ عَلَى اِسْتِوَاءِ الصُّفُوْفِ

২৬-অনুচ্ছেদ : নামাযের কাতারসমূহ সোজা করার জন্য উৎসাহিত করা।

١٠٦٦ (١) - نا الحسين بن اسماعيل نا سعيد بن يحى الاموى حدثنى ابى ثنا زكريا بن ابى زائدة حدثنى ابو القاسم وهو الجدلى حسين بن الحارث اَنَّهُ سَمِعَ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ يَقُوْلُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَقْبَلَ بِوَجْهِهِ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ قَالَ اَقِيْمُوْا صُفُوْفَكُمْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَوَاللّٰهِ لَتُقِيْمُنَّ صُفُوْفَكُمْ اَوْ لَتَخْتَلِفَنَّ قُلُوْبُكُمْ فَرَاَيْتُ الرَّجُلَ مِنَّا يَلْزِقُ كَعْبَهُ بِكَعْبِ صَاحِبِهِ وَرُكْبَتَهُ بِرُكْبَتِهِ وَمَنْكَبَهُ بِمَنْكِبِهِ .

১০৬৬(১)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... আন-নু'মান ইবনে বাশীর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকজনের মুখোমুখি হয়ে বললেন : তোমরা তোমাদের কাতারসমূহ সমান করো। কথাটি তিনি তিনবার বললেন। আল্লাহ্‌র শপথ! তোমরা অবশ্যই তোমাদের নামাযের কাতারসমূহ সোজা করে দাঁড়াবে। অন্যথায় তোমাদের অন্তরে বিভেদ সৃষ্টি হবে। (রাবী বলেন,) আমাদের প্রত্যেক ব্যক্তিকে দেখলাম, সে তার পায়ের গোছা তার পাশের লোকের পায়ের গোছার সাথে মিলিয়ে, তার হাঁটু তার পাশের লোকের হাঁটুর সাথে মিলিয়ে এবং তার কাঁধ তার পাশের লোকের কাঁধের সাথে সমান্তরাল করে দাঁড়িয়েছে।

٢٧-بَابُ فِىْ اَخْذِ الشِّمَالِ بِالْيَمِيْنِ فِى الصَّلاَةِ

২৭-অনুচ্ছেদ : নামাযের মধ্যে ডান হাত দিয়ে বাম হাত ধরা।

١٠٦٧ (١) - حدثنا ابو محمد بن صاعد ثنا على بن مسلم ثنا اسماعيل بن ابان الوراق حدثنى مندل عن ابن ابى ليلى عن القاسم عن عبد الرحمن عن ابيه عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَاْخُذُ شِمَالَهُ بِيَمِيْنِهِ فِى الصَّلاَةِ .

১০৬৭(১)। আবু মুহাম্মাদ ইবনে সায়েদ (র)... আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের মধ্যে (দাঁড়ানো অবস্থায়) তাঁর ডান হাত দিয়ে বাম হাত ধরতেন।

١٠٦٨(٢)- حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ثنا شجاع بن مخلد ثنا هشيم قال منصور ثنا عن محمد بن ابان الانصارى عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ ثَلاَثَةٌ مِّنَ النُّبُوَّةِ تَعْجِيْلُ الافْطَارِ وَتَاْخِيْرُ السُّحُوْرِ ووَضْعُ الْيَدِ اليُمْنٰى عَلَى الْيُسْرٰى فِى الصَّلاَةِ .

১০৬৮(২)। আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল আযীয (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনটি জিনিস নবুওয়াতের (নবীর) বৈশিষ্ট্য—তাড়াতাড়ি (সূর্য ডুবার সাথে সাথে) ইফতার করা, বিলম্বে (রাতের শেষ প্রান্তে সুবহে সাদেকের পূর্বক্ষণে) সাহরী খাওয়া এবং নামাযের মধ্যে (দাঁড়ানো অবস্থায়) বাঁ হাতের উপর ডান হাত রাখা।

١٠٦٩(٣)- حدثنا ابن صاعد نا زياد بن ايوب نا النضر بن اسماعيل عن ابن ابى ليلى عن عطاء عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُمِرْنَا مَعَاشَرُ الاَنْبِيَاءِ اَنْ نُعَجِّلَ افْطَارَنَا وَنُؤَخِّرَ سُحُوْرَنَا وَنَضْرِبَ بِاَيْمَانِنَا عَلَى شَمَائِلِنَا فِى الصَّلاَةِ .

১০৬৯(৩)। ইবনে সায়েদ (র)...আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: আমাদের নবীগণকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, আমরা যেন (সূর্য ডুবার পর) দ্রুত ইফতার করি, দেরীতে (সুবহে সাদেকের আগে) সাহরী খাই এবং নামাযের মধ্যে (দাঁড়ানো অবস্থায়) আমাদের বাঁ হাতের উপর ডান হাত রাখি।

١٠٧٠(٤)- حدثنا ابن السكين نا عبد الحميد بن محمد نا مخلد بن يزيد نا طلحة عن عطاء عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّا مَعَاشَرَ الاَنْبِيَاءِ اُمِرْنَا اَنْ نُؤَخِّرَ السُّحُوْرَ وَنُعَجِّلَ الافْطَارَ وَاَنْ نَمْسِكَ بِاَيْمَانِنَا عَلَى شَمَائِلِنَا فِى الصَّلٰوةِ .

১০৭০(৪)। ইবনুস সুকায়ন (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আমাদের নবীদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, আমরা যেন দেরীতে (সুবহে সাদেকের পূর্বে) সাহ্রী খাই, দ্রুত (সূর্য অস্ত যাওয়ার পরপর) ইফতার করি এবং নামাযের মধ্যে (দাঁড়ানো অবস্থায়) বাঁ হাতের উপর ডান হাত রাখি।

١٠٧١(٥)- حدثنا احمد بن عيسى الخواص نا ابراهيم بن ابى الجحيم نا محمد بن محبوب ثنا عبد الواحد بن زياد عن عبد الرحمن بن اسحاق عن سيار ابى الحكم عن ابى وائل عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ وَضْعُ الْكَفِّ عَلَى الْكَفِّ فِى الصَّلاَةِ مِنَ السُّنَّةِ .

১০৭১(৫)। আহ্মাদ ইবনে ঈসা আল-খাওয়াস (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নামাযের মধ্যে (দাঁড়ানো অবস্থায়) এক হাতের তালু অপর হাতের তালুর উপর রাখা সুন্নাত।

١٠٧٢(٦)- حدثنا محمد بن مخلد نا محمد بن اسماعيل الحسانى ثنا وكيع ثنا يزيد بن زياد بن ابى الجعد عن عاصم الجحدرى عن عقبة بن ظهير عَنْ عَلِىٍّ (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) قَالَ وَضْعُ الْيَمِيْنِ عَلَى الشِّمَالِ فِى الصَّلاَةِ .

১০৭২(৬)। মুহাম্মাদ ইবনে মাখলাদ (র)... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। "অতএব আপনি আপনার প্রভুর উদ্দেশ্যে নামায পড়ুন এবং কোরবানী করুন" (সূরা আল-কাওছার : ২)। তিনি বলেন, অর্থাৎ নামাযের মধ্যে (দাঁড়ানো অবস্থায়) বাম হাতের উপর ডান হাত রাখা।

١٠٧٣(٧)- حدثنا ابو محمد بن صاعد نا يعقوب بن ابرهيم الدورقى ثنا عبد الرحمن بن مهدى عن سفيان ح وحدثنا محمد بن مخلد نا محمد بن اسماعيل الحسانى ثنا وكيع ثنا سفيان عن سماك عَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ هُلْبٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَاضِعًا يَمِيْنَهُ عَلى شِمَالِه فِى الصَّلاَةِ لَفْظُهُمَا وَاحِدٌ .

১০৭৩(৭)। আবু মুহাম্মাদ ইবনে সায়েদ (র)... কাবীসা ইবনে হুল্‌ব (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে নামাযের মধ্যে (দাঁড়ানো অবস্থায়) তাঁর বাম হাতের উপর তাঁর ডান হাত রাখতে দেখেছি। উভয় রাবীর মূল পাঠ একইরূপ।

١٠٧٤(٨)- حدثنا الحسين بن اسماعيل وعثمان بن جعفر بن محمد الاحول قالا نا يوسف ابن موسى نا وكيع نا موسى بن عمير العنبرى عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ الْحَضْرَمِىِّ عَنْ اَبِيْه قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَاضِعًا يَمِيْنَهُ عَلى شِمَالِه فِى الصَّلاَةِ .

১০৭৪(৮)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... আলকামা ইবনে ওয়াইল আল-হাদরামী (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে নামাযের মধ্যে তাঁর বাম হাতের উপর তাঁর ডান হাত রাখতে দেখেছি।

١٠٧٥(٩)- حدثنا يعقوب بن ابراهيم البزار ثنا الحسن بن عرفة نا ابو معاوية عن عبد الرحمن بن اسحاق ح وحدثنا محمد بن القاسم بن زكريا المحاربى ثنا ابو كريب ثنا يحى ابن ابى زائدة عن عبد الرحمن بن اسحاق ثنا زياد بن زيد السوائى عن ابى جحيفة عَنْ عَلِىٍّ (رض) قَالَ اِنَّ مِنَ السُّنَّةِ فِى الصَّلاَةِ وَضْعُ الْكَفِّ عَلَى الْكَفِّ تَحْتَ السُّرَّةِ .

১০৭৫(৯)। ইয়া'কূব ইবনে ইবরাহীম আল-বায্যার (র)... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নামাযের মধ্যে (দাঁড়ানো অবস্থায়) নাভির নিচে এক হাতের তালু অপর হাতের তালুর উপর রাখা সুন্নাত তরীকার অন্তর্ভুক্ত।

١٠٧٦(١٠)- حدثنا محمد بن القاسم ثنا ابو كريب ثنا حفص بن غياث عن عبد الرحمن بن اسحاق عن النعمان بن سعد عَنْ عَلِيٍّ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ اِنَّ مِنْ سُنَّةِ الصَّلاَةِ وَضْعُ الْيَمِيْنِ عَلَى الشِّمَالِ تَحْتَ السُّرَّةِ .

১০৭৬(১০)। মুহাম্মাদ ইবনুল কাসেম (র)... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলতেন, নামাযের সুন্নাত তরীকা হলো নাভির নিচে বাম হাতের উপর ডান হাত রাখা।

١٠٧٧(١١)- حدثنا محمد بن عبد الله بن زكريا والحسن بن الخضر قالا ثنا احمد بن شعيب ثنا سويد بن نصر ثنا عبد الله عن موسى بن عمير العنبرى وقيس بن سليم قالا نَا عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِذَا كَانَ قَائِمًا فِى الصَّلاَةِ قَبَضَ بِيَمِيْنِه عَلَى شِمَالِه .

১০৭৭(১১)। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে যাকারিয়া (র)... আলকামা ইবনে ওয়াইল (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে ডান হাত দিয়ে তাঁর বাম হাত ধরে রাখতে দেখেছি।

١٠٧٨(١٢)- حدثنا محمد والحسن قالا نا احمد بن شعيب انا عمرو بن على نا عبد الرحمن نا هشيم عن الحجاج بن ابى زينب قال سمعت ابا عثمان يحدث عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ رَاٰنِى النَّبِىُّ ﷺ وَضَعْتُ شِمَالِىْ عَلَى يَمِيْنِىْ فِى الصَّلاَةِ فَاَخَذَ يَمِيْنِى فَوَضَعَهَا عَلَى شِمَالِىْ .

১০৭৮(১২)। মুহাম্মাদ ও আল-হাসান (র)... আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাকে (আমার) নামাযরত অবস্থায় দেখলেন যে, আমি আমার ডান হাতের উপর আমার বাম হাত রেখেছি। তিনি আমার ডান হাত ধরে তা আমার বাম হাতের উপর রাখেন।

١٠٧٩(١٣)- حدثنا احمد بن محمد بن جعفر الجوزى ثنا مضر بن محمد نا يحى بن معين ثنا محمد بن الحسن الواسطى عن الحجاج بن ابى زينب عن ابى سفيان عَنْ جَابِرٍ قَالَ مَرَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِرَجُلٍ وَضَعَ شِمَالَهُ عَلَى يَمِيْنِه مِثْلَهُ .

১০৭৯(১৩)। আহ্‌মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে জা'ফার আল-জাওযী (র)... জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তির নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। সে তার ডান হাতের উপর তার বাম হাত রেখেছিল... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

١٠٨٠(١٤)- وذكره ابن صاعد قال حدثنا عمار بن خالد ثنا محمد بن يزيد الواسطى عن الحجاج بن ابى زينب عن ابى عثمان عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ مَرَّ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّيْ وَاضِعُ شِمَالَهُ عَلَى يَمِيْنِه فَاَخَذَ بِيَمِيْنِه فَجَعَلَهَا عَلَى شِمَالِه .

১০৮০(১৪)। ইবনে সায়েদ (র)... ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ তাঁর নিকট দিয়ে গেলেন। তখন তিনি তার ডান হাতের উপর তার বাম হাত রেখে নামায পড়ছিলেন। মহানবী ﷺ তার ডান হাত ধরে তা তার বাম হাতের উপর রাখেন।

١٠٨١(١٥)- حدثنا الحسن بن الخضر بمصر ثنا محمد بن احمد ابو العلاء ثنا محمد بن سوار ثنا ابو خالد الاحمر عن حميد عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ اذا قَامَ فِى الصَّلوٰةِ قَالَ هكَذَا وَهكَذَا عَنْ يَّمِيْنِه وَعَنْ شِمَالِه ثُمَّ يَقُوْلُ اِسْتَوَواْ اِسْتَوَواْ وَتَعَادَلُواْ .

১০৮১(১৫)। আল-হাসান ইবনুল খিদির (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন নামাযে দাঁড়াতেন তখন তাঁর ডান ও বাম দিকের (লোকজনকে) বলতেন : এভাবে এভাবে, অতঃপর বলতেন : তোমরা কাতার সোজা করো, তোমরা কাতার সোজা করো এবং সমান করো।

٢٨-بَابُ ذِكْرِ التَّكْبِيْرِ وَرَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الافْتِتَاحِ وَالرُّكُوْعِ وَالرَّفْعِ مِنْهُ وَقَدْرِ ذٰلِكَ وَاخْتِلاَفِ الرِّوَايَاتِ

২৮-অনুচ্ছেদ : তাকবীর (তাহ্‌রীমা) বলা এবং নামাযের শুরুতে, রুকূতে যেতে ও রুকূ থেকে উঠতে উভয় হাত (উপরে) উঠানো এবং এর পরিমাণ ও এ সম্পর্কিত হাদীসসমূহের বিভিন্নতা।

١٠٨٢(١)- حدثنا ابو بكر النيسابورى ثنا بحر بن نصر ثنا ابن وهب اخبرنى ابن ابى الزناد ح وحدثنا ابو بكر نا احمد بن منصور نا سليمان بن داود الهاشمى نا ابن ابى الزناد عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن الاعرج عن عبيد الله بن ابى رافع عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ اذا قَامَ اِلَى الصَّلاَةِ الْمَكْتُوْبَةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَيَصْنَعُ مِثْلَ ذٰلِكَ اِذَا قَضٰى قِرَاءَتَهُ فَاَرَادَ اَنْ يَّرْكَعَ وَيَصْنَعُهُ اِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوْعِ وَلاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِيْ شَيْءٍ مِّنْ صَلاَتِه وَهُوَ جَالِسٌ فَاِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ كَذٰلِكَ وَكَبَّرَ

১০৮২(১)। আবু বাক্‌র আন-নায়সাপুরী (র)... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন ফরয নামাযে দাঁড়াতেন তখন তাকবীর (তাহ্‌রীমা) বলতেন এবং তাঁর উভয় হাত তাঁর কাঁধ বরাবর উঠাতেন। তিনি কিরাআত পড়া শেষ করে যখন রুকূতে যাওয়ার ইচ্ছা করতেন তখনও তাই করতেন (হাত

উত্তোলন করতেন) এবং যখন রুকূ থেকে উঠতেন তখনও তাই করতেন। তিনি নামাযে বসা অবস্থায় কখনো হাত উঠাতেন না। যখন তিনি দুই সিজদা দিয়ে দাঁড়াতেন তখনও একইভাবে তাঁর দুই হাত উত্তোলন করতেন এবং আল্লাহু আকবার বলতেন।

١٠٨٣(٢)- حدثنا ابو بكر النيسابورى عبد الله بن محمد بن زياد ثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم والحسن بن يحى قالا ثنا عبد الرزاق انا ابن جريج حدثنى ابن شهاب عن سالم بْنِ عَبْدِ اللّهِ اَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ اذَا قَامَ اِلَى الصَّلٰوةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى يَكُوْنَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ يُكَبِّرُ وَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَّرْكَعَ فَعَلَ مِثْلَ ذٰلِكَ وَاِذَا رَفَعَ رَاْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ فَعَلَ مِثْلَ ذٰلِكَ وَلاَ يَفْعَلُهُ حِيْنَ يَرْفَعُ رَاْسَهُ مِنَ السُّجُوْدِ .

১০৮৩(২)। আবু বাক্র আন-নায়সাপুরী আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে যিয়াদ (র)... সালেম ইবনে আবদুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলতেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন নামাযে দাঁড়াতেন তখন তাঁর দুই হাত তাঁর দুই কাঁধ বরাবর উপরে উঠাতেন, অতঃপর তাকবীর (তাহ্রীমা) বলতেন। তিনি যখন রুকূতে যাওয়ার ইচ্ছা করতেন তখনও ঐরূপ করতেন এবং যখন রুকূ থেকে মাথা উঠাতেন তখনও ঐরূপ করতেন। যখন তিনি (দ্বিতীয়) সিজদা থেকে মাথা তুলে (দাঁড়াতেন) তখন ঐরূপ করতেন না।

١٠٨٤(٣)- حدثنا الحسين بن اسماعيل المحاملى ومحمد بن سليمان الباهلى قالا نا ابو عتبة احمد ابن الفرج ثنا بقية ثنا الزبيدى عن الزهرى عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اذَا قَامَ اِلَى الصَّلٰوةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى اذَا كَانَتَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ كَبَّرَ ثُمَّ اذَا اَرَادَ اَنْ يَّرْكَعَ رَفَعَهُمَا حَتّٰى يَكُوْنَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَهُمَا كَذٰلِكَ ثُمَّ يَرْكَعُ ثُمَّ اذَا اَرَادَ اَنْ يَّرْفَعَ صُلْبَهُ رَفَعَهُمَا حَتّٰى يَكُوْنَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللّهُ بِيْنَ حَمِدَهُ ثُمَّ سَجَدَ فَلاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِى السُّجُوْدِ وَيَرْفَعُهُمَا فِىْ كُلِّ تَكْبِيْرَةٍ يُكَبِّرُهَا قَبْلَ الرُّكُوْعِ حَتّٰى يَنْقَضِىَ صَلاَتَهُ .

১০৮৪(৩)। আল-হুসাইন ইনে ইসমাঈল আল-মুহামিলী (র)... সালেম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন নামায শুরু করতেন তখন তাঁর দুই হাত উপরে উঠাতেন, এমনকি তা যখন তাঁর উভয় কাঁধ বরাবর উন্নীত হতো তখন তাকবীর (তাহ্রিমা) বলতেন। তিনি যখন রুকূতে যাওয়ার ইচ্ছা করতেন তখনও একইভাবে তাঁর দুই হাত তাঁর উভয় কাঁধ বরাবর উন্নীত করতেন, অতঃপর রুকূ করতেন। যখন তিনি (রুকূ থেকে) তাঁর পিঠ উঠানোর ইচ্ছা করতেন তখনও তাঁর দুই হাত দুই কাঁধ বরাবর উন্নীত করতেন। তারপর তিনি 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' (যে ব্যক্তি আল্লাহ্র প্রশংসা করে তিনি তা শুনেন) বলতেন। অতঃপর তিনি সিজদা করতেন এবং সিজদায় তাঁর হাত দু'টি উপরে উত্তোলন করতেন না। রুকূর পূর্বে তাঁর প্রতিটি তাকবীর ধ্বনিতে তিনি তাঁর দুই হাত উত্তোলন করতেন, এভাবে তিনি নামায শেষ করতেন।

١٠٨٥(٤)- حدثنا ابو بكر النيسابورى ثنا عيسى بن ابراهيم الغافقى ابو موسى ثنا عبد الله ابن وهب اخبرنى يونس عن ابن شهاب حدثنى سالم بن عبد الله اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اذَا قَامَ اِلَى الصَّلاَةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّى يَكُوْنَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ يُكَبِّرُ وكَانَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ حِيْنَ يُكَبِّرُ لِلرُّكُوْعِ وَيَفْعَلُ ذٰلِكَ حِيْنَ يَرْفَعُ رَاْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ وَيَقُوْلُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَلاَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ حِيْنَ يَرْفَعُ رَاْسَهُ مِنَ السُّجُوْدِ .

১০৮৫(৪)। আবু বাক্‌র আন-নায়সাপুরী (র)... আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে দেখেছি যে, তিনি নামাযের শুরুতে তাঁর দুই হাত দুই কাঁধ বরাবর উত্তোলন করতেন, অতঃপর তাকবীর বলতেন। রুকূতে যাওয়ার তাকবীর বলতেও তিনি ঐরূপ করতেন। রুকূ থেকে তাঁর মাথা উঠাতেও অনুরূপ করতেন এবং বলতেন : 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ'। তিনি সিজদা থেকে তাঁর মাথা উঠাতে তা (হাত উত্তোলন) করতেন না।

١٠٨٦(٥)- حدثنا ابو بكر النيسابورى ثنا يوسف بن سعيد ثنا حجاج نا ليث حدثنى عقيل ح وحدثنا ابو بكر نا محمد بن ... نا سلامة عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِهٰذَا يَرْفَعُ ثُمَّ يُكَبِّرُ .

১০৮৬(৫)। আবু বাক্‌র আন-নায়সাপুরী (র)... ইবনে উমার (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে এই সনদে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত। তিনি (দুই হাত) উত্তোলন করতেন এবং তাকবীর বলতেন।

١٠٨٧(٦)- حدثنا ابو بكر ثنا محمد بن يحى ومحمد بن اسحاق قالا نا يعقوب بن ابراهيم ثنا ابن اخى ابن شهاب عن عمه اخبرنى سالم عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اذَا قَامَ اِلَى الصَّلاَةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّى اذَا كَانَتَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ كَبَّرَ نَحْوَهُ .

১০৮৭(৬)। আবু বাক্‌র (র)... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামাযে দাঁড়াতেন তখন তাঁর দুই হাত দুই কাঁধ বরাবর উপরে তুলতেন এবং তাকবীর বলতেন... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

١٠٨٨(٧)- حدثنا ابو بكر ثنا محمد بن يحى واحمد بن يوسف السلمى قالا نا عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن سالم عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حِيْنَ يُكَبِّرُ حَتّى يَكُوْنَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ اَوْ قَرِيْبًا مِنْ ذٰلِكَ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ .

১০৮৮(৭)। আবু বাক্‌র (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাকবীর (তাহ্‌রীমা) বলতেন তখন তাঁর দুই হাত কাঁধ বরাবর অথবা তার কাছাকাছি উত্তোলন করতেন। অতঃপর রাবী পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

١٠٨٩(٨)- حدثنا ابو بكر نا محمد بن اسحاق نا على بن عياش وابو اليمان قالا نا شعيب عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا اِذَا افْتَتَحَ التَّكْبِيْرَ فِى الصَّلاَةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حِيْنَ يُكَبِّرُ حَتّٰى يَجْعَلَهُمَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ نَحْوَهُ .

১০৮৯(৮)। আবু বাক্‌র (র)... আয-যুহরী (র) থেকে এই সূত্রে বর্ণিত। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন তাকবীর দ্বারা নামায শুরু করতেন, তখন তাকবীর বলতে বলতে তাঁর দুই হাত দুই কাঁধ বরাবর উপরে উঠাতেন... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

١٠٩٠(٩)- حدثنا احمد بن محمد بن ابى بكر الواسطى ثنا عبيد الله بن سعد حدثنى عمى ثنا ابن اخى الزهرى عن عمه اخبرنى سالم اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قَامَ اِلَى الصَّلاَةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى اِذَا كَانَتَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ كَبَّرَ ثُمَّ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَّرْكَعَ رَفَعَهُمَا حَتّٰى يَكُوْنَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وكَبَّرَ وَهُمَا كَذٰلِكَ ثُمَّ يَرْكَعُ ثُمَّ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَّرْفَعَ صُلْبَهُ رَفَعَهُمَا حَتّٰى تَكُوْنَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ يَسْجُدُ فَلاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِىْ شَىْءٍ مِّنَ السُّجُوْدِ وَيَرْفَعُهُمَا فِىْ كُلِّ رَكْعَةٍ وَتَكْبِيْرَةٍ يُكَبِّرُهَا قَبْلَ الرُّكُوْعِ حَتّٰى يَنْقَضِىَ صَلاَتُهُ .

১০৯০(৯)। আহ্‌মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবু বাক্‌র আল-ওয়াসিতী (র)... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন নামাযে দাঁড়াতেন তখন তাঁর হস্তদ্বয় উত্তোলন করতেন, এমনকি তা তাঁর উভয় কাঁধ বরাবর উন্নীত হতেই তাকবীর (তাহ্‌রীমা) বলতেন, অতঃপর যখন রুকূতে যাওয়ার ইচ্ছা করতেন তখনও তা তাঁর উভয় কাঁধ পর্যন্ত উন্নীত হতো, অতঃপর এই অবস্থায় তাকবীর বলে রুকূতে যেতেন। অতঃপর যখন তিনি (রুকূ থেকে) নিজের পিঠ উঠানোর ইচ্ছা করতেন তখনও তাঁর হস্তদ্বয় তাঁর উভয় কাঁধ বরাবর উন্নীত করতেন, অতঃপর বলতেন : সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ (যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রশংসা করে তিনি তা শুনেন)। অতঃপর তিনি সিজদা করতেন এবং সিজদার কোন অবস্থায় তিনি তাঁর হস্তদ্বয় উত্তোলন করতেন না। তিনি প্রতি রাকআতে রুকূর পূর্বে তাকবীর বলার সময় তাঁর হস্তদ্বয় উপরে তুলতেন। এই নিয়মে তিনি তাঁর নামায সমাপ্ত করতেন।

١٠٩١(١٠)- حدثنا ابو بكر النيسابورى ثنا عيسى بن ابى عمران ثنا الوليد بن مسلم ثنا زيد بن واقد عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ اِذَا رَاى رَجُلاً يُصَلِّىْ لاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ حَصَبَهُ حَتّٰى يَرْفَعَ .

১০৯১(১০)। আবু বাক্‌র আন-নায়সাপুরী (র)... নাফে‘ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে উমার (রা) কোন ব্যক্তিকে তার নামাযে প্রতিবার উঠতে ও নিচু হতে তার দুই হাত উপরে উঠাতে না দেখলে তার প্রতি কংকর নিক্ষেপ করতেন, যাবত না সে তা উত্তোলন করে।

١٠٩١(١٠)- حدثنا ابو بكر النيسابورى ثنا عيسى بن ابى عمران ثنا الوليد بن مسلم ثنا زيد بن واقد عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ اِذَا رَاى رَجُلاً يُصَلِّىْ لاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ حَصَبَهُ حَتّى يَرْفَعَ .

১০৯১(১০)। আবু বাক্‌র আন-নায়সাপুরী (র)... নাফে‘ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে উমার (রা) কোন ব্যক্তিকে তার নামাযে প্রতিবার উঠতে ও নিচু হতে তার দুই হাত উপরে উঠাতে না দেখলে তার প্রতি কংকর নিক্ষেপ করতেন, যাবত না সে তা উত্তোলন করে।

١٠٩٢(١١)- حدثنا ابو محمد بن صاعد ثنا بندار فيما سألناه عنه ثنا عبد الوهاب الثقفى ثنا حميد عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ اِذَا دَخَلَ فِى الصَّلاَةِ وَاِذَا رَكَعَ وَاِذَا رَفَعَ رَاْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ وَاِذَا سَجَدَ . لم يروه عن حميد مرفوعًا غير عبد الوهاب والصواب من فعل انس .

১০৯২(১১)। আবু মুহাম্মাদ ইবনে সায়েদ (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন নামায শুরু করতেন, যখন রুকূ করতেন, রুকূ থেকে তাঁর মাথা উত্তোলন করতেন এবং যখন সিজদা করতেন তখন তাঁর হস্তদ্বয় উপরে উত্তোলন করতেন। এই হাদীস হুমায়েদ (র) থেকে আবদুল ওয়াহ্‌হাব (র) ব্যতীত অপর কেউ মারফূ‘রূপে বর্ণনা করেননি। যথার্থ কথা হলো, এটা ছিল আনাস (রা)-র ব্যক্তিগত আমল।

١٠٩٣(١٢)- حدثنا الحسين بن اسماعيل ثنا على بن شعيب ثنا سفيان بن عيينة عن عاصم بن كليب عن ابيه عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ رَاَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ اِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّى حَاذَتَا مَنْكِبَيْهِ وَحِيْنَ اَرَادَ اَنْ يَّرْكَعَ وَبَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَاْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنى عَلى فَخِذِهِ الاَيْمَنِ وَيَدَهُ الْيُسْرى عَلى فَخِذِهِ الاَيْسَرِ وَحَلَّقَ حَلْقَةً وَدَعَا هكَذَا وَاَشَارَ سُفْيَانُ بِاِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ قَالَ وَاَتَيْتُهُمْ يَعْنِىْ اَصْحَابَ رَسُوْلِ اللّهِ ﷺ فَرَاَيْتُهُمْ يَرْفَعُوْنَ اَيْدِيْهِمْ فِىْ بَرَانِسِهِمْ فِى الشِّتَاءِ .

১০৯৩(১২)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... ওয়ায়েল ইবনে হুজ্‌র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে দেখেছি যে, তিনি যখন নামায শুরু করতেন তখন তাঁর দুই হাত উপরে উত্তোলন করতেন, এমনকি তা তাঁর উভয় কাঁধ বরাবর উন্নীত হতো। তিনি যখন রুকূ করার ইচ্ছা করতেন তখনও এবং রুকূ থেকে নিজের মাথা উঠানোর পরও (তাই করতেন)। তিনি (তাশাহহুদে) তাঁর ডান ঊরুর উপর

ডান হাত এবং বাম উরুর উপর বাম হাত রাখেন। তিনি (তাশাহ্হুদ পড়ার সময় ডান হাতের আঙ্গুলসমূহ দ্বারা) বৃত্ত বানান এবং এভাবে দোয়া করেন। সুফিয়ান (র) নিজের তর্জনী দ্বারা ইশারা করেন (বুঝিয়ে দেন)। রাবী বলেন, পরে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীদের নিকট এসে তাদেরকে দেখলাম, তারা শীতকালে তাদের আলখিল্লার মধ্যে তাদের আঙ্গুল উত্তোলন করেন।

টীকা : নামাযে তাশাহ্হুদ পড়ার সময় 'আশহাদু আল-লা ইলাহা' বলার সময় ডান হাতের বৃদ্ধা আঙ্গুল ও অপর তিন আঙ্গুল বৃত্ত বানিয়ে তার উপর দিয়ে তর্জনী উত্তোলন করতে হয় এবং 'ইল্লাল্লাহু' বলার সাথে সাথে তা নিচু করে লম্বভাবে বৃত্তের উপর রাখতে হয় সালাম ফিরানোর পূর্ব পর্যন্ত। হাদীসে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে (অনুবাদক)।

١٠٩٤(١٣)- حدثنا احمد بن عبد الله الوكيل ثنا الحسن بن عرفة ثنا هشيم عن حصين وحدثنا الحسين بن اسماعيل وعثمان بن محمد بن جعفر قالا نا يوسف بن موسى نا جرير عن حصين ابن عبد الرحمن قال دخلنا على ابراهيم فحدثه عمرو بن مرة قال صلينا فى مسجد الحضرميين فحدثنى عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ رَاى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حِيْنَ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ وَاِذَا رَكَعَ وَاِذَا سَجَدَ فَقَالَ اِبْرَاهِيْمُ مَا اَرى اَبَاكَ رَاى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ الاَّ ذٰلِكَ الْيَوْمِ الْوَاحِدِ فَحَفِظَ ذٰلِكَ . وَعَبْدُ اللّٰهِ لَمْ يَحْفَظْ ذٰلِكَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ اِنَّمَا رَفْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ لَفْظُ جَرِيْرٍ .

১০৯৫(১৩)। আহ্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-ওয়াকীল (র)... আলকামা ইবনে ওয়াইল (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে দেখেছেন যে, তিনি (ﷺ) যখন নামায শুরু করতেন, যখন রুকূ করতেন এবং যখন সিজদায় যেতেন তখন তাঁর দুই হাত উপরে উত্তোলন করতেন। ইবরাহীম (র) বলেন, আমার ধারণামতে, আপনার পিতা কেবল ঐ এক দিনই রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছেন এবং এটা সংরক্ষণ করেছেন। আবদুল্লাহ (র) এটা তার থেকে সংরক্ষণ করেননি। অতঃপর ইবরাহীম (র) বলেন, তিনি (ﷺ) কেবল নামায শুরু করার সময়ই দুই হাত উপরে উত্তোলন করেছেন। মূল পাঠ জারীর (র)-এর।

١٠٩٥(١٤)- حدثنا الحسين بن اسماعيل نا يوسف بن موسى ثنا جرير عن عاصم بن كليب عن ابيه عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ رَاَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ حِيْنَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ اِلى اُذُنَيْهِ وَاِذَا رَكَعَ وَاِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ .

১০৯৫(১৪)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... ওয়াইল ইবনে হুজ্‌র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন নামায শুরু করতেন তখন তাঁর দুই হাত তাঁর দুই কান বরাবর উপরে উত্তোলন করতেন। তিনি যখন রুকূ করতেন এবং যখন 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলতেন তখনও তাঁর দুই হাত উপরে উত্তোলন করতেন।

١٠٩٦(١٥)- حدثنا ابن مبشر ثنا احمد بن سنان ح وحدثنا محمد بن جعفر بن رميس ثنا محمد بن حسان قالا نا عبد الرحمن بن مهدى ثنا شعبة يعنى عن قتادة وحدثنا عبد الله ابن عبد العزيز نا ابو كامل ثنا ابو عوانة عن قتادة عن نصر بن عاصم عَنْ مَالِكِ ابْنِ الْحُوَيْرِثِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ اِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلاَةَ وَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَّرْكَعَ وَبَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَاْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ قَالَ ابْنُ مُبَشِّرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلاَةَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَّرْكَعَ وَاِذَا رَفَعَ رَاْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ وَقَالَ اَبُوْ عَوَانَةَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ اِذَا كَبَّرَ وَاِذَا رَكَعَ وَاِذَا رَفَعَ رَاْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ فَقَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ .

১০৯৬(১৫)। ইবনে মুবাশশির (র)... মালেক ইবনুল হুওয়াইরিস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন নামায শুরু করতেন, যখন রুকূতে যাওয়ার ইচ্ছা করতেন এবং রুকূ থেকে নিজের মাথা উঠানোর পর নিজ হস্তদ্বয় উপরে উত্তোলন করতেন। ইবনে মুবাশশির (র) তার বর্ণনায় বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন নামায শুরু করতেন, যখন রুকূ করার ইচ্ছা করতেন এবং যখন রুকূ থেকে নিজের মাথা উঠাতেন তখন নিজ হস্তদ্বয় উপরে উত্তোলন করতেন। আবু আওয়ানা (র) তার বর্ণনায় বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তাকবীর (তাহরীমা) বলতেন, যখন রুকূ করতেন এবং যখন 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলে রুকূ থেকে উঠতেন তখন তার দুই হাত তাঁর কাধ বরাবর উপরে উঠাতেন।

١٠٩٧(١٦)- حدثنا دعلج بن احمد ثنا عبد الله بن شيروية ثنا اسحاق بن راهويه نا النضر بن شميل نا حماد بن سلمة عن الازرق بن قيس عن حطان بن عبد الله عَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِىِّ قَالَ هَلْ اُرِيكُمْ صَلاَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ لِلرُّكُوْعِ ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ هٰكَذَا فَاصْنَعُوْا وَلاَ يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ .

১০৯৭(১৬)। দা'লাজ ইবনে আহমাদ (র)... আবু মূসা আল-আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কি তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নামাযের পদ্ধতি দেখাবো? অতএব তিনি তাকবীর (তাহরীমা) বললেন এবং নিজের হস্তদ্বয় উপরে উত্তোলন করলেন, অতঃপর রুকূতে যাওয়ার জন্য তাকবীর বললেন এবং নিজের হস্তদ্বয় উপরে উত্তোলন করলেন, অতঃপর 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' বললেন, অতঃপর নিজের হস্তদ্বয় উপরে উত্তোলন করলেন। অতঃপর তিনি বলেন, তোমরা অনুরূপ করো। আর তিনি দুই সিজদার মাঝখানে হস্তদ্বয় উপরে উত্তোলন করেননি।

١٠٩٨(١٧)- حدثنا دعلج بن احمد نا جعفر بن احمد الشاماتى نا محمد بن حميد ثنا زيد ابن الحباب عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ بِاِسْنَادِهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ رفعه هذان عن حماد ووقفه غيرهما عنه سمعت ابا جعفر احمد بن اسحاق بن بهلول يقول واملاه علينا املاء قال كان مذهبى مذهب اهل العراق فَرَاَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِى النَّوْمِ يُصَلِّىْ فَرَاَيْتُهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِىْ اَوَّلِ تَكْبِيْرَةٍ ثُمَّ اِذَا رَكَعَ ثُمَّ اِذَا رَفَعَ رَاْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ .

১০৯৮(১৭)। দা'লাজ ইবনে আহ্মাদ (র)... হাম্মাদ ইবনে সালামা (র) থেকে তার সনদে নবী ﷺ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত। আন-নাদর ইবনে শুমাইল ও যায়েদ ইবনুল হুবাব (র) এই হাদীস হাম্মাদ (র)-এর সূত্রে মারফূরূপে বর্ণনা করেছেন এবং অপরাপর রাবী তার থেকে মাওকূফরূপে বর্ণনা করেছেন। আমি আবু জা'ফর আহ্মাদ ইবনে ইসহাক ইবনে বাহলূল (র)-কে বলতে শুনেছি, এই হাদীস তিনি আমাদেরকে লিখালেন। তিনি বলেন, ইরাকবাসীদের মাযহাবই আমার মাযহাব। আমি স্বপ্নে নবী ﷺ-কে নামায পড়তে দেখেছি। আমি তাঁকে প্রথম তাকবীরে (তাহরীমায়) তাঁর হস্তদ্বয় উপরে উত্তোলন করতে দেখেছি। অতঃপর যখন রুকূ করলেন এবং যখন রুকূ থেকে তাঁর মাথা উঠালেন (তখনও তাঁর হস্তদ্বয় উত্তোলন করেছেন)।

١٠٩٩(١٨)- حدثنا احمد بن عيسى بن السكين ثنا اسحاق بن رزيق ثنا ابراهيم بن خالد ثنا الثورى عن يزيد بن ابى زياد عن عبد الرحمان بن ابى ليلى عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا كَبَّرَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتّٰى نَرٰى اِبْهَامَيْهِ قَرِيْبًا مِّنْ اُذُنَيْهِ .

১০৯৯(১৮)। আহ্মাদ ইবনে ঈসা ইবনুস সাকান (র)... আল-বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন তাকবীর বলতেন তখন তাঁর হস্তদ্বয় উপরে উত্তোলন করতেন, এমনকি আমরা দেখতাম যে, তাঁর উভয় হাতের বৃদ্ধাঙ্গুল দু'টি তাঁর কর্ণদ্বয়ের নিকটে পৌঁছে গেছে।

١١٠٠(١٩)- حدثنا احمد بن على بن العلاء ثنا ابو الاشعث ثنا محمد بن بكر ثنا شعبة عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ اَبِىْ لَيْلٰى يَقُوْلُ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ فِىْ هٰذَا الْمَجْلِسِ يُحَدِّثُ قَوْمًا مِنْهُمْ كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ افْتَتَحَ الصَّلاَةَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِىْ اَوَّلِ تَكْبِيْرَةٍ .

১১০০(১৯)। আহ্মাদ ইবনে আলী ইবনুল আলা (র)... ইবনে আবু লায়লা (র) বলেন, আমি আল-বারাআ (রা)-কে এই মজলিসে একদল লোকের নিকট হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি, তাদের মধ্যে কা'ব ইবনে উজরা (রা)-ও ছিলেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছি যে, তিনি যখন নামায শুরু করতেন তখন প্রথম তাকবীরে (তাহরীমায়) তাঁর দুই হাত উপরে উত্তোলন করতেন।

١١٠١(٢٠)- حدثنا ابو سعيد محمد بن عبد الله بن ابراهيم بن مشكان المروزى نا عبد الله ابن محمود ثنا عبد الكريم بن عبد الله عن وهب بن زمعة عن سفيان بن عبد الملك عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ لَمْ يَثْبُتْ عِنْدِىْ حَدِيْثُ ابْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَفَعَ يَدَيْهِ اَوَّلَ مَرَّةٍ ثُمَّ لَمْ يَرْفَعْ . وَقَدْ ثَبَتَ عِنْدِىْ حَدِيْثُ مَنْ يَرْفَعُ يَدَيْهِ اِذَا رَكَعَ وَاِذَا رَفَعَ قَالَ ابن المبارك ذكره عبيد الله العمرى ومالك ومعمر وسفيان ويونس ومحمد ابن ابى حفصة عن الزهرى عن سالم عن ابيه عن النبى ﷺ .

১১০১(২০)। আবু সাঈদ মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-মারওয়াযী (র)... আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার মতে ইবনে মাসঊদ (রা)-এর নিম্নোক্ত হাদীস প্রমাণিত নয় : "রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রথমবার তাঁর দুই হাত উপরে উত্তোলন করতেন, তারপর আর উত্তোলন করতেন না।" আমার নিকট সেই ব্যক্তির হাদীস প্রমাণিত যাতে আছে : "তিনি যখন রুকূ করতেন এবং যখন রুকূ থেকে তাঁর মাথা উঠাতেন তখনও তাঁর দুই হাত উপরে উত্তোলন করতেন"। ইবনুল মুবারক (র) বলতেন, উবায়দুল্লাহ আল-উমারী, মালেক, মা'মার, সুফিয়ান, ইউনুস (র) ও মুহাম্মাদ ইবনে আবু হাফসা (র) এই হাদীস আয-যুহরী-সালেম-তার পিতা-নবী ﷺ সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

١١٠٢(٢١)- حدثنا يحى بن محمد بن صاعد نا محمد بن سليمان لوين ثنا اسماعيل بن زكريا ثنا يزيد بن ابى زياد عن عبد الرحمن بن ابى ليلى عَنِ الْبَرَاءِ اَنَّهُ رَاَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ افْتَتَحَ الصَّلاَةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى حَاذٰى بِهِمَا اُذُنَيْهِ ثُمَّ لَمْ يُعِدْ اِلٰى شَىْءٍ مِّنْ ذٰلِكَ حَتّٰى فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ .

১১০২(২১)। ইয়াহ্ইয়া ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে সায়েদ (র)... আল-বারাআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে দেখেছেন যে, তিনি যখন নামায শুরু করতেন, তখন তাঁর দুই হাত তাঁর দুই কাঁধ বরাবর উত্তোলন করতেন। তারপর নামায শেষ করা পর্যন্ত তিনি আর কোথাও হাত উপরে উঠাতেন না (আবু দাঊদ, সালাত, বাব ১১৬-১১৭, নং ৭৪৮-৭৫২)।

١١٠٣(٢٢)- حدثنا ابن صاعد نا لوين نا اسماعيل بن زكريا عن يزيد يعنى ابن ابى زياد عن عدى بن ثابت عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ مِثْلَهُ .

১১০৩(২২)। ইবনে সায়েদ (র)... আল-বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

١١٠٤(٢٣)- حدثنا محمد بن يحى بن هارون ثنا اسحاق بن شاهين ثنا خالد بن عبد الله عن يزيد بن ابى زياد عن عبد الرحمن بن ابى ليلى عَنِ الْبَرَاءِ اَنَّهُ رَاَى النَّبِىَّ ﷺ حِيْنَ

قَامَ اِلَى الصَّلوةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ قَالَ وَحَدَّثَنِيْ اَيْضًا عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ وهذا هو الصواب وانما لقن يزيد فى آخر عمره ثم لم يعد فتلقنه وكان قد اختلط .

১১০৪(২৩)। মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহ্ইয়া ইবনে হারূন (র)... আল-বারাআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ-কে দেখেছেন যে, তিনি যখন নামায শুরু করতেন তখন তাকবীর বলতেন এবং তাঁর হস্তদ্বয় উপরে উত্তোলন করতেন। অধস্তন রাবী বলেন, আদী ইবনে সাবেত (র) আল-বারাআ (রা)-নবী ﷺ সূত্রে আমার নিকট পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন এবং এটাই যথার্থ। ইয়াযীদ (র) তার শেষ বয়সে (তা) তালকীন (শিক্ষা) দিতেন। অতঃপর তিনি এর পুনরাবৃত্তি করেননি। তিনি তা তালকীন (শিক্ষা) দেন, তখন (বার্ধক্যের কারণে) তিনি তালগোল পাকিয়ে ফেলেন।

١١٠٥(٢٤)- حدثنا ابو بكر الآدمى احمد بن محمد بن اسماعيل نا عبد الله بن محمد بن ايوب المخرمى نا على بن عاصم نا محمد بن ابى ليلى عن يزيد بن ابى زياد عن عبد الرحمن بن ابى ليلى عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ قَامَ اِلَى الصَّلاَةِ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتّى سَاوى بِهِمَا اُذُنَيْهِ ثُمَّ لَمْ يُعِدْ قَالَ عَلِيٌّ فَلَمَّا قَدِمْتُ الْكُوْفَةَ قِيْلَ لِيْ اِنَّ يَزِيْدَ حَيٌّ فَاَتَيْتُهُ فَحَدَّثَنِيْ بِهذَا الْحَدِيْثِ فَقَالَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ اَبِيْ لَيْلى عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ قَامَ اِلَى الصَّلاَةِ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتّى سَاوى بِهِمَا اُذُنَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ اَخْبَرَنِيْ ابْنُ اَبِيْ لَيْلى اَنَّكَ قُلْتَ ثُمَّ لَمْ يُعِدْ قَالَ لاَ اَحْفَظُ هذَا فَعَاوَدْتُهُ فَقَالَ مَا اَحْفَظُهُ .

১১০৫(২৪)। আবু বাক্র আল-আদামী আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল (র)... আল-বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছি যে, তিনি যখন নামায শুরু করতেন তখন তাকবীর (তাহ্রীমা) বলতেন এবং তাঁর দুই হাত উত্তোলন করতেন, এমনকি তা নিজের উভয় কান বরাবর উন্নীত করতেন। অতঃপর (অন্যত্র) তিনি এর পুনরাবৃত্তি করতেন না। আলী ইবনে আসেম (র) বলেন, আমি কূফায় আগমন করলে আমাকে বলা হলো, ইয়াযীদ (র) জীবিত আছেন। অতএব আমি তার নিকট গেলাম এবং তিনি আমাকে এই হাদীস শুনালেন। তিনি বললেন, আবদুর রহমান ইবনে আবু লায়লা (র) আল-বারাআ (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে দেখেছি, তিনি যখন নামায শুরু করতেন তখন তাকবীর (তাহরীমা) বলতেন এবং নিজের হস্তদ্বয় উপরে উত্তোলন করতেন, এমনকি তা তাঁর উভয় কান বরাবর উন্নীত করতেন। আমি তাকে বললাম, আমাকে ইবনে আবু লায়লা অবহিত করেছেন যে, আপনি বলেছেন, "অতঃপর তিনি (ﷺ) তার পুনরাবৃত্তি করতেন না। তিনি বলেন, আমি এই কথাটুকু স্মৃতিতে ধারণ করে রাখতে পারিনি। আমি পুনরায় বললে তিনিও বলেন, আমি তা সংরক্ষণ করতে পারিনি।

١١٠٦(٢٥)-حدثنا ابو عثمان سعيد بن محمد بن احمد الحناط وعبد الوهاب بن عيسى بن ابى حية قالا نا اسحاق بن ابى اسرائيل نا محمد بن جابر عن حماد عن ابراهيم عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَمَعَ اَبِىْ بَكْرٍ وَمَعَ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَلَمْ يَرْفَعُوْا اَيْدِيَهُمْ اِلاَّ عِنْدَ التَّكْبِيْرَةِ الاُوْلٰى فِىْ اِفْتِتَاحِ الصَّلاَةِ . قَالَ اِسْحَاقُ بِهِ نَاْخُذُ فِى الصَّلاَةِ كُلِّهَا تفرد به محمد بن جابر وكان ضعيفًا عن حماد عن ابراهيم وغير حماد يرويه عن ابراهيم مرسلا عن عبد الله من فعله غير مرفوع الى النبى ﷺ وهو الصواب .

১১০৬(২৫)। আবু উসমান সাঈদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আহ্‌মাদ আল-হান্নাত (র)... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -এর সাথে এবং আবু বাক্‌র (রা) ও উমার (রা)-এর সাথে নামায পড়েছি এবং তাঁরা কেবল নামাযের শুরুতেই প্রথম তাকবীরেই (তাহরীমা) তাদের হস্তদ্বয় উত্তোলন করেছেন। ইসহাক (র) বলেন, আমরা সমস্ত নামাযে তদনুযায়ী আমল করি। এই হাদীস কেবল মুহাম্মাদ ইবনে জাবির (র) বর্ণনা করেছেন, তিনি হাদীসশাস্ত্রে দুর্বল এবং তিনি হাম্মাদ (র)-ইবরাহীম (র) সূত্রে বর্ণনা করেন এবং হাম্মাদ (র) ব্যতীত অন্যরা ইবরাহীম (র) থেকে এই হাদীস মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন আবদুল্লাহ (রা) থেকে নিজস্ব কর্মরূপে, নবী ﷺ পর্যন্ত উন্নীত (মারফূ‘) করা ব্যতীত, এটাই যথার্থ।

١١٠٧(٢٦)- حدثنا ابن صاعد ثنا لوين محمد بن سليمان ثنا صالح بن عمر الواسطى عن عاصم ابن كليب عن ابيه عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ لاَنْظُرَ كَيْفَ يُصَلِّىْ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَكَبَّرَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى حَاذٰى اُذُنَيْهِ فَلَمَّا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى جَعَلَهُمَا بِذٰلِكَ الْمَنْزِلِ فَلَمَّا رَفَعَ رَاْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى جَعَلَهُمَا بِذٰلِكَ الْمَنْزِلِ فَلَمَّا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ مِنْ رَاْسِهِ بِذٰلِكَ الْمَنْزِلِ .

১১০৭(২৬)। ইবনে সায়েদ (র)... ওয়াইল ইবনে হুজর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ কিভাবে নামায পড়েন তা দেখার জন্য আমি তাঁর নিকট এলাম। তিনি কিবলামুখী হলেন এবং তাকবীর (তাহ্‌রীমা) বলে নিজ হস্তদ্বয় উপরে উত্তোলন করেন, এমনকি তা তাঁর উভয় কান পর্যন্ত উন্নীত করেন। তিনি রুকূতে যেতেও নিজ হস্তদ্বয় কান বরাবর উত্তোলন করেন। অতঃপর তিনি রুকূ থেকে নিজের মাথা উঠানোর পরও নিজ হস্তদ্বয় কান বরাবর উত্তোলন করেন। অতঃপর তিনি সিজদায় তাঁর হস্তদ্বয় মাথা বরাবর (মেঝেতে) রাখেন।

١١٠٨(٢٧)- حدثنا ابن صاعد ثنا لوين ثنا ابو الاحوص عن عاصم بن كليب عن ابيه عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ اِلاَّ اَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ السُّجُوْدَ .

১১০৮(২৭)। ইবনে সায়েদ (র)... ওয়াইল ইবনে হুজ্‌র (রা) থেকে নবী ﷺ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত। তবে তিনি এই রিওয়ায়াতে সিজদার কথা উল্লেখ করেননি।

١١٠٩ (٢٨)- حدثنا ابو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ثنا عثمان بن ابى شيبة ثنا اسماعيل ابن عياش ابو عتبة عن صالح بن كيسان عن الاعرج عَنِ الاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَعَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَاذَا رَكَعَ وَاذَا رَفَعَ رَاْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ .

১১০৯(২৮)। আবুল কাসেম আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল আযীয (র)... আবু হুরায়রা (রা) ও ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তারা উভয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন নামায শুরু করতেন, যখন রুকূ করতেন এবং যখন রুকূ থেকে মাথা উঠাতেন, তখন তাঁর হস্তদ্বয় তাঁর উভয় কাঁধ বরাবর উত্তোলন করতেন।

٢٩- بَابُ دُعَاءِ الاِسْتِفْتَاحِ بَعْدَ التَّكْبِيْرِ

২৯-অনুচ্ছেদ : তাকবীর (তাহরীমা) বলার পর (নামায) শুরু করার দোয়া।

١١١٠ (١)- حدثنا على بن عبد الله بن مبشر ثنا احمد بن سنان نا يزيد بن هارون انا عبد العزيز بن عبد الله بن ابى سلمة الماجشون ثنا الماجشون بن ابى سلمة عن عبد الرحمن الاعرج عن عبيد الله ابن ابى رافع عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ كَبَّرَ ثُمَّ قَالَ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ انَّ صَلاَتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ لا شَرِيْكَ لَهُ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْمَلِكُ لاَ الٰهَ الاَّ اَنْتَ اَنْتَ رَبِّىْ وَاَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِىْ فَاغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ جَمِيْعًا انَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ الاَّ اَنْتَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِىْ يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ الَيْكَ اَنَا بِكَ وَالَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ الَيْكَ . وَاذَا رَكَعَ قَالَ اَللّٰهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَلَكَ اَسْلَمْتُ خَشَعَ لَكَ سَمْعِىْ وَبَصَرِىْ وَمُخِّىْ وَعِظَامِىْ وَعَصَبِىْ . وَاذَا رَفَعَ رَاْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الاَرْضِيْنَ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَىْءٍ بَعْدُ . فَاِذَا سَجَدَ قَالَ اَللّٰهُمَّ

لَكَ سَجَدْتُّ وَبِكَ امَنْتُ وَلَكَ اَسْلَمْتُ سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ فَاَحْسَنَ صُوْرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ . وَاِذَا سَلَّمَ مِنَ الصَّلاَةِ قَالَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ وَمَا اَسْرَفْتُ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ مِنِّيْ اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَاَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ .

১১১০(১)। আলী ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুবাশশির (র)... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামায শুরু করতেন তখন তাকবীর (তাহরীমা) বলতেন, অতঃপর বলতেন : “ওয়াজ্‌জাহ্‌তু ওয়াজহিয়া লিল্লাযী ফাতারাস সামাওয়াতি ওয়াল-আরদা হানীফাও ওয়ামা আনা মিনাল মুশরিকীন। ইন্না সালাতী ওয়া নুসুকী ওয়া মাহ্‌ইয়াইয়া ওয়া মামাতী লিল্লাহি রব্বিল আলামীন। লা শারীকা লাহু ওয়া বিযালিকা উমিরতু ওয়া আনা আওয়ালুল মুসলিমীন। আল্লাহুম্মা আনতাল মালিকু লা ইলাহা ইল্লা আনতা। আনতা রব্বী ওয়া আনা আবদুকা যলামতু নাফসী ওয়া ই'তারাফতু বিযামবী ফাগফির লী যুনূবী জামীআ। ইন্নাহু লা ইয়াগফিরুয যুনূবা ইল্লা আনতা। লাব্বাইকা ওয়া সা'দাইকা ওয়াল খাইরু কুল্লুহু ফী ইয়াদাইকা। ওয়াশ-শাররু লাইসা ইলাইকা। আনা বিকা ওয়া ইলাইকা তাবারাকতা ওয়া তাআলাইতা আসতাগফিরুকা ওয়া আতূবু ইলাইকা”।

অর্থ : “আমার মুখমণ্ডল সেই সত্তার দিকে ফিরালাম যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। নিশ্চয়ই আমার নামায, আমার কোরবানী, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু বিশ্বপ্রভুর জন্য যাঁর কোন অংশীদার নেই। আমাকে এটিরই নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং আমি প্রথম মুসলমান। হে আল্লাহ! তুমিই মালিক, তুমি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, তুমি আমার প্রতিপালক। আমি নিজের উপর যুলুম করেছি এবং আমি আমার অপরাধ স্বীকার করছি। সুতরাং তুমি আমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে দাও। তুমি ব্যতীত অপরাধ ক্ষমাকারী কেউ নেই। আমি তোমার সামনে উপস্থিত। সমস্ত কল্যাণ তোমার হাতে এবং কোন অনিষ্ট তোমার কাছে নেই। আমি তোমার সাহায্য চাই এবং তোমার নিকট ফিরে যাবো। তুমি বরকতময় এবং তুমি মর্যাদাসম্পন্ন। আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তোমার নিকট তাওবা করছি”।

তিনি যখন রুকূ করতেন তখন বলতেন : “আল্লাহুম্মা লাকা রাকা'তু ওয়া বিকা আমানতু ওয়া লাকা আস্‌লামতু খাশাআ লাকা সামঈ ওয়া বাসারী ওয়া মুখ্‌খী ওয়া ইজামী ওয়া আসাবী”। অর্থ : “হে আল্লাহ! আমি তোমার জন্য রুকূ করেছি, তোমার উপর ঈমান এনেছি এবং তোমার কাছে আত্মসমর্পণ করেছি। তোমার জন্য আমার কান, আমার চোখ, আমার মগজ, আমার হাড়, আমার শিরা-উপশিরা বিনয়াবনত”।

তিনি যখন রুকূ থেকে মাথা উঠাতেন তখন বলতেন : “সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ রব্বানা ওয়া লাকাল হাম্‌দ মিলআস-সামাওয়াতি ওয়া মিলআল-আরদীনা ওয়ামা বাইনাহুমা ওয়া মিলআ মা শি'তা মিন শায়ইন বা'দু”। অর্থ : “যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রশংসা করে তিনি তা শোনেন। আমাদের প্রতিপালক! আপনার জন্য যাবতীয় প্রশংসা—আকাশসমূহ এবং যমীনসমূহ এবং আকাশ ও যমীনের মধ্যে খালি জায়গাসমূহ পরিমাণ এবং এরপর যা আপনি ইচ্ছা করেন সেই পরিমাণ”।

তিনি সিজদায় বলতেন : "আল্লাহুম্মা লাকা সাজাত্তু ওয়া বিকা আমানতু ওয়া লাকা আসলামতু। সাজাদা ওয়াজহিয়া লিল্লাযী খালাকাহু ওয়া সাওয়ারাহু ফাআহসানা সুওয়ারাহু ওয়া শাক্কা সাম্‌আহু ওয়া বাসারাহু। তাবারাকাল্লাহু আহসানুল খালিকীন"। অর্থ : "হে আল্লাহ! আমি আপনার জন্য সিজদা করেছি, আপনার উপর ঈমান এনেছি এবং আপনার নিকট আত্মসমর্পণ করেছি, যিনি আমার মুখমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে উত্তম আকৃতি দান করেছেন, তাকে শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি দান করেছেন, আমার মুখমণ্ডল তাকে সিজদা করছে। আল্লাহ কতো বরকতময় উত্তম স্রষ্টা"!

তিনি নামাযের সালাম ফিরানোর পর বলতেন : "আল্লাহুম্মাগাফির লী মা কাদ্দামতু ওয়ামা আখ্‌খারতু ওয়ামা আসরারতু ওয়ামা আ'লানতু ওয়ামা আসরাফতু ওয়ামা আনতা আ'লামু বিহী মিন্নী। আনতাল মুকাদ্দিমু ওয়া আনতাল মুআখখিরু লা ইলাহা ইল্লা আনতা"। অর্থ : "হে আল্লাহ! আপনি আমার পূর্বাপর, গোপনে ও প্রকাশ্যে কৃত গুনাহ, আমার বাড়াবাড়ি এবং আপনি আমার যে গুনাহ সম্পর্কে আমার চেয়ে অধিক জ্ঞাত তা ক্ষমা করে দিন। আপনিই প্রথম এবং আপনিই শেষ। আপনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই"।

١١١١(٢)- وحدثنا ابو بكر النيسابوری ثنا يوسف بن سعيد ثنا حجاج عن ابن جريج اخبرنی موسی بن عقبة عن عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن الاعرج عن عبيد الله ابن ابی رافع عَنْ عَلِیِّ بْنِ اَبِیْ طَالِبٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اذَا ابْتَدَءَ الصَّلاَةَ الْمَكْتُوْبَةَ قَالَ وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِیْ فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالاَرْضَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ اِنَّ صَلاَتِیْ وَنُسُكِیْ وَمَحْيَایَ وَمَمَاتِیْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ اَنْتَ رَبِّیْ وَاَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِیْ فَاغْفِرْ لِیْ ذُنُوْبِیْ جَمِيْعًا لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اَنْتَ وَاهْدِنِیْ لاَحْسَنِ الاَخْلاَقِ لاَ يَهْدِيْنِیْ لاَحْسَنِهَا اِلاَّ اَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّیْ سَيِّئَهَا لاَ يَصْرِفُ عَنِّیْ سَيِّئَهَا اِلاَّ اَنْتَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ وَالْمَهْدِیُّ مَنْ هَدَيْتَ وَاَنَا بِكَ وَاِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ قَالَ وَكَانَ النَّبِیُّ ﷺ اِذَا سَجَدَ فِی الصَّلاَةِ الْمَكْتُوْبَةِ ثُمَّ ذَكَرَ بَاقِیَ الْحَدِيْثِ .

১১১১(২)। আবু বাক্‌র আন-নায়সাপুরী (র)... আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরয নামায পড়া আরম্ভ করে বলতেন : "ওয়াজজাহ্‌তু ওয়াজহিয়া লিল্লাযী ফাতারাস-সামাওয়াতি ওয়াল-আরদা হানীফাম-মুসলিমান ওয়ামা আনা মিনাল মুশরিকীন। ইন্না সালাতী ওয়া নুসুকী ওয়া মাহ্‌য়াইয়া ওয়া মামাতী লিল্লাহি রব্বিল আলামীন। লা শারীকা লাহু ওয়া বিযালিকা উমিরতু ওয়া আনা মিনাল মুসলিমীন। আল্লাহুম্মা লাকাল হামদু লা ইলাহা ইল্লা আনতা। সুবহানাকা ওয়া বিহামদিকা আনতা রব্বী ওয়া আনা আবদুকা। যলামতু নাফসী ওয়া ই'তারাফতু বিযামবী ফাগফির লী যুনূবী জামীআ। লা ইয়াগফিরুয-যুনূবা

ইল্লা আনতা। ওয়াহ্দিনী লি-আহসানিল আখলাকি। লা ইয়াহ্দীনী লি-আহসানিহা ইল্লা আনতা। ওয়াসরিফ আন্নী সায়্যিআহা লা ইয়াসরিফু আন্নী সায়্যিআহা ইল্লা আনতা। লাব্বাইকা ওয়া সা'দাইকা, ওয়াল-খায়রু বি-ইয়াদাইকা ওয়াল মাহদিয়্যু মান হাদাইতা। ওয়া আনা বিকা ওয়া ইলাইকা, তাবারাকতা ওয়া তা'আলাইতা। আসতাগফিরুকা ওয়া আতূবু ইলাইকা"। রাবী বলেন, নবী ﷺ যখন ফরয নামাযের সিজদা করতেন... অতঃপর রাবী অবশিষ্ট হাদীস বর্ণনা করেন।

١١١٢(٣)- حدثنا ابو بكر النيسابورى ثنا محمد بن اسحاق حدثنا سلم البغدادى ثنا ابو حيوة ح وحدثنا احمد بن محمد بن زياد القطان ثنا عبد الكريم بن الهيثم ثنا يزيد بن عبد ربه ثنا شريح بن يزيد ابو حيوة عن شعيب بن ابى حمزة عن محمد بن المنكدر عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلاَةَ قَالَ اِنَّ صَلاَتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَبِذلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ اَللّٰهُمَّ اهْدِنِىْ لاَحْسَنِ الاَخْلاَقِ وَاَحْسَنِ الاَعْمَالِ لاَ يَهْدِىْ لاَحْسَنِهَا الاَّ اَنْتَ وَقِنِىْ سَيِّءَ الاَخْلاَقِ وَالاَعْمَالِ لاَ يَقِىْ سَيِّئَهَا الاَّ اَنْتَ قَالَ شُعَيْبٌ قَالَ لِىْ محمد بن المنكدر وغيره من فقهاء اهل المدينة اِنْ قُلْتَ اَنْتَ هذَا الْقَوْلَ فَقُلْ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ واللفظ لعبد الكريم .

১১১২(৩)। আবু বাক্‌র আন-নায়সাপুরী (র)... জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন নামায পড়া শুরু করতেন তখন বলতেন : "ইন্না সালাতী ওয়া নুসুকী ওয়া মাহয়াইয়া ওয়া মামাতী লিল্লাহি রব্বিল আলামীন, লা শারীকা লাহু ওয়াবিযালিকা উমিরতু ওয়া আনা আওয়ালুল মুসলিমীন। আল্লাহুম্মা ইহদিনী লিআহ্‌সানিল আখলাকি ওয়া আহসানিল আমালে লা ইয়াহ্দী লি-আহসানিহা ইল্লা আনতা। ওয়াকিনী সায়্যিয়াল আখলাকি ওয়াল আমালি লা ইয়াকী সায়্যিআহা ইল্লা আনতা"। অর্থ : "নিশ্চয়ই আমার নামায, আমার কোরবানী, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহ্‌র জন্য, যাঁর কোন অংশীদার নেই। আমাকে এটারই নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং আমি প্রথম মুসলমান। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে উত্তম চরিত্র ও উত্তম কাজের পথনির্দেশ দান করুন। আপনি ব্যতীত অন্য কেউ উত্তম কাজের পথনির্দেশ দিতে পারে না। আপনি আমাকে কদর্য চরিত্র ও কদর্য কাজ থেকে হেফাজত করুন। আপনি ব্যতীত অন্য কেউ কদর্য কাজ ও কদর্য চরিত্র থেকে হেফাজত করতে পারে না"।

শুআইব (র) বলেন, মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির (র) প্রমুখ মদীনার ফকীহগণ আমাকে বলেছেন, যদি তুমি এই কথাগুলো বলো তবে আরো বলো, "ওয়া মিনাল মুসলিমীন" (আমি মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত)। মূল পাঠ আবদুল করীম (র)-এর।

١١١٣(٤)- حدثنا ابو اسحاق اسماعيل بن يونس بن ياسين ثنا اسحاق بن ابى اسرائيل ثنا جعفر بن سليمان الضبعى ثنا على بن على الرفاعى قال اسحاق وكان يشبه بالنبى

عن ابى المتوكل عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اذا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ اِسْتَفْتَحَ صَلاَتَهُ فَكَبَّرَ قَالَ سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ رَبَّنَا وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلاَ اِلٰهَ غَيْرُكَ ثَلاَثًا اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْثِهِ وَنَفْخِهِ قَالَ ثُمَّ يَقْرَأُ .

১১১৩(৪)। আবু ইসহাক ইসমাঈল ইবনে ইউনুস ইবনে ইয়াসীন (র)... আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে ঘুম থেকে উঠে তাকবীর ধ্বনি করে নামায পড়া আরম্ভ করে তিনবার বলতেন : "সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা রব্বানা ওয়া তাবারাকাসমুকা ওয়া তাআলা জাদ্‌দুকা ওয়া লা ইলাহা গাইরুকা"। "আঊযু বিল্লাহিস সামিয়ীল আলীম মিনাশ শাইতানির রাজীম মিন হামযিহি ওয়া নাফ্‌ছিহি ওয়া নাফ্‌খিহি"। "হে আল্লাহ! আপনি পবিত্র এবং সমস্ত প্রশংসা আপনার। আপনি আমাদের রব, আপনার নাম রবকতময়, আপনার মর্যাদা উচ্চ এবং আপনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই। আমি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞাতা আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি অভিশপ্ত শয়তান থেকে তার প্ররোচনা, ফুতকার ও ছোবল থেকে"। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি কিরাআত পড়তেন।

١١١٤(٥)- حدثنا محمد بن يحى بن مرداس ثنا ابو داود ثنا الحسين بن عيسى ثنا طلق ابن غنام ثنا عبد السلام بن حرب الملائى عن بديل بن ميسرة عن ابى الجوزاء عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اذا اسْتَفْتَحَ الصَّلاَةَ قَالَ سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلاَ اِلٰهَ غَيْرُكَ . قال ابو داود لم يروه عن عبد السلام غير طلق بن غنام وليس هذا الحديث بالقوى .

১১১৪(৫)। মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে মিরদাস (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়া শুরু করে বলতেন : "সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারাকাসমুকা ওয়া তাআলা জাদ্‌দুকা ওয়া লা ইলাহা গাইরুকা"। "হে আল্লাহ! তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি তোমার প্রশংসা সহকারে, তোমার নাম বরকতপূর্ণ, তোমার মহিমা অতি উচ্চ এবং তুমি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই"। আবু দাউদ (র) বলেন, এই হাদীস তালক ইবনে গান্নাম (র) ব্যতীত অন্য কেউ আবদুস সালাম (র) থেকে বর্ণনা করেননি। হাদীসটি তেমন শক্তিশালী নয়।

١١١٥٠(٦)- حدثنا عثمان بن جعفر بن محمد الاحول حدثنا محمد بن نصر المروزى ابو عبد الله ثنا عبد الله بن شبيب حدثنى اسحاق بن محمد عن عبد الرحمن بن عمر بن شيبة عن ابيه عن نافع عن ابن عمر عَنْ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اذا كَبَّرَ لِلصَّلاَةِ قَالَ سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلاَ اِلٰهَ غَيْرُكَ . وَاِذَا تَعَوَّذَ قَالَ اَعُوْذُ

بِاللّٰهِ مِنْ هَمَزَةِ الشَّيْطَانِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ . رفعه هذا الشيخ عن ابيه عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن النبى ﷺ والمحفوظ عن عمر من قوله كذلك رواه ابراهيم عن علقمة والاسود عن عمر وكذلك رواه يحى بن ايوب عن عمر بن شيبة عن نافع عن ابن عمر عن عمر من قوله وهو الصواب .

১১১৫(৬)। উসমান ইবনে জাফর ইবনে মুহাম্মাদ আল-আহওয়াল (র)... উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাযের (প্রথম) তাকবীর উচ্চারণ করার পর বলতেন : "সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারাকাসমুকা ওয়া তাআলা জাদ্দুকা ওয়া লা ইলাহা গাইরুকা"। তিনি আশ্রয় প্রার্থনা করে বলতেন : "আঊযু বিল্লাহি মিন হামাযাতিশ শাইতানি ওয়া নাফ্খিহি ওয়া নাফছিহি"। এই শায়খ হাদীসটি তার পিতা- নাফে' (র)-ইবনে উমার (রা)-উমার (রা)-নবী ﷺ সূত্রে মারফূরূপে বর্ণনা করেছেন। সংরক্ষিত কথা হলো, এটি উমার (রা)-র নিজস্ব উক্তি। একইভাবে এই হাদীস ইবরাহীম (র) আলকামা ও আল-আসওয়াদ-উমার (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। একইভাবে এই হাদীস ইয়াহ্ইয়া ইবনে আইয়ূব (র) উমার ইবনে শায়বা-নাফে' (র)-ইবনে উমার (রা)-উমার (রা) সূত্রে তার উক্তিরূপে বর্ণনা করেছেন এবং এটাই যথার্থ।

١١١٦(٧)- حدثنا ابو بكر النيسابورى نا احمد بن منصور نا ابن ابى مريم نا يحى بن ايوب حدثنى عمر بن شيبة عن نافع عن ابن عمر عَنْ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ اِذَا كَبَّرَ لِلصَّلاَةِ قَالَ سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلاَ اِلٰهَ غَيْرُكَ هذا صحيح عن عمر قوله .

১১১৬(৭)। আবু বাক্র আন-নায়সাপুরী (র)... উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নামাযের তাকবীর (তাহরীমা) বলার পর বলতেন, "সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়াতাবারাকাস্মুকা ওয়াতাআলা জাদ্দুকা ওয়া লা ইলাহা গাইরুকা"। এই হাদীস উমার (রা) সূত্রে তার বক্তব্য হিসেবে সহীহ।

١١١٧(٨)- حدثنا محمد بن عبد الله بن غيلان ثنا الحسين بن الجنيد ثنا ابو معاوية ثنا الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عَنْ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ اِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلاَةَ قَالَ سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلاَ اِلٰهَ غَيْرُكَ .

১১১৭(৮)। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে গাইলান (র)... উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নামায পড়া শুরু করে বলতেন, "সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারাকাসমুকা ওয়া তাআলা জাদ্দুকা ওয়া লা ইলাহা গাইরুকা"।

١١١٨(٩)- حدثنا احمد بن عبد الله الوكيل ثنا الحسن بن عرفة ثنا هشيم عن عبد الله بن عون عن ابراهيم عَنْ عَلْقَمَةَ اَنَّهُ انْطَلَقَ الى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ فَرَاَيْتُهُ قَالَ حِيْنَ افْتَتَحَ الصَّلاَةَ سُبْحَانَكَ اَللّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالى جَدُّكَ وَلاَ الهَ غَيْرُكَ .

১১১৮(৯)। আহ্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-ওয়াকীল (র)... আলকামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি উমার ইবনুল খাত্তাব (র)-র নিকট গেলেন। তিনি বলেন, আমি তাকে দেখলাম যে, তিনি নামায পড়া শুরু করে বললেন, "সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারাকাসমুকা, ওয়া তাআলা জাদ্দুকা ওয়া লা ইলাহা গাইরুকা"।

١١١٩(١٠)- حدثنا احمد ثنا الحسن ثنا هشيم عن حصين عن ابى وائل عَنِ الاَسْوَدِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ رَاَيْتُ عُمَرَ بْنُ الْخَطَّابِ حِيْنَ افْتَتَحَ الصَّلاَةَ كَبَّرَ ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَكَ اَللّهُمَّ مِثْلَهُ .

১১১৯(১০)। আহ্মাদ (র)... আল-আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে দেখেছি যে, তিনি নামায পড়া শুরু করতে প্রথমে তাকবীর ধ্বনি উচ্চারণ করলেন, অতঃপর বললেন, সুবহানাকা আল্লাহুম্মা... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

١١٢٠(١١)- اخبرنا محمد بن نوح ثنا هارون بن اسحاق ثنا ابن فضيل عَنْ حُصَيْنٍ بهذَا وَزَادَ ثُمَّ يَتَعَوَّذُ .

১১২০(১১)। মুহাম্মাদ ইবনে নূহ (র)... হুসাইন (র) থেকে এই সূত্রে বর্ণিত। তাতে আরো আছে, অতঃপর তিনি আশ্রয় প্রার্থনা করেন।

١١٢١(١٢)- نا ابو محمد بن صاعد نا الحسين بن على بن الاسود العجلى ثنا محمد بن الصلت حدثنا ابو خالد الاحمر عن حميد عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّه ﷺ اذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ كَبَّرَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّى يُحَاذِيْ ابْهَامَيْهِ اُذُنَيْهِ ثُمَّ يَقُوْلُ سُبْحَانَكَ اَللّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالى جَدُّكَ وَلاَ الهَ غَيْرُكَ .

১১২১(১২)। আবু মুহাম্মাদ ইবনে সায়েদ (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামায পড়া শুরু করতেন তখন তাকবীর বলতেন, অতঃপর নিজের দুই হাত উপরে উত্তোলন করতেন, এমনকি তাঁর উভয় হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলদ্বয় তার কান বরাবর উন্নীত করতেন, অতঃপর বলতেন : ""সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারাকাসমুকা ওয়া তাআলা জাদ্দুকা ওয়া লা ইলাহা গাইরুকা"।

١١٢٢(١٣)- حدثنا ابن صاعد ثنا يوسف بن موسى ثنا ابو معاوية ح وحدثنا ابن غيلان ثنا الحسين بن الجنيد ثنا محمد بن حازم ح وحدثنا احمد بن عبد الله بن محمد

الوكيل ثنا الحسن بن عرفة ثنا ابو معاوية الضرير عن حارثة بن ابى الرجال عن عمرة عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ قَالَ سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلاَ اِلٰهَ غَيْرُكَ .

১১২২(১৩)। ইবনে সায়েদ (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ যখন নামায পড়া শুরু করতেন তখন বলতেন : "সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারাকাসমুকা ওয়া তাআলা জাদ্দুকা ওয়া লা ইলাহা গাইরুকা"।

١١٢٣(١٤)- حدثنا محمد بن عمرو بن بالبختری ثنا سعدان بن نصر ثنا ابو معاوية عَنْ حَارِثَةَ ابْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ وَزَادَ فِيْهِ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ يَقُوْلُ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ .

১১২৩(১৪)। মুহাম্মাদ ইবনে আমর ইবনুল বাখতারী (র)... হারিছা ইবনে মুহাম্মাদ (র) থেকে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত। তাতে আরো আছে, তিনি তাঁর দুই হাত তাঁর দুই কাঁধ বরাবর উত্তোলন করতেন। অতঃপর তিনি বলতেন : "সুবহানাকা আল্লাহুম্মা... "।

١١٢٤(١٥)- حدثنا محمد بن اسماعيل الفارسى وعثمان بن احمد الدقاق قالا نا يحى بن ابى طالب ثنا عبد الوهاب انا سعيد عن ابى معشر عن ابراهيم عَنْ عَلْقَمَةَ وَالاَسْوَدِ اَنَّ عُمَرَ (رض) لَمَّا كَبَّرَ قَالَ سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلاَ اِلٰهَ غَيْرُكَ يَسْمَعُ ذٰلِكَ مَنْ يَّلِيْهِ .

১১২৪(১৫)। মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল আল-ফারিসী (র)... আলকামা ও আল-আসওয়াদ (র) থেকে বর্ণিত। উমার (রা) তাকবীর (তাহরীমা) বলার পর বলতেন, "সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারাকাসমুকা ওয়া তাআলা জাদ্দুকা ওয়া লা ইলাহা গাইরুকা"। তার নিকটস্থ ব্যক্তি তা শুনতে পেতেন।

١١٢٥(١٦)- حدثنا يحى بن صاعد ثنا يوسف بن موسى وغيره واللفظ ليوسف ح وحدثنا ابو بكر النيسابورى ثنا ابو الازهر قالا ثنا سهل بن عامر ابو عامر البجلى ثنا مالك بن مغول عَنْ عَطَاءٍ قَالَ دَخَلْتُ اَنَا وَعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ عَلٰى عَائِشَةَ فَسَاَلْتُهَا عَنْ اِفْتِتَاحِ النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَتْ كَانَ اِذَا كَبَّرَ قَالَ سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلاَ اِلٰهَ غَيْرُكَ .

১১২৫(১৬)। ইয়াহ্ইয়া ইবনে সায়েদ (র)... আতা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও উবায়েদ ইবনে উমায়ের (র) আয়েশা (রা)-এর বাড়িতে প্রবেশ করলাম। তার নিকট নবী ﷺ-এর নামায পড়া

শুরু করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, তিনি তাকবীর বলার পর "সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারাকাসমুকা ওয়া তাআলা জাদ্দুকা ওয়া লা ইলাহা গাইরুকা" বলতেন।

١١٢٦(١٧)- حدثنا محمد بن نوح الجنديسابورى ثنا هارون بن اسحاق ثنا ابن فضيل وحفص ابن غياث عن الاعمش عن ابراهيم عَنِ الاَسْوَدِ قَالَ كَانَ عُمَرُ اِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ قَالَ سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالى جَدُّكَ وَلاَ اِلٰهَ غَيْرُكَ يُسْمِعُنَا ذٰلِكَ وَيُعَلِّمُنَا .

১১২৬(১৭)। মুহাম্মাদ ইবনে নূহ আল-জুনদীসাপুরী (র)... আল-আসওয়াদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার (রা) নামায পড়া শুরু করে বলতেন, "সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারাকাসমুকা ওয়া তাআলা জাদ্দুকা ওয়া লা ইলাহা গাইরুকা"। তিনি তা আমাদেরকে শুনিয়ে পড়তেন এবং শিক্ষা দিতেন।

١١٢٧(١٨)- حدثنا يعقوب بن ابراهيم البزاز ثنا الحسن بن عرفة ثنا ابو بكر بن عياش عن عاصم عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ قَالَ كَانَ عُثْمَانُ اِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ يَقُوْلُ سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالى جَدُّكَ وَلاَ اِلٰهَ غَيْرُكَ يُسْمِعُنَا ذٰلِكَ .

১১২৭(১৮)। ইয়া'কূব ইবনে ইবরাহীম আল-বায্যায (র)... আবু ওয়াইল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উসমান (রা) নামায পড়া শুরু করে বলতেন, "সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারাকাসমুকা ওয়া তাআলা জাদ্দুকা ওয়া লা ইলাহা গাইরুকা"। তিনি তা আমাদেরকে শুনিয়ে পড়তেন।

٣٠-بَابُ وُجُوْبِ قِرَاءَةِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ فِى الصَّلاَةِ وَالْجَهْرِ بِهَا وَاخْتِلاَفِ الرِّوَايَاتِ فِىْ ذٰلِكَ

৩০-অনুচ্ছেদ : নামাযে উচ্চস্বরে বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম পড়া ওয়াজিব এবং এ সম্পর্কে হাদীসসমূহের বিভিন্নতা।

١١٢٨(١)- حدثنا ابو اسحاق ابراهيم بن حماد بن اسحاق حدثنى اخى محمد بن حماد بن اسحاق ثنا سليمان بن عبد العزيز بن ابى ثابت ثنا عبد الله بن موسى بن عبد الله بن حسن عن ابيه عن جده عبد الله بن الحسن بن الحسن عن ابيه عن الحسن بن على عَنْ عَلِىِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ (رض) قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَقْرَأُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ فِىْ صَلاَتِه .

১১২৮(১)। আবু ইসহাক ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (র)... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নামাযে বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম পড়তেন।

١١٢٩(٢)- حدثنا احمد بن محمد بن سعيد ثنا يحى بن زكريا بن شيبان نا محفوظ بن نصر ثنا عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن على بن ابى طالب قال حدثنى ابى عن ابيه عن جده عَنْ عَلِيٍّ (رض) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَجْهَرُ بِبِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ فِي السُّوْرَتَيْنِ جَمِيْعًا .

১১২৯(২)। আহ্‌মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে সাঈদ (র)... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (নামাযে) উভয় সূরায় সশব্দে বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম পড়তেন।

١١٣٠(٣)- ثنا ابو الحسن على بن دليل الاخبارى ثنا احمد بن الحسن المقرئ ثنا محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد حدثنى عم ابى الحسين بن موسى حدثنى ابى موسى بن جعفر عن ابيه جعفر بن محمد عن ابيه محمد عن ابيه على بن الحسين عن ابيه الحسين عن ابيه عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ كَيْفَ تَقْرَأُ اِذْ قُمْتَ اِلَى الصَّلاَةِ قُلْتُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ فَقَالَ قُلْ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ .

১১৩০(৩)। আবুল হাসান আলী ইবনে দালীল আল-আখবারী (র)... আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন : তুমি যখন নামায পড়ো তখন কিভাবে কিরাআত পড়ো? আমি বললাম, আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন। তিনি বললেন : তুমি বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীমও বলো।

١١٣١(٤)- حدثنا ابو القاسم عبد الله بن احمد بن ثابت البزاز ثنا القاسم بن الحسن الزبيدى ثنا اسيد بن زيد ثنا عمرو بن شمر عن جابر عن ابى الطفيل عَنْ عَلِيٍّ (رض) وَعَمَّارٍ (رض) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَجْهَرُ فِي الْمَكْتُوْبَاتِ بِبِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ .

১১৩১(৪)। আবুল কাসেম আবদুল্লাহ ইবনে আহ্‌মাদ ইবনে সাবিত আল-বাযযায (র)... আলী ও আম্মার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরয নামাযে সশব্দে বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম পড়তেন।

١١٣٢(٥)- وحدثنا احمد بن محمد بن سعيد ثنا جعفر بن على بن نجيح ثنا ابراهيم بن الحكم بن ظهير ثنا محمد بن حسان السلمى ح وحدثنا ابو سهل بن زياد نا محمد بن عثمان العبسى ثنا يحى ابن حسن بن فرات نا ابراهيم بن الحكم بن ظهير ثنا محمد بن

Contents

حسان العبدی عن جابر عَنْ اَبِی الطُّفَيْلِ قَالَ سَمِعْتُ عَلِیَّ بْنَ اَبِیْ طَالِبٍ وَعَمَّارًا يَقُوْلاَنِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَجْهَرُ بِبِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ .

১১৩২(৫)। আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে সাঈদ (র)... আবুত তুফাইল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আলী ইবনে আবু তালিব ও আম্মার (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ (নামাযে) সশব্দে বিসমিল্লাহ পড়তেন।

١١٣٣(٦)- وحدثنا الحسين بن اسماعيل ثنا محمد بن ابراهيم بن عبد الحميد الحلوانى ثنا ابو الصلت الهروى ثنا عباد بن العوام ثنا شريك عن سالم عن سعيد بن جبير عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِیُّ ﷺ يَجْهَرُ فِی الصَّلاَةِ بِبِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ .

১১৩৩(৬)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ নামাযে সশব্দে তাসমিয়া পড়তেন।

١١٣٤(٧)- حدثنا ابو عبد الله عبيد الله بن عبد الصمد بن المهتدى بالله وابو هريرة محمد بن على ابن حمزة الانطاكى وابو جعفر محمد بن الحسين بن سعيد الهمدانى وابو عبد الله محمد بن على ابن اسماعيل الابلى قالوا حدثنا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْىَ بْنِ حَمْزَةَ ثَنَا اَبِیْ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ صَلّٰى بِنَا اَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمَهْدِیُّ الْمَغْرِبَ فَجَهَرَ بِبِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ قَالَ فَقُلْتُ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ مَا هٰذَا فَقَالَ حَدَّثَنِیْ اَبِیْ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِیَّ ﷺ جَهَرَ بِبِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ قَالَ قُلْتُ نُؤْثِرُهُ عَنْكَ قَالَ نَعَمْ .

১১৩৪(৭)। আবু আবদুল্লাহ উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুস সামাদ ইবনুল মুহতাদী (র)... আহ্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহ্ইয়া ইবনে হামযা (র) থেকে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমীরুল মুমিনীন আল-মাহদী আমাদের মাগরিবের নামায পড়ালেন এবং সশব্দে 'বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম' পড়লেন। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আমীরুল মুমিনীন! এটা কি? তিনি বলেন, আমার নিকট আমার পিতা পর্যায়ক্রমে তার পিতা-তার দাদা-ইবনে আব্বাস (রা) সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ (নামাযে) সশব্দে 'বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম' পড়েছেন। রাবী বলেন, আমি বললাম, আমরা কি আপনার বরাতে এটা বর্ণনা করবো? তিনি বলেন, হাঁ।

١١٣٥(٨)- حدثنا ابو الحسن على بن عبد الله بن مبشر ثنا ابو الاشعث احمد بن المقدام ثنا معتمر ابن سليمان ثنا اسماعيل بن حماد بن ابى سليمان عن ابى خالد عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَفْتَتِحُ الصَّلاَةَ بِبِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ .

১১৩৫(৮)। আবুল হাসান আলী ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুবাশশির (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিসমিল্লাহ দ্বারা নামায শুরু করতেন।

١١٣٦(٩)- حدثنا ابو بكر عبد الله بن محمد بن ابى سعيد البزاز ثنا جعفر بن عنبسة بن عمرو الكوفى ثنا عمر بن حفص المكى عن ابن جريج عن عطاء عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ لَمْ يَزَلْ يَجْهَرُ فِى السُّوْرَتَيْنِ بِبِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ حَتّٰى قُبِضَ .

১১৩৬(৯)। আবু বাক্‌র আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবু সাঈদ আল-বায্‌যায (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ আমৃত্যু উভয় সূরায় সশব্দে বিসমিল্লাহ পড়েছেন।

١١٣٧(١٠)- حدثنا احمد بن محمد بن سعيد ثنا احمد بن رشد بن خثيم الهلالى ثنا عمى سعيد بن خثيم نا حنظلة بن ابى سفيان عن سالم عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ يَجْهَرُ بِبِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَذَكَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَجْهَرُ بِهَا .

১১৩৭(১০)। আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে সাঈদ (র)...ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি (নামাযে) সশব্দে তাসমিয়া পড়তেন। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তা সশব্দে পড়তেন।

١١٣٨(١١)- وحدثنا ابو بكر النيسابورى ثنا اسماعيل بن اسحاق وحدثنا احمد بن اسحاق ابن وهب واحمد بن محمد بن زياد قالا نا احمد بن يحى الحلوانى قالا نا عثمان بن يعقوب ح وحدثنا محمد بن مخلد نا حمزة بن العباس المروزى ثنا عتيق بن يعقوب ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر عن ابيه وعمه عبيد الله عن نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ يَبْدَأُ بِبِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَقَالَ النَّيْسَابُوْرِىْ يَقْرَأُ .

১১৩৮(১১)। আবু বাকর আন-নায়সাপুরী (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ নামায পড়া শুরু করে প্রথমে 'বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম' পড়তেন।

١١٣٩(١٢)- حدثنا عمر بن الحسن بن على الشيبانى انا جعفر بن محمد بن مروان ثنا ابو الطاهر احمد بن عيسى ثنا ابن ابى فديك عن ابن ابى ذئب عن نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِىِّ ﷺ وَاَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ فَكَانُوْا يَجْهَرُوْنَ بِبِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ .

১১৩৯(১২)। উমার ইবনুল হাসান ইবনে আলী আশ-শায়বানী (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর পিছনে এবং আবু বাক্‌র (রা) ও উমার (রা)-এর পিছনে নামায পড়েছি। তাঁরা সশব্দে বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম পড়তেন।

١١٤٠(١٣)- حدثنا الحسين بن اسماعيل ثنا عبد الله بن شبيب حدثنا ابراهيم بن المنذر ثنا داود بن عطاء ح وحدثنا جعفر بن محمد بن نصير ثنا محمد بن عبد الله بن سليمان ح وحدثنا على بن محمد بن عبيد الله الحافظ ثنا الحسين بن جعفر بن حبيب القرشى قالا نا اسماعيل بن محمد الطلحى حدثنى داود بن عطاء عن موسى بن عقبة عن نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كَانَ جِبْرَئِيْلُ اِذَا جَاءَنِيْ بِالْوَحْيِ اَوَّلَ مَا يُلْقِيْ عَلَيَّ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحمنِ الرَّحِيْمِ .

১১৪০(১৩)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : জিবরাঈল (আঃ) আমার নিকট ওহী নিয়ে এসে প্রথমে আমাকে বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম শিক্ষা দেন।

١١٤١(١٤)- حدثنا ابو بكر النيسابورى ثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم حدثنا ابى وشعيب بن الليث قالا اخبرنا الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن ابى هلال عَنْ نَعِيْمٍ الْمُجْمِرِ اَنَّهُ قَالَ صَلَّيْتُ وَرَاءَ اَبِيْ هُرَيْرَةَ فَقَرَاَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ ثُمَّ قَرَاَ بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ حَتّٰى بَلَغَ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ قَالَ اٰمِيْنَ وَقَالَ النَّاسُ اٰمِيْنَ وَيَقُوْلُ كُلَّمَا سَجَدَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَاِذَا قَامَ مِنَ الْجُلُوْسِ مِنِ اثْنَتَيْنِ قَالَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ثُمَّ يَقُوْلُ اِذَا سَلَّمَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ اِنِّيْ لاَشْبَهُكُمْ صَلاَةً بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ هَذَا صَحِيْحٌ وَرُوَاتُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ .

১১৪১(১৪)। আবু বাক্‌র আন-নায়সাপুরী (র)... নুআইম আল-মুজমির (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু হুরায়রা (রা)-এর সাথে নামায পড়েছি। তিনি বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম পড়লেন, অতঃপর সূরা আল-ফাতিহা পড়লেন। শেষে তিনি গাইরিল মাগদূবি আলাইহিম ওয়ালাদ-দোয়াল্লীন পর্যন্ত পৌঁছে বলেন, 'আমীন', লোকজনও 'আমীন' বললো। তিনি যখনই সিজদা করেছেন তখনই আল্লাহু আকবার বলেছেন। তিনি দ্বিতীয় রাক্‌আতে বৈঠক থেকে উঠতেও আল্লাহু আকবার বলেছেন। সালাম ফিরানোর পর তিনি বলেন, সেই মহান সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার জীবন! আমার নামায তোমাদের তুলনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামাযের সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ। এই হাদীস সহীহ এবং এর সমস্ত রাবী নির্ভরযোগ্য।

١١٤٢(١٥)- حدثنا ابو بكر النيسابورى ثنا ابراهيم بن هانئ ثنا عبد الله بن صالح ويحى ابن بكير ح وحدثنا ابو بكر النيسابورى حدثنا محمد بن اسحاق الصاغانى ثنا ابن ابى مريم قالوا حدثنا الليث عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ هِلاَلٍ بِهٰذَا الاِسْنَادِ نَحْوَهُ

وكَـذلكَ رَوَاهُ حَـيـوةُ بْنُ شُـرَيْحٍ الْمِـصْـرِيُّ عَنْ خَـالِد بْنِ يَزِيْدَ عَـنْ سَـعِـيْـدِ بْنِ اَبِيْ هِلاَلٍ بِهـذَا الاِسْنَادِ نَحْوَهُ .

১১৪২(১৫)। আবু বাক্‌র আন-নায়সাপুরী (র)... সাঈদ ইবনে আবু হিলাল (র) থেকে এই সনদে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত। এই হাদীস হায়ওয়াত ইবনে শুরায়হ আল-মিসরী (র)-খালিদ ইবনে ইয়াযীদ-সাঈদ ইবনে আবু হিলাল (র) সনদসূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

١١٤٣(١٦)- حـدثنا بـه دعلج بن احـمـد ثنا عـبـد الله بن سليـمـان ثنا احـمـد بن عـبـد الرحمن ثنا عمى اخبرنى حيوة بن شريح ح وحدثنا به احمد بن محمد بن سعيد ثنا ابراهيم بن الوليـد ابـن حـمـاد ثنا ابى ثنا يحى بن يعلى الاسلمى ثنا حـيـوة بن شـريح المصـرى حدثنى خَالِدُ بْنُ يَزِيْدَ بِهذَا الاِسْنَادِ مِثْلَهُ .

১১৪৩(১৬)। দা'লাজ ইবনে আহমাদ (র)... খালিদ ইবনে ইয়াযীদ (র) থেকে এই সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

١١٤٤(١٧)- حدثنا ابو طالب الحافظ احمد بن نصر حدثنا احمد بن محمد بن منصور بن ابى مزاحم ثنا جدى ثنا ابو اويس ح وحدثنا ابو عبد الله محمد بن اسماعيل الفارسى ثنا عـثمـان بن خـرزاذ ثنا منصـور بن ابى مـزاحم من كـتـابه ثم محـاه بعدنـا ابو اويس عن العلاء ابن عـبد الرحمن بن يعـقوب عن ابيـه عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَـانَ اِذَا قَـرَاَ وَهُوَ يَؤُمُّ النَّاسَ اِفْـتَـتَـحَ الصَّـلاَةَ بِبِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ قَـالَ اَبُـوْ هُرَيْرَةَ هِـىَ ايَةٌ مِّنْ كِـتَـابِ اللّهِ اقْرَءُوْا اِنْ شِئْتُمْ فَاتِحَةَ الْكِتَابَ فَـاِنَّهَا الايَةُ السَّابِعَةُ وَقَالَ الْفَارِسِىُّ اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَـانَ اِذَا اَمَّ النَّاسَ قَرَاَ بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ لَمْ يَزِدْ عَلى هذَا .

১১৪৪(১৭)। আবু তালিব আল-হাফেজ আহ্‌মাদ ইবনে নাস্‌র (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন লোকজনের ইমামতি করতেন, তখন বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম পড়ে (নামায) শুরু করতেন। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, এটি কুরআনের একটি আয়াত। তোমরা ইচ্ছা করলে সূরা আল-ফাতিহা পড়ো। কারণ এটা সাত আয়াতবিশিষ্ট। আল-ফারিসী (র) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন লোকজনের ইমামতি করতেন তখন বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম পড়তেন। এর অতিরিক্ত পড়তেন না।

١١٤٥(١٨)- حدثنا ابو بكر محمد بن احمد بن ابى الثلج ثنا عمر بن شبة ثنا ابو احمد الزبيرى ثنا خالد بن اليـاس عن سعيد بن ابى سعيد المقبرى عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ

اللّٰهِ ﷺ عَلَّمَنِیْ جِبْرَئِیْلُ الصَّلاَةَ فَقَامَ فَكَبَّرَ لَنَا ثُمَّ قَرَاَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ فِیْمَا یُجْهَرُ بِهِ فِیْ كُلِّ رَكْعَةٍ .

১১৪৫(১৮)। আবু বাক্‌র মুহাম্মাদ ইবনে আহ্‌মাদ ইবনে আবুস সাল্‌জ (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জিবরাঈল (আ) আমাকে নামায শিক্ষা দেন। তিনি যখন সশব্দে কিরাআত পাঠবিশিষ্ট নামাযে দাঁড়ান তখন আমাদের উদ্দেশে তাকবীর বলেন, অতঃপর প্রতি রাকআতে সশব্দে বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম পড়েন।

١١٤٦(١٩)- ثنا محمد بن اسماعيل الفارسى ثنا ابو زرعة الدمشقى ثنا ابو نعيم ثنا خالد ابن الياس عن سعيد المقبرى عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَّنِیْ جِبْرَئِیْلُ فَقَرَاَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ .

১১৪৬(১৯)। মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল আল-ফারিসী (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জিবরাঈল (আ) আমার ইমামতি করেন এবং তিনি বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম পড়েন।

١١٤٧(٢٠)- حدثنا محمد بن مخلد بن حفص ثنا ابراهيم بن اسحاق السراج ثنا عقبة بن مكرم ثنا يونس بن بكير ثنا معشر عن محمد بن قيس عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ اَنَّ النَّبِیَّ ﷺ كَانَ یَجْهَرُ بِبِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ الصواب ابو معشر .

১১৪৭(২০)। মুহাম্মাদ ইবনে মাখলাদ ইবনে হাফ্‌স (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ সশব্দে বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম পড়তেন। (মা'শারের স্থানে) আবু মা'শার (র) শুদ্ধ।

١١٤٨(٢١)- حدثنا محمد بن القاسم بن زكريا ثنا عباد بن يعقوب ثنا عمر بن هارون ح وحدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا ابراهيم بن هانئ ثنا محمد بن سعيد الاصبهانى نا عمر بن هارون البلخى عن ابن جريج عن ابن ابى مليكة عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّ النَّبِیَّ ﷺ كَانَ یَقْرَاُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ مَالِكِ یَوْمِ الدِّیْنِ اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَاِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ غَیْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَیْهِمْ وَلاَ الضَّالِّیْنَ فَقَطَعَهَا اٰیَةً اٰیَةً وَعَدَّهَا عَدَّ الاعْرَابِ وَعَدَّ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اٰیَةً وَلَمْ یُعِدْ عَلَیْهِمْ .

১১৪৮(২১)। মুহাম্মাদ ইবনুল কাসেম ইবনে যাকারিয়া (র)... উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ পড়তেন : “বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম। আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন। আর-রহমানির রাহীম। মালিকি ইয়াওমিদ্দীন। ইয়্যাকা না‘বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈন। ইহদিনাস-সিরাতাল মুসতাকীম। সিরাতাল্লাযীনা আনআমতা আলাইহিম গাইরিল মাগদূবি আলাইহিম ওয়ালাদদ্দোয়ালীন”। অতঃপর তিনি এক এক আয়াত করে থেমে থেমে তিলাওয়াত করেন এবং বেদুঈনের মতো গণনা করেন। তিনি বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম-কে এক আয়াত গণ্য করেন এবং তাদের নিকট এর পুনরাবৃত্তি করেননি।

١١٤٩(٢٢)- حدثنا ابو بكر النيسابورى ثنا ابراهيم بن اسحاق الحربى ثنا اسماعيل بن عيسى ثنا عبد الله بن نافع الصائغ ثنا الجهم بن عثمان عن جعفر بن محمد عن ابيه عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَيْفَ تَقْرَأُ اِذَا قُمْتَ فِى الصَّلَاةِ قُلْتُ اَقْرَأُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ قَالَ قُلْ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ .

১১৪৯(২২)। আবু বাক্‌র আন-নায়সাপুরী (র)... জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করলেন : তুমি নামাযে দাঁড়িয়ে কিভাবে কিরাআত পড়ো? আমি বললাম, আমি আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন পড়ি। তিনি বলেন : তুমি বলো, বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম।

١١٥٠(٢٣)- حدثنا الحسين بن اسماعيل ثنا ابو جعفر محمد بن احمد بن الجنيد ثنا عمرو ابن عاصم ثنا همام وجرير يعنى ابن حازم قالا نا قَتَادَةُ قَالَ سُئِلَ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كَانَتْ مَدًّا ثُمَّ قَرَأَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ يَمُدُّ بِسْمِ اللّٰهِ وَيَمُدُّ الرَّحْمٰنَ وَيَمُدُّ الرَّحِيْمَ .

১১৫০(২৩)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... কাতাদা (র) বলেন, আনাস ইবনে মালেক (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ কিভাবে কিরাআত পড়তেন? তিনি বলেন, তিনি উচ্চস্বরে টেনে টেনে পড়তেন। অতঃপর তিনি বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম পড়েন এবং বিসমিল্লাহ টেনে পড়েন, আর-রহমানও টেনে পড়েন এবং আর-রহীমও টেনে পড়েন।

١١٥١(٢٤)- حدثنا احمد بن محمد بن سعيد ثنا جعفر بن محمد بن الحسين بن عيسى بن زيد ثنا زيد بن الحسين بن عيسى بن زيد ح وحدثنى ابو جعفر محمد بن عبيد الله بن طاهر بن يحى بن الحسين العلوى المعروف بمسلم بمصر من كتاب جده حدثنى جدى طاهر بن يحى حدثنى ابى يحى بن الحسين حدثنى زيد بن الحسين بن عيسى بن زيد حدثنى عمر بن محمد ابن عمر بن على بن الحسين عن حاتم بن اسماعيل عن شريك بن عبد الله عن

اسماعيل المكى عن قتادة عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ رُسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَجْهَرُ بِبِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ .

১১৫১(২৪)। আহ্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে সাঈদ (র)... আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সশব্দে বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম পড়তে শুনেছি।

١١٥٢(٢٥)- قرأت فى اصل كتاب ابى بكر احمد بن عمرو بن جابر الرملى يخط يده ثنا عثمان بن خرزاذ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ بْنِ اَبِىْ السَّرِىِّ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ الْمُعْتَمِرِ بْنَ سُلَيْمَانَ مِنَ الصَّلَوَاتِ مَا لاَ اُحْصِيْهَا الصُّبْحَ وَالْمَغْرِبَ فَكَانَ يَجْهَرُ بِبِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ قَبْلَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَبَعْدَهَا وَسَمِعْتُ الْمُعْتَمِرَ يَقُوْلُ مَا اٰلُوْ اَنْ اَقْتَدِىَ بِصَلاَةِ اَبِىْ وَقَالَ اَبِىْ مَا اٰلُوْ اَنْ اَقْتَدِىَ بِصَلاَةِ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَقَالَ اَنَسٌ مَا اٰلُوْ اَنْ اَقْتَدِىَ بِصَلاَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

১১৫২(২৫)। আবু বাক্র আহ্মাদ ইবনে আমর ইবনে জাবের আর-রামালী (র)... মুহাম্মাদ ইবনুল মুতাওয়াক্কিল ইবনে আবুস সারী (র) বলেন, আমি আল-মু'তামির ইবনে সুলায়মান (র)-এর পিছনে অসংখ্যবার ফজর ও মাগরিবের নামায পড়েছি। তিনি সূরা আল-ফাতিহার পূর্বে ও পরে সশব্দে বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম পড়েছেন। আর আমি আল-মু'তামির (র)-কে বলতে শুনেছি, আমি আমার পিতার নামাযের অনুসরণ করতে ত্রুটি করিনি এবং আমার পিতা বলেন, আমি আনাস ইবনে মালেক (রা)-এর নামাযের অনুসরণ করতে ত্রুটি করিনি এবং আনাস (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামাযের অনুসরণ করতে ত্রুটি করিনি।

١١٥٣(٢٦)- حدثنى سهل بن اسماعيل القاضى ثنا احمد بن محمد القاضى السحيمى ثنا عبد اللّٰه بن محمد بن ابراهيم الطائى ثنا ابراهيم بن محمد القاضى التيمى ثنا معتمر بن سليمان عن ابيه عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ بِبِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ .

১১৫৩(২৬)। সাহ্ল ইবনে ইসমাঈল আল-কাযী (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম সশব্দে পড়ে কিরাআত শুরু করতেন।

١١٥٤(٢٧)- حدثنا احمد بن محمد بن سعيد ثنا يعقوب بن يوسف بن زياد الضبى ثنا احمد بن حماد الهمدانى عن فطر بن خليفة عن ابى الضحى عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَّنِىْ جِبْرَئِيْلُ عِنْدَ الْكَعْبَةِ فَجَهَرَ بِبِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ .

১১৫৪(২৭)। আহ্‌মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে সাঈদ (র)... আন-নু'মান ইবনে বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জিবরাঈল (আ) কা'বা শরীফের চত্বরে আমার নামাযে ইমামতি করেন এবং তিনি সশব্দে বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম পড়েন।

١١٥٥(٢٨)- حدثنا ابراهيم بن حماد ثنا جعفر بن محمد بن شاكر ثنا عفان ثنا حماد ابن سلمة عن حميد عن الحسن عَنْ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ سَكْتَتَانِ سَكْتَةٌ اذَا قَرَأَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ وَسَكْتَةٌ اذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فَانْكَرَ ذٰلِكَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ فَكَتَبُوْا الٰى اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ فَكَتَبَ اَنْ صَدَقَ سَمُرَةُ .

১১৫৫(২৮)। ইবরাহীম ইবনে হাম্মাদ (র)... সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দু'টি সাকতা (বিরতি স্থান) ছিল। তিনি বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম পড়ে বিরতি দিতেন। আবার তিনি কিরাআত পাঠ শেষ করে বিরতি দিতেন। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) এ হাদীস সম্পর্কে দ্বিমত পোষণ করলে সাহাবীগণ এর মীমাংসার জন্য উবাই ইবনে কা'ব (রা)-কে চিঠি লিখেন। তিনি উত্তরে লিখে জানান, সামুরা (রা) সত্য বলেছেন।

١١٥٦(٢٩)- حدثنا الحسين بن يحى بن عياش القطان ثنا ابراهيم بن محشر ثنا سلمة بن صالح الاحمر عن يزيد بن ابى خالد عن عبد الكريم ابى امية عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ اَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتّٰى اُخْبِرَكَ بِاٰيَةٍ اَوْ قَالَ بِسُوْرَةٍ لَمْ تَنَزَّلْ عَلٰى نَبِىٍّ بَعْدَ سُلَيْمَانَ غَيْرِىْ قَالَ فَمَشٰى وَتَبِعْتُهُ حَتّٰى انْتَهٰى الٰى بَابِ الْمَسْجِدِ فَاَخْرَجَ رِجْلَهُ مِنْ اَسْكُفَّةِ الْمَسْجِدِ وَبَقِيَتِ الاُخْرٰى فِى الْمَسْجِدِ فَقُلْتُ بَيْنِىْ وَبَيْنَ نَفْسِىْ اَنَسِىَ قَالَ فَاَقْبَلَ عَلَىَّ بِوَجْهِهِ وَقَالَ بِاَىِّ شَىْءٍ تَفْتَتِحُ الْقِرَاءَةَ اذَا افْتَتَحْتَ الصَّلاَةَ قَالَ قُلْتُ بِبِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ قَالَ هِىَ هِىَ ثُمَّ خَرَجَ .

১১৫৬(২৯)। আল-হুসাইন ইবনে ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে আয়্যাশ আল-কাত্তান (র)... ইবনে বুরায়দা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আমি মসজিদ থেকে বের হওয়ার পূর্বেই তোমাকে একটি আয়াত সম্পর্কে অবহিত করবো অথবা একটি সূরা সম্পর্কে অবহিত করবো, যা সুলায়মান (আ)-এর পর আমি ব্যতীত অন্য কোন নবীর উপর নাযিল করা হয়নি। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি হেঁটে চললেন এবং আমি তাঁর অনুসরণ করলাম, এমনকি তিনি মসজিদের দরজায় পৌঁছলেন এবং তাঁর এক পা মসজিদের চৌকাঠের বাইরে বের করেছেন এবং অপর পা মসজিদের ভিতরে ছিল। আমি মনে মনে বললাম, তিনি কি ভুলে গেলেন? রাবী বলেন, অতঃপর তিনি সশরীরে আমার দিকে ফিরে বললেন : তুমি নামায পড়া শুরু করে কিসের মাধ্যমে কিরাআত পাঠ আরম্ভ করো? রাবী বলেন, আমি বললাম, বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম-এর মাধ্যমে। তিনি বলেন : এটাই এটাই, অতঃপর তিনি (মসজিদ থেকে) বের হলেন।

١١٥٧(٣٠)- حدثنا احمد بن محمد بن سعيد ثنا عبد الله بن احمد بن المستورد ثنا سعيد بن عثمان الخزاز حدثنا عمرو بن شمر عن جابر عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ بُرَيْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَجْهَرُ بِبِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ وكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ يَجْهَرُ بِهَا وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْعَبَّاسِ وَابْنُ الْحَنَفِيَّةَ .

১১৫৭(৩০)। আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে সাঈদ (র)... আবদুল্লাহ ইবনে বুরায়দা (র) থেকে তার পিতা বুরায়দা (রা)-র সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সশব্দে বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম পড়তে শুনেছি। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-ও সশব্দে বিসমিল্লাহ পড়তেন এবং আবদুল্লাহ ইবনুল আব্বাস (রা) ও ইবনুল হানাফিয়া (র)-ও।

١١٥٨(٣١)- حدثنا ابو القاسم الحسن بن محمد بن بشر الكوفى ثنا احمد بن موسى بن اسحاق الحمار نا ابراهيم بن حبيب ثنا موسى بن ابى حبيب الطائفى عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُمَيْرٍ وكَانَ بَدْرِيًا قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِىِّ ﷺ فَجَهَرَ فِى الصَّلاَةِ بِبِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ فِىْ صَلاَةِ اللَّيْلِ وَفِىْ صَلاَةِ الْغَدَاةِ وَصَلاَةِ الْجُمُعَةِ .

১১৫৮(৩১)। আবুল কাসেম আল-হাসান ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে বিশ্র আল-কূফী (র)... আল-হাকাম ইবনে উমায়ের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ছিলেন বদরী সাহাবী। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -এর পিছনে নামায পড়েছি। তিনি রাতের নামাযে, ফজরের নামাযে এবং জুমুআর নামাযে সশব্দে বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম পড়েছেন।

١١٥٩(٣٢)- حدثنا ابو بكر احمد بن محمد بن موسى بن ابى حامد واسماعيل بن محمد الصفار قالا نا ابو بكر بن صالح الانماطى كيلجة وحدثنا احمد بن محمد بن ابى الرجال ثنا محمد بن عبدوس الحرانى قالا نا يحى بن صالح الوحاظى ثنا يحى بن حمزة عن الحكم بن عبد الله ابن سعد عن القاسم بن محمد عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَجْهَرُ بِبِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ .

১১৫৯(৩২)। আবু বাক্র আহ্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে মূসা ইবনে আবু হামেদ (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ সশব্দে বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম পড়তেন।

١١٦٠(٣٣)- حدثنا ابو بكر النيسابورى حدثنا الحسن بن يحى الجرجانى ثنا عبد الرزاق انا ابن جريج ح وحدثنا ابو بكر ثنا الربيع بن سليمان انا الشافعى انا عبد المجيد

بن عبد العزيز عن ابن جريج اخبرني عبد الله بن عثمان بن خثيم ان ابا بكر بن جعفر بن عمر اخبره اَنَّ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ اَخْبَرَهُ قَالَ صَلّٰى مُعَاوِيَةُ بِالْمَدِيْنَةِ صَلاَةً فَجَهَرَ فِيْهَا بِالْقِرَاءَةِ فَلَمْ يَقْرَاْ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ لاُمِّ الْقُرْاٰنِ وَلَمْ يَقْرَاْهَا لِلسُّوْرَةِ الَّتِىْ بَعْدَهَا وَلَمْ يُكَبِّرْ حِيْنَ يَهْوِىْ حَتّٰى قَضٰى تِلْكَ الصَّلاَةَ فَلَمَّا سَلَّمَ نَادَاهُ مَنْ سَمِعَ ذٰلِكَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالاَنْصَارِ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ يَا مُعَاوِيَةُ اَسَرَقْتَ الصَّلاَةَ اَمْ نَسِيْتَ قَالَ فَلَمْ يُصَلِّ بَعْدَ ذٰلِكَ الاَّ قَرَاَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ لاُمِّ الْقُرْاٰنِ وَلِسُّوْرَةِ الَّتِىْ بَعْدَهَا وَكَبَّرَ حِيْنَ يَهْوِىْ سَاجِداً كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ .

১১৬০(৩৩)। আবু বাক্‌র আন-নায়সাপুরী (র)... আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, মুআবিয়া (রা) মদীনায় এক ওয়াক্তের নামায পড়ালেন, যাতে প্রকাশ্যে কিরাআত পড়তে হয়। তাতে তিনি সূরা আল-ফাতিহার সাথে এবং সূরা আল-ফাতিহার পর অন্য কোন সূরার সাথে বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম পড়েননি। তিনি (রুকূ-সিজদায় যেতে) ঝুঁকার সময় আল্লাহু আকবারও বলেননি এবং এভাবে সেই নামায শেষ করলেন। তিনি সালাম ফিরালে পর এই নামাযে অংশগ্রহণকারী মুহাজির ও আনসার সাহাবীগণ, যারা শুনেছেন, নিজ নিজ জায়গা থেকে আওয়াজ তুললেন, হে মুআবিয়া! আপনি কি নামায চুরি করেছেন নাকি ভুলে গেছেন? রাবী বলেন, এরপর থেকে যখন তিনি নামায পড়তেন তখন সূরা আল-ফাতিহার আগে ও সূরা আল-ফাতিহার পরের সূরা (পড়ার) আগে বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম পড়তেন এবং (রুকূ-সিজদায় যেতে) ঝুঁকতে তাকবীর বলতেন। এই হাদীসের সকল রাবী নির্ভরযোগ্য।

١١٦١ (٣٤) - حدثنا ابو الطاهر محمد بن احمد بن نصر واحمد بن السندى بن الحسن قالا نا جعفر بن محمد الفريابى ثنا ابو ايوب سليمان بن عبد الرحمن ثنا اسماعيل بن عياش ثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ اَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ اَبِىْ سُفْيَانَ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ حَاجًّا اَوْ مُعْتَمِراً فَصَلّٰى بِالنَّاسِ فَلَمْ يَقْرَاْ بِبِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ حِيْنَ افْتَتَحَ الْقُرْاٰنَ وَقَرَاَ بِاُمِّ الْكِتَابِ فَلَمَّا قَضَى الصَّلاَةَ اَتَاهُ الْمُهَاجِرُوْنَ وَالاَنْصَارُ مِنْ نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَقَالُوْا اَتَرَكْتَ صَلاَتَكَ يَا مُعَاوِيَةُ اَنَسِيْتَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ فَلَمَّا صَلّٰى بِهِمُ الاُخْرٰى قَرَاَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ . قال الشيخ وروى الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم عن النبى ﷺ جماعة من اصحابه ومن ازواجه غير من سمعنا كتبنا احاديثهم بذلك فى كتاب الجهر بها مفرداً واقتصرنا هاهنا على ما قدمنا ذكره طلبًا للاختصار والتخفيف وكذلك ذكرنا فى ذلك الموضع احاديث من جهر بها من اصحاب النبى ﷺ والتابعين لهم والخالفين بعدهم رحمهم الله .

১১৬১(৩৪)। আবুত-তাহের মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ ইবনে নাসর (র)... ইসমাঈল ইবনে উবায়েদ ইবনে রিফায়া (র) থেকে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রা) হজ্জ অথবা উমরা করার উদ্দেশে মদীনায় এলেন এবং এখানে তিনি লোকদের নামাযে ইমামতি করলেন। তিনি কুরআন পড়া শুরু করতে বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম পড়লেন না এবং সরাসরি উম্মুল কিতাব (সূরা আল-ফাতিহা) পড়লেন। তিনি নামায শেষ করলে পর মসজিদের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মুহাজির ও আনসার সাহাবীগণ তার নিকট এলেন এবং বললেন, হে মুআবিয়া! আপনি কি আপনার নামায ছেড়ে দিয়েছেন? আপনি কি বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম পড়তে ভুলে গিয়েছেন? অতঃপর তিনি যখন তাদেরকে পরের ওয়াক্তের নামায পড়ালেন তখন বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম পড়লেন। আশ-শায়েখ (দারা কুতনী) বলেন, নবী ﷺ-এর একদল সাহাবী এবং তাঁর স্ত্রীগণ ব্যতীত নবী ﷺ থেকে সশব্দে বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম পড়ার হাদীস আরো কতক সাহাবী বর্ণনা করেছেন। আমরা এই সম্পর্কে তাদের হাদীস স্বতন্ত্রভাবে একটি কিতাবে (অধ্যায়ে) বর্ণনা করেছি এবং এখানে আমরা সংক্ষেপ ও সহজ করার জন্য সংক্ষিপ্ত আলোচনা করলাম। একইভাবে নবী ﷺ-এর অপরাপর সাহাবীগণ, তাবিঈগণ ও তাদের পরবর্তীগণের মধ্যে যারা সশব্দে তাসমিয়া পড়তেন আমরা তাদের হাদীস এখানে বর্ণনা করেছি।

١١٦٢(٣٥)- حدثنا ابو بكر الازرق يوسف بن يعقوب بن اسحاق بن بهلول حدثنى جدى ثنا ابى ثنا ابن سمعان عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابيه عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰه ﷺ قَالَ مَنْ صَلّٰى صَلاَةً لَمْ يَقْرَاْ فِيْهَا بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ فَهِىَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ قَالَ فَقُلْتُ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ اِنِّىْ رُبَمَا كُنْتُ مَعَ الاِمَامِ قَالَ فَغَمَزَ ذِرَاعِىْ ثُمَّ قَالَ اقْرَاْ بِهَا فِىْ نَفْسِكَ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰه ﷺ يَقُوْلُ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اِنِّىْ قَسَمْتُ الصَّلاَةَ بَيْنِىْ وَبَيْنَ عَبْدِىْ نِصْفَيْنِ فَنِصْفُهَا لَهُ يَقُوْلُ عَبْدِىْ اِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ فَيَذْكُرُنِىْ عَبْدِىْ ثُمَّ يَقُوْلُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ فَاَقُوْلُ حَمِدَنِىْ عَبْدِىْ ثُمَّ يَقُوْلُ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ فَاَقُوْلُ اَثْنٰى عَلَىَّ عَبْدِىْ ثُمَّ يَقُوْلُ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ فَاَقُوْلُ مَجَّدَنِىْ عَبْدِىْ ثُمَّ يَقُوْلُ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنَ فَهٰذِهِ الاٰيَةُ بَيْنِىْ وَبَيْنَ عَبْدِىْ نِصْفَيْنِ وَاٰخِرُ السُّوْرَةِ لِعَبْدِىْ وَلِعَبْدِىْ مَا سَاَلَ . ابن سمعان هو عبد الله بن زياد بن سمعان متروك الحديث وروى هذا الحديث جماعة من الثقات عن العلاء بن عبد الرحمن منهم مالك بن انس وابن جريج وروح بن القاسم وابن عيينة وابن عجلان والحسن بن الحر وابو اويس وغيرهم على اختلاف منهم فى الاسناد واتفاق منهم على المتن فلم يذكر احد منهم فى حديثه بسم الله الرحمن الرحيم واتفاقهم على خلاف ما رواه ابن سمعان اولى بالصواب .

১১৬২(৩৫)। আবু বাক্র আল-আযরাক ইউসুফ ইবনে ইয়া'কূব ইবনে ইসহাক ইবনে বাহলূল (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : কোন ব্যক্তি নামায পড়লো, কিন্তু তাতে 'উম্মুল কুরআন' (সূরা আল-ফাতিহা) পড়লো না তার নামায ত্রুটিপূর্ণ, অসম্পূর্ণ। অধস্তন রাবী বলেন, আমি বললাম, হে আবু হুরায়রা! আমি তো কখনও ইমামের সাথে নামায পড়ি। রাবী বলেন, তিনি আমার বাহু চেপে ধরে বললেন, তুমি তা মনে মনে পড়ো। কারণ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি আমার ও আমার বান্দার মাঝে নামায দুই ভাগে ভাগ করেছি। তার অর্ধেক বান্দার জন্য। আমার বান্দা যখন নামায শুরু করে তখন বলে, বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম। আমার বান্দা আমাকে স্মরণ করলো। অতঃপর সে বলে, আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন (সমস্ত প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্র জন্য)। তখন আমি বলি, আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে। অতঃপর সে বলে, আর-রাহমানির রাহীম (তিনি দয়াময় পরম দয়ালু)। তখন আমি বলি, আমার বান্দা আমার গুণগান করেছে। অতঃপর সে বলে, মালিকি ইয়াওমিদ্দীন (তিনি কর্মফল দিবসের মালিক)। তখন আমি বলি, আমার বান্দা আমার মর্যাদা ও মহিমা বর্ণনা করেছে। অতঃপর সে বলে, ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈন (আমরা শুধু তোমারই ইবাদত করি এবং শুধু তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি)। এই আয়াত আমার ও আমার বান্দার মাঝে অর্ধেক অর্ধেক এবং সূরার শেষাংশ আমার বান্দার। আমার বান্দা যা চাবে তা-ই পাবে।

ইবনে সামআন (র) হলেন আবদুল্লাহ ইবনে যিয়াদ ইবনে সামআন। তিনি প্রত্যাখ্যাত রাবী। এই হাদীস একদল নির্ভরযোগ্য রাবী আল-আলা ইবনে আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণনা করেছেন। মালেক ইবনে আনাস, ইবনে জুরাইজ, রাওহ ইবনুল কাসেম, ইবনে উয়াইনা, ইবনে আজলান, আল-হাসান ইবনুল হুর, আবু উওয়ায়েস (র) প্রমুখ তাদের অন্তর্ভুক্ত। তাদের কতক এ হাদীসের সনদসূত্র সম্পর্কে মতভেদ করেছেন, কিন্তু মূল পাঠে মতৈক্য প্রকাশ করেছেন। তাদের কেউই নিজের বর্ণিত হাদীসে 'বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম' উল্লেখ করেননি। ইবনে সামআন কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের বিপরীতে তাদের মতৈক্য যথার্থতার দিক থেকে অগ্রগণ্য।

١١٦٣ (٣٦)- حدثنا يحى بن محمد بن صاعد ومحمد بن مخلد قالا نا جعفر بن مكرم ثنا ابو بكر الحنفى ثنا عبد الحميد بن جعفر اخبرنى نوح بن ابى بلال عن سعيد بن ابى سعيد المقبرى عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قَرَاْتُمْ اَلْحَمْدُ لِلّٰه فَاقْرَءُوْا بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اِنَّهَا اُمُّ الْقُرْاٰنِ اُمُّ الْكِتَابِ وَالسَّبْعُ الْمَثَانِىْ وَبِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اِحْدَاهَا . قال ابو بكر الحنفى ثم لقيت نوحًا فحدثنى عن سعيد بن ابى سعيد المقبرى عن ابى هريرة بِمِثْلِه وَلَمْ يَرْفَعْهُ .

১১৬৩(৩৬)। ইয়াহ্ইয়া ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে সায়েদ (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন তোমরা আলহামদু লিল্লাহ (সূরা আল-ফাতিহা) পড়বে তখন বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম পড়বে। কারণ তা (সূরা আল-ফাতিহা) উম্মুল কুরআন, উম্মুল কিতাব ও আস-সাবউল

মাছানী (বারবার পঠিত সাত আয়াত)। আর বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম তার একটি আয়াত। আবু বাক্‌র আল-হানাফী (র) বলেন, অতঃপর আমি নূহ (র)-এর সাথে সাক্ষাত করলাম এবং তিনি আমার নিকট সাঈদ ইবনে আবু সাঈদ আল-মাকবুরী-আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে তিনি তা মারফূ'রূপে বর্ণনা করেননি।

١١٦٤(٣٧)- قرئ على عبد الله بن محمد بن عبد العزيز وانا اسمع حدثكم ابو خيثمة وقرئ على على ابن الحسن بن قحطبة وانا اسمع حدثكم محمود بن خداش قالا نا يحى بن سعيد الاموى وقرى على عبد الله بن محمد وانا اسمع حدثكم سعيد بن يحى الاموى حدثنا ابى ثنا ابن جريج عن عبد الله ابن ابى مليكة عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اذَا قَرَأَ يَقْطَعُ قِرَاءَتَهُ ايَةً ايَةً بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ اَلرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ . واللفظ لعبد الله بن محمد اسناده صحيح وكلهم ثقات قال لنا عبد الله بن محمد ورواه عمر بن هارون عن ابن جريج فزاد فيه كَلاَمًا .

১১৬৪(৩৭)। আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল আযীয (র)... উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কিরাআত পড়তেন তখন এক এক আয়াত করে থেমে থেমে পড়তেন। (তিনি পড়তেন) বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম (থামতেন, অতঃপর পড়তেন) আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন (অতঃপর থামতেন, অতঃপর পড়তেন) আর-রহমানির রাহীম (অতঃপর থামতেন, অতঃপর পড়তেন) মালিকি ইয়াওমিদ্দীন (এভাবে শেষ পর্যন্ত পড়তেন)। হাদীসের মূল পাঠ আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ (র)-এর বর্ণনা অনুযায়ী। এই হাদীসের সনদ সহীহ এবং তার সমস্ত রাবী নির্ভরযোগ্য। আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ (র) আমাদেরকে বলেন, এই হাদীস উমার ইবনে হারূন (র) ইবনে জুরায়েজ (র) থেকে বর্ণনা করেন এবং তাতে আরো বক্তব্য আছে।

١١٦٥(٣٨)- حدثنا يحى بن محمد بن صاعد حدثنا عمرو بن على ثنا ابو داود ثنا شعبة عن محمد ابن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة قال سمعت عبد الرحمن الاعرج يحدث عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اِذَا اِسْتَفْتَحَ الصَّلاَةَ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ثُمَّ سَكَتَ هُنَيْئَةً لم يرفعه غير ابى داود عن شعبة ووقفه غيره من فعل ابى هريرة .

১১৬৫(৩৮)। ইয়াহ্ইয়া ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে সায়েদ (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামায পড়া শুরু করতেন তখন বলতেন : আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন (সমস্ত প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র জন্য)। অতঃপর তিনি ক্ষণিক থামতেন। এই হাদীস শো'বা (র) থেকে আবু দাউদ (র) ব্যতীত অন্য কেউ মারফূরূপে বর্ণনা করেননি। এই হাদীস আবু দাউদ (র) ব্যতীত অন্যরা আবু হুরায়রা (রা)-এর নিজস্ব কর্ম হিসেবে মাওকূফরূপে বর্ণনা করেছেন।

١١٦٦(٣٩)- حدثنا محمد بن هارون ابو حامد ثنا عمرو بن على ثنا ابو قتيبة ثنا عمر بن نبهان عن قتادة عَنْ اَنَسٍ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ فِىْ نَعْلَيْهِ وَفِىْ خُفَّيْهِ .

১১৬৬(৩৯)। মুহাম্মাদ ইবনে হারূন আবু হামেদ (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে তাঁর জুতা ও মোজা পরিধান করে নামায পড়তে দেখেছি।

١١٦٧(٤٠)- حدثنا محمد بن القاسم بن زكريا ثنا عبد الاعلى بن واصل ثنا خلاد بن خالد المقرى ثنا اسباط بن نصر عن السدى عَنْ عَبْدٍ خَيْرٍ قَالَ سُئِلَ عَلِىٌّ عَنِ السَّبْعِ الْمَثَانِىْ فَقَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰه فَقِيْلَ لَهُ اِنَّمَا هِىَ سِتٌّ اٰيَاتٍ فَقَالَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اٰيَةٌ .

১১৬৭(৪০)। মুহাম্মাদ ইবনুল কাসেম ইবনে যাকারিয়া (র)... আবদে খায়ের (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা) -এর নিকট আস-সাবউল মাছানী (বারবার পঠিত সাতটি আয়াত) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, তা আলহামদু লিল্লাহ (সূরা আল-ফাতিহা)। অতঃপর তাকে বলা হলো, নিশ্চয়ই এ তো ছয় আয়াতবিশিষ্ট। তিনি বলেন, বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীমও এক আয়াত।

٣١-بَابُ مَا يُجْزِيْهِ مِنَ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ

৩১-অনুচ্ছেদ : ফাতিহাতুল কিতাব (সূরা আল-ফাতিহা) পড়তে অপারগ হলে যে দোয়া পড়লে যথেষ্ট হবে।

١١٦٨(١)- حدثنا يحى بن محمد بن صاعد ثنا ابو عبيد الله المخزومى سعيد بن عبد الرحمن ومحمد ابن ابى عبد الرحمن المقرى واللفظ لسعيد قالا ثنا سفيان بن عيينة عن مسعر ح وحدثنا ابن صاعد ثنا محمد بن عثمان بن كرامة وابو شيبة قالا نا عبيد الله بن موسى ثنا مسعر عن ابراهيم السكسكى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ اَوْفٰى قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَذَكَرَ اَنَّهُ لاَ يَسْتَطِيْعُ اَنْ يَّاْخُذَ مِنَ الْقُرْانِ شَيْئًا وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ عَلِّمْنِىْ شَيْئًا يُجْزِيْنِىْ مِنَ الْقُرْاٰنِ فَاِنِّىْ لاَ اَقْرَاُ قَالَ قُلْ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰه وَلاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰه قَالَ فَضَمَّ عَلَيْهَا بِيَدِه وَقَالَ هٰذَا لِرَبِّىْ فَمَا لِىْ قَالَ قُلْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِىْ وَارْحَمْنِىْ وَاهْدِنِىْ وَارْزُقْنِىْ وَعَافِنِىْ فَضَمَّ بِيَدِهِ الْاُخْرٰى وَقَامَ .

১১৬৮(১)। ইয়াহ্ইয়া ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে সায়েদ (র)... আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ -এর নিকট এসে বললো যে, সে কুরআন শিখতে অক্ষম। ইবনে উয়াইনার বর্ণনায় আছে, সে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে কিছু শিখিয়ে দিন যা আমার জন্য

কুরআন পড়ার বিকল্প হিসেবে যথেষ্ট হবে। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন : তুমি বলো, "সুবহানাল্লাহ ওয়ালহামদু লিল্লাহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহি" (আল্লাহ মহাপবিত্র, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং আল্লাহ্ সবচেয়ে মহান। আল্লাহ্র তৌফিক ব্যতীত গুনাহ থেকে বিরত থাকা এবং ভালো কাজ করার শক্তি নেই)।

রাবী বলেন, অতঃপর লোকটি তার দুই হাত একত্র করে বললো, এটা তো আমার প্রতিপালকের জন্য, আমার জন্য কি? তিনি বলেন : তুমি বলো, "আল্লাহুম্মাগফির লী ওয়ারহামনী ওয়াহ্দিনী ওয়ারযুকনী ওয়া আফিনী" (হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করো, আমাকে দয়া করো, আমাকে হেদায়াত দান করো, আমাকে রিযিক দাও এবং আমাকে সুস্থতা দান করো)। অতঃপর সে পুনরায় তার দুই হাত একত্রে মিলালো, অতঃপর উঠে চলে গেলো।

١١٦٩(٢)- حدثنا ابو محمد بن صاعد ثنا محمد بن عبد الملك بن زنجويه ثنا عبد الرزاق انا سفيان الثورى عن ابى خالد عن ابراهيم وليس بالنخعى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ اَوْفى اَنَّ رَجُلاً جَاءَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ لاَ اَسْتَطِيْعُ اَنْ اَتَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ فَمَا يُجْزِيْنِىْ فِىْ صَلاَتِىْ قَالَ تَقُوْلُ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ . قَالَ هٰذَا لِلّٰهِ فَمَا لِىْ قَالَ تَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَارْحَمْنِىْ وَارْزُقْنِىْ وَاهْدِنِىْ وَعَافِنِىْ . فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَّا هٰذَا فَقَدْ مَلاَ يَدَيْهِ مِنَ الْخَيْرِ وَقَبَضَ كَفَّيْهِ .

১১৬৯(২)। আবু মুহাম্মাদ ইবনে সায়েদ (র)... আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট এসে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কুরআন শিক্ষা করতে সক্ষম নই। এমতাবস্থায় আমার নামাযে কোন জিনিস যথেষ্ট হবে? তিনি বলেন : তুমি বলো, "সুবহানাল্লাহ ওয়ালহামদু লিল্লাহি ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবার ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"। সে বললো, এটা তো আল্লাহ্র জন্য, আমার জন্য কি? তিনি বলেন : তুমি বলো, "আল্লাহুম্মাগফির লী ওয়ারহামনী ওয়ারযুকনী ওয়াহদিনী ওয়া আফিনী"। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : নিশ্চয়ই এই ব্যক্তি তার দুই হাত কল্যাণে পরিপূর্ণ করেছে এবং সে তার হস্তদ্বয় বন্ধ করেছে।

١١٧٠(٣)- حدثنا ابو محمد بن صاعد ثنا يعقوب بن ابراهيم وسلم بن جنادة قالا نا وكيع ثنا سفيان عن ابى خالد الدالانى يزيد بن عبد الرحمن عن ابراهيم بن عبد الرحمن السكسكى عَنِ ابْنِ اَبِىْ اَوْفى قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ لاَ اَسْتَطِيْعُ اَنْ اٰخُذَ مِنَ الْقُرْاٰنِ شَيْئًا عَلِّمْنِىْ مَا يُجْزِيْنِىْ مِنْهُ قَالَ قُلْ بِسْمِ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذَا اللّٰهِ فَمَا لِىْ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ .

১১৭০(৩)। আবু মুহাম্মাদ ইবনে সায়েদ (র)... ইবনে আবু আওফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কুরআন থেকে কিছু গ্রহণ করতে সক্ষম নই। আমাকে এমন কিছু শিক্ষা দিন যা তার বিকল্প হিসেবে যথেষ্ট হবে? তিনি বলেন : তুমি বলো, "বিসমিল্লাহি ওয়ালহামদু লিল্লাহি ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার"। লোকটি বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তা তো আল্লাহ্‌র জন্য, আমার জন্য কি আছে? অতঃপর রাবী পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

١١٧١(٤)- حدثنا اسماعيل ابن محمد الصفار ثنا عباس بن محمد الدورى نا محمد بن ابى الخصيب الانطاكى ثنا عبد الجبار بن الورد قال سمعت ابْنَ اَبِىْ مُلَيْكَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ وَسُئِلَتْ عَنْ اٰيَةٍ مِّنَ الْقُرْاٰنِ فَقَالَتْ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ الٓمٓ اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ اِلٰى قَوْلِهٖ يَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ اِلٰى قَوْلِهٖ اٰمَنَّا بِهٖ فَاِذَا رَاَيْتُمْ أُولٰئِكَ فَهُمُ الَّذِيْنَ سَمَّاهُمُ اللّٰهُ فَاحْذَرُوْهُمْ .

১১৭১(৪)। ইসমাঈল ইবনে মুহাম্মাদ আস-সাফফার (র)... ইবনে আবু মুলায়কা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা (রা)-এর নিকট কুরআনের একটি আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে আমি তাকে বলতে শুনেছি, বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম, আলিফ-লাম-মীম আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুওয়াল হায়্যুল কায়্যুম, নায্‌যালা আলাইকাল কিতাবা থেকে ইয়াত্তাবিঊনা মা তাশাবাহা মিনহু... আমান্না বিহী পর্যন্ত। তোমরা যখন এদের দেখবে, তারা হলো আল্লাহ যাদের নামকরণ করেছেন। অতএব তোমরা তাদের পরিহার করবে।

٣٢- بَابُ ذِكْرِ اخْتِلاَفِ الرِّوَايَةِ فِى الْجَهْرِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

৩২- অনুচ্ছেদ : সশব্দে 'বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম' পড়া সম্পর্কে বিভিন্ন রিওয়ায়াত।

١١٧٢(١)- حدثنا ابو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوى ثنا على بن الجعد انا شعبة وسفيان عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِىِّ ﷺ وَاَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَلَمْ اَسْمَعْ اَحَداً مِّنْهُمْ يَجْهَرُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ .

১১৭২(১)। আবুল কাসেম আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল আযীয আল-বাগাবী (র)... কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনে মালেক (রা)-কে বলতে শুনেছি, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর পিছনে এবং আবু বাক্‌র (রা), উমার (রা) ও উসমান (রা)-এর পিছনে নামায পড়েছি। আমি তাদের কাউকে 'বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম' সশব্দে পড়তে শুনিনি (মুসলিম, নাসাঈ, আহমাদ, ইবনে হিব্বান, তাবারানী)।

١١٧٣(٢)- ثنا احمد بن العباس البغوى ثنا عمر بن شبة ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عَنْ اَنَسٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَاَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَلَمْ اَسْمَعْ اَحَداً مِّنْهُمْ يَقْرَأُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيْمِ . وكذالك رواه معاذ ابن معاذ وحجاج بن محمد ومحمد بن بكر البرسانى وبشر بن عمر وقراد ابو نوح وادم بن ابى اياس وعبيد اللّٰه بن موسى وابو النضر وخالد بن يزيد المزرفى عن شعبة مثل قول غندر وعلى بن الجعد عن شعبة سواء ورواه وكيع واسود بن عامر عن شعبة بلفظ اخر .

১১৭৩(২)। আহ্মাদ ইবনুল আব্বাস আল-বাগাবী (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর সাথে এবং আবু বাক্র (রা), উমার (রা) ও উসমান (রা)-এর সাথে নামায পড়েছি। আমি তাদের কাউকে ‘বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম’ পড়তে শুনিনি।

অনুরূপভাবে এই হাদীস মু‘আয ইবনে মু‘আয, হাজ্জাজ ইবনে মুহাম্মাদ, মুহাম্মাদ ইবনে বাক্র আল-বুরসানী, বিশর্ ইবনে উমার, কিরাদ আবু নূহ, আদাম ইবনে আবু ইয়াস, উবায়দুল্লাহ ইবনে মূসা, আবুন নাদর ও খালিদ ইবনে ইয়াযীদ আল-মাযরাফী (র) প্রমুখ শো‘বা (র) থেকে গুনদার ও আলী ইবনুল জা‘দ (র)-এর উক্তির অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এই হাদীস ওয়াকী‘ ও আল-আসওয়াদ ইবনে আমের (র) শো‘বা (র) থেকে অন্য শব্দে বর্ণনা করেছেন।

١١٧٤(٣)- حدثنا الحسين بن اسماعيل ثنا يعقوب بن ابراهيم ثنا وكيع ثنا شعبة عن قتادة ح وحدثنا محمد بن القاسم بن زكريا ثنا سفيان بن وكيع ثنا ابى عن شعبة عن قتادة عَنْ اَنَسٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ وَاَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَلَمْ يَجْهَرُوْا بِبِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ .

১১৭৪(৩)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর পিছনে এবং আবু বাক্র (রা), উমার (রা) ও উসমান (রা)-এর পিছনে নামায পড়েছি। তাঁরা সশব্দে ‘বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম’ পড়েননি।

١١٧٥(٤)- حدثنا ابو بكر النيسابورى ثنا محمد بن احمد بن الجنيد ثنا اسود بن عامر ثَنَا شُعْبَةُ بِمِثْلِ قَوْلِ وَكِيْعٍ سَوَاءٌ . وَرَوَاهُ زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ شُعْبَةَ فَقَالَ فَلَمْ يَكُوْنُوْا يَجْهَرُوْنَ وتابعه عبيد اللّٰه بن موسى عن شعبة وهمام عن قتادة .

১১৭৫(৪)। আবু বাক্‌র আন-নায়সাপুরী (র)... শো'বা (র) থেকে ওয়াকী' (র)-এর উক্তির অনুরূপ বর্ণিত। এই হাদীস যায়েদ ইবনুল হুবাব (র) শো'বা (র) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, তাঁরা সশব্দে তাসমিয়া পড়তেন না। উবায়দুল্লাহ ইবনে মূসা (র) শো'বা (র) সূত্রে এবং হাম্মাম (র) কাতাদা (র) সূত্রে তার অনুসরণ করেন।

١١٧٦(٥)- حدثنا على بن عبد الله بن مبشر ثنا احمد بن سنان ثنا زيد بن الحباب اخبرنى شعبة ابن الحجاج ثنا قتادة قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ (رض) فَلَمْ يَكُوْنُوْا يَجْهَرُوْنَ بِبِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ .

১১৭৬(৫)। আলী ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুবাশশির (র)... কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনে মালেক (রা)-কে বলতে শুনেছি, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পিছনে এবং আবু বাক্‌র (রা), উমার (রা) ও উসমান (রা)-এর পিছনে নামায পড়েছি। তাঁরা 'বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম' সশব্দে পড়েননি।

١١٧٧(٦)- حدثنا الحسين بن يحى بن عياش ثنا على بن مسلم نا عبيد الله بن موسى ثنا شعبة وهمام بن يحى عن قتادة عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَاَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ لَمْ يَكُوْنُوْا يَجْهَرُوْنَ بِبِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ . ورواه يزيد بن هارون ويحى بن سعيد القطان والحسن ابن موسى الاشيب ويحى بن السكن وابو عمر الحوضى وعمرو بن مرزوق وغيرهم عن شعبة عن قتادة عن انس بغير هذا اللفظ الذى تقدم فَقَالُوْا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَاَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَانُوْا يَفْتَتِحُوْنَ الْقِرَاءَةَ بِالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وكذالك روى عن الاعمش عن شعبة عن قتادة وثابت عن انس وكذالك رواه عامة اصحاب قتادة عن قتادة منهم هشام الدستوائى وسعيد بن ابى عروبة وابان بن يزيد العطار وحماد بن سلمة وحميد الطويل وايوب السختيانى والاوزاعى وسعيد بن بشير وغيرهم وكذلك رواه معمر وهمام واختلف عنهما فى لفظه وهو المحفوظ عن قتادة وغيره عن انس .

১১৭৭(৬)। আল-হুসাইন ইবনে ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে আয়্যাশ (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বাক্‌র (রা) ও উমার (রা) সশব্দে 'বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম' পড়তেন না। এই হাদীস ইয়াযীদ ইবনে হারূন, ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে সাঈদ আল-কাত্তান, আল-হাসান ইবনে মূসা আল-আশয়াব, ইয়াহ্‌ইয়া ইবনুস সাকান, আবু উমার আল-হাওদী, আমর ইবনে মারযূক (র) প্রমুখ শো'বা (র)-কাতাদা-আনাস (রা) সূত্রে উপরোল্লিখিত শব্দ ব্যতীত অন্য শব্দে বর্ণনা করেছেন। তারা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বাক্‌র (রা), উমার (রা) ও উসমান (রা) 'আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন'-এর মাধ্যমে কিরাআত শুরু করতেন।

একইভাবে উক্ত হাদীস আল-আ'মাশ-শো'বা-কাতাদা-সাবেত-আনাস (রা) সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। একইভাবে এই হাদীস কাতাদা (র)-এর অধিকাংশ ছাত্র কাতাদা (র) থেকে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। হিশাম আদ-দাসতাওয়াঈ, সাঈদ ইবনে আবু আরূবা, আবান ইবনে ইয়াযীদ আল-আত্তার, হাম্মাদ ইবনে সালামা, হুমায়েদ আত-তাবীল, আইউব আস-সাখতিয়ানী, আল-আওযাঈ, সাঈদ ইবনে বাশীর (র) প্রমুখ তাদের অন্তর্ভুক্ত। একইভাবে এই হাদীস মা'মার ও হাম্মাম (র)-ও পূর্বোক্ত হাদীদের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তাদের উভয় থেকে এই হাদীসের বর্ণনায় মূল পাঠে মতানৈক্য হয়েছে। এই হাদীস কাতাদা (র) প্রমুখ আনাস (রা) সূত্রে সংরক্ষিত।

١١٧٨(٧)- حدثنا محمد بن مخلد بن حفص ثنا محمد بن حسان الازرق ومحمد بن عبد الملك ابن زنجويه ح وحدثنا ابو بكر النيسابورى ثنا احمد بن منصور قالوا ثنا يزيد بن هارون انا شعبة عن قتادة عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَاَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَانُوْا يَفْتَتِحُوْنَ الْقِرَاءَةَ بِالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ .

১১৭৮(৭)। মুহাম্মাদ ইবনে মাখলাদ ইবনে হাফ্স (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বাক্র (রা), উমার (রা) ও উসমান (রা) 'আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন' দ্বারা নামাযের কিরাআত শুরু করতেন।

١١٧٩(٨)- حدثنا محمد بن مخلد ثنا محمد بن حسان ثنا يحى بن السكن ثنا حماد وشعبة وعمران القطان عن قتادة عَنْ اَنَسٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَكَانُوْا يَسْتَفْتِحُوْنَ الْقِرَاءَةَ بِالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ .

১১৭৯(৮)। মুহাম্মাদ ইবনে মাখলাদ (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পিছনে এবং আবু বাক্র (রা), উমার (রা) ও উসমান (রা)-এর পিছনে নামায পড়েছি। তাঁরা 'আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন' সূরা দ্বারা কিরাআত শুরু করতেন।

١١٨٠(٩)- حدثنا محمد بن عثمان بن ثابت الصيدلانى ثنا عبيد بن عبد الواحد بن شريك ثنا هشام بن عمار ثنا الوليد ثنا الاوزاعى عن اسحاق بن عبد الله بن ابى طلحة عَنْ اَنَسٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّىْ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَكَانُوْا يَسْتَفْتِحُوْنَ بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ فِيْمَا يَجْهَرُ فِيْهِ .

১১৮০(৯)। মুহাম্মাদ ইবনে উসমান ইবনে সাবেত আস-সায়দালানী (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর পিছনে এবং আবু বাক্র (রা), উমার (রা) ও উসমান (রা)-এর পিছনে নামায পড়েছি। তাঁরা উম্মুল কুরআন (সূরা আল-ফাতিহা) দ্বারা নামায শুরু করতেন, যে নামাযে সশব্দে কিরাআত পড়া হয়।

١١٨١(١٠)- حدثنا ابو بكر يعقوب بن ابراهيم البزاز ثنا العباس بن يزيد ثنا غسان ابن مضر ثنا ابو مَسْلَمَةَ هُوَ سَعِيْدُ بْنُ يَزِيْدَ الاَزْدِيُّ قَالَ سَاَلْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ اَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَسْتَفْتِحُ بِالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ اَوْ بِبِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ فَقَالَ اِنَّكَ تَسْاَلُنِىْ عَنْ شَىْءٍ مَا اَحْفَظُهُ وَمَا سَاَلَنِىْ عَنْهُ اَحَدٌ قَبْلَكَ قُلْتُ اَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ فِى النَّعْلَيْنِ قَالَ نَعَمْ هذا اسناد صحيح .

১১৮১(১০)। আবু বাক্র ইয়া'কূব ইবনে ইবরাহীম আল-বায্যায (র)... আবু মাসলামা সাঈদ ইবনে ইয়াযীদ আল-আযদী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনে মালেক (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি 'আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন' দ্বারা নামায শুরু করতেন নাকি 'বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম' দ্বারা? তিনি বলেন, তুমি আমার নিকট এমন বিষয়ে জিজ্ঞেস করেছো যা আমি সংরক্ষণ করিনি এবং তোমার পূর্বে কেউ আমার নিকট তা জিজ্ঞেসও করেনি। আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি জুতা পরিধান করে নামায পড়েছেন? তিনি বলেন, হাঁ। এই সনদসূত্র সহীহ।

٣٣- بَابُ وُجُوْبِ قِرَاءَةِ اُمِّ الْكِتَابِ فِى الصَّلاَةِ خَلْفَ الاِمَامِ

৩৩-অনুচ্ছেদ : নামাযে ইমামের পিছনে উম্মুল কিতাব পড়া ওয়াজিব।

١١٨٢(١)- اخبرنا ابو محمد بن صاعد قراءة عليه ان محمد بن ابى موسى النهرتيرى حدثهم ثنا ايوب بن محمد الوزان ثنا فيض بن اسحاق الرقى ثنا محمد بن عبد الله بن عبيد الله بن عمير عن عطاء عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلَّى صَلاَةً مَكْتُوْبَةً مَعَ الاِمَامِ فَلْيَقْرَاْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِىْ سَكَتَاتِهِ وَمَنْ انْتَهَى اِلَى اُمِّ الْقُرْاٰنِ فَقَدْ اَجْزَاءَهُ محمد بن عبد الله بن عبيد الله ضعيف .

১১৮২(১)। আবু মুহাম্মাদ ইবনে সায়েদ (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন ব্যক্তি ইমামের সাথে ফরয নামায পড়লে সে যেন তার বিরতি স্থানে ফাতিহাতুল কিতাব পড়ে। আর যে ব্যক্তি উম্মুল কুরআন পর্যন্ত পৌঁছলো (ফাতিহা পড়লো) অবশ্যই তা তার জন্য যথেষ্ট হলো। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উবায়দুল্লাহ (র) হাদীসশাস্ত্রে দুর্বল।

١١٨٣(٢)- حدثنا ابو سعيد الاصطخرى الحسن بن احمد من كتابه ثنا محمد بن عبد الله بن نوفل ثنا ابى ثنا حفص بن غياث عن ابى اسحاق الشيبانى عن جواب التيمى وابراهيم بن محمد بن المنتشر عن الحارث بن سويد عَنْ يَزِيْدَ بْنِ شَرِيْكٍ اَنَّهُ سَاَلَ عُمَرَ عَنِ

الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الاِمَامِ فَقَالَ اقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ قُلْتُ وَاِنْ كُنْتَ اَنْتَ قَالَ وَاِنْ كُنْتُ اَنَا قُلْتُ وَاِنْ جَهَرْتَ قَالَ وَاِنْ جَهَرْتُ رُوَاتُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ .

১১৮৩(২)। আবু সাঈদ আল-ইসতাখরী আল-হাসান ইবনে আহ্মাদ (র)... ইয়াযীদ ইবনে শারীক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি উমার (রা)-এর নিকট ইমামের পিছনে কিরাআত পাঠ করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি বলেন, তুমি ফাতিহাতুল কিতাব পড়ো। আমি বললাম, যদি আপনি (ইমাম) হন? তিনি বললেন, যদিও আমি (ইমাম) হই (তবুও)। আমি বললাম, যদি আপনি সশব্দে (কিরাআত) পড়েন? তিনি বলেন, যদিও আমি সশব্দে (কিরাআত) পড়ি। এই হাদীসের সমস্ত রাবী নির্ভরযোগ্য।

١١٨٤(٣)- حدثنا محمد بن القاسم بن زكريا ثنا ابو كريب ثنا حفص بن غياث عن الشيباني عن جواب عَنْ يَزِيْدَ بْنِ شَرِيْكٍ قَالَ سَاَلْتُ عُمَرَ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الاِمَامِ فَاَمَرَنِيْ اَنْ اَقْرَاَ قَالَ قُلْتُ وَاِنْ كُنْتَ اَنْتَ قَالَ وَاِنْ كُنْتَ اَنَا قُلْتُ وَاِنْ جَهَرْتَ قَالَ وَاِنْ جَهَرْتُ هذا اسناد صحيح .

১১৮৪(৩)। মুহাম্মাদ ইবনুল কাসেম ইবনে যাকারিয়া (র)... ইয়াযীদ ইবনে শারীক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমার (রা)-এর নিকট ইমামের পিছনে কিরাআত পাঠ করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি আমাকে (ইমামের পিছনে) কিরাআত পাঠ করার নির্দেশ দেন। (রাবী) বলেন, আমি বললাম, যদি আপনি ইমাম হন? তিনি বললেন, যদিও আমি (ইমাম) হই তবুও। আমি বললাম, যদি আপনি সশব্দে (কিরাআত) পড়েন? তিনি বলেন, যদিও আমি সশব্দে কিরাআত পড়ি তবুও। (এই হাদীসের) এই সনদসূত্র সহীহ।

١١٨٥(٤)- حدثنا محمد بن مخلد ثنا ابراهيم بن محمد العتيق ثنا اسحاق الرازى عن ابى جعفر الرازى عن ابى سنان عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ اَبِى الْهُذَيْلِ قَالَ سَاَلْتُ اُبَىَّ بْنَ كَعْبٍ اَقْرَاُ خَلْفَ الاِمَامِ قَالَ نَعَمْ .

১১৮৫(৪)। মুহাম্মাদ ইবনে মাখলাদ (র)... আবদুল্লাহ ইবনে আবুল হুযায়েল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উবাই ইবনে কা'ব (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আমি কি ইমামের পিছনে কিরাআত পড়বো? তিনি বলেন, হাঁ।

١١٨٦(٥)- ثنا ابو بكر عبد الله بن سليمان بن الاشعث ثنا المؤمل بن هشام وحدثنا اسماعيل هو ابن علية عن محمد بن اسحاق عن مكحول عن محمود بن الربيع الانصارى وكان يسكن ايليا عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ صَلَّى رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ الصُّبْحَ فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ

الْقِرَاءَةُ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ انِّى لاَرَاكُمْ تَقْرُوْنَ مِنْ وَرَاءِ اِمَامِكُمْ قَالَ قُلْنَا اَجَلْ وَاللّه يَا رَسُوْلَ اللّهِ هٰذَا قَالَ فَلاَ تَفْعَلُوْا الاَّ بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ فَانَّهُ لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَاْ بِهَا هذا اسناد حسن .

১১৮৬(৫)। আবু বাক্‌র আবদুল্লাহ ইবনে সুলায়মান ইবনুল আশ'আছ (র)... উবাদা ইবনুস সামেত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের নামায পড়লেন। কিন্তু কুরআন পাঠ তাঁর নিকট কঠিন অনুভূত হলো। নামাযশেষে তিনি বলেন : নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে তোমাদের ইমামের পিছনে কুরআন পাঠ করতে দেখেছি। রাবী বলেন, আমরা বললাম, হাঁ, আল্লাহ্‌র শপথ, ইয়া রাসূলাল্লাহ!। তিনি বলেন : তা করো না, অবশ্যই উম্মুল কুরআন (সূরা আল-ফাতিহা) পড়ো। কেননা যে ব্যক্তি সূরা আল-ফাতিহা পড়ে না, তার নামায হয় না। এই সনদসূত্র হাসান (উত্তম)।

١١٨٧(٦)- حدثنا يوسف بن يعقوب بن اسحاق بن بهلول ثنا احمد بن على العمى ثنا عمر بن حبيب القاضى ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ بِهٰذَا الاِسْنَادِ نَحْوَهُ وَقَالَ كَاَنَّكُمْ تَقْرَءُوْنَ خَلْفِىْ قُلْنَا اَجَلْ هٰذَا يَا رَسُوْلَ اللّهِ قَالَ فَلاَ تَفْعَلُوْا الاَّ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَاِنَّهُ لاَ صَلاَةَ الاَّ بِهَا.

১১৮৭(৬)। ইউসুফ ইবনে ইয়া'কূব ইবনে ইসহাক ইবনে বাহলূল (র)... মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (র) থেকে এই সনদে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত। তিনি (ﷺ) বলেন : মনে হয় তোমরা আমার পিছনে কিরাআত পড়ো। আমরা বললাম, হাঁ, পড়ি ইয়া রাসূলাল্লাহ। তিনি বলেন : তা করো না, অবশ্যই সূরা আল-ফাতিহা পড়ো। কেননা তা ব্যতীত নামায হয় না।

١١٨٨(٧)- حدثنا ابن صاعد ثنا يعقوب الدورقى وزياد بن ايوب وابراهيم بن يعقوب الجوزجانى واحمد بن منصور قالوا حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ بِهٰذَا

১১৮৮(৭)। ইবনে সায়েদ (র)... মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (র) থেকে এই সনদসূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

١١٨٩(٨)- اخبرنا ابن صاعد ثنا عبيد الله بن سعد ثنا عمى ثنا ابى عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ حَدَّثَنِىْ مَكْحُوْلٌ بِهٰذَا وَقَالَ فِيْهِ اِنِّىْ لاَرَاكُمْ تَقْرَءُوْنَ خَلْفَ اِمَامِكُمْ اِذَا جَهَرَ قُلْنَا اَجَلْ وَاللّهِ يَا رَسُوْلَ اللّهِ هٰذَا قَالَ لاَ تَفْعَلُوْا الاَّ بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ فَانَّهُ لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَاْ بِهَا .

১১৮৯(৮)। ইবনে সায়েদ (র)... মাকহূল (র) থেকে এই সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত। তাতে আরো আছে, তিনি বলেন : নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে তোমাদের ইমামের পিছনে কিরাআত পড়তে দেখছি, যখন তিনি সশব্দে কিরাআত পাঠ করেন। আমরা বললাম, হাঁ। আল্লাহ্‌র শপথ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাই করছি। তিনি বলেন : তা করো না, অবশ্য সূরা আল-ফাতিহা পড়বে। কেননা যে ব্যক্তি সূরা আল-ফাতিহা পড়ে না তার নামায হয় না।

١١٩٠(٩)- حدثنا يحى بن محمد بن صاعد ثنا محمد بن اسحاق ثنا عبد الله بن يوسف التنيسى ثنا الهيثم بن حميد قال اخبرنى زيد بن واقد عن مكحول عَنْ نَافِعِ بْنِ مَحْمُوْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ الاَنْصَارِىِّ قَالَ نَافِعُ اَبْطَأَ عُبَادَةُ عَنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ فَاَقَامَ اَبُوْ نُعَيْمٍ الْمُؤَذِّنُ الصَّلاَةَ وَكَانَ اَبُوْ نُعَيْمٍ اَوَّلُ مَنْ اَذَّنَ فِى بَيْتِ الْمُقَدَّسِ فَصَلَّى بِالنَّاسِ اَبُوْ نُعَيْمٍ وَاَقْبَلَ عُبَادَةُ وَاَنَا مَعَهُ حَتّى صَفَفْنَا خَلْفَ اَبِىْ نُعَيْمٍ وَاَبُوْ نُعَيْمٍ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فَجَعَلَ عُبَادَةُ يَقْرَأُ بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ لِعُبَادَةَ قَدْ صَنَعْتَ شَيْئًا فَلاَ اَدْرِىْ اَسُنَّةٌ هِىَ اَمْ سَهْوٌ كَانَتْ مِنْكَ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَ سَمِعْتُكَ تَقْرَأُ بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ وَاَبُوْ نُعَيْمٍ يَجْهَرُ قَالَ اَجَلْ صَلّى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَعْضَ الصَّلَوَاتِ الَّتِىْ يَجْهَرُ فِيْهَا بِالْقِرَاءَةِ فَالْتَبَسَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ فَلَمَّا انْصَرَفَ اَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ هَلْ تَقْرَءُوْنَ اِذَا جَهَرْتُ بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ بَعْضُنَا اِنَّا لَنَصْنَعُ ذٰلِكَ قَالَ فَلاَ تَفْعَلُوْا وَاَنَا اَقُوْلُ مَا لِىْ اُنَازَعُ الْقُرْاٰنَ فَلاَ تَقْرَءُوْا بِشَىْءٍ مِنَ الْقُرْاٰنِ اِذَا جَهَرْتُ اِلاَّ بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ كلهم ثقات .

১১৯০(৯)। ইয়াহ্ইয়া ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে সায়েদ (র)... নাফে' ইবনে মাহমূদ ইবনুর রবী' আল-আনসারী (র) থেকে বর্ণিত। নাফে' (র) বলেন, (একদা) উবাদা (রা) ফজরের নামায পড়তে বিলম্ব করলেন। মুআযযিন আবু নুআইম (র) নামাযের ইকামত দিলেন। আর আবু নুআইম (র)-ই সর্বপ্রথম বায়তুল মুকাদ্দাসে আযান দিয়েছিলেন। অতঃপর আবু নুআইম (র) লোকদের নিয়ে নামায পড়লেন। উবাদা (রা) এলেন এবং আমি তার সাথে ছিলাম। শেষে আমরা আবু নুআইম (র)-এর পিছনে কাতারে দাঁড়ালাম। আবু নুআইম (র) সশব্দে কিরাআত পড়লেন। (ইমামের পিছনে) উবাদা (রা) সূরা আল-ফাতিহা পড়লেন। নামাযশেষে আমি উবাদা (রা)-কে বললাম, অবশ্যই আপনি এমন একটি কাজ করেছেন, আমি জানি না এটি কি সুন্নাত, নাকি আপনি ভুল করেছেন? তিনি বলেন, তা কি? তিনি বলেন, আমি আপনাকে সূরা আল-ফাতিহা পড়তে শুনেছি, যখন আবু নুআইম (র) সশব্দে কিরাআত পাঠ করেছেন। তিনি বলেন, হাঁ। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের কোন এক ওয়াক্তের নামায পড়ান, যাতে তিনি সশব্দে কিরাআত পাঠ করেন। তার জন্য কিরাআত পাঠ জটিল অনুভূত হলো। নামাযশেষে তিনি আমাদের দিকে ফিরে বলেন : আমি যখন সশব্দে কিরাআত পড়েছি তখন কি তোমরা কিরাআত পড়েছ? আমাদের কেউ বললেন, অবশ্যই আমরা পড়েছি। তিনি বলেন : এরূপ করো না। তাই আমি বলছিলাম, কি ব্যাপার! আমার সাথে কুরআন নিয়ে বিবাদ করা হচ্ছে! আমি যখন সশব্দে কিরাআত পাঠ করি তখন তোমরা কুরআনের কোন অংশ (কিরাআত) পড়বে না, তবে সূরা আল-ফাতিহা পড়বে। এই হাদীসের সমস্ত রাবী নির্ভরযোগ্য।

١١٩١(١٠)- حدثنا ابو محمد بن صاعد ثنا ابو زرعة عبد الرحمٰن بن عمرو بدمشق ثنا الوليد بن عتبة ثنا الوليد بن مسلم حدثنى غير واحد منهم سعيد بن عبد العزيز عن مكحول عن محمود عَنْ اَبِىْ نُعَيْمٍ اَنَّهُ سَمِعَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ هَلْ

تَقْـرَءُوْنَ فِى الصَّـلاَةِ مَـعِىْ قُلْنَا نَعَمْ قَـالَ فَـلاَ تَفْـعَلُـوْا الاَّ بِفَـاتِحَـةِ الْكِتَـابِ . وقـال ابن صاعد قـوله عن ابى نعـيم انما كـان ابو نعـيم المـؤذن وليس هو كـما قـال الـولـيـد عن ابى نعيم عن عبادة .

১১৯১(১০)। আবু মুহাম্মাদ ইবনে সায়েদ (র)... আবু নুআইম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি উবাদা ইবনুস সামিত (রা)-কে নবী ﷺ সূত্রে বর্ণনা করতে শুনেছেন, তিনি বলেন : তোমরা কি আমার সাথে নামাযে কিরাআত পড়ো? আমরা বললাম, হাঁ। তিনি বলেন : তা করো না, অবশ্য সূরা আল-ফাতিহা পড়ো। ইবনে সায়েদ (র) বলেন, 'আবু নুআইম (র) থেকে' অর্থাৎ তিনি হলেন আবু নুআইম আল-মুয়াযযিন (র)। আল-ওয়ালীদ (র) যা বলছেন তদ্রূপ নয় : আবু নুআইম-উবাদা (র) সূত্রে।

١١٩٢ (١١)- حدثنا ابو محمد بن صاعد ثنا احمد بن الفرج الحمصى ثنا بقية ثنا الزبيدى عن مكحول عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ سَأَلَنَا رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ هَلْ تَقْرَءُوْنَ مَعِىْ وَاَنَا اُصَلِّىْ قُلْنَا اِنَّا نَقْرَاُ نُهَذِّهُ هذًا وَنَدْرُسُهُ دَرْسًا قَالَ فَلاَ تَقْرَءُوْا الاَّ بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ سِرًا فِىْ اَنْفُسِكُمْ هذا مُرْسَلٌ .

১১৯২(১১)। আবু মুহাম্মাদ ইবনে সায়েদ (র)... উবাদা ইবনুস সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের জিজ্ঞেস করেন : আমি নামাযরত অবস্থায় থাকতে তোমরা কি আমার সাথে কিরাআত পড়ো? আমরা বললাম, হাঁ, নিশ্চয়ই আমরা কবিতার ন্যায় পড়ি এবং পড়ার মত পড়ি। তিনি বলেন : তোমরা তা পড়ো না, তবে মনে মনে সূরা আল-ফাতিহা পড়ো। এটি মুরসাল হাদীস।

١١٩٣ (١٢)- حدثنا ابو محمد بن صاعد ثنا محمد بن زنجويه وابو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقى واللفظ له قالا نا محمد بن المبارك الصورى ثنا صدقة بن خالد ثنا زيد بن واقد عن حرام بن حكيم ومكحول عَنْ نَافِعِ بْنِ مَحْمُوْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ كَذَا قَالَ اَنَّهُ سَمِعَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ يَقْرَاُ بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ وَاَبُوْ نُعَيْمٍ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فَقُلْتُ رَاَيْتُكَ صَنَعْتَ فِىْ صَلاَتِكَ شَيْئًا قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَ سَمِعْتُكَ تَقْرَاُ بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ وَاَبُوْ نُعَيْمٍ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ قَالَ نَعَمْ صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ بَعْضَ الصَّلَوَاتِ الَّتِىْ يَجْهَرُ فِيْهَا بِالْقِرَاءَةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ يَقْرَاُ شَيْئًا مِّنَ الْقُرْاٰنِ اِذَا جَهَرْتُ بِالْقِرَاءَةِ قُلْنَا نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰه فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ وَاَنَا اَقُوْلُ مَا لِىْ اُنَازَعُ الْقُرْاٰنَ فَلاَ يَقْرَاَنَّ اَحَدٌ مِّنْكُمْ شَيْئًا مِّنَ الْقُرْاٰنِ اِذَا جَهَرْتُ بِالْقِرَاءَةِ الاَّ بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ . هذا اسناد حسن ورجاله ثقات كلهم ورواه يحى البابلتى عن صدقة عن زيد بن واقد عن عثمان بن ابى سودة عن نافع بن محمود .

১১৯৩(১২)। আবু মুহাম্মাদ ইবনে সায়েদ (র)... নাফে‘ ইবনে মাহমূদ ইবনুর-রবী‘ (র) থেকে পূর্বের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত। তিনি উবাদা ইব্নুস্ সামিত (রা)-কে সূরা আল-ফাতিহা পড়তে শুনলেন। আর আবু নু‘ম (র) সশব্দে কিরাআত পড়ছিলেন। আমি বললাম, আমি আপনাকে নামাযের মধ্যে কিছু করতে দেখেছি। তিনি বলেন, তা কি? রাবী বলেন, আমি আপনাকে (নামাযে) সূরা আল-ফাতিহা পড়তে শুনেছি। তখন আবু নু‘ম (র) সশব্দে কিরাআত পড়ছিলেন। তিনি বলেন, হাঁ। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের সাথে সশব্দে কিরাআত পাঠ করা হয় এমন এক ওয়াক্তের নামায পড়েন। নামাযশেষে তিনি বলেন : আমি যখন সশব্দে কিরাআত পড়েছি তখন তোমাদের কেউ কি কুরআনের কোন অংশ পড়েছে? আমরা বললাম, হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তাই আমি (মনে মনে) বলছিলাম, কি ব্যাপার! আমার সাথে কুরআন নিয়ে বিবাদ করা হচ্ছে কেন? আমি যখন সশব্দে কিরাআত পড়বো তখন তোমাদের কেউ যেন কুরআনের কোন অংশ না পড়ে, অবশ্য সূরা আল-ফাতিহা পড়বে। এই সনদসূত্র হাসান এবং তার সমস্ত রাবী নির্ভরযোগ্য। এই হাদীস ইয়াহ্ইয়া আল-বাবিলতী (র) সাদাকা-যায়েদ ইবনে ওয়াকিদ-উসমান ইবনে আবু সাওদা (র)-নাফে ইবনে মাহমূদ (র) সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

١١٩٤ (١٣)- حدثنا يحى بن محمد بن صاعد ثنا سليمان بن سيف الحرانى ثنا يحى بن عبد الله ابن الضحاك ثنا صدقة عن زيد بن واقد عن عثمان بن ابى سودة عَنْ نَافِعِ بْنِ مَحْمُوْدٍ قَالَ اَتَيْتُ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ فَذَكَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ وَقَالَ فِيهِ فَلاَ يَقْرَاَنَّ اَحَدٌ مِّنْكُمْ اِلاَّ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَاِنَّهُ لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَاْ بِهَا .

১১৯৪(১৩)। ইয়াহ্ইয়া ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে সায়েদ (র) ... নাফে‘ ইবনে মাহমূদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উবাদা ইবনুস সামিত (রা)-এর নিকট এলাম। অতএব তিনি নবী ﷺ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। তাতে তিনি ﷺ বলেন : অবশ্যই তোমাদের কেউ কিরাআত পড়বে না, তবে সূরা আল-ফাতিহা পড়বে। কেননা যে ব্যক্তি সূরা আল-ফাতিহা পড়ে না তার নামায হয় না।

١١٩٥ (١٤)- حدثنا محمد بن مخلد حدثنى ابراهيم بن محمد بن مروان العتيق نا اسحاق بن سليمان الرازى عن معاوية بن يحى عن اسحاق بن عبد الله بن ابى فروة عن عبد الله بن عمرو ابن الحارث عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ الاَنْصَارِيِّ قَالَ قَامَ اِلَى جَنْبِى عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ فَقَرَاَ مَعَ الاِمَامِ وَهُوَ يَقْرَاُ فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ لَهُ اَبَا الْوَلِيْدِ تَقْرَاُ وَتَسْمَعُ وَهُوَ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ قَالَ نَعَمْ اِنَّا قَرَاْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَغَلَطَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ سَبَّحَ فَقَالَ لَنَا حِيْنَ انْصَرَفَ هَلْ قَرَاَ مَعِىْ اَحَدٌ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ قَدْ عَجِبْتُ قُلْتُ مَنْ هٰذَا الَّذِىْ يُنَازِعُنِى الْقُرْاٰنَ اِذَا قَرَاَ الاِمَامُ فَلاَ تَقْرَءُوْا مَعَهُ اِلاَّ بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ فَاِنَّهُ لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَاْ بِهَا . معاوية واسحاق بن ابى فروة ضعيفان .

১৯৯৫(১৪)। মুহাম্মাদ ইবনে মাখলাদ (র)... মাহমূদ ইবনুর রাবী' আল-আনসারী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উবাদা ইবনুস সমিত (রা) নামাযের কাতারে আমার পাশে দাঁড়ালেন। তিনি ইমামের পিছনে কিরাআত পড়েন, তখন ইমামও কিরাআত পড়ছিলেন। নামাযশেষে আমি তাকে বললাম, হে আবুল ওয়ালীদ! আপনি কিরাআত পাঠ করছেন এবং আপনি শুনছেন যখন (ইমাম) সশব্দে কিরাআত পড়ছেন! তিনি বলেন, হাঁ। আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে কিরাআত পড়েছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ (কিরাআতে) ভুল করেন এবং সুবহানাল্লাহ বলেন। নামাযশেষে তিনি আমাদের বলেন : তোমাদের কেউ কি আমার সাথে সাথে কিরাআত পাঠ করেছে? আমরা বললাম, হাঁ। তিনি বলেন : আমি আশ্চর্যন্বিত হলাম। আমি বললাম : কে আমার সাথে কুরআন নিয়ে বিবাদ করেছে? ইমাম যখন কিরাআত পড়বে তখন তোমরা তার পিছনে কিরাআত পড়বে না, অবশ্য সূরা আল-ফাতিহা পড়বে। কেননা যে ব্যক্তি সূরা আল-ফাতিহা পড়ে না তার নামায হয় না। মুআবিয়া ও ইসহাক ইবনে আবু ফারওয়া (র) হাদীসশাস্ত্রে দুর্বল।

١١٩٦(١٥)- حدثنا محمد بن مخلد ثنا العباس بن محمد الدورى ثنا محمد بن عبد الوهاب ثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلّٰى صَلاَةً مَكْتُوْبَةً اَوْ تَطَوُّعًا فَلْيَقْرَأْ فِيْهَا بِأُمِّ الْكِتَابِ وَسُوْرَةٍ مَعَهَا فَانْ انْتَهى اِلى اُمِّ الْكِتَابِ فَقَدْ اَجْزى وَمَنْ صَلّٰى صَلاَةً مَعَ اِمَامٍ يَجْهَرُ فَلْيَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِىْ بَعْضِ سِكْتَاتِه فَانْ لَمْ يَفْعَلْ فَصَلاَتُهُ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ . محمد بن عبد الله بن عبيد ابن عمير ضعيف .

১১৯৬(১৫)। মুহাম্মাদ ইবনে মাখলাদ (র)... আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন ব্যক্তি ফরয অথবা নফল নামায পড়লে সে যেন তাতে সূরা আল-ফাতিহা এবং তার সাথে আরো একটি সূরা পড়ে। যদি সে সূরা আল-ফাতিহা পড়েই শেষ করে তাহলে তা যথেষ্ট হবে। আর কোন ব্যক্তি ইমামের সাথে সশব্দে কিরাআত সম্বলিত নামায পড়লে সে যেন তার (ইমামের) বিরতির ফাঁকে ফাঁকে সূরা আল-ফাতিহা পড়ে। যদি সে এরূপ না করে তাতে তার নামায ত্রুটিপূর্ণ ও অসম্পূর্ণ হবে। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উবায়েদ ইবনে উমায়ের হাদীসশাস্ত্রে দুর্বল।

١١٩٧(١٦)- حدثنا ابو بكر النيسابورى ثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم ثنا يحى بن سعيد القطان ثنا جعفر بن ميمون ثنا ابو عثمان النهدى عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَهُ اَنْ يَّخْرُجَ يُنَادِىْ فِى النَّاسِ اَنْ لاَّ صَلاَةَ اِلاَّ بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَمَا زَادَ .

১১৯৭(১৬)। আবু বাক্‌র আন-নায়সাপুরী (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে নির্দেশ দিলেন : তিনি যেন বের হয়ে মানুষের মাঝে ঘোষণা করেন, ফাতিহাতুল কিতাব এবং অন্য একটি সূরা পড়া ব্যতীত নামায হবে না।

۱۱۹۸(۱۷)- حدثنا يحى بن محمد بن صاعد ثنا سوار بن عبد الله العنبرى وعبد الجبار بن العلاء ومحمد بن عمرو بن سليمان وزياد بن ايوب والحسن بن محمد الزعفرانى واللفظ لسوار قالوا ثنا سفيان بن عيينة ثنا الزهرى عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ اَنَّهُ سَمِعَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ يَقُوْلُ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ قَالَ زِيَادٌ فِىْ حَدِيْثِهِ لاَ تُجْزِئُ صَلاَةٌ لاَ يَقْرَأُ الرَّجُلُ فِيْهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ هذا اسناد صحيح .

১১৯৮(১৭)। ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে সায়েদ (র)... মাহমূদ ইবনুর রবী' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি উবাদা ইবনুস সামেত (রা)-কে বলতে শুনেছেন, নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি সূরা আল-ফাতিহা পড়ে না তার নামায হয় না। যিয়াদ (র) তার হাদীসে বলেন, যে নামাযে কোন ব্যক্তি সূরা আল-ফাতিহা পড়ে না সেই নামায হয় না। এই সনদসূত্র সহীহ।

۱۱۹۹(۱۸)- حدثنا ابو محمد بن صاعد ثنا الربيع بن سليمان ثنا ابن وهب اخبرنى يونس ابن يزيد عن ابن شهاب ثنا محمود بن الربيع عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ . هذا صحيح ايضًا وكذلك رواه صالح بن كيسان ومعمر والاوزاعى وعبد الرحمان بن اسحاق وغيرهم عن الزهرى .

১১৯৯(১৮)। আবু মুহাম্মাদ ইবনে সায়েদ (র)... উবাদা ইবনুস সামেত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি সূরা আল-ফাতিহা পড়ে না তার নামায হয় না। এই সনদসূত্রও সহীহ। এই হাদীস সালেহ ইবনে কায়সান, মা'মার, আল-আওযাঈ, আবদুর রহমান ইবনে ইসহাক (র) প্রমুখ আয-যুহরী (র) থেকে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

۱۲۰۰(۱۹)- حدثنا محمد بن مخلد ثنا ابو حاتم الرازى ثنا الحميدى ثنا موسى بن شيبة عن محمد بن كليب هو ابن جابر بن عبد الله عَنْ جَابِرٍ وَهُو ابْنُ عَبْدِ اللّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ الاِمَامُ ضَامِنٌ فَمَا صَنَعَ فَاصْنَعُوْا قَالَ اَبُوْ حَاتِمٍ هذَا تَصْحِيْحٌ لِمَنْ قَالَ بِالْقِرَاءَةِ خَلْفَ الاِمَامِ .

১২০০(১৯)। মুহাম্মাদ ইবনে মাখলাদ (র)... জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ (রা)-র পুত্র। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ইমাম হলো (নামাযের) যামিন। অতএব ইমাম যা করে তোমরাও তাই করো। আবু হাতেম (র) বলেন, এই মতামত সেই ব্যক্তির জন্য সহীহ যিনি বলেন, ইমামের পিছনে কিরাআত পড়তে হবে।

١٢٠١(٢٠)-حدثنا عمر بن احمد بن على الجوهرى ثنا احمد بن سيار المروزى ثنا محمد بن خلاد الاسكندرانى ثنا اشهب بن عبد العزيز ثنا سفيان بن عيينة عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اُمُّ الْقُرْاٰنِ عِوَضٌ مِنْ غَيْرِهَا وَلَيْسَ غَيْرُهَا مِنْهَا بِعِوَضٍ .تفرد به محمد بن خلاد عن اشهب عن ابن عيينة والله اعلم .

১২০১(২০)। উমার ইবনে আহ্‌মাদ ইবনে আলী আল-জাওহারী (র)... উবাদা ইবনুস সামেত (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : উম্মুল কুরআন অন্য সূরার বিকল্প, কিন্তু অন্য সূরা সূরা আল-ফাহিতার বিকল্প নয়। এই হাদীস কেবল মুহাম্মাদ ইবনে খাল্লাদ (র) আশহাব ইবনে উয়াইনা (র) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ সর্বাধিক জ্ঞাত।

١٢٠٢(٢١)- حدثنا اسماعيل بن محمد الصفار ثنا عباس بن محمد ثنا عبد الصمد بن النعمان ثنا شعبة عن سفيان بن حسين عن الزهرى عَنِ ابْنِ اَبِىْ رَافِعٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَاْمُرُ اَوْ يَقُوْلُ اقْرَاْ خَلْفَ الاِمَامِ فِى الرَّكْعَتَيْنِ الاُوْلَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُوْرَةٍ وَفِى الأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ .

১২০২(২১)। ইসমাঈল ইবনে মুহাম্মাদ আস-সাফ্‌ফার (র)... ইবনে আবু রাফে‘ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। আলী (রা) নির্দেশ দিতেন অথবা বলতেন, তুমি প্রথম দুই রাক্‌আতে ইমামের পিছনে সূরা আল-ফাহিতা ও অন্য একটি সূরা পড়ো এবং শেষের দুই রাক্‌আতে শুধু সূরা আল-ফাহিতা পড়ো।

١٢٠٣(٢٢)- حدثنا محمد بن مخلد ثنا محمد بن اسحاق الصاغانى ثنا شاذان ثنا شعبة عن سفيان بن حسين قال سمعت الزهرى عَنِ ابْنِ اَبِىْ رَافِعٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَلِىٍّ اَنَّهُ كَانَ يَاْمُرُ اَوْ يُحِبُّ اَنْ يَّقْرَاَ فِى الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِى الرَّكْعَتَيْنِ الاُوْلَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُوْرَةٍ وَفِى الأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ خَلْفَ الاِمَامِ هذا اسناد صحيح عن شعبة .

১২০৩(২২)। মুহাম্মাদ ইবনে মাখলাদ (র)... ইবনে আবু রাফে‘ (র) থেকে তার পিতা-আলী (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি নির্দেশ দিতেন অথবা পছন্দ করতেন যে, ইমামের পিছনে যুহর ও আসরের নামাযের প্রথম দুই রাক্‌আতে সূরা আল-ফাতিহা এবং অন্য সূরা এবং শেষ দুই রাক্‌আতে কেবল সূরা আল-ফাতিহা পড়া এই সনদ শো‘বা (র) থেকে সহীহ।

١٢٠٤(٢٣)- حدثنا ابن مخلد ثنا احمد بن الحجاج بن الصلت ثنا الحكم بن اسلم ثنا شعبة بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

১২০৪(২৩)। ইবনে মাখলাদ (র)... শো‘বা (র) থেকে তার সনদে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

١٢٠٥(٢٤)- ثنا الحسن بن الخضر ثنا ابو عبد الرحمن النسائى ثنا قتيبة بن سعيد ثنا يزيد بن زريع عن معمر عن الزهرى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ رَافِعٍ قَالَ كَانَ عَلِىٌّ يَقُوْلُ اقْرَءُوْا فِى الرَّكْعَتَيْنِ الْاُوْلَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ خَلْفَ الاِمَامِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُوْرَةٍ وهذا اسناد صحيح .

১২০৫(২৪) আল-হাসান ইবনুল খিদর (র)... উবায়দুল্লাহ ইবনে আবু রাফে‘ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা) বলতেন, তোমরা যুহর ও আসরের নামাযের প্রথম দুই রাকআতে ইমামের পিছনে সূরা আল-ফাহিতা এবং (এর সাথে) অন্য একটি সূরা পড়ো। এই সনদসূত্র সহীহ।

٣٤- بَابُ ذِكْرِ قَوْلِهِ ﷺ مَنْ كَانَ لَهُ اِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الاِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ وَاخْتِلاَفِ الرِّوَايَاتِ

৩৪-অনুচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী : যে ব্যক্তি ইমামের সাথে নামায পড়ে, ইমামের কিরাআতই তার কিরাআত এবং এতদসম্পর্কিত হাদীসসমূহের বিভিন্নতা।

١٢٠٦(١)- حدثنا على بن عبد اللّٰه بن مبشر ثنا محمد بن حرب الواسطى ثنا اسحاق الازرق عن ابى حنيفة عن موسى بن ابى عائشة عن عبد اللّٰه بن شداد عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَ لَهُ اِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الاِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ . لم يسنده عن موسى بن ابى عائشة غير ابى حنيفة والحسين بن عمارة وهما ضعيفان .

১২০৬(১)। আলী ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুবাশশির (র)... জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি ইমামের সাথে নামায পড়ে—ইমামের কিরাআতই তার কিরাআত। মূসা ইবনে আবু আয়েশা (র) থেকে আবু হানীফা (র) এবং আল-হুসাইন ইবনে উমারা (র) ব্যতীত অন্য কেউ মারফূ‘রূপে বর্ণনা করেননি। তারা উভয়ে হাদীসশাস্ত্রে দুর্বল।

টীকা : ইমাম আবু হানীফা (র)-এর সমসাময়িক ও তাঁর পরবর্তী কালের একদল মুহাদ্দিস অনেকটা তাঁর ফিক্হ-ভিত্তিক গবেষণা যথার্থভাবে উপলব্ধি না করে ঈর্ষাপরায়ণতা, পরশ্রীকাতরতা, সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতিত্ব ও বিভ্রান্তিকর অপপ্রচারে প্রলুব্ধ হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে নানারকম অশালীন ও অযৌক্তিক মন্তব্য করেন। এই ক্ষেত্রে বেশিরভাগ মুহাদ্দিস প্রকৃত সত্য যাচাই না করে ইমাম বুখারী (র)-এর দ্বারা প্রভাবিত হন। বুখারী শরীফে তিনি অজানা, অখ্যাত ও পরিত্যক্ত অনেক ব্যক্তির নামোল্লেখসহ তাদের মতামত পত্রস্থ করলেও ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মত বিশাল ব্যক্তিত্বের অধিকারীকে ‘ওয়া কালা বা’দুন-নাস’ (কোন কোন লোক বলে) এরূপ হীন ভাষায় উল্লেখ করেছেন। অথচ হানাফী মাযহাবের অনুসারীগণ তাঁর বুখারী শরীফের চর্চা না করলে তা পৃথিবী থেকে হয়ত হারিয়ে যেতো।

ইমাম আবু হানীফা (র)-কে হাদীসশাস্ত্রে দুর্বল বলার রহস্য এখানেই নিহিত। তিনি যাদেরকে নিয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করেন তারা কেবল ফকীহ্-ই ছিলেন না, তৎকালের প্রথিতযশা মুহাদ্দিসও ছিলেন। মুহাদ্দিসগণ যেখানে রাবীগণের (হাদীস বর্ণনাকারী) অবস্থা যাচাই করে হাদীস গ্রহণ বা বর্জন করেছেন, সেখানে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর নেতৃত্বে ফকীহগণ রাবীদের অবস্থা যাচাই করার সাথে সাথে হাদীসের মূল পাঠ বা বক্তব্যও যাচাই করে দেখেছেন, যে ভাষায় কথা বলা হয়েছে তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ভাষা কিনা। এভাবে যাচাই করে তাঁরা হাদীস গ্রহণ করেছেন। তারা সহীহ হাদীসের বিপরীতে যঈফ হাদীস গ্রহণ করলেও তার কারণও ব্যাখ্যা করেছেন।

যেমন সূরা আল-ফাতিহা পড়াশেষে 'আমীন' বলা সংক্রান্ত দু'টি হাদীস রয়েছে। এর একটিতে সশব্দে এবং অপরটিতে নিঃশব্দে আমীন বলার কথা উল্লেখ আছে। শেষোক্ত হাদীসটি সনদের বিচারে প্রথমোক্ত হাদীসের তুলনায় কিছুটা দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও হানাফী ফকীহ্গণ অনুচ্চ স্বরে 'আমীন' বলার পক্ষে মত দিয়েছেন। কেননা 'আমীন' (হে আল্লাহ্ কবুল করো) হলো একটি দোয়া। আল্লাহ্ তায়ালা কুরআন মজীদে বলেছেন, "তোমরা বিনীতভাবে ও গোপনে তোমাদের প্রতিপালক প্রভুকে ডাকো" (সূরা আল-আ'রাফ : ৫৫)। "তুমি তোমার প্রতিপালক প্রভুকে মনে মনে সবিনয়ে গোপনে ও অনুচ্চ স্বরে ডাকো" (সূরা আল-আ'রাফ : ২০৫)।

আরো একটি উদাহরণ : নামাযে ইমামের পিছনে মুক্তাদীদের সূরা আল-ফাতিহা পড়ার ক্ষেত্রেও দ্বিবিধ হাদীস বিদ্যমান আছে। এক হাদীসে পড়তে বলা হয়েছে এবং অপর হাদীসে ইমামের পাঠকেই মুক্তাদীদের জন্য যথেষ্ট বলা হয়েছে। হানাফী ফকীহগণ এই শেষোক্ত হাদীস গ্রহণ করে বলেছেন, মুক্তাদীগণ ইমামের সাথে সূরা আল-ফাতিহা পড়বে না। কেননা আল্লাহ্ তায়ালা কুরআন মজীদে বলেছেন, "যখন কুরআন পাঠ করা হয় তখন তোমরা তা মনোযোগ সহকারে শোনো এবং নীরব থাকো" (সূরা আল-আ'রাফ : ২০৪)।

ইমাম আবু হানীফা (র) ও ইমাম বুখারী (র)-এর মধ্যকার মতবিরোধের মূল হলো ঈমানের সংজ্ঞা নিয়ে। ইমাম আবু হানীফার মতে ঈমানের মূল উপাদান দু'টি : অন্তরের বিশ্বাস ও মৌখিক স্বীকারোক্তি। আর ইমাম বুখারী ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো বাস্তবে পালন (আমাল বিল-আরকান) করাকেও এর সাথে যুক্ত করেন। এর ফলে উদাহরণস্বরূপ কোনো ব্যক্তি নামায না পড়লে ইমাম আজমের মতে সে কবীরা (গুরুতর) গুনাহ করে আর ইমাম বুখারীর সংজ্ঞা অনুযায়ী সে কাফের হয়ে যায়। এই সংজ্ঞাকে কেন্দ্র করে ইমাম বুখারী ইমাম আবু হানীফার বিরুদ্ধে প্রচুর অপপ্রচার করেছেন, এমনকি তাকে যিন্দীক পর্যন্ত বলেছেন, যদিও ইমাম আজমের সংজ্ঞাই কুরআন-হাদীসের দলীল অনুযায়ী সর্বাধিক সহীহ।

অতএব বিশেষ করে একদল মুহাদ্দিস নিতান্তই এসব অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে সত্য যাচাই না করে ইমাম আজম আবু হানীফা (র) সম্পর্কে অশালীন ও অসংগত মন্তব্য করেছেন। তাদের কেউ বলেছেন, তিনি হাদীসশাস্ত্রে দুর্বল, হাদীস সম্পর্কে তাঁর কোন জ্ঞানই ছিলো না, তিনি মাত্র তিনটি হাদীস জানতেন ইত্যাদি। বর্তমান কালেও নিতান্তই সংখ্যালঘু একদল মুসলমান, যারা মুসলিম উম্মাহ্র জন্য পৃথিবীর এক টুকরা ভূখণ্ডও কখনো দখলে আনতে পারেনি, বলতে গেলে ইতিহাসে যাদের কোন উল্লেখযোগ্য অবদানও নেই, তাঁর সম্পর্কে অনুরূপ মন্তব্য করতে দ্বিধাবোধ করে না।

অথচ পৃথিবীর মুসলমানদের সর্বাধিক সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী সর্বকালে ইমাম আবু হানীফা (র)-কে কিভাবে গ্রহণ করেছে তা সূর্যালোকের মত উদ্ভাসিত। বললে অত্যুক্তি হয় না যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ও সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর পরে তাঁর উম্মতের কাছে যে ব্যক্তি সর্বাধিক জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছেন তিনি হলেন ইমাম আবু হানীফা (র)। ইয়াহ্ইয়া ইবনে মুঈন (র) যথার্থই বলেছেন ,"আমাদের মুহাদ্দিস সম্প্রদায় ইমাম আবু হানীফা (র) ও তাঁর সহচরদের সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করতে গিয়ে সীমালংঘন করেছেন" (অনুবাদক)।

١٢٠٧(٢)- حدثنا ابو عبد الله محمد بن القاسم بن زكريا المحاربى بالكوفة ثنا ابو كريب محمد ابن العلاء ثنا اسد بن عمرو عن ابى حنيفة عن موسى بن ابى عائشة عن عبد الله بن شداد بن الهاد عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَخَلْفَهُ رَجُلٌ يَقْرَأُ فَنَهَاهُ رَجُلٌ مِّنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا انْصَرَفَ تَنَازَعَا فَقَالَ اَتَنْهَانِىْ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَتَنَازَعَا حَتّٰى بَلَغَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلّٰى خَلْفَ اِمَامٍ فَاِنَّ قِرَاءَتَهُ لَهُ قِرَاءَةٌ . ورواه الليث عن ابى يوسف عن ابى حنيفة .

১২০৭(২)। আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনুল কাসেম ইবনে যাকারিয়া আল-মুহারিবী (র)... জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নামায পড়ান এবং তাঁর পিছনে এক ব্যক্তি কিরাআত পড়েন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একজন সাহাবী তাকে কিরাআত পড়তে নিষেধ করেন। তিনি ﷺ নামায শেষ করার পর তারা উভয়ে বিতর্কে লিপ্ত হন। কিরাআত পাঠকারী বললেন, আপনি আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে কিরাআত পড়তে নিষেধ করছেন কেন? তাদের বিতর্ক এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে, তা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কর্ণগোচর হলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : "কোন ব্যক্তি ইমামের পিছনে নামায পড়লে ইমামের কিরাআতই তার কিরাআত"। আল-লাইছ (র) এই হাদীস আবু ইউসুফ (র) -আবু হানীফা (র) সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

١٢٠٨(٣)- حدثنا ابو بكر النيسابورى ثنا احمد بن عبد الرحمن بن وهب ثنا عمى ثنا الليث ابن سعد عن يعقوب عن النعمان عن موسى بن ابى عائشة عن عبد الله بن شداد بن الهاد عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَجُلاً قَرَاَ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الاَعْلٰى فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّبِىُّ ﷺ قَالَ مَنْ قَرَاَ مِنْكُمْ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الاَعْلٰى فَسَكَتَ الْقَوْمُ فَسَاَلَهُمْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ كُلَّ ذٰلِكَ لَيَسْكُتُوْنَ ثُمَّ قَالَ رَجُلٌ اَنَا قَالَ قَدْ عَلِمْتُ اَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيْهَا .

১২২১(৩)। আবু বাক্‌র আন-নায়সাপুরী (র)... জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে (নামাযে) 'সাব্বিহিস্‌মা রব্বিকাল আ'লা' সূরাটি পড়লো। নবী ﷺ নামাযশেষে বলেন : তোমাদের কোন্ ব্যক্তি (আমার পিছনে) 'সাব্বিহিসমা রব্বিকাল আ'লা' পড়েছে? সবাই নীরব থাকলো। তিনি তাদের নিকট তিনবার জিজ্ঞেস করেন, প্রত্যেক বার তারা চুপ থাকে। অতঃপর এক ব্যক্তি বললেন, আমি (পড়েছি)। তিনি বলেন : নিশ্চয়ই আমি উপলব্ধি করেছি, তোমাদের কেউ একজন আমাকে নামাযের মধ্যে খটকায় ফেলেছে।

١٢٠٩(٤)- وقال عبد الله بن شداد عن ابى الوليد عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَجُلاً قَرَاَ خَلْفَ النَّبِىِّ ﷺ فِى الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فَاَوْمَاَ اِلَيْهِ رَجُلٌ فَنَهَاهُ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ اَتَنْهَانِىْ اَنْ اَقْرَاَ خَلْفَ النَّبِىِّ ﷺ فَتَذَاكَرَا ذٰلِكَ حَتّٰى سَمِعَ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلّٰى خَلْفَ الاِمَامِ فَاِنَّ قِرَاءَتَهُ لَهُ قِرَاءَةٌ . ابو الوليد هذا مجهول ولم يذكر فى هذا الاسناد جابراً غير ابى حنيفة ورواه يونس بن بكير عن ابى حنيفة والحسن بن عمارة عن موسى بن ابى عائشة عن عبد الله بن شداد عن جابر عن النبى ﷺ بهذا .

১২০৯(৪)। আবদুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ (র)... জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি যুহর অথবা আসরের নামাযে নবী ﷺ-এর পিছনে কিরাআত পড়তে থাকলে এক ব্যক্তি তাকে ইংগিতে কিরাআত পাঠ থেকে বিরত থাকতে বলেন। নামাযশেষে লোকটি বললো, আপনি কি আমাকে নবী ﷺ

-এর পিছনে কিরাআত পড়তে নিষেধ করেন? তারা এ সম্পর্কে পরস্পর কথা কাটাকাটিতে লিপ্ত হলো। শেষে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা শুনতে পান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : "কোন ব্যক্তি ইমামের পিছনে নামায পড়লে ইমামের কিরাআতই তার কিরাআত"। এই আবুল ওয়ালীদ অজ্ঞাত রাবী। এই সনদে আবু হানীফা (র) ব্যতীত অন্য কেউ জাবের (রা)-এর উল্লেখ করেননি। এই হাদীস ইউনুস ইবনে বুকায়ের (র) আবু হানীফা (র) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আল-হাসান ইবনে উমারা (র) মূসা ইবনে আবু আয়েশা-আবদুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ-জাবের (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে এই হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٢١٠(٥)- حدثنا به احمد بن محمد سعيد نا يوسف بن يعقوب بن ابى الازهر التيمى ثنا عبيد بن يعيش ثنا يونس بن بكير ثَنَا اَبُوْ حَنِيْفَةَ وَالْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ بِهذَا . اَلْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ مَتْرُوْكُ الْحَدِيْثِ وروى هذا الحديث سفيان الثورى وشعبة واسرائيل بن يونس وشريك وابو خالد الدالانى وابو الاحوص وسفيان بن عيينة وجرير بن عبد الحميد وغيرهم عن موسى بن ابى عائشة عن عبد الله بن شداد مرسلا عن النبى ﷺ وهو الصواب .

১২১৩(৫)। আহ্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ (র)... আবু হানীফা (র) ও আল-হাসান ইবনে উমারা (র) থেকে এই সনদে পূর্বোক্ত হাদীস বর্ণিত। আল-হাসান ইবনে উমারা (র) হাদীসশাস্ত্রে প্রত্যাখ্যাত। এই হাদীস সুফিয়ান আস-সাওরী, শো'বা, ইসরাঈল ইবনে ইউনুস, শারীক, আবু খালিদ আদ-দালানী, আবুল আহ্ওয়াস, সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা, জারীর ইবনে আবদুল হামীদ (র) প্রমুখ রাবীগণ মূসা ইবনে আবু আয়েশা-আবদুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ (র)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন এবং এটাই সঠিক।

١٢١١(٦)- حدثنا ابن مخلد ثنا محمد بن هشام بن البخترى ثنا سليمان بن الفضل ثنا محمد بن الفضل بن عطية عن ابيه عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ اِمَامٌ فَقِرَاءَتُهُ لَهُ قِرَاءَةٌ محمد بن الفضل متروك .

১২১৪(৬)। ইবনে মাখলাদ (র)... সালেম ইবনে আবদুল্লাহ (র) থেকে তার পিতা-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন : যে ব্যক্তি ইমামের সাথে নামায পড়ে তার জন্য ইমামের কিরাআতই যথেষ্ট। ইবনুল ফাদল পরিত্যক্ত রাবী।

١٢١٢(٧)- حدثنا عبد الله بن سليمان بن الاشعث وابو بكر النيسابورى قالا نا العباس بن الوليد بن مزيد اخبرنى ابى ثنا الاوزاعى ثنا عبد الله بن عامر حدثنى زيد بن اسلم عن ابيه عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ هذِهِ الاٰيَةِ وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهُ وَاَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ قَالَ نُزَلَتْ فِىْ رَفْعِ الاَصْوَاتِ وَهُمْ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّهِ ﷺ فِى الصَّلاَةِ لفظ ابن ابى داود عبد الله بن عامر ضعيف .

১২১৫(৭)। আবদুল্লাহ ইবনে সুলায়মান ইবনুল আশআছ (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে "যখন কুরআন পাঠ করা হয় তখন তোমরা মনোযোগ সহকারে তা শ্রবণ করো এবং নিশ্চুপ থাকো, যাতে তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করা হয়" (সূরা আল-আ'রাফ : ২০৪) আয়াত সম্পর্কে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পিছনে নামাযরত অবস্থায় উচ্চস্বরে কিরাআত পাঠ সম্পর্কে উক্ত আয়াত নাযিল হয়। মূল পাঠ ইবনে আবু দাঊদের। আবদুল্লাহ ইবনে আমের হাদীসশাস্ত্রে দুর্বল।

١٢١٣(٨)- حدثنا احمد بن نصر بن سندويه ثنا يوسف بن موسى ثنا سلمة بن الفضل ثنا الحجاج بن ارطاة عن قتادة عن زرارة بن اوفى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيْ بِالنَّاسِ وَرَجُلٌ يَقْرَأُ خَلْفَهُ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ مَنْ ذَا الَّذِيْ يُخَالِجُنِيْ سُوْرَتَهُمْ فَنَهَاهُمْ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الاِمَامِ وَلَمْ يَقُلْ هكَذَا غير حجاجٍ وخالفه اصحاب قتادة منهم شعبة وسعيد وغيرهما فلم يذكروا انه نهاهم عن القراءة وحجاج لا يحتج به .

১২১৬(৮)। আহ্মাদ ইবনে নাসর ইবনে সানদুবিয়া (র)... ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের নামায পড়ান। এক ব্যক্তি তাঁর পিছনে কিরাআত পড়ে। নামাযশেষে তিনি বলেন : কার সূরা পাঠ আমাকে খটকায় ফেলেছে? অতএব তিনি তাদেরকে ইমামের পিছনে কিরাআত পড়তে নিষেধ করেন। হাজ্জাজ (র) ব্যতীত অন্য কেউ হাদীসটি এভাবে বর্ণনা করেননি। কাতাদা (র)-এর শাগরিদগণ এ হাদীস বর্ণনায় হাজ্জাজের সাথে বিরোধ করেছেন, শো'বা, সাঈদ (র) প্রমুখ তাদের অন্তর্ভুক্ত। তারা বর্ণনা করেননি যে, "তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে কিরাআত পড়তে নিষেধ করেছেন" এবং হাজ্জাজের হাদীস দলীলযোগ্য নয়।

١٢١٤(٩)- حدثنا ابو بكر النيسابورى ثنا بحر بن نصر ثنا يحى بن سلام ثنا مالك بن انس ثنا وهب بن كيسان عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ كُلُّ صَلاَةٍ لاَ تُقْرَأُ فِيْهَا بِأُمِّ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ اِلاَّ اَنْ يَكُوْنَ وَرَاءَ اِمَامٍ . يحى بن سلام ضعيف والصواب موقوف.

১২১৭(৯)। আবু বাক্র আন-নায়সাপুরী (র)... জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে কোন নামায, তাতে উম্মুল কুরআন (ফাতেহা) পাঠ না করা হলে তা ত্রুটিপূর্ণ, তবে ইমামের পিছনে হলে ভিন্ন কথা (ফাতিহা পড়তে হবে না)। ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাল্লাম (র) হাদীসশাস্ত্রে দুর্বল। সঠিক হলো, এটি মাওকূফ হাদীস।

١٢١٥(١٠)- حدثنا ابو بكر النيسابورى ثنا يونس نا ابن وهب ان مالكًا اخبره عن وهب ابن كيسان عَنْ جَابِرٍ نَحْوَهُ مَوْقُوْفًا قرئ على عبد اللّٰه بن محمد بن عبد العزيز وانا اسمع حدثكم ابو بكر بن ابى شيبة ثنا ابو خالد الاحمر عن محمد بن عجلان عن زيد بن

اسلم عن ابى صالح عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاِنَّمَا جُعِلَ الاِمَامُ لِیُؤْتَمَّ بِهِ فَاِذَا کَبَّرَ فَکَبِّرُوْا وَاِذَا قَرَاَ فَاَنْصِتُوْا تابعه محمد بن سعد الاشهلى .

১২১৫(১০)। আবু বাক্‌র আন-নায়সাপুরী (র)... জাবের (রা) থেকে মাওকূফরূপে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল আযীয (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ইমাম এজন্যই নিযুক্ত হয়ে থাকে যাতে তার অনুসরণ করা হয়। অতএব যখন সে তাকবীর বলে তখন তোমরাও তাকবীর বলো এবং যখন সে কিরাআত পড়ে তখন তোমরা নীরব থাকো। মুহাম্মাদ ইবনে সা'দ আল-আশহালী (র) তার অনুসরণ করেন।

١٢١٦(١١)- حدثنا محمد بن عبد الله بن زكريا والحسن بن الخضر قالا نا احمد بن شعيب ثنا محمد بن عبد الله المخرمى ثنا محمد بن سعد الاشهلى الانصارى حدثنى محمد بن عجلان عَنِ زيد بن اسلم عن ابى صالح عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا الاِمَامُ لِیُؤْتَمَّ بِهِ فَاِذَا کَبَّرَ فَکَبِّرُوْا وَاِذَا قَرَاَ فَاَنْصِتُوْا قال ابو عبد الرحمن كان المخرمى يقول هو ثقة يعنى محمد بن سعد .

১২১৬(১১)। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে যাকারিয়া (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ইমাম এজন্যই নিযুক্ত হয়ে থাকে যাতে তার অনুসরণ করা হয়। অতএব যখন সে তাকবীর বলে তখন তোমরাও তাকবীর বলো এবং যখন সে কিরাআত পড়ে তখন তোমরা নীরব থাকো। আবু আবদুর রহমান (র) বলেন, আল-মাখরামী (র) বলতেন, তিনি অর্থাৎ মুহাম্মাদ ইবনে সা'দ (র) নির্ভরযোগ্য রাবী।

١٢١٧(١٢)- حدثنا محمد بن جعفر المطيرى نا احمد بن حازم ثنا اسماعيل بن ابان الغنوى ثنا محمد بن عجلان عن زيد بن اسلم ومصعب بن شرحبيل عن ابى صالح عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ عَنِ النَّبِیِّ ﷺ قَالَ اِنَّمَا الاِمَامُ لِیُؤْتَمَّ بِهِ فَلاَ تَخْتَلِفُوْا عَلَیْهِ فَاِذَا کَبَّرَ فَکَبِّرُوْا وَاِذَا قَرَاَ فَاَنْصِتُوْا وَاِذَا قَالَ غَیْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَیْهِمْ وَلاَ الضَّالِّیْنَ فَقُوْلُوْا آمِیْنَ فَاِذَا رَکَعَ فَارْکَعُوْا وَاِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوْا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَاِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوْا وَاِذَا صَلّٰى جَالِسًا فَصَلُّوْا جُلُوْسًا اَجْمَعِیْنَ اسماعيل بن ابان ضعيف .

১২১৭(১২)। মুহাম্মাদ ইবনে জা'ফার আল-মুতায়রী (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : ইমাম এজন্যই নিযুক্ত হয়ে থাকে যাতে তার অনুসরণ করা হয়। অতএব তোমরা তার সাথে বিরোধ করো না। যখন সে তাকবীর বলে তখন তোমরাও তাকবীর বলো, যখন সে কিরাআত পড়ে তখন তোমরা নীরব থাকো, যখন সে 'গায়রিল মাগদূবি আলাইহিম অলাদদোয়াল্লীন' বলে তখন তোমরা 'আমীন'

বলো। যখন সে রুকূ করে তখন তোমরাও রুকূ করো, যখন সে “সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ” বলে, তখন তোমরা “রব্বানা লাকাল হাম্‌দ” বলো। যখন সে সিজদা করে তখন তোমরাও সিজদা করো এবং যখন সে বসে নামায পড়ে তখন তোমরা সকলেও বসে নামায পড়ো। ইসমাঈল ইবনে আবান দুর্বল রাবী।

١٢١٨(١٣)- حدثنا عبد الملك بن احمد الدقاق ثنا محمود بن خداش ثنا ابو سعد الصاغانى محمد ابن ميسر ثنا ابن عجلان عن ابيه عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بهذا ابو سعد الصاغانى ضعيف .

১২১৮(১৩)। আবদুল মালেক ইবনে আহ্‌মাদ আদ-দাক্‌কাক (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে উপরোক্ত হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আবু সা'দ আস-সাগানী (র) হাদীসশাস্ত্রে দুর্বল।

١٢١٩(١٤)- حدثنا محمد بن مخلد ثنا محمد بن اسماعيل الحسانى ثنا على بن عاصم عن محمد بن سالم عَنِ الشَّعْبِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ قِرَاءَةَ خَلْفَ الاِمَامِ هذا مرسل .

১২১৯(১৪)। মুহাম্মাদ ইবনে মাখলাদ (র)... আশ-শা'বী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ইমামের পিছনে কিরায়াত নাই। এটি মুরসাল হাদীস।

١٢٢٠(١٥)- حدثنا محمد بن مخلد ثنا على بن حرب واحمد بن يوسف التغلبى ومحمد بن غالب وجماعة قالوا ثنا غسان ح وقرئ على ابى محمد بن صاعد وانا اسمع حدثكم على بن حرب واحمد بن يوسف التغلبى قالا غسان بن الربيع عن قيس بن الربيع عن محمد بن سالم عن الشعبى عن الحارث عَنْ عَلِىٍّ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِىِّ ﷺ اَقْرَأُ خَلْفَ الاِمَامِ اَوْ اَنْصِتُ قَالَ بَلْ اَنْصِتْ فَاِنَّهُ يَكْفِيْكَ تفرد به غسان وهو ضعيف وقيس ومحمد ابن سالم ضعيفان والمرسل الذى قبله اصح منه والله اعلم .

১২২০(১৫)। মুহাম্মাদ ইবনে মাখলাদ (র)... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করলো, আমি ইমামের পিছনে কিরাআত পড়বো না নীরব থাকবো? তিনি বলেন, তুমি নীরব থাকো। তোমার জন্য ইমামের কিরাআতই যথেষ্ট। এই হাদীস কেবল গাসসানই বর্ণনা করেছেন। তিনি হাদীসশাস্ত্রে দুর্বল। আর কায়েস ও মুহাম্মাদ ইবনে সালেমও হাদীসশাস্ত্রে দুর্বল। পূর্বোক্ত মুরসাল হাদীস এই হাদীস অপেক্ষা অধিক সহীহ, আল্লাহ্‌ই সর্বাধিক জ্ঞাত।

١٢٢١(١٦)- حدثنا ابو حامد محمد بن هارون الحضرمى ثنا محمد بن يحى القطعى ثنا سالم بن نوح ثنا عمر بن عامر وسعيد بن ابى عروبة عن قتادة عن يونس بن جبير عَنْ

حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الرَّقَاشِيِّ قَالَ صَلّٰى بِنَا اَبُوْ مُوْسٰى فَقَالَ اَبُوْ مُوْسٰى اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُعَلِّمُنَا اِذَا صَلّٰى بِنَا قَالَ اِنَّمَا جُعِلَ الاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَاِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَاِذَا قَرَاَ فَاَنْصِتُوْا هكذا املاه علينا ابو حامد مختصرا سالم بن نوح ليس بالقوى .

১২২১(১৬)। আবু হামেদ মুহাম্মাদ ইবনে হারূন আল-হাদরামী (র)... হিত্তান ইবনে আবদুল্লাহ আর-রাকাশী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু মূসা (রা) আমাদের নামায পড়ালেন। আবু মূসা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের শিক্ষা দিতেন, যখন তিনি আমাদের নিয়ে নামায পড়তেন তখন বলতেন : ইমাম এজন্যই নিযুক্ত হয়ে থাকে যাতে তার অনুসরণ করা হয়। অতএব সে যখন তাকবীর বলে তখন তোমরাও তাকবীর বলো এবং সে যখন কিরাআত পড়ে তখন তোমরা নীরব থাকো। এই হাদীস আবু হামেদ (র) পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ সংক্ষিপ্তভাবে আমাদের লেখান। সালেম ইবনে নূহ (র) শক্তিশালী রাবী নন।

١٢٢٢(١٧)- ثنا على بن عبد الله بن مبشر ثنا ابو الاشعث احمد بن المقدام ثنا المعتمر بن سليمان حدثنا ابى عن قتادة ح وحدثنا احمد بن على بن العلاء ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن سليمان التيمى عن قتادة عن ابى غلاب يونس بن جبير عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ صَلَّيْنَا مَعَ اَبِىْ مُوْسَى الاَشْعَرِيِّ صَلاَةَ الْعَتَمَةِ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ بِطُوْلِهِ وَقَالَ فِيْهِ فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَطَبَنَا فَكَانَ يُعَلِّمُنَا صَلاَتَنَا وَيُبَيِّنُ لَنَا سُنَّتَنَا قَالَ اَقِيْمُوا الصُّفُوْفَ ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ اَحَدُكُمْ فَاِذَا كَبَّرَ الاِمَامُ فَكَبِّرُوْا وَاِذَا قَرَاَ فَاَنْصِتُوْا . وكذالك رواه سفيان الثورى عن سليمان التيمى ورواه هشام الدستوائ وسعيد وشعبة وهمام وابو عوانة وابان وعدى بن ابى عمارة كلهم عن قتادة فلم يقل احد منهم واذا قرا فانصتوا وهم اصحاب قتادة الحفاظ عنه .

১২২২(১৭)। আলী ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুবাশশির (র)... হিত্তান ইবনে আবদুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আবু মূসা আল-আশআরী (রা)-এর সাথে এশার নামায পড়লাম... অতঃপর রাবী বিস্তারিতভাবে হাদীস বর্ণনা করেন। তাতে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের উদ্দেশে বক্তৃতা দেন। তিনি আমাদেরকে আমাদের নামায শিক্ষা দিতেন এবং আমাদের প্রয়োজনীয় সুন্নাত (রীতিনীতি) শিক্ষা দিতেন। তিনি বলেন : তোমরা নামাযের কাতার সমান্তরাল করো, অতঃপর তোমাদের একজন যেন তোমাদের ইমামতি করে। ইমাম যখন তাকবীর বলে তখন তোমরাও তাকবীর বলো এবং যখন সে কিরাআত পড়ে তখন তোমরা নীরব থাকো। এই হাদীস সুফিয়ান আস-সাওরী (র) সুলায়মান আত-তায়মী (র) থেকে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এই হাদীস হিশাম আদ-দাসতাওয়াঈ, সাঈদ, শো'বা, হাম্মাম, আবু আওয়ানা, আবান ও আদী ইবনে আবু উমারা (র) সবাই কাতাদা (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন

এবং তাদের কেউ একথা বর্ণনা করেননি : "যখন সে (ইমাম) কিরাআত পড়ে তখন তোমরা নীরব থাকো"। তারা সবাই কাতাদা (র) -এর ছাত্র এবং তার থেকে হাদীস মুখস্ত করেছেন।

١٢٢٣(١٨)- حدثنا محمد بن عثمان بن ثابت الصيدلانى وابو سهل بن زياد قالا نا محمد بن يونس ثنا عمرو بن عاصم نا معتمر قال سمعت ابى يحدث عن الاعمش عن ابى صالح عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اذَا قَالَ الاِمَامُ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ فَاَنْصِتُوْا .

১২২৩(১৮)। মুহাম্মাদ ইবনে উসমান ইবনে সাবেত আস-সায়দালানী (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন ইমাম গায়রিল মাগদূবি আলাইহিম ওয়ালাদদোয়াল্লীন বলে তখন তোমরা নীরব থাকো।

١٢٢٤(١٩)- حدثنا محمد بن مخلد ثنا على بن زكريا التمار ثنا ابو موسى الانصارى ثنا عاصم ابن عبد العزيز عن ابى سهيل عن عون عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ تَكْفِيْكَ قِرَاءَةُ الاِمَامِ خَافَتْ اَوْ جَهَرَ عاصم ليس بالقوى روفعه وهم .

১২২৪(১৯)। মুহাম্মাদ ইবনে মাখলাদ (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : তোমার জন্য ইমামের কিরাআতই যথেষ্ট, সে (ইমাম) কিরাআত সশব্দেই পড়ুক অথবা নীরবে পড়ুক। আসেম শক্তিশালী রাবী নন এবং এই হাদীস মারফূরূপে বর্ণনা করা ধারণাপ্রসূত।

١٢٢٥(٢٠)- حدثنا محمد بن مخلد ثنا محمد بن سعد العوفى ثنا اسحاق بن منصور ح وحدثنا محمد بن مخلد ثنا العباس بن محمد بن حاتم الدورى ثنا اسحاق بن منصور ويحى بن ابى بكير عن الحسن بن صالح عن ليث بن ابى سليم وجابر عن ابى الزبير عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ اِمَامٌ فَقِرَاءَتُهُ لَهُ قِرَاءَةٌ جابر وليث ضعيفان .

১২২৫(২০)। মুহাম্মাদ ইবনে মাখলাদ (র)... জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : যার ইমাম রয়েছে সে ক্ষেত্রে ইমামের কিরাআতই তার কিরাআত। অধস্তন রাবী জাবের ও লাইছ উভয়ে হাদীসশাস্ত্রে দুর্বল।

١٢٢٦(٢١)- حدثنا محمد بن مخلد ثنا محمد بن اشكاب ثنا ابو نعيم وشاذان وابو غسان قالوا نا الحسن بن صالح عن جابر ح وحدثنا محمد بن مخلد ثنا العباس بن محمد نا ابو نعيم ثنا الحسن ابن صالح عن جابر عن ابى الزبير عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ .

১২২৬(২১)। মুহাম্মাদ ইবনে মাখলাদ (র)... জাবের (রা) থেকে নবী ﷺ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

١٢٢٧(٢٢)- حدثنا بدر بن الهيثم القاضي ثنا محمد بن اسماعيل الاحمسى ثنا وكيع عن على بن صالح عن ابن الاصبهانى عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ عَلِىٌّ (رض) مَنْ قَرَاَ خَلْفَ الاِمَامِ فَقَدْ اَخْطَاَ الْفِطْرَةَ .

১২২৭(২২)। বদর ইবনুল হায়ছাম আল-কাযী (র)... আল-মুখ্‌তার ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবু লায়লা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা) বলেছেন, যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে কিরাআত পড়লো, সে ধর্মের বিষয়ে ভুল করলো।

١٢٢٨(٢٣)- حدثنا ابن مخلد ثنا الحسانى ثَنَا وَكِيْعٌ مِثْلَهُ خالفه قيس وابن ابى ليلى عن ابن الاصبهانى وَلاَ يَصِحُّ اِسْنَادُهُ .

১২২৮(২৩)। ইবনে মাখলাদ (র)... ওয়াকী‘ (র) থেকে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত। কায়েস ও ইবনে আবু লায়লা (র) ইবনুল ইস্‌বাহানী সূত্রে এর বিপরীত বর্ণনা করেছেন। তার সনদ সহীহ নয়।

١٢٢٩(٢٤)- حدثنا احمد بن محمد بن سعيد ثنا الحسين بن عبد الرحمن بن محمد الازدى ثنا عمى عبد العزيز بن محمد ثنا قيس عن عبد الرحمن بن الاصبهانى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى قَالَ قَالَ عَلِىُّ بْنُ اَبِىْ طَالِبٍ (رض) مَنْ قَرَاَ خَلْفَ الاِمَامِ فَقَدْ اَخْطَاَ الْفِطْرَةَ . خالفه ابن ابى ليلى فقال عن ابن الاصبهانى عن المختار عن على ولا يصح .

১২২৯(২৪)। আহ্‌মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে সাঈদ (র)... আবদুর রহমান ইবনে আবু লায়লা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী ইবনে আবু তালিব (রা) বলেছেন, যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে কিরাআত পড়ে সে অবশ্যই সুন্নাত নিয়মে ভুল করে। ইবনে আবু লায়লা (র) এতে দ্বিমত করেছেন এবং তিনি ইবনুল ইসবাহানী –আল-মুখতার-আলী (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন এবং এটি সহীহ নয়।

١٢٣٠((٢٥)- حدثنا احمد بن محمد بن سعيد ثنا احمد بن يحى بن المنذر من اصل كتاب ابيه ثنا ابى ثنا قيس عن عمار الدهنى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى قَالَ قَالَ عَلِىٌّ (رض) مَنْ قَرَاَ خَلْفَ الاِمَامِ فَقَدْ اَخْطَاَ الْفِطْرَةَ .

১২৩০(২৫)। আহ্‌মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে সাঈদ (র)... আবদুল্লাহ ইবনে আবু লায়লা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা) বলেছেন, যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে কিরাআত পড়ে সে অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত নিয়মে ভুল করে।

١٢٣١(٢٦)- حدثنا عثمان بن احمد الدقاق ثنا محمد بن الفضل بن سلمة ثنا احمد بن يونس ثنا عمرو بن عبد الغفار وابو شهاب والحسن بن صالح عن ابن ابى ليلى عن عبد الرحمن بن الاصبهانى عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ اَنَّ عَلِيًّا قَالَ اِنَّمَا يَقْرَأُ خَلْفَ الاِمَامِ مَنْ لَيْسَ عَلَى الْفِطْرَةِ .

১২৩১(২৬)। উসমান ইবনে আহ্‌মাদ আদ-দাক্কাক (র)... আল-মুখতার ইবনে আবদুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত। আলী (রা) বলেন, যে ব্যক্তি ফিতরাতের উপর নেই সে-ই কেবল ইমামের পিছনে কিরাআত পড়ে।

١٢٣٢(٢٧)- حدثنا محمد بن مخلد ثنا الصاغانى ثنا ابو النضر ثنا شعبة عن ابن ابى ليلى اخبرنى رجل انه سمع اباه يحدث عَنْ عَلِيٍّ (رض) قَالَ يَكْفِيْكَ قِرَاءَةُ الاِمَامِ .

১২৩২(২৭)। মুহাম্মাদ ইবনে মাখ্‌লাদ (র)... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমার জন্য ইমামের কিরাআতই যথেষ্ট।

١٢٣٣(٢٨)- حدثنا محمد بن مخلد ثنا على بن داود ثنا ادم ثنا شعبة عن ابن ابى ليلى اخبرنى رجل انه سمع اباه يحدث عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ .

১২৩৩(২৮)। মুহাম্মাদ ইবনে মাখলাদ (র)... আলী (রা) থেকে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

١٢٣٤(٢٩)- حدثنا محمد بن مخلد ثنا شعيب بن ايوب وغيره قالوا نا زيد بن الحباب ثنا معاوية بن صالح ثنا ابو الزاهرية عن كثير بن مرة عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ اَفِى كُلِّ صَلاَةٍ قِرَاءَةٌ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الاَنْصَارِ وَجَبَتْ هذه فَقَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ وكُنْتُ اَقْرَبُ الْقَوْمِ اِلَيْهِ مَا اَرَى الاِمَامَ اِذَا اَمَّ الْقَوْمَ اِلاَّ كَفَاهُمْ . كذا قال وهو وهم من زيد بن الحباب والصواب فَقَالَ اَبُو الدَّرْدَاءِ مَا اَرَى الاِمَامَ اِلاَّ قَدْ كَفَاهُمْ .

১২৩৪(২৯)। মুহাম্মাদ ইবনে মাখলাদ (র)...আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট জিজ্ঞেস করা হলো, প্রত্যেক নামাযেই কি কিরাআত পড়তে হবে? তিনি বলেন : হাঁ। এক আনসারী সাহাবী বলেন, (তা পড়া তো) ওয়াজিব হয়ে গেলো। লোকজনের মধ্যে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অধিক নিকটবর্তী ছিলাম। তিনি আমাকে বললেন : আমি মনে করি, ইমামই লোকজনের জন্য যথেষ্ট। রাবী এরূপই বর্ণনা করেছেন। এটা যায়েদ ইবনুল হুবাবের অমূলক ধারণা। সঠিক হলো, আবু দারদা (রা) বলেন, আমার মতে ইমামই তাদের জন্য যথেষ্ট।

١٢٣٥(٣٠)- حدثنا عبد الملك بن احمد الدقاق ثنا بحر بن نصر ثنا ابن وهب حَدَّثَنِىْ مُعَاوِيَةُ بِهذَا وَقَالَ فَقَالَ اَبُو الدَّرْدَاءِ يَا كَثِيْرُ مَا اَرَى الاِمَامَ اِلاَّ قَدْ كَفَاهُمْ .

১২৩৫(৩০)। আবদুল মালেক ইবনে আহ্‌মাদ আদ-দাককাক (র)... মু'আবিয়া (র) থেকে এই সনদে (পূর্বোক্ত হাদীস) বর্ণিত। তিনি আরো বলেন, আবু দারদা (রা) বলেছেন, হে কাসীর! আমি মনে করি তাদের জন্য ইমামই (তার কিরাআতই) যথেষ্ট।

١٢٣٦ (٣١)-حدثنا محمد بن مخلد ثنا الفضل بن العباس الرازى حدثنا محمد بن عباد الرازى ثنا ابو يحى التيمى عن سهيل بن ابى صالح عن ابيه عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ مَنْ كَانَ لَهُ اِمَامٌ فَقِرَاءَتُهُ لَهُ قِرَاءَةٌ . ابو يحى التيمى ومحمد بن عباد ضعيفان .

১২৩৬(৩১)। মুহাম্মাদ ইবনে মাখলাদ (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যার ইমাম রয়েছে (যে ইমামের সাথে নামায পড়ে), ইমামের কিরাআতই তার কিরাআত। আবু ইয়াহ্‌ইয়া আত-তায়মী ও মুহাম্মাদ ইবনে আব্বাদ উভয়ই দুর্বল রাবী।

١٢٣٧ (٣٢)- حدثنا عمر بن احمد بن على الجوهرى ثنا احمد بن سيار المروزى ثنا زكريا ابن يحى الوقار ثنا بشر بن بكر ثنا الاوزاعى عن يحى بن ابى كثير عن ابى سلمة عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلاَةً فَلَمَّا قَضَاهَا قَالَ هَلْ قَرَاَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ بِشَىْءٍ مِّنَ الْقُرْاٰنِ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ اَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّىْ اَقُوْلُ مَا لِىْ اُنَازَعُ فِى الْقُرْاٰنِ اِذَا اَسْرَرْتُ بِقِرَاءَتِىْ فَاقْرَءُوْا مَعِىْ وَاِذَا جَهَرْتُ بِقِرَاءَتِىْ فَلاَ يَقْرَاَنَّ مَعِىْ اَحَدٌ . تفرد به زكريا الوفار وهو منكر الحديث متروك .

১২৩৭(৩২)। উমার ইবনে আহ্‌মাদ ইবনে আলী আল-জাওহারী (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ওয়াক্তের নামায পড়লেন। নামায শেষ করে তিনি জিজ্ঞেস করেন : তোমাদের কেউ কি আমার সাথে কুরআনের কোন অংশ (কিরাআত) পাঠ করেছে? জনতার মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি পড়েছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তাই তো আমি (মনে মনে) বলছিলাম, কি ব্যাপার! আমার সাথে কুরআন নিয়ে টানাহেঁচড়া করা হচ্ছে কেন (আমার কি হলো আমার সাথে কুরআন নিয়ে বিবাদ করা হচ্ছে)! যখন আমি নিঃশব্দে কিরাআত পড়ি, তখন তোমরা আমার সাথে কিরাআত পড়ো, আর যখন আমি সশব্দে কিরাআত পড়ি তখন কেউ আমার সাথে কিরাআত পড়বে না। এই হাদীস কেবল যাকারিয়া আল-ওয়াকার (র)-ই বর্ণনা করেছেন। তিনি প্রত্যাখ্যাত ও পরিত্যক্ত রাবী।

١٢٣٨ (٣٣)- حدثنا محمد بن مخلد نا احمد بن اسحاق بن صالح الوزان ثنا اسحاق بن موسى الانصارى ثنا عاصم بن عبد العزيز عن ابى سهيل عَنْ عَوْنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ يَكْفِيْكَ قِرَاءَةُ الاِمَامِ خَافَتْ اَوْ قَرَاَ . قَالَ اَبُوْ مُوْسٰى قُلْتُ لاَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ فِىْ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ هٰذَا فِى الْقِرَاءَةِ فَقَالَ هٰكَذَا مُنْكَرٌ .

১২৩৮(৩৩)। মুহাম্মাদ ইবনে মাখলাদ (র)...আওন ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : তোমার জন্য ইমামের কিরাআতই যথেষ্ট, সে (ইমাম) অস্পষ্ট স্বরেই (কিরাআত) পড়ুক অথবা সশব্দে। আবু মূসা (র) বলেন, আমি আহ্‌মাদ ইবনে হাম্বল (র)-কে কিরাআত সংক্রান্ত আওন ইবনে আব্বাসের হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, এটি মুনকার হাদীস।

টীকা : ইমামের পিছনে মোক্তাদীদের সূরা আল-ফাতিহা পাঠ সম্পর্কে অত্র অনুচ্ছেদে দুই ধরনের হাদীস উক্ত হয়েছে। এর কতগুলোতে ফাতিহা পাঠের পক্ষে এবং কতগুলোতে ফাতিহা পাঠের নিষ্প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বক্তব্য রয়েছে। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবাগণও দুই দলে বিভক্ত ছিলেন। বর্তমান কাল পর্যন্ত এই দুই মতই কার্যকর রয়েছে।

আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) ইমামের সাথে নামায পড়লে সূরা ফাতিহা পড়তেন না। এই বিষয়ে আবু বাক্‌র (রা)-র পৌত্র আল-কাসিম (র)-কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, তুমি যদি ইমামের পিছনে কিরাআত (ফাতিহা) না পড়ো, তবে মহানবী ﷺ-এর কতক সাহাবীও ইমামের পিছনে কিরাআত পড়েননি। অতএব তাদের কর্মনীতি অনুসরণযোগ্য। আর তুমি যদি কিরাআত পাঠ করো, তবে মহানবী ﷺ-এর কতক সাহাবী ইমামের পিছনে কিরাআত পাঠ করেছেন। অতএব তাদের কর্মনীতিও অনুসরণযোগ্য। আল-কাসেম (র) ইমামের পিছনে কিরাআত পড়তেন না (মুওয়াত্তা ইমাম মুহাম্মাদ (র), বঙ্গানু., হাদীস নং ১২০)।

অতএব যে ব্যক্তি কোন অবস্থায়ই ইমামের পিছনে সূরা আল-ফাতিহা পড়ে না অথবা সর্বাবস্থায় ফাতিহা পাঠ করে—আমরা তার সম্পর্কে বলতে পারি না যে, তার নামায হয় না। কেননা উভয় মতের স্বপক্ষে অত্যন্ত শক্তিশালী দলীল রয়েছে এবং ঐ ব্যক্তি জেনেবুঝে উদ্দেশ্যমূলকভাবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশের বিরোধিতা করছে না। বরং তার কাছে দলীলের ভিত্তিতে যে মতটি প্রমাণিত ও অধিক শক্তিশালী মনে হয়েছে সে তদনুযায়ী আমল করছে। হানাফী মাযহাবের বিশেষজ্ঞ আলেমগণ ইমামের পিছনে সূরা আল-ফাতিহা পাঠ না করার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন।

হযরত আলী (রা), আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আবদুল্লাহ ইবনে উমার, আবদুল্লাহ ইবনে আমর, আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর, জাবের ইবনে আবদুল্লাহ, উবাদা ইবনুস সামিত (রা)-সহ ৮৮ জন প্রবীণ সাহাবায়ে কিরাম (রা) ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ করতে নিষেধ করতেন (অনুবাদক)।

٣٥-بَابُ التَّأْمِيْنِ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَالْجَهْرِ بِهَا

৩৫-অনুচ্ছেদ : নামাযের মধ্যে সূরা আল-ফাতিহা পাঠশেষে সশব্দে আমীন বলা।

١٢٣٩(١)- حدثنا عبد الله بن ابى داود السجستانى حدثنا عبد الله بن سعيد الكندى ثنا وكيع والمحاربى قالا ثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن حجر ابى العنبس وهو ابن عباس عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ اذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ قَالَ امِيْنَ يَمُدُّ بِهَا صَوْتَهُ . قَالَ ابو بكر هذه سنة تفرد بها اهل الكوفة هذا صحيح والذى بعده .

১২৩৯(১)। আবদুল্লাহ ইবনে আবু দাঊদ আস-সিজিস্তানী (র)... ওয়াইল ইবনে হুজর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে 'গায়রিল মাগদূবি আলাইহিম ওয়ালাদদোয়াল্লীন' পড়ার পর সশব্দে 'আমীন' বলতে শুনেছি। আবু বাক্‌র (র) বলেন, এটা (উচ্চস্বরে আমীন বলা) সুন্নাত। কেবল কূফাবাসীগণই এককভাবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এই হাদীস এবং পরবর্তী হাদীসটি সহীহ।

١٢٤٠(٢)- حدثني يحى بن محمد بن صاعد ثنا ابن زنجويه حدثنا الفريابى ثنا سفيان عن سلمة ابن كهيل عن حجر عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِامِيْنَ اِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ .

১২৪০(২)। ইয়াহ্ইয়া ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে সায়েদ (র)... ওয়াইল ইবনে হুজর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ-কে 'গায়রিল মাগদূবি আলায়হিম ওয়ালাদদোয়াল্লীন' বলার পর সশব্দে আমীন বলতে শুনেছেন।

١٢٤١(٣)- حدثنا على بن عبد الله بن مبشر ثنا احمد بن سنان ح وحدثنا ابو محمد بن صاعد ثنا يعقوب الدورقى قالا نا عبد الرحمن عن سفيان عن سلمة عن حجر بن عنبس قال سمعت وَائِلَ بْنَ حُجْرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ قَرَاَ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ قَالَ امِيْنَ وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ . قال عبد الرحمن اشد شئ فيه ان رجلا كان يسال سفيان عن هذا الحديث فاظن سفيان تكلم ببعضه خالفه شعبة فى اسناده ومتنه .

১২৪১(৩)। আলী ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুবাশশির (র)... ওয়াইল ইবনে হুজর (রা) বলেন, আমি নবী ﷺ-কে 'গায়রিল মাগদূবি আলাইহিম ওয়ালাদদোয়াল্লীন' বলার পর উচ্চস্বরে আমীন বলতে শুনেছি। আবদুর রহমান (র) বলেন, এতে (এই হাদীসে) কঠিন বিষয় এই যে, এক ব্যক্তি সুফিয়ান (র)-কে এই হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। আমার মতে সুফিয়ান (র) এই হাদীসের কোন কোন বিষয় সম্পর্কে সমালোচনা করেছেন। শো'বা (র) এই হাদীসের সনদ ও মতন (মূল পাঠ) নিয়ে মতভেদ করেছেন।

١٢٤٢(٤)- حدثنا يحى بن محمد بن صاعد ثنا ابو الاشعث ثنا يزيد بن زريع ثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن حجر ابى العنبس عن علقمة ثنا وائل او عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَسَمِعْتُهُ حِيْنَ قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ قَالَ امِيْنَ وَاَخْفَى بِهَا صَوْتَهُ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمنى عَلَى الْيُسْرى وَسَلَّمَ عَنْ يَمِيْنِه وَعَنْ شِمَالِه . كَذَا قَالَ شعبة وَاَخْفَى بِهَا صَوْتَهُ ويقال انه وهم فيه لان سفيان الثورى ومحمد بن سلمة بن كهيل وغيرهما رووه عن سلمة فقالوا وَرَفَعَ صَوْتَهُ بِامِيْنَ وهو الصواب .

১২৪২(৪)। ইয়াহ্ইয়া ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে সায়েদ (র)... ওয়াইল ইবনে হুজর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে নামায পড়েছি। আমি তাঁকে গায়রিল মাগ্দূবি আলাইহিম ওয়ালাদদোয়াল্লীন বলার পর অস্পষ্ট স্বরে 'আমীন' বলতে শুনেছি। তিনি নিজের ডান হাত বাম হাতের উপর রাখলেন এবং নিজের ডানে ও বামে সালাম ফিরালেন। শো'বা (র)-ও পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বলেন, "এবং তিনি অস্পষ্ট স্বরে আমীন বলেছেন"। কথিত হয়, তিনি এ ব্যাপারে সন্দেহে পড়েছেন। কেননা এই

হাদীস সুফিয়ান আস-সাওরী, মুহাম্মাদ ইবনে সালামা ইবনে কুহাইল প্রমুখ সালামা (র) থেকে বর্ণনা করেছেন এবং তারা বলেছেন, "এবং তিনি উচ্চ স্বরে আমীন বলেছেন" এবং এটাই সঠিক।

١٢٤٣(٥)- حدثنا عبد الله بن جعفر بن خشيش ثنا الحسن بن احمد بن ابى شعيب ثنا محمد بن سلمة عن ابى عبد الرحيم عن زيد بن ابى انيسة عن ابى اسحاق عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَلَمَّا قَالَ وَلاَ الضَّالِّيْنَ قَالَ امِيْنَ مَدَّ بِهَا صَوْتَهُ هذا اسناد صحيح .

১২৪৩(৫)। আবদুল্লাহ ইবনে জা'ফার ইবনে খুশাইশ (র)... আবদুল জাব্বার ইবনে ওয়াইল (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে নামায পড়েছি। রাবী বলেন, তিনি ﷺ 'ওয়ালাদদোয়াল্লীন' বলার পর সশব্দে 'আমীন' বললেন। এই সনদসূত্র সহীহ।

١٢٤٤(٦)- حدثنا عثمان بن الدقاق ثنا محمد بن سليمان الواسطى ثنا الحارث بن منصور ابو منصور ثنا بحر السقاء عن الزهرى عن سالم عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا قَالَ وَلاَ الضَّالِّيْنَ قَالَ امِيْنَ وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ . وعن الزهرى عن ابى سلمة عن ابى هريرة عن النبى ﷺ نَحْوَهُ بَحْرُ السقاء ضعيف .

১২৪৪(৬)। উসমান ইবনুদ-দাক্কাক (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ 'ওয়ালাদদোয়াল্লীন' বলার পর উচ্চস্বরে আমীন বলতেন। আয-যুহরী-আবু সালামা-আবু হুরায়রা (রা)-নবী ﷺ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত। বাহ্‌র আস-সিকা হাদীসশাস্ত্রে দুর্বল।

١٢٤٥(٧)- ثنا محمد بن اسماعيل الفارسى ثنا يحى بن عثمان بن صالح ثنا اسحاق بن ابراهيم حدثنى عمرو بن الحارث حدثنى عبد الله بن سالم عن الزبيدى حدثنى الزهرى عن ابى سلمة وسعيد عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ اُمِّ الْقُرْاٰنِ رَفَعَ صَوْتَهُ وَقَالَ امِيْنَ هذا اسناد حسن .

১২৪৫(৭)। মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল আল-ফারিসী (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ উম্মুল কুরআন (সূরা আল-ফাতিহা) পড়া শেষ করে উচ্চস্বরে 'আমীন' বলতেন। এই সনদসূত্র হাসান পর্যায়ের।

٣٦- بَابُ مَوْضِعِ سَكْتَاتِ الاِمَامِ لِقِرَاءَةِ الْمَأْمُوْمِ

৩৬-অনুচ্ছেদ : মোক্তাদীর কিরাআত (ফাতিহা) পড়ার জন্য ইমামের বিরতি দেয়ার স্থান।

١٢٤٦(١)- حدثنا ابو حامد محمد بن هارون ثنا زياد بن ايوب ح وحدثنا محمد بن مخلد ثنا سعدان بن يزيد وعلى بن اشكاب والحسين بن سعيد ابن البستنيان قالوا نا

اسماعيل بن علية عن يونس بن عبيد عَنِ الحَسَنِ قَالَ قَالَ سَمُرَةُ ابن جندب حَفِظْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ سَكْتَتَيْنِ فِى الصَّلاَةِ سَكْتَةُ اذَا كَبَّرَ الامَامُ حَتّٰى يَقْرَأَ وَسَكْتَةُ اذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ . فَأَنْكَرَ ذٰلِكَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ فَكَتَبُوْا اِلَى الْمَدِيْنَةِ الى أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ فَصَدَّقَ سَمُرَةَ . مختلف فى سماعه من سمرة وقد سمع منه حديثًا واحداً وهو حديث العقيقة فيما زعم قريش بن انس عن حبيب بن الشهيد .

১২৪৬(১)। আবু হামেদ মুহাম্মাদ ইবনে হারূন (র)... সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট থেকে নামাযে দু'টি সাকতা (বিরতিস্থান) স্মৃতিতে ধারণ করে রেখেছি। একটি সাকতা হলো ইমামের তাকবীর (তাহ্‌রীমা) বলার পর সূরা পড়ার পূর্ব পর্যন্ত এবং অপরটি হলো (তাঁর) সূরা ফাতিহাতুল কিতাব পড়ার পর। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) এতে দ্বিমত পোষণ করলে তারা মদীনায় উবাই ইবনে কা'ব (রা)-কে চিঠি লিখলেন। তিনি সামুরা (রা)-র বক্তব্যের সত্যায়ন করেন।

আল-হাসান (র) সামুরা (রা) থেকে হাদীস শুনেছেন কিনা এ বিষয়ে মতবিরোধ রয়েছে। তিনি তার থেকে আকীকা সংক্রান্ত একটি হাদীস শ্রবণ করেছেন। হাবীব ইবনুশ শহীদ (র) থেকে কুরাইশ ইবনে আনাস (র) এরূপ ধারণাই করেন।

١٢٤٧ (٢)-حدثنا محمد بن مخلد ثنا الحسين بن عرفة ثنا هشيم عن يونس بن عبيد عن الحسن عَنْ سَمُرَةَ أَنَّهُ كَانَ اذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ سَكَتَ هُنَيْئَةً وَاذَا قَرَأَ وَلاَ الضَّالِّيْنَ سَكَتَ سَكْتَةً فَأَنْكَرَ ذٰلِكَ عَلَيْهِ فَكُتِبَ فِىْ ذٰلِكَ اِلٰى أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ فَكَتَبَ اَنَّ الاَمْرَ كَمَا صَنَعَ سَمُرَةُ .

১২৪৭(২)। মুহাম্মাদ ইবনে মাখলাদ (র)... সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি যখন নামায শুরু করতেন তখন কিছুক্ষণ নীরব থাকতেন এবং যখন ওয়ালাদদোয়াল্লীন পড়তেন তখনও কিছুক্ষণ নীরব থাকতেন। তার এই কার্যক্রমের প্রতিবাদ করা হলে এ সম্পর্কে উবাই ইবনে কা'ব (রা)-এর নিকট চিঠি লেখা হলো। তিনি উত্তরে লিখলেন, সামুরা (রা) যা করেছেন বিষয়টি তদ্রূপই।

١٢٤٨ (٣)- حدثنا الحسين بن اسماعيل ثنا على بن مسلم حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن ابى زرعة عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اذَا كَبَّرَ فِى الصَّلاَةِ سَكَتَ هُنَيْئَةً فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ بِاَبِىْ اَنْتَ وَاُمِّىْ مَا تَقُوْلُ فِىْ صَلاَتِكَ بَيْنَ التَّكْبِيْرِ وَالْقِرَاءَةِ قَالَ اَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِىْ وَبَيْنَ خَطَايَاىَ كَمَا بَاعَدْتَّ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اَللّٰهُمَّ نَقِّنِىْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اَللّٰهُمَّ اغْسِلْنِىْ مِنْ خَطَايَاىَ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرْدِ .

১২৪৮(৩)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাযে তাকবীর (তাহরীমা) বলে কিছুক্ষণ নীরব থাকতেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গিত হোক, আপনি আপনার নামাযে তাকবীর (তাহরীমা) ও কিরাআতের (সূরা ফাতিহা) মাঝখানে কি বলেন? তিনি বললেন : আমি বলি, "হে আল্লাহ! আমার ও আমার গুনাহের মাঝখানে এতো দূরত্ব সৃষ্টি করে দাও যতো দূরত্ব তুমি পূর্ব-পশ্চিমের মাঝখানে সৃষ্টি করেছ। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে গুনাহ থেকে পরিষ্কার (পবিত্র) করে দাও, যেমন সাদা কাপড় ময়লা থেকে পরিষ্কার করা হয়। হে আল্লাহ! তুমি আমার গুনাহ থেকে আমাকে বরফ, বৃষ্টির পানি ও ঠাণ্ডা পানি দিয়ে ধৌত করে দাও (গুনাহ ক্ষমা করে দাও)"।

٣٧- بَابُ قَدْرِ الْقِرَاءَةِ فِيْ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالصُّبْحِ

৩৭-অনুচ্ছেদ : যুহর, আসর ও ফজর নামাযের কিরাআতের পরিমাণ।

١٢٤٩(١)- حدثنا القاضى الحسين بن اسماعيل ثنا يعقوب الدورقى ثنا هشيم ثنا منصور بن زاذان عن الوليد بن مسلم عن ابى الصديق الناجى عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ كُنَّا نَحْزُرُ قِيَامَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِى الظُّهْرِ قَدْرَ ثَلاَثِيْنَ ايَةً قَدْرَ سُوْرَةِ السَّجْدَةِ فِى الرَّكْعَتَيْنِ الأُوْلَيَيْنِ وَفِى الأُخْرَيَيْنِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذٰلِكَ وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِى الرَّكْعَتَيْنِ الأُوْلَيَيْنِ فِى الْعَصْرِ عَلى قَدْرِ الأُخْرَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِى الأُخْرَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذٰلِكَ هذَا ثَابِتٌ صَحِيْحٌ .

১২৪৯(১)। আল-কাযী আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যুহর ও আসরের নামাযে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দাঁড়িয়ে থাকার সময়ের পরিমাণ অনুমান করতাম। আমরা যুহরের নামাযের প্রথম দুই রাকআতে তার দাঁড়ানোর সময় অনুমান করলাম তিরিশ আয়াত পাঠের সমপরিমাণ, প্রথম দুই রাক্আতে সূরা আস-সাজদা পাঠের সম-পরিমাণ সময় এবং শেষের দুই রাক্আতে তার অর্ধেক পরিমাণ সময়। আমরা তাঁর আসরের নামাযের প্রথম দুই রাক্আতে তাঁর কিয়ামের (দাঁড়ানোর) সময়ের পরিমাণ অনুমান করলাম যুহরের শেষ দুই রাক্আতের সমান এবং আসরের নামাযের শেষের দুই রাক্আতে তাঁর কিয়ামের পরিমাণ অনুমান করলাম এর প্রথম দুই রাক্আতের অর্ধেক সময়। এই হাদীস সহীহ এবং প্রমাণিত।

١٢٥٠(٢)- حدثنا محمد بن مخلد البجلى حدثنا احمد بن عثمان بن حكيم الاودى نا سهل بن عامر البجلى ثنا هريم بن سفيان عن اسماعيل بن ابى خالد عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِىْ حَازِمٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ بِالْبَصْرَةِ فَقَرَاَ فِىْ اَوَّلِ رَكْعَةٍ بِالْحَمْدِ وَاَوَّلِ ايَةٍ مِّنَ الْبَقَرَةِ ثُمَّ قَامَ فِى الثَّانِيَةِ فَقَرَاَ الْحَمْدُ وَالايَةَ الثَّانِيَةَ مِنَ الْبَقَرَةِ ثُمَّ رَكَعَ فَلَمَّا انْصَرَفَ اَقْبَلَ عَلَيْنَا

فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ فَاقْرَؤُا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ . هذَا اِسْنَادُ حَسَنٌ وَفِيْهِ حُجَّةٌ لِمَنْ يَّقُوْلُ اِنَّ مَعْنٰى قَوْلِهِ فَاقْرَؤُا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ اِنَّمَا هُوَ بَعْدَ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ .

১২৫০(২)। মুহাম্মাদ ইবনে মাখলাদ আল-বাজালী (র)... কায়েস ইবনে আবু হাযেম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বসরায় ইবনে আব্বাস (রা)-এর পিছনে নামায পড়েছি। তিনি প্রথম রাক্আতে সূরা আল-ফাতিহা পড়ার পর সূরা আল-বাকারার প্রথম আয়াত পড়েন, তারপর দ্বিতীয় রাক্আতের জন্য দাঁড়ান এবং সূরা আল-ফাতিহা পড়ার পর সূরা আল-বাকারার দ্বিতীয় আয়াত পড়েন, তারপর রুকূ করেন। তিনি নামাযশেষে আমাদের দিকে ফিরে বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "কুরআনের যতটুকু আবৃত্তি করা তোমাদের জন্য সহজ ততটুকু পড়ো" (সূরা মুয্যামমিল : ২০)।

এই হাদীসের সনদ হাসান এবং এতে সেই ব্যক্তির জন্য দলীল রয়েছে যে ব্যক্তি বলে, "ফাক্রাউ মা তাইয়াস্সারা মিনহু", এর তাৎপর্য হলো, তা সূরা আল-ফাতিহা পড়ার পর। আল্লাহ সর্বাধিক জ্ঞাত।

টীকা : অর্থাৎ ইবনে আব্বাস (র)-র মতে সূরা আল-ফাতিহা পড়ার পর কেউ যদি উপরোক্ত আয়াতাংশটুকু পড়ে তবে তার নামায শুদ্ধ হবে। হানাফী মাযহাবমতে অত্র আয়াতের তাৎপর্য হলো, নামাযে কুরআনের যে কোন স্থান থেকে কিছু পাঠ করা ফরয, সুনির্দিষ্টভাবে সূরা আল-ফাতিহা পাঠ করা ফরয নয়। নামাযে এই সূরা পাঠ করা তাদের মতে ওয়াজিব (অনুবাদক)।

١٢٥١ (٣)- حدثنا ابو بكر النيسابورى عبد الله بن محمد بن زياد وعبد الملك بن احمد الدقاق قالا نا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب حدثنى معاوية بن صالح عن ابى الزاهرية عن كثير بن مرة عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَفِىْ كُلِّ صَلاَةٍ قُرْاٰنٌ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ وَجَبَ هذَا فَقَالَ اَبُو الدَّرْدَاءِ يَا كَثِيْرُ وَاَنَا اِلٰى جَنْبِهِ لاَ اَرٰى الاِمَامَ اِذَا اَمَّ الْقَوْمَ اِلاَّ قَدْ كَفَاهُمْ وَرَوَاهُ زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ بِهذَا الاِسْنَادِ وَقَالَ فِيْهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا اَرٰى الاِمَامَ اِلاَّ قَدْ كَفَاهُمْ . ووهم فيه والصواب انه من قول ابى الدرداء كما قال ابن وهب والله اعلم .

১২৫১(৩)। আবু বাক্র আন-নায়সাপুরী (র)... আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! প্রত্যেক নামাযেই কি কুরআন পাঠ করা জরুরী? তিনি বলেন : হাঁ। উপস্থিত লোকজনের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বললো, কিরাআত পাঠ বাধ্যতামূলক হয়ে গেলো। আবু দারদা (রা) বলেন, হে কাসীর! আমি তখন তার পাশেই ছিলাম। আমি মনে করি ইমাম যখন লোকদের ইমামতি করেন তখন তার কিরাআতই তাদের জন্য যথেষ্ট।

এই হাদীস যায়েদ ইবনে হুবাব (র) মুয়াবিয়া ইবনে সালেহ (র) থেকে এই সূত্রে বর্ণনা করেছেন এবং তাতে তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : আমি মনে করি ইমামের কিরাআতই তার জন্য যথেষ্ট। রাবী তাতে ভুল করেছেন এবং এটা আবুদ-দারদা (রা)-এর উক্তি হওয়াই যথার্থ, যেমন ইবনে ওয়াহ্ব (র) বলেছেন। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

٣٨- بَابُ ذِكْرِ نَسْخِ التَّطْبِيْقِ وَالاَمْرِ بِالاَخْذِ بِالرُّكَبِ

৩৮-অনুচ্ছেদ : রুকূ অবস্থায় দুই হাঁটুর মাঝখানে হাত রাখা রহিত হয়েছে এবং তা উভয় হাঁটুতে রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

١٢٥٢(١)-حدثنا يحى بن محمد بن صاعد ثنا ابو سعيد الاشج ثنا عبد الله بن ادريس قال سمعت عاصم بن كليب يذكر عن عبد الرحمن بن الاسود عن علقمة عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ عَلَّمَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الصَّلاَةَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ رَكَعَ وَطَبَّقَ وَجَعَلَ يَدَيْهِ بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ فَبَلَغَ ذٰلِكَ سَعْدًا فَقَالَ صَدَقَ اَخِيْ كُنَّا نَفْعَلُ هٰذَا ثُمَّ اُمِرْنَا بِهٰذَا وَجَعَلَ يَدَيْهِ عَلٰى رُكْبَتَيْهِ يَعْنِيْ فِى الرُّكُوْعِ.

১২৫২(১)। ইয়াহ্ইয়া ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে সায়েদ (র)... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে নামায শিক্ষা দেন। তিনি তাঁর হস্তদ্বয় উপরে উত্তোলন করেন (তাকবীরে তাহ্রীমার সময়), তারপর (কিরাআত পাঠ শেষে) রুকূ করেন এবং দুই হাত মিলিয়ে দুই হাঁটুর মাঝখানে রাখেন। এই হাদীস সা'দ (রা)-এর নিকট পৌঁছলে তিনি বলেন, আমার ভাই সঠিক বলেছেন। আমরা (রুকূতে) তাই করতাম, অতঃপর আমাদেরকে এরূপ করার নির্দেশ দেয়া হয়। (এই বলে) তিনি তার দুই হাত দুই হাঁটুতে রাখেন।

١٢٥٣(٢)- ثنا محمد بن القاسم بن زكريا حدثنا ابو كريب ثنا ابن ادريس عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ بِهٰذَا وَقَالَ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَلَمَّا رَكَعَ طَبَّقَ يَدَيْهِ بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ فَبَلَغَ ذٰلِكَ سَعْدًا فَقَالَ صَدَقَ اَخِيْ كُنَّا نَفْعَلُ هٰذَا ثُمَّ اُمِرْنَا بِهٰذَا وَوَضَعَ الْكَفَّيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ هٰذَا اِسْنَادٌ ثَابِتٌ صَحِيْحٌ .

১২৫৩(২)। মুহাম্মাদ ইবনুল কাসেম ইবনে যাকারিয়া (র)... আসেম ইবনে কুলাইব (র) থেকে এই সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীস বর্ণিত। রাবী বলেন, তিনি (ﷺ) তাকবীর বলে তাঁর দুই হাত উপরে উত্তোলন করেন। তিনি রুকূতে গিয়ে তাঁর দুই হাতের পাতা একত্রে মিলিয়ে দুই হাঁটুর মাঝখানে রাখেন। এ খবর সা'দ (রা)-এর কাছে পৌঁছলে তিনি বলেন, আমার ভাই সঠিক বলেছেন, আমরা তাই করতাম। অতঃপর আমাদেরকে এরূপ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং তিনি (সা'দ) তার উভয় হাত উভয় হাঁটুতে রাখেন। এই হাদীসের সনদসূত্র সহীহ ও প্রমাণিত।

١٢٥٤(٣)- حدثنا دعلج بن احمد ثنا موسى بن هارون ثنا الحارث بن عبد الله بهمذان ثنا هشيم عن عاصم بن كليب عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا رَكَعَ فَرَّجَ اَصَابِعَهُ وَاِذَا سَجَدَ ضَمَّ اَصَابِعَهُ الْخَمْسَ . قَالَ دعلج حدثنا ابو بكر ابن خزيمة ثنا موسى بن هارون ثم لقيت موسى فحدثنى به .

১২৫৪(৩)। দা'লাজ ইবনে আহ্মাদ (র)... আলকামা ইবনে ওয়াইল (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন রুকূ করতেন তখন তাঁর (হাতের) আঙ্গুলগুলো (পরস্পর থেকে) ফাঁক করে রাখতেন এবং যখন সিজদা করতেন তখন তাঁর হাতের পাঁচটি আংগুল মিলিয়ে রাখতেন।

দা'লাজ (র) বলেন, আবু বাক্র ইবনে খুযায়মা (র) মূসা ইবনে হারূন (র)-এর সূত্রে আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। তারপর আমি মূসা (র)-এর সাথে সাক্ষাৎ করলে তিনি আমার নিকট এই হাদীস বর্ণনা করেন।

١٢٥٥ (٤)- حدثنا احمد بن محمد بن سعيد ثنا على بن سعيد ثنا على بن الحسين بن عبيد ابن كعب ثنا سعيد بن عثمان الخزاز ح وحدثنا احمد بن محمد بن سعيد ثنا احمد بن الحسين بن سعيد ثنا ابى ثنا سعيد بن عثمان الخزاز ثنا عمرو بن شمر عن جابر عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا بُرَيْدَةَ اِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوْعِ فَقُلْ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاءِ وَمِلْءَ الاَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ بَعْدُ .

১২৫৫(৪)। আহ্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে সাঈদ (র)... আবদুল্লাহ ইবনে বুরায়দা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বললেন : হে বুরায়দা! তুমি যখন রুকূ থেকে তোমার মাথা উঠাবে তখন তুমি বলবে, সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ রব্বানা লাকাল হাম্দু মিলআস-সামাই ওয়া মিলআল আরদি ওয়া মিলআ মা শি'তা বা'দু (যে ব্যক্তি আল্লাহ্র প্রশংসা করে তিনি তা শুনেন। আমাদের প্রতিপালক! আপনার জন্য যাবতীয় প্রশংসা—আকাশ, পৃথিবী এবং এরপর আপনি যা চান সে পরিমাণ)।

١٢٥٦ (٥)- ثنا ابو طالب الحافظ احمد بن نصر نا احمد بن عمير الدمشقى ثنا ابو زرعة عبد الرحمن بن عمرو حدثنا يحى بن عمرو بن عمارة بن راشد ابو الخطاب قال سمعت عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان يقول حدثنى عبد الله بن الفضل عن الاعرج عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِذَا قَالَ الاِمَامُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَلْيَقُلْ مَنْ وَرَاءَهُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ .

১২৫৬(৫)। আবু তালিব আল-হাফিজ আহ্মাদ ইবনে নাস্র (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : যখন ইমাম বলবে, 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' তখন তার পিছনের লোকজন যেন বলে, 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ'।

١٢٥٧ (٦)- حدثنا طالب الحافظ ايضًا ثنا يزيد بن محمد بن عبد الصمد ثنا يحى بن عمرو ابن عمارة سمعت ابن ثابت بن ثوبان يقول حدثنى عبد الله بن الفضل عن الاعرج عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِذَا قَالَ الاِمَامُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَلْيَقُلْ مَنْ وَرَاءَهُ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ هذا هو المحفوظ بهذا الاسناد والله اعلم .

১২৫৭(৬)। আবু তালিব আল-হাফিজ (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : যখন ইমাম বলেন, 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' তখন তার পিছনের লোকজন যেন বলে, 'আল্লাহুম্মা রব্বানা ওয়ালাকাল হাম্‌দু'। হাদীসটি এই সনদসূত্রে সংরক্ষিত। আল্লাহ সর্বাধিক জ্ঞাত।

١٢٥٨(٧)- حدثنا عثمان بن احمد الدقاق ثنا عيسى بن عبد الله الطيالسي زغاث ثنا يزيد بن عمر بن جنزة المدايني ثنا الربيع بن بدر عن ايوب السختياني عن الاعرج عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ اَتَقْرَءُوْنَ خَلْفَ الاِمَامِ فَقُلْنَا اِنَّ فِيْنَا مَنْ يَّقْرَأُ قَالَ فَبِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ . الربيع بن بدر ضعيف كذا رواه الربيع بن بدر وخالفه سلام ابو المنذر رواه عن ايوب عن ابى قلابة عن ابى هريرة ولا يثبت وخالفهما عبيد الله بن عمرو الرقى ورواه عن ايوب عن ابى قلابة عن انس عن النبى ﷺ ورواه ابن علية وغيره عن ايوب عن ابى قلابة مرسلا ورواه خالد الحذاء عن ابى قلابة عن محمد بن ابى عائشة عن رجل من اصحاب رسول الله ﷺ عن النبى ﷺ .

১২৫৮(৭)। উসমান ইবনে আহ্‌মাদ আদ-দাক্কাক (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নামায পড়ালেন, অতঃপর আমাদের দিকে মুখ করে বললেন : তোমরা কি ইমামের পিছনে কিরাআত পাঠ করো? আমরা বললাম, নিশ্চয়ই আমাদের মধ্যে কেউ কেউ কিরাআত পাঠ করে। তিনি বলেন : তাহলে সূরা আল-ফাতিহা পড়বে।

আর-রবী' ইবনে বদর হাদীসশাস্ত্রে দুর্বল। এই হাদীস আর-রবী' ইবনে বদর এভাবে বর্ণনা করেছেন। সাল্লাম আবুল মুনযির তার বিপরীত করেছেন। তিনি এই হাদীস আইউব-আবু কিলাবা-আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন এবং তা প্রমাণিত নয়। উবায়দুল্লাহ ইবনে আমর আর-রাক্কী (র) তাদের উভয়ের সাথে ইখতিলাফ করেন। তিনি এই হাদীস আইউব-আবু কিলাবা-আনাস (রা)-নবী ﷺ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ইবনে উলায়্যা প্রমুখ এই হাদীস আইউব-আবু কিলাবা (র) সূত্রে মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন। এই হাদীস খালিদ আল-হাযযা (র) আবু কিলাবা-মুহাম্মাদ ইবনে আবু আয়েশা-রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একজন সাহাবী-নবী ﷺ সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

١٢٥٩(٨)- حدثنا محمد بن اسماعيل الفارسى ثنا ابو زرعة الدمشقى ثنا يحى بن يوسف الزمى ثنا عبيد الله بن عمرو الرقى عن ايوب عن ابى قلابة عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلَّى بِاَصْحَابِهِ فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ اَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ فَقَالَ اَتَقْرَءُوْنَ فِيْ صَلاَتِكُمْ وَالاِمَامُ يَقْرَأُ فَسَكَتُوْا قَالَهَا ثَلاَثًا فَقَالَ قَائِلٌ اَوْ قَائِلُوْنَ اِنَّا لَنَفْعَلُ قَالَ فَلاَ تَفْعَلُوْا وَلْيَقْرَأْ اَحَدُكُمْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِيْ نَفْسِهِ لفظ حديث الفارسى .

১২৫৯(৮)। মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল আল-ফারিসী (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাহাবাদেরকে নিয়ে নামায পড়েন। নামাযশেষে তিনি তাদের দিকে ফিরে বলেন : ইমামের কিরাআত

পাঠের সময় তোমরাও কি তোমাদের নামাযে কিরাআত পাঠ করো? তারা নীরব থাকলেন। এভাবে তিনি তিনবার জিজ্ঞেস করেন। তখন এক বা কয়েক ব্যক্তি বলেন, আমরা অবশ্যই কিরাআত পড়ি। তিনি বলেন: তোমরা তা করো না। তবে তোমাদের কেউ মনে মনে সূরা আল-ফাতিহা পড়তে পারে। হাদীসের মূল পাঠ আল-ফারিসীর।

١٢٦٠(٩)- ثنا على بن احمد بن الهيثم ثنا احمد بن ابراهيم القوهستانى حدثنا يوسف بن عدى قالا ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو بِاسْنَادِهِ نَحْوَهُ لفظ حديث الفارسى .

১২৬০(৯)। আলী ইবনে আহ্‌মাদ ইবনুল হায়ছাম (র)... উবায়দুল্লাহ ইবনে আমর (র) থেকে তার সনদসূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত। হাদীসের মূল পাঠ আল-ফারিসীর।

١٢٦١(١٠)- حدثنا احمد بن سلمان نا هلال بن العلاء نا ابى ح وحدثنا احمد ثنا يزيد ابن جهور ثنا ابو توبة قالاَ نَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو بِهٰذَا .

১২৬১(১০)। আহ্‌মাদ ইবনে সালমান (র)... উবায়দুল্লাহ ইবনে আমর (র) থেকে এই সনদে পূর্বোক্ত হাদীস বর্ণিত।

١٢٦٢(١١)- حدثنا ابو بكر النيسابورى ثنا احمد بن منصور زاج ثنا النضر بن شميل اخبرنا يونس بن ابى اسحاق عن ابى اسحاق عن ابى الاحوص عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِقَوْمٍ كَانُوْا يَقْرَءُوْنَ الْقُرْاٰنَ فَيَجْهَرُوْنَ بِهِ خَلَطْتُمْ عَلَىَّ الْقُرْاٰنَ وَكُنَّا نُسَلِّمُ فِى الصَّلاَةِ فَقِيْلَ لَنَا اِنَّ فِى الصَّلاَةِ شُغُلاً .

১২৬২(১১)। আবু বাক্‌র আন-নায়সাপুরী (র)... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যেসব লোক (ইমামের সাথে নামাযে) সশব্দে কুরআন পড়ে তাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: 'তোমরা তো আমার কিরাআতে গড়মিল করে দিলে'। আমরা নামাযরত অবস্থায় সালাম দিতাম, অতঃপর আমাদের বলা হলো, 'নিশ্চয়ই নামাযের মধ্যে ব্যস্ততা আছে'।

١٢٦٣(١٢)- حدثنا عبد اللّٰه بن محمد بن عبد العزيز ثنا عثمان بن ابى شيبة ثنا طلحة بن يحى عن يونس عن ابن شهاب عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ اِذَا اَدْرَكْتَ الْقَوْمَ رُكُوْعًا فَكَبِّرْ وَارْكَعْ فَانَّهَا تُجْزِئُكَ وَاحِدَةٌ لِلتَّكْبِيْرِ وَالرُّكُوْعِ وَعَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فِيْمَنْ نَسِىَ التَّكْبِيْرَ حِيْنَ افْتَتَحَ الصَّلاَةَ ثُمَّ كَبَّرَ لِلرُّكُوْعِ اَنَّ ذٰلِكَ يُجْزِئُهُ .

১২৬৩(১২)। আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল আযীয (র)... সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তুমি লোকজনকে (ইমামের সাথে) রুকূরত অবস্থায় পেলে তুমিও তাকবীর বলে রুকূতে চলে যাও। কেননা তাকবীরে তাহ্‌রীমা ও রুকূর জন্য তোমার একটি তাকবীরই যথেষ্ট। সাঈদ

ইবনুল মুসায়্যাব (র) থেকে আরো বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি নামাযের শুরুতে তাকবীর তাহ্‌রীমা বলতে ভুলে গেছে সে রুকূতে যেতে তাকবীর বললে সেটাই তার জন্য যথেষ্ট হবে।

٣٩- بَابُ صِفَةِ مَا يَقُوْلُ الْمُصَلِّىْ عِنْدَ رُكُوْعِه وَسُجُوْدِه

৩৯-অনুচ্ছেদ ঃ রুকূ-সিজদার সময় নামাযী যা বলবে তার বিবরণ।

١٢٦٤(١)- حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز املاء ثنا عبد الله بن عمر بن ابان ثنا حفص ابن غياث عن محمد بن ابى ليلى عن الشعبى عن صلة عَنْ حُذَيْفَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ فِىْ رُكُوْعِهِ سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهِ ثَلاَثًا وَفِىْ سُجُوْدِهِ سُبْحَانَ رَبِّىَ الاَعْلٰى وَبِحَمْدِهِ ثَلاَثًا .

১২৬৪(১)। আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল আযীয (র)... হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রুকূতে তিনবার বলতেন : 'সুবহানা রব্বিয়াল আযীম ওয়া বিহামদিহি' (আমার মহান প্রভুর পবিত্রতা বর্ণনা করছি এবং তার প্রশংসা করছি)। তিনি তাঁর সিজদায়ও তিনবার বলতেন : 'সুবহানা রব্বিয়াল আ'লা ওয়া বিহামদিহি' (আমার মহান প্রভুর পবিত্রতা বর্ণনা করছি এবং তার প্রশংসা করছি)।

١٢٦٥(٢)- حدثنا محمد بن جعفر بن رميس ثنا محمد بن اسماعيل بن سمرة الاحمسى ثنا ابو يحي الحمانى عبد الحميد بن عبد الرحمن ثنا السرى بن اسماعيل عن الشعبى عن مسروق عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ مِنَ السُّنَّةِ اَنْ يَّقُوْلَ الرَّجُلُ فِىْ رُكُوْعِهِ سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهِ وَفِىْ سُجُوْدِهِ سُبْحَانَ رَبِّىَ الاَعْلٰى وَبِحَمْدِهِ .

১২৬৫(২)। মুহাম্মাদ ইবনে জা'ফার ইবনে রুমায়স (র)... আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন ব্যক্তির জন্য সুন্নাত নিয়ম হলো, সে তার রুকূতে বলবে 'সুবহানা রব্বিয়াল আযীম ওয়া বিহামদিহি' এবং সিজদায় বলবে 'সুবহানা রব্বিয়াল আলা ওয়া বিহামদিহি'।

١٢٦٦(٣)- حدثنا ابو بكر النيسابورى ثنا يوسف بن سعيد بن مسلم ثنا حجاج عن ابن جريج اخبرنى موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن الاعرج عن عبيد الله بن ابى رافع عَنْ عَلِىِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اذا سَجَدَ فِى الصَّلاَةِ الْمَكْتُوْبَةِ قَالَ اَللّٰهُمَّ لَكَ سَجَدْتُّ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَلَكَ اَسْلَمْتُ اَنْتَ رَبِّىْ سَجَدَ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ وَكَانَ اذا رَكَعَ قَالَ اَللّٰهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَلَكَ اَسْلَمْتُ اَنْتَ رَبِّىْ خَشَعَ لَكَ سَمْعِىْ وَبَصَرِىْ وَمُخِّىْ وَعِظَامِىْ وَمَا

اسْتَقَلَّتْ بِهِ قَدَمِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَكَانَ اِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ فِى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوْبَةِ قَالَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الاَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَىْءٍ بَعْدُ . هذا اسناد حسن صحيح .

১২৬৬(৩)। আবু বাক্‌র আন-নায়সাপুরী (র)... আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফরয নামাযের সিজদায় বলতেন : 'আল্লাহুম্মা লাকা সাজাততু ওয়া বিকা আমানতু ওয়া লাকা আসলামতু। আনতা রব্বী, সাজাদা ওয়াজহিয়া লিল্লাযী খলাকাহু ওয়া সাওয়ারাহু ওয়া শাক্‌কা সাম্‌আহু ওয়া বাসারাহু। তাবারাকাল্লাহু আহ্‌সানুল খালিকীন" (হে আল্লাহ! আমি তোমাকে সিজদা করলাম, তোমার উপর ঈমান আনলাম, তোমার নিকট আত্মসমর্পণ করলাম, তুমি আমার প্রভু। আমার মুখমণ্ডল সেই মহান সত্তাকে সিজদা করছে যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন, উত্তম আকৃতি দান করেছেন এবং তাতে শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি দান করেছেন। আল্লাহ বরকতময়, সর্বোত্তম স্রষ্টা)। তিনি তাঁর রুকূতে বলতেন : 'আল্লাহুম্মা লাকা রাকা'তু ওয়া বিকা আমানতু ওয়া লাকা আসলামতু আনতা রব্বী খাশাআ লাকা সামঈ ওয়া বাসারী ও মুখখী ওয়া ইযামী ওয়ামা ইসতাকাল্লাত বিহী কাদামী লিল্লাহি রব্বিল আলামীন' (হে আল্লাহ! আমি তোমার জন্য রুকূ করছি, তোমার উপর ঈমান এনেছি এবং তোমার কাছে আত্মসমর্পণ করছি, তুমি আমার প্রভু। আমার কান, আমার চোখ, আমার মজ্জা ও আমার হাড়গোড় ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে আছে। আর এই তোমার সামনে আমার পা বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র জন্য অটল-অবিচল)। তিনি ফরয নামাযের রুকূ থেকে মাথা তুলে বলতেন : 'আল্লাহুম্মা রব্বানা লাকাল হামদু মিলয়াস সামাওয়াতি ওয়া মিলয়াল-আরদি ওয়া মিলয়া মা শি'তা মিন শায়ইন বা'দু' (হে আল্লাহ, আমাদের প্রভু! তোমার জন্যই সমস্ত প্রশংসা, আকাশসমূহ সমপরিমাণ, পৃথিবীর সমপরিমাণ এবং এরপর তুমি যা চাও সেই পরিমাণ)। এই সনদসূত্র হাসান সহীহ।

١٢٦٧(٤)- حدثنا ابو هريرة محمد بن على بن حمزة ثنا ابو امية ثنا روح ثنا ابن جريج اَخْبَرَنِىْ مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ بِهٰذَا الاِسْنَادِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اِذَا رَكَعَ قَالَ مِثْلَ قَوْلِ حَجَّاجٍ فِى الرُّكُوْعِ خَاصَّةً دُوْنَ غَيْرِهِ وَزَادَ رَوْحٌ وَعَظْمِى وَعَصَبِىْ .

১২৬৭(৪)। আবু হুরায়রা মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে হামযা (র)... মূসা ইবনে উকবা (র) থেকে এই সনদসূত্রে বর্ণিত। নবী ﷺ যখন রুকূ করতেন তখন বলতেন : বিশেষভাবে রাবী হাজ্জাজ কর্তৃক বর্ণিত উক্তির অনুরূপ, অন্যান্যদের অনুরূপ নয়। রাওহ (র)-এর বর্ণনায় আমার হাড়গোড় ও আমার শিরা-উপশিরা কথাটুকুও উক্ত হয়েছে।

١٢٦٨(٥)- حدثنا الحسين بن اسماعيل ثنا ابو بكر بن زنجوية نا ابو اليمان ثنا اسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد الله عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا رَكَعَ سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ .

১২৬৮(৫)। আল-হুসাইন ইবনে ইসামঈল (র)... আবদুর রহমান ইবনে নাফে' ইবনে যুবায়ের ইবনে মুত'ইম (র) থেকে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর রুকূতে তিনবার 'সুবহানা রব্বিয়াল আযীম' বলতেন।

١٢٦٩(٦)- حدثنا الحسين بن اسماعيل ثنا عبد الله بن شبيب ثنا محمد بن مسلمة بن محمد ابن هشام المخزومى ثنا ابراهيم بن سلمان عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَقْرَمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ فِيْ رُكُوْعِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ ثَلاَثًا .

১২৬৯(৬)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আকরাম (র) থেকে তার পিতার (নুবায়হ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর রুকূতে তিনবার 'সুবহানা রব্বিয়াল আযীম' বলতে শুনেছি।

١٢٧٠(٧)- حدثنا الحسين نا يوسف بن موسى ثنا عبيد الله بن موسى ثنا ابراهيم ابن الفضل عن سعيد المقبرى عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اذا ركَعَ اَحَدُكُمْ فَسَبَّحَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَاِنَّهُ يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مِنْ جَسَدِهِ ثَلاَثَةٌ وَّثَلاَثُوْنَ وَثَلاَثَ مِائَةِ عَظِيْمٍ وَثَلاَثَةٌ وَثَلاَثُوْنَ وَثَلاَثَ مِائَةِ عِرْقٍ .

১২৭০(৭)। আল-হুসাইন (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: যখন তোমাদের কেউ রুকূ করবে তখন সে তিনবার তাসবীহ পড়বে। কারণ তার শরীরের তিন শত তেত্রিশ (৩৩৩)-টি হাড় এবং তিন শত ত্রিশ (৩৩০)-টি শিরা আল্লাহ্র জন্য তাসবীহ পড়ে থাকে।

١٢٧١(٨)- حدثنا الحسين بن اسماعيل ثنا ابراهيم بن هانئ ثنا ادم ثنا ابن ابى ذئب ثنا اسحاق بن يزيد عن عون بن عبد الله بن عتبة عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اذَا قَالَ اَحَدُكُمْ فِيْ رُكُوْعِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَقَدْ تَمَّ رُكُوْعُهُ وَذٰلِكَ اَدْنَاهُ .

১২৭১(৮)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... ইবনে মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন তোমাদের কেউ রুকূতে তিনবার 'সুবহানা রব্বিয়াল আযীম' বলবে, তখন তার রুকূ পূর্ণাংগ হবে। আর তিনবার হলো সর্বনিম্ন পরিমাণ।

١٢٧٢(٩)- حدثنا الحسين بن اسماعيل ثنا محمد بن عبد الملك الدقيقى ثنا سليمان بن حرب ثنا شعبة عن قتادة عن مطرف عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ فِيْ رُكُوْعِهِ سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّ الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوْحِ . قال وحدثنى هشام صاحب الدستوائى عن قتادة عن مطرف

عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ فِيْ رُكُوْعِهِ وَسُجُوْدِهِ قلت لسليمان بن حرب شعبة يقول حدثنى هشام قال كذا قال .

১২৭২(৯)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রুকূতে 'সুব্বূহুন কুদ্দূসুন রব্বুল মালাইকাতি ওয়ার-রূহ' বলতেন (ফেরেশতাগণের ও জিবরাঈলের প্রতিপালক পবিত্র ও ত্রুটিমুক্ত)।

অধস্তন রাবী বলেন, আমার নিকট আদ-দাসতাওয়াঈর সহচর হিশাম-কাতাদা-মুতাররিফ-আয়েশা (রা) সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রুকূ ও সিজদায় বলতেন। আমি সুলায়মান ইবনে হারবকে বললাম, শো'বা (র) বলেন, আমার নিকট হিশাম হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি (সুলায়মান) বলেন, তিনি (হিশাম) এরূপ বলেছেন।

٤٠- بَابُ ذِكْرِ الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ وَمَا يُجْزِئُ فِيْهِمَا

৪০-অনুচ্ছেদ : রুকূ-সিজদা এবং উভয়ের মধ্যে যে বাক্য যথেষ্ট তার বর্ণনা।

١٢٧٣(١)-حدثنا احمد بن محمد بن سعيد ثنا ابو شيبة ثنا ابو غسان ثنا جعفر الاحمر عن حارثة عن عمرة عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا سَجَدَ اِسْتَقْبَلَ بِاَصَابِعِهِ الْقِبْلَةَ .

১২৭৩(১)। আহ্‌মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে সাঈদ (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সিজদা করতেন তখন তাঁর আঙ্গুলগুলো কিবলামুখী করে রাখতেন।

١٢٧٤(٢)- حدثنا الحسين بن الحسين بن عبد الرحمان القاضى ثنا محمد بن اصبغ بن الفرج ثنا ابى ثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردى عن عبيد الله بن عمر عن نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا سَجَدَ يَضَعُ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ .

১২৭৪(২)। আল-হুসাইন ইবনুল হুসাইন ইবনে আবদুর রহমান আল-কাযী (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সিজদা করতেন তখন মাটিতে তাঁর হাঁটুদ্বয় রাখার পূর্বে তাঁর দুই হাত রাখতেন।

١٢٧٥(٣)- حدثنا ابو بكر بن ابى داود ثنا محمود بن خالد ثنا مروان بن محمد حدثنا عبد العزيز ابن محمد ثنا محمد بن عبد الله بن الحسن عن ابى الزناد عن الاعرج عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا سَجَدَ اَحَدُكُمْ فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رِجْلَيْهِ وَلاَ يَبْرُكْ بُرُوْكَ الْبَعِيْرِ .

১২৭৫(৩) আবু বাক্‌র ইবনে আবু দাউদ (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন তোমাদের কেউ সিজদা করে তখন সে যেন মাটিতে তার পা (হাঁটুদ্বয়) রাখার পূর্বে তার দুই হাত রাখে এবং উটের মত না বসে।

١٢٧٦(٤)- حدثنا ابو سهل بن زياد ثنا اسماعيل بن اسحاق ثنا ابو ثابت محمد بن عبيد الله ثنا عبد العزيز بن محمد عَنْ مُحَمَّد بْنِ عَبْدِ اللّٰه بِاسْنَادِهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اِذَا سَجَدَ اَحَدُكُمْ فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ وَلاَ يَبْرُكُ بُرُوْكَ الْجَمَلِ .

১২৭৬(৪)। আবু সাহ্‌ল ইবনে যিয়াদ (র)... মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ (র) থেকে তার সনদে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : যখন তোমাদের কেউ সিজদা করে তখন সে যেন মাটিতে তার হাঁটুদ্বয় রাখার পূর্বে তার দুই হাত রাখে এবং উটের মত না বসে।

١٢٧٧(٥)- حدثنا الحسين بن يحى بن عياش ثنا الحسن بن محمد ثنا اسماعيل بن علية عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ قَالَ مُحَمَّدٌ اِذَا قَالَ الاِمَامُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ مَنْ خَلْفَهُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ .

১২৭৭(৫)। আল-হুসাইন ইবনে ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে আয়্যাশ (র)... ইবনে আওন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহাম্মাদ (র) বলেছেন, যখন ইমাম 'সামিআল্লাহ লিমান হামিদাহ' বলেন, তখন তার পিছনের লোকজন বলবে, 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ আল্লাহুম্মা রব্বানা লাকাল হাম্‌দ'।

١٢٧٨(٦)- حدثنا عبد الله بن ابى داود ثنا احمد بن سنان ثنا يزيد ح وحدثنا الحسين بن اسماعيل ثنا محمد بن يحى الازدى ثنا يزيد بن هارون انا شريك عن عاصم بن كليب عن ابيه عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا يَسْجُدُ تَقَعُ رُكْبَتَاهُ قَبْلَ يَدَيْهِ وَاِذَا رَفَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ . وَقَالَ ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ وَوَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ . تفرد به يزيد عن شريك ولم يحدث به عن عاصم بن كليب غير شريك وشريك ليس بالقوى فيما يتفرد به والله اعلم .

১২৭৮(৬)। আবদুল্লাহ ইবনে আবু দাউদ (র)... ওয়াইল ইবনে হুজ্‌র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন সিজদা করতেন তখন মাটিতে তাঁর দুই হাত রাখার পূর্বে তাঁর হাঁটুদ্বয় রাখতেন। আর যখন তিনি (সিজদা থেকে) উঠতেন তখন তাঁর হাঁটুদ্বয় উঠানোর পূর্বে তাঁর দুই হাত উঠাতেন। ইবনে আবু দাউদ (র) বলেন, তিনি মাটিতে তাঁর দুই হাত রাখার পূর্বে তাঁর হাঁটুদ্বয় রাখতেন।

এই হাদীস ইয়াযীদ (র) একাই শরীক (র) থেকে বর্ণনা করেছেন এবং এই হাদীস আসেম ইবনে কুলাইব (র) থেকে শরীক (র) ব্যতীত অপর কেউ বর্ণনা করেননি। আর যে হাদীস কেবল শরীক একাই বর্ণনা করেছেন সেই হাদীসের ব্যাপারে তিনি শক্তিশালী রাবী নন। আল্লাহ্‌ই সর্বাধিক জ্ঞাত।

١٢٧٩(٧)- حدثنا اسماعيل الصفار ثنا العباس بن محمد ثنا العلاء بن اسماعيل العطار حدثنا حفص بن غياث عن عاصم الاحول عَنْ اَنَسٍ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰه ﷺ كَبَّرَ حَتّٰى حَاذٰى بِاِبْهَامَيْهِ اُذُنَيْهِ ثُمَّ رَكَعَ حَتّٰى اسْتَقَرَّ كُلُّ مَفْصَلٍ مِنْهُ فِيْ مَوْضِعِهِ ثُمَّ رَفَعَ رَاْسَهُ حَتّٰى اسْتَقَرَّ كُلُّ مَفْصَلٍ مِنْهُ مَوْضِعِهِ ثُمَّ انْحَطَّ بِالتَّكْبِيْرِ فَسَبَقَتْ رُكْبَتَاهُ يَدَيْهِ . تفرد به العلاء بن اسماعيل عن حفص بهذا الاسناد والله اعلم .

১২৭৯(৭)। ইসমাঈল আস-সাফ্‌ফার (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে দেখেছি যে, তিনি তাকবীর (তাহ্‌রীমা) বলার সময় তাঁর উভয় হাতের বৃদ্ধাঙ্গুল দু'টি তাঁর দুই কান বরাবর উপরে উত্তোলন করেন। তারপর তিনি রুকূতে গিয়ে স্থির থাকেন যাবত না প্রতিটি অঙ্গ নিজ স্থানে স্থির হয়ে যায়। তারপর তিনি (রুকূ থেকে) মাথা তুলে স্থির দাঁড়িয়ে থাকেন যাবত না প্রতিটি অঙ্গ সস্থানে স্থির হয়ে যায়। তারপর তাকবীর বলে ঝুঁকে যান এবং মাটিতে দুই হাত রাখার পূর্বে হাঁটুদ্বয় রাখেন। এই হাদীস কেবল আল-আলা ইবনে ইসমাঈল (র) একাই হাফ্‌স (র) থেকে এই সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ সর্বাধিক জ্ঞাত।

١٢٨٠(٨)- حدثنا عبد الله بن سليمان بن الاشعث ثنا زياد بن ايوب ثنا اسماعيل عن ايوب عَنْ اَبِيْ قِلاَبَةَ قَالَ جَاءَنَا اَبُوْ سُلَيْمَانَ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ مَسْجِدَنَا فَقَالَ وَاللّٰهِ لاُصَلِّيْ وَمَا اُرِيْدُ الصَّلاَةَ وَلٰكِنِّيْ اُرِيْدُ اَنْ اُرِيَكُمْ كَيْفَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّيْ قَالَ فَقَعَدَ فِي الرَّكْعَةِ الأُوْلٰى حِيْنَ رَفَعَ رَاْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الاَخِيْرَةِ . هذا اسناد صحيح ثابت وكذالك ما بعده.

১২৮০(৮)। আবদুল্লাহ ইবনে সুলায়মান ইবনুল আশ'আছ (র)... আবু কিলাবা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের মসজিদে আবু সুলায়মান মালেক ইবনুল হুওয়াইরিছ (রা) এলেন এবং বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি অবশ্যই নামায পড়বো। আসলে আমার নামায পড়ার ইচ্ছা ছিলো না। কিন্তু আমি তোমাদের দেখাতে চাই, যেভাবে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে নামায পড়তে দেখেছি। তিনি বলেন, তিনি (ﷺ) প্রথম রাক্‌আতের দ্বিতীয় সিজদা থেকে মাথা তুলে (ক্ষণিক) বসলেন। এই সনদ সহীহ ও প্রমাণিত এবং একইভাবে পরের হাদীরের সনদও।

١٢٨١(٩)-حدثنا احمد بن عبد الله بن محمد الوكيل ثنا الحسن بن عرفة ثنا هشيم عن خالد الحذاء عن ابى قلابة عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ اللَّيْثِيِّ قَالَ رَاَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّيْ فَكَانَ اِذَا كَانَ فِي الرَّكْعَةِ الأُوْلٰى اَوِ الثَّالِثَةِ لَمْ يَنْهَضْ حَتّٰى يَسْتَوِيَ قَاعِداً هذا صحيح .

১২৮১(৯)। আহ্‌মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ আল-ওয়াকীল (র)... মালেক ইবনুল হুওয়াইরিছ আল-লায়ছী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -কে তাঁর নামাযরত অবস্থায় দেখেছি। তিনি

প্রথম রাক্‌আত অথবা তৃতীয় রাক্‌আত থেকে (দ্বিতীয় সিজদা করেই) সরাসরি উঠে যেতেন না, বরং সোজা হয়ে ক্ষণিক বসতেন এই হাদীস সহীহ।

টীকা : এই বসাকে পরিভাষায় 'কাওমা ইসতিরাহাত' বলে। হানাফী ফকীহ্‌গণ এ হাদীসের ব্যাপারে বলেন, বার্ধক্যজনিত কারণে দুর্বলতা অনুভব করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে ক্ষণিক বসে তারপর উঠতেন। সবল ব্যক্তির জন্য এভাবে বসার প্রয়োজন নেই, তবে দুর্বল ব্যক্তি বসতে পারে। অন্য হাদীস থেকে এমত প্রমাণিত (অনুবাদক)।

١٢٨٢(١٠)- حدثنا ابو محمد بن صاعد ثنا احمد بن ثابت الجحدري وعبد الله بن محمد بن المسور الزهري ومحمد بن الوليد القرشي قالوا حدثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن خالد وايوب عن ابى قلابة عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ اَبِىْ سُلَيْمَانَ اَنَّهُمْ اَتَوُا النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اَحْدُهُمَا وَصَاحِبٌ لَهُ اَيُّوْبُ اَوْ خَالِدٌ فَقَالَ لَهُمَا اذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَاَذِّنَا وَاَقِيْمَا وَلْيَؤُمَّكُمَا اكْبَرُكُمَا وَصَلُّوْا كَمَا رَاَيْتُمُوْنِىْ اُصَلِّىْ هذا صحيح .

১২৮২(১০)। আবু মুহাম্মাদ ইবনে সায়েদ (র)... মালেক ইবনুল হুওয়াইরিছ আবু সুলায়মান (রা) থেকে বর্ণিত। তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে উপস্থিত হলেন। তার সাথীদ্বয় (অধস্তন রাবী) আইউব অথবা খালিদের বর্ণনায় আছে, তিনি তাদের উভয়কে বলেন, যখন নামাযের ওয়াক্ত হবে তখন তোমরা আযান দিবে, ইকামত বলবে, অতঃপর তোমাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি তোমাদের ইমামতি করবে। তোমরা আমাকে যেভাবে নামায পড়তে দেখছো সেভাবেই নামায পড়ো। এই হাদীস সহীহ।

١٢٨٣(١١)- حدثنا محمد بن مخلد ثنا العلاء بن سالم ثنا ابو الوليد المخزومى ثنا ابن جريج عن عطاء عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ اِنْ سَرَّكُمْ اَنْ تُزَكُّوْا صَلاَتَكُمْ فَقَدِّمُوْا خِيَارَكُمْ ابو الوليد هو خالد بن اسماعيل ضعيف .

১২৮৩(১১)। মুহাম্মাদ ইবনে মাখলাদ (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা যদি তোমাদের নামায পরিশুদ্ধভাবে আদায় করে আনন্দিত হতে চাও তাহলে তোমাদের মধ্যকার উত্তম ব্যক্তিকে (ইমামতি করার জন্য) সামনে এগিয়ে দাও। আবুল ওয়ালীদ হলেন খালিদ ইবনে ইসমাঈল (র)। তিনি হাদীসশাস্ত্রে দুর্বল।

٤١- بَابُ مَنْ اَدْرَكَ الاِمَامَ قَبْلَ اِقَامَةِ صُلْبِهِ فَقَدْ اَدْرَكَ الصَّلاَةَ

৪১-অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি ইমামের (রুকূ থেকে) পিঠ সোজা করে ওঠার পূর্বে নামাযে যোগদান করতে পারলো সে (ঐ রাক্‌আত) নামায পেলো।

١٢٨٤(١)- حدثنا ابو طالب الحافظ ثنا احمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين ثنا عمرو بن سوار ومحمد بن يحى بن اسماعيل قالا ثنا ابن وهب ح وحدثنا ابو طالب نا ابن

رشدين ثنا حرملة ثنا ابن وهب حدثني يحى بن حميد عن قرة بن عبد الرحمن عن ابن شهاب اخبرني ابو سلمة عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ اَدْرَكَ رَكْعَةً مِّنَ الصَّلاَةِ فَقَدْ اَدْرَكَهَا قَبْلَ اَنْ يُقِيْمَ الاِمَامُ صُلْبَهُ .

১২৮৪(১)। আবু তালিব আল-হাফিজ (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি (কোন রাক্আতের রুকূ থেকে) ইমামের পিঠ সোজা করে দাঁড়ানোর পূর্বে (রুকূ অবস্থায়) তার সাথে যোগদান করতে পারলো, সে অবশ্যই নামাযের ঐ রাকআতটি পেয়েছে বলে গণ্য হবে।

টীকা : কোন রাক্আতের রুকূ অবস্থায় কেউ ইমামের সাথে নামাযে শরীক হতে পারলে তা তার জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ রাক্আত হিসেবে গণ্য হবে এবং ইমামের সালাম ফিরানোর পর তাকে ঐ রাক্আতটি পুনরায় পড়তে হবে না। উপরোক্ত হাদীস থেকে আরো প্রমাণিত হয় যে, নামাযে সূরা ফাতিহা পড়া ফরযও নয় এবং মোক্তাদীদের সূরা আল-ফাতিহা পড়ার প্রয়োজনও নেই (অনুবাদক)।

١٢٨٥(٢)- حدثنا محمد بن مخلد ثنا ابراهيم بن هانئ ثنا سعيد بن ابى مريم ثنا نافع بن يزيد حدثني يحى بن ابى سليمان المدنى عن زيد بن ابى العتاب وابن المقبرى عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا جِئْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ وَنَحْنُ سُجُوْدٌ فَاسْجُدُوْا وَلاَ تَعُدُّوْهَا وَمَنْ اَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ اَدْرَكَ الصَّلاَةَ .

১২৮৫(২)। মুহাম্মাদ ইবনে মাখলাদ (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমাদের সিজদারত অবস্থায় তোমরা এসে উপস্থিত হলে তোমরা সেই সিজদায় যাবে এবং এটাকে নামাযের অংশ (একটি পূর্ণ রাক্আত) গণ্য করবে না। আর যে ব্যক্তি নামাযের রুকূ পেলো সে অবশ্যই (জামায়াতে) নামায পেয়েছে বলে গণ্য হবে।

টীকা : অর্থাৎ কোন ব্যক্তি ইমামের সিজদারত অবস্থায় তার সাথে নামাযে শরীক হলে উক্ত সিজদা করতে পারার কারণে সেটি একটি পূর্ণাঙ্গ রাক্আত গণ্য হবে না। ইমামের সালাম ফিরানোর পর তাকে ঐ রাকআতটি পড়তে হবে। কোন ব্যক্তি জামায়াতের নামাযে ইমামের সালাম ফিরানোর পূর্ব মুহূর্তেও যোগদান করতে পারলে সে জামায়াতে নামায পড়েছে বলে গণ্য হবে এবং জামায়াতে নামায পড়ার সওয়াব পাবে (অনুবাদক)।

٤٢- بَابُ لُزُوْمِ اِقَامَةِ الصُّلْبِ فِي الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ

৪২-অনুচ্ছেদ : রুকূ ও সিজদায় মেরুদণ্ড সোজা রাখা আবশ্যক।

١٢٨٦(١)- حدثنا ابو حامد محمد بن هارون املاء حدثنا عمرو بن على ثنا عبد الله بن ادريس ووكيع بن الجراح وابو معاوية وحماد بن سعيد المازنى قالوا حدثنا الاعمش عن

عمارة عن ابى معمر عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ صَلاَةَ لِرَجُلٍ لاَ يُقِيْمُ صُلْبَهُ فِى الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ هذا اسناد ثابت صحيح .

১২৮৬(১)। আবু হামেদ মুহাম্মাদ ইবনে হারূন (র)... আবু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি রুকূ ও সিজদায় তার মেরুদণ্ড স্থিরভাবে সোজা রাখে না তার নামায শুদ্ধ হয় না। এই হাদীসের সনদসূত্র প্রমাণিত, সহীহ।

١٢٨٧(٢)- حدثنا بدر بن الهيثم ثنا محمد بن اسماعيل الاحمسى ثنا وكيع وعبيد الله وابو اسامة والمحاربى ويعلى عَنِ الاَعْمَشِ بِاِسْنَادِهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ لاَ يُجْزِئُ صَلاَةٌ لاَ يُقِيْمُ الرَّجُلُ صُلْبَهُ مِثْلَهُ .

১২৮৭(২)। বদর ইবনুল হায়ছাম (র)... আল-আ'মাশ (র) থেকে তার সনদে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি (রুকূ ও সিজদায়) তার মেরুদণ্ড স্থিরভাবে সোজা রাখে না তার নামায শুদ্ধ হয় না... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

٤٣- بَابُ وُجُوْبِ وَضْعِ الْجَبْهَةِ وَالاَنْفِ

৪৩-অনুচ্ছেদ : (সিজদায়) কপাল ও নাক (মাটিতে) রাখা আবশ্যক।

١٢٨٨(١)- حدثنا ابو عبد الله بن المهتدى ثنا الحسن بن على بن خلف الله الدمشقى ح وحدثنا محمد بن الحسين بن سعيد الهمدانى ثنا ابو عبد الملك احمد بن ابراهيم القرشى بدمشق قالا نا سليمان بن عبد الرحمن نا ناشب بن عمرو الشيبانى ثنا مقاتل بن حيان عن عروة عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اَبْصَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ امْرَاَةً مِّنْ اَهْلِه تصَلِّىْ وَلاَ تَضَعُ اَنْفَهَا بِالاَرْضِ فَقَالَ مَا هٰذِه لاَ تَضَعِىْ اَنْفَكِ بِالاَرْضِ فَاِنَّهُ لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَضَعْ اَنْفَهُ بِالاَرْضِ مَعَ جَبْهَتِه فِى الصَّلاَةِ ناشب ضعيف ولا يصح مقاتل عن عروة .

১২৮৮(১)। আবু আবদুল্লাহ ইবনুল মাহ্দী (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পরিবারের এক মহিলাকে দেখলেন যে, তিনি নামাযে তার নাক মাটিতে স্থাপন করেননি। তিনি বললেন : এ কি? তোমার নাক মাটিতে স্থাপন করো। কেননা যে ব্যক্তি নামাযে তার কপালের সাথে তার নাক মাটিতে স্থান করে না তার নামায হয় না। নাশিব (র) হাদীসশাস্ত্রে দুর্বল। আর উরওয়া (র) থেকে মুকাতিলের বর্ণনা সহীহ নয়।

١٢٨٩(٢)- ثنا عبد الله بن سليمان بن الاشعث ثنا الجراح بن مخلد حدثنا ابو قتيبة ثنا شعبة عن عاصم الاحول عن عكرمة عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَضَعْ اَنْفَهُ عَلَى الاَرْضِ ورواه غيره عن شعبة عن عاصم عن عكرمة مرسلاً .

১২৮৯(২)। আবদুল্লাহ ইবনে সুলায়মান ইবনুল আশ'আছ (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি (নামাযে) তার নাক মাটিতে স্থাপন করে না তার নামায হয় না। এই হাদীস অন্যান্যরা শো'বা-আসেম-ইকরিমা (র) সূত্রে মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন।

١٢٩٠(٣)- حدثنا عبد الله بن سليمان ثنا الجراح بن مخلد ثنا ابو قتيبة ثنا سفيان الثورى ثنا عاصم الاحول عن عكرمة عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَرَاى رَجُلاً يُصَلِّىْ مَا يُصِيْبُ اَنْفُهُ مِنَ الاَرْضِ فَقَالَ لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لاَ يُصِيْبُ اَنْفَهُ مِنَ الاَرْضِ مَا يُصِيْبُ الْجَبِيْنَ قال لنا ابو بكر لم يسنده عن سفيان وشعبة الا ابو قتيبة والصواب عن عاصم عن عكرمة مرسلاً .

১২৯০(৩)। আবদুল্লাহ ইবনে সুলায়মান (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে নামাযে তার নাক মাটিতে স্থাপন করছে না দেখে বললেন : যে ব্যক্তি তার কপাল মাটিতে স্থাপন করেছে কিন্তু নাক স্থাপন করেনি তার নামায হয়নি।

আবু বাক্র (র) আমাদের বলেন, এই হাদীস সুফিয়ান ও শো'বা (র) থেকে আবু কুতায়বা ব্যতীত অপর কেউ মুসনাদ সূত্রে বর্ণনা করেননি। এই হাদীস আসেম (র)-ইকরামা (র) সূত্রে মুরসালরূপে বর্ণিত হয়েছে। এটিই সহীহ।

١٢٩١(٤)- حدثنا يعقوب بن ابراهيم البزاز وجماعة قالوا ثنا الحسين بن عرفة ثنا اسماعيل ابن عياش عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ قُلْتُ لِوَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ يَا اَبَا نُعَيْمٍ مَا لَكَ لاَ تُمْكِنُ جَبْهَتَكَ وَاَنْفَكَ مِنَ الاَرْضِ قَالَ ذٰلِكَ اِنِّىْ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَسْجُدُ بِاَعْلٰى جَبْهَتِهِ عَلٰى قُصَاصِ الشَّعْرِ تفرد به عبد العزيز ابن عبيد الله عن وهب وليس بالقوى .

১২৯১(৪)। ইয়া'কূব ইবনে ইবরাহীম আল-বায্যায (র)... আবদুল আযীয ইবনে উবায়দুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ওয়াহ্‌ব ইবনে কায়সান (র)-কে বললাম, হে আবু নুআইম! আপনার কী হয়েছে? আপনি আপনার কপাল ও নাক মাটিতে স্থাপন করেন না কেন? তিনি বলেন, কারণ আমি জাবের ইবনে

আবদুল্লাহ (র)-কে বলতে শুনেছি, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর কপালের উপরিভাগ দ্বারা কেশগুচ্ছের উপর সিজদা করতে দেখেছি। এই হাদীস কেবল আবদুল আযীয ইবনে উবায়দুল্লাহ একাই ওয়াহ্‌ব (র) থেকে বর্ণনা করেছেন এবং তিনি শক্তিশালী রাবী নন।

٤٤- بَابُ صِفَةِ الْجُلُوْسِ لِلتَّشَهُّدِ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

৪৪-অনুচ্ছেদ : দুই সিজদার মাঝখানে এবং তাশাহ্হুদের জন্য বসার বর্ণনা।

١٢٩٢(١)- حدثنا ابن صاعد ثنا محمد بن عمرو بن العباس وبندار قالا نا عبد الوهاب ح وحدثنا احمد بن اسحاق بن البهلول القاضى حدثنا ابو موسى محمد بن المثنى ثنا عبد الوهاب ثنا عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عبد الله بن عبد الله عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سُنَّةُ الصَّلاَةِ اَنْ تَفْتَرِشَ الْيُسْرٰى وَتَنْصِبَ الْيُمْنٰى تفرد به عبد الوهاب .

১২৯২(১)। ইবনে সায়েদ (র)... আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নামাযের সুন্নাত নিয়ম এই যে, তুমি বাম পা বিছিয়ে দিবে এবং ডান পা খাড়া রাখবে। এই হাদীস কেবল আবদুল ওয়াহ্হাব (র) এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

١٢٩٣(٢)- ثنا ابو محمد بن صاعد ثنا ابو موسى محمد بن المثنبى ومحمد بن عمرو بن العباس واللفظ لابى موسى قالا نا عبد الوهاب قال سمعت يحى بن سعيد يقول سمعت القاسم يقول اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ مِنْ سُنَّةِ الصَّلاَةِ اَنْ تَضْجَعَ الْيُسْرٰى وَتَنْصِبَ الْيُمْنٰى .

১২৯৩(২)। আবু মুহাম্মাদ ইবনে সায়েদ (র)... আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ইবনে উমার (রা)-কে বলতে শুনেছেন, নামাযের সুন্নাত নিয়ম হলো, তুমি বাম পা বিছিয়ে দিবে এবং ডান পা খাড়া রাখবে।

١٢٩٤(٣)- حدثنا ابن صاعد تنا بندار ثنا عبد الوهاب ثنا عبيد الله عن نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سُنَّةُ الصَّلاَةِ اَنْ تَفْتَرِشَ الْيُسْرٰى وَتَنْصِبَ الْيُمْنٰى هذه كلها صحاح لم يروها الا الثقفى .

১২৯৪(৩)। ইবনে সায়েদ (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নামাযের সুন্নাত নিয়ম হলো, তুমি বাম পা বিছিয়ে দিবে এবং ডান পা খাড়া রাখবে। এই হাদীস সম্পূর্ণ সহীহ। এই হাদীস আস-ছাকাফী (র) ব্যতীত অন্য কেউ বর্ণনা করেননি।

٤٥- بَابُ صِفَةِ التَّشَهُّدِ وَوُجُوْبِه وَاخْتِلاَفِ الرِّوَايَاتِ فِيْهِ

৪৫-অনুচ্ছেদ : তাশাহ্‌হুদের বর্ণনা এবং তা পড়া ওয়াজিব এবং এ সম্পর্কে বিভিন্ন রিওয়ায়াত।

١٢٩٥(١)- حدثنا عبد الله بن سليمان ثنا محمد بن ادم ثنا ابو خالد الاحمر عن ابن عجلان عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اذا جَلَسَ يَدْعُوْ يَعْنِيْ فِي التَّشَهُّدِ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنٰى وَيُشِيْرُ بِاِصْبَعِهِ الْيُمْنٰى السَّبَّابَةِ وَيَضَعُ الاِبْهَامَ عَلَى الْوُسْطٰى وَيَضَعُ يَدَهُ الْيُسْرٰى عَلٰى فَخِذِهِ الْيُسْرٰى وَيَلْقَمُ كَفَّهُ الْيُسْرٰى فَخِذَهُ الْيُسْرٰى .

১২৯৫(১)। আবদুল্লাহ ইবনে সুলায়মান (র)... আমের ইবনে আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দু'আ করার জন্য অর্থাৎ তাশাহ্‌হুদ পড়তে বসতেন তখন তাঁর ডান হাত (ডান উরুতে) স্থাপন করতেন, ডান হাতের তর্জনী দ্বারা ইশারা করতেন এবং বৃদ্ধাঙ্গুলি মধ্যমার উপর রাখতেন, আর বাম হাত বাম উরুর উপর রাখতেন এবং বাম হাত দ্বারা বাম উরু (হাঁটুর গিরা) আকড়ে ধরতেন।

١٢٩٦(٢)- حدثنا عبد الله بن سليمان بن الاشعث ثنا عيسى بن حماد ثنا الليث عن ابى الزبير عن سعيد بن جبير وطاوس عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا الْقُرْاٰنَ وَكَانَ يَقُوْلُ اَلتَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلّٰهِ سَلاَمٌ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ سَلاَمٌ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ هذا اسناد صحيح .

১২৯৬(২)। আবদুল্লাহ ইবনে সুলায়মান ইবনুল আশ'আছ (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে তাশাহ্‌হুদ শিক্ষা দিতেন যেরূপ আমাদেরকে কুরআন শিক্ষা দিতেন। তিনি বলতেন : 'আত্তাহিয়্যাতুল মুবারাকাতুস-সালাওয়াতুত-তায়্যিবাতু লিল্লাহি সালামুন আলাইকা আয়্যুহান নাবিয়্যু ওয়া রহ্‌মাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সালামুন আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস সালিহীন। আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ"। অর্থ : "সমস্ত রকতময় সম্মান, ইবাদত, উপাসনা এবং পবিত্রতা আল্লাহ্‌র জন্য। হে নবী! আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক, আল্লাহ্‌র রহমত ও প্রাচুর্যও। আমাদের উপর এবং আল্লাহ্‌র সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের উপরও শান্তি বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দেই যে, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল"। এই সনদসূত্র সহীহ।

١٢٩٧(٣)- حدثنا ابو عبد الله عبيد الله بن عبد الصمد بن المهتدى بالله ثنا احمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين بن سعد حدثنى ابى عن ابيه عن جده حدثنى عمرو بن الحارث ان ابا الزبير حدثه عن عطاء وطاوس وسعيد بن جبير عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ اَلتَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ لِلّٰهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ .

১২৯৭(৩)। আবু আবদুল্লাহ উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুস সামাদ ইবনুল মুহতাদী বিল্লাহ (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে তাশাহ্হুদ শিক্ষা দিতেন : "আত্তাহিয়্যাতুল-মুবারাকাতু ওয়াত-তায়্যিবাতু লিল্লাহ। আস্সালামু আলাইকা আয়্যুহান-নাবিয়্যু ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আস্সালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস-সালিহীন। আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ"। অর্থ : "সমস্ত বরকতময় সম্মান ও পবিত্রতা আল্লাহ্র জন্য। হে নবী! আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক, আল্লাহ্র রহমত ও প্রাচুর্যও। আমাদের উপর এবং আল্লাহ্র সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের উপরও শান্তি বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দেই যে, মুহাম্মাদ আল্লাহ্র রাসূল"।

١٢٩٨(٤)- حدثنا ابو محمد يحى بن محمد بن صاعد املاء ثنا ابو عبيد الله المخزومى سعيد بن عبد الرحمن ثنا سفيان بن عيينة عن الاعمش ومنصور عن شقيق بن سلمة عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ كُنَّا تَقُوْلُ قَبْلَ اَنْ يُّفْرَضَ التَّشَهُّدُ اَلسَّلاَمُ عَلَى اللّٰهِ اَلسَّلاَمُ عَلٰى جِبْرِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَقُوْلُوْا هٰكذَا فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّلاَمُ وَلٰكِنْ قُوْلُوْا اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ هذا اسناد صحيح .

১২৯৮(৪)। আবু মুহাম্মাদ ইয়াহ্ইয়া ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে সায়েদ (র)... ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাশাহ্হুদ ফরয হওয়ার পূর্বে আমরা বলতাম, "আস্সালামু আলাল্লাহি আস্সালামু আলা জিবরাঈলা ওয়া মীকাঈল" (আল্লাহ্র উপর শান্তি বর্ষিত হোক, জিবরাঈল ও মীকাঈলের উপরও শান্তি বর্ষিত হোক)। পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তোমরা এরূপ বলো না। কারণ আল্লাহ্ই সালাম (শান্তিদাতা)। বরং তোমরা বলো, "আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াস্সালাওয়াতু ওয়াত-তয়্যিবাতু। আস্সালামু আলাইকা আয়্যুহান-নাবিয়্যু ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। আস্সালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস-

সালিহীন। আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু"। এই সনদসূত্র সহীহ।

١٢٩٩(٥)- حدثنا ابو بكر بن ابى داود ثنا المسيب بن واضح ثنا يوسف بن اسباط وعبد الله ابن المبارك عن سفيان عن ابيه ومنصور والاعمش وحماد ومغيرة عن شقيق عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ عَلَّمَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ التَّشَهُّدَ اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ .

১২৯৯(৫)। আবু বাক্‌র ইবনে আবু দাঊদ (র)... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের তাশাহ্হুদ শিক্ষা দিয়েছেন : "আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি..." পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

١٣٠٠(٦)- حدثنا ابو بكر بن ابى داود ثنا نصر بن على اخبرنى ابى عن شعبة عن ابى بشر قال سمعت مجاهداً يحدث عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ فِى التَّشَهُّدِ اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ زِدْتُّ فِيْهَا وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَزِدْتُّ فِيْهَا وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ هذا اسناد صحيح وقد تابعه على رفعه ابن ابى عدى عن شعبة ووقفه غيرهما .

১৩০০(৬)। আবু বাক্‌র ইবনে আবু দাঊদ (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাশাহ্হুদে বলতেন : "আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াস-সালাওয়াতু ওয়াত-তায়্যিবাতু। আস্‌সালামু আলাইকা আয়্যুহান নাবিয়্যু ওয়া রহমাতুল্লাহি। (সমস্ত সম্মান, ইবাদত, উপাসনা ও পবিত্রতা আল্লাহ্‌র জন্য। হে নবী! আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক এবং আল্লাহ্‌র রহমতও)। ইবনে উমার (রা) বলেন, আমি এতে "ওয়া বারাকাতুহু" (এবং প্রাচুর্য) শব্দটি যোগ করেছি। "আস-সালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস-সালিহীন। আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু" (আমাদের উপর এবং আল্লাহ্‌র সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের উপরও শান্তি বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই)। ইবনে উমার (রা) বলেন, আমি এতে "ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকা লাহু" (তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই) যোগ করেছি। "ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু" (আমি আরো সাক্ষ্য দেই যে, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল)। এই সনদসূত্র সহীহ। এই হাদীস মারফূরূপে বর্ণনা করতে ইবনে আবু আদী শো'বা (র) সূত্রে তার অনুসরণ করেছেন। তারা দু'জন ব্যতীত অন্যরা এটিকে মাওকূফ হাদীসরূপে বর্ণনা করেছেন।

١٣٠١(٧)- حدثنا ابو بكر الشافعى ثنا محمد بن على بن اسماعيل السكرى ثنا خارجة بن مصعب ابن خارجة ح وحدثنى احمد بن محمد بن ابى عثمان الغازى ابو سعيد النيسابورى ثنا ابو العباس محمد بن عبد الرحمن الدغولى ثنا خارجة بن مصعب بن

خارجة ثنا مغيث بن بديل ثنا خارجة ابن مصعب عن موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ اَلتَّحِيَّاتُ اَلطَّيِّبَاتُ الزَّاكِيَاتُ لِلّهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلى عِبَادِ اللّهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلهَ اِلاَّ اللّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَاَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ ثُمَّ يُصَلِّىْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ هذا لفظ ابن ابى عثمان موسى بن عبيدة وخارجة ضعيفان .

১৩০১(৭)। আবু বাক্র আশ-শাফিঈ (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে তাশাহ্হুদ শিক্ষা দিতেন : "আত্তাহিয়্যাতুত-তয়্যিবাতুয-যাকিয়্যাতু লিল্লাহ। আস্সালামু আলাইকা আয়্যুহান-নাবিয়্যু ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আস্সালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস-সালিহীন। আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকা লাহু। ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু"। অতঃপর নামাযী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর উপর দরূদ পড়বে। হাদীসের মূল পাঠ ইবনে আবু উসমানের। মূসা ইবনে উবায়দা ও খারিজা উভয়ে হাদীসশাস্ত্রে দুর্বল।

١٣٠٢(٨)- ثنا عبد الله بن سليمان بن الاشعث ثنا محمد بن وزير الدمشقى ثنا الوليد بن مسلم اخبرنى ابن لهيعة اخبرنى جعفر بن ربيعة عَنْ يَعْقُوْبَ بْنِ الاَشَجِّ اَنَّ عَوْنَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُتْبَةَ كَتَبَ لِىْ فِى التَّشَهُّدِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَاَخَذَ بِيَدِىْ فَزَعَمَ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اخَذَ بِيَدِهِ فَزَعَمَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّهِ ﷺ اَخَذَ بِيَدِهِ فَعَلَّمَهُ التَّشَهُّدَ اَلتَّحِيَّاتُ لِلّهِ وَالصَّلَوَاتُ اَلطَّيِّبَاتُ الْمُبَارَكَاتُ لِلّهِ هذا اسناد حسن وابن لهيعة ليس بالقوى .

১৩০২(৮)। আবদুল্লাহ ইবনে সুলায়মান ইবনুল আশ'আছ (র)... ইয়া'কূব ইবনুল আশাজ্জ (র) থেকে বর্ণিত। আওন ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উতবা (র) ইবনে আব্বাস (রা) সূত্রে আমার বর্ণিত তাশাহ্হুদ সম্পর্কে (জানতে চেয়ে) আমাকে চিঠি লিখেন। ইবনে আব্বাস (রা) আমার হাত ধরলেন। তিনি মনে করেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) তার হাত ধরেছিলেন এবং উমার (রা) মনে করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার হাত ধরে তাকে তাশাহহুদ শিক্ষা দিয়েছেন : "আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াস-সালাওয়াতুত-তয়্যিবাতুল-মুবারাকাতু লিল্লাহি"...। এই সনদসূত্র হাসান (উত্তম)। ইবনে লাহী'আ হাদীসশাস্ত্রে শক্তিশালী নন।

١٣٠٣(٩)- حدثنا على بن عبد الله بن مبشر ثنا احمد بن المقدام ثنا المعتمر قال سمعت ابى يحدث عن قتادة عن ابى غلاب عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ الرَّقَاشِىِّ اَنَّهُمْ صَلُّوْا مَعَ اَبِىْ مُوْسى فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّهِ ﷺ خَطَبَنَا فَكَانَ يُبَيِّنُ لَنَا مِنْ صَلاَتِنَا وَيُعَلِّمُنَا سُنَّتَنَا فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ وَقَالَ فِيْهِ فَاِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ فَلْيَكُنْ مِّنْ قَوْلِ اَحَدِكُمْ اَلتَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ

الصَّلَوَاتُ لِلّٰهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ زَادَ فِيهِ عَلَى اَصْحَابِ قَتَادَةَ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ . وَخَالَفَهُ هشام وسعيد وابان وابو عوانه وغيرهم عن قتادة وهذا اسناد متصل حسن .

১৩০৩(৯)। আলী ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুবাশশির (র)... হিত্তান ইবনে আবদুল্লাহ আর-রাকাশী (র) থেকে বর্ণিত। তারা আবু মূসা (রা)-এর সাথে নামায পড়লেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের উদ্দেশে ভাষণ দিলেন। তিনি তাতে আমাদের নিকট আমাদের নামাযের নিয়ম-কানুন বর্ণনা করেন এবং আমাদেরকে আমাদের অনুসরণীয় সুন্নাত তরীকা শিক্ষা দেন। রাবী পূর্ণ হাদীসটি বর্ণনা করেন এবং তাতে তিনি (ﷺ) বলেন : তাশাহ্‌হুদের বৈঠকে তোমাদের প্রত্যেকের কথা হবে, "আত্তাহিয়্যাতুত-তয়্যিবাতুয-যাকিয়্যাতু লিল্লাহ। আস্‌সালামু আলাইকা আয়্যুহান-নাবিয়্যু ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আস্‌সালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস-সালিহীন। আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকা লাহু। ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু"। এই হাদীসে কাতাদা (র) থেকে বর্ণনাকারীদের বর্ণনার সাথে আরো যোগ করা হয়েছে, "ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকা লাহু"। হিশাম, সাঈদ, আবান, আবু আওয়ানা (র) প্রমুখ কাতাদা (র) থেকে বর্ণনায় পার্থক্য করেছেন। এই সনদসূত্র মুত্তাসিল (পরস্পর সংযুক্ত) ও হাসান (উত্তম)।

١٣٠٤(١٠)- حدثنا ابو بكر النيسابورى حدثنا على بن حرب واحمد بن منصور بن سيار واحمد بن منصور بن راشد وعباس بن محمد وغيرهم قالوا ثنا حسين بن على الجعفى ح وحدثنا ابو صالح عبد الرحمن بن سعيد الاصبهانى ثنا ابو مسعود ح وحدثنا الحسين بن اسماعيل ثنا احمد بن محمد بن يحى بن سعيد قالا نا حسين بن على الجعفى عن الحسين بن الحر عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ قَالَ اَخَذَ عَلْقَمَةُ بِيَدِىْ وَقَالَ اَخَذَ عَبْدُ اللّٰهِ بِيَدِىْ وَقَالَ اَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِيَدِىْ فَعَلَّمَنِى التَّشَهُّدَ اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا عَلَى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ . تابعه ابن عجلان ومحمد بن ابان عن الحسن بن الحر .

১৩০৪(১০)। আবু বাক্‌র আন-নায়সাপুরী (র)... আল-কাসিম ইবনে মুখাইমিরা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলকামা (র) আমার হাত ধরে বলেন, আবদুল্লাহ (রা) আমার হাত ধরে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার হাত ধরে আমাকে তাশাহ্‌হুদ শিক্ষা দিয়েছেন : "আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াস-সালাওয়াতু ওয়াত-

তয়্যিবাতু আস্‌সালামু আলাইকা আয়্যুহান-নাবিয়্যু ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আস্‌সালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস-সালিহীন। আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু"। ইবনে আজলান ও মুহাম্মাদ ইবনে আবান (র) আল-হাসান ইবনুল হুর-এর সূত্রে তার অনুকরণ করেছেন।

١٣٠٥(١١)- حدثنا ابو بكر النيسابورى ثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ثنا حجاج بن رشدين عن حيوة عن ابن عجلان ح وحدثنا ابو بكر ثنا احمد بن منصور ثنا ابن ابى مريم ثنا يحى بن ايوب حَدَّثَنِى ابْنُ عَجْلاَنَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُرِّ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ . وَرَوَاهُ زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُرِّ فَزَادَ فِىْ اٰخِرِهِ كَلاَمًا وَهُوَ قَوْلُهُ اِذَا قُلْتَ هٰذَا اَوْ فَعَلْتَ هٰذَا فَقَدْ قَضَيْتَ صَلاَتَكَ فَاِنْ شِئْتَ اَنْ تَقُوْمَ فَقُمْ وَاِنْ شِئْتَ اَنْ تَقْعُدَ فَاقْعُدْ . فادرجه بعضهم عن زهير فى الحديث ووصله بكلام النبى ﷺ وفصله شبابة عن زهير وجعله من كلام عبد الله ابن مسعود وقوله اشبه بالصواب من قول من ادرجه فى حديث النبى ﷺ لان ابن ثوبان رواه عن الحسن بن الحر كذلك وجعل اخره من قول ابن مسعود ولاتفاق حسين الجعفى وابن عجلان ومحمد بن ابان فى روايتهم عن الحسن بن الحر على ترك ذكره فى اخر الحديث مع اتفاق كل من روى التشهد عن علقمة وعن غيره عن عبد الله بن مسعود على ذلك والله اعلم .

১৩০৫(১১)। আবু বাক্‌র আন-নায়সাপুরী (র)... আল-হাসান ইবনুল হুর (র) থেকে তার সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত। এই হাদীস যুহাইর ইবনে মু'আবিয়া (র) আল-হাসান ইবনুল হুর (র) -এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন এবং শেষে আরো কিছু কথা যোগ করেছেন। তা হলো : তাঁর এই কথা, যখন তুমি এটা বললে বা করলে তখন তোমার নামায পূর্ণ করলে। এখন তুমি চলে যেতে চাইলে যেতে পারো এবং বসে থাকতে চাইলে বসতে পারো।

কতক রাবী যুহাইরের সূত্রে এ হাদীসের ভিতরে কিছু কথা অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছেন এবং তাকে নবী ﷺ -এর কথার সাথে একাকার করেছেন। আর শাবাবা (র) যুহাইরের সূত্রে সেটাকে নবী ﷺ-এর কথা থেকে পৃথক করেছেন এবং তাকে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-র বক্তব্য হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। যারা উপরোক্ত যোগকৃত কথাকে নবী ﷺ-এর সাথে সম্পৃক্ত করেছেন তাদের তুলনায় শাবাবার কথাই যথার্থতার দিক থেকে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কেননা ইবনে ছাওবান এই হাদীস আল-হাসান ইবনুল হুর (র) থেকে এভাবেই বর্ণনা করেছেন এবং হাদীসের শেষের বক্তব্যকে ইবনে মাসউদ (রা)-র বক্তব্য হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। আরো এই যে, হুসাইন আল-জু'ফী, ইবনে আজলান ও মুহাম্মাদ ইবনে আবান (র) আল-হাসান

ইবনুল হুর (র) সূত্রে তাদের বর্ণনায় হাদীসের শেষে এটা বর্জন করার উপর একমত হয়েছেন। এ ছাড়াও যারা আলকামা ও অন্যান্যের সূত্রে আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা) থেকে তাশাহ্হুদ বর্ণনা করেন তারাও এই বিষয়ে একমত। আল্লাহ্ সর্বাধিক জ্ঞাত।

١٣٠٦(١٢)- واما حديث شبابة عن زهير فحدثنا اسماعيل بن محمد الصفار ثنا الحسن بن مكرم ثنا شبابة بن سوار ثنا ابو خيثمة زهير بن معاوية ثنا الحسن بن الحر عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ قَالَ اَخَذَ عَلْقَمَةُ بِيَدِىْ قَالَ وَاَخَذَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ بِيَدِىْ قَالَ اَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِيَدِىْ فَعَلَّمَنِى التَّشَهُّدَ اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ . قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَاِذَا قُلْتَ ذٰلِكَ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ مِنَ الصَّلاَةِ فَاِذَا شِئْتَ اَنْ تَقُوْمَ فَقُمْ وَاِنْ شِئْتَ اَنْ تَقْعُدَ فَاقْعُدْ . شبابة ثقة وقد فصل اخر الحديث جعله من قول ابن مسعود وهو اصح من رواية من ادرج اخره فى كلام النبى ﷺ والله اعلم . وقد تابعة غسان بن الربيع وغيره فرووه عن ابن ثوبان عن الحسن بن الحر كذلك وجعل اخر الحديث من كلام ابن مسعود ولم يرفعه الى النبى ﷺ .

১৩০৬(১২)। ইসমাঈল ইবনে মুহাম্মাদ আস-সাফ্ফার (র)... আল-কাসেম ইবনে মুখাইমিরা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলকামা (র) আমার হাত ধরে বললেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা) আমার হাত ধরে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার হাত ধরে আমাকে তাশাহ্হুদ শিক্ষা দিয়েছেন : "আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াস-সালাওয়াতু ওয়াত-তয়্যিবাতু। আস্সালামু আলাইকা আয়্যুহান-নাবিয়্যু ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আস্সালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস-সালিহীন। আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু"। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, যখন তুমি এই তাশাহ্হুদ পড়লে তখন তোমার নামাযে যা কর্তব্য ছিল তা পূর্ণ করলে। এখন তুমি চলে যেতে চাইলে যেতে পারো অথবা বসে থাকলে চাইলে বসতে পারো।

শাবাবা (র) নির্ভরযোগ্য রাবী, তিনি হাদীসের শেষাংশ পৃথক করে বর্ণনা করেছেন এবং এই শেষোক্ত অংশকে ইবনে মাসঊদ (রা)-এর উক্তি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এটা সেই রাবীর বর্ণনার তুলনায় অধিক সহীহ, যিনি এই হাদীসের শেষাংশকে নবী ﷺ -এর (হাদীসের) মধ্যে অনুপ্রবেশ করিয়েছেন। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত। গাস্সান ইবনুর রবী' (র) প্রমুখ তার অনুকরণ করেছেন এবং তারা এই হাদীস ইবনে ছাওবান-আল-হাসান ইবনুল হুর (র) সূত্রে এরূপই বর্ণনা করেছেন। আর তারা হাদীসের শেষাংশকে ইবনে মাসঊদ (রা)-এর উক্তিরূপে নির্ধারণ করেছেন এবং মারফূরূপে বর্ণনা করেননি।

١٣٠٧(١٣)- حدثنا على بن عبد الله بن مبشر ثنا احمد بن سنان القطان ثنا موسى بن داود ثنا زهير بن معاوية ابو خيثمة عن الحسن بن الحر عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمَرَةَ قَالَ اَخَذَ عَلْقَمَةُ بِيَدِىْ وَزَعَمَ اَنَّ ابْنَ مَسْعُوْدٍ اَخَذَ بِيَدِهٖ وَزَعَمَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَخَذَ بِيَدِهٖ فَعَلَّمَهُ التَّشَهُّدَ اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ثُمَّ قَالَ اِذَا قَضَيْتَ هٰذَا اَوْ فَعَلْتَ هٰذَا فَقَدْ قَضَيْتَ صَلاَتَكَ فَاِنْ شِئْتَ اَنْ تَقُوْمَ فَقُمْ وَاِنْ شِئْتَ اَنْ تَجْلِسَ فَاجْلِسْ .

১৩০৭(১৩)। আলী ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুবাশ্‌শির (র)... আল-কাসেম ইবনে মুখাইমিরা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলকামা (র) আমার হাত ধরলেন এবং তিনি মনে করেন, ইবনে মাসঊদ (রা) তার হাত ধরেছিলেন এবং তিনি মনে করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তার হাত ধরে তাকে তাশাহ্‌হুদ শিক্ষা দিয়েছেন। ""আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি... আবদুহু ওয়া রাসূলুহু"। ("সমস্ত সম্মান, ইবাদত, উপাসনা ও পবিত্রতা আল্লাহ্‌র জন্য। হে নবী! আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক, আল্লাহ্‌র রহমত ও প্রাচুর্যও। আমাদের উপর এবং আল্লাহ্‌র সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের উপরও শান্তি বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দেই যে, মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল")। অতঃপর তিনি বলেন : যখন তুমি এটা পূর্ণ করলে অথবা তুমি এটা করলে, তখন তুমি তোমার নামায পূর্ণ করলে। এরপর তুমি চলে যেতে চাইলে যেতে পারো অথবা বসে থাকতে চাইলে বসে থাকতেও পারো।

١٣٠٨(١٤)- واما حديث ابن ثوبان عن الحسن بن الحر الذى رواه عنه غسان بن الربيع بمتابعة شبابة عن زهير عن الحسن بن الحر فحدثنا به جعفر بن محمد بن نصير ثنا الحسين ابن السكيت ثنا غسان بن الربيع ح وحدثنا به محمد بن الحسين بن على الحرانى وعمر بن احمد ابن محمد المعدل وآخرون قالوا حدثنا احمد بن على بن المثنى ثنا غسان بن الربيع عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن الحسن بن الحر عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ اَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُوْلُ اَخَذَ عَلْقَمَةُ بِيَدِىْ وَاَخَذَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ بِيَدِ عَلْقَمَةَ وَاَخَذَ النَّبِىُّ ﷺ بِيَدِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ فَعَلَّمَهُ التَّشَهُّدَ اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ . ثُمَّ قَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ اِذَا فَرَغْتَ مِنْ هٰذَا فَقَدْ فَرَغْتَ مِنْ صَلاَتِكَ فَاِنْ شِئْتَ فَاثْبُتْ وَاِنْ شِئْتَ فَانْصَرِفْ .

১৩০৮(১৪)। আর আল-হাসান ইবনুল হুর (র) থেকে ছাওবান (র) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস যা তার থেকে গাস্‌সান ইবনুর রবী' বর্ণনা করেছে শাবাবা অনুরূপ : আল-হাসান ইবনুল হুর (র)... আল-কাসেম ইবনে মুখায়মিরা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলকামা (র) আমার হাত ধরে এবং ইবনে মাসঊদ (রা) আলকামা (রা)-এর হাত ধরে এবং নবী ﷺ ইবনে মাসঊদ (রা)-এর হাত ধরে তাকে তাশাহ্হুদ শিক্ষা দিয়েছেন : আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াস্‌সালাওয়াতু... আবদুহু ওয়া রাসূলুল্লাহু। অতঃপর ইবনে মাসঊদ (রা) বলেন, যখন তুমি (তাশাহ্হুদ পড়ে) অবসর হলে তখন তুমি তোমার নামায থেকেও অবসর হলে। এরপর তুমি চাইলে সস্থানে অবস্থান করো অথবা চলে যাও।

٤٦-بَابُ ذِكْرِ وُجُوْبِ الصَّلاَةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِى التَّشَهُّدِ وَاخْتِلاَفِ الرِّوَايَاتِ فِىْ ذٰلِكَ

৪৬-অনুচ্ছেদ : তাশাহ্হুদের সাথে নবী ﷺ -এর প্রতি দরূদ পাঠ আবশ্যক এবং প্রাসংগিক বিভিন্নরূপ হাদীস।

١٣٠٩(١)- حدثنا احمد بن محمد بن يزيد الزعفرانى ثنا عثمان بن صالح الخياط ثنا محمد بن بكر ثنا عبد الوهاب بن مجاهد حَدَّثَنِىْ مُجَاهِدٌ حَدَّثَنِى ابْنُ اَبِىْ لَيْلٰى اَوْ اَبُوْ مَعْمَرٍ قَالَ عَلَّمَنِى ابْنُ مَسْعُوْدٍ التَّشَهُّدَ وَقَالَ عَلَّمَنِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْاٰنِ اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ . اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ بَيْتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْنَا مَعَهُمْ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اَهْلِ بَيْتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَيْنَا مَعَهُمْ صَلَوَاتُ اللّٰهِ وَصَلَوَاتُ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلٰى مُحَمَّدٍ النَّبِىِّ الْاُمِّىِّ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ . قَالَ وَكَانَ مُجَاهِدُ يَقُوْلُ اِذَا سَلَّمَ فَبَلَغَ وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ فَقَدْ سَلَّمَ عَلٰى اَهْلِ السَّمَاءِ وَاَهْلِ الْاَرْضِ ابن مجاهد ضعيف الحديث .

১৩০৯(১)। আহ্‌মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াযীদ আয-যা'ফারানী (র)... ইবনে আবু লায়লা অথবা আবু মা'মার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে মাসঊদ (রা) আমাকে তাশাহ্হুদ শিক্ষা দিয়েছেন। আর তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে যেভাবে কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন ঠিক সেভাবে আমাকে (গুরুত্ব সহকারে) 'তাশাহ্হুদ' শিক্ষা দিয়েছেন। "আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি... আবদুহু ওয়া রাসূলুহু" [সমস্ত সম্মান, ইবাদত, উপাসনা ও পবিত্রতা আল্লাহ্‌র জন্য। হে নবী! আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক এবং আল্লাহ্‌র রহমত ও প্রাচুর্যও। আমাদের উপর এবং আল্লাহ্‌র সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের উপরও শান্তি বর্ষিত

হোক। আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দেই যে, মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল]। "আল্লাহুম্মা সল্লে আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলে বায়তিহি... ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু" [হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ ﷺ এবং তাঁর পরিবারের উপর রহমত বর্ষণ করো, যেমন তুমি ইবরাহীম (আ)-এর উপর রহমত বর্ষণ করেছ, নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসিত ও মহিমান্বিত। হে আল্লাহ! তাদের সাথে আমাদের উপরও রহমত বর্ষণ করো। হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ ﷺ এবং তাঁর পরিবার-পরিজনের উপর বরকত নাযিল করো, যেমন ইবরাহীম (আ)-এর পরিবারের উপর বরকত নাযিল করেছ। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসিত, মহিমান্বিত। হে আল্লাহ! তাদের সাথে আমাদের উপরও বরকত নাযিল করো। উম্মী নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপর আল্লাহ্র রহমত এবং মুমিনদের দোয়া বর্ষিত হোক]। রাবী বলেন, আর মুজাহিদ (র) বলতেন, কেউ সালাম ফিরিয়ে "ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস সালেহীন" পর্যন্ত পৌঁছলে সে সমস্ত আকাশবাসী ও পৃথিবীবাসীকেও সালাম করলো। ইবনে মুজাহিদ হাদীসশাস্ত্রে দুর্বল।

١٣١٠(٢)- حدثنا ابو بكر النيسابورى ثنا ابو الازهر احمد بن الازهر ثنا يعقوب بن ابراهيم ابن سعد ثنا ابى عَنِ ابْنِ اسْحَاقَ قَالَ وَحَدَّثَنِىْ فِى الصَّلاَةِ عَلى رَسُوْلِ اللّٰه ﷺ اذَا الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ صَلّى عَلَيْهِ فِىْ صَلاَتِهِ . محمد بن ابراهيم بن الحارث التيمى عن محمد بن عبد اللّٰه ابن زيد بن عبد ربه الانصارى اخى بالحارث ابن الخروج عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ الاَنْصَارِىِّ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو قَالَ اَقْبَلَ رَجُلٌ حَتّى جَلس بَيْنَ يَدَىْ رَسُوْلِ اللّٰه ﷺ وَنَحْنُ عِنْدَهُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه اَمَّا السَّلاَمُ عَلَيْكَ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ فَكَيْفَ نُصَلِّىْ عَلَيْكَ اذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا فِىْ صَلاَتِنَا قَالَ فَصَمَتَ رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ حَتّى اَحْبَبْنَا اَنَّ الرَّجُلَ لَمْ يَسْاَلْهُ ثُمَّ قَالَ اذَا صَلَّيْتُمْ عَلَىَّ فَقُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدِ النَّبِىِّ الاُمِّىِّ وَعَلى الِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلى الِ اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلى مُحَمَّدِ النَّبِىِّ الاُمِّىِّ وَعَلى الِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلى الِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ هذا اسناد حسن متصل .

১৩১০(২)। আবু বাক্র আন-নায়সাপুরী (র)... আবু মাসউদ উকবা ইবনে আমের আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে বসলেন। আমরা তাঁর নিকটেই ছিলাম। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার প্রতি সালাম দেয়ার নিয়ম তো আমরা জ্ঞাত হয়েছি। যখন আমরা আমাদের নামায পড়বো তখন আপনার উপর কিভাবে সালাত (দরূদ) পড়বো? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নীরব থাকলেন। এমনকি আমাদের আকাঙ্ক্ষা হলো যে, লোকটি যদি তাঁকে জিজ্ঞেস না করতেন! অতঃপর তিনি বলেন : যখন তোমরা আমার উপর সালাত (দরূদ) পাঠ করবে তখন বলবে, "আল্লাহুম্মা সল্লে আলা... ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ"। [হে আল্লাহ! তুমি উম্মী নবী মুহাম্মাদের উপর রহমত বর্ষণ করো এবং মুহাম্মাদের পরিবারের উপরও রহমত বর্ষণ করো, যেমন তুমি রহমত বর্ষণ করেছ

ইবরাহীমের উপর এবং ইবরাহীমের পরিবারের উপর। আর তুমি উম্মী নবী মুহাম্মাদের উপর এবং তাঁর পরিবারের উপর প্রাচুর্য বর্ষণ করো, যেমন তুমি ইবরাহীমের উপর এবং তাঁর পরিবারের উপর প্রাচুর্য বর্ষণ করেছ। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসিত, মহিমান্বিত]। এই সনদ হাসান (উত্তম) ও মুত্তাসিল (অবিচ্ছিন্ন)।

١٣١١(٣)- ثنا احمد بن محمد بن سعيد ثنا على بن الحسين بن عبيد بن كعب ثنا سعيد بن عثمان الخزاز ح وحدثنا احمد بن محمد بن سعيد ثنا احمد بن الحسين بن سعيد ثنا ابى ثنا سعيد بن عثمان ثنا عمرو بن شمر عن جابر عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا اَبَا بُرَيْدَةَ اِذَا جَلَسْتَ فِيْ صَلاَتِكَ فَلاَ تَتْرُكَنَّ التَّشَهُّدَ وَالصَّلاَةَ عَلَيَّ فَاِنَّهَا زَكَاةُ الصَّلاَةِ وَسَلِّمْ عَلَى جَمِيْعِ اَنْبِيَاءِ اللّٰهِ وَرُسُلِهِ وَسَلِّمْ عَلَى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ .

১৩১১(৩)। আহ্‌মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে সাঈদ (র)... উবায়দুল্লাহ্ ইবনে বুরায়দা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : হে আবু বুরায়দা! যখন তুমি নামাযের বৈঠকে বসবে তখন তাশাহ্‌হুদ এবং আমার উপর দরূদ পড়া ত্যাগ করো না। কারণ এটা নামাযের যাকাত (পবিত্রতা)। আর আল্লাহ্‌র নবীগণ ও রাসূলগণের উপর সালাম দাও এবং আল্লাহ্‌র সৎকর্মপরায়ন বান্দাদের উপরও সালাম দাও।

١٣١٢(٤)- حدثنا ابو الحسين على بن عبد الرحمان بن عيسى الكاتب من اصل كتابه نا الحسين ابن الحكم بن مسلم الحبرى ثنا سعيد بن عثمان الخزاز ثنا عمر بن شمر عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ الشَّعْبِيُّ سَمِعْتُ مَسْرُوْقَ بْنَ الاَجْدَعِ يَقُوْلُ قَالَتْ عَائِشَةُ اِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ اِلاَّ بِطُهُوْرٍ وَبِالصَّلاَةِ عَلَيَّ عمرو بن شمر وجابر ضعيفان .

১৩১২(৪)। আবুল হুসাইন আলী ইবনে আবদুর রহমান ইবনে ঈসা আল-কাতিব (র)... আয়েশা (রা) বলেন, নিশ্চয়ই আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : পবিত্রতা অর্জন এবং আমার উপর দরূদ পাঠ ব্যতীত নামায কবুল হয় না। আমর ইবনে শিমর ও জাবের হাদীসশাস্ত্রে দুর্বল।

١٣١٣(٥)- حدثنا محمد بن عبد الله بن ابراهيم الشافعى حدثنا محمد بن غالب ثنا على بن بحر حدثنا عبد الْمُهَيْمِنِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَى نَبِيِّهِ ﷺ عبد المهيمن ليس بالقوى .

১৩১৩(৫)। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ইবরাহীম আশ-শাফিঈ (র)... সাহ্‌ল ইবনে সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি (নামাযে) তার নবীর উপর দরূদ পড়ে না তার নামায হয় না। আবদুল মুহায়মিন হাদীসশাস্ত্রে তেমন শক্তিশালী নন।

١٣١٤(٦)- حدثنا احمد بن محمد بن سعيد ثنا جعفر بن على بن نجيح الكندى ثنا اسماعيل بن صبيح عن سفيان بن ابراهيم الحريرى عن عبد المؤمن بن القاسم عن جابر عن ابى جعفر عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ الاَنْصَارِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلّٰى صَلاَةً لَمْ يُصَلِّ فِيْهَا عَلَىَّ وَلاَ عَلٰى اَهْلِ بَيْتِىْ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ جابر ضعيف وقد اختلف عنه .

১৩১৪(৬)। আহ্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে সাঈদ (র)... আবু মাসঊদ আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোন ব্যক্তি নামায পড়লো কিন্তু তাতে আমার উপর এবং আমার পরিবারের উপর দরূদ পড়লো না তার থেকে তার নামায কবুল করা হবে না। জাবের হাদীসশাস্ত্রে দুর্বল এবং তার থেকে (হাদীস বর্ণনা করার ব্যাপারে) মতানৈক্য রয়েছে।

١٣١٥(٧)- حدثنا عثمان بن احمد الدقاق حدثنا الحسن بن سلام ثنا عبيد الله بن موسى ثنا اسرائيل عن جابر عن محمد بن على عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ الاَنْصَارِىِّ قَالَ لَوْ صَلَّيْتُ صَلاَةً لاَ اُصَلِّىْ فِيْهَا عَلٰى الِ مُحَمَّدٍ مَا رَاَيْتُ اَنَّ صَلاَتِىْ تَمَّ .

১৩১৫(৭)। উসমান ইবনে আহ্মাদ আদ-দাক্কাক (র)... আবু মাসঊদ আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যদি আমি নামায পড়ি কিন্তু তাতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর পরিবারের উপর দরূদ না পড়ি, তাহলে আমি মনে করি আমার নামায সম্পূর্ণ হয়নি।

١٣١٦(٨)- حدثنا عبد الله بن يحى الطلحى بالكوفة ثنا احمد بن محمد بن ابى موسى الكندى ابو عمر ثنا احمد بن يونس ثنا زهير ثنا جابر عَنْ اَبِىْ جَعْفَرٍ قَالَ قَالَ اَبُوْ مَسْعُوْدٍ مَا صَلَّيْتُ صَلاَةً لاَ اُصَلِّىْ فِيْهَا عَلٰى مُحَمَّدٍ اِلاَّ ظَنَنْتُ اَنَّ صَلاَتِىْ لَمْ تَتِمَّ .

১৩১৬(৮)। আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াহ্ইয়া আত-তালহী (র)... আবু জা'ফার (র) থেকে বর্ণিত। আবু মাসঊদ (রা) বলেন, আমি কোন ওয়াক্তের নামায পড়লাম কিন্তু তাতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর দরূদ পড়লাম না, আমি মনে করি আমার নামায সম্পূর্ণ হয়নি।

٤٧- بَابُ ذِكْرِ مَا يَخْرُجُ مِنَ الصَّلاَةِ بِهِ وَكَيْفِيَةِ التَّسْلِيْمِ

৪৭-অনুচ্ছেদ : নামায থেকে অবসর হওয়ার এবং সালাম ফিরানোর পদ্ধতির বর্ণনা।

١٣١٧(١)- حدثنا عبد الله بن سليمان ثنا محمد بن بشار ثنا عبد الرحمان ثنا عبد الله بن جعفر الزهرى عن اسماعيل بن محمد بن سعد عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ

النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَّمِيْنِهِ حَتّى يُرى بَيَاضُ خَدِّهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتّى يُرى بَيَاضُ خَدِّهِ

هذا اسناد صحيح .

১৩১৭(১)। আবদুল্লাহ ইবনে সুলায়মান (র)... আমের ইবনে সা'দ (র) থেকে তার পিতা ও নবী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। নিশ্চয়ই তিনি ডান দিকে এমনভাবে সালাম ফিরাতেন যে, তাঁর গালের উজ্জ্বলতা দেখা যেতো এবং তাঁর বাম দিকেও এমনভাবে সালাম ফিরাতেন যে, তাঁর গালের উজ্জ্বলতা দেখা যেতো। এই সনদসূত্র সহীহ।

١٣١٨(٢)- ثنا بدر بن الهيثم القاضى ويحى بن محمد بن صاعد قالا ثنا ابو الفضل قضالة بن الفضل التميمى بالكوفة ثنا ابو بكر بن عياش عن ابى اسحاق عن صلة بن زفر عَنْ عَمَّارِ ابْنِ يَاسِرٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا سَلَّمَ عَنْ يَمِيْنِهِ يُرى بَيَاضُ خَدِّهِ الاَيْمَنِ وَاِذَا سَلَّمَ عَنْ شِمَالِهِ يُرى بَيَاضُ خَدِّهِ الاَيْمَنِ وَالاَيْسَرِ وكَانَ تَسْلِيْمُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّهِ .

১৩১৮(২)। বদর ইবনুল হায়ছাম আল-কাযী (র)... আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন ডান দিকে সালাম ফিরাতেন তখন তাঁর মুখমণ্ডলের ডান পাশের উজ্জ্বলতা দেখা যেতো এবং যখন তিনি বাম দিকে সালাম ফিরাতেন তখনও তাঁর মুখমণ্ডলের ডান ও বাম পাশের উজ্জ্বলতা দেখা যেতো। তাঁর সালাম ছিল : আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ, আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ।

١٣١٩(٣)- حدثنا عبد الله بن سليمان ثنا محمود بن ادم ثنا الفضل بن موسى ثنا الحسين بن واقد عن ابى اسحاق عن الاسود وعلقمة وابى الاحوص عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّهِ ﷺ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَّمِيْنِهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّهِ حَتّى يَنْظُرَ اِلى بَيَاضِ خَدِّهِ وَعَنْ شِمَالِهِ . اختلف على ابى اسحاق فى اسناده ورواه زهير عن ابى اسحاق عن عبد الرحمان ابن الاسود عن ابيه وعلقمة عن عبد الله وهو احسنهما اسناداً .

১৩১৯(৩)। আবদুল্লাহ ইবনে সুলায়মান (র)... ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ডান দিকে সালাম ফিরাতেন : আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ এবং তাঁর গালের শুভ্রতা দেখা যেতো এবং তাঁর বামদিকেও (সালাম ফিরাতেন)। আবু ইসহাক (র)-এর সনদে মতভেদ করা হয়েছে। এই হাদীস যুহায়র-আবু ইসহাক-আবদুর রহমান ইবনুল আসওয়াদ-তার পিতা ও আলকামা-আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। পূর্বোক্ত দুই হাদীসের তুলনায় এই হাদীসের সনদসূত্র অধিক উত্তম।

١٣٢٠(٤)- حدثنا الحسين بن اسماعيل ثنا يوسف بن موسى ثنا حميد الرواسى ثنا زهير عن ابى اسحاق عن عبد الرحمان بن الاسود عن ابيه وعلقمة عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اَنَا رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُكَبِّرُ فِىْ كُلِّ رَفْعٍ وَوَضْعٍ وَقِيَامٍ وَقُعُوْدٍ وَيُسَلِّمُ عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ حَتّٰى يُرٰى بَيَاضُ خَدِّهِ وَرَاَيْتُ اَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَفْعَلاَنِ ذٰلِكَ .

১৩২০(৪)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রত্যেকবার উঠা, নীচু হওয়া, দাঁড়ানো ও বসার সময় তাকবীর বলতে শুনেছি এবং তাঁর ডানদিকে ও বামদিকে সালাম ফিরাতে দেখেছি : আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ, এমনকি তাঁর গণ্ডদেশের শুভ্রতা দেখা যেতো। আমি আবু বাক্র (রা) ও উমার (রা)-কেও অনুরূপভাবে সালাম ফিরাতে দেখেছি।

١٣٢١(٥)- حدثنا ابو بكر بن ابى داود ثنا عمرو بن على ثنا عبد الله بن داود عن حريث عن الشعبى عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُسَلِّمُ تَسْلِيْمَتَيْنِ .

১৩২১(৫)। আবু বাক্র ইবনে আবু দাঊদ (র)... আল-বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ দুইবার সালাম ফিরাতেন।

١٣٢٢(٦)- حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوى حدثنى منصور بن ابى مزاحم حدثنا ابو سعيد المؤدب عن زكريا عن الشعبى عن مسروق عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ مَا نَسِيْتُ مِنَ الاَشْيَاءِ فَلَمْ اَنْسَ تَسْلِيْمَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى الصَّلاَةِ عَنْ يَمِيْنِهِ وَشِمَالِهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ ثُمَّ قَالَ كَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلٰى بَيَاضِ خَدَّيْهِ .

১৩২২(৬)। আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল আযীয আল-বাগাবী (র)... আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি (নামাযের) কোন কিছুই ভুলিনি। এমনকি আমি নামাযে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ডানে ও বামে তাঁর সালাম ফিরানোর পদ্ধতিও ভুলিনি : আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ, আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ। অতঃপর তিনি বলেন, আমি যেন তাঁর ﷺ দুই গণ্ডদেশের শুভ্রতা দেখতে পাচ্ছি।

١٣٢٣(٧)- حدثنا عبد الله بن سليمان بن الاشعث ثنا جعفر بن مسافر ح وحدثنا ابو بكر النيسابورى نا محمد بن يحى ح وحدثنا القاضى الحسين بن اسماعيل ومحمد بن

مخلد قالا نا محمد بن مسلم بن واره قالوا نا عمرو بن ابى سلمة عن زهير بن محمد عن هشام بن عروة عن ابيه عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُسَلِّمُ فِى الصَّلاَةِ تَسْلِيْمَةً وَّاحِدَةً تِلْقَاءَ وَجْهِهِ يَمِيْلُ اِلَى الشِّقِّ الاَيْمَنِ قَلِيْلاً .

১৩২৩(৭)। আবুদল্লাহ ইবনে সুলায়মান ইবনুল আশ'আছ (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে তাঁর সামনের দিকে একবারই সালাম ফিরাতেন এবং ডান দিকে কিছুটা মুখ ঘুরাতেন।

١٣٢٤(٨)- ثنا ابن مخلد ثنا الرمادى ثنا نعيم ثنا روح بن عطاء بن ابى ميمون عن ابيه عن الحسن عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُسَلِّمُ وَاحِدَةً فِى الصَّلاَةِ قِبَلَ وَجْهِهِ فَاِذَا سَلَّمَ عَنْ يَمِيْنِهِ سَلَّمَ عَنْ يَسَارِهِ .

১৩২৪(৮)। ইবনে মাখলাদ (র)... সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে তাঁর সামনের দিকে একবার সালাম ফিরাতেন। কখনো তিনি যদি তাঁর ডান দিকে সালাম ফিরাতেন তবে তাঁর বাম দিকেও সালাম ফিরাতেন।

١٣٢٥(٩)- حدثنا يحى بن محمد بن صاعد ثنا يحى بن خالد ابو سليمان المخزومى المدنى حدثنا عبد الله بن نافع الصائغ عَنْ عَبْدِ الْمُهَيْمِنِ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ السَّاعِدِىِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُسَلِّمُ تَسْلِيْمَةً وَاحِدَةً عَنْ يَمِيْنِهِ مِنَ الصَّلاَةِ .

১৩২৫(৯)। ইয়াহ্ইয়া ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে সায়েদ (র)... আবদুল মুহায়মিন ইবনে আব্বাস ইবনে সাহ্ল আস-সায়েদী (র) থেকে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে তাঁর ডানদিকে একবার সালাম ফিরাতেন।

١٣٢٦(٩)- حدثنا يزداد بن عبد الرحمان ثنا الزبير بن بكار نا عتيق بن يعقوب ثنا عَبْدُ الْمُهَيْمِنِ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُسَلِّمُ تَسْلِيْمَةً وَاحِدَةً لاَ يَزِيْدُ عَلَيْهَا .

১৩২৬(১০)। ইয়াযদাদ ইবনে আবদুর রহমান (র)... আবদুল মুহায়মিন ইবনে আব্বাস (র) থেকে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে একবার সালাম ফিরাতে শুনেছেন. এর বেশী নয়।

٤٨- بَابُ مِفْتَاحِ الصَّلاَةِ الطُّهُوْرِ

৪৮-অনুচ্ছেদ : পবিত্রতা হলো নামাযের চাবি।

١٣٢٧(١)- حدثنا ابن ابى داود ثنا على بن المنذر ثنا ابن فضيل ثنا ابو سفيان السعدى ح وحدثنا ابو حامد محمد بن هارون ثنا ابو الوليد القرشى ثنا الوليد بن مسلم ثنا ابراهيم بن عثمان عن ابى سفيان عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الْوُضُوْءُ وَتَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيْرُ وَتَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ وَقَالَ ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ الطُّهُوْرُ .

১৩২৭(১)। ইবনে আবু দাঊদ (র)... আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : উযু হলো নামাযের চাবি, তাকবীর (তাহ্‌রীমা) হলো তার (নামাযের বাইরের যাবতীয় হালাল কাজ) নিষিদ্ধকারী এবং সালাম হলো তার (নামাযের বাইরের যাবতীয় হালাল কাজ) বৈধকারী। ইবনে আবু দাঊদের বর্ণনায় (উযু শব্দের পরিবর্তে) পবিত্রতা শব্দ উক্ত হয়েছে।

١٣٢٨(٢)- حدثنا عبد الله بن ابى داود ثنا عمرو بن على وعمر بن شيبة ومحمد بن يزيد الاسفاطى قالوا حدثنا عبد الاعلى بن القاسم ابو بشر ثنا همام عن قتادة عن الحسن عَنْ سَمُرَةَ قَالَ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ نُسَلِّمَ عَلَى اَئِمَّتِنَا وَاَنْ يُسَلِّمَ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ .

১৩২৮(২)। আবদুল্লাহ ইবনে আবু দাঊদ (র)... সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন আমরা যেন আমাদের ইমামদের এবং আমাদের পরস্পরকে সালাম দেই।

١٣٢٩(٣)- حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ثنا اسحاق بن ابى اسرائيل ثنا ابو عاصم عن ابى عوانة عن الحكم عن عاصم عَنْ عَلِىٍّ قَالَ اِذَا قَعَدَ قَدْرَ التَّشَهُّدِ فَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُ .

১৩২৯(৩)। আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল আযীয (র)... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন ব্যক্তি তাশাহ্‌হুদ পড়ার পরিমাণ সময় বসলে তার নামায পূর্ণ হয়ে যাবে।

١٣٣٠(٤)- حدثنا ابو بكر النيسابورى قال وثنا الحسن بن محمد ثنا وكيع وزيد بن الحباب ح وحدثنا ابو بكر ثنا احمد بن منصور ثنا يزيد بن ابى حكيم كلهم عن سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عَنْ عَلِىٍّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الطُّهُوْرُ وَتَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيْرُ وَتَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ .

১৩৩০(৪)। আবু বাক্র আন-নায়সাপুরী (র)... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : পবিত্রতা হলো নামযের চাবি, তাকবীর (তাহ্রীমা) হলো তার (নামাযের বাইরের যাবতীয় হালাল কাজ) হারামকারী এবং সালাম হলো তার (নামাযের বাইরের যাবতীয় হালাল কাজ পুনরায়) হালালকারী।

١٣٣١(٥)- حدثنا محمد بن عمرو بن البختري ثنا احمد بن الخليل ثنا الواقدي ثنا يعقوب بن محمد بن ابى صعصعة عن ايوب بن عبد الرحمان بن ابى صعصعة عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ افْتِتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُوْرُ وَتَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيْرُ وَتَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ .

১৩৩১(৫)। মুহাম্মাদ ইবনে আমর ইবনুল বাখতারী (র)... আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : পবিত্রতা হলো নামাযের চাবি, তাকবীর (তাহ্রীমা) হলো তার (নামাযের বাইরের যাবতীয় হালাল কাজ) হারামকারী এবং সালাম হলো তার (নামাযের বাইরের যাবতীয় হালাল কাজ পুনরায়) হালালকারী।

٤٩- بَابُ صَلَاةِ الاِمَامِ وَهُوَ جُنُبٌ اَوْ مُحْدِثٌ

৪৯-অনুচ্ছেদ : অপবিত্র অবস্থায় বা উযু ছুটে যাওয়া অবস্থায় ইমামের নামায।

١٣٣٢(١)- حدثنا سعيد بن محمد بن احمد الحناط والحسين بن اسماعيل قالا نا محمد بن عمرو بن ابى مذعور ثنا وكيع عن اسامة بن زيد عن عبد الله بن يزيد عن ابن ثوبان عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ جَاءَ اِلَى الصَّلَاةِ فَلَمَّا كَبَّرَ انْصَرَفَ وَاَوْمَا اِلَيْهِمْ اَىْ كَمَا اَنْتُمْ ثُمَّ خَرَجَ ثُمَّ جَاءَ وَرَاْسُهُ يَقْطُرُ فَصَلّٰى بِهِمْ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ اِنِّىْ كُنْتُ جُنُبًا فَنَسِيْتُ اَنْ اَغْتَسِلَ .

১৩৩২(১)। সাঈদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আহ্মাদ আল-হান্নাত (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ নামায পড়তে এলেন। তিনি তাকবীর (তাহ্রীমা) বলার পর পিছনে ফিরে তাদেরকে ইঙ্গিত করলেন, (তোমরা স্ব-অবস্থায়) দাঁড়িয়ে থাকো। অতঃপর তিনি বের হয়ে চলে গেলেন। তারপর তিনি ফিরে এলেন, তখন তাঁর মাথা থেকে পানির ফোঁটা গড়িয়ে পড়ছিল। তিনি তাদের নামায পড়ালেন। নামাযশেষে তিনি বলেন : আমি নাপাক ছিলাম এবং গোসল করতে ভুলে গিয়েছিলাম।

١٣٣٣(٢)- حدثنا الحسن بن رشيق بصر ثنا على بن سعيد بن بشر ثنا عبيد الله بن معاذ ثنا ابى ثنا سعيد بن ابى عروبة عن قتادة عَنْ اَنَسٍ قَالَ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ

صَلاَتِه فَكَبَّرَ وكَبَّرْنَا مَعَهُ ثُمَّ اَشَارَ اِلَى الْقَوْمِ كَمَا اَنْتُمْ فَلَمْ نَزَلْ قِيَامًا حَتّى اَتَانَا رَسُوْلُ اللّه ﷺ قَدْ اَغْتَسَلَ وَرَاْسُهُ يَقْطُرُ مَاءً خالفه عبد الوهاب الخفاف .

১৩৩৩(২)। মিসরবাসী আল-হাসান ইবনে রাশীক (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নামায শুরু করে তাকবীর বললেন এবং আমরাও তাঁর সাথে তাকবীর বললাম। অতঃপর তিনি নামাযীদের ইংগিত করলেন : তোমরা স্বস্থানে স্ব-অবস্থায় থাকো। অতএব আমরা দাঁড়িয়ে থাকলাম, শেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিকট এলেন। ইতিমধ্যে তিনি গোসল করেছেন এবং তাঁর মাথা থেকে পানির ফোঁটা পড়ছিল। আবদুল ওয়াহ্হাব আল-খুফাফ (র) ভিন্নভাবে বর্ণনা করেছেন।

١٣٣٤(٣)- حدثنا عثمان بن احمد الدقاق ثنا يحى بن ابى طالب ثنا عبد الوهاب بن عطاء ثنا سعيد عن قتادة عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللّه الْمُزَنِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّه ﷺ دَخَلَ فِىْ صَلاَتِه فَكَبَّرَ وكَبَّرَ مَنْ خَلْفَهُ فَانْصَرَفَ فَاَشَارَ اِلى اَصْحَابِه اَىْ كَمَا اَنْتُمْ فَلَمْ يَزَالُوْا قِيَامًا حَتّى جَاءَ وَرَاْسُهُ يَقْطُرُ قال عبد الوهاب وبه ناخذ .

১৩৩৪(৩)। উসমান ইবনে আহ্মাদ আদ-দাক্কাক (র)... বাক্র ইবনে আবদুল্লাহ আল-মুযানী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ নামায শুরু করে তাকবীর (তাহ্রীমা) বলেন এবং তাঁর পিছনের লোকজনও তাকবীর বললো। এরপর তিনি পশ্চাতে ফিরে যেতে তাঁর সাহাবাদের ইংগিত করলেন : তোমরা স্ব-অবস্থায় স্থির থাকো। তারা দাঁড়িয়ে থাকলেন, শেষে তিনি ফিরে এলেন, তখন তাঁর মাথা থেকে পানির ফোঁটা ঝরে পড়ছিল। আবদুল ওয়াহ্হাব (র) বলেন, এটাই আমরা গ্রহণ করেছি।

١٣٣٥(٤)- حدثنا محمد بن منصور بن ابى الجهم ثنا نصر بن على ثنا عبد اللّه بن داود ح وحدثنا الحسين بن اسماعيل ثنا محمد بن يحى الازدى ثنا عبد اللّه بن داود ثنا يزيد بن زياد بن ابى الجعد عن عبيد بن ابى الجعد عن زياد بن ابى الجعد عَنْ وَابِصَةَ اَنَّهُ صَلّى خَلْفَ الصَّفِّ فَاَمَرَهُ النَّبِىُّ ﷺ اَنْ يُّعِيْدَ الصَّلاَةَ .

১৩৩৫(৪)। মুহাম্মাদ ইবনে মানসূর ইবনে আবুল জাহম (র)... ওয়াবিসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি একাকী কাতারের পিছনে দাঁড়িয়ে নামায পড়েন। তাতে নবী ﷺ তাকে সেই নামায পুনরায় পড়ার নির্দেশ দেন।

١٣٣٦(٥)- حدثنا الحسين بن اسماعيل ثنا يوسف بن موسى ثنا وكيع ثنا يزيد بن زياد بن ابى الجعد عن عمه عبيد عن زياد عَنْ وَابِصَةَ اَنَّ رَجُلاً صَلّى خَلْفَ الصَّفِّ فَاَمَرَهُ النَّبِىُّ ﷺ اَنْ يُّعِيْدَ .

১৩৩৬(৫)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... ওয়াবিসা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি একাকী কাতারের পিছনে দাঁড়িয়ে নামায পড়েন। নবী ﷺ তাকে পুনরায় সেই নামায পড়ার নির্দেশ দেন।

١٣٣٧(٦)- حدثنا عبد الله بن احمد بن عتاب ابو محمد ثنا ابو عتبة احمد بن الفرج بن سليمان الحمصى ثنا بقية بن الوليد ابو محمد الكلاعى ثنا عيسى بن عبد الله الانصارى عن جويبر ابن سعيد عن الضحاك بن مزاحم عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِقَوْمٍ وَلَيْسَ هُوَ عَلَى وُضُوْءٍ فَتَمَّتْ لِلْقَوْمِ وَاَعَادَ النَّبِيُّ ﷺ .

১৩৩৭(৬)। আবদুল্লাহ ইবনে আহ্‌মাদ ইবনে আত্তাব আবু মুহাম্মাদ (র)... আল-বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদল লোকের নামায পড়ান। তখন তাঁর উযু ছিলো না। এ অবস্থায় লোকজনের নামায পূর্ণ হয়েছে, কিন্তু নবী ﷺ পুনরায় তাঁর নামায পড়লেন।

١٣٣٨(٧)- حدثنا ابو سهل بن زياد حدثنا زكريا بن داود الخفاف ثنا اسحاق بن راهويه ثنا بقية ثنا عِيْسَى بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بِهٰذَا وَقَالَ اِذَا صَلَّى الاِمَامُ بِالْقَوْمِ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوْءٍ اَجْزَاَتْ صَلاَةُ الْقَوْمِ وَيُعِيْدُ هُوَ .

১৩৩৮(৭)। আবু সাহ্‌ল ইবনে যিয়াদ (র)... ঈসা ইবনে আবদুল্লাহ (র) থেকে এই সূত্রে বর্ণিত। তিনি (ﷺ) বলেন : ইমাম (অজ্ঞাতে) বিনা উযুতে লোকজনের নামায পড়ালে তাদের নামায পূর্ণ হয়ে যাবে কিন্তু ইমাম পুনরায় নামায পড়বে।

١٣٣٩(٨)- حدثنا الحسين بن محمد بن سعيد البزاز يعرف نا بن المطبقى ثنا جعدر بن الحارث ثنا بقية بن الوليد عن عيسى بن ابراهيم عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم عَنِ الْبَرَاءِ ابْنِ عَازِبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَيُّمَا اِمَامٍ سَهَى فَصَلَّى بِالْقَوْمِ وَهُوَ جُنُبٌ فَقَدْ مَضَتْ صَلاَتُهُمْ ثُمَّ لِيَغْتَسِلْ هُوَ ثُمَّ لِيَعُدْ صَلاَتَهُ وَاِنْ صَلَّى بِغَيْرِ وُضُوْءٍ فَمِثْلَ ذٰلِكَ كَذَا قَالَ عِيْسَى بْنُ اِبْرَاهِيْمَ .

১৩৩৯(৮)। আল-হুসাইন ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে সাঈদ আল-বায্‌যায (র)... আল-বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : যে কোন ইমাম ভুল করে নাপাক অবস্থায় লোকজনের নামায পড়ালে তাদের নামায হয়ে যাবে। কিন্তু ইমাম যেন গোসল করে পুনরায় তার নামায পড়ে। সে উযুহীন অবস্থায় নামায পড়ালেও একই বিধান। ঈসা ইবনে ইবরাহীম (র) অনুরূপ বলেছেন।

١٣٤٠(٩)- حدثنا يعقوب بن ابراهيم البزاز حدثنا احمد بن يحى بن عطاء الجلاب ثنا ابو معاوية ثنا ابن ابى ذئب عن ابى جابر البياضى عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ جُنُبٌ فَاَعَادَ وَاَعَادُوْا هذا مرسل وابو جابر البياضى متروك الحديث

১৩৪০(৯)। ইয়া'কূব ইবনে ইবরাহীম আল-বায্যায (র)... সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব (র) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ অপবিত্র অবস্থায় লোকজনের নামায পড়ান। অতঃপর তিনিও এবং তারাও পুনরায় নামায পড়েন। এটি মুরসাল হাদীস। আবু জাবের আল-বায়াদী (র) হাদীসশাস্ত্রে প্রত্যাখ্যাত।

١٣٤١(١٠)- حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ثنا داود بن رشيد ثنا ابو حفص الأبار عن عمرو بن خالد عن حبيب بن ابى ثابت عن عاصم بن ضمرة عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ صَلَّى بِالْقَوْمِ وَهُوَ جُنُبٌ فَأَعَادَ ثُمَّ أَمَرَهُمْ فَأَعَادُوْا عمرو بن خالد هو ابو خالد الواسطى وهو متروك الحديث رماه احمد بن حنبل بالكذب .

১৩৪১(১০)। আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল আযীয (র)... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নাপাক অবস্থায় লোকজনের নামায পড়ান। অতঃপর তিনি পুনরায় নামায পড়েন, তারপর লোকজনকেও পুনরায় তাদের নামায পড়ার নির্দেশ দেন। অতএব তারা পুনরায় নামায পড়েন। আমর ইবনে খালিদ হলেন আবু খালিদ আল-ওয়াসিতী। তিনি হাদীসশাস্ত্রে প্রত্যাখ্যাত। আহ্মাদ ইবনে হাম্বল (র) তাকে মিথ্যাচারের অভিযোগে অভিযুক্ত করেছেন।

١٣٤٢(١١)- حدثنا ابو عبيد القاسم بن اسماعيل ثنا محمد بن حسان حدثنا عبد الرحمن بن مهدى ثنا عبد العزيز بن عبد الله بن ابى سلمة عن ابن المنكدر عَنِ الشَّرِيْدِ الثَّقَفِيِّ أَنَّ عُمَرَ صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ جُنُبٌ فَأَعَادَ وَلَمْ يَأْمُرْهُمْ أَنْ يُّعِيْدُوْا .

১৩৪২(১১)। আবু উবায়দ আল-কাসেম ইবনে ইসমাঈল (র)... আশ-শারীদ আস-ছাকাফী (র) থেকে বর্ণিত। উমার (রা) নাপাক অবস্থায় লোকদের নামায পড়ান। অতঃপর তিনি (উমার) পুনরায় নামায পড়েন, কিন্তু লোকজনকে পুনরায় নামায পড়ার নির্দেশ দেননি।

١٣٤٣(١٢)- حدثنا ابو عبيد القاسم بن اسماعيل ثنا محمد بن حسان الازرق ثنا عبد الرحمن ابن مهدى ح وحدثنا على بن عبد الله بن مبشر ثنا احمد بن سنان ثنا عبد الرحمن ثنا هشيم عن خالد بن سلمة عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِيْ ضِرَارٍ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانٍ صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ جُنُبٌ فَلَمَّا أَصْبَحَ نَظَرَ فِيْ ثَوْبِهِ احْتِلاَمًا فَقَالَ كَبُرَتْ وَاللّٰهِ أَلاَ أَرَانِيْ أَجْنَبُ ثُمَّ لاَ أَعْلَمُ ثُمَّ أَعَادَ وَلَمْ يَأْمُرْهُمْ أَنْ يُعِيْدُوْا قال عبد الرحمن سالت سفيان فقال سمعته من خالد بن سلمة ولا اجيء به كما اريد وقال عبد الرحمن وهو هذا المجتمع عليه اَلْجُنُبُ يُعِيْدُ وَلاَ يُعِيْدُوْنَ مَا أَعْلَمُ فِيْهِ اخْتِلاَفًا وقال ابو عبيد قد سمعته من خالد بن سلمة ولا احفظه ولم يزد على هذا .

১৩৪৩(১২)। আবু উবায়দ আল-কাসেম ইবনে ইসমাঈল (র)... মুহাম্মাদ ইবনে আমর ইবনুল হারিছ ইবনে আবু দিদার (র) থেকে বর্ণিত। উসমান ইবনে আফ্ফান (রা) নাপাক অবস্থায় লোকদের নামায পড়ান। সকালবেলা তিনি তার কাপড়ে স্বপ্নদোষের চিহ্ন দেখতে পেলেন। অতঃপর তিনি বলেন, আল্লাহ্র শপথ! এটা গুরুতর ব্যাপার। আমাকে কেন দেখাওনি (বলোনি) যে, আমি অপবিত্র, অথচ আমি জানি না। অতঃপর তিনি পুনরায় নামায পড়েন, কিন্তু লোকজনকে পুনরায় নামায পড়ার নির্দেশ দেননি। আবদুর রহমান (র) বলেন, আমি সুফিয়ান (র)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমি এই হাদীস খালিদ ইবনে সালামা (র) থেকে শুনেছি। তবে আমার আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী তা নিয়ে আসতে পারিনি। আবদুর রহমান (র) বলেন, সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হলো, অপবিত্র ব্যক্তি (ইমাম) পুনরায় নামায পড়বে, কিন্তু মুক্তাদীরা পুনরায় নামায পড়বে না। এ ব্যাপারে কোন মতানৈক্য আছে বলে আমার জানা নেই। আবু উবায়েদ (র) বলেন, আমি এটা খালিদ ইবনে সালামা (র) থেকে শুনেছি, কিন্তু তা স্মৃতিতে ধরে রাখিনি। তিনি এর অতিরিক্ত কিছু বলেননি।

١٣٤٤(١٣)- حدثنا ابو عبيد القاسم بن اسماعيل حدثنا محمد بن حسان ح وحدثنا ابن مبشر ثنا احمد بن سنان قالا ثنا عبد الرحمان ثنا سفيان عن معمر عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ فِيْ رَجُلٍ صَلّٰى بِقَوْمٍ وَهُوَ عَلٰى غَيْرِ وُضُوْءٍ قَالَ يُعِيْدُ وَلاَ يُعِيْدُوْنَ .

১৩৪৪(১৩)। আবু উবায়দ আল-কাসেম ইবনে ইসমাঈল (র)... সালেম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। কোন ব্যক্তি বিনা উযুতে কোন সম্প্রদায়ের নামায পড়ালে তার সম্পর্কে তিনি বলেন, তিনি (ইমাম) পনুরায় নামায পড়বেন, কিন্তু তারা পুনরায় নামায পড়বে না।

١٣٤٥(١٤)- حدثنا ابو عبيد ثنا محمد بن حسان ثنا ابن مهدى ثنا عبد الله بن عمر عَنْ نَافِعٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ صَلّٰى بِاَصْحَابِهٖ ثُمَّ ذَكَرَ اَنَّهُ مَسَّ ذَكَرَهُ فَتَوَضَّاَ وَلَمْ يَاْمُرْهُمْ اَنْ يُّعِيْدُوْا قَالَ ابْنُ مَهْدِيٍّ قُلْتُ لِسُفْيَانَ عَلِمْتَ اَنَّ اَحَداً قَالَ يُعِيْدُوْنَ قَالَ لاَ اِلاَّ حَمَّادٌ .

১৩৪৫(১৪)। আবু উবায়েদ (র)... নাফে‘ (র) থেকে বর্ণিত। ইবনে উমার (রা) তার সাথীদের নামায পড়ান, তারপর তিনি উল্লেখ করেন যে, তিনি তার লজ্জাস্থান স্পর্শ করেছেন। অতএব তিনি উযু করেন (এবং পুনরায় নামায পড়েন), কিন্তু মোক্তাদীদেরকে পুনরায় নামায পড়ার নির্দেশ দেননি। ইবনে মাহ্দী (র) বলেন, আমি সুফিয়ান (র)-কে বললাম, আপনি কি জানেন, কেউ কি বলেছে যে, মোক্তাদীরা পুনরায় নামায পড়বে? তিনি বলেন, না, তবে হাম্মাদ (র) বলেছেন।

١٣٤٦(١٥)- حدثنا يعقوب بن ابراهيم البزاز ثنا احمد بن بديل ثنا مفضل بن صالح ثنا سماك ابن حرب عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ صَلَّيْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ صَلاَةً مَكْتُوْبَةً فَضَمَّ يَدَهُ فِى الصَّلاَةِ فَلَمَّا صَلّٰى قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَحَدَثَ فِى الصَّلاَةِ شَيْءٌ قَالَ لاَ اِلاَّ اَنَّ

الشَّيْطَانَ اَرَادَ اَنْ يَّمُرَّ بَيْنَ يَدَيَّ فَخَنَقْتُهُ حَتّى وَجَدْتُّ بَرْدَ لِسَانِهِ عَلى يَدِيْ وَاَيْمُ اللّٰهِ لَوْ لاَ مَا سَبَقَنِيْ اِلَيْهِ اَخِيْ سُلَيْمَانَ لاَ رَبَطَ اِلى سَارِيَةٍ مِنْ سِوَارِي الْمَسْجِدِ حَتّى يَطِيْفَ بِهِ وِلْدَانُ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ .

১৩৪৬(১৫)। ইয়া'কূব ইবনে ইবরাহীম আল-বায্যায (র)... জাবের ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে এক ওয়াক্তের ফরয নামায পড়লাম। তিনি নামাযে নিজের হাত মুষ্টিবদ্ধ করলেন। নামাযশেষে আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! নামাযে কি কিছু ঘটেছে? তিনি বলেন : না, তবে শয়তান আমার সামনে দিয়ে অতিক্রম করতে চেয়েছিল। অতঃপর আমি তার গলা চেপে ধরলাম, এমনকি তার জিহ্বার ঠাণ্ডা আমার হাতে অনুভব করলাম। আল্লাহ্‌র শপথ! যদি আমার ভাই সুলায়মান (আ) আমার আগে তার উপর বিজয়ী না হতেন, তাহলে আমি তাকে মসজিদের কোন খুঁটির সাথে বেঁধে রাখতাম, যাতে মদীনার শিশুরা এটাকে নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াত।

١٣٤٧(١٦)- حدثنا الحسين بن اسماعيل ثنا زياد بن ايوب ثنا شبابة ثنا شعبة عن محمد بن زياد عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ صَلّى صَلاَةً فَقَالَ اِنَّ الشَّيْطَانَ عَرَضَ لِيْ يُفْسِدُ عَلَيَّ الصَّلاَةَ فَاَمْكَنَنِي اللّٰهُ مِنْهُ فَذَعَتُّهُ وَلَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اُوْثِقَهُ اِلى سَارِيَةٍ حَتّى تُصْبِحُوْا وَتَنْظُرُوْا اِلَيْهِ اَجْمَعُوْنَ اَوْ كُلُّكُمْ فَذَكَرْتُ قَوْلَ سُلَيْمَانَ رَبِّ هَبْ لِيْ مُلْكًا لاَ يَنْبَغِيْ لاَحَدٍ مِنْ بَعْدِيْ فَرَدَّهُ اللّٰهُ خَائِبًا .

১৩৪৭(১৬)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ কোন এক ওয়াক্তের নামায পড়লেন। তিনি বলেন : নিশ্চয়ই শয়তান আমার নিকট এসে আমার নামায নষ্ট করতে চেয়েছিল। আল্লাহ আমাকে তার উপর হস্তক্ষেপ করার শক্তি দিলেন। তাই আমি তাকে প্রতিহত করলাম। আমি সকাল পর্যন্ত তাকে খুঁটির সাথে বেঁধে রাখতে চেয়েছিলাম, যাতে তোমরা তাকে দেখতে পাও। অতঃপর আমি সুলায়মান (আ)-এর কথা স্মরণ করলাম, "হে আমার প্রভু! আমাকে এমন রাজত্ব দান করো, যার অধিকারী আমি ছাড়া আর কেউ না হয়" (সূরা সাদ : ৩৫)। অতঃপর আল্লাহ তাকে লাঞ্ছিত করে বিতাড়িত করেন।

١٣٤٨(١٧)- حدثنا عبد الله بن ابى داود ثنا اسحاق بن ابراهيم شاذان ثنا سعد بن الصلت ح وحدثنا ابن ابى داود ثنا عبد الرحمان بن الحسين الهروى ثنا المقرى قالا نا ابو حنيفة عن ابى سفيان عن ابى نضرة عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْوُضُوْءُ مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ وَالتَّكْبِيْرُ تَحْرِيْمُهَا وَالتَّسْلِيْمُ تَحْلِيْلُهَا وَفِيْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ فَسَلِّمْ قال ابو حنيفة يعنى التشهد .

১৩৪৮(১৭)। আবদুল্লাহ ইবনে আবু দাউদ (র)... আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : উযু হলো নামাযের চাবি, তাকবীর (তাহ্‌রীমা) হলো তার (নামাযের বাইরের যাবতীয় হালাল কাজ) হারামকারী এবং সালাম হলো তার (উক্ত কাজ) হালালকারী। আর তুমি প্রতি দুই রাক্‌আত অন্তর 'সালাম ফিরাবে'। আবু হানীফা (র) বলেন, অর্থাৎ তাশাহ্‌হুদ পড়বে।

٥٠- بَابُ صِفَةِ السَّهْوِ فِي الصَّلاَةِ وَاَحْكَامِه وَاخْتِلاَفِ الرِّوَايَاتِ فِيْ ذلك وَاَنَّهُ لاَ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ شَيْءٌ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْه

৫০-অনুচ্ছেদ : নামাযের মধ্যে ভুলত্রুটি হওয়া ও তার বিধান এবং এই বিষয় সংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক হাদীস। নামাযরত অবস্থায় নামাযীর সামনে দিয়ে কোন কিছু অতিক্রম করলে তাতে নামায নষ্ট হয় না।

١٣٤٩(١)- حدثنا محمد بن يحى بن مرداس ثنا ابو داود ثنا محمد بن عبيد ثنا حماد بن زيد عن ايوب عن محمد عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ صَلّى بِنَا رَسُوْلُ اللّه ﷺ اِحْدى صَلاَتي الْعَشيِّ الظُّهْرَ اَوِ الْعَصْرَ قَالَ فَصَلّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ قَامَ الى خَشَبَةٍ فِيْ مَقْدَمِ الْمَسْجِدِ فَوَضَعَ يَدَيْه عَلَيْهَا اِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرى يُعْرَفُ فِيْ وَجْهِهِ الْغَضَبُ ثُمَّ خَرَجَ سُرْعَانُ النَّاسِ وَهُمْ يَقُوْلُوْنَ قُصِرَتِ الصَّلاَةُ قُصِرَتِ الصَّلاَةَ وَفِي النَّاسِ اَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ فَهَابَاهُ اَنْ يُكَلِّمَاهُ فَقَامَ رَجُلٌ كَانَ رَسُوْلُ اللّه ﷺ يُسَمِّيْه ذَا الْيَدَيْنِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّه اَنَسِيْتَ اَمْ قُصِرَتِ الصَّلاَةُ فَقَالَ لَمْ اَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرْ الصَّلاَةُ قَالَ بَلْ نَسِيْتَ يَا رَسُوْلَ اللّه فَاَقْبَلَ رَسُوْلُ اللّه ﷺ عَلَى الْقَوْمِ فَقَالَ اَصَدَقَ ذُوْ الْيَدَيْنِ فَاَوْمَئُوْا اَيْ نَعَمْ فَرَجَعَ رَسُوْلُ اللّه ﷺ الى مَقَامِه فَصَلّى الرَّكْعَتَيْنِ الْبَاقِيَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُوْدِه اَوْ اَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ وَكَبَّرَ فَقِيْلَ لِمُحَمَّدٍ ثُمَّ سَلَّمَ فِي السَّهْوِ قَالَ لَمْ اَحْفَظْ مِنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ وَلكِنْ نُبِّئْتُ اَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ قَالَ ثُمَّ سَلَّمَ .

১৩৪৯(১)। মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে মিরদাস (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে অপরাহ্নের দুই ওয়াক্ত নামাযের এক নামায অর্থাৎ যুহ্‌র অথবা আসরের নামায পড়ান। (রাবী) বলেন, তিনি (ﷺ) আমাদের দুই রাক্‌আত নামায পড়ান, অতঃপর সালাম ফিরান, অতঃপর মসজিদের সামনে অবস্থিত একটি কাষ্ঠখণ্ডের দিকে এগিয়ে গেলেন এবং তার উপরে তাঁর এক হাত অপর হাতের উপর রাখেন। তাঁর মুখমণ্ডলে অসন্তোষের ছাপ লক্ষ করা গেলো। অতঃপর লোকজন (মসজিদ থেকে) দ্রুত গতিতে একথা বলতে বলতে বের হয়ে যাচ্ছিল, নামায হ্রাসপ্রাপ্ত হয়েছে, নামায

হ্রাসপ্রাপ্ত হয়েছে। উপস্থিত লোকজনের মধ্যে আবু বাক্‌র (রা) ও উমর (রা)-ও উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু তারা দু'জন তাঁর সাথে কথা বলতে সমীহ করলেন। অতঃপর এক ব্যক্তি দাঁড়ালেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যার নাম রেখেছিলেন যুল-ইয়াদাইন। তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি কি নামাযে ভুল করেছেন, নাকি নামায হ্রাসপ্রাপ্ত হয়েছে? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন : আমি ভুলও করিনি এবং নামায হ্রাসপ্রাপ্তও হয়নি। তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! বরং আপনি ভুলে গিয়েছেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপস্থিত লোকজনের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করেন : যুল-ইয়াদাইন কি সত্য বলেছে? তারা ইঙ্গিত করলেন, হাঁ। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের স্থানে ফিরে গেলেন এবং অবশিষ্ট দুই রাক্‌আত নামায পড়ালেন, তারপর সালাম ফিরালেন, তারপর তাকবীর বলে পূর্বের অনুরূপ অথবা তার চেয়ে দীর্ঘ সিজদা করলেন, তারপর মাথা উঠালেন এবং তাকবীর বললেন। অধস্তন রাবী মুহাম্মাদকে জিজ্ঞেস করা হলো, তিনি কি সাহু সিজদার পর সালাম ফিরালেন? (রাবী) বলেন, আমি আবু হুরায়রা (রা) থেকে তা স্মৃতিতে সংরক্ষণ করতে পারিনি। তবে আমাকে অবহিত করা হয়েছে যে, ইমরান ইবনে হুস্াইন (র) বলেছেন, তারপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সালাম ফিরিয়েছেন।

١٣٦٠(٢)- حدثنا ابو سهل بن زياد احمد بن محمد ثنا اسماعيل بن اسحاق حدثنا سليمان ابن حرب ثنا حماد بن زيد ثَنَا اَيُّوْبُ بِاِسْنَادِهِ نَحْوَهُ قال ابو داود وكل من روى هذا الحديث لم يقل فَاَوْمَئُوْا الا حماد بن زيد .

১৩৫০(২)। আবু সাহ্‌ল ইবনে যিয়াদ আহ্‌মাদ ইবনে মুহাম্মাদ (র)... আইউব (র) থেকে তার সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত। আবু দাউদ (র) বলেন, যারা এই হাদীস বর্ণনা করেছেন তাদের মধ্যে হাম্মাদ ইবনে যায়েদ ব্যতীত অপর কেউই 'তারা ইঙ্গিত করেছেন' কথাটি বলেননি।

١٣٥١(٣)- حدثنا القاضى الحسين بن الحسين بن عبد الرحمان الانطاكى ثنا ابراهيم بن منقذ الخولانى نا ادريس بن يحى ابو عمرو المعروف بالخولانى عن بكر بن مضر عن صخر بن عبد الله بن حرملة انه سمع عمر بن عبد العزيز يقول عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلّٰى بِالنَّاسِ فَمَرَّ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ حِمَارٌ فَقَالَ عَبَّاسُ بْنُ اَبِىْ رَبِيْعَةَ سُبْحَانَ اللّٰهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنِ الْمُسَبِّحُ اُنِفًا سُبْحَانَ اللّٰهِ قَالَ اَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ سَمِعْتُ اَنَّ الْحِمَارَ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ قَالَ لاَ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ شَىْءٌ .

১৩৫১(৩)। আল-কাযী আল-হুসাইন ইবনুল হুসাইন ইবনে আবদুর রহমান আল-আনতাকী (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকজনের সাথে নামায পড়লেন। তাদের সামনে দিয়ে একটি গাধা অতিক্রম করলো। তাতে আয়্যাশ ইবনে আবু রাবীআ (রা) বললেন, সুবহানাল্লাহ (আল্লাহ পবিত্র) সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাম ফিরানোর পর জিজ্ঞেস করলেন : এইমাত্র কে 'সুবহানাল্লাহ' তাসবীহ পাঠ করেছে? আয়্যাশ (রা) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি। কেননা আমি শুনেছি যে, গাধা নামাযকে ছিন্ন (বাতিল) করে দেয়। তিনি বলেন : কোন কিছু নামায ছিন্ন (বাতিল) করে না।

١٣٥٢(٤)- حدثنا القاضى احمد بن اسحاق بن البهلول نا ابى ح وحدثنا يوسف بن يعقوب بن اسحاق بن الهلول ثنا جدى ح وحدثنا الحسين بن اسماعيل ثنا اسحاق بن البهلول ثنا يحى بن المتوكل ثنا ابراهيم بن يزيد ثَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَاَبَا بَكْرٍ وَعُمَرُ قَالُوْا لاَ يَقْطَعُ صَلاَةَ الْمُسْلِمِ شَىْءٌ وَاَدْرَاْ مَا اسْتَطَعْتَ .

১৩৫২(৪)। আল-কাযী আহ্‌মাদ ইবনে ইসহাক ইবনুল বাহ্‌লূল (র)... সালেম ইবনে আবদুল্লাহ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বাক্‌র (রা) ও উমার (রা) বলেন : কোন কিছু মুসলমানের নামাযকে ছিন্ন (বাতিল) করে না এবং তুমি যথাসাধ্য প্রতিহত করো (যাতে নামাযের সামনে দিয়ে কিছু যাতায়াত করতে না পারে)।

١١٣٥٣(٥)- حدثنا ابراهيم بن حماد حدثنا احمد بن بديل ثنا ابو اسامة ثنا مجالد عن ابى الوداك عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ شَىْءٌ .

১৩৫৩(৫)। ইবরাহীম ইবনে হাম্মাদ (র)... আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : কোন কিছু নামাযকে ছিন্ন করতে পারে না।

١٣٥٤(٦)- حدثنا احمد بن الحسين بن محمد بن احمد بن الجنيد ثنا ايوب بن سليمان الصغدى ثنا ابو اليمان ثنا عفير بن معدان عن سليم بن عامر عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ شَىْءٌ .

১৩৫৪(৬)। আহ্‌মাদ ইবনুল হুসাইন ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আহ্‌মাদ ইবনুল জুনায়েদ (র)... আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : কোন কিছু নামাযকে কর্তন (বাতিল) করতে পারে না।

টীকা : নামাযীর সামনে দিয়ে কিছু যাতায়াত করলে তাতে নামায নষ্ট বা বাতিল হয় না। তবে যাতায়াতকারী মানুষ হলে সে গুনাহগার হয় (অনুবাদক)।

١٣٥٥(٧)- حدثنا يحى بن محمد بن صاعد واخرون قالوا حدثنا على بن حرب ثنا الحسن بن موسى الاشيب حدثنا شعبة ثنا عبيد الله بن عمر عن سالم ونافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ يُقَالُ لاَ يَقْطَعُ صَلاَةَ الْمُسْلِمِ شَىْءٌ .

১৩৫৫(৭)। ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে সায়েদ (র) প্রমুখ... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বলা হতো! কোন কিছু মুসলমানের নামায নষ্ট করতে পারে না।

١٣٥٦(٨)- حدثنا ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن اسحاق الفارسى ثنا احمد بن عبد الوهاب ابن نجدة الحوطى ثنا ابى ثنا اسماعيل بن عياش عن اسحاق بن عبد الله بن

ابى فروة عن زيد ابن اسلم عن عطاء بن يسار عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ لاَ يَقْطَعُ صَلاَةَ الْمَرْءِ امْرَاَةٌ وَلاَ كَلْبٌ وَلاَ حِمَارٌ وَادْرَاْ مِنْ بَيْنِ يَدَيْكَ مَا اسْتَطَعْتَ .

১৩৫৬(৮)। আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল ইবনে ইসহাক আল-ফারিসী (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে নবী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। স্ত্রীলোক, কুকুর ও গাধা মানুষের নামায নষ্ট করে না। তুমি যথাসাধ্য তোমার সামনে দিয়ে এসবের যাতায়াত প্রতিহত করো।

١٣٥٧(٩)- حدثنا على بن عبد الله بن مبشر حدثنى جابر بن كردى ثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن محمد بن عمر بن على بن ابى طالب عن العباس بن عبيد الله بن العباس عَنِ الْفَضْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ زَارَ الْعَبَّاسَ فِىْ بَادِيَةٍ لَهُ فَصَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْعَصْرَ وَبَيْنَ يَدَيْهِ كُلَيْبَةٌ وَحِمَارٌ لَمْ يُؤَخِّرَا وَلَمْ يَزْجِرَا .

১৩৫৭(৯)। আলী ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুবাশ্‌শির (র)... আল-ফাদল ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ আল-আব্বাস (রা)-র সাথে তার বনভূমিতে সাক্ষাত করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তথায় আসরের নামায পড়লেন, তখন তার সামনে কুকুরের বাচ্চা ও গাধা ছিলো। তিনি এগুলোকে তাড়াননি এবং ভয়ও দেখাননি।

١٣٥٨(١٠)- ثنا اسماعيل بن محمد الصفار ثنا العباس بن محمد ثنا حجاج الاعور قال ابن جريج اخبرنى محمد بن عمر بن على عن عباس بن عبيد الله بن عباس عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ زَارَ النَّبِىُّ ﷺ الْعَبَّاسَ مِثْلَهُ .

১৩৫৮(১০)। ইসমাঈল ইবনে মুহাম্মাদ আস-সাফ্‌ফার (র)... আল-ফাদল ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আল-আব্বাস (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করেন...পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

١٣٥٩(١١)- حدثنا عبد الله بن سعيد بن الجمال ثنا على بن الحسن النيسابورى ثنا معاذ بن فضالة ثنا يحى بن ايوب عن محمد بن عمر عن العباس بن عبيد الله عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ اَتَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَنَحْنُ فِىْ بَادِيَةٍ لَنَا فَصَلّٰى بِنَا الْعَصْرَ وَبَيْنَ يَدَيْهِ كُلَيْبَةٌ وَحِمَارٌ لَنَا فَمَا نَهْنَهَهُمَا وَمَا رَدَّهُمَا .

১৩৫৯(১১)। আবদুল্লাহ ইবনে সাঈদ ইবনুল জামাল (র)... আল-ফাদল ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আমাদের বনভূমিতে অবস্থানকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিকট আসতেন। তিনি (ﷺ) আমাদেরকে নিয়ে আসরের নামায পড়লেন। এই অবস্থায় তাঁর সামনে আমাদের কুকুরের বাচ্চা ও গাধা ছিল। তিনি এ দু'টিকে বাধা দেননি এবং তাড়িয়েও দেননি।

١٣٦٠(١٢)- حدثنا الحسين بن اسماعيل ثنا يوسف بن موسى ثنا سلمة بن الفضل الابرش عن اسماعيل بن مسلم عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ذَكَرَ عُمَرَ بْنُ الْخَطَّابِ شَيْئًا مِنْ اَمْرِ الصَّلاَةِ فَاَتَى عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ عَوْفٍ فَقَالَ اَلاَ اُحَدِّثُكُمْ حَدِيْثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْنَا نَعَمْ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا شَكَّ اَحَدُكُمْ فِى النُّقْصَانِ فَلْيُصَلِّ حَتّٰى يَكُوْنَ الشَّكُّ فِى الزِّيَادَةِ .

১৩৬০(১২)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) নামায সম্পর্কে কিছু আলোচনা করলেন। তখন আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) এসে বলেন, আমি কি তোমাদের একটি হাদীস শুনাবো না যা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছি? আমরা বললাম, হাঁ। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি : যদি তোমাদের কেউ নামাযের রাক্‌আত সংখ্যা কম হওয়ার সন্দেহ করে, তাহলে সে যেন আরো নামায পড়ে, যাবতনা অতিরিক্ত (রাক্‌আত) হওয়ার সন্দেহ হয়।

١٣٦١(١٣)- حدثنا القاضى احمد بن اسحاق بن بهلول ثنا هارون بن اسحاق الهمدانى ثنا المحاربى عن محمد بن اسحاق عَنْ مَكْحُوْلٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا شَكَّ اَحَدُكُمْ فِى صَلاَتِه فَلاَ يُدْرِىْ اَزَادَ اَمْ نَقَصَ فَاِنْ كَانَ شَكَّ فِى الْوَاحِدَةِ وَالثِّنْتَيْنِ فَلْيَجْعَلْهُمَا وَاحِدَةً وَاِنْ كَانَ شَكَّ فِى الثَّلاَثِ وَالثِّنْتَيْنِ فَلْيَجْعَلْهُمَا ثِنْتَيْنِ وَاِنْ كَانَ شَكَّ فِى الثَّلاَثِ وَالاَرْبَعِ فَلْيَجْعَلْهَا ثَلاَثًا حَتّٰى يَكُوْنَ الْوَهْمُ فِى الزِّيَادَةِ . وقال محمد بن اسحاق قال لى حسين بن عبد الله اسند لك مكحول هذا الحديث قلت ما سالته قال فانه ذكره عن كريب عن ابن عباس عن عبد الرحمان بن عوف .

১৩৬১(১৩)। আল-কাযী আহ্‌মাদ ইবনে ইসহাক ইবনে বাহ্‌লূল (র)... মাকহূল (র) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমাদের কেউ যখন তার নামায সম্পর্কে সন্দেহ করে এবং জানে না যে, সে বেশী (রাক্‌আত) পড়েছে নাকি কম পড়েছে, এমতাবস্থায় যদি এক রাক্‌আত ও দুই রাক্‌আতের মধ্যে সন্দেহ হয়, তাহলে তাকে এক রাকাত গণ্য করবে। আর যদি তার তিন রাক্‌আত ও দুই রাক্‌আতের মধ্যে সন্দেহ হয়, তাহলে সে দুই রাক্‌আত গণ্য করবে। আর যদি তার তিন রাক্‌আত ও চার রাক্‌আতের মধ্যে সন্দেহ হয়, তাহলে সে তিন রাক্‌আত গণ্য করবে, যাবত না অধিক রাক্‌আত পড়ার ধারণা হয়।

মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (র) বলেন, হুসাইন ইবনে আবদুল্লাহ (র) আমাকে বলেছেন, মাকহূল (র) কি আপনাকে এই হাদীসের সনদসূত্র বর্ণনা করেছেন? আমি বললাম, এ সম্পর্কে আমি তাকে জিজ্ঞেস করিনি।

তিনি বলেন, কেননা তিনি এই হাদীস কুরাইব-ইবনে আব্বাস (রা)-আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

١٣٦٢(١٤)- حدثنا ابو ذر احمد بن محمد بن ابى بكر ثنا عبيد الله بن جرير بن جبلة ثنا محمد بن حفص بن عمر الابلى ثنا ثور بن يزيد عن مكحول عن كريب عن ابن عباس عن عبد الرحمان بن عوف عن النبى ﷺ وحدثنا يعقوب بن ابراهيم البزاز ابو بكر ثنا جعفر بن محمد بن فضيل ثنا عمار بن مطر العنبرى ينزل الرها ثنا عبد الرحمان بن ثابت ابن ثوبان عن ابيه عن مكحول عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ ابْنِ عَوْفٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سَهى فِىْ ثَلاَثَةٍ اَوْ اَرْبَعَةٍ فَلْيُمِمَّ فَاِنَّ الزِّيَادَةَ خَيْرٌ مِّنَ النُّقْصَانِ .

১৩৬২(১৪)। আবু যার আহ্‌মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবু বাক্‌র (র)... আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন ব্যক্তির তৃতীয় অথবা চতুর্থ রাক্‌আতে ভুল হলে সে যেন (নামায) পূর্ণ করে। কারণ অধিক হওয়া কম হওয়া অপেক্ষা উত্তম।

١٣٦٣(١٥)- حدثنا الحسن بن احمد بن سعيد الرهاوى ثنا العباس بن عبيد الله ثنا عمار بن مطر ثنا ابن ثوبان عن ابيه عن مكحول عن كريب عن ابن عباس عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اذا سَهى اَحَدُكُمْ فِى الثِّنْتَيْنِ اَوِ الْوَاحِدَةِ فَلْيَجْعَلْهَا وَاحِدَةً وَاِذَا شَكَّ فِى الثِّنْتَيْنِ اَوِ الثَّلاَثِ فَلْيَجْعَلْهَا اثْنَتَيْنِ وَاِذَا شَكَّ فِى الثَّلاَثِ اَوِ الاَرْبَعِ فَلْيَجْعَلْهَا ثَلاَثًا ثُمَّ لِيُتِمَّ مَا بَقِىَ حَتّى يَكُوْنَ الْوَهْمُ فِى الزِّيَادَةِ وَلاَ يَكُوْنُ فِى النُّقْصَانِ ثُمَّ يَسْجُدُ سِجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ .

১৩৬৩(১৫)। আল-হাসান ইবনে আহ্‌মাদ ইবনে সাঈদ আর-রাহাবী (র)... আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ দ্বিতীয় অথবা প্রথম রাক্‌আতে ভুল করলে সে যেন এটাকে এক রাক্‌আত গণ্য করে, আর দুই রাক্‌আত অথবা তিন রাক্‌আত সম্পর্কে সন্দেহ করলে সে যেন এটাকে দুই রাক্‌আত গণ্য করে এবং তিন রাক্‌আত অথবা চার রাকআতের মধ্যে সন্দেহ করলে সে যেন এটাকে তিন রাক্‌আত গণ্য করে, অতঃপর অবশিষ্ট নামায পূর্ণ করে, যাতে অধিক হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ হয়, কম হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ না হয়। তারপর সে বসা অবস্থায় দুইটি সিজদা করবে।

١٣٦٤(١٦)- حدثنا عبد الله بن سليمان بن الاشعث ثنا احمد بن سعيد الهمدانى ثنا ابن وهب ح وحدثنا ابو بكر النيسابورى ثنا عيسى بن ابراهيم الغافقى ثنا ابن وهب عن

سعيد بن عبد الرحمان عن عبد الله بن محمد بن سيرين عن ابيه عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِذٰلِكَ اَنَّهُ سَجَدَ سَجْدَتَىِ السَّهْوِ يَوْمَ جَاءَهُ ذُو الْيَدَيْنِ بَعْدَ السَّلاَمِ لَفْظُهُمَا وَاحِدَةٌ .

১৩৬৪(১৬)। আবদুল্লাহ ইবনে সুলায়মান ইবনুল আশ'আছ (র)... আবু হুরায়রা (রা)-নবী ﷺ থেকে এই সনদে বর্ণিত। যুল-ইয়াদাইনের স্মরণ করিয়ে দেয়ার দিন তিনি ﷺ সালাম ফিরানোর পর দু'টি সাহু সিজদা করেন। উভয় হাদীসের মূল পাঠ এক রকম।

١٣٦٥(١٧)- حدثنا ابو بكر النيسابورى ثنا عيسى بن ابراهيم واحمد بن عبد الرحمان بن وهب قالا نا ابن وهب اخبرنى عمرو بن الحارث ثنا قتادة بن دعامة عن محمد بن سيرين عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَجَدَ النَّبِىُّ ﷺ يَوْمَ ذِى الْيَدَيْنِ بَعْدَ السَّلاَمِ وَاللَّفْظُ لاَحْمَدَ .

১৩৬৫(১৭)। আবু বাক্র আন-নায়সাপুরী (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যুল-ইয়াদাইনের স্মরণ করিয়ে দেয়ার দিন নবী ﷺ সালাম ফিরানোর পর (সাহু) সিজদা করেন। মূল পাঠ আহ্‌মাদ (র)-এর।

١٣٦٦(١٨)- حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ثنا بشر بن الوليد ثنا عبد العزيز بن عبد الله ابن ابى سلمة عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا لَمْ يَدْرِ اَحَدُكُمْ كَمْ صَلّٰى ثَلاَثًا اَوْ اَرْبَعًا فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً ثُمَّ يَسْجُدُ بَعْدَ ذٰلِكَ سَجْدَتَىِ السَّهْوِ وَهُوَ جَالِسٌ فَاِنْ كَانَ صَلّٰى خَمْسًا شَفَعَتَا لَهُ صَلاَتَهُ وَاِنْ كَانَتْ اَرْبَعًا اَرْغَمَتَا اَنْفَ الشَّيْطَانِ .

১৩৬৬(১৮)। আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল আযীয (র)... আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : যখন তোমাদের কেউ জানে না যে, সে কতো রাক্‌আত পড়েছে, তিন রাক্‌আত না চার রাক্‌আত, তখন সে দাঁড়িয়ে আরো এক রাক্‌আত পড়বে, এরপর বসা অবস্থায় দু'টি সাহু সিজদা করবে। যদি সে পাঁচ রাক্‌আত পড়ে থাকে তাহলে ঐ দুই সিজদা একে জোড় রাক্‌আত বানাবে। আর যদি সে চার রাক্‌আত পড়ে থাকে তাহলে ঐ সিজদা দু'টি হবে শয়তানের জন্য অপমানজনক।

١٣٦٧(١٩)- حدثنا ابو بكر النيسابورى ثنا احمد بن منصور ثنا يزيد بن هارون وابو النضر قالا حدثنا الماجشون عبد العزيز بن ابى سلمة ثنا زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا شَكَّ اَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّىْ فِى الثَّلاَثِ وَالاَرْبَعِ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً حَتّٰى يَكُوْنَ الشَّكُّ فِى الزِّيَادَةِ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَىِ السَّهْوِ قَبْلَ اَنْ يُسَلِّمَ فَاِنْ

كَانَ صَلّٰى خَمْسًا شَفَعَتَا لَهُ صَلاَتَهُ وَاِنْ كَانَ اَتَمَّهَا فَهُمَا تَرْغُمَانِ اَنْفَ الشَّيْطَانِ . زاد هذا في حديثه قَبْلَ اَنْ يُّسَلِّمَ وتابعه سليمان بن بلال من رواية موسى بن داود عنه .

১৩৬৭(১৯)। আবু বাক্র আন-নায়সাপুরী (র)... আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : যদি তোমাদের কেউ নামায পড়া অবস্থায় তিন এবং চার রাক্‌আতের মধ্যে সন্দেহে পতিত হয়, তবে সে আর এক রাক্‌আত পড়বে, যাতে সন্দেহটা অতিরিক্ত সংখ্যক রাক্‌আত পড়ার মধ্যে স্থির হয়। তারপর সে সালাম ফিরানোর পূর্বে দু'টি সাহু সিজদা করবে। আসলে যদি সে পাঁচ রাক্‌আত পড়ে থাকে তাহলে ঐ দু'টি সিজদা নামাযকে জোড় সংখ্যক বানাবে। আর যদি সে চার রাক্‌আত পড়ে থাকে তাহলে ঐ দু'টি সিজদা হবে শয়তানের জন্য অপমানজনক। রাবী তার এই হাদীসে আরো উল্লেখ করেছেন, 'সালাম ফিরানোর পূর্বে' (সিজদা করবে)। সুলায়মান ইবনে বিলাল তার ঊর্ধ্বতন রাবী থেকে মূসা ইবনে দাউদের রিওয়ায়াত বর্ণনায় তার অনুসরণ করেছেন।

١٣٦٨(٢٠)- حدثنا ابو جعفر محمد بن سليمان النعمانى ثنا الحسين بن عبد الرحمان الجرجرائى ثنا موسى بن داود ثنا سليمان بن بلال ح وحدثنا ابو بكر النيسابورى ثنا العباس بن محمد ثنا موسى بن داود ثنا سليمان بن بلال عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا شَكَّ اَحَدُكُمْ فِىْ صَلاَتِه فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلّٰى ثَلاَثًا اَمْ اَرْبَعًا فَلْيُطْرِحِ الشَّكَّ وَلْيُبْنِ عَلٰى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ اَنْ يُّسَلِّمَ فَاِنْ كَانَ صَلّٰى خَمْسًا كَانَتَا شَفْعًا لِصَلاَتِه وَاِنْ كَانَ صَلّٰى تَمَامَ الاَرْبَعَ كَانَتَا تَرْغِيْمًا لِلشَّيْطَانِ .

১৩৬৮(২০)। আবু জা'ফার মুহাম্মাদ ইবনে সুলায়মান আন-নু'মানী (র)... আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যদি তোমাদের কেউ তার নামাযের মধ্যে সন্দেহে পতিত হয় এবং সে বলতে পারছে না যে, সে কতো রাক্‌আত পড়েছে, তিন না চার (রাক্‌আত), সে সন্দেহ পরিহার করবে এবং তার দৃঢ় প্রত্যয়ের উপর ভিত্তি করবে। তারপর সালাম ফিরানোর পূর্বে দু'টি সিজদা করবে। যদি সে পাঁচ রাক্‌আত পড়ে থাকে তাহলে ঐ দু'টি সিজদা তার নামাযকে জোড় সংখ্যায় (ছয় রাক্‌আত) পরিণত করবে। আর যদি সে চার রাক্‌আত পড়ে থাকে, তাহলে দু'টি সিজদা হবে শয়তানের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক।

١٣٦٩(٢١)- حدثنا ابو بكر بن ابى داود ثنا ابو سعيد الاشج ثنا ابو خالد عن محمد بن عجلان عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا شَكَّ اَحَدُكُمْ فِىْ صَلاَتِه فَلْيَلْقِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِيْنِ فَاِنْ اسْتَيْقَنَ التَّمَامَ سَجَدَ

سِجْدَتَيْنِ فَانْ كَانَتْ صَلاَتُهُ تَامَّةً كَانَتِ الرَّكْعَةُ نَافِلَةً وَالسَّجْدَتَانِ وَانْ كَانَتْ نَاقِصَةً كَانَتِ الرَّكْعَةُ تَمَامًا لِصَلاَتِهِ وَالسَّجْدَتَانِ تَرْغُمَانِ اَنْفَ الشَّيْطَانِ .

১৩৬৯(২১)। আবু বাক্‌র ইবনে আবু দাঊদ (র)... আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যদি তোমাদের কেউ তার নামাযের মধ্যে সন্দেহে পতিত হয়, তবে সে সন্দেহ পরিহার করে এবং নিশ্চিত বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করবে। যদি (নামায) পূর্ণ হওয়ার নিশ্চিত বিশ্বাস হয় তাহলে দু'টি (সাহু) সিজদা করবে। যদি তার নামায পূর্ণ হয়ে থাকে তাহলে দু'টি সিজদা সহকারে এক রাক্‌আত পড়বে এবং তা নফল গণ্য হবে। আর যদি নামায অসম্পূর্ণ থাকে তাহলে (দু'টি সিজদার) এক রাক্‌আত তার নামাযকে পূর্ণ করবে এবং দু'টি সিজদা হবে শয়তানের নাকে খত।

١٣٧٠ (٢٢) - حدثنا احمد بن محمد بن زياد ثنا اسماعيل بن اسحاق ثنا عبد الجبار بن سعيد ابن سليمان بن نوفل بن مساحق حدثني سليمان بن محمد بن ابى سبرة ابن اخى ابى بكر حدثنى ابو بكر بن ابى سبرة عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ اِذَا شَكَّ اَحَدُكُمْ فِىْ صَلاَتِهِ فَلَمْ يُدْرِ كَمْ صَلَّى اَرْبَعًا اَوْ ثَلاَثًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِيْنِ ثُمَّ لْيَقِيْمْ فَيُصَلِّىْ رَكْعَةً ثُمَّ سَجَدَ سِجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيْمِ فَانْ كَانَتْ صَلاَتُهُ اَرْبَعًا وَقَدْ زَادَ رَكْعَةً كَانَتْ هَاتَانِ السَّجْدَتَانَ تَشْفَعَانِ الْخَامِسَةَ وَانْ كَانَتْ صَلاَتُهُ ثَلاَثًا كَانَتِ الرَّابِعَةُ تَمَامُهَا وَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ .

১৩৭০(২২)। আহ্‌মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে যিয়াদ (র)... আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যদি তোমাদের কেউ তার নামাযের মধ্যে সন্দেহে পতিত হয় এবং বলতে পারে না যে, সে কতো রাক্‌আত পড়েছে, চার রাক্‌আত নাকি তিন রাক্‌আত, তাহলে সে সন্দেহ পরিহার করবে এবং ইয়াকীনের (নিশ্চিত বিশ্বাস) উপর ভিত্তি করবে। অতঃপর দাঁড়িয়ে এক রাক্‌আত নামায পড়বে, তারপর বসা অবস্থায় সালাম ফিরানোর পূর্বে দু'টি (সাহু) সিজদা করবে। যদি তার নামায (আগেই) চার রাক্‌আত পূর্ণ হয়ে থাকে তাহলে সে এই এক রাক্‌আত বেশী পড়েছে, এমতাবস্থায় ঐ দু'টি সিজদা পঞ্চম রাক্‌আতকে জোড় (ষষ্ঠ) রাক্‌আত বানাবে। আর তার নামায তিন রাক্‌আত হয়ে থাকলে ঐ রাক্‌আতটি তার নামাযকে চার রাক্‌আত পূর্ণ করবে। আর অতিরিক্ত সিজদা দু'টি হবে শয়তানের নাকে খত।

١٣٧١ (٢٣) - حدثنا ابو اسحاق اسماعيل بن يونس بن ياسين ثنا اسحاق بن ابى اسرائيل ثنا عبد الله بن جعفر عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا شَكَّ اَحَدُكُمْ فِىْ صَلاَتِهِ فَانْ اسْتَيْقَنَ اَنَّهُ قَدْ صَلَّى ثَلاَثًا فَلْيُصَلِّ وَاحِدَةً بِرَكْعَتِهَا وَسَجْدَتَيْهَا ثُمَّ لْيَتَشَهَّدْ فَاذَا فَرَغَ فَلَمْ يَبْقَ الاَّ اَنْ يُّسَلِّمَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ

وَهُوَ جَالِسٌ ثُمَّ يُسَلِّمُ فَانْ كَانَ صَلّى ثَلاَثًا وكَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِىْ صَلّى رَابِعَةً كَانَتِ السَّجْدَتَانِ تَرْغِيْمًا لِلشَّيْطَانِ وَانْ كَانَ صَلّى اَرْبَعًا وكَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِىْ صَلّى خَامِسَةً شَفَعَهَا بِسَجْدَتَيْنِ

১৩৭১(২৩)। আবু ইসহাক ইসমাঈল (র)... আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যদি তোমাদের কেউ তার নামাযের মধ্যে সন্দেহে পতিত হয় এবং বলতে পারে না যে, সে কতো রাক্‌আত পড়েছে, চার রাক্‌আত নাকি তিন রাক্‌আত, তাহলে সে সন্দেহ পরিহার করবে এবং ইয়াকীনের (নিশ্চিত বিশ্বাস) উপর ভিত্তি করবে। অতঃপর দাঁড়িয়ে এক রাক্‌আত নামায পড়বে, তারপর বসা অবস্থায় সালাম ফিরানোর পূর্বে দু'টি (সাহু) সিজদা করবে। যদি তার নামায (আগেই) চার রাক্‌আত পূর্ণ হয়ে থাকে তাহলে সে এই এক রাক্‌আত বেশী পড়েছে, এমতাবস্থায় ঐ দু'টি সিজদা পঞ্চম রাক্‌আতকে জোড় (ষষ্ঠ) রাক্‌আত বানাবে। আর তার নামায তিন রাক্‌আত হয়ে থাকলে ঐ রাক্‌আতটি তার নামাযকে চার রাক্‌আত পূর্ণ করবে। আর অতিরিক্ত সিজদা দু'টি হবে শয়তানের নাকে খত।

١٣٧٢(٢٤)- حدثنا الحسين بن اسماعيل ثنا عبد الله بن شبيب حدثنى ذؤيب بن عمامة ثنا عبد المهيمن بن عباس عن ابيه عن جده عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ عَمْرٍو وكَانَ مِنَ النُّقَبَاءِ مِنْ بَنِىْ سَاعِدَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ سَجَدَ سَجْدَتَى السَّهْوِ قَبْلَ التَّسْلِيْمِ .

১৩৭২(২৪)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... আল-মুনযির ইবনে আমর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি ছিলেন সায়েদা গোত্রের নকীবগণের অন্তর্ভুক্ত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাম ফিরানোর পূর্বে দু'টি সাহু সিজদা করেন।

١٣٧٣(٢٥)- حدثنا ابو شيبة عبد العزيز بن جعفر بن بكر ثنا محمد بن مرزوق ثنا عمرو بن يونس ثنا عكرمة بن عمار عن يحى بن ابى كثير ثنا ابو سلمة عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ اذا صَلّى اَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ اَزَادَ اُمَّ نَقَصَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ثُمَّ يُسَلِّمُ .

১৩৭৩(২৫)। আবু শায়বা আবদুল আযীয ইবনে জা'ফার ইবনে বাক্‌র (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের বললেন : তোমাদের কেউ নামায পড়লো কিন্তু তার জানা নেই যে, সে বেশী পড়েছে না কম পড়েছে, তাহলে সে যেন বসা অবস্থায় দু'টি সাহু সিজদা করে, তারপর সালাম ফিরায়।

٥١- بَابُ اِدْبَارِ الشَّيْطَانِ مِنْ سِمَاعِ الاَذَانِ وَسَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلاَمِ

৫১-অনুচ্ছেদ : আযান ধ্বনি শুনে শয়তানের পালানো এবং সালাম ফিরানোর পূর্বে দু'টি সাহু সিজদা করবে।

١٣٧٤(١)- حدثنا عبد الله بن سليمان بن الاشعث والحسين بن اسماعيل ومحمد بن مخلد واحمد ابن محمد بن ابى بكر قالوا ثنا عبيد الله بن سعد ثنا عمى يعقوب بن

أبراهيم ح وحدثنا الحسين بن اسماعيل نا محمد بن منصور الطوسى نا يعقوب بن ابراهيم ثنا ابى عن ابن اسحاق ثنا سلمة بن صفوان بن سلمة الانصارى ثم الزرقى عن ابى سلمة عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُـوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اذَا اَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ خَرَجَ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسْجِدِ لَهُ حُصَاصٌ فَاِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ رَجَعَ فَاِذَا اَقَامَ الْمُؤَذِّنُ الصَّلاَةَ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ وَلَهُ ضُرَاطٌ فَاِذَا سَكَتَ رَجَعَ حَتّٰى يَاْتِىَ الْمَرْءَ الْمُسْلِمَ فِىْ صَلاَتِهِ فَيَدْخُلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَفْسِهِ لاَ يَدْرِىْ اَزَادَ فِىْ صَلاَتِهِ اَمْ نَقَصَ فَاِذَا وَجَدَ ذٰلِكَ اَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ اَنْ يُسْلِمُ ثُمَّ يُسَلِّمُ .

১৩৭৪(১)। আবদুল্লাহ ইবনে সুলায়মান ইবনুল আশ'আছ (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যখন মুয়ায্যিন আযান দেয় তখন শয়তান বাতকর্ম করতে করতে মসজিদ থেকে বের হয়ে যায়। আযানশেষে সে পুনরায় ফিরে আসে। মুয়য্যিন যখন নামাযের ইকামত দেয় তখনও সে বাতকর্ম করতে করতে মসজিদ থেকে বের হয়ে যায়। ইকামতশেষে সে পুনরায় ফিরে আসে। শেষে সে নামাযরত মুসলমানের কাছে আসে এবং তার ও তার অন্তরের মাঝখানে প্রবেশ করে। ফলে সে বলতে পারে না যে, সে নামায বেশী পড়েছে না কম পড়েছে। তোমাদের কেউ অনুরূপ অবস্থার শিকার হলে সে যেন সালাম ফিরানোর পূর্বে বসা অবস্থায় দু'টি সিজ্দা করে, তারপর সালাম ফিরায়।

١٣٧٥ (٢)- حدثنا ابو بكر النيسابورى ثنا يونس بن عبد الاعلى حدثنا ابن وهب اخبرنى هشام بن سعد ان زيد بن اسلم حدثهم عن عطاء بن يسار عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا شَكَّ اَحَدُكُمْ فِىْ صَلاَتِهِ فَلَمْ يَدْرِ صَلَّى ثَلاَثًا اَمْ اَرْبَعًا فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيْمِ فَاِنْ كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِىْ صَلَّى خَامِسَةً شَفَعَهَا بِهَاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ وَاِنْ كَانَتْ رَابِعَةً فَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيْمٌ لِلشَّيْطَانِ .

১৩৭৫(২)। আবু বাক্র আন-নায়সাপুরী (র)... আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: তোমাদের কেউ তার নামাযের মধ্যে সন্দেহে পতিত হলে এবং সে বলতে পারছে না, তিন রাক্আত পড়েছে না চার রাক্আত, এমতাবস্থায় সে দাঁড়িয়ে আরো এক রাক্আত নামায পড়বে, তারপর সালাম ফিরানোর পূর্বে বসা অবস্থায় দু'টি সাহু সিজদা করবে। শেষের পড়া রাকআতটি যদি পঞ্চম রাক্আত হয়ে থাকে তাহলে এই দুই সিজ্দা তাকে জোড়া বানাবে। আর যদি তা চতুর্থ রাক্আত হয় তাহলে এই দু'টি সিজদা হবে শয়তানের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক।

١٣٧٦(٣)- حدثنا عبد الصمد بن على المكرمى ثنا ابراهيم بن احمد بن مروان ثنا محمد بن ابان حدثنا فليح بن سليمان عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اذَا صَلّٰى اَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ اَثَلاَثًا صَلّٰى اَمْ اَرْبَعًا فَلْيُتِمَّ حَتّٰى يَسْتَيْقِنَ اَنَّهُ قَدْ اَتَمَّ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ السَّلاَمِ فَانْ كَانَتْ صَلاَتُهُ وِتْرًا كَانَتْ شَفْعًا لِصَلاَتِهِ وَانْ كَانَتْ صَلاَتُهُ شَفْعًا كَانَتْ تَرْغِيْمًا لِلشَّيْطَانِ .

১৩৭৬(৩)। আবদুস সামাদ ইবনে আলী আল-মুকরিমী (র)... আবু সাঈদ আল-খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ নামায পড়লো কিন্তু বলতে পারছে না যে, সে তিন রাক্‌আত পড়েছে না চার রাক্‌আত। এমতাবস্থায় সে নামায পূর্ণ করবে, যতক্ষণ না সে নিশ্চিত হয় যে, তার নামায পূর্ণ হয়েছে। অতঃপর সে সালাম ফিরানোর পর দু'টি সিজদা করবে। যদি তার নামায বেজোড় হয়ে থাকে তাহলে উক্ত সিজদা দু'টি তার নামাযকে জোড় বানাবে। আর যদি তার নামায জোড় সংখ্যক হয়ে থাকে তাহলে ঐ সিজদা দু'টি হবে শয়তানের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক।

١٣٧٧(٤)- حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ثنا احمد بن عيسى المصرى ح وحدثنا ابو بكر النيسابورى ثنا عيسى بن ابراهيم واحمد بن عبد الرحمان قالوا ثنا ابن وهب اخبرنى مخرمة بن بكير عن ابيه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوْسُفَ مَوْلٰى عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ يُحَدِّثُ اَنَّ مُعَاوِيَةَ صَلّٰى بِهِمْ فَقَامَ فِى الرَّكْعَتَيْنِ وَعَلَيْهِ الْجُلُوْسُ فَسَبَّحَ النَّاسُ بِهِ فَاَبٰى اَنْ يَّجْلِسَ حَتّٰى اذَا جَلَسَ لِلتَّسْلِيْمِ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ثُمَّ قَالَ هٰكَذَا رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى وَقَالَ النَّيْسَابُوْرِىُّ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَعَلَ هٰذَا .

১৩৭৭(৪)। আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল আযীয (র)... উসমান (রা)-এর মুক্তদাস মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি, মু'আবিয়া (রা) তাদের নামায পড়ালেন। তিনি দ্বিতীয় রাক্‌আতে না বসে (ভুলবশত) দাঁড়িয়ে গেলেন। লোকজন তাতে তাসবীহ পাঠ করলো, কিন্তু তিনি বসলেন না। যখন তিনি সালাম ফিরানোর জন্য বসলেন তখন বসা অবস্থায় দু'টি সাহু সিজ্‌দা করলেন। অতঃপর তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে অনুরূপ ভাবে নামায পড়তে দেখেছি।

٥٢- بَابُ الْبِنَاءِ عَلٰى غَالِبِ الظَّنِّ

৫২-অনুচ্ছেদ ঃ প্রবল ধারণার উপর ভিত্তি করা।

١٣٧٨(١)- حدثنا القاضى الحسين بن اسماعيل ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن منصور عن ابراهيم عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلاَةً قَالَ اِبْرَاهِيْمُ

فَلاَ اَدْرِىْ اَزَادَ اَمْ نَقَصَ فَلَمَّا سَلَّمَ قِيْلَ لَهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَحَدَثَ فِى الصَّلاَةِ شَىْءٌ قَالَ لاَ وَمَا ذٰلِكَ قَالُوْا صَلَّيْتَ كَذَا فَثَنَّى رِجْلَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَلَمَّا سَلَّمَ اَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ اِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِى الصَّلاَةِ شَىْءٌ اَنْبَأْتُكُمُوْهُ وَلٰكِنْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ اَنْسٰى كَمَا تَنْسَوْنَ فَاِذَا نَسِيْتُ فَذَكِّرُوْنِىْ وَاِذَا شَكَّ اَحَدُكُمْ فِىْ صَلاَتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ ثُمَّ يُتِمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ يُسَلِّمُ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ .

১৩৭৮(১)। আল-কাযী আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... আলকামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন এক ওয়াক্তের নামায পড়লেন। ইবরাহীম (র)-এর বর্ণনায় আছে, আমি বলতে পারি না তিনি বেশী পড়েছেন না কম পড়েছেন। তিনি সালাম ফিরালে পর তাঁকে বলা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! নামাযের মধ্যে কি নতুন কিছু ঘটেছে? তিনি বলেন : না, তা কি? তারা বলেন, আপনি এরূপ নামায পড়েছেন। অতএব তিনি পিছনে মোড় দিয়ে কিবলামুখী হয়ে দু'টি সিজদা করেন, তারপর সালাম ফিরান। তিনি সালাম ফিরানোর পর আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলেন : নামাযের মধ্যে নতুন কিছু ঘটলে আমি তোমাদের তা অবহিত করতাম। কিন্তু আমি একজন মানুষ, তোমরা যেমন ভুলে যাও, আমিও তেমন ভুলে যাই। আমি ভুলে গেলে তোমরা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিও। তোমাদের কেউ তার নামাযে সন্দেহে পতিত হলে সে যেন সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছার জন্য চিন্তাভাবনা করে, অতঃপর এর ভিত্তিতে নামায পূর্ণ করে, এরপর সালাম ফিরাবে, এরপর দু'টি সিজ্‌দা করবে।

١٣٧٩(٢)- حدثنا القاضى الحسين بن اسماعيل ثنا يوسف بن موسى ثنا وكيع ثنا مسعر بن كدام عن منصور عن ابراهيم عن علقمة عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا شَكَّ اَحَدُكُمْ فِى الصَّلاَةِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَىِ السَّهْوِ .

১৩৭৯(২)। আল-কাযী আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ নামাযের মধ্যে (রাক্‌আত সংখ্যা সম্পর্কে) সন্দেহে পতিত হলে সে যেন চিন্তা করে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছে, তারপর দু'টি সাহু সিজদা করে।

١٣٨٠(٣)- حدثنا الحسين بن اسماعيل ثنا الحسين بن السكين ابو منصور حدثنا محمد بن عبيد ثنا مسعر عن منصور عن ابراهيم عن علقمة عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ اَنْسٰى كَمَا تَنْسَوْنَ فَاَيُّكُمْ شَكَّ فِىْ صَلاَتِهِ فَلْيَنْظُرْ اَحْرٰى ذٰلِكَ بِالصَّوَابِ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَىِ السَّهْوِ .

১৩৮০(৩)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : নিশ্চয়ই আমি একজন মানুষ। আমিও ভুলে যাই, যেমন তোমরা ভুলে যাও। তোমাদের

কেউ তার নামাযের মধ্যে সন্দেহে পতিত হলে সে যেন চিন্তা করে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে তার ভিত্তিতে নামায পূর্ণ করে, তারপর দু'টি সাহু সিজ্‌দা করে।

٥٣- بَابُ سُجُوْدِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلاَمِ

৫৩-অনুচ্ছেদ : সালাম ফিরানোর পর সাহু সিজদা করা।

١٣٨١(١)- حدثنا ابن صاعد ثنا ابو عبيد الله المخزومى سعيد بن عبد الرحمان ثنا سفيان عن منصور عن ابراهيم عن علقمة عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّهُ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ التَّسْلِيْمِ وَحَدَّثَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سَجَدَهُمَا بَعْدَ التَّسْلِيْمِ .

১৩৮১(১)। ইবনে সায়েদ (র)... ইবনে মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি সালাম ফিরানোর পর দু'টি সাহু সিজদা করেছেন। তিনি বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাম ফিরানোর পর দু'টি সাহু সিজদা করেছেন।

١٣٨٢(٢)- حدثنا ابن صاعد ثنا ابو عبيد الله المخزومى ثنا سفيان عن يحى بن سعيد عن عبد الرحمان الاعرج عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الظُّهْرَ فَقَامَ فِيْ اثْنَتَيْنِ وَلَمْ يَجْلِسْ فَلَمَّا قَضٰى صَلاَتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ثُمَّ سَلَّمَ بَعْدَ ذٰلِكَ .

১৩৮২(২)। ইবনে সায়েদ (র)... আবদুল্লাহ ইবনে বুহায়না (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের সাথে নিয়ে যুহরের নামায পড়েন। তিনি দ্বিতীয় রাকআতে না বসে (ভুলবশত) দাঁড়িয়ে গেলেন। তিনি নামাযশেষে দু'টি সাহু সিজ্‌দা করেন, অতঃপর সালাম ফিরান।

٥٤- بَابٌ لَيْسَ عَلَى الْمُقْتَدِىْ سَهْوٌ وَعَلَيْهِ سَهْوُ الاِمَامِ

৫৪-অনুচ্ছেদ : মোকতাদীর ভুলের জন্য সাহু সিজদা নেই, তাকে ইমামের সাথে সাহু সিজদা করতে হবে।

١٣٨٣(١)- حدثنا على بن الحسن بن هارون بن رستم السقطى ثنا محمد بن سعيد ابو يحى العطار ثنا شبابة ثنا خارجة بن مصعب عن ابى الحسين المدينى عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابيه عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لَيْسَ عَلٰى مَنْ خَلْفَ الاِمَامِ سَهْوٌ فَاِنْ سَهَا الاِمَامُ فَعَلَيْهِ وَعَلٰى مَنْ خَلْفَهُ السَّهْوُ وَاِنْ سَهَا مَنْ خَلْفَ الاِمَامِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ سَهْوٌ وَالاِمَامُ كَافِيْهِ .

১৩৮৩(১)। আলী ইবনুল হাসান ইবনে হারূন ইবনে রুসতাম আস-সাকাতী (র)... উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে নামায পড়ে তার উপর সাহু সিজদা নেই। ইমাম ভুল

করলে ইমাম ও মোকতাদী উভয়কে সাহু সিজদা করতে হবে। মোকতাদী ভুল করলে তার জন্য সাহু সিজদা নেই, ইমামই তার জন্য যথেষ্ট।

١٣٨٤(٢)- حدثنا محمد بن حمدوية المروزى ثنا عبد الله بن حماد الاملى ثنا يحى بن صالح ثنا ابو بكر العبسى عن يزيد بن ابى حبيب عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ سَهْوَ فِيْ وَثْبَةِ الصَّلاَةِ الاَّ قِيَامٍ عَنْ جُلُوْسٍ اَوْ جُلُوْسٍ عَنْ قِيَامٍ .

১৩৮৪(২)। মুহাম্মাদ ইবনে হামদাবিয়া আল-মারওয়াযী (র)... সালেম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমার (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : দ্রুত নামায পড়ায় সাহু সিজদা নেই। তবে বসার স্থানে দাঁড়ালে অথা দাঁড়ানোর স্থানে বসলে সাহু সিজদা করতে হবে।

١٣٨٥(٣)- حدثنا القاضى ابو جعفر احمد بن اسحاق البهلول حدثنى ابى ثنا عمار بن سلام عن محمد بن يزيد الواسطى عن سفيان بن حسين عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ذَاكَرَنِيْ عُمَرُ السَّهْوَ فِى الصَّلاَةِ فَاَتَانَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ عَوْفٍ فَوَقَفَ عَلَيْنَا فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ شَكَّ فِيْ صَلاَتِهِ فَلْيُصَلِّ حَتّٰى يَكُوْنَ شَكُّهُ فِى الزِّيَادَةِ .

১৩৮৫(৩)। আল-কাযী আবু জা'ফার আহমাদ ইবনে ইসহাক আল-বাহলূল (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার (রা) আমাকে নামাযের মধ্যে সাহু সিজদার কথা স্মরণ করিয়ে দেন। অতঃপর আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) আমাদের এখানে এলেন এবং আমাদের এখানে অবস্থান করেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : কেউ তার নামাযে সন্দেহে পতিত হলে সে নামায পড়বে, যাবত না তার বেশী পড়ার মধ্যে সন্দেহ হয়।

١٣٨٦(٤)- حدثنا محمد بن القاسم بن زكريا ثنا ابو كريب نا عبد الرحمان المحاربى عن اسماعيل بن مسلم عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ عُمَرَ نَتَذَاكَرُ الصَّلاَةَ فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ عَوْفٍ فَقَالَ اَلاَ اُخْبِرُكُمْ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اذَا شَكَكْتَ فِى النُّقْصَانِ فَصَلِّ حَتّٰى تَشُكَّ فِى الزِّيَادَةِ .

১৩৮৬(৪)। মুহাম্মাদ ইবনুল কাসেম ইবনে যাকারিয়া (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমার (রা)-এর সঙ্গে নামাযের আলোচনা করছিলাম। তখন আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) এসে বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট যা শুনেছি তা কি আপনাদের অবহিত করবো না? আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : যদি তুমি নামায (রাকআত সংখ্যা) কম হওয়ার ব্যাপারে সন্দিহান হও, তাহলে নামায পড়তে থাকো যতক্ষণ না তোমার বেশি পড়ার সন্দেহ হয়।

٥٥- بَابُ الْبِنَاءِ عَلَى التَّحَرِّىْ وَالسَّجْدَةَ بَعْدَ التَّسْلِيْمِ وَالتَّشَهُّدِ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا

৫৫-অনুচ্ছেদ : চিন্তার উপর ভিত্তি করা এবং সালাম ফিরানোর পর সিজ্‌দা করা এবং সালাম ফিরানোর পূর্বে ও পরে তাশাহ্‌হুদ পড়া।

١٣٨٧(١)- ثنا محمد بن يحى بن مرداس ثنا ابو داود ثنا النفيلى ثنا محمد بن سلمة عن خصيف عَنْ اَبِىْ عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰه عَنْ اَبِيْه عَنْ رَسُوْلِ اللّٰه ﷺ قَالَ اذَا كُنْتَ فِىْ صَلاَةٍ فَشَكَكْتَ فِىْ ثَلاَثٍ اَوْ اَرْبَعٍ وَاَكْثَرُ ظَنِّكَ عَلى اَرْبَعٍ تَشَهَّدْتَّ ثُمَّ سَجَدْتَّ سَجْدَتَيْنِ وَاَنْتَ جَالِسٌ قَبْلَ اَنْ تُسَلِّمَ ثُمَّ تَشَهَّدْتَّ اَيْضًا ثُمَّ تُسَلِّمُ . قال ابو داود رواه عبد الواحد بن زياد عن خصيف ولم يرفعه ووافق عبد الواحد سفيان وشريك واسرائيل واختلفوا فى متنه .

১৩৮৭(১)। মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে মিরদাস (র)... আবু উবায়দা ইবনে আবদুল্লাহ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তুমি নামাযরত অবস্থায় তিন অথবা চার রাক্‌আতের মধ্যে সন্দেহে পতিত হলে অথবা তোমার প্রবল ধরণায় চার রাক্‌আতের অধিক হলে তুমি তাশাহ্‌হুদ পড়বে, তারপর সালাম ফিরানোর পূর্বে বসা অবস্থায় দু'টি সাহু সিজদা করবে, তারপর পুনরায় তাশাহ্‌হুদ পড়ে সালাম ফিরাবে।

আবু দাঊদ (র) বলেন, এই হাদীস আবদুল ওয়াহেদ ইবনে যিয়াদ (র) খুসাইফ (র) থেকে বর্ণনা করেছেন এবং তিনি তা মারফূরূপে বর্ণনা করেননি। আবদুল ওয়াহেদ (র) সুফিয়ান, শারীক ও ইসরাঈল (র)-এর সাথে একমত হয়েছেন, তবে তারা মূল পাঠে মতানৈক্য করেছেন।

টীকা : হাদীসে সাহু সিজদার বিভিন্ন নিয়ম আছে। হানাফী মাযহাবের অনুসারীগণ তাশাহ্‌হুদ পড়ার পর ডানদিকে সালাম ফিরিয়ে দু'টি সিজদা করার পর পুনরায় তাশাহ্‌হুদ ও দরূদ পড়ার পর সালাম ফিরান, উপরোক্ত (১৩৮৭ নং) হাদীস অনুসারে। এছাড়া সুনান নাসাঈ, সাহু সিজদা অধ্যায়, বাব ৭৬, নং ১৩৩১ ও ১৩৩২; মুসলিম, কিতাবুল মাসাজিদ, বাব ১৯, নং ১২৯৩/১০১৮।

٥٦- بَابُ الرُّجُوْعِ اِلَى الْقُعُوْدِ قَبْلَ اسْتِتْمَامِ الْقِيَامِ

৫৬-অনুচ্ছেদ : পূর্ণরূপে না দাঁড়ালে বসে যাবে।

١٣٨٨(١)- حدثنا ابو محمد بن صاعد حدثنا ابو عبيد الله المخزومى ثنا عبد الله بن الوليد العدنى ح وحدثنا ابن صاعد حدثنا احمد بن منصور حدثنى يزيد بن ابى حكيم ثنا سفيان ثنا جابر ثنا المغيرة بن شبيل الاحمسى عن قيس بن ابى حازم عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ اذَا قَامَ الاِمَامُ فِى الرَّكْعَتَيْنِ فَاِنْ ذَكَرَ قَبْلَ اَنْ يَّسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ وَاِنْ اسْتَتَمَ قَائِمًا فَلاَ يَجْلِسْ وَسَجَدَ سَجْدَتَىِ السَّهْوِ . وكذلك رواه الفريابى ومؤمل وغيرهما عن الثورى .

১৩৮৮(১)। আবু মুহাম্মাদ ইবনে সায়েদ (র)... আল-মুগীরা ইবনে শো'বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ইমাম যদি দ্বিতীয় রাক্আতে (তাশাহ্হুদের জন্য না বসে ভুলবশত) দাঁড়ায় এবং পূর্ণরূপে দাঁড়ানোর পূর্বেই তা স্মরণ হয় তাহলে সে বসে যাবে। আর সে যদি পূর্ণরূপে দাঁড়িয়ে যায়, তবে আর বসবে না এবং (নামাযশেষে) দু'টি সাহু সিজ্দা করবে। পূবোর্ক্ত হাদীসের অনুরূপ এই হাদীস আল-ফিরয়াবী, মুয়াম্মাল (র) প্রমুখ আস-সাওরী (র) থেকে এভাবেই বর্ণনা করেছেন।

١٣٨٩(٢)- ثنا محمد بن سليمان النعماني ثنا احمد بن بديل ثنا يحى بن ادم ثنا قيس بن الربيع عن جابر عن المغيرة بن شبيل عن قيس بن ابى حازم عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰه ﷺ قَالَ اذَا شَكَّ اَحَدُكُمْ فَقَامَ فِى الرَّكْعَتَيْنِ فَاسْتَتَمَّ قَائِمًا فَلْيَمْضِ وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَاِنْ لَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ وَلاَ سَهْوَ عَلَيْهِ .

১৩৮৯(২)। মুহাম্মাদ ইবনে সুলায়মান আন-নো'মানী (র)... আল-মুগীরা ইবনে শো'বা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তোমাদের কেউ সন্দেহ বশত দ্বিতীয় রাকআতে পূর্ণরূপে দাঁড়িয়ে গেলে সে অবশিষ্ট নামায পূর্ণ করবে এবং দু'টি সাহু সিজদা করবে। আর সে যদি পূর্ণরূপে দাঁড়ানোর আগেই বসে যায় তাহলে তাকে সাহু সিজদা করতে হবে না।

١٣٩٠(٣)- حدثنا محمد بن يحى بن مرداس نا اَبُوْ دَاوُدَ سَمِعْتُ اَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُوْلُ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِىْ جَابِرٍ فِىْ حَدِيْثِهِ اِنَّمَا تُكَلِّمَ فِيْهِ لِرَاْيِهِ . قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَجَابِرٌ عِنْدِىْ لَيْسَ بِالْقَوِىِّ فِىْ حَدِيْثِهِ وَرَاْيِهِ .

১৩৯০(৩)। মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহ্ইয়া ইবনে মিরদাস (র)... আবু দাউদ (র) বলেন, আমি আহ্মাদ ইবনে হাম্বল (র)-কে বলতে শুনেছি, জাবের (র)-এর হাদীসে তার সম্পর্কে কোন মন্তব্য করা হয়নি, তবে তাতে তার মতামত সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছে। আবু দাউদ (র) বলেন, আমার মতে জাবের (র) তেমন শক্তিশালী রাবী নন তার হাদীস ও মতামতের ব্যাপারে।

٥٧- بَابُ تَحْلِيْلِ الصَّلاَةِ التَّسْلِيْمُ

৫৭-অনুচ্ছেদ : নামাযের হালালকারী হলো সালাম ফিরানো।

١٣٩١(١)- حدثنا محمد بن مخلد ثنا الحسانى محمد بن اسماعيل ثنا وكيع ح وحدثنا عثمان بن احمد الدقاق حدثنا الحسن بن سلام ثنا عبيد اللّٰه بن موسى قالا ثنا سفيان عن عبد اللّٰه بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عَنْ عَلِىٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الطُّهُوْرُ وَتَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيْرُ وَتَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ وَقَالَ عُبَيْدُ اللّٰه وَاِحْرَامُهَا وَاِحْلاَلُهَا .

১৩৯১(১) : মুহাম্মাদ ইবনে মাখলাদ (র)... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : নামাযের চাবি (সূচনা) হলো পবিত্রতা, তার নিষিদ্ধকারী হলো তাকবীর তাহ্‌রীমা এবং তার হালালকারী হলো (শেষে) সালাম ফিরানো।

টীকা : পবিত্রতা হলো নামাযের চাবি, অর্থাৎ পবিত্রতা অর্জন না করে নামায পড়া যায় না বা নামাযে প্রবেশ করা যায় না। তাকবীর হলো হারামকারী, অর্থাৎ তাকবীরে তাহ্‌রীমা বলার সাথে সাথে নামাযের বাইরে যা কিছু করা হালাল ছিল তা হারাম হয়ে যায়। হালালকারী হলো তাসলীম, অর্থাৎ সালাম ফিরানোর সাথে সাথে নামাযের বাইরের কাজ করা আবার হালাল (বৈধ) হয়ে যায় (অনুবাদক)।

٥٨- بَابُ مَنْ اَحْدَثَ قَبْلَ التَّسْلِيْمِ فِيْ اخِرِ صَلاَتِهِ اَوْ اَحْدَثَ قَبْلَ تَسْلِيْمِ الاِمَامِ فَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُ

৫৮-অনুচ্ছেদ : নামাযের শেষ প্রান্তে সালাম ফিরানোর পূর্বে কারো উযু ভঙ্গ হলে অথবা ইমামের সালাম ফিরানোর পূর্বে কারো উযু ভঙ্গ হলেও তার নামায পূর্ণ হলো।

١٣٩٢(١)- حدثنا الحسين بن اسماعيل ثنا يعقوب الدورقى ثنا مروان بن معاوية الفزارى ثنا عبد الرحمان بن زياد الافريقى عن بكر بن سوادة وعبد الرحمان بن رافع عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ رَسُوْلَ اللّهِ ﷺ قَالَ اذْ جَلَسَ الاِمَامُ فِيْ آخِرِ رَكْعَةٍ ثُمَّ اَحْدَثَ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِهِ قَبْلَ اَنْ يُسَلِّمَ الاِمَامُ فَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُ . عبد الرحمان بن زياد ضعيف لا يحتج به .

১৩৯২(১)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যখন ইমাম তাঁর শেষ রাক্‌আতে বসেন, তারপর ইমামের সালাম ফিরানোর পূর্বে তার পিছনের কারো উযু ভঙ্গ হলেও তার নামায পূর্ণ হয়ে যাবে। আবদুর রহমান ইবনে যিয়াদ হাদীসশাস্ত্রে দুর্বল। তার হাদীস দলীলযোগ্য নয়।

١٣٩٣(٢)- حدثنا محمد بن يحى بن مرداس ثنا ابو داود ثنا احمد بن يونس ثنا زهير عن عبد الرحمان بن زياد بن انعم عن عبد الرحمان بن رافع وبكر بن سوادة عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ رَسُوْلَ اللّهِ ﷺ قَالَ اذَا قَضَى الاِمَامُ الصَّلاَةَ وَقَعَدَ فَاَحْدَثَ قَبْلَ اَنْ يُسَلِّمَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُ وَمَنْ كَانَ خَلْفَهُ مِمَّنْ اَتَمَّ الصَّلاَةَ .

১৩৯৩(২)। মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে মিরদাস (র)... আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : ইমাম নামাযের শেষ বৈঠকে বসার পর এবং সালাম ফিরানোর পূর্বে তার উযু ছুটে গেলে তার নামায পূর্ণ হয়ে যাবে এবং তার পিছনের লোকজনের নামাযও পূর্ণ হবে।

١٣٩٤(٣)- حدثنا الحسين ثنا يوسف يعنى ابن موسى ثنا وكيع ثنا سفيان عن عبد الرحمان ابن زياد عن بكر بن سوادة عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَحْدَثَ الاِمَامُ بَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَاْسَهُ مِنْ اٰخِرِ سَجْدَةٍ وَاسْتَوٰى جَالِسًا تَمَّتْ صَلاَتُهُ وَصَلاَتُ مَنْ خَلْفَهُ مِمَّنْ اِئْتَمَّ بِهِ مِمَّنْ اَدْرَكَ اَوَّلَ الصَّلاَةِ .

১৩৯৪(৩)। আল-হুসাইন (র)... আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ইমাম শেষ সিজদা থেকে মাথা তুলে সোজা হয়ে বসার পর তার উযু ছুটে গেলে তার নামায এবং তার পিছনে যারা প্রথম থেকে নামাযে অংশগ্রহণ করেছে তাদের নামাযও পূর্ণ হবে।

٥٩- بَابُ صَلاَةِ الْمَرِيْضِ لاَ يَسْتَطِيْعُ الْقِيَامَ وَالْفَرِيْضَةَ عَلَى الرَّاحِلَةِ

৫৯-অনুচ্ছেদ : অসুস্থ ব্যক্তির নামায যার দাঁড়ানোর শক্তি নেই এবং জন্তুযানের পিঠে ফরয নামায পড়া।

١٣٩٥(١)- حدثنا اسماعيل بن محمد الصفار ثنا عباس بن محمد ثنا ابو اسحاق الطالقانى ثنا ابن المبارك عن ابراهيم بن طهمان قال ابو اسحاق وسمعت ابن المبارك يقول كان ابراهيم ابن طهمان ثبتا فى الحديث عن حسين المكتب عن عبد الله بن بريدة عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ كَانَتْ لِىْ بَوَاسِيْرُ فَسَاَلْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ صَلِّ قَائِمًا فَاِنْ لَّمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَاِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلٰى جَنْبِكَ .

১৩৯৫(১)। ইসমাঈল ইবনে মুহাম্মাদ আস-সাফ্ফার (র)... ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার অর্শরোগ ছিল। আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন : তুমি দাঁড়িয়ে নামায পড়ো। যদি দাঁড়ানোর শক্তি না থাকে তবে বসা অবস্থায় নামায পড়ো। আর যদি বসার শক্তিও না থাকে তবে শোয়া অবস্থায় নামায পড়ো।

١٣٩٦(٢)- حدثنا اسماعيل بن محمد الصفار ثنا عباس بن محمد ثنا على بن الحسن بن شقيق ثنا ابراهيم بن طهمان عن حسين المعلم عن ابن بريدة عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ نَحْوَهُ . قال ابو الحسن اخرجه البخارى عن عبدان عن ابن المبارك عن ابراهيم ابن طهمان .

১৩৯৬(২)। ইসমাঈল ইবনে মুহাম্মাদ আস-সাফফার (র)... ইমরান ইবনে হুসাইন (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত। আবুল হাসান (র) বলেন, এই হাদীস ইমাম বুখারী (র) আবদান-ইবনুল মুবারক-ইবরাহীম ইবনে তাহমান (র) সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

١٣٩٧(٣)- ثنا ابو بكر احمد بن نصر بن سنويه البندار ثنا يوسف بن موسى نا وكيع ثنا ابراهيم بن طهمان عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ كَانَ لِيْ النَّاصُوْرُ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الصَّلاَةِ فَقَالَ صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِداً فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ .

১৩৯৭(৩)। আবু বাক্র আহ্‌মাদ ইবনে নাসর ইবনে সানদুবিয়া আল-বুনদার (র)... ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার জখম (ক্ষতস্থান) থেকে সর্বদা পুঁজ নির্গত হতো। আমি নবী ﷺ -কে এই অবস্থায় নামায পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন : তুমি দাঁড়িয়ে নামায পড়ো, দাঁড়াতে সক্ষম না হলে বসে নামায পড়ো, তাতেও সক্ষম না হলে শুয়ে নামায পড়ো।

١٣٩٨(٤)- ثنا ابراهيم بن حماد ثنا عباس بن يزيد ثنا ابو عامر ثنا ابراهيم بن طهمان عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ بِهذَا اَوْ قَالَ اَلْبَاسُوْرُ .

১৩৯৮(৪)। ইবরাহীম ইবনে হাম্মাদ (র)... হুসাইন আল-মু'আল্লিম (র) থেকে এই সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত। এই সূত্রে আন-নাসূর -এর স্থলে আল-বাসূর শব্দ আছে।

١٣٩٩(٥)- ثنا محمد بن ابراهيم بن نيروز الانماطى ثنا محمد بن عبد الرحمان بن غزوان ابو عبد الله ثنا ابن الرماح قاضى بلخ عن كثير بن زياد ابى سهل البصرى العتكى عَنْ عُمَرَ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ اُمَيَّةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ يَعْلَى بْنِ اُمَيَّةَ صَاحِبِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ انْتَهَيْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الى مُضَيِّقٍ السَّمَاءُ مِنْ فَوْقِنَا وَالْبَلَّةُ مِنْ اَسْفَلِنَا وَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَاَمَرَ الْمُؤَذِّنَ فَاَذَّنَ وَاَقَامَ اَوْ اَقَامَ بِغَيْرِ اَذَانٍ ثُمَّ تَقَدَّمَ النَّبِيُّ ﷺ فَصَلَّى بِنَا عَلَى رَاحِلَتِهِ وَصَلَّيْنَا خَلْفَهُ عَلَى رَوَاحِلِنَا وَجَعَلَ سُجُوْدَهُ اَخْفَضَ مِنْ رُكُوْعِهِ .

১৩৯৯(৫)। মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম ইবনে নায়রূয আল-আনমাতী (র)... রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাহাবী ইয়া'লা ইবনে উমায়্যা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর সঙ্গে এক সংকীর্ণ স্থানে পৌঁছলাম। আমাদের উপরে ছিল আসমান (থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হচ্ছিল) এবং নিচে ছিল ভিজা মাটি। এমতাবস্থায় নামাযের ওয়াক্ত হলে তিনি মুআয্‌যিনকে নির্দেশ দিলেন এবং সে আযান ও ইকামত দিলো অথবা আযান ব্যতীত শুধু ইকামত দিলো। তারপর নবী ﷺ সামনে অগ্রসর হয়ে তাঁর জন্তুযানে আরোহিত অবস্থায় আমাদের নামায পড়ালেন এবং আমরাও আমাদের জন্তুযানে আরোহণ করে তাঁর পিছে নামায পড়লাম। তিনি তাঁর রুকূ অপেক্ষা সিজদায় বেশি নিচু হয়েছেন।

٦٠- بَابُ الْحثِّ عَلى صَلاَةِ الْجَمَاعَةِ وَالاَمْرِ بِهَا

৬০-অনুচ্ছেদ : জামায়াতে নামায পড়ার জন্য উৎসাহিত করা এবং এজন্য নির্দেশ দেয়া।

١٤٠٠(١)- وحدثنا الحسين بن اسماعيل ثنا يحى بن معلى ثنا ابو حذيفة ثنا ابراهيم بن طهمان عن حصين بن عبد الرحمان عن عبد الله بن شداد بن الهاد عَنِ ابْنِ اُمِّ مَكْتُومٍ اَنَّهُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ انِّىْ لاَ اَقْدِرُ عَلٰى قَائِدٍ يُلاَئِمُنِىْ فِىْ كُلِّ سَاعَةٍ وَبَيْنِىْ وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ اَنْهَارٌ وَاَشْجَارٌ فَيَسَعُنِىْ اَنْ اُصَلِّىَ فِىْ بَيْتِىْ قَالَ اَتَسْمَعُ الاقَامَةَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأْتِهَا .

১৪০০(১)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... ইবনে উম্মে মাকতূম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি সব সময় আমাকে নিয়ে যাবার মত উপযুক্ত সাহায্যকারী পাই না। আর আমার ও মসজিদের মাঝপথে নালা ও বনজঙ্গল আছে। আপনি কি আমাকে ঘরে নামায পড়ার অনুমতি দিবেন? তিনি জিজ্ঞেস করেন : তুমি কি আযান শুনতে পাও? তিনি বলেন, হাঁ। তিনি বলেন : তাহলে তুমি মসজিদে আসো।

٦١- بَابُ قَضَاءِ الصَّلاَةِ بَعْدَ وَقْتِهَا وَمَنْ دَخَلَ فِىْ صَلاَةٍ فَخَرَجَ وَقْتُهَا قَبْلَ تَمَامِهَا

৬১-অনুচ্ছেদ : ওয়াক্ত চলে যাওয়ার পর নামায কাযা করা এবং কোন ব্যক্তি নামায শুরু করার পর তা সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে ওয়াক্ত শেষ হয়ে গেলে।

١٤٠١(١)- حدثنا الحسين بن اسماعيل حدثنا ابو يحى محمد بن عبد الرحيم ثنا عبد الصمد ابن النعمان ثنا ابو جعفر الرازى عن يحى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عَنْ بِلاَلٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ سَفَرٍ فَنَامَ حَتّٰى طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَاَمَرَ بِلاَلاً فَاَذَّنَ ثُمَّ تَوَضَّاَ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّوْا صَلاَةَ الْغَدَاةِ .

১৪০১(১)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... বিলাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সাথে এক সফরে ছিলাম। রাতে তিনি ঘুমালেন, এমনকি সূর্য উঠে গেলো। তিনি বিলাল (রা) -কে নির্দেশ দিলেন এবং তিনি আযান দিলেন। তারপর তিনি উযু করে দুই রাক্‌আত (সুন্নাত) নামায পড়লেন, তারপর তারা সকলে ফজরের নামায পড়লেন।

١٤٠٢(٢)- حدثنا محمد بن مخلد ثنا العباس بن يزيد ثنا معاذ بن هشام حدثنى ابى عن قتادة عن عذرة بن تميم عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اذَا صَلّٰى اَحَدُكُمْ رَكْعَةً مِّنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَلْيُصَلِّ الَيْهَا اُخْرٰى .

১৪০২(২)। মুহাম্মাদ ইবনে মাখ্‌লাদ (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : যদি তোমাদের কেউ ফজরের নামাযের এক রাক্‌আত পড়তেই সূর্য উদিত হয়, তবে সে যেন তার সাথে দ্বিতীয় রাক্‌আতও পড়ে।

١٤٠٣(٣)- حدثنا احمد بن العباس البغوى ثنا ابو بدر عباد بن الوليد ثنا عفان ثَنَا هَمَّامٌ قَالَ سُئِلَ قَتَادَةُ عَنْ رَجُلٍ صَلّى رَكْعَةً مِّنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَالَ حَدَّثَنِيْ خَلاَّسٌ عَنْ اَبِيْ رَافِعٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّهِ ﷺ قَالَ يُتِمُّ صَلاَتَهُ .

১৪০৩(৩)। আহ্‌মাদ ইবনুল আব্বাস আল-বাগাবী (র)... হাম্মাম (র) বলেন, কাতাদা (র)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, কোন ব্যক্তি ফজরের এক রাক্‌আত নামায পড়লো, তারপর সূর্য উদিত হলো। তিনি বলেন, আমার নিকট খাল্লাস (র) আবু রাফে'-আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: সে তার নামায পূর্ণ করবে।

١٤٠٤(٤)- حدثنا عمر بن احمد بن على المروزى ثنا ابو النضر احمد بن عتيق العتيقى المروزى ثنا محمد بن سنان العوفى ثنا همام عن قتادة عن خلاس عن ابى رافع عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ صَلّى رَكْعَةً مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلاَتَهُ.

১৪০৪(৪)। উমার ইবনে আহ্‌মাদ ইবনে আলী আল-মারওয়াযী (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : কোন ব্যক্তি ফজরের এক রাক্‌আত নামায পড়ার পর সূর্য উদিত হলে সে যেন তার নামায পূর্ণ করে।

١٤٠٥(٥)- حدثنا عمر بن احمد بن على ثنا ابو النضر احمد بن عتيق المروزى ثنا محمد بن سنان ثنا همام قال سمعت قتادة يحدث عن النضر بن انس عن بشير بن نهيك عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ صَلّى رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَلْيُصَلِّ الصُّبْحَ .

১৪০৫(৫)। উমার ইবনে আহ্‌মাদ ইবনে আলী (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন: কোন ব্যক্তি ফজরের এক রাকআত নামায পড়ার পর সূর্য উদিত হলে সে যেন ফজরের নামায পড়ে (অবশিষ্ট রাক্‌আত পূর্ণ করে)।

١٤٠٦(٦)- ثنا احمد بن العباس البغوى ثنا ابو بدر العنبرى ثنا عمرو بن عاصم ثنا همام عن قتادة عن النضر بن انس عن بشير بن نهيك عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ حَتّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيُصَلِّهِمَا .

১৪০৬(৬)। আহ্‌মাদ ইবনুল আব্বাস আল-বাগাবী (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে ব্যক্তি সূর্য উদয়ের পূর্বে ফজরের দুই রাক্‌আত নামায পড়তে পারেনি সে যেন (সূর্য উদয়ের পর) তা পড়ে।

١٤٠٧ (٧)- حدثنا محمد بن يحى بن هارون الاسكافى ثنا اسحاق بن شاهين ابو بشر نا خالد بن عبد الله عن يونس عن الحسن عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ مَسِيْرٍ لَهُ فَنَامُوْا عَنْ صَلاَةِ الْفَجْرِ فَاسْتَيْقَظُوْا بِحَرِّ الشَّمْسِ فَارْتَفَعُوْا قَلِيْلاً حَتّٰى اسْتَقَلَّتْ ثُمَّ اَمَرَ الْمُؤَذِّنَ فَاَذَّنَ ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ ثُمَّ اَقَامَ الْمُؤَذِّنُ فَصَلَّى الْفَجْرَ .

১৪০৭(৭)। মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে হারূন আল-আসকাফী (র)... ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কোন এক সফরে ছিলেন। রাতে লোকজন ঘুমিয়ে থাকায় তারা ফজরের নামায পড়তে পারেনি। তারা সূর্যের তাপে সজাগ হলো। তারা স্থান ত্যাগ করে সামান্য সামনে অগ্রসর হলো এবং সূর্য কিছুটা উপরে উঠলো। তারপর তিনি মুআয্‌যিনকে নির্দেশ দিলে তিনি আযান দিলেন। অতঃপর তিনি ফজরের (ফরয নামাযের) পূর্বে দুই রাক্‌আত (সুন্নাত) পড়লেন। তারপর মুআয্‌যিন ইকামত দিলে তিনি ফজরের নামায পড়লেন।

١٤٠٨ (٨)- حدثنا اسماعيل بن العباس ثنا حفص بن عمرو ثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد ثنا يونس عن الحسن عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ مَسِيْرٍ لَهُ فَنِمْنَا عَنْ صَلاَةِ الْفَجْرِ حَتّٰى طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَاَمَرَ الْمُؤَذِّنَ فَاَذَّنَ ثُمَّ صَلَّيْنَا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ حَتّٰى اِذَا اَمْكَنَتْنَا الصَّلاَةُ صَلَّيْنَا .

১৪০৮(৮)। ইসমাঈল ইবনুল আব্বাস (র)... ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে তাঁর কোন এক সফরে ছিলাম। আমরা রাতে ঘুমিয়ে থাকার কারণে ফজরের নামায পড়তে পারিনি, এমনকি সূর্য উঠে গেলো। তিনি মুআয্‌যিনকে নির্দেশ দিলে তিনি আযান দিলেন। তারপর আমরা ফজরের দুই রাক্‌আত (সুন্নাত) নামায পড়লাম। আর যখন আমরা (ফরয) নামায পড়তে সক্ষম হলাম তখন নামায পড়লাম।

١٤٠٩ (٩)- حدثنا ابو بكر النيسابورى ثنا الربيع بن سليمان ونصر بن مرزوق قالا نا اَسَد بن موسى ثنا الليث بن سعد عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّهُ جَاءَ وَالنَّبِىُّ ﷺ يُصَلِّيْ صَلاَةَ الْفَجْرِ فَصَلّٰى مَعَهُ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ فَصَلّٰى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ مَا هَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ قَالَ لَمْ اَكُنْ صَلَّيْتُهُمَا قَبْلَ الْفَجْرِ فَسَكَتَ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا .

১৪০৯(৯)। আবু বাক্‌র আন-নায়সাপুরী (র)... ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ (র) থেকে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি যখন এলেন তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামায পড়ছিলেন। তিনিও তাঁর সাথে নামায

পড়লেন। তিনি ﷺ সালাম ফিরানোর পর তিনি দাঁড়িয়ে ফজরের দুই রাকআত (সুন্নাত) নামায পড়লেন। নবী ﷺ তাকে বলেন : এই দুই রাক্‌আত কোন নামায? তিনি বলেন, আমি ফজরের ফরয নামাযের পূর্বেকার দুই রাক্‌আত (সুন্নাত) নামায পড়তে পারিনি। এতে তিনি নীরব থাকলেন এবং আর কিছু বলেননি।

١٤١٠(١٠)- حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ثنا ابو بكر بن ابى شيبة ثنا عبد الله بن نمير ثنا سعد بن سعيد يحدثنى محمد بن ابراهيم عَنْ قَيْسِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ رَاى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَجُلاً يُصَلِّيْ بَعْدَ صَلاَةِ الصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَصَلاَةُ الصُّبْحِ مَرَّتَيْنِ فَقَالَ الرَّجُلُ اِنِّيْ لَمْ اَكُنْ صَلَّيْتُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا فَصَلَّيْتُهُمَا الاٰنَ قَالَ فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قيس هذا هو جد يحى ابن سعيد .

১৪১০(১০)। আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল আযীয (র)... কায়েস ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে ফজরের (ফরয) নামায পড়ার পর দুই রাক্‌আত (সুন্নাত) নামায পড়তে দেখলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : ফজরের নামায কি দুইবার? লোকটি বললো, আমি ফজরের ফরয নামাযের পূর্বেকার দুই রাক্‌আত (সুন্নাত) পড়তে পারিনি, সেই দুই রাক্‌আত এখন পড়লাম। রাবী বলেন, তার কথায় রাসূলুল্লাহ ﷺ নীরব থাকেন। এই কায়েস (রা) হলেন ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে সাঈদ (র)-এর দাদা।

١٤١١(١١)- حدثنا اسماعيل بن محمد الصفار ثنا عباس بن محمد بن حاتم حدثنا روح بن عبادة ثنا هشام عن الحسن عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ سِرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ غَزْوَةٍ اَوْ قَالَ فِيْ سَرِيَّةٍ فَلَمَّا كَانَ اٰخِرُ السَّحْرِ عَرَّسْنَا فَمَا اسْتَيْقَظْنَا حَتّٰى اَيْقَظَنَا حَرُّ الشَّمْسِ فَجَعَلَ الرَّجُلُ مِنَّا يَثُبُ فَزِعًا دَهِشًا فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَنَا فَارْتَحَلْنَا ثُمَّ سِرْنَا حَتّٰى ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ فَقَضَى الْقَوْمُ حَوَائِجَهُمْ ثُمَّ اَمَرَ بِلاَلاً فَاَذَّنَ فَصَلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ اَمَرَ فَاَقَامَ فَصَلَّى الْغَدَاةَ فَقُلْنَا يَا نَبِيَّ اللّٰهِ اَلاَّ نَقْضِيْهِمَا لِوَقْتِهِمَا مِنَ الْغَدِ فَقَالَ لَهُمْ ﷺ اَيَنْهَاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الرِّبٰى وَيَقْبَلُهُ مِنْكُمْ .

১৪১১(১১)। ইসমাঈল ইবনে মুহাম্মাদ আস-সাফ্‌ফার (র)... ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা এক যুদ্ধাভিযানে অথবা ক্ষুদ্র সামরিক অভিযানে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সফর করি। আমরা শেষ রাতের দিকে ঘুমিয়ে পড়লাম এবং সময়মত জাগ্রত হতে পারিনি, শেষে সূর্যের তাপ আমাদের সজাগ করলো। আমাদের প্রত্যেক ব্যক্তি ভীত-সন্ত্রস্ত হলো। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ সজাগ হয়ে আমাদের স্থান ত্যাগের নির্দেশ দিলে আমরা স্থান ত্যাগ করলাম। আমরা সামনে অগ্রসর হতে থাকলাম, এমনকি সূর্য উপরে উঠলো। লোকজন যাত্রাবিরতি করে তাদের প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণ

করলো। তারপর তিনি বিলাল (রা)-কে নির্দেশ দিলে তিনি আযান দিলেন। আমরা দুই রাক্‌আত (সুন্নাত) নামায পড়লাম। তারপর তিনি নির্দেশ দিলে তিনি ইকামত দিলেন এবং ফজরের (ফরয) নামায পড়লেন। আমরা বললাম, হে আল্লাহ্‌র নবী! আমরা কি এই দুই রাক্‌আত আগামী কাল ফজরের ওয়াক্তে কাযা করবো? তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বলেন, আল্লাহ তোমাদের জন্য কি রিবা (অতিরিক্ত ইবাদত) নিষেধ করেছেন এবং তা তোমাদের থেকে গ্রহণ করতে কি অস্বীকার করেছেন?

١٤١٢(١٢)- قرئ على عبد الله بن محمد بن عبد العزيز وانا اسمع حدثكم على بن الجعد وشيبان ابن فروخ قالا نا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن عبد الله بن رباح عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ قَالَ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ حَدِيْثَ الْمِيْضَاَةِ بِطُوْلِه وَقَالَ فِيْهِ ثُمَّ قَالَ اِنَّهُ لَيْسَ فِى النَّوْمِ تَفْرِيْطٌ اِنَّمَا التَّفْرِيْطُ عَلٰى مَنْ لَّمْ يُصَلِّ حَتّٰى يَجِئَ وَقْتُ الصَّلاَةِ الاُخْرٰى فَمَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ فَلْيُصَلِّهَا حِيْنَ يَنْتَبِهُ لَهَا فَاِذَا كَانَ الْغَدُ فَلْيُصَلِّهَا عِنْدَ وَقْتِهَا .

১৪১২(১২)। আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল আযীয (র)... আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের উদ্দেশে ভাষণ দিলেন। তারপর রাবী মিদাআ (উযুর পানির পাত্র) সংক্রান্ত হাদীস সবিস্তারে উল্লেখ করেন এবং তাতে তিনি বর্ণনা করেন, অতঃপর তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : ঘুমের মধ্যে কোন অপরাধ নেই, অপরাধ হলো সেই ব্যক্তির যে নামায পড়েনি, এমনকি অন্য ওয়াক্তের নামায এসে গেলো। অতএব কোন ব্যক্তি এরূপ করলে (ঘুমন্ত থাকলে) সে যেন সজাগ হয়েই নামায পড়ে এবং পরের দিন তা ওয়াক্তমত পুনরায় পড়ে।

টীকা : হাদীসটি সবিস্তারে সহীহ মুসলিমে, কিতাবুল মাসাজিদ, বাব ৫৫, নং ১৫৬২ / ৩১১, ই.ফা.বা,. নং ১৪৩৩ -এ উল্লেখ আছে (অনুবাদক)।

١٤١٣(١٣)- حدثنا عبد الله بن محمد ثنا هارون بن عبد الله ثنا يزيد بن هارون ثنا حماد بن سلمة عن ثابت البنانى عن عبد الله بن رباح عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنْ كَانَ اَمَرُ دُنْيَاكُمْ فَشَاْنُكُمْ وَاِنْ كَانَ اَمْرُ دِيْنِكُمْ فَاِلَىَّ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَرَّطْنَا فِىْ صَلاَتِنَا فَقَالَ لاَ تَفْرِيْطُ فِى النَّوْمِ اِنَّمَا التَّفْرِيْطُ فِى الْيَقْظَةِ فَاِذَا كَانَ ذٰلِكَ فَصَلُّوْهَا وَمِنَ الْغَدِ لِوَقْتِهَا .

১৪১৩(১৩)। আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ (র)... আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমাদের পার্থিব কোন বিষয় হলে তাতে তোমরা স্বাধীন। আর তোমাদের দীন সংক্রান্ত কোন বিষয় হলে তা আমার উপর ন্যস্ত করো। আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আমাদের নামাযে ভুলত্রুটি করে থাকি। তিনি বলেন : ঘুমের কারণে কোন ত্রুটি নেই, ত্রুটি হলো জাগ্রত অবস্থায়। এরূপ হলে তোমরা সাথে সাথে নামায পড়ে নাও এবং পরের দিন তার নির্দিষ্ট ওয়াক্তে পুনরায় তা পড়ো।

١٤١٤(١٤)- حدثنا ابو طلحة احمد بن محمد بن عبد الكريم الفزارى ثنا زياد بن يحى الحسانى ثنا حماد بن واقد ثنا ثابت البنانى عن عبد الله بن رباح عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ نَوْمُهُمْ عَنِ الصَّلاَةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ فِى النَّوْمِ تَفْرِيْطٌ اِنَّمَا التَّفْرِيْطُ فِىْ الْيَقْظَةِ فَاِذَا نَسِىَ اَحَدُكُمْ صَلاَةً اَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا اِذَا ذَكَرَهَا وَلِوَقْتِهَا مِنَ الْغَدَةِ قَالَ فَسَمِعَنِىْ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ وَاَنَا اُحَدِّثُ هٰذَا الْحَدِيْثَ فَقَالَ لِىْ يَا فَتَى احْفَظْهَا مَا كُنْتَ تُحَدِّثُ فَاِنِّىْ قَدْ سَمِعْتُ هٰذَا الْحَدِيْثَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

১৪১৪(১৪)। আবু তালহা আহ্‌মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল করীম আল-ফাযারী (র)... আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর নিকট নামাযের ওয়াক্তে তাদের ঘুমিয়ে থাকার বিষয় উত্থাপিত হলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : ঘুমন্ত অবস্থায় কোন ত্রুটি নেই, ত্রুটি হলো জাগ্রত অবস্থায়। অতএব তোমাদের কেউ নামায পড়ার কথা বেমালুম ভুলে গেলে অথবা তা না পড়ে ঘুমিয়ে গেলে সে যেন স্মরণ হওয়ার সাথে সাথে তা পড়ে এবং পরের দিন তার নির্দিষ্ট ওয়াক্তে পুনরায় তা পড়ে। অধস্তন রাবী বলেন, আমাকে ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) এই হাদীস বর্ণনা করতে শুনে তিনি বলেন, হে যুবক! তুমি যে হাদীস বর্ণনা করছো তা স্মরণ রাখো। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এই হাদীস শুনেছি।

١٤١٥(١٥)- حدثنا عثمان بن احمد الدقاق ثنا ابراهيم بن الهيثم ثنا ابو شيخ الحرانى ثنا موسى بن اعين عن يحى عن الاعمش عن اسماعيل عن الحسن عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِنَحْوِ هٰذِهِ الْقِصَّةِ قُلْنَا اَلاَ نُصَلِّيْهَا فِىْ غَدٍ قَالَ يَنْهَاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الرِّبَا وَيَأْخُذُهُ.

১৪১৫(১৫)। উসমান ইবনে আহ্‌মাদ আদ-দাক্‌কাক (র)... ইমরান ইবনে হুসাইন (রা)-নবী ﷺ সূত্রে পূর্বোক্ত ঘটনার অনুরূপ বর্ণিত। আমরা বললাম, আমরা কি তা পরের দিন পড়বো? তিনি বলেন : আল্লাহ কি তোমাদের জন্য রিবা (অতিরিক্ত ইবাদত) নিষিদ্ধ করেছেন এবং তা কি তিনি তোমাদের থেকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছেন?

١٤١٦(١٦)- حدثنا احمد بن سليمان ثنا الحارث بن محمد ثنا روح بن عبادة ثنا هشام بن حسان عن الحسن عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِهٰذَا وَقَالَ يَنْهَاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الرِّبَا وَيَقْبَلُهُ مِنْكُمْ .

১৪১৬(১৬)। আহ্‌মাদ ইবনে সুলায়মান (র)...- ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) -নবী ﷺ সূত্রে এই সনদে উপরোক্ত হাদীস বর্ণিত। তাতে তিনি বলেন : আল্লাহ কি তোমাদের জন্য সূদ (অতিরিক্ত ইবাদত) নিষিদ্ধ করেছেন এবং তিনি কি তা তোমাদের থেকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছেন?

টীকা : হানাফী মাযহাবমতে কাযা নামায একবার আদায় করলে তা পরের দিন নির্দিষ্ট ওয়াক্তে পুনরায় পড়তে হবে না। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস বিদ্যমান আছে (অনুবাদক)।

٦٢- بَابُ قَدْرِ الْمُسَافَةِ الَّتِى تُقْصَرُ فِىْ مِثْلِهَا صَلاَةٌ وَقَدْرِ الْمُدَّةِ

৬২-অনুচ্ছেদ : কতটা দূরত্ব সফর করলে নামায কসর করা যাবে এবং তার মেয়াদ।

١٤١٧(١)- حدثنا احمد بن محمد بن زياد ثنا اسماعيل الترمذى ثنا ابراهيم بن العلاء ثنا اسماعيل ابن عياش عن عبد الوهاب بن مجاهد عن ابيه وعطاء بن ابى رباح عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَا اَهْلَ مَكَّةَ لاَ تُقْصِرُوا الصَّلاَةَ فِىْ اَدْنى مِنْ اَرْبَعَةِ بُرْدٍ مِنْ مَكَّةَ الِى عُسْفَانَ .

১৪১৭(১)। আহ্‌মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে যিয়াদ (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : হে মক্কাবাসী! তোমরা ষোল ফারসাখ (৪৮ মাইল)-এর দূরত্বের কম সফর করলে নামায কসর করো না। যেমন মক্কা থেকে উসফান পর্যন্ত।

١٤١٨(٢)- حدثنا يحى بن محمد بن صاعد واخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قراءة عليه قالا ثنا لوين ثنا ابو عوانة عن عاصم وحصين عن عكرمة عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَافَرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَقَامَ سَبْعَ عَشَرَةَ يَقْصُرُ الصَّلاَةَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَنَحْنُ اذَا سَافَرْنَا فَاَقَمْنَا سَبْعَ عَشَرَةَ قَصَرْنَا وَاِذَا زِدْنَا اَتْمَمْنَا .

১৪১৮(২)। ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে সায়েদ (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সফর করলাম। তিনি সতের দিন অবস্থান করলেন এবং নামায কসর করলেন। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আমরা যখন সফর করতাম তখন সতের দিন অবস্থান করলে নামায কসর করতাম এবং এর বেশী দিন অবস্থান করলে পূর্ণ নামায পড়তাম।

١٤١٩(٣)- حدثنا عبد الله بن محمد ثنا خلف بن هشام حدثنا ابو شهاب عن عاصم عن عكرمة عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَقَمْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ سَفَرٍ سَبْعَ عَشَرَةَ نَقْصُرُ الصَّلاَةَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَنَحْنُ نَقْصُرُ سَبْعَ عَشَرَةَ فَاِنْ زِدْنَا اَتْمَمْنَا .

১৪১৯(৩)। আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে সতের দিন সফরে ছিলাম এবং এ সময় নামায কসর করেছি। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, অতএব আমরা সতের দিন নামায কসর করি এবং এর বেশী দিন অবস্থান করলে পূর্ণ নামায পড়ি।

টীকা ঃ সহীহ বুখারীতে হযরত আয়েশা (রা)-র সূত্রে বর্ণিত আছে যে, হিজরতের পূর্বে নামায দুই রাক্‌আত করে ফরয ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন হিজরত করে মদীনায় আসেন, তখন মুকীম অবস্থায় আরো দুই রাক্‌আত করে বাড়িয়ে দেয়া হয়। মুসনাদ আহমাদের বর্ণনায় আছে, মাগরিবের নামাযকে কসর থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে। অর্থাৎ মুকীম ও সফর উভয় অবস্থায় মাগরিবের নামায তিন রাক্‌আত পড়তে হবে ('কসর' অর্থ 'হ্রাস করা' 'কম করা')। আল-কুরআনের আয়াতে কসরের নির্দেশ রয়েছে ঃ

وَاِذَا ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَّفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۔

"তোমরা যখন সফরে বের হবে, তখন নামায সংক্ষিপ্ত করলে কোন দোষ নেই; (বিশেষত) কাফেররা তোমাদের বিপদগ্রস্ত করতে পারে বলে যখন তোমাদের আশংকা হবে" (সূরা নিসা : ১০১)।

সফরে কেবল ফরয নামায পড়তে হবে, না সুন্নাতও পড়তে হবে এ বিষয়ে মতভেদ আছে। মহানবী (স)-এর কর্মপন্থা থেকে শুধু এতোটুকু জানা যায় যে, তিনি সফররত অবস্থায় ফজরের সুন্নাত এবং বেতেরের নামায পড়তেন, কিন্তু অন্যান্য ওয়াক্তে কেবল ফরয নামাযই পড়তেন, নিয়মিত সুন্নাত পড়ার কথা প্রমাণিত নয়। অবশ্য সময়-সুযোগ হলে তিনি নফল নামাযও পড়তেন, বিশেষভাবে রাতের বেলা। আরোহী অবস্থায়ও এবং চলতে চলতেও কখনো নফল নামায পড়তেন। এজন্য হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) সফররত অবস্থায় ফজরের সুন্নাত ছাড়া অন্যান্য ওয়াক্তের সুন্নাত পড়তে লোকদের নিষেধ করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ আলেম সুন্নাত পড়া বা না পড়া উভয়টিই সংগত মনে করেন। তারা ব্যাপারটি লোকদের ব্যক্তিগত ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিয়েছেন। হানাফী মাযহাবের বাছাই করা মত হচ্ছে, পথ অতিক্রম করাকালে সুন্নাত না পড়াই উত্তম। আর কোন মঞ্জিলে উপস্থিত হয়ে স্বস্তি লাভ করার পর সুন্নাত পড়াই উত্তম।

ইমাম শাফিঈ (র) কসর করাকে বাধ্যতামূলক মনে করেন না। তবে তার মতে কসর করা উত্তম এবং না করাটা উত্তম কাজ পরিত্যাগ করার শামিল। ইমাম আহমাদের মতে কসর যদিও ওয়াজিব নয়, কিন্তু কসর না করা মাকরূহ। ইমাম আবু হানীফার মতে কসর করা ওয়াজিব। এরূপ একটি মত ইমাম মালেক থেকেও বর্ণিত আছে। হাদীস থেকে প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরে সব সময়ই নামায কসর করেছেন। তিনি সফরে কখনো চার রাক্আত নামায পড়েছেন বলে কোন নির্ভরযোগ্য বর্ণনা পাওয়া যায় না। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স), আবু বাক্র (রা), উমার (রা) ও উছমান (রা)-র সফরসংগী হয়েছি। কিন্তু তাদের কখনো কসর না করতে দেখিনি। ইবনে আব্বাস (রা)-সহ যথেষ্ট সংখ্যক সাহাবী বর্ণিত হাদীস এই মতেরই সমর্থন করে। তবে আয়েশা (রা) বর্ণিত দু'টি হাদীস থেকে জানা যায়, সফরে কসর করা বা পূর্ণ নামায পড়া দুটিই ঠিক। কিন্তু সনদ সূত্রের দিক থেকে হাদীস দু'টি দুর্বল। তবুও কেউ যদি পূর্ণ নামায পড়ে তবে তার নামায হয়ে যাবে।

কমপক্ষে কতো দূর পথ বা কতো সময়ের পথ অতিক্রম করার সংকল্প করলে কসর করা যায় সে সম্পর্কেও মতভেদ আছে। যাহেরী মাযহাবের ফিক্‌হে এ সম্পর্কে কোন কিছু নির্দিষ্ট নেই। এই মাযহাবের মত অনুযায়ী যে কোন সফরে কসর করা যায়, তা স্বল্প সময়ের জন্য হোক অথবা দীর্ঘ সময়ের জন্য। ইমাম মালেকের মতে আটচল্লিশ মাইলের কম অথবা একদিন এক রাতের কম সফরে কসর করা যায় না। ইমাম আহমাদেরও এই মত। ইবনে আব্বাস (রা)-ও এই মত প্রকাশ করেছেন। ইমাম শাফিঈ থেকেও এরূপ একটি মত বর্ণিত আছে। হযরত আনাস (রা) পনের মাইল দীর্ঘ সফরেও কসর জায়েয মনে করেন। "এক দিনের সফর কসরের জন্য যথেষ্ট" হযরত উমার (রা)-র এই কথাকে ইমাম যুহরী ও ইমাম আওযাঈ ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করেছেন। হাসান বসরী দুই দিন এবং ইমাম আবু ইউসুফ দুই দিনের অধিক দীর্ঘ সফরে কসর করা জায়েয মনে করেন। ইমাম আবু হানীফার মতে যে সফরে পায়ে হেঁটে অথবা উটযোগে গেলে তিন দিন অতিবাহিত হয় (প্রায় চুয়ান্ন মাইল) তাতে কসর করা যায়। ইবনে উমার (রা), ইবনে মাসউদ (রা) ও উছমান (রা) এই মত প্রকাশ করেছেন।

সফর ব্যপদেশে কোথাও যাত্রাবিরতি করলে কতো দিন পর্যন্ত কসর করা যাবে, এ সম্পর্কেও ইমামদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। ইমাম আহমাদের মতে মুসাফির ব্যক্তি যদি একাধারে চার দিন কোথাও অবস্থান করার সংকল্প করে, তবে তাকে পূর্ণ নামায পড়তে হবে। ইমাম মালেক ও ইমাম শাফিঈর মতে চার দিনের অধিক সময় অবস্থান করার সংকল্প করলে সেখানে কসর করা জায়েয নয়। ইমাম আওযাঈর মতে ১৩ দিন এবং আবু হানীফার মতে ১৫ দিন কিংবা তদুর্ধ সময় অবস্থান করার নিয়াত করলে পূর্ণ নামায পড়তে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এ সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যায় না।

সফরকারী যদি কোন কারণে কোথাও ঠেকায় পড়ে অবস্থান করতে থাকে এবং প্রতিটি মুহূর্তে অসুবিধা দূর হওয়ার ও বাড়ির উদ্দেশে প্রত্যাবর্তন করার সম্ভাবনা থাকে, তবে এমন স্থানে অনির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত কসর করা যেতে পারে। এ সম্পর্কে সকল আলেমই একমত। এরূপ অবস্থায় সাহাবাগণ একাধারে দু'বছর কসর করেছেন বলে প্রমাণ আছে। ইমাম আহমাদ এই ঘটনার উপর কিয়াস করে বন্দীদের জন্য সমস্ত মেয়াদব্যাপী কসর করার অনুমতি দিয়েছেন (অনুবাদক)।

٦٣- بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ فِى السَّفَرِ

৬৩-অনুচ্ছেদ : সফরকালে দুই ওয়াক্তের নামায একত্রে পড়া।

١٤٢٠(١)- حدثنا ابو بكر النيسابورى ثنا الحسن بن يحى الجرجانى ثنا عبد الرزاق عن ابن جريج حدثنى حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عَنْ عِكْرِمَةَ وَعَنْ كُرَيْبٍ مَوْلى ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ ابنَ عَبَّاسٍ قَالَ اَلاَ أُخْبِرُكُمْ عَنْ صَلاَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى السَّفَرِ قُلْنَا بَلى قَالَ كَانَ اِذَا زَاغَتْ لَهُ الشَّمْسُ فِىْ مَنْزِلِهِ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ قَبْلَ اَنْ يَّرْكَبَ وَاِذَا لَمْ تَزِغْ لَهُ فِىْ مَنْزِلِهِ سَارَ حَتّى اِذَا حَانَتِ الْعَصْرُ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَاِذَا حَانَتْ لَهُ الْمَغْرِبُ فِىْ مَنْزِلِهِ جَمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ وَاِذَا لَمْ تَحِنْ فِىْ مَنْزِلِهِ رَكِبَ حَتّى اِذَا حَانَتِ الْعِشَاءُ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا . قال الشيخ روى هذا الحديث حجاج عن ابن جريج قال اخبرنى حسين عن كريب وحده عن ابن عباس ورواه عثمان بن عمر عن ابن جريج عن حسين عن عكرمة عن ابن عباس . ورواه عبد المجيد عن ابن جريج عن هشام بن عروة عن حسين عن كريب عن ابن عباس . وكلهم ثقات فاحتمل ان يكون ابن جريج سمعه اولا من هشام بن عروة عن حسين كقول عبد المجيد عنه ثم لقى ابن جريج حسينًا فسمعه منه كقول عبد الرزاق وحجاج عن ابن جريج حدثنى حسين واحتمل ان يكون حسين سمعه من عكرمة ومن كريب جميعًا عن ابن عباس . وكان يحدث به مرة عنهما جميعًا كرواية عبد الرزاق عنه ومرة عن كريب وحده كقول حجاج وابن ابى رواد ومرة عن عكرمة وحده عن ابن عباس كقول عثمان ابن عمر وتصح الاقاويل كلها والله اعلم .

১৪২০(১)। আবু বাক্‌র আন-নায়সাপুরী (র)... ইবনে আব্বাস (রা)-এর মুক্তদাস কুরাইব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সফরকালীন নামায সম্পর্কে অবহিত করবো না? আমরা বললাম, হাঁ। তিনি বলেন, নবী ﷺ যাত্রাবিরতি স্থানে থাকতেই সূর্য ঢলে পড়লে তিনি উক্ত স্থান ত্যাগের পূর্বে যুহর ও আসরের নামায একত্রে পড়তেন। আর তিনি বিরতিস্থানে থাকতে সূর্য ঢলে না পড়লে সফর অব্যাহত রাখতেন এবং আসরের কাছাকাছি সময়ে যাত্রাবিরতি করে যুহর ও আসর নামায একত্রে পড়তেন। একইভাবে তিনি যাত্রাবিরতিস্থানে থাকতেই মাগরিবের নামাযের ওয়াক্ত হলে মাগরিব ও এশা একত্রে পড়তেন। তাঁর অবস্থানস্থল ত্যাগের সময় মাগরিবের ওয়াক্ত না হলে তিনি সফর অব্যাহত রাখতেন এবং এশার নামাযের ওয়াক্ত হলে যাত্রাবিরতি করে মাগরিব ও এশা একত্রে পড়তেন।

আশ-শায়েখ (র) বলেন, এই হাদীস হাজ্জাজ (র) ইবনে জুরাইজ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমার নিকট হুসাইন (র) কুরাইর-ইবনে আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন। এই হাদীস উসমান ইবনে উমার (র) ইবনে জুরাইজ (র)-হুসাইন (র)-ইকরিমা-ইবনে আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন। এই হাদীস আবদুল মাজীদ (র) ইবনে জুরাইজ-হিশাম ইবনে উরওরা- হুসাইন-কুরাইব-ইবনে আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন। এরা সবাই নির্ভরযোগ্য রাবী। সম্ভবত এই হাদীস ইবনে জুরাইজ (র) প্রথম হিশাম ইবনে উরওয়া (র) -হুসাইন (র) সূত্রে শ্রবণ করেন। যেরূপ আবদুল মজীদ (র) তার থেকে বর্ণনা করেন, তারপর ইবনে জুরাইজ (র) হাসান (র)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করেন এবং তিনি তার থেকে এই হাদীস শ্রবণ করেন, যেরূপ আবদুর রাযযাক (র) এবং হাজ্জাজ (র) ইবনে জুরাইজ (র) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, হুসাইন (র) আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেন। হতে পারে হুসাইন (র) এই হাদীস ইকরিমা (র) এবং কুরাইব (র) থেকেক ইবনে আব্বাস (রা) সূত্রে শ্রবণ করেছেন। তিনি কখনো এই হাদীস তাদের উভয়ের সূত্রে বর্ণনা করতেন আবদুর রাযযাক (র) তার থেকে বর্ণনা করার অনুরূপ। কখনো তিনি কেবল কুরাইব (র) থেকে বর্ণনা করেন হাজ্জাজ (র) ও ইবনে আবু দাউদ (র)-এর বর্ণনার অনুরূপ, কখনো কেবল ইকরিমা (র) থেকে ইবনে আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণনার অনুরূপ। কখনও তিনি কেবল ইকরিমা (র) থেকে ইবনে আব্বাস (র) সূত্রে বর্ণনা করেন উসমান ইবনে উমার (র)-র বর্ণনার অনুরূপ। এই সমস্ত বর্ণনা সহীহ। আল্লাহ সর্বাধিক জ্ঞাত।

١٤٢١(٢)- حدثنا محمد بن القاسم بن زكريا المحاربى ثنا ابو سعيد الاشج ثنا ابو خالد الاحمر عن ابن عجلان عن حسين بن عبد الله عن عكرمة عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيْعًا وَاِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ اَنْ تَزِيْغَ اَخَّرَهُمَا حَتّٰى يُصَلِّيْهِمَا فِىْ وَقْتِ الْعَصْرِ .

১৪২১(২)। মুহাম্মাদ ইবনুল কাসেম ইবনে যাকারিয়া আল-মুহারিবী (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্য ঢলে যাওয়ার পর যুহর ও আসরের নামায একত্রে পড়তেন। তিনি সূর্য ঢলে যাওয়ার পূর্বে মনযিল ত্যাগ করলে দুই ওয়াক্তের নামাযে বিলম্ব করতেন, শেষে তা আসরের ওয়াক্তে একত্রে পড়তেন।

١٤٢٢(٣)- حدثنا ابو على اسماعيل بن محمد الصفار ثنا عباس الدورى ثنا عبد الله بن ابى بدر الدورى ثنا يحى بن اليمان عن محمد عجلان عن حسين بن عبد الله عن عكرمة عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اذَا نَزَلَ مَنْزِلاً فَزَالَتِ الشَّمْسُ لَمْ يَرْتَحِلْ حَتّٰى يُصَلِّىَ الْعَصْرَ وَاِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ الزَّوَالِ صَلّٰى كُلَّ وَاحِدَةٍ لِوَقْتِهَا .

১৪২২(৩)। আবু আলী ইসমাঈল ইবনে মুহাম্মাদ আস-সাফ্ফার (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন মনযিলে যাত্রাবিরতি করলে এবং সূর্য ঢলে পড়লে আসরের নামায না পড়া পর্যন্ত পুনরায় যাত্রা করতেন না। তিনি সূর্য ঢলে যাওয়ার পূর্বে যাত্রা করলে প্রত্যেক নামায তার নিজস্ব ওয়াক্তে পড়তেন।

١٤٢٣(٤)- ثنا العباس بن عبد السميع الهاشمى ثنا الحسين بن الهيثم بن ماهان ابو الربيع ثنا خالد بن عبد السلام ثنا موسى بن ربيعة عن ابن الهاد عن حسين بن عبد الله عن عكرمة عَن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا ارْتَحَلَ حِيْنَ تَزِيْغُ الشَّمْسُ يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَاِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ ذٰلِكَ اَخَّرَ ذٰلِكَ اِلٰى وَقْتِ الْعَصْرِ .

১৪২৩(৪)। আল-আব্বাস ইবনে আবদুস সামী' আল-হাশিমী (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্য ঢলে যাওয়ার পর সফরে যাত্রা করলে যুহর ও আসরের নামায একত্রে পড়তেন এবং এর (সূর্য ঢলার) পূর্বে সফর করলে তা (যুহরের নামায) বিলম্বিত করে আসরের নামাযের ওয়াক্তে পড়তেন।

١٤٢٤(٥)- ثنا الحسين بن اسماعيل ثنا الحسن بن محمد بن الصباح ثنا شبابة ثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَّجْمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي السَّفَرِ اَخَّرَ الظُّهْرَ حَتّٰى يَدْخُلَ اَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ .

১৪২৪(৫)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফররত অবস্থায় যুহর ও আসরের নামায একত্র করতে চাইলে যুহরের নামাযকে আসরের নামাযের ওয়াক্ত হওয়া পর্যন্ত বিলম্বিত করতেন।

١٤٢٥(٦)- وحدثنا الحسين بن اسماعيل ثنا الفضل بن سهل ثنا يحى بن غيلان ثنا مفضل ابن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب انه حدثه عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ اَنْ تَزِيْغَ الشَّمْسُ سَارَ حَتّٰى يَدْخُلَ وَقْتُ الْعَصْرِ فَيَنْزِلُ فَيَجْمَعُ بَيْنَهُمَا وَاِذَا لَمْ يَرْتَحِلْ حَتّٰى تَزِيْغَ الشَّمْسُ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ ذَهَبَ .

১৪২৫(৬)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্য ঢলে যাওয়ার পূর্বে সফরে রওয়ানা হলে আসরের নামাযের ওয়াক্ত হওয়া পর্যন্ত সফর অব্যাহত রাখতেন, অতঃপর যাত্রাবিরতি করে দুই ওয়াক্তের নামায একত্রে পড়তেন। সূর্য ঢলে যাওয়ার পূর্বে তিনি সফরে যাত্রা না করলে যুহরের নামায পড়তেন, তারপর রওয়ানা হতেন।

١٤٢٦(٧)- ثنا على بن محمد المصرى ثنا هاشم بن يونس القصار ثنا عبد الله بن صالح ثنا مفضل والليث وابن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَّجْمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ اَخَّرَ الظُّهْرَ حَتّٰى يَدْخُلَ اَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا .

১৪২৬(৭)। আলী ইবনে মুহাম্মাদ আল-মিসরী (র)... আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ যুহর ও আসরের নামায একত্রে পড়ার ইচ্ছা করলে যুহরের নামায বিলম্বিত করতেন আসরের নামাযের প্রথম ওয়াক্ত আসা পর্যন্ত, তারপর উভয় ওয়াক্তের নামায একত্রে পড়তেন।

١٤٢٧(٨)- ثنا ابو محمد بن صاعد وابو بكر النيسابورى قالا نا العباس بن الوليد بن مزيد العذرى ببيروت اخبرنى ابى خبرنا عمر بن محمد بن زيد حدثنى نافع مولى عبد الله ابن عمر عَن ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ اَقْبَلَ مِنْ مَكَّةَ وَجَاءَهُ خَبْرُ صَفِيَّةَ بِنْتِ اَبِىْ عُبَيْدٍ فَاَسْرَعَ السَّيْرَ فَلَمَّا غَابَتِ الشَّمْسُ قَالَ لَهُ اِنْسَانٌ مِّنْ اَصْحَابِهِ اَلصَّلاَةُ فَسَكَتَ ثُمَّ سَارَ سَاعَةً فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ الصَّلاَةُ فَسَكَتَ فَقَالَ لِلَّذِىْ قَالَ لَهُ اَلصَّلاَةُ اِنَّهُ لَيَعْلَمُ مِنْ هذَا عِلْمًا لاَ اَعْلَمُهُ فَسَارَ حَتّى اِذَا كَانَ بَعْدَ مَا غَابَ الشَّفَقِ سَاعَةً نَزَلَ فَاَقَامَ الصَّلاَةَ وكَانَ لاَ يُنَادِىْ لِشَىْءٍ مِّنَ الصَّلاَةِ فِى السَّفَرِ وَقَالَ النِّيْسَابُوْرِىُّ بِشَىْءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ فِى السَّفَرِ وَقَالاَ جَمِيْعًا فَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيْعًا جَمَعَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّهِ ﷺ كَانَ اِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بَعْدَ اَنْ يَّغِيْبَ الشَّفَقُ سَاعَةً وكَانَ يُصَلِّىْ عَلى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ اَيْنَ وَجَّهَتْ بِهِ السُّبْحَةَ فِى السَّفَرِ وَيُخْبِرُهُمْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّهِ ﷺ كَانَ يَصْنَعُ ذلِكَ .

১৪২৭(৮)। আবু মুহাম্মাদ ইবনে সায়েদ ও আবু বাক্র আন-নায়সাপুরী (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মক্কা থেকে (মদীনার উদ্দেশে) রওয়ানা হলেন। এমতাবস্থায় তিনি (তার স্ত্রী) আবু উবায়েদ-কন্যা সাফিয়্যার মুমূর্ষু অবস্থার খবর জানতে পারলেন। তাই তিনি দ্রুত পথ অতিক্রম করেন। সূর্য ডুবে গেলে তার সঙ্গীদের একজন তাকে বলেন, নামায। তিনি নীরব থাকেন, তারপর তিনি কিছুক্ষণ সফর করেন এবং তাকে তার এক সঙ্গী বলেন, নামায। তিনি নীরব থাকেন, তারপর যে ব্যক্তি তাকে নামাযের কথা বলেছিল তিনি তাকে বলেন, নিশ্চয়ই তিনি এ থেকে জ্ঞান অর্জন করেন যা আমি জানি না। তিনি সফর অব্যাহত রাখেন, এমনকি শাফাক (পশ্চিম দিগন্তের লালিমা) অন্তর্হিত হওয়ার কিছুক্ষণ পর অবতরণ করেন এবং নামায পড়েন। তিনি সফররত অবস্থায় নামাযের জন্য আযান দিতেন না। অতঃপর তিনি দাঁড়িয়ে একত্রে মাগরিব ও এশার নামায পড়েন, তারপর তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কখনো দ্রুত সফর করতে হলে শাফাক অস্তমিত হওয়ার কিছুক্ষণ পর মাগরিব ও এশার নামায একত্রে পড়তেন এবং তিনি সফরকালে তাঁর জন্তুযানের পিঠে নফল নামায পড়তেন জন্তুযান যেদিকে চলতো সেদিকে মুখ করে। তিনি তাদের আরো অবহিত করেন যে, রাসূলুল্লাহ অনুরূপ করতেন (নাসাঈ, মাওয়াকীত, নং ৫১৬)।

١٤٢٨(٩)- حدثنا ابو محمد بن صاعد ثنا عبيد الله بن سعد نا عمى حدثنا عاصم بن محمد عن اخيه عمر بن محمد عن نافع عَنْ سَالِمٍ قَالَ اَتَى عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ خَبَرٌ مِنْ صَفِيَّةَ فَاَسْرَعَ السَّيْرَ ثُمَّ ذَكَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ نَحْوَهُ وَقَالَ بَعْدَ اَنْ غَابَ الشَّفَقِ بِسَاعَةٍ تَابَعَهُ ابْنُ وَهْبٍ

১৪২৮(৯)। আবু মুহাম্মাদ ইবনে সায়েদ (র)... সালেম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-এর নিকট সাফিয়্যা (রা)-এর পক্ষ থেকে খবর এলো। তিনি দ্রুত পথ অতিক্রম করেন। তারপর রাবী নবী ﷺ থেকে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। তাতে আছে, শাফাক অন্তর্হিত হওয়ার কিছুক্ষণ পর। ইবনে ওয়াহ্হব (র) তার অনুসরণ করেন।

١٤٢٩(١٠)- ثنا احمد بن محمد بن سعيد ثنا المنذر بن محمد ثنا ابى ثنا ابى ثنا محمد بن الحسين ابن على بن الحسين حدثنى ابى عن ابيه عن جده عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا ارْتَحَلَ حِيْنَ تَزُوْلُ الشَّمْسُ جَمَعَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَاِذَا مَدَّ لَهُ السَّيْرُ اَخَّرَ الظُّهْرَ وَعَجَّلَ الْعَصْرَ ثُمَّ جَمَعَ بَيْنَهُمَا .

১৪২৯(১০)। আহ্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে সাঈদ (র)... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ সূর্য ঢলে পড়ার পর সফরে রওয়ানা হলে যুহর ও আসরের নামায একত্রে পড়তেন। আর দীর্ঘ সফর হলে তিনি যুহরের নামায বিলম্বিত করে আসরের নামায (ওয়াক্তের শুরুতে) এগিয়ে এনে উভয় নামায একত্রে পড়তেন।

١٤٣٠(١١)- حدثنا ابو محمد بن صاعد ثنا عبد الاعلى بن واصل ح وحدثنا ابو بكر النيسابورى ثنا عبد الله بن محمد بن شاكر قال حدثنا يحى بن ادم ثنا سفيان الثورى عن عبيد الله ابن عمر وموسى بن عقبة ويحى بن سعيد عن نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِذْ جَدَّ بِهِ السَّيْرُ جَمْعٌ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ . قَالَ سُفْيَانُ بَعْدَ فِيْ حَدِيْثِ يَحْيَ بْنِ سَعِيْدٍ اِلَى رُبْعِ اللَّيْلِ قَالَ ابْنُ صَاعِدٍ فِيْ حَدِيْثِهِ قَالَ اَحَدُهُمْ فِيْ حَدِيْثِهِ اِلَى رُبْعِ اللَّيْلِ .

১৪৩০(১১)। আবু মুহাম্মাদ ইবনে সায়েদ (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সফরে দ্রুত পথ অতিক্রম করতে হলে তিনি মাগরিব ও এশার নামায একত্রে পড়তেন। সুফিয়ান (র) ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ (র)-এর হাদীসে বলেন, এক-চতুর্থাংশ রাত পর্যন্ত। ইবনে সায়েদ (র) তার হাদীসে উল্লেখ করেন, তাদের একজন তার হাদীসে বর্ণনা করেন, এক-চতুর্থাংশ রাত পর্যন্ত।

١٤٣١(١٢)- حدثنا ابن ابى داود ثنا محمد بن عاصم ثنا يحى بن ادم ثنا سفيان عن موسى ابن عقبة ويحى بن سعيد عن نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ قَوْلِ النَّيْسَابُوْرِيِّ .

১৪৩১(১২)। ইবনে আবু দাঊদ (র)... ইবনে উমার (রা)-নবী ﷺ সূত্রে রাবী আন-নায়সাপুরীর বর্ণনার অনুরূপ উল্লেখ করেন।

١٤٣٢(١٣)- حدثنا محمد بن يحى بن مرداس السلمى ثنا ابو داود السجستانى ثنا يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب الرملى ثنا المفضل بن فضالة وعن الليث بن سعد عن هشام بن سعد عن ابى الزبير عن ابى الطفيل عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰه ﷺ كَانَ فِىْ غُزْوَةِ تَبُوْكَ اِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ اَنْ يَّرْتَحِلَ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَاِنْ تَرَحَّلَ قَبْلَ اَنْ تَزِيْغَ الشَّمْسُ اَخَّرَ الظُّهْرَ حَتّٰى يَنْزِلَ لِلْعَصْرِ وَفِى الْمَغْرِبِ مِثْلَ ذٰلِكَ اِنْ غَابَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ اَنْ يَّرْتَحِلَ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فَاِنْ اِرْتَحَلَ اَنْ يَّغِيْبَ الشَّمْسُ اَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتّٰى يَنْزِلَ لِلْعِشَاءِ ثُمَّ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا .

১৪৩২(১৩)। মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে মিরদাস আস-সুলামী (র)... মুয়ায ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাবূক যুদ্ধকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যাত্রা করার পূর্বে সূর্য ঢলে পড়লে যুহর ও আসরের নামায একত্রে পড়তেন। আর তিনি সূর্য ঢলে পড়ার পূর্বে যাত্রা করলে যুহর নামায বিলম্বিত করে আসরের সময় পড়তেন। অনুরূপভাবে মাগরিবের নামাযের ক্ষেত্রে যদি সফরে যাত্রা করার পূর্বে সূর্য ডুবে গেলে মাগরিব ও এশার নামায একত্রে পড়তেন। আর সূর্য অস্তমিত হওয়ার পূর্বে সফর করলে মাগরিবের নামায বিলম্বিত করে এশার নামাযের জন্য যাত্রাবিরতি করে উভয় নামায একত্রে পড়তেন।

١٤٣٣(١٤)- حدثنا محمد بن اسماعيل الفارسى ثنا جعفر بن محمد القلانسى ثنا يزيد بن موهب ثنا الليث عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ بِهٰذَا نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ الْمُفَضَّلَ بْنَ فَضَالَةَ .

১৪৩৩(১৪)। মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল আল-ফারিসী (র)... হিশাম ইবনে সা'দ (র) থেকে এই সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত। এই সূত্রে তিনি আল-মুফাদ্দাল ইবনে ফাদালা (র)-এর নাম উল্লেখ করেননি।

١٤٣٤(١٥)- اخبرنا عبد الباقى بن قانع ثنا عبد الله بن محمد بن على البلخى ثنا قتيبة ح وحدثنا محمد بن يحى بن مرداس ثنا ابو داود ثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث بن يزيد بن ابى حبيب عن ابى الطفيل عامر بن واثلة عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ فِىْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ اِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ اَنْ تَزِيْغَ الشَّمْسُ اَخَّرَ الظُّهْرَ اِلَى الْعَصْرِ حَتّٰى يَجْمَعَهَا مَعَ الْعَصْرِ فَيُصَلِّيْهِمَا جَمِيْعًا وَاِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ زَيْغِ الشَّمْسِ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ ثُمَّ سَارَ وَكَانَ

اذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ اَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتّٰى يُصَلِّيْهَا مَعَ الْعِشَاءِ وَاذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ عَجَّلَ الْعِشَاءَ فَصَلاَّهَا مَعَ الْمَغْرِبِ . قال ابو داود وهذا لم يروه الا قتيبة .

১৪৩৪(১৫)। আবদুল বাকী ইবনে কানে' (র)... মুআয ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ তাবুক যুদ্ধকালে সূর্য ঢলে পড়ার পূর্বে মনযিল থেকে যাত্রা করলে যুহরের নামায আসরের ওয়াক্ত পর্যন্ত বিলম্বিত করে যুহর ও আসরের নামায একত্রে পড়তেন। আর সূর্য গড়িয়ে পড়ার পর যাত্রা করলে যুহর ও আসরের নামায পড়ার পর রওয়ানা করতেন। তিনি সূর্য ডোবার পূর্বে মনযিল থেকে রওয়ানা করলে মাগরিবের নামায বিলম্বিত করে মাগরিব ও এশার নামায একত্রে পড়তেন। আর সূর্য অস্ত যাওয়ার পর যাত্রা করলে তিনি এশার নামায তার প্রথম ওয়াক্তে এগিয়ে এনে মাগরিব ও এশার নামায একত্রে পড়তেন। আবু দাঊদ (র) বলেন, এই হাদীস কুতায়বা (র) ব্যতীত অন্য কেউ বর্ণনা করেননি।

١٤٣٥(١٦)- حدثنا عبد الباقى بن قانع ثنا عبد الله بن محمد بن على البلخى ثنا ابو بكر الاعين ثنا على بن المدينى ثنا احمد بن حنبل ثنا قتيبة بن سعيد ثَنَا اللَّيْثُ بِهذَا مِثْلَهُ .

১৪৩৫(১৬)। আবদুল বাকী ইবনে কানে' (র)... আল-লাইছ (র) থেকে এই সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

١٤٣٦(١٧)- حدثنا الحسين بن اسماعيل ثنا يوسف بن موسى ثنا وكيع وجرير بن عبد الحميد واللفظ لوكيع عن الفضيل بن غزوان عن نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اسْتُصْرِخَ عَلَى صَفِيَّةَ وَهُوَ فِىْ سَفَرٍ فَسَارَ حَتّٰى اذَا غَابَتِ الشَّمْسُ قِيْلَ لَهُ الصَّلاَةُ فَسَارَ حَتّٰى اذَا كَادَ يَغِيْبُ الشَّفَقُ نَزَلَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ انْتَظَرَ حَتّٰى اذَا غَابَ الشَّفَقُ صَلَّى الْعِشَاءَ ثُمَّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اذَا نَابَتْهُ حَاجَةٌ صَنَعَ هكَذَا .

১৪৩৬(১৭)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি সফরকালে সাফিয়্যা (রা)-র মুমূর্ষু অবস্থার খবর পেয়ে সফর অব্যাহত রাখলেন। সূর্য অস্তমিত হলে তাকে বলা হলো, নামায (নামাযের ওয়াক্ত হয়েছে)। তিনি পথ চলতে থাকলেন। এমনকি শাফাক অন্তর্হিত হওয়ার কাছাকাছি হলে তিনি যাত্রাবিরতি করে মাগরিবের নামায পড়েন, অতঃপর অপেক্ষা করেন এবং শাফাক অন্তর্হিত হলে এশার নামায পড়েন। তারপর তিনি বলেন, সফরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রয়োজন হলে তিনিও এরূপ করতেন।

١٤٣٧(١٨)- حدثنا محمد بن نوح الجنديسابورى ثنا هارون بن اسحاق ثنا محمد بن فضيل ح وحدثنا محمد بن يحى بن مرداس ثنا ابو داود ثنا محمد بن عبيد المحاربى ثنا

محمد بن فضيل عن ابيه عن نافع وعبد الله بن واقد عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِهٰذَا وَقَالَ حَتّٰى اِذَا كَانَ قَبْلَ غَيْبُوْبَةِ الشَّفَقِ نَزَلَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ انْتَظَرَ حَتّٰى غَابَ الشَّفَقُ فَصَلَّى الْعِشَاءَ ثُمَّ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا عَجَّلَ بِهٖ صَنَعَ مِثْلَ الَّذِىْ صَنَعْتُ .

১৪৩৭(১৮)। মুহাম্মাদ ইবনে নূহ আল-জুনদিসাপুরী (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে এই সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত। রাবী বলেন, শেষে শাফাক অন্তর্হিত হওয়ার পূর্বে তিনি যাত্রাবিরতি করে মাগরিবের নামায পড়েন, অতঃপর তিনি অপেক্ষা করেন, তারপর শাফাক অন্তর্হিত হলে এশার নামায পড়েন। অতঃপর তিনি বলেন, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দ্রুত পথ চলার প্রয়োজন হলে তিনি আমার অনুরূপ করতেন।

١٤٣٨(١٩)- حدثنا ابو بكر النيسابورى اخبرنى العباس بن الوليد بن مزيد اخبرنى ابى قال سمعت ابن جابر يقول حَدَّثَنِىْ نَافِعٌ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ وَهُوَ يَزِيْدُ اَرْضًا لَهُ فَيَنْزِلُ مَنْزِلاً فَاَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ اِنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ اَبِىْ عُبَيْدٍ لِمَا بِهَا فَلاَ اَظُنُّ اَنْ تُدْرِكَهَا وَذٰلِكَ بَعْدَ الْعَصْرِ قَالَ فَخَرَجَ مُسْرِعًا وَمَعَهُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ فَسِرْنَا حَتّٰى اِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ وَكَانَ عَهْدِىْ بِصَاحِبِىْ وَهُوَ مُحَافِظٌ عَلَى الصَّلاَةِ فَقُلْتُ الصَّلاَةُ فَلَمْ يَلْتَفِتْ اِلَىَّ وَمَضٰى كَمَا هُوَ حَتّٰى اِذَا كَانَ مِنْ اٰخِرِ الشَّفَقِ نَزَلَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ اَقَامَ الصَّلاَةَ وَقَدْ تَوَارَى الشَّفَقُ فَصَلّٰى بِنَا الْعِشَاءَ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا عَجَّلَ بِهٖ اَمْرٌ صَنَعَ هٰكَذَا .

১৪৩৮(১৯)। আবু বাক্‌র আন-নায়সাপুরী (র)... নাফে‘ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-এর সাথে সফরে রওয়ানা হলাম, তিনি তার কৃষি খামারে যাচ্ছিলেন। তিনি এক স্থানে যাত্রাবিরতি করেন। এক ব্যক্তি তার নিকট এসে তাকে বলেন, আবু উবায়েদ-কন্যা সফিয়া (র) অসুস্থ। আমার মনে হয় আপনি গিয়ে তাকে পাবেন না। এই সংবাদ এলো আসরের নামাযের পর। রাবী বলেন, ইবনে উমার (রা) দ্রুত রওয়ানা হলেন। তার সঙ্গে কুরাইশ গোত্রের এক ব্যক্তি ছিলেন। আমরাও তার সঙ্গে সফর করলাম। শেষে সূর্য অস্তমিত হলো। আমার সঙ্গী নামাযের প্রতি খুবই যত্নবান ছিলেন। আমি বললাম, নামায। তিনি আমার (কথার) প্রতি মনোযোগ দিলেন না এবং পূর্বানুরূপ সামনে অগ্রসর হতে থাকলেন। শেষে তিনি শাফাক অস্তমিত হওয়ার পূর্বে অবতরণ করেন এবং মাগরিবের নামায পড়েন, তারপর নামাযের ইকামত দেন, তখন শাফাক অস্তমিত হয়েছে। তিনি আমাদের নিয়ে এশার নামায পড়েন, অতঃপর আমাদের দিকে ফিরে বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন কারণে দ্রুত (সফর) করলে অনুরূপ করতেন।

١٤٣٩(٢٠)- حدثنا محمد بن يحى بن مرداس ثنا ابو داود ثنا ابراهيم بن موسى ثنا عيسى بن يونس عن ابن جابر عن نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ نَحْوَهُ .

১৪৩৯(২০)। মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহ্ইয়া ইবনে মিরদাস (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

١٤٤٠(٢١)- حدثنا الحسين بن اسماعيل ثنا احمد بن منصورى ثنا ابن ابى مريم حدثنا عطاف بن خالد حَدَّثَنِىْ نَافِعٌ قَالَ اَقْبَلْنَا مَعَ ابْنِ عُمَرَ صَادِرِيْنَ مِنْ مَكَّةَ حَتّى اِذَا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيْقِ اُسْتُصْرِخَ عَلى زَوْجَتِهِ صَفِيَّةَ فَاَسْرَعَ السَّيْرَ فَكَانَ اِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ نَزَلَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ فَلَمَّا كَانَ ذلِكَ اللَّيْلَةَ ظَنَنْنَا اَنَّهُ نَسِىَ الصَّلاَةَ فَقُلْنَا لَهُ اَلصَّلاَةُ فَسَارَ حَتّى اِذَا كَادَ اَنْ يَّغِيْبَ الشَّفَقُ نَزَلَ فَصَلّى وَغَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى الْعَتَمَةَ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ هكَذَا كُنَّا نَصْنَعُ مَعَ رَسُوْلِ اللّهِ ﷺ .

১৪৪০(২১)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... নাফে' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা ইবনে উমার (রা)-এর সাথে মক্কা থেকে রওয়ানা হলাম। আমরা পথিমধ্যে থাকতেই তার স্ত্রী সফিয়া (র)-এর মুমূর্ষু অবস্থার খবর এলো। তাই তিনি দ্রুত গতিতে পথ অতিক্রম করেন। সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর তিনি যাত্রাবিরতি করে মাগরিবের নামায পড়তেন। কিন্তু ঐ রাতে আমরা ধারণা করলাম যে, তিনি নামাযের কথা ভুলে গিয়েছেন। আমরা তাকে বললাম, নামায (নামাযের ওয়াক্ত হয়েছে)। কিন্তু তিনি সফর অব্যাহত রাখেন। শেষে শাফাক অন্তর্হিত হওয়ার কাছাকাছি হলে তিনি যাত্রাবিরতি করে মাগরিবের নামায পড়েন এবং শাফাক অন্তর্হিত হলে পর দাঁড়িয়ে এশার নামায পড়েন। অতঃপর তিনি আমাদের দিকে ফিরে বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সফরকালে এভাবেই নামায পড়তাম।

٦٤- بَابُ صِفَةِ الصَّلاَةِ فِى السَّفَرِ وَالْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَصِفَةِ الصَّلاَةِ فِى السَّفِيْنَةِ

৬৪-অনুচ্ছেদ : সফরকালে নামায পড়ার নিয়ম-কানুন, কোনরূপ ওজর ব্যতীত দুই ওয়াক্তের নামায একত্রে পড়া এবং নৌযানে অবস্থানকালে নামায পড়ার নিয়ম।

١٤٤١(١)- حدثنا محمد بن هارون ابو حامد ثنا ابراهيم بن محمد التيمى ثنا عبد الله بن داود عن رجل من اهل الحديث عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِمِثْلِ حَدِيْثٍ .

১৪৪১(১)। মুহাম্মাদ ইবনে হারূন আবু হামেদ (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে নিম্নোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে।

١٤٤٢(٢)- حدثناه ابراهيم بن محمد ثنا ابن داود عن رجل من اهل الكوفة من ثقيف عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن ابن عمر عَنْ جَعْفَرٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اَمَرَهُ اَنْ يُصَلِّيَ قَائِمًا اِلاَّ اَنْ يَّخْشَى الْغَرْقَ . قَالَ الدَّارَ قُطْنِيْ يَعْنِيْ فِي السَّفِيْنَةِ فِيْهِ رَجُلٌ مَجْهُوْلٌ .

১৪৪২(২)। ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মাদ (র)... জা'ফার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ তাকে দাঁড়িয়ে নামায পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন, তবে নৌযান থেকে পড়ে যাওয়ার ভয় হলে (বসে নামায পড়বে)। হাদীসের বর্ণনায় একজন অজ্ঞাত রাবী আছেন।

١٤٤٣(٣)- حدثنا على بن عبد الله بن مبشر ثنا جابر بن كردى ثنا حسين بن علوان الكلبى ثنا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَعْفَرَ بْنَ اَبِيْ طَالِبٍ اِلَى الْحَبَشَةِ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ اُصَلِّيْ فِي السَّفِيْنَةِ قَالَ صَلِّ فِيْهَا قَائِمًا اِلاَّ اَنْ تَخَافَ الْغَرْقَ . حسين بن علوان متروك .

১৪৪৩(৩)। আলী ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুবাশশির (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জা'ফার ইবনে আবু তালিব (রা)-কে হাবশায় প্রেরণকালে তিনি জিজ্ঞেস করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি নৌযানে কিভাবে নামায পড়বো? তিনি বলেন : তুমি নৌযানে দাঁড়িয়ে নামায পড়ো যদি না তা থেকে পতিত হওয়ার ভয় থাকে। হুসাইন ইবনে আলাওয়ান (র) প্রত্যাখ্যাত রাবী।

١٤٤٤(٤)- حدثنا محمد بن موسى بن سهل البربهارى من اصله ثنا بشر بن فافا ثنا ابو نعيم ثنا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عَنِ ابْنِ عُمَرَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الصَّلاَةِ فِي السَّفِيْنَةِ قَالَ صَلِّ قَائِمًا اِلاَّ اَنْ تَخَافَ الْغَرْقَ .

১৪৪৪(৪)। মুহাম্মাদ ইবনে মূসা ইবনে সাহ্‌ল আল-বারবাহারী (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট নৌযানে অবস্থানকালে নামায পড়ার নিয়ম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন : তুমি দাঁড়িয়ে নামায পড়ো, যদি তোমার পড়ে গিয়ে ডুবে যাওয়ার ভয় না থাকে।

١٤٤٥(٥)- ثنا عبد الوهاب بن عيسى بن ابى حية واحمد بن الحسين بن الجنيد قالا نا يعقوب ابن ابراهيم ثنا معتمر بن سليمان عن ابيه عن حنش عن عكرمة عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ صَلاَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَقَدْ اَتَى بَابًا مِّنْ اَبْوَابِ الْكَبَائِرِ حنش هذا ابو على الرحبى متروك .

১৪৪৫(৫)। আবদুল ওয়াহ্‌হাব ইবনে ঈসা ইবনে আবু হায়্যা (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি কোন অসুবিধা ব্যতীত দুই ওয়াক্তের নামায একত্রে পড়লো, সে অবশ্যই কবীরা গুনাহ করলো। এই হানাশ হলেন আবু আলী আর-রাহাবী। তিনি প্রত্যাখ্যাত রাবী।

٦٥- بَابُ صِفَةِ صَلاَةِ التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ وَاسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ عِنْدَ الصَّلاَةِ عَلَى الدَّابَّةِ

৬৫-অনুচ্ছেদ : সফরকালে নফল নামায পড়ার নিয়ম এবং বাহনের উপর নামায পড়ার সময় কিবলার দিকে মুখ করা।

١٤٤٦(١)- حدثنا عبد الوهاب بن عيسى بن ابى حية نا ابى ثنا اسحاق بن ابى اسرائيل ثنا ربعى بن الجارود الهذلى ثنا عمرو بن ابى الحجاج حدثنى الجارود بن ابى سيرة حَدَّثَنِيْ اَنَسُ ابْنُ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا سَافَرَ فَاَرَادَ اَنْ يَّتَطَوَّعَ لِلصَّلاَةِ اِسْتَقْبَلَ بِنَاقَتِهِ الْقِبْلَةَ فَكَبَّرَ .

১৪৪৬(১)। আবদুল ওয়াহ্হাব ইবনে ঈসা ইবনে আবু হায়্যা (র)... আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ সফরকালে নফল নামায পড়ার ইচ্ছা করলে তাঁর উষ্ট্রীকে কিবলামুখী করতেন, অতঃপর তাকবীর বলতেন।

١٤٤٧(٢)- ثنا ابو حامد محمد بن هارون ثنا نصر بن على حدثنا ربعى بن عبد اللّٰه بن الجارود ابن ابى سبرة حدثنى عمرو بن ابى الحجاج عن الجارود بن ابى سبرة عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا كَانَ فِيْ سَفَرٍ فَاَرَادَ اَنْ يُّصَلِّيْ عَلَى رَاحِلَتِهِ اِسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَكَبَّرَ ثُمَّ صَلَّى حَيْثُ وَجَّهَتْ بِهِ .

১৪৪৭(২)। আবু হামেদ মুহাম্মাদ ইবনে হারূন (র)... আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সফররত অবস্থায় তাঁর জন্তুযানের উপর (নফল) নামায পড়ার ইচ্ছা করলে তিনি কিবলামুখী হয়ে তাকবীর তাহ্‌রীমা বলতেন। তারপর জন্তুযান তাঁকে নিয়ে যেদিকে চলতো তিনি সেদিকে ফিরেই নামায পড়তেন।

١٤٤٨(٣)- ثنا محمد بن مرداس ثنا ابو داود ثنا مسدد حدثنا ربعى بن عبد اللّٰه بن الجارود حدثنى عمرو بن ابى الحجاج حدثنى الجارود بن ابى سبرة قال حدثنى اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا سَافَرَ فَاَرَادَ اَنْ يَّتَطَوَّعَ اِسْتَقْبَلَ بِنَاقَتِهِ الْقِبْلَةَ فَكَبَّرَ ثُمَّ صَلَّى حَيْثُ وَجَّهَتْ بِهِ رِكَابُهُ .

১৪৪৮(৩)। মুহাম্মাদ ইবনে মিরদাস (র)... আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ সফররত অবস্থায় নফল নামায পড়ার ইচ্ছা করলে তাঁর উষ্ট্রীসহ কিবলামুখী হতেন এবং তাকবীর তাহ্‌রীমা বলতেন, তারপর উষ্ট্রী তাঁকে নিয়ে যেদিকে চলতো তিনি সেদিকে ফিরেই নামায পড়তেন।

١٤٤٩(٤)- حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ثنا داود بن رشيد ثنا شعيب بن اسحاق عن هشام عن ابى الزبير عَنْ جَابِرٍ قَالَ يَعَثَنِي النَّبِيُّ ﷺ لِحَاجَةٍ فَرَجَعْتُ اِلَيْهِ وَهُوَ عَلٰى رَاحِلَتِه فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ شَيْئًا وَرَاَيْتُهُ يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ فَتَنَحَّيْتُ عَنْهُ ثُمَّ قَالَ لِيْ مَا صَنَعْتَ فِيْ حَاجَتِكَ قُلْتُ صَنَعْتُ كَذَا وَكَذَا وَقَالَ وَاِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِيْ اَنْ اَرُدَّ عَلَيْكَ اِلاَّ اَنِّيْ كُنْتُ اُصَلِّيْ .

১৪৪৯(৪)। আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল আযীয (র)... জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাকে কোন এক প্রয়োজনে পাঠালেন। আমি তাঁর নিকট ফিরে এসে দেখি তিনি তাঁর জন্তুযানে উপবিষ্ট। আমি তাঁকে সালাম দিলে তিনি আমার সালামের কোন উত্তর দেননি। আমি তাঁকে রুকূ-সিজদা করতে দেখলাম। আমি তাঁর নিকট থেকে একটু সরে গেলাম। তারপর তিনি আমাকে বলেন: তোমার প্রয়োজনীয় বিষয়ে কি করেছ? আমি বললাম, আমি এই এই করেছি। তিনি আরো বলেন : তোমার সালামের উত্তর দিতে কোন কিছু আমাকে বাধা দেয়নি, তবে আমি নামায পড়ছিলাম।

٦٦- بَابُ صَلاَةِ الْمَرِيْضِ جَالِسًا بِالْمَامُوْمِيْنَ

৬৬-অনুচ্ছেদ : অসুস্থ ব্যক্তির মোক্তাদীদের সাথে বসে নামায পড়া।

١٤٥٠(١)- حدثنا الحسين بن اسماعيل ثنا محمد بن معاوية الانماطى ثنا محمد بن سلمة عن ابن اسحاق عن هشام بن عروة عن كثير بن السائب عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ لَبِيْدٍ قَالَ كَانَ اُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ قَدْ اشْتَكٰى عِرْقَ النِّسَاءِ وَكَانَ لَنَا اِمَامًا وَكَانَ يَخْرُجُ اِلَيْنَا فَيُشِيْرُ اِلَيْنَا بِيَدِه اَنِ اجْلِسُوْا فَنَجْلِسُ فَيُصَلِّيْ بِنَا جَالِسًا وَنَحْنُ جُلُوْسٌ .

১৪৫০(১)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... মাহমূদ ইবনে লাবীদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উসাইদ ইবনে হুদাইর (রা) কোমরের বাতরোগে আক্রান্ত হলেন। তিনি ছিলেন আমাদের ইমাম। তিনি আমাদের নিকট এসে তার হাত দ্বারা আমাদের ইশারা করে বলতেন, তোমরা বসো। অতএব আমরা বসতাম। তিনি আমাদেরকে বসা অবস্থায় নামায পড়াতেন এবং আমরাও বসা অবস্থায় থাকতাম।

١٤٥١(٢)- حدثنا احمد بن محمد بن عبد الله بن زياد ثنا محمد بن غالب ثنا محمد بن سنان العوفى ثنا شريك عن ابراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن مولاه السائب عَنْ عَائِشَةَ وَرَفَعَتْهُ قَالَ صَلاَةُ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلاَةِ الْقَائِمِ اِلاَّ الْمُتَرَبِّعُ .

১৪৫১(২)। আহ্‌মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে যিয়াদ (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি এই হাদীস মারফূরূপে বর্ণনা করেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন : দাঁড়িয়ে নামায পড়া অপেক্ষা বসে নামায পড়ায় অর্ধেক সাওয়াব হয়। কিন্তু চার জানুতে বসে নামায পড়া (দাঁড়ানোর সমান)।

١٤٥٢(٣)- ثنا الحسن بن الخضر المعدل بمكة ثنا ابو عبد الرحمان النسائى ثنا هارون بن عبد الله ثنا ابو داود الحفرى عن حفص بن غياث عن حميد عن عبد الله بن شقيق عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رَاَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ يُصَلِّىْ مَتَرَبِّعًا .

১৪৫২(৩)। আল-হাসান ইবনুল খিদর আল-মু'আদ্দিল (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে চার জানু হয়ে বসে নামায পড়তে দেখেছি।

١٤٥٣(٤)- ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ثنا عبيد الله بن محمد العيشى ثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن ابيه عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ وَجِعًا فَاَمَرَ اَبَا بَكْرٍ اَنْ يُصَلِّىَ بِالنَّاسِ فَوَجَدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خِفَّةً فَجَاءَ فَقَعَدَ اِلَى جَنْبِ اَبِىْ بَكْرٍ فَاَمَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَبَا بَكْرٍ وَهُوَ قَاعِدٌ وَاَمَّ اَبُوْ بَكْرٍ النَّاسَ وَهُوَ قَائِمٌ .

১৪৫৩(৪)। আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল আযীয (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোগাক্রান্ত হলেন। তাই তিনি আবু বাক্‌র (রা)-কে লোকদের নিয়ে নামায পড়ার নির্দেশ দিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছুটা সুস্থতাবোধ করলেন এবং তিনি এসে আবু বাক্‌র (রা)-র পাশে বসলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসা অবস্থায় আবু বাক্‌র (রা)-এর ইমামতি করলেন এবং আবু বাক্‌র (রা) দাঁড়ানো অবস্থায় লোকদের ইমামতি করলেন।

١٤٥٤(٥)- حدثنا الحسين بن اسماعيل ثنا ابو هشام الرفاعى ثنا يحى بن ادم ثنا قيس عن عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى السَّفَرِ عن عبد الله بن الارقم بن شرحبيل عن ابن عباس عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ فِىْ مَرَضِهِ مُرُوْا اَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ وَوَجَدَ النَّبِىُّ ﷺ خِفَّةً فَخَرَجَ يُهَادِىْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَتَاَخَّرَ اَبُوْ بَكْرٍ فَاَشَارَ اِلَيْكَ مَكَانَكَ فَجَاءَ فَجَلَسَ اِلَى جَنْبِ اَبِىْ بَكْرٍ وَقَرَاَ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِىْ اِنْتَهَى اَبُوْ بَكْرٍ مِّنَ السُّوْرَةِ .

১৪৫৪(৫)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... আল-আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর অসুস্থ অবস্থায় বললেন : তোমরা আবু বাক্‌রকে লোকদের নিয়ে নামায পড়তে বলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছুটা সুস্থতা বোধ করলে দুই ব্যক্তির কাঁধে ভর দিয়ে মসজিদে গেলেন। আবু বাক্‌র (রা) সরে যেতে চাইলে তিনি ইশারায় তাকে নিজ স্থানে থাকতে বলেন। তিনি এসে আবু বাক্‌র (রা)-এর পাশে বসেন এবং আবু বাক্‌র (রা) যে পর্যন্ত কুরআন পড়েছেন তিনি সেখান থেকে কিরাআত আরম্ভ করেন।

١٤٥٥(٦)- حدثنا على بن عبد الله بن مبشر ثنا محمد بن حرب ثنا محمد بن ربيعة عن سفيان عن جابر عن الشعبى قال قال رسول الله ﷺ لاَ يُؤَمَّنَّ اَحَدُ بَعْدِىْ جَالِسًا . لم يروه غير جابر الجعفى عن الشعبى وهو متروك والحديث مرسل لا تقوم به حجة .

১৪৫৫(৬)। আলী ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুবাশশির (র)... আশ-শা'বী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার পর কেউ বসে ইমামতি করবে না। এই হাদীস জাবের আল-জু'ফী (র) ব্যতীত অন্য কেউ আশ-শা'বী (র) থেকে বর্ণনা করেননি এবং তিনি প্রত্যাখ্যাত রাবী। এটি মুরসাল হাদীস এবং এটি দলীলযোগ্য নয়।

٦٧- بَابُ الصَّلاَةِ فِى الْقَوْسِ وَالْقَرْنِ وَالنَّعْلِ وَطَرَحِ الشَّىْءِ فِى الصَّلاَةِ اذَا كَانَ فِيْهِ نَجَاسَةٌ

৬৭-অনুচ্ছেদ : ধনুক, শিং ও জুতা পরে নামায পড়া এবং নামাযের মধ্যে কোন জিনিস নিক্ষেপ করা, যদি তাতে নাপাক থাকে।

١٤٥٦(١)- ثنا بزداد بن عبد الرحمان الكاتب ثنا ابو سعيد الاشج ثنا عقبة بن خالد ثنا موسى بن محمد بن ابراهيم عن ابيه عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الاكْوَعِ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ عَنِ الصَّلاَةِ فِى الْقَوْسِ وَالْقَرْنِ فَقَالَ وَاطْرَحِ الْقَرْنَ وَصَلِّ فِى الْقَوْسِ .

১৪৫৬(১)। ইয়াযদাদ ইবনে আবদুর রহমান আল-কাতেব (র)... সালামা ইবনুল আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট ধনুক এবং শিং-এর উপর নামায পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন : শিং ফেলে দাও এবং ধনুকের উপর নামায পড়ো।

١٤٥٧(٢)- حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ثنا ابو جعفر محمد بن ابى سمينة ثنا صالح بن بيان ثنا فرات بن السائب عن ميمون بن مهران عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ) قَالَ اَلصَّلاَةُ فِى النَّعْلَيْنِ وَقَدْ صَلّى رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ فِىْ نَعْلَيْهِ فَخَلَعَهُمَا فَخَلَعَ النَّاسُ فَلَمَّا قَضَى الصَّلاَةَ قَالَ لِمَ خَلَعْتُمْ نِعَالَكُمْ قَالُوْا رَاَيْنَاكَ خَلَعْتَ فَخَلَعْنَا قَالَ اِنَّ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَتَانِىْ فَقَالَ اِنَّ فِيْهِمَا دَمَ حَلَمَةٍ .

১৪৫৭(২)। আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল আযীয (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। "তোমরা প্রত্যেক নামাযের সময় সুন্দর পোশাক পরিধান করো" (সূরা আল-আ'রাফ : ৩১)। তিনি এর ব্যাখ্যায় বলেন, অর্থাৎ জুতা পরিধান করে নামায পড়া। রাসূলুল্লাহ ﷺ জুতা পরিধান করে নামায

পড়েছেন। তিনি নামাযরত অবস্থায় জুতাজোড়া খুলে রাখলে (তাঁর দেখাদেখি) লোকজনও তাদের জুতা খুলে রাখেন। নামাযশেষে তিনি বলেন : তোমরা কেন তোমাদের জুতা খুললে? তারা বলেন, আপনাকে জুতা খুলতে দেখেছি, তাই আমরাও খুলেছি। তিনি বলেন : জিবরীল (আ) আমার নিকট এসে বলেন, জুতাজোড়ায় রক্তপায়ী কীটের রক্ত লেগে আছে।

٦٨- بَابُ تَلْقِيْنِ الْمَأْمُوْمِ لاِمَامِه اِذَا وَقَفَ فِيْ قِرَاءَتِه

৬৮-অনুচ্ছেদ : ইমাম কিরাআত পড়তে আটকে গেলে মোক্তাদী তাকে স্মরণ করিয়ে দিবে।

١٤٥٨(١)- حدثنا عبد الصمد بن على ثنا الفضل بن عباس الصواف انا يحى بن غيلان انا عبد الله بن بزيع عن حميد عَنْ اَنَسٍ قَالَ كُنَّا نَفْتَحُ عَلَى الاَئِمَّةِ عَلى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰه ﷺ .

১৪৫৮(১)। আবদুস সামাদ ইবনে আলী (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে ইমামদের কিরাআতের জট খুলে দিতাম।

١٤٥٩(٢)- حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ثنا داود بن رشيد ثنا ابو حفص الابار عن محمد بن سالم عن الشعبى عن الحارث عَنْ عَلِيٍّ قَالَ مَنْ فَتَحَ عَلَى الاِمَامِ فَقَدْ تَكَلَّمَ محمد بن سالم متروك .

১৪৫৯(২)। আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল আযীয (র)... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি ইমামের (কিরাআতের জট) খুলে দিলো সে (নামাযের মধ্যে) কথা বললো। মুহাম্মাদ ইবনে সালেম (র) প্রত্যাখ্যাত রাবী।

١٤٦٠(٣)- حدثنا احمد بن اسحاق بن بهلول ثنا عباد بن يعقوب ثنا شريك عن ابى اسحاق عن الحارث عَنْ عَلِيٍّ قَالَ هُوَ كَلاَمٌ يَعْنِى الْفَتْحَ عَلَى الاِمَامِ .

১৪৬০(৩)। আহ্‌মাদ ইবনে ইসহাক ইবনে বাহ্‌লূল (র)... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এটা কথা বলার শামিল অর্থাৎ ইমামের কিরাআত বলে দেয়া।

١٤٦١(٤)- حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ثنا داود بن رشيد ثنا ابو حفص عن عطاء بن السائب عن ابى عبد الرحمان السلمى اراه عَنْ عَلِيٍّ قَالَ اِذَا اسْتَطْعَمَكُمُ الاِمَامُ فَاَطْعِمُوْهُ .

১৪২১(৪)। আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল আযীয (র)... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইমাম তোমাদের নিকট খাবার চাইলে তোমরা তাকে খাবার দাও (তার কিরাআতের জট খুলে দাও)।

١٤٦٢(٥)- حدثنا على بن عبد الله بن مبشر ثنا احمد بن سنان ثنا يعقوب بن محمد الزهرى ثنا عمر بن نجيح ثنا ابو معاذ عن الزهرى عن ابي سلمة عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ صَلّى رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ صَلاَةً فَقَرَأَ سُوْرَةً فَاَسْقَطَ مِنْهَا آيَةً فَلَمَّا فَرَغَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰه آيَةَ كَذَا وكَذَا اُنْسِخَتْ قَالَ لاَ قُلْتُ فَانَّكَ لَمْ تَقْرَأْهَا قَالَ اَفَلاَ لَقَّنْتَنِيْهَا .

১৪৬২(৫)। আলী ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুবাশশির (র)... উবাই ইবনে কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নামায পড়লেন। তিনি (তাতে) একটি সূরা পড়েন এবং একটি আয়াত বাদ পড়ে যায়। তিনি নামায শেষ করলে পর আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অমুক অমুক আয়াত কি রহিত (মনসূখ) হয়েছে। তিনি বলেন : না। আমি বললাম, আপনি অমুক আয়াত পড়েননি। তিনি বলেন : তোমরা আমাকে স্মরণ করিয়ে দাওনি কেন?

١٤٦٣(٦)- حدثنى ابن منيع ثنا زياد بن ايوب نا جارية بن هرم ثنا حميد عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يُلَقِّنُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِى الصَّلاَةِ .

১৪৬৩(৬)। ইবনে মানী' (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীগণ নামাযের মধ্যে একে অপরকে (ইমামের) কিরাআত স্মরণ করিয়ে দিতেন।

٦٩- بَابُ قَدْرِ النَّجَاسَةِ الَّتِيْ تُبْطِلُ الصَّلاَةَ

৬৯-অনুচ্ছেদ : যে পরিমাণ নাপাক নামায নষ্ট করে।

١٤٦٤(١)- حدثنا ابو عبد الله المعدل احمد بن عمرو بن عثمان بواسط حدثنا عمار بن خالد التمار ثنا القاسم بن مالك المزنى ثنا روح بن غطيف عن الزهرى عن ابى سلمة عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ تُعَادُ الصَّلاَةُ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ مِنَ الدَّمِ . خالفه اسد بن عمرو فى اسم روح بن غطيف فسماه عطيفًا ووهم فيه .

১৪৬৪(১)। আবু আবদুল্লাহ আল-মু'আদ্দাল আহ্মাদ ইবনে আমর ইবনে উসমান (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : এক দিরহাম পরিমাণ (সামান্য) রক্তের কারণে পুনরায় নামায পড়তে হবে। আসাদ ইবনে আমর (র) রাওহ ইবনে গুতাইফের নামের ব্যাপারে ভিন্নমত ব্যক্ত করেছেন। অতঃপর তার নাম বলেন গাতীফ (র) এবং এটা তার অনুমান।

١٤٦٥(٢)- ثنا احمد بن محمد بن سعيد ثنا يعقوب بن يوسف بن زياد ثنا يوسف بن بهلول ثنا اسد بن عمرو عن غطيف الطائفى عن الزهرى عن ابى سلمة عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا كَانَ فِى الثَّوْبِ قَدْرُ الدِّرْهَمِ مِنَ الدَّمِ غُسِلَ الثَّوْبُ وَاُعِيْدَتِ الصَّلاَةُ .

১৪৬৫(২)। আহ্‌মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে সাঈদ (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কাপড়ে এক দিরহাম পরিমাণ রক্ত লাগলে তা ধৌত করতে হবে এবং পুনরায় নামায পড়তে হবে।

١٤٦٦(٣)- حدثنا الحسن بن الخضر ثنا اسحاق بن ابراهيم بن يونس ثنا محمد بن ادم حَدَّثَنَا اَسَدُ بْنُ عَمْرٍو بِهٰذَا لم يروه عن الزهرى غير روح بن غطيف وهو متروك الحديث .

১৪৬৬(৩)। আল-হাসান ইবনুল খিদর (র)... আসাদ ইবনে আমার (র) থেকে এই সূত্রে উপরোক্ত হাদীস বর্ণিত। এই হাদীস আয-যুহরী (র) থেকে রাওহ ইবনে গুতাইফ (র) ব্যতীত অন্য কেউ বর্ণনা করেননি এবং তিনি পরিত্যক্ত রাবী।

٧٠- بَابُ الاِمَامِ يَسْبِقُ الْمَاْمُوْمِيْنَ بِبَعْضِ الصَّلاَةِ فَيَدْخُلُ مَعَهُمْ مِنْ حِيْنَ اَدْرَكُوْهُ وَيَكُوْنُ اَوَّلُ صَلاَتِه

৭০-অনুচ্ছেদ : ইমাম নামাযের কিছু অংশ পড়ার পর মোক্তাদীরা তার নামাযে শামিল হলো, এ অবস্থায় তাদের সাথে আদায়কৃত নামাযই তার নামাযের প্রথম অংশ গণ্য হবে।

١٤٦٧(١)- ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ثنا داود بن رشيد ثنا ابو زيد الخراز هو خالد بن حيان الرقى حدثنا جعفر بن برقان عن خصيف بن عبد الرحمن عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ اِذَا سَلَّمَ الاِمَامُ فَسَلِّمْ عَنْ يَمِيْنِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ وَلاَ يَسْتَقْبِلَنَّ شَيْئًا مِنْ صَلاَتِكَ بَعْدَهُ .

১৪৬৭(১)। আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল আযীয (র)... মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে উমার (রা) বলেছেন, ইমাম সালাম ফিরালে তুমিও তোমার ডানে ও বামে সালাম ফিরাও। এরপর তোমার নামাযের কোন অংশ পড়বে না।

টীকা ঃ অনুচ্ছেদে যা বলা হয়েছে তার অর্থ দাঁড়ায়—কোন ব্যক্তি একাকী নামাযের কিছু অংশ পড়ার পর লোকজন তার নামাযে শরীক হলো, এমতাবস্থায় ঐ ব্যক্তির পূর্বের নামায ধর্তব্য হবে না, মোক্তাদীদের সাথে আবার পূর্ণ নামায পড়বে। এই নিয়ম বাতিল হয়ে গিয়েছে (অনুবাদক)।

١٤٦٨(٢)- حدثنا ابو بكر النيسابورى ثنا محمد بن يحى ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عَنْ قَتَادَةَ اَنَّ عَلِيَّ بْنَ طَالِبٍ قَالَ مَا اَدْرَكْتَ مَعَ الاِمَامِ فَهُوَ اَوَّلُ صَلاَتِكَ وَاقْضِ مَا سَبَقَكَ بِه مِنَ الْقُرْاٰنِ . قال وحدثنا معمر عن قتادة عن سعيد بن المسيب مثل قول على .

১৪৬৮(২)। আবু বাক্‌র আন-নায়সাপুরী (র)... কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) বলেন, তুমি ইমামের সাথে যে কয় রাক্‌আত পেলে তা তোমার নামাযের প্রথমাংশ এবং যতোটুকু কুরআন (নামায) ছুটে গেলো তা পূর্ণ করো। রাবী বলেন, মা'মার (র) কাতাদা-সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র) সূত্রে আমাদের নিকট আলী (রা)-এর উক্তির অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٤٦٩(٣)- حدثنا ابو بكر النيسابورى ثنا اسماعيل بن حصين ابو سليم ثنا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ سَأَلْتُ الاَوْزَاعِيَّ وَسَعِيْدَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ فَقَالاَ لاَ يُجْعَلُ مَا اَدْرَكَ مِنْ صَلاَةِ الاِمَامِ اَوَّلُ صَلاَتِه .

১৪৬৯(৩)। আবু বাক্‌র আন-নায়সাপুরী (র)... মুহাম্মাদ ইবনে শু'আইব (র) বলেন, আমি আল-আওযাঈ ও সাঈদ ইবনে আবদুল আযীয (র)-কে জিজ্ঞেস করলে তারা উভয়ে বলেন, কেউ ইমামের সঙ্গে যে কয় রাক্‌আত নামায পেয়েছে তা তার নামাযের প্রথম অংশ ধরা হবে না।

١٤٧٠(٤)- حدثنا محمد بن مخلد حدثنا حمدون بن عباد ابو جعفر ثنا شبابة حدثنا خارجة ابن مصعب والمغيرة بن مسلم كلاهما عن يونس عَنِ الْحَسَنِ قَالَ مَرِضَ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ عَشْرَةَ اَيَّامٍ فَكَانَ اَبُوْ بَكْرٍ يُصَلِّيْ بِالنَّاسِ تِسْعَةَ اَيَّامٍ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْعَاشِرِ وَجَدَ النَّبِيُّ ﷺ فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ يُهَادِيْ بَيْنَ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ وَاُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فَصَلَّى خَلْفَ اَبِيْ بَكْرٍ قَاعِداً .

১৪৭০(৪)। মুহাম্মাদ ইবনে মাখলাদ (র)... আল-হাসান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দশ দিন অসুস্থ ছিলেন। আবু বাক্‌র (রা) নয় দিন যাবত লোকদের নামায পড়ান। দশম দিন এলে নবী ﷺ কিছুটা সুস্থতা বোধ করেন। তাই নবী ﷺ আল-ফাদ্‌ল ইবনে আব্বাস ও উসামা ইবনে যায়েদ (রা)-এর কাঁধে ভর করে মসজিদে গেলেন এবং আবু বাক্‌র (রা)-এর পিছনে বসে নামায পড়েন।

٧١- بَابُ ذِكْرِ نِيَابَةِ الاِمَامِ عَنْ قِرَاءَةِ الْمَأْمُوْمِيْنَ

৭১-অনুচ্ছেদ : ইমামের কিরাআতই মোক্তাদীদের কিরাআত।

١٤٧١(١)- حدثنا جعفر بن محمد بن نصير ومحمد بن احمد بن الحسن قالا حدثنا محمود ابن محمد المروزى ثنا سهل بن العباس الترمذى ثنا اسماعيل بن علية عن ايوب عن ابى الزبير عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ مَنْ صَلَّى خَلْفَ الاِمَامِ فَقِرَاءَةُ الاِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ . هذا حديث منكر وسهل بن العباس متروك .

১৪৭১(১)। জা'ফার ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে নুসাইর (র)... জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন ব্যক্তি ইমামের সাথে নামায পড়লো, ইমামের কিরাআতই তার কিরাআত। এই হাদীস মুনকার। সাহ্‌ল ইবনুল আব্বাস (র) প্রত্যাখ্যাত রাবী।

١٤٧٢(٢)- حدثنا محمد بن مخلد ثنا احمد بن على بن سلمان المروزى نا احمد بن سيار المروزى ثنا عبدان عن خارجة عن ايوب عن نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلّٰى خَلْفَ الاِمَامِ فَانَّ قِرَاءَةَ الاِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ . قال ابو الحسن رفعه وهم والصواب عن ايوب وعن ابن علية ايضًا .

১৪৭২(২)। মুহাম্মাদ ইবনে মাখলাদ (র)...ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন ব্যক্তি ইমামের সাথে নামায পড়লে ইমামের কিরাআতই তার কিরাআত। আবুল হাসান (র) বলেন, হাদীসটি মারফ'রূপে বর্ণনা করা সন্দেহযুক্ত। এটি আইয়ুব ও ইবনে উলায়্যা (র) সূত্রে বর্ণিত হওয়াও যথার্থ।

١٤٧٣(٣)- ما ثنا به محمد بن مخلد ثنا عبد اللّٰه بن احمد بن حنبل حدثنى ابى ثنا اسماعيل ابن علية ثنا ايوب عن نافع وانس بن سيرين انهما حدثا عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ قَالَ فِى الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الاِمَامِ تَكْفِيْكَ قِرَاءَةُ الاِمَامِ .

১৪৭২(৩)। মুহাম্মাদ ইবনে মাখলাদ (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ইমামের পিছনে কিরাআত পড়া সম্পর্কে বলেন, ইমামের কিরাআতই তোমার জন্য যথেষ্ট।

١٤٧٤(٤)- ثنا محمد بن مخلد ثنا محمد بن اسماعيل الترمذى ثنا محمد بن عباد الرازى ثنا اسماعيل ابن ابراهيم التيمى عن سهيل بن ابى صالح عن ابيه عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ اِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الاِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ . لا يصح هذا عن سهيل تفرد به محمد بن عباد الرازى عن اسماعيل وهو ضعيف .

১৪৭৪(৪)। মুহাম্মাদ ইবনে মাখলাদ (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যার ইমাম আছে সেক্ষেত্রে ইমামের কিরাআতই তার কিরাআত। সুহাইল (র) সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করা সহীহ নয়। এই হাদীস ইসমাঈল (র) থেকে কেবল মুহাম্মাদ ইবনে আব্বাদ আর-রাযীই বর্ণনা করেছেন এবং তিনি হাদীসশাস্ত্রে দুর্বল।

١٤٧٥(٥)- حدثنا ابو حامد محمد بن هارون ثنا الحسين بن اسماعيل بن ابى المجالد ثنا حماد ابن خالد عن معاوية بن صالح عن ابى الزاهرية عَنْ كَثِيْرِ بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا الدَّرْدَاءِ يَقُوْلُ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَفِىْ كُلِّ صَلاَةٍ قِرَاءَةٌ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الاَنْصَارِ وَجَبَتْ فَالْتَفَتَ اِلَىَّ اَبُو الدَّرْدَاءِ وَكُنْتُ اَقْرَبُ الْقَوْمِ مِنْهُ فَقَالَ يَا كَثِيْرُ مَا اَرَى الاِمَامَ اِذَا اَمَّ الْقَوْمَ اِلاَّ وَقَدْ كَفَاهُمْ .

১৪৭৫(৫)। আবু হামেদ মুহাম্মাদ ইবনে হারূন (র)... কাছীর ইবনে মুররা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবুদ-দারদা (রা)-কে বলতে শুনেছি, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলাম, প্রত্যেক নামাযেই কি কিরাআত পড়তে হবে? তিনি বলেন : হাঁ। তখন আনসার সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি বলেন, অপরিহার্য হয়ে গেলো। আবুদ-দারদা (রা) আমার দিকে তাকালেন এবং দলের মধ্যে আমিই তার অধিক নিকটে ছিলাম। তিনি বলেন, হে কাছীর! অবশ্যই আমার মতে ইমাম লোকজনের ইমামতি করলে তিনিই (তার কিরাআতই) তাদের জন্য যথেষ্ট।

٧٢- بَابُ صَلاَةِ النِّسَاءِ جَمَاعَةً وَمَوْقِفِ امَامِهِنَّ

৭২-অনুচ্ছেদ : মহিলাদের জামাআতে নামায পড়া এবং তাদের ইমামের দাঁড়ানোর স্থান।

١٤٧٦(١)- حدثنا ابو بكر النيسابورى ثنا احمد بن منصور ثنا ابو احمد الزبيرى ثنا الْوَلِيْدُ ابْنُ جَمِيْعٍ حَدَّثَنِى جَدَّتَتْنِىْ عَنْ أُمِّ وَرَقَةَ وكَانَتْ تَؤُمُّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّهِ ﷺ اذِنَ لَهَا اَنْ تَؤُمَّ اَهْلَ دَارِهَا .

১৪৭৬(১)। আবু বাক্‌র আন-নায়সাপুরী (র)... উম্মে ওয়ারাকা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি (মহিলাদের জামায়াতে) ইমামতি করতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে তার বাড়ির লোকদের ইমামতি করার অনুমতি দিয়েছেন।

١٤٧٧(٢)- حدثنا ابو بكر النيسابورى ثنا احمد بن منصور ثنا يزيد بن ابى حكيم اخبرنا سفيان حدثنى ميسرة بن حبيب النهدى عَنْ رِيْطَةَ الْحَنَفِيَّةِ قَالَتْ اَمَّتْنَا عَائِشَةُ فَقَامَتْ بَيْنَهُنَّ فِى الصَّلاَةِ الْمَكْتُوْبَةِ .

১৪৭৭(২)। আবু বাক্‌র আন-নায়সাপুরী (র)... রিতা আল-হানাফী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা (রা) আমাদের (নামাযে) ইমামতি করেন। তিনি ফরয নামাযে তাদের মাঝখানে (ইমামতির জন্য) দাঁড়ান।

١٤٧٨(٣)- حدثنا ابو بكر ثنا احمد بن يوسف السلمى ثنا عبد الرحمان انا سفيان عن عمار الدهنى عَنْ حُجَيْرَةَ بِنْتِ حُصَيْنٍ قَالَتْ اَمَّتْنَا أُمُّ سَلَمَةَ فِيْ صَلاَةِ الْعَصْرِ فَقَامَتْ بَيْنَنَا .

حديث رواه الحجاج بن ارطاة عن قتادة فوهم فيه وخالفه الحفاظ شعبة وسعيد وغيرهما .

১৪৭৮(৩)। আবু বাক্‌র (র)... হুজায়রা বিনতে হুসাইন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মে সালামা (রা) আসরের নামাযে আমাদের ইমামতি করেন এবং তিনি আমাদের (প্রথম কাতারের) মাঝখানে দাঁড়ালেন। এই হাদীস আল-হাজ্জাজ ইবনে আরতাত (র) কাতাদা (র) থেকে বর্ণনা করেন। এতে তিনি সন্দেহে পতিত হন। হাদীসের হাফেজ শো'বা, সাঈদ (র) প্রমুখ তার সাথে বিরোধ করেছেন।

١٤٧٩(٤)- حدثنا احمد بن نصر بن سندوية ثنا يوسف بن موسى ثنا سلمة بن الفضل ثنا حجاج بن ارطاة عن قتادة عن زرارة بن اوفى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُصَلِّىْ بِالنَّاسِ وَرَجُلٌ يَقْرَأُ خَلْفَهُ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ مَنْ ذَا الَّذِىْ يَخْتَلِجُ سُوْرَتَهُمْ فَنَهَاهُمْ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الاِمَامِ . قَوْلُهُ فَنَهَاهُمْ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الاِمَامِ وَهْمٌ مِنْ حَجَّاجٍ والصواب ما رواه شعبة وسعيد بن ابى عروبة وغيرهما عن قتادة .

১৪৭৯(৪)। আহ্‌মাদ ইবনে নাসর ইবনে সানদুবিয়া (র)... ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের নামায পড়াচ্ছিলেন। এক ব্যক্তি তাঁর পিছনে কিরাআত পড়েন। নামাযশেষে তিনি বলেন : কোন ব্যক্তি তাদের সূরায় গড়মিল করে দিয়েছে? তারপর তিনি তাদেরকে ইমামের পিছনে কিরাআত পড়তে নিষেধ করেন। তাঁর উক্তি "তিনি তাদেরকে ইমামের পিছনে কিরাআত পড়তে নিষেধ করেন" এটা হাজ্জাজের ধারণাপ্রসূত কথা। শো'বা, সাঈদ ইবনে আবু আরূবা (র) প্রমুখ কাতাদা (র) থেকে যা বর্ণনা করেছেন সেটাই সঠিক।

١٤٨٠(٥)- حدثنا عمر بن احمد بن على بن احمد القطان ثنا محمد بن حسان الازرق ثنا شبابة ثنا شعبة عن قتادة عن زرارة بن اوفى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ فَقَرَاءَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الاَعْلٰى فَقَالَ اَيُّكُمُ الْقَارِىُّ فَقَالَ الرَّجُلُ اَنَا فَقَالَ لَقَدْ ظَنَنْتُ اَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيْهَا قَالَ شُعْبَةُ قُلْتُ لِقَتَادَةَ اكَرِهَ ذٰلِكَ قَالَ لَوْ كَرِهَ ذٰلِكَ لَنَهٰى عَنْهُ .

১৪৮০(৫)। উমার ইবনে আহ্‌মাদ ইবনে আলী ইবনে আহ্‌মাদ আল-কাত্তান (র)... ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুহরের নামায পড়েন এবং তাতে 'সাব্বিহিসমা রব্বিকাল আ'লা' সূরা পড়েন। তিনি জিজ্ঞেস করেন : তোমাদের মধ্যে কে কিরাআত পড়েছে? এক ব্যক্তি বললো, আমি। তিনি বলেন : তাইতো আমি ধারণা করেছি, তোমাদের কেউ আমাকে জটিলতার মধ্যে নিক্ষেপ করেছে। শো'বা (র) বলেন, আমি কাতাদা (র)-কে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি কি এটা অপছন্দ করেছেন? তিনি বলেন, তিনি তা অপছন্দ করলে নিষেধ করতেন।

١٤٨١(٦)- حدثنا ابراهيم بن حماد ثنا العباس بن يزيد ثنا ابو معاوية عن هشام بن عروة عن ابيه عن سليمان بن يسار عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ رَاَيْتُ عُمَرَ يُصَلِّىْ وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ دَمًا .

১৪৮১(৬)। ইবরাহীম ইবনে হাম্মাদ (র)... আল-মিসওয়ার ইবনে মাখরামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমার (রা)-কে নামায পড়তে দেখেছি। তখন তার ক্ষতস্থান দিয়ে রক্ত বের হচ্ছিল।

٧٣- بَيَانُ تَكْبِيْرَاتِ صَلاَةِ الْجَنَازَةِ

৭৩-অনুচ্ছেদ : জানাযার নামাযের তাকবীরসমূহের বর্ণনা।

١٤٨٢(١)- حدثنا عثمان بن احمد الدقاق ثنا محمد بن الحسين بن حبيب القاضى ابو حصين ثنا عون بن سلام القرشى ثنا عمرو بن شمر عن جابر عن الشعبى عَنْ صَعْصَعَةَ بْنِ صُوْحَانَ اَنَّ عَلِيًّا كَبَّرَ بِالْعِرَاقِ الْخَمْسَ وَالاَرْبَعَ وَالسَّبْعَ وكَانَ يَقُوْلُ قَدْ كَبَّرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِحْدٰى عَشْرَةَ وَتِسْعًا وَسَبْعًا وَسِتًّا وَخَمْسًا وَاَرْبَعًا .

১৪৮২(১)। উসমান ইবনে আহ্‌মাদ আদ-দাক্‌কাক (র)... সা'সাআ ইবনে সূহান (র) থেকে বর্ণিত। আলী (রা) ইরাকে (জানাযার নামাযে) পাঁচ, চার ও সাত তাকবীর দেন। তিনি বলতেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এগারো, নয়, সাত, ছয়, পাঁচ ও চার তাকবীর বলেছেন।

٧٤- سُجُوْدُ الْقُرْاٰنِ

৭৪-অনুচ্ছেদ : আল-কুরআনের সিজদাসমূহ।

١٤٨٣(١)- حدثنا عبد اللّٰه بن سليمان بن الاشعث لفظًا نا محمد بن ادم نا حفص بن غياث عن محمد بن عمرو عن ابى سلمة عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ سَجَدَ فِىْ ص قال ابن ابى داود لم يروه الا حفص .

১৪৮৩(১)। আবদুল্লাহ ইবনে সুলায়মান ইবনুল আশ'আছ (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ সূরা সাদ-এ সিজদা করেছেন। ইবনে আবু দাউদ (র) বলেন, এই হাদীস হাফ্‌স (র) ব্যতীত অন্য কেউ বর্ণনা করেননি।

١٤٨٤(٢)- حدثنا ابن منيع نا القواريرى نا سفيان بن حبيب نا خالد الحذاء عن ابى العالية عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ فِىْ سُجُوْدِ الْقُرْاٰنِ سَجَدَ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ .

১৪৮৪(২)। ইবনে মানী' (র)... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ কুরআনের সিজদাসমূহে বলতেন : "সাজাদা ওয়াজহিয়া লিল্লাযী খালাকাহু ওয়া শাক্কা সাম্‌আহু ওয়া বাসারাহু বিহাওলিহি ওয়া কুওয়াতিহি" (আমার মুখমণ্ডল সেই মহান সত্তাকে সিজদা করলো যিনি নিজ শক্তি ও ক্ষমতাবলে তাকে সৃষ্টি করেছেন, তাতে শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি দান করেছেন)।

١٤٨٥(٣)- حدثنا محمد بن نوح الجنديسابورى نا جعفر بن محمد بن حبيب انا عبد اللّٰه بن رشيد نا عبد اللّٰه بن بزيع عن عمر بن ذر عن ابيه عن سعيد بن جبير عَنِ ابْنِ

عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ سَجَدَهَا نَبِىُّ اللّٰهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ تَوْبَةً وَسَجَدْنَاهَا شُكْرًا يَعْنِىْ ص .

১৪৮৫(৩)। মুহাম্মাদ ইবনে নূহ আল-জুনদিসাপুরী (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আল্লাহ্র নবী দাঊদ (আ) তাঁর তাওবা কবুল হওয়ায় এই (সূরায়) সিজদা করেছেন, আর আমরা কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তাতে সিজদা করি অর্থাৎ সূরা সাদ-এ।

١٤٨٦(٤)- حدثنا محمد بن احمد بن زيد الحناى نا موسى بن على الختلى نا رجاء بن سعيد البزاز نا محمد بن الحسين عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ بِاِسْنَادِهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ فِى السَّجْدَةِ الَّتِىْ فِىْ ص سَجَدَهَا دَاوُدُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ تَوْبَةً وَنَحْنُ نَسْجُدُهَا شُكْرًا .

১৪৮৬(৪)। মুহাম্মাদ ইবনে আহ্মাদ ইবনে যায়েদ আল-হাতায়ী (র)... উমার ইবনে যার (র) কর্তৃক তার সনদ সূত্রে নবী ﷺ থেকে সূরা সাদ-এর সিজদা সম্পর্কে বর্ণিত। দাঊদ (আ) তাঁর তওবা কবুল হওয়ায় তাতে সিজদা করেছেন, আর আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে তাতে সিজদা করি।

١٤٨٧(٥)- حدثنا ابو بكر النيسابورى نا يوسف بن سعيد بن مسلم نا حجاج عن ابن جريج اخبرنى عكرمة بن خالد اَنَّ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ رَاَيْتُ عُمَرَ قَرَاَ عَلَى الْمِنْبَرِ ص فَنَزَلَ فَسَجَدَ ثُمَّ رَقِى عَلَى الْمِنْبَرِ .

১৪৮৭(৫)। আবু বাক্র আন-নায়সাপুরী (র)... ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আমি উমার (রা)-কে মিম্বারের উপর বসে সূরা সাদ পড়তে দেখেছি। অতঃপর তিনি (মিম্বার থেকে) নেমে সিজদা করলেন, তারপর পুনরায় মিম্বারে উঠলেন।

١٤٨٨(٦)- حدثنا ابو بكر النيسابورى نا يوسف بن سعيد بن مسلم نا اسحاق بن عيسى نا ابن لهيعة عن الاعرج عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ اَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانٍ قَرَاَ ص عَلَى الْمِنْبَرِ فَنَزَلَ فَسَجَدَ .

১৪৮৮(৬)। আবু বাক্র আন-নায়সাপুরী (র)... আস-সায়েব ইবনে ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণিত। উসমান ইবনে আফ্ফান (রা) মিম্বারের উপর বসে সূরা সাদ পড়লেন, তারপর নিচে নেমে সিজদা করলেন।

١٤٨٩(٧)- حدثنا ابو بكر النيسابورى نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم نا ابى وشعيب ابن الليث قالا نا الليث نا خالد بن يزيد عن سعيد بن ابى هلال عن عياض بن عبد الله بن سعد ابن ابى سرح عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمًا فَقَرَاَ ص فَلَمَّا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ نَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدْنَاهَا مَعَهُ وَقَرَاَهَا مَرَّةً اُخْرى فَلَمَّا بَلَغَ السَّجْدَةَ

تَشَزَّنَا لِلسُّجُوْدِ فَلَمَّا را نا قَالَ اِنَّمَا هِيَ تَوْبَةُ نَبِيٍّ وَلٰكِنِّيْ اَرَاكُمْ قَدْ اِسْتَعْدَدْتُمْ لِلسُّجُوْدِ فَنَزَلَ وَسَجَدَ سَجَدْنَا .

১৪৮৯(৭)। আবু বাক্র আন-নায়সাপুরী (র)... আবু সাঈদ আল-খুদরী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের উদ্দেশে ভাষণ দেন এবং সূরা সাদ পাঠ করেন। তিনি সিজদার আয়াতটি পাঠ করার পর (মিম্বার থেকে) নেমে সিজদা করেন এবং আমরাও তাঁর সাথে সেই সূরায় সিজদা করি। পরে তিনি আবার সেই সূরা পড়েন। তিনি সিজদার আয়াত পর্যন্ত পৌঁছলে আমরা সিজদা দিতে প্রস্তুতি নিলাম। তিনি আমাদের প্রস্তুতি দেখে বলেন : নিশ্চয়ই এটা ছিল একজন নবীর তাওবাস্বরূপ, কিন্তু আমি তোমাদের দেখছি তোমরা সিজদা দিতে প্রস্তুত হয়েছ। অতএব তিনি (মিম্বার থেকে) নেমে সিজদা করলেন এবং আমরাও সিজদা করলাম।

١٤٩٠(٨)- حدثنا محمد بن احمد بن عمرو بن عبد الخالق نا احمد بن محمد بن رشدين نا ابن ابى مريم نا نافع بن يزيد عن الحارث بن سعيد العتقى عن عبد الله بن منين من بنى عبد كلال عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَقْرَاَهُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَجْدَةً فِى الْقُرْاٰنِ مِنْهَا ثَلاَثٌ فِى الْمُفَصَّلِ وَفِيْ سُوْرَةِ الْحَجِّ سَجْدَتَيْنِ .

১৪৯০(৮)। মুহাম্মাদ ইবনে আহ্মাদ ইবনে আমর ইবনে আবদুল খালেক (র)... আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে কুরআনের মধ্যে পনেরটি সিজদা শিক্ষা দিয়েছেন। তার মধ্যে তিনটি মুফাস্সাল সূরায় এবং সূরা হজ্জের দু'টি সিজদা।

١٤٩١(٩)- حدثنا الحسين بن اسماعيل واخرون قالوا نا محمد بن مسلم بن وارة حدثنى محمد ابن موسى بن اعين قال قرات على ابى عن عمرو بن الحارث عن ابن لهيعة ان المشرح ابن هاعان حدثه عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فِيْ سُوْرَةِ الْحَجِّ سَجْدَتَانِ قَالَ نَعَمْ اِنْ لَمْ تَسْجُدْهُمَا فَلاَ تَقْرَاْهُمَا .

১৪৯১(৯)। আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র) প্রমুখ... উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সূরা হজ্জে কি দু'টি সিজদা? তিনি বলেন : হাঁ। তুমি যদি দু'টি সিজদা দিতে না চাও তাহলে সে দু'টি আয়াত পড়ো না।

١٤٩٢(١٠)- حدثنا ابو بكر النيسابورى نا يوسف بن سعيد نا حجاج حدثنا شعبة عَنْ سَعْدِ ابْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ ثَعْلَبَةَ قَالَ رَاَيْتُ عُمَرَ سَجَدَ فِى الْحَجِّ سَجْدَتَيْنِ قُلْتُ فِى الصُّبْحِ قَالَ فِى الصُّبْحِ .

১৪৯২(১০)। আবু বাক্‌র আন-নায়সাপুরী (র)... সা'দ ইবনে ইবরাহীম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে ছা'লাবা (রা)-কে বলতে শুনেছি, আমি উমার (রা)-কে সূরা হজ্জে দু'টি সিজদা দিতে দেখেছি। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ফজরের নামাযে? তিনি বলেন, ফজরের নামাযে।

١٤٩٣(١١)- حدثنا عبد الله بن سليمان بن الاشعث نا محمد بن ادم نا مخلد بن الحسين عن هشام عن ابن سيرين عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَجَدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِاٰخِرِ النَّجْمِ وَالْجِنُّ وَالاِنْسُ وَالشَّجَرُ قال حدثنا ابن ابى داود لم يروه عن هشام الا مخلد .

১৪৯৩(১১)। আবদুল্লাহ ইবনে সুলায়মান ইবনুল আশ'আছ (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা আন-নাজ্‌ম-এর শেষে সিজদা করলেন, জিন, মানুষ ও গাছপালাও সিজদা করলো। গ্রন্থকার বলেন, আমার নিকট ইবনে আবু দাউদ (র) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং এটি হিশাম (র) থেকে মাখলাদ (র) ব্যতীত অন্য কেউ বর্ণনা করেননি।

١٤٩٤(١٢)- حدثنا ابو بكر عبد الله بن سليمان بن الاشعث ثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الصمد حدثنى ابى عن ايوب عن عكرمة عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَجَدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى وَالنَّجْمِ وَسَجَدَ الْمُسْلِمُوْنَ وَالْمُشْرِكُوْنَ .

১৪৯৪(১২)। আবু বাক্‌র আবদুল্লাহ ইবনে সুলায়মান ইবনুল আশ'আছ (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা ওয়ান-নাজ্‌ম-এ সিজদা করেছেন এবং মুসলমান ও মুশরিকরাও সিজদা করেছে।

١٤٩٥(١٣)- ثنا القاسم بن اسماعيل ابو عبيد ثنا الحسن بن احمد بن ابى شعيب ثنا مسكين ابن بكير عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَرَاَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالنَّجْمِ فَسَجَدَ فِيْهَا .

১৪৯৫(১৩)। আল-কাসেম ইবনে ইসমাঈল আবু উবায়েদ (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা 'ওয়ান-নাজ্‌ম' পড়েন এবং তাতে সিজদা করেন।

١٤٩٦(١٤)- حدثنا ابو بكر عبد الله بن سليمان بن الاشعث ثنا احمد بن صالح ثنا ابن وهب حدثنى قرة ابن عبد الرحمان المعافرى عن ابن شهاب وصفوان بن سليم عن عبد الرحمان بن سعد عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَجَدْتُ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ وَاقْرَاْ بِسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ .

১৪৯৬(১৪)। আবু বাক্‌র আবদুল্লাহ ইবনে সুলায়মান ইবনুল আশ'আছ (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সূরা 'ইযাস-সামাউন শাক্‌কাত' ও 'ইকরা বিসমি রব্বিকাল্লাযী খালাক'-এ সিজদা করেছি।

١٤٩٧(١٥)- حدثنا ابو بكر بن ابى داود ثنا سليمان بن داود ثنا ابن وهب اخبرنى ابو صخر عن يزيد بن قسيط عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ عُرِضَتِ النَّجْمُ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمْ يَسْجُدْ مِنَّا اَحَدٌ قَالَ اَبُوْ صَخْرٍ وَصَلَّيْتُ وَرَاءَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ وَاَبِىْ بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ فَلَمْ يَسْجُدَا .

১৪৯৭(১৫)। আবু বাক্‌র ইবনে আবু দাঊদ (র)... খারিজা ইবনে যায়েদ ইবনে সাবেত (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট সূরা আন-নাজ্‌ম পেশ করা (পড়া) হলো, কিন্তু আমাদের কেউ সিজদা করেননি। আর সাখর (র) বলেন, আমি উমার ইবনে আবদুল আযীয (র) ও আবু বাক্‌র ইবনে হাযম (র)-এর পিছনে নামায পড়েছি, কিন্তু তারা দু'জনও সিজদা করেননি।

٧٥- بَابُ السُّنَّةِ فِىْ سُجُوْدِ الشُّكْرِ

৭৫-অনুচ্ছেদ : কৃতজ্ঞতার সিজদাসমূহের সুন্নাত নিয়ম।

١٤٩٨(١)- ثنا محمد بن هارون ابو حامد ثنا عبد الرحمان بن واقد ثنا هشيم عن جابر الجعفى عَنْ اَبِىْ جَعْفَرٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ رَاَى رَجُلاً مِنَ النُّغَاشِيْنَ فَخَرَّ سَاجِداً .

১৪৯৮(১)। মুহাম্মাদ ইবনে হারূন আবু হামেদ (র)... আবু জা'ফার (র) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অতিশয় এক বেঁটে লোককে দেখে সিজদায় লুটিয়ে পড়েন।

١٤٩٩(٢)- حدثنا اسماعيل بن العباس الوراق ثنا على بن حرب ثنا ابو عاصم عن بكار بن عبد العزيز بن ابى بكرة عن ابيه عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا اَتَاهُ الشَّىْءُ يُسِرُّهُ خَرَّ سَاجِداً شُكْرًا لِلّٰهِ تَعَالَى .

১৪৯৯(২)। ইসমাঈল ইবনুল আব্বাস আল-ওয়াররাক (র)... আবু বাক্‌রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আনন্দদায়ক কিছু আসলে তিনি আল্লাহ তা'আলার প্রতি কৃতজ্ঞতাস্বরূপ সিজদায় লুটিয়ে পড়তেন।

١٥٠٠(٣)- حدثنا اسماعيل بن محمد الصفار ثنا الدقيقى ثنا ابو عاصم ثنا ابو بكرة بكار بن عبد العزيز بن ابى بكرة عن ابيه عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا اَتَاهُ اَمْرٌ يُسِرُّهُ اَوْ يُسَرُّ بِهِ خَرَّ سَاجِداً .

১৫০০(৩)। ইসমাঈল ইবনে মুহাম্মাদ আস-সাফ্ফার (র)... আবু বাক্‌রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ-এর নিকট আনন্দদায়ক কোন বিষয় আসলে সিজদায় লুটিয়ে পড়তেন।

١٥٠١(٤)- حدثنا احمد بن العباس البغوى ثنا عباد بن الوليد ثنا عفان ثَنَا هَمَّامٌ قَالَ سُئِلَ قَتَادَةُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى رَكْعَةً مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ حَدَّثَنِىْ خَلاَّسٌ عَنِ اَبِىْ رَافِعٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يُتِمُّ صَلاَتَهُ .

১৫০১(৪)। আহ্‌মাদ ইবনুল আব্বাস আল-বাগাবী (র)... হাম্মাম (র) থেকে বর্ণিত। কাতাদা (র)-এর নিকট এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো যে, সে ফজরের এক রাক্‌আত নামায পড়ার পর সূর্য উঠে গেলো। তিনি বলেন, আমার নিকট খাল্লাস (র) আবু রাফে-আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সে তার নামায (অবশিষ্ট রাক্‌আত) পূর্ণ করবে।

٧٦- بَابُ مَنْ كَانَ يُصَلِّى الصُّبْحَ وَحْدَهُ ثُمَّ اَدْرَكَ الْجَمَاعَةَ فَلْيُصَلِّ مَعَهَا

৭৬-অনুচ্ছেদ : কোন ব্যক্তি একাকী (ফজরের) নামায পড়ার পর পুনরায় জামাআত পেল, সে যেন জামাআতে নামায পড়ে।

١٥٠٢(١)- ثنا القاضى الحسين بن اسماعيل ثنا زياد بن ايوب وعلى بن مسلم قالا نا هشيم ثنا يعلى بن عطاء نا جَابِرُ بْنُ يَزِيْدَ بْنِ الاَسْوَدِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ شَهِدْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَجَّتَهُ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ صَلاَةَ الصُّبْحِ فِىْ مَسْجِدِ الْخَيْفِ فَلَمَّا قَضٰى صَلاَتَهُ وَانْصَرَفَ فَاِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ فِىْ اٰخِرِ الْقَوْمِ لَمْ يُصَلِّيَا مَعَهُ فَقَالَ عَلَىَّ بِهِمَا فَاُتِىَ بِهِمَا تَرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا فَقَالَ مَا مَنَعَكُمَا اَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا قَالاَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كُنَّا قَدْ صَلَّيْنَا فِىْ رِحَالِنَا قَالَ لاَ تَفْعَلاَ اِذَا صَلَّيْتُمَا فِىْ رِحَالِكُمَا ثُمَّ اَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ فَاِنَّهَا لَكُمْ نَافِلَةٌ .

১৫০২(১)। আল-কাযী আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল (র)... জাবের ইবনে ইয়াযীদ ইবনুল আসওয়াদ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিদায় হজ্জে তাঁর সাথে ছিলাম। আমি তাঁর সাথে মসজিদুল খায়েফ-এ ফজরের নামায পড়লাম। নামাযশেষে তিনি ঘুরে বসে দুইজন লোককে জামায়াতের শেষ প্রান্তে দেখতে পেলেন, যারা তাঁর সাথে নামায পড়েনি। তিনি বললেন : এদের দু'জনকে আমার কাছে নিয়ে এসো। তাদেরকে নিয়ে আসা হলো এবং ভয়ে তাদের ঘাড়ের শিরা কাঁপছিল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : আমাদের সাথে নামায পড়তে তোমাদের উভয়কে কিসে বাধা দিলো? তারা বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আমাদের অবস্থানস্থলে নামায পড়েছি। তিনি বললেন : তোমরা এরূপ করবে না। তোমরা তোমাদের অবস্থানস্থলে নামায পড়ার পর মসজিদে এসে জামাআত পেলে তাদের সাথে পুনরায় নামায পড়বে। এটা হবে তোমাদের উভয়ের জন্য নফল।

Contents

١٥٠٣(٢)- حدثنا ابو بكر النيسابورى ثنا سعدان بن نصر ثنا يزيد بن هارون ثنا هشام بن حسان وشعبة وشريك عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ بِهذَا الاِسْنَادِ نَحْوَهُ قَالَ شَرِيْكٌ فِىْ حَدِيْثِهِ فَقَالَ اَحَدُهُمَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اسْتَغْفِرْلِىْ فَقَالَ غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ .

১৫০৩(২)। আবু বাক্‌র আন-নায়সাপুরী (র)... ইয়া'লা ইবনে আতা (র) থেকে এই সনদে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত। শারীক (র) তার হাদীসে বলেন, তাদের একজন বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। তিনি বলেন : আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন।

١٥٠٤(٣)- حدثنا ابو بكر النيسابورى ثنا عبد الرحمان بن بشر بن الحكم ثنا عبد الرحمان بن مهدى ثنا سفيان عن يعلى بن عطاء عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ الاَسْوَدِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْفَجْرَ بِمِنى فَانْحَرَفَ فَرَاى رَجُلَيْنِ مِنْ وَّرَاءِ النَّاسِ فَدَعَا بِهِمَا فَجِيْءَ بِهِمَا تَرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا فَقَالَ مَا مَنَعَكُمَا اَنْ تُصَلِّيَا مَعَ النَّاسِ فَقَالاَ قَدْ كُنَّا صَلَّيْنَا فِىْ الرِّحَالِ فَقَالَ فَلاَ تَفْعَلاَ اِذَا صَلَّى اَحَدُكُمْ فِىْ رَحْلِهِ ثُمَّ اَدْرَكَ الصَّلاَةَ مَعَ الاِمَامِ فَلْيُصَلِّهَا مَعَهُ فَاِنَّهَا لَهُ نَافِلَةٌ .

১৫০৪(৩)। আবু বাক্‌র আন-নায়সাপুরী (র)... জাবের ইবনে ইয়াযীদ ইবনুল আসওয়াদ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মিনায় ফজরের নামায পড়লেন। নামাযশেষে তিনি ঘুরে বসে লোকদের পিছনে দুই ব্যক্তিকে দেখতে পেলেন। তিনি তাদেরকে ডাকলেন, তাদেরকে নিয়ে আসা হলো এবং তাদের (উভয়ের) ঘাড়ের রগ কাঁপছিল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : লোকদের সাথে নামায পড়তে তোমাদের উভয়কে কিসে বাধা দিলো? তারা বললো, আমরা আমাদের অবস্থানস্থলে নামায পড়ে এসেছি। তিনি বললেন : এরূপ আর করবে না। তোমাদের কেউ অবস্থানস্থলে নামায পড়ার পর মসজিদে এসে ইমাম-এর সাথে জামাআতে নামায পেলে সে যেন তাদের সাথে পুনরায় নামায পড়ে। এটা হবে তার জন্য নফল।

١٥٠٥(٤)- ثنا ابو بكر ثنا على بن حرب وحاجب بن سليمان قالا ثنا وكيع عَنْ سُفْيَانَ بِهذَا الاِسْنَادِ نَحْوَهُ وَقَالَ فَصَلُّوْا مَعَهُ وَاجْعَلُوْهَا سَبْحَةً خالفهما ابو عاصم النبيل عن الثورى .

১৫০৫(৪)। আবু বাক্‌র (র)... সুফিয়ান (র) থেকে এই সনদে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত। এতে আছে, তিনি বলেন : তোমরা তার সাথে নামায পড়ো এবং এটাকে নফল গণ্য করো। আবু আসেম আন-নাবীল (র) আস-সাওরী (র)-এর সূত্রে উভয়ের সাথে মতভেদ করেন।

١٥٠٦(٥)- ثنا ابو بكر النيسابورى ثنا محمد بن احمد بن الجنيد ثنا ابو عاصم عن سفيان عن يعلى بن عطاء عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَاى رَجُلَيْنِ فِيْ مُؤَخَّرِ الْقَوْمِ قَالَ فَدَعَا بِهِمَا فَجَاءَا تَرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا فَقَالَ مَا لَكُمَا لَمْ تُصَلِّيَا مَعَنَا فَقَالاَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّيْنَا فِي الرِّحَالِ قَالَ فَلاَ تَفْعَلاَ اِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمْ فِيْ رَحْلِهِ ثُمَّ جَاءَ اِلَى الاِمَامِ فَلْيُصَلِّ مَعَهُ وَلْيَجْعَلَ الَّتِيْ صَلّٰى فِيْ بَيْتِهِ نَافِلَةً . خالفه اصحاب الثورى ومعهم اصحاب يعلى بن عطاء منهم شعبة وهشام بن حسان وشريك وغيلان ابن جامع وابو خالد الدالانى ومبارك بن فضالة وابو عوانة وهشيم وغيرهم رووه عن يعلى بن عطاء مثل قول وكيع وابن مهدى .

১৫০৬(৫)। আবু বাক্‌র আন-নায়সাপুরী (র)... জাবের ইবনে ইয়াযীদ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর সাথে নামায পড়লাম। (নামাযশেষে) তিনি মোড় ফিরে লোকদের এক প্রান্তে দুই ব্যক্তিকে দেখতে পেলেন। রাবী বলেন, তিনি তাদের ডাকলেন। তারা কাঁপতে কাঁপতে এলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা আমাদের সাথে নামায পড়োনি? তারা বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা তাঁবুতে নামায পড়েছি। তিনি বলেন : আর এরূপ করো না। তোমাদের কেউ তার তাঁবুতে নামায পড়ে ইমামের কাছে এলে সে যেন তার সাথে পুনরায় নামায পড়ে এবং তার বাড়িতে পড়া নামাযকে নফল গণ্য করে।

আস-সাওরী (র)-এর সাথীগণ তার সাথে মতভেদ করেছেন। তাদের সঙ্গে ইয়া'লা ইবনে আতা (র)-এর সাথীগণও আছেন। তাদের মধ্যে আছেন শো'বা, হিশাম ইবনে হাস্‌সান, শারীক, গায়লান ইবনে জামে', আবু খালিদ আদ-দালানী, মুবারক ইবনে ফাদালা, আবু আওয়ানা, হুশায়েম প্রমুখ। তারা এই হাদীস ইয়া'লা ইবনে আতা (র) থেকে ওয়াকী ও ইবনে মাহ্‌দী (র)-এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٥٠٧(٦)- ورواه حجاج بن ارطاة عن يعلى بن عطاء عن ابيه عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ وَقَالَ فَتَكُوْنُ لَكُمَا نَافِلَةً وَالَّتِيْ فِيْ رِحَالِكُمَا فَرِيْضَةً حدثنا النيسابورى وغيره قالوا ثنا على بن حرب ثنا ابن نمير عن حجاج بذلك .

১৫০৭(৬)। হাজ্জাজ ইবনে আরতাত (র)... আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা)-নবী ﷺ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত। তিনি বলেন : (জামাআতের) নামায তোমাদের জন্য হবে নফল এবং তাঁবুতে পড়া নামায ফরয হিসাবে গণ্য হবে। আন-নায়সাপুরী (র) প্রমুখ বলেন, আমাদের নিকট এ হাদীস বর্ণনা করেন আলী ইবনে হারব-ইবনে নুমায়ের-হাজ্জাজ (র) সূত্রে।

١٥٠٨(٧)- حدثنا ابو بكر النيسابورى ثنا جعفر بن محمد الخفاف ثنا الهيثم بن جميل ثنا ابو عوانة ومبارك بن فضالة عن يعلى بن عطاء عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَ قَوْلِ هُشَيْمٍ .

১৫০৮(৭)। আবু বাক্‌র আন-নায়সাপুরী (র)... জাবের ইবনে ইয়াযীদ (র)-তার পিতা-নবী ﷺ সূত্রে হুশায়েম (র)-এর উক্তির অনুরূপ বর্ণিত।

١٥٠٩(٨)- ثنا محمد بن على بن اسماعيل الابلى ثنا موسى بن اعين بن المنذر ثنا محمد بن هنيدة المددى ثنا الجراح بن مليح عن ابراهيم بن عبد الحميد بن ذى حماية عن غيلان بن جامع عن يعلى بن عطاء عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ نَحْوَهُ .

১৫০৯(৮)। মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে ইসমাঈল আল-উবুল্লী (র)... জাবের ইবনে ইয়াযীদ (র)-তার পিতা-নবী ﷺ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

١٥١٠(٩)- خالفه بقية عن ابراهيم بن ذى حماية عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن يزيد عن ابيه عن النبى ﷺ نحوه . حدثنا ابن ابى داود نا عمرو بن حفص الوصابى ح وحدثنا الحسين بن اسماعيل ومحمد بن سليمان النعمان قالا نا محمد بن عمرو بن حنان قالا نا بقية حدثنى ابراهيم بن ذى حماية حدثنى عبد الملك بن عمير عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ نَحْوَ حَدِيْثِ شُعْبَةَ .

১৫১০(৯)। উপরোক্ত মূল পাঠে বিরোধিতা করেন বাকিয়্যা (র)... জাবের ইবনে ইয়াযীদ-তার পিতা-নবী ﷺ সূত্রে শু‘বা (র)-এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

٧٧- بَابُ تَكْرَارِ الصَّلاَةِ

৭৭-অনুচ্ছেদ : (একই) নামায পুনর্বার পড়া।

١٥١١(١)- حدثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا اسحاق بن ابى اسرائيل ثنا عبد العزيز بن محمد عن زيد بن اسلم عن بسر بن محجن عن ابيه انه كان جالسًا مع النبى ﷺ ح وحدثنا ابو بكر النيسابورى ثنا يونس بن عبد الاعلى انا ابن وهب ان مالكًا اخبره عن زيد بن اسلم عن رجل من بنى الديل يُقَالُ لَهُ بُسْرُ بْنُ مِحْجَنٍ عَنْ اَبِيْهِ مِحْجَنٍ اَنَّهُ كَانَ فِىْ مَجْلِسٍ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاُذِّنَ فِى الصَّلاَةِ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَصَلَّى ثُمَّ رَجَعَ وَمِحْجَنٌ

فِىْ مَجْلِسِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مَنَعَكَ اَنْ تُصَلِّىَ مَعَ النَّاسِ اَلَسْتَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ قَالَ بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلٰكِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتُ فِىْ اَهْلِىْ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا جِئْتَ فَصَلِّ مَعَ النَّاسِ وَاِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ اللفظ لحديث مالك والمعنى واحد .

১৫১১(১)। আবদুল ওয়াহ্হাব ইবনে ঈসা (র)... মিহ্জান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে এক মসজিদে উপস্থিত ছিলেন। তখন নামাযের আযান দেয়া হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়িয়ে নামায পড়েন, তারপর ফিরে আসেন। আর মিহ্জান (রা) তার জায়গায় বসে থাকলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করলেন : লোকজনের সাথে নামায পড়তে তোমাকে কিসে বাধা দিলো, তুমি কি মুসলমান নও? তিনি বলেন, হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ। তবে আমি বাড়িতে নামায পড়ে এসেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বলেন : যখন তুমি (মসজিদে) আসবে তখন লোকজনের সাথে নামায পড়বে, যদিও তুমি বাড়ীতে নামায পড়ে থাকো। হাদীসের মূল পাঠ মালেক (র)-এর, অর্থ একই।

٧٨- بَابٌ لاَ يُصَلّٰى مَكْتُوْبَةٌ فِىْ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ

৭৮-অনুচ্ছেদ : একই ফরয নামায এক দিনে দুইবার পড়া যাবে না।

١٥١٢(١)-وحدثنا ابو بكر النيسابورى ثنا احمد بن منصور وسعدان بن نصر وعباس بن محمد قالوا نا يزيد بن هارون ثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب حَدَّثَنِىْ سُلَيْمَانُ مَوْلٰى مَيْمُوْنَةَ اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ تُصَلُّوْا صَلاَةً فِىْ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ

১৫১২(১)। আবু বাক্র আন-নায়সাপুরী (র)... মায়মূনা (রা)-এর মুক্তদাস সুলায়মান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি ইবনে উমার (রা)-কে বলতে শুনেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : তোমরা একদিনে একই নামায দুইবার পড়ো না।

١٥١٣(٢)-حدثنا ابو بكر النيسابورى ثنا عباس ثنا روح حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ بِهٰذَا .

১৫১৩(২)। আবু বাক্র আন-নায়সাপুরী (র)... হুসাইন (র) থেকে এই সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীস বর্ণিত।

١٥١٤(٣)- حدثنا احمد بن اسحاق بن بهلول ثنا ابى نا ابو اسامة اخبرنى حسين بن ذكوان اخبرنى عمرو بن شعيب اَخْبَرَنِىْ سُلَيْمَانُ مَوْلٰى مَيْمُوْنَةَ قَالَ اَتَيْتُ عَلَىَّ ابْنَ عُمَرَ ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ جَالِسٌ بِالْبَلاَطِ وَالنَّاسُ فِىْ صَلاَةِ الْعَصْرِ فَقُلْتُ اَبَا عَبْدِ الرَّحْمَانِ النَّاسُ فِى الصَّلاَةِ قَالَ اِنِّىْ قَدْ صَلَّيْتُ اِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ تُصَلّٰى صَلاَةً مَكْتُوْبَةً فِىْ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ تفرد به حسين المعلم عن عمرو بن شعيب والله اعلم .

১৫১৪(৩)। আহ্‌মাদ ইবনে ইসহাক ইবনে বাহলূল (র)... মায়মূনা (রা)-এর মুক্তদাস সুলায়মান (র) বলেন, আমি একদিন ইবনে উমার (রা)-র নিকট এলাম। তখন তিনি আল-বালাত নামক স্থানে বসা ছিলেন। আর লোকজন আসরের নামায পড়ছিল। আমি বললাম, হে আবু আবদুর রহমান! লোকজন নামায পড়ছে? তিনি বলেন, আমি ইতিপূর্বে নামায পড়েছি। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে বলতে শুনেছি : একই ফরয নামায একদিনে দুইবার পড়া যাবে না। এই হাদীস আমর ইবনে শু'আইব (র) থেকে কেবল হুসাইন আল-মু'আল্লিমই বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ্ সর্বাধিক জ্ঞাত।

٧٩- بَابُ صَلاَةِ النَّافِلَةِ فِى اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ

৭৯-অনুচ্ছেদ : রাত ও দিনের নফল নামায।

١٥١٥(١)- حدثنا ابو عبد الله الحسين بن محمد بن سعيد البزاز ثنا الربيع بن سليمان ثنا ابن وهب اخبرنى ابن ابى ذئب وعمرو بن الحارث ويونس بن يزيد ان ابن شهاب اخبرهم عن عروة بن الزبير عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ فِيْمَا بَيْنَ اَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلاَةِ الْعِشَاءِ اِلَى الْفَجْرِ اِحْدٰى عَشَرَ رَكْعَةً يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَيُوْتِرُ بِوَاحِدَةٍ وَيَسْجُدُ سَجْدَةً قَدْرَ مَا يَقْرَأُ اَحَدُكُمْ خَمْسِيْنَ ايَةً قَبْلَ اَنْ يَرْفَعَ رَاْسَهُ فَاذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنْ صَلاَةِ الْفَجْرِ وَتَبَيَّنَ لَهُ الْفَجْرُ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلٰى شِقِّهِ الاَيْمَنِ حَتّٰى يَاْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ لِلاِقَامَةِ فَيَخْرُجُ مَعَهُ . وبعضهم يزيد على بعض فى قصة الحديث .

১৫১৫(১)। আবু আবদুল্লাহ আল-হুসাইন ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে সাঈদ আল-বায্যায (র)... নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এশা ও ফজরের নামাযের মাঝখানে এগারো রাক্আত (নফল) নামায পড়তেন। তিনি প্রতি দুই রাক্আত অন্তর সালাম ফিরাতেন এবং এক রাক্আত বেতের পড়তেন। তিনি এতো দীর্ঘ একটি সিজদা করতেন যে, তাঁর মাথা তোলার পূর্বে তোমাদের যে কেউ পঞ্চাশ আয়াত পরিমাণ পড়তে পারতো। মুআযযিন ফজরের নামাযের আযান শেষ করলে এবং ফজর স্পষ্ট হলে তিনি দাঁড়িয়ে সংক্ষেপে দুই রাক্আত সুন্নাত পড়তেন, তারপর ডান কাতে শুয়ে থাকতেন। শেষে ইকামত দেওয়ার জন্য তাঁর নিকট মুআযযিন এলে তিনি তার সাথে মসজিদে যেতেন। রাবীদের কেউ কেউ হাদীসের এই ঘটনার বর্ণনায় কম-বেশি করেছেন।

١٥١٦(٢)- حدثنا عبد الله بن سليمان بن الاشعث ثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمان قالا نا شعبة ح وحدثنا ابو على المالكى محمد بن سليمان ثنا بندار ثنا عبد الرحمان ابن مهدى ح وحدثنا عمر بن احمد بن على القطان ثنا محمد بن الوليد

ثنا محمد بن جعفر قالا نا شعبة عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ اَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا الاَزْدِىَّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ صَلاَةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنٰى مَثْنٰى قال لنا ابن ابى داود وهذه سنة تفرد بها اهل مكة .

১৫১৬(২)। আবদুল্লাহ ইবনে সুলায়মান ইবনুল আশ'আছ (র)... আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : রাত ও দিনের (নফল) নামায দুই দুই রাক্আত করে পড়তে হয়। ইবনে আবু দাঊদ (র) আমাদের বলেন, এটা সুন্নাত। হাদীসটি কেবল মক্কাবাসীরাই বর্ণনা করেছেন।

١٥١٧ (٣)- حدثنا محمد بن محمود بن المنذر الاصم ثنا يوسف بن بحر بجبلة ثنا داود بن منصور حدثنى الليث بن سعد عن عمرو بن الحارث عن بكير بن الاشج عن عبد الله بن ابى سلمة عن محمد بن عبد الرحمان بن ثوبان عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلاَةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنٰى مَثْنٰى .

১৪১৬(৩)। মুহাম্মাদ ইবনে মাহ্মূদ ইবনুল মুনযির আল-আসাম্ম (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : রাত ও দিনের (নফল) নামায দুই দুই রাক্আত করে পড়বে।

١٥١٨ (٤)- حدثنا عبد الله بن ابى داود ثنا محمد بن بشار ثنا معاذ بن معاذ وابن ابى عدى وسهل بن يوسف عن شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن انس بن ابى انيس عن عبد الله بن نافع بن العمياء عن عبد الله بن الحارث عَنِ الْمُطَّلِبِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ الصَّلاَةُ مَثْنٰى مَثْنٰى اَنْ تَشَهَّدَ فِىْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَتَبَائَسَ وَتَمَسْكَنَ وَتَقْنَعَ بِيَدِكَ وَتَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اَللّٰهُمَّ فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَهِىَ خِدَاجٌ . رواه الليث عن عبد ربه عن عمران بن ابى انس واسنده عن الفضل بن العباس .

১৪১৭(৪)। আবদুল্লাহ ইবনে আবু দাঊদ (র)... আল-মুত্তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : (নফল) নামায দুই দুই রাক্আত করে পড়তে হয়। তুমি প্রতি দুই রাক্আত অন্তর তাশাহ্হুদ পড়বে এবং বিনয়-নম্রতা সহকারে, শান্তভাবে ও একাগ্রতার সাথে তোমার হাত তুলবে এবং বলবে, হে আল্লাহ! হে আল্লাহ! যে ব্যক্তি এরূপ করেনি তার নামায অসম্পূর্ণ (ত্রুটিযুক্ত)। এই হাদীস আল-লাইছ (র) আবদে রব্বিহি-ইমরান ইবনে আবু আনাস (র) সূত্রে বর্ণনা করেছেন এবং আল-ফাদল ইবনুল আব্বাস (রা) থেকে এর সনদ বর্ণনা করেছেন।

টীকা : আরো দ্র. আবু দাঊদ, নফল নামায অধ্যায়, বাব ১৪, নং ১২৯৬; ইবনে মাজা, কিতাব ইকামাতিস সালাত, বাব ১৭২, নং ১৩২৫ (অনুবাদক)।

Contents

٨٠- بَابُ لاَ صَلاَةَ بَعْدَ الْفَجْرِ الاَّ سَجْدَتَيْنِ

৮০-অনুচ্ছেদ : ফজর (সুবহে সাদেক) হওয়ার পর দুই রাক্‌আত (সুন্নাত) ব্যতীত অন্য কোন নামায নেই।

١٥١٩(١)-حدثنا محمد بن سليمان المالكى ثنا احمد بن عبدة ثنا عبد العزيز بن محمد انا قدامة ابن موسى عن محمد الحصين التيمى عن ابى علقمة مولى ابن عباس عَنْ يَسَارٍ مَوْلى ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَانِى ابْنُ عُمَرَ اُصَلِّىْ بَعْدَ الْفَجْرِ فَحَصَبَنِىْ وَقَالَ يَا يَسَارُكَمْ صَلَّيْتَ قُلْتُ لاَ اَدْرِىْ قَالَ لاَ دَرَيْتَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ نُصَلِّىْ هٰذِهِ الصَّلاَةَ فَتَغَيَّظَ عَلَيْنَا تَغَيُّظًا شَدِيْدًا ثُمَّ قَالَ لِيُبَلِّغْ شَاهِدُكُمْ غَائِبَكُمْ اَنْ لاَّ صَلاَةَ بَعْدَ الْفَجْرِ اِلاَّ سَجْدَتَيْنِ .

১৫১৯(১)। মুহাম্মাদ ইবনে সুলায়মান আল-মালিকী (র)... ইবনে উমার (রা)-এর মুক্তদাস ইয়াসার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে উমার (রা) আমাকে ফজরের (ফরয নামায পড়ার) পর নামায পড়তে দেখেন। তিনি আমার প্রতি কংকর নিক্ষেপ করেন এবং বলেন, হে ইয়াসার! তুমি কতো রাক্‌আত নামায পড়লে? আমি বললাম, জানি না। তিনি বলেন, তুমি জানো না, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে এলেন, তখন আমরা এই নামায পড়ছিলাম। তাতে তিনি আমাদের প্রতি খুবই অসন্তুষ্ট হলেন। অতঃপর তিনি বলেন : তোমাদের উপস্থিতরা যেন অনুপস্থিতদের কাছে পৌঁছে দেয়, ফজরের (সুবহে সাদেক হওয়ার) পর দুই রাক্‌আত (সুন্নাত) ব্যতীত কোন (নফল) নামায নেই।

١٥٢٠(٢)- حدثنا محمد بن يحى بن مرداس حدثنا ابو داود السجستانى ثنا مسلم بن ابراهيم حدثنا وهيب عن قدامة بن موسى عن ايوب بن حصين عن ابى علقمة عَنْ يَسَارٍ مَوْلى ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَانِى ابْنُ عُمَرَ وَاَنَا اُصَلِّىْ بَعْدَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ فَقَالَ يَا يَسَارُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ نُصَلِّىْ هٰذِهِ الصَّلاَةَ فَقَالَ لِيُبَلِّغْ شَاهِدُكُمْ غَائِبَكُمْ لاَ تُصَلُّوْا بَعْدَ الْفَجْرِ اِلاَّ سَجْدَتَيْنِ .

১৫২০(২)। মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে মিরদাস (র)... ইবনে উমার (রা)-র মুক্তদাস ইয়াসার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে উমার (রা) আমাকে ফজর (ওয়াক্ত) উদয় হওয়ার পর নামায পড়তে দেখে বলেন, হে ইয়াসার! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হয়ে আমাদের কাছে এলেন। তখন আমরা এই নামায পড়ছিলাম। তিনি বলেন : তোমাদের উপস্থিতরা যেন অনুপস্থিতদের কাছে পৌঁছে দেয়—তোমরা ফজরের (ওয়াক্ত হওয়ার) পর দুই রাক্‌আত সুন্নাত ব্যতীত অন্য কোন নামায পড়ো না।

١٥٢١(٣)- حدثنا يزيد بن الحسين البزاز ثنا محمد بن اسماعيل الحسانى ثنا وكيع نا سفيان ثنا عبد الرحمان بن زياد بن انعم عن عبد الله بن يزيد عَنْ عَبْدِ اللّه بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ لاَ صَلاَةَ بَعْدَ صَلاَةِ الْفَجْرِ الاَّ رَكْعَتَيْنِ .

১৫২১(৩)। ইয়াযীদ ইবনুল হুসাইন আল-বায্যায (র)... আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ফজরের (সুন্নাত) নামাযের পর দুই রাক্‌আত (ফরয) নামায ব্যতীত অন্য কোন নামায নেই।

٨١- بَابُ الْحِثِّ لِجَارِ الْمَسْجِدِ عَلَى الصَّلاَةِ فِيْهِ الاَّ مِنْ عُذْرٍ

৮১-অনুচ্ছেদ : কোন ওজর বা অসুবিধা না থাকলে মসজিদ সংলগ্ন বাড়ি-ঘরের লোকজনকে মসজিদে এসে নামায পড়তে উৎসাহিত করা।

١٥٢٢(١)- حدثنا ابو حامد محمد بن هارون الحضرمى ثنا ابو السكين الطائى زكريا بن يحى ح وحدثنا محمد بن مخلد ثنا جنيد بن حكيم ثنا ابو السكين الطائى حدثنا محمد بن سكين الشقرى المؤذن نا عبد الله بن بكير الغنوى عن محمد بن سوقة عن محمد بن المنكدر عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللّهِ قَالَ فَقَدَ النَّبِيُّ ﷺ قَوْمًا فِى الصَّلاَةِ فَقَالَ مَا خَلَّفَكُمْ عَنِ الصَّلاَةِ قَالُوْا لَحَاءٌ كَانَ بَيْنَنَا فَقَالَ لاَ صَلاَةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ الاَّ فِى الْمَسْجِدِ . هذا لفظ ابن مخلد وقال ابو حامد لاَ صَلاَةَ لِمَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ ثُمَّ لَمْ يَاْتِ الاَّ مِنْ عِلَّةٍ .

১৫২২(১)। আবু হামেদ মুহাম্মাদ ইবনে হারূন আল-হাদরামী (র)... জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদল লোককে নামাযে উপস্থিত পাননি। তিনি বলেন : নামায থেকে তোমাদের কিসে পিছিয়ে রেখেছে? তারা বলেন, আমাদের মধ্যকার বিবাদ। তিনি বলেন : মসজিদের প্রতিবেশীর জন্য মসজিদ ব্যতীত নামায হয় না। মূল পাঠ ইবনে মাখলাদ (র)-এর। আবু হামেদ (র)-এর বর্ণনায় আছে, যে ব্যক্তি আযান শোনার পর ওজর ব্যতীত মসজিদে এলো না তার নামায হয় না।

١٥٢٣(٢)- وحدثنا ابو يوسف يعقوب بن عبد الرحمان المذكر ثنا ابو يحى العطار محمد بن سعيد بن غالب ثنا يحى بن اسحاق عن سليمان بن داود اليمامى عن يحى بن ابى كثير عن ابى سلمة عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ لاَ صَلاَةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ الاَّ فِى الْمَسْجِدِ .

১৫২৩(২)। আবু ইউসুফ ইয়া'কূব ইবনে আবদুর রহমান আল-মুযাককির (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: মসজিদের প্রতিবেশীর জন্য মসজিদ ব্যতীত নামায হয় না।

١٥٢٤(٣)- حدثنا يعقوب بن ابراهيم البزاز ثنا الحسن بن عرفة حدثنى المطلب بن زياد عن ابى اسحاق السبيعى عن الحارث عَنْ عَلِيٍّ قَالَ مَنْ كَانَ جَارُ الْمَسْجِدِ فَسَمِعَ الْمُنَادِيْ يُنَادِيْ فَلَمْ يَجِبْهُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ .

১৫২৪(৩)। ইয়া'কবূ ইবনে ইবরাহীম আল-বায্যায (র)... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি মসজিদের প্রতিবেশী সে মুআযযিনের আযান শোনার পর কোন অসুবিধা ব্যতীত তার উত্তর দেয়নি (মসজিদে আসেনি) তার নামায হয়নি।

١٥٢٥(٤)- حدثنا على بن عبد الله بن مبشر ثنا عبد الحميد بن بيان ثنا هشيم عن شعبة ثنا عدى بن ثابت ثنا سعيد بن جبير عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْهُ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ اِلاَّ مِنْ عُذْرٍ .

১৫২৫(৪)। আলী ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুবাশশির (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি আযান শুনে কোনরূপ ওজর ব্যতীত তার উত্তর দেয়নি (মসজিদে আসেনি) তার নামায হয়নি।

١٥٢٦(٥)- حدثنا ابن مبشر وآخرون قالوا نا عباس بن محمد الدورى ثنا قراد عَنْ شُعْبَةَ بِاِسْنَادِهِ نَحْوَهُ قَالَ الشَّيْخُ رفعه هشيم وقراد شيخ من البصريين مجهول .

১৫২৬(৫)। ইবনে মুবাশশির (র)... শো'বা (র) থেকে তার সনদে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত। আশ-শায়েখ (র) বলেন, হুশায়েম (র) এই হাদীস মারফূরূপে বর্ণনা করেছেন। কিরাদ হলেন বসরাবাসীদের শায়েখ। তিনি অজ্ঞাত রাবী।

١٥٢٧(٦)- حدثنا محمد بن يحى بن مرداس ثنا ابو داود ثنا قتيبة بن سعيد ثنا جرير عن ابى جناب عن مغراء العبدى عن عدى بن ثابت عن سعيد بن جبير عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِيْ فَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ اِتِّبَاعِهِ عُذْرٌ قَالُوْا وَمَا الْعُذْرُ قَالَ خَوْفٌ اَوْ مَرَضٌ لَمْ يَقْبَلِ اللّٰهُ مِنْهُ الصَّلاَةَ الَّتِىْ صَلّٰى .

১৫২৭(৬)। মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহ্ইয়া ইবনে মিরদাস (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি মুআযযিনের আযান শুনেছে এবং কোন ওযর বা অসুবিধা তাকে তার অনুসরণ করতে বাধা দেয়নি, তার আদায়কৃত নামায আল্লাহ কবুল করবেন না। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করেন, ওজর কি? তিনি বলেন : ভয়-ভীতি অথবা অসুস্থতা।

٨٢- بَابُ الرَّجُلِ يَذْكُرُ صَلاَةً وَهُوَ فِيْ أُخْرى

৮২-অনুচ্ছেদ : কোন ব্যক্তির এক ওয়াক্তের নামায পড়া অবস্থায় অন্য ওয়াক্তের নামাযের কথা স্মরণ হলে।

١٥٢٨(١)- حدثنا ابو بكر الشافعي حدثنا عبد الله بن احمد بن خزيمة ثنا علي بن حجر نا بقية حدثني عمر بن ابى عمر عن مكحول عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا نَسِيَ اَحَدُكُمُ الصَّلاَةَ فَذَكَرَهَا وَهُوَ فِيْ صَلاَةٍ مَكْتُوْبَةٍ فَلْيَبْدَاْ بِالَّتِيْ هُوَ فِيْهَا فَاِذَا فَرَغَ مِنْهَا صَلَّى الَّتِيْ نَسِيَ عمر بن ابى عمر مجهول .

১৫২৮(১)। আবু বাক্‌র আশ-শাফিঈ (র)... আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ নামাযের কথা ভুলে গেলে এবং তা অন্য (ফরয) নামায পড়া অবস্থায় স্মরণ হলে সে যে নামায পড়ছে তা পড়া শেষ করে যে নামায ভুলে গেছে তা পড়বে। উমার ইবনে আবু উমার (র) অজ্ঞাত রাবী।

١٥٢٩(٢)- حدثنا جعفر بن محمد الواسطي ثنا موسى بن هارون ثنا يحى بن ايوب ثنا سعيد ابن عبد الرحمان الجمحي عن عبيد الله عن نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اِذَا نَسِيَ اَحَدُكُمْ صَلاَتَهُ فَلَمْ يَذْكُرْهَا اِلاَّ وَهُوَ مَعَ الاِمَامِ فَلْيُصَلِّ مَعَ الاِمَامِ فَاِذَا فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ فَلْيُصَلِّ الصَّلاَةَ الَّتِيْ نَسِيَ ثُمَّ لْيُعِدْ صَلاَتَهُ الَّتِيْ صَلَّى مَعَ الاِمَامِ . قال ابو موسى وحدثناه ابو ابراهيم الترجماني ثنا سعيد به ورفعه الى النبي ﷺ ووهم في رفعه فان كان قد رجع عن رفعه فقد وفق للصواب .

১৫২৯(২)। জা'ফার ইবনে মুহাম্মাদ আল-ওয়াসিতী (র)... ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের কেউ তার নামাযের কথা ভুলে গেলে এবং ইমামের সাথে (অন্য) নামায পড়া অবস্থায় তা তার স্মরণ হলে সে ইমামের সাথের নামায পড়ার পর ভুলে যাওয়া নামায পড়বে, তারপর ইমামের সাথের পড়া নামায পুনরায় পড়বে।

আবু মূসা (র) বলেন, এই হাদীস আবু ইবরাহীম আত-তারজুমানী (র) আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, সাঈদ (র) আমাদের নিকট এই সূত্রে বর্ণনা করেছেন এবং তিনি তার সনদ নবী ﷺ পর্যন্ত উন্নীত করেছেন। সনদ উন্নীত করার ব্যাপারে তিনি সন্দেহের শিকার হয়েছেন। যদি তিনি তা মরফূরূপে বর্ণনা প্রত্যাহার করতেন তাহলে সেটাই যথার্থ হতো।

٨٣-بَابُ فَضْلِ صَلاَةِ الْقَائِمِ عَلَى صَلاَةِ الْقَاعِدِ وكَيْفِيَةِ صَلاَةِ الصَّحِيْحِ خَلْفَ الْجَالِسِ

৮৩-অনুচ্ছেদ : বসে নামায পড়া অপেক্ষা দাঁড়িয়ে নামায পড়ার ফযীলাত বেশি এবং বসে নামায আদায়কারীর পিছনে সুস্থ ব্যক্তির নামায পড়া।

١٥٣٠(١)- حدثنا احمد بن نصر بن سندوية ثنا يوسف بن موسى نا ابو اسامة ثنا حسين ابن ذكوان عن عبد الله بن بريدة عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّه ﷺ صَلاَةُ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلاَةِ الْقَائِمِ وَصَلاَةُ النَّائِمِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلاَةِ الْقَاعِدِ .

১৫৩০(১)। আহ্মাদ ইবনে নাসর ইবনে সানদুবিয়া (র)... ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : বসে নামায আদায়কারীর সওয়াব দাঁড়িয়ে নামায আদায়কারীর অর্ধেক। আর শোয়া অবস্থায় নামায আদায়কারীর সওয়াব বসে নামায আদায়কারীর অর্ধেক।

١٥٣١(٢)- حدثنا ابو بكر النيسابورى ثنا ابو احمد محمد بن عبد الوهاب النيسابورى ثنا جعفر بن عون حدثنا الاعمش عَنْ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ صُرِعَ رَسُوْلُ اللّه ﷺ مِنْ ظَهْرِ فَرَسٍ بِالْمَدِيْنَةِ عَلَى جِذْعِ نَخْلَةٍ فَانْفَكَتْ قَدَمُهُ فَقَعَدَ فِىْ بَيْتٍ لِعَائِشَةَ فَاَتَيْنَاهُ نَعُوْدُهُ فَوَجَدْنَاهُ يُصَلِّىْ قَاعِداً تَطَوُّعًا فَقُمْنَا خَلْفَهُ ثُمَّ اَتَيْنَاهُ يُصَلِّىْ صَلاَةً مَكْتُوْبَةً فَقُمْنَا خَلْقَهُ فَاَوْمَا اِلَيْنَا فَقَعَدْنَا فَلَمَّا قَضَى الصَّلاَةَ قَالَ اِئْتَمُّوْا بِالاِمَامِ مَا صَلَّى قَاعِداً فَصَلُّوْا قُعُوْداً وَاِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوْا قِيَامًا وَلاَ تَفْعَلُوْا كَمَا يَفْعَلُ فَارِسُ لِعُظَمَائِهَا .

১৫৩১(২)। আবু বাক্র আন-নায়সাপুরী (র)... জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনায় ঘোড়ার পিঠ থেকে খেজুর গাছের কাণ্ডের উপর পতিত হলে তাঁর পা মচকে যায়। তিনি আয়েশা (রা)-এর এক ঘরে বসলেন। আমরা তাঁকে দেখতে তাঁর নিকট এলাম। আমরা তাঁকে বসা অবস্থায় নফল নামায আদায়রত পেলাম। আমরাও তাঁর পিছনে নামাযে দাঁড়িয়ে গেলাম। তারপর আমরা (পুনরায়) তাঁর নিকট এলাম, তখন তিনি (বসা অবস্থায়) ফরয নামায পড়ছিলেন। আমরা তাঁর পিছনে দাঁড়ালাম। তিনি আমাদের দিকে ইশারা করলে আমরাও বসে গেলাম। নামাযশেষে তিনি বলেন : তোমরা ইমামের অনুসরণ করবে। ইমাম বসে বসে নামায পড়ালে তোমরাও বসে বসে নামায পড়বে এবং সে দাঁড়িয়ে নামায পড়লে তোমরাও দাঁড়িয়ে নামায পড়বে। পারস্যবাসীরা তাদের নেতৃবৃন্দের ক্ষেত্রে যেরূপ করে তোমরা তদ্রূপ করো না।

١٥٣٢(٣)- حدثنا ابو بكر ثنا عباس بن محمد حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بِهذَا وَلَمْ يَقُلْ تَطَوُّعًا .

১৫৩২(৩)। আবু বাক্র (র)... জা'ফার (র) থেকে এই সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত। কিন্তু তিনি 'নফল' শব্দটি উল্লেখ করেননি।

١٥٣٣(٤)- حدثنا احمد بن عباس البغوى ثنا حماد بن الحسن ثنا ابو عامر ثنا خالد بن اياس حَدَّثَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّىْ بِاَصْحَابِهِ جَالِسًا فَلَمَّا انْصَرَفَ وَسَأَلْتُهُ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ قُلْتُ لَهُمْ اِنِّىْ لاَ اَسْتَطِيْعُ اَنْ اَقُوْمَ فَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تُصَلُّوْا بِصَلاَتِىْ فَاجْلِسُوْا فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّمَا الاِمَامُ جُنَّةٌ فَاِنْ صَلّٰى قَائِمًا فَصَلُّوْا قِيَامًا وَاِنْ صَلّٰى جَالِسًا فَصَلُّوْا جُلُوْسًا .

১৫৩৩(৪)। আহ্‌মাদ ইবনে আব্বাস আল-বাগাবী (র)... ইবরাহীম ইবনে উবায়েদ ইবনে রিফাআ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-র নিকট প্রবেশ করে তাকে তার সাথীদের নিয়ে বসে বসে নামায আদায়রত অবস্থায় পেলাম। তিনি নামায শেষ করলে আমি তাকে এই সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, আমি তাদের বলেছি, আমার দাঁড়ানোর শক্তি নেই, যদি তোমরা আমার সাথে নামায পড়তে চাও তাহলে তোমরা বসা অবস্থায় নামায পড়ো। কারণ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : ইমাম হলো ঢালস্বরূপ। যদি ইমাম দাঁড়িয়ে নামায পড়ায় তবে তোমরাও দাঁড়িয়ে নামায পড়ো। আর যদি সে বসে নামায পড়ায় তবে তোমরাও বসে নামায পড়ো।

٨٤- بَابُ وَقْتِ الصَّلاَةِ الْمَنْسِيَّةِ

৮৪-অনুচ্ছেদ : ভুলে যাওয়া নামাযের ওয়াক্ত।

١٥٣٤(١)- حدثنا اسماعيل بن محمد الصفار ثنا محمد بن اسماعيل السلمى ثنا ابو ثابت ثنا حفص بن ابى العطاف عن ابى الزناد عن الاعرج عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ نَسِىَ صَلاَةً فَوَقْتُهَا اِذَا ذَكَرَهَا .

১৫৩৪(১)। ইসমাঈল ইবনে মুহাম্মাদ আস-সাফ্‌ফার (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : কোন ব্যক্তি নামাযের কথা ভুলে গেলে তা স্মরণ হওয়ার সময়টিই হলো সেই নামাযের ওয়াক্ত।

٨٥- بَابُ جَوَازِ النَّافِلَةِ عِنْدَ الْبَيْتِ فِىْ جَمِيْعِ الاَزْمَانِ

৮৫-অনুচ্ছেদ : বায়তুল্লাহ শরীফে সব সময় নফল নামায পড়া জায়েয।

١٥٣٥(١)- حدثنا ابو شيبة عبد العزيز بن جعفر بن بكير ثنا عمرو بن على ثنا سفيان بن عيينة عن ابى الزبير عن عبد الله بن باباه عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَا بَنِىْ عَبْدِ مَنَافٍ اِنْ وُلِّيْتُمْ مِنْ هٰذَا الاَمْرِ شَيْئًا فَلاَ تَمْنَعَنَّ طَائِفًا طَافَ بِهٰذَا الْبَيْتِ وَصَلّٰى اَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ اَوْ نَهَارٍ .

১৫৩৫(১)। আবু শায়বা আবদুল আযীয ইবনে জা'ফার ইবনে বুকাইর (র)... জুবায়ের ইবনে মুতইম (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : হে আবদে মানাফের বংশধর! তোমরা যদি এই ঘরের তত্ত্বাবধানের দায়িত্বপ্রাপ্ত হও তাহলে দিনের বা রাতের যে কোন সময় কেউ এই ঘরে নামায পড়তে বা তাওয়াফ করতে চাইলে তাকে বাধা দিও না।

١٥٣٦(٢)- حدثنا يوسف بن يعقوب بن اسحاق بن بهلول ثنا جدى ثنا ابى حدثنا الجراح ابن منهال عن ابى الزبير عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ سَمِعَ اَبَاهُ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا بَنِىْ عَبْدِ مَنَافٍ اَوْ يَا بَنِىْ قُصَىٍّ لاَ تَمْنَعُوْا اَحَداً اَنْ يَّطُوْفَ بِالْبَيْتِ وَيُصَلِّىْ اَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ اَوْ نَهَارٍ .

১৫৩৬(২)। ইউসুফ ইবনে ইয়া'কূব ইবনে ইসহাক ইবনে বাহ্‌লূল (র)... জুবায়ের ইবনে মুতইম (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : হে আবদে মানাফের বংশধর অথবা হে কুসাই-এর বংশধর! কেউ দিনের অথবা রাতের যে কোন সময় এই ঘরের নিকট নামায পড়তে বা তা তাওয়াফ করতে চাইলে তোমরা তাকে বাধা দিও না।

١٥٣٧(٣)- حدثنا الحسين بن احمد بن سعيد الرهاوى ثنا ابو عوانة احمد بن ابى معشر ثنا عبد الرحمان بن عمرو ثنا معقل بن عبيد الله عن ابى الزبير عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا بَنِىْ عَبْدِ مَنَافٍ اَلاَ لاَ تَمْنَعُوْا اَحَداً صَلّٰى عِنْدَ هٰذَا الْبَيْتِ اَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ اَوْ نَهَارٍ .

১৫৩৭(৩)। আল-হুসাইন ইবনে আহ্‌মাদ ইবনে সাঈদ আর-রাহাবী (র)... জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : হে আবদে মানাফের বংশধর! কোন ব্যক্তি রাত ও দিনের যে কোন সময় এই ঘরের নিকট নামায পড়তে চাইলে তোমরা তাকে বাধা দিও না।

١٥٣٨(٤)- حدثنا عبد الله بن محمد بن اسحاق المروزى ثنا حفص بن عمرو الربالى ثنا عبد الوهاب الثقفى حدثنا ايوب عن ابى الزبير واظنه عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ يَا بَنِىْ عَبْدِ مَنَافٍ لاَ تَمَنَّعُوْا اَحَداً يَطُوْفُ بِهٰذَا الْبَيْتِ اَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ اَوْ نَهَارٍ .

১৫৩৮(৪)। আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক আল-মারওয়াযী (র)... জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : হে আবদে মানাফের বংশধর! কোন ব্যক্তি রাত অথবা দিনের যে কোন সময় এই ঘরের (বায়তুল্লাহর) তাওয়াফ করতে চাইলে তোমরা তাকে বাধা দিও না।

١٥٣٩(٥)- حدثنا ابو طالب الحافظ احمد بن نصر ثنا عبد الله بن يزيد بن الاعمى بحران ثنا يحى بن عبد الله بن الضحاك ثنا عمرو بن قيس عن عكرمة بن خالد عَنْ نَافِعِ

بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ يَا بَنِىْ عَبْدِ مَنَافٍ لاَ تَمْنَعُوْا اَحَدًا يُصَلِّىْ عِنْدَ هٰذَا الْبَيْتِ اَىَّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ اَوْ نَهَارٍ .

১৫৩৯(৫)। আবু তালিব আল-হাফিজ আহ্‌মাদ ইবনে নাসর (র)... নাফে‘ ইবনে জুবায়ের ইবনে মুতইম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : হে আবদে নামাফের বংশধর! কোন ব্যক্তি রাত ও অথবা দিনের যে কোন সময় এই ঘরের কাছে নামায পড়তে চাইলে তোমরা তাকে বাধা দিও না।

١٥٤٠(٦)- حدثنا الحسين بن يحى بن عياش بن الحر بن عياش القطان ثنا الحسن بن محمد قال قال ابو عبد الله الشافعى ثنا عبد الله بن المؤمل عن حميد مولى عفراء عن قيس بن سعد عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ قَدِمَ اَبُوْ ذَرٍّ مَكَّةَ فَاَخَذَ بِعِضَادَتَىِ الْبَابِ فَقَالَ مَنْ عَرَفَنِى فَقَدْ عَرَفَنِىْ وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْنِىْ فَاَنَا جُنْدُبُ اَبُوْ ذَرٍّ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ صَلاَةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَلاَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتّٰى تَغْرُبَ الشَّمْسُ اِلاَّ بِمَكَّةَ اِلاَّ بِمَكَّةَ .

১৫৪০(৬)। আল-হুসাইন ইবনে ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে আয়্যাশ ইবনুল হুর ইবনে আয়্যাশ আল-কাত্তান (র)... মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু যার (রা) মক্কায় এসে দুই হাতে (বায়তুল্লাহ্‌র) দরজা ধরে বলেন, যে ব্যক্তি আমাকে চিনতে পেরেছে সে তো আমাকে চিনেছে। আর যে ব্যক্তি আমাকে চিনতে পারেনি, আমি হলাম জুনদুব আবু যার। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : ফজরের নামাযের পর সূর্য উদয়ের পূর্ব পর্যন্ত কোন নামায নেই এবং আসরের নামাযের পর সূর্য ডোবার পূর্ব পর্যন্ত কোন নামায নেই। তবে মক্কায়, তবে মক্কায়, তবে মক্কায় (ঐ সময় নামায পড়া যাবে)।

١٥٤١(٧)- حدثنا العباس بن عبد السميع الهاشمى ثنا عبد الله بن احمد بن ابى مسيرة ثنا خلاد ابن يحى بن صفوان ثنا عبد الوهاب بن مجاهد حدثنى عطاء حَدَّثَنِىْ نَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ اَنَّهُ سَمِعَ جُبَيْرًا يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ يَا بَنِىْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لاَ تَمْنَعُنَّ مُصَلِّيًا عِنْدَ هٰذَا الْبَيْتِ فِىْ سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ اَوْ نَهَارٍ .

১৫৪১(৭)। আল-আব্বাস ইবনে আবদুস সামী‘ আল-হাশেমী (র)... জুবাইর ইবনে মুতইম (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : হে আবদুল মুত্তালিবের বংশধর! তোমরা রাত অথবা দিনের যে কোন সময় এই ঘরের নিকট নামায আদায়কারীকে বাধা দিও না।

١٥٤٢(٨)- حدثنا الحسين بن صفوان البردعى ثنا احمد بن محمد بن صاعد ثنا محمد بن عبيد المحاربى ثنا ابو معاوية عن اسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عَنْ نَافِعِ بْنِ

جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا بَنِىْ عَبْدِ مَنَافٍ يَا بَنِىْ هَاشِمٍ اِنْ وُلِّيْتُمْ هٰذَا الاَمْرَ يَوْمًا مَا فَلاَ تَمْنَعَنَّ طَائِفًا بِهٰذَا الْبَيْتِ اَوْ مُصَلِّيًا اَىَّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ اَوْ نَهَارٍ .

১৫৪২(৮)। আল-হুসাইন ইবনে সাফওয়ান আল-বারাদিঈ (র)... নাফে ইবনে জুবায়ের ইবনে মুতইম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : হে আবদে মানাফের বংশধর, হে হাশিম-এর বংশধর! তোমরা যদি কোন দিন এই ঘরের তত্ত্বাবধানের দায়িত্বপ্রাপ্ত হও, তাহলে দিন ও রাতের যে কোন সময় এই ঘরের তাওয়াফকারী অথবা নামায আদায়কারীকে অবশ্যই বাধা দিও না।

١٥٤٣(٩)- حدثنا محمد بن مخلد ثنا كردوس بن محمد ثنا يزيد بن هارون ثنا اسماعيل بن مسلم عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ بِهٰذَا الاِسْنَادِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَ تَمْنَعُوْا اَحَدًا طَافَ بِهٰذَا الْبَيْتِ لَيْلاً اَوْ نَهَارًا .

১৫৪৩(৯)। মুহাম্মাদ ইবনে মাখলাদ (র)... আমর ইবনে দীনার (র) থেকে এই সনদে নবী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাত ও দিনের কোন সময় এই ঘরের তাওয়াফকারীকে তোমরা বাধা দিও না।

١٥٤٤(١٠)- حدثنا عثمان بن احمد الدقاق ثنا جعفر بن محمد بن شاكر ثنا سريج بن النعمان ثنا ابو الوليد العدنى ثنا رجاء ابو سعيد ثنا مجاهد عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ يَا بَنِىْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اَوْ يَا بَنِىْ عَبْدِ مَنَافٍ لاَ تَمْنَعُوْا اَحَدًا يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ وَيُصَلِّىْ فَانَّهُ لاَ صَلاَةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتّٰى تَغْرُبَ الشَّمْسُ اِلاَّ بِمَكَّةَ عِنْدَ هٰذَا الْبَيْتِ يَطُوْفُوْنَ وَيُصَلُّوْنَ .

১৫৪৪(১০)। উসমান ইবনে আহ্‌মাদ আদ-দাক্‌কাক (র)... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : হে আবদুল মুত্তালিবের বংশধর অথবা হে আবদে মানাফ-এর বংশধর! যে কোন ব্যক্তি এই ঘরের তাওয়াফ করে অথবা এখানে নামায পড়ে তোমরা তাকে বাধা দিও না। যদিও ফজরের নামাযের পর সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত কোন নামায পড়া সংগত নয় এবং আসরের নামাযের পর সূর্য অস্তমিত হওয়া পর্যন্ত কোন নামায পড়া সংগত নয়, কিন্তু লোকজন (ঐ সময়) মক্কায় এই ঘরের তাওয়াফ করতে পারবে এবং নামায পড়তে পারবে।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত

ইফা/২০১৪-১৫/অঃ সঃ/৫১০৫—৩,২৫০